ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

একাদশ ভাগ। ১৮১০ শক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রচারিত।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ২৷৹ মফস্বলে ৩৲

সূচিপত্র।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
১ম সংখ্যা।

১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২
মফস্বলে ৩৲
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵৹

পূজার আয়োজন।

প্রতিজ্ঞা।

ভানু শশী তারা যদ্যপি লুকায়,
কাল মেঘ রাশি শূন্য পথ ছায়,
বিষাদের ভারে প্রাণ মৃত প্রায়,
তবু না ছাড়িব কখন(ও) তোমায়।
বিপদ পবন যদি বহে ঘন,
ভাঙ্গে একে একে আশা তরুগণ,
যদি শূন্যময় দেখি ত্রিভুবন,
তবু না ছাড়িব তোমায় কখন।
সহযাত্রী যদি সবাই পলায়,
হারাই যদ্যপি সকল সহায়,
চারিদিক দেখি কেবলি আঁধার,
তবু না ছাড়িব চরণ তোমার।
যে যায় সে যাক, যে থাকে সে থাক,
তব পায় আমি রচিব কুলায়;
"সুখে দুঃখে শোকে, আঁধারে আলোকে"
গাব তব গুণ বসিয়া তথায়।

অনন্তকাল সাগরে আর এক সম্বৎসর বিলীন হইয়া গেল। নূতন বৎসর নূতন সজ্জায় সুশোভিত হইয়া আমাদিগকে অভিবাদন ও সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে কি পুরাতন জীবনও ত্যাগ করিতে পারিলাম? পুরাতন জীবনের কলঙ্কের মাঝে যে আলোক রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, কে তাহা ত্যাগ করিতে চায়? প্রভুর মুখের আলো পড়িয়া যে যে দিন আমার মলিন মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, সেই সেই দিন আমার পরম আদরের দিন; বার বার আমি সে সকল দিনের বিবরণ আলোচনা করিতে চাহি। লীলাময় প্রভু আমার জীবনে যে সকল লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার গৌরবের ও আশার দ্রব্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমি পুরাতনত্ব চাই না। আমি চাই যে আমার জীবনের পুরাতন মলিন ভাব, পুরাতন বৎসরের সঙ্গে কাল সাগরে লীন হউক, আর আমি নবোৎসাহে নূতন বৎসরের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হই। যদি নিত্য নূতন প্রতিজ্ঞা, নূতন ব্রত গ্রহণ করিতে না পারিলাম, তবে আর কি ধর্ম্ম সাধন হইল? প্রভুর আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া নববর্ষ-তরঙ্গ কাল সাগরে উত্থিত হইতেছে। প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন, যে তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া আমি যেন সেই তরঙ্গে ভাসিতে পারি।

নবীন ও পুরাতন ব্রাহ্ম! কি নূতন, কি পুরাতন কাহারও অযথা অনাদর বা অসম্মান করিও না। পুরাতন মিলনের স্মৃতি আর নূতন উদ্যমের তেজ, তোমার ধর্ম্ম জীবন গঠনে উভয়েরই প্রয়োজন। সাবধান! যেন দিবানিশি পুরাতন কথা কাজ ও ভাব লইয়া জীবন অতিবাহিত না হয়; আবার সাবধান যেন নূতন কার্য্যের উৎসাহে পুরাতন জীবন বেদ বিস্মৃত না হও। সুচতুর সাধক সেই, যে নূতন পুরাতন উভয়েরই সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছে, শীতলতা ও অসার উৎসাহ উভয়কেই যে অসার জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে। যখন দেখিবে যে জীবন পুরাতনের দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই নূতনের আরাধনা করিবে। যখন দেখিবে যে জীবন নূতনেই প্রমত্ত, তখন পুরাতনকে আহ্বান করিবে। প্রাণ বৃন্তে যদি জীবন থাকে তবে কলিকা ধরিবেই ধরিবে। কলিকা ধরিতেছে না দেখিলেই কারণ অনুসন্ধান করিবে। ঈশ্বর সনাতন তাঁহার ধর্ম্মও সনাতন সত্য; কিন্তু জীবন্ত সাধক ধর্ম্মকে এমনি করিয়া সুসজ্জিত করেন যে নূতন বলিয়া ভ্রম হয়। এস সবে "নবীন প্রেমের বসন পরিয়া" বিশ্বরাজের নিকট মহান্ বিশ্ব সেবা ব্রতে দীক্ষিত হই।

'ঈশ্বর প্রেম', এই চিন্তা আর সকল চিন্তা ডুবাইয়া দেয়। কেমন করিয়া সে প্রেম পাওয়া যায়? ভক্ত জীবন এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেয়। জীবে সমস্ত প্রেম দিতে পারিলে তবে সে প্রেম পাওয়া যায়। এক কণিকামাত্র জীবন্ত, নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রেম পরিবার স্থাপনের জন্য যথেষ্ট। আপনার অধিক আর এক জনকে ভাল বাসিলে, আর অমনি তোমার হৃদয়ে স্বর্গের সূত্রপাত হইল। সবাই বলে যে স্বর্গ রাজ্য এখানে নয়, ওখানে নয়, অন্তরে। প্রেমই সে রাজ্যের ভিত্তি, প্রেমই সে

রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ। আত্মশাসন, চিত্ত সংযম যে ভাল তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আত্মশাসনে পাপের মূল উৎপাটিত হয় না। একটী পাপ দমন করিলে, আর দশটী বাড়িয়া উঠিল। অথবা যত দিন শাসনের ভাব জাগ্রত রহিল, ততদিন নিরাপদে রহিলে, পাপের উত্তেজনার উপক্রম মাত্র তাহাকে বিদূরিত করিলে। 'কিন্তু শম দমে চক্ষু পরিবর্ত্তিত হয় না, সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় না'। প্রেমই পাপ জয়ে সমর্থ। ভক্ত জন বাঞ্ছিত ভগবৎ পদে অহেতুকী ভক্তি লাভ কি সহজ কথা? আগে আপনাকে বিস্মৃত হও, আগে অপরকে আপনার কর, পরে ভক্তির কথা মুখে আনিও।

স্বর্গরাজ্যের সেনাপতি, তোমার সৈনিক দলে নাম লিখাইয়া শেষে কি পাপের কাছে কাপুরুষ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে? জয় ও পরিত্রাণ তুমি আমার ললাটে লিখিয়া সংগ্রামে পাঠাইয়াছ, তবে আমি ভীত হই কেন? ধর্ম্ম রাজ্যে সকলকেই সংগ্রাম করিতে হয়। সংগ্রামে আমি কেন অনিচ্ছা প্রকাশ করি? তোমার ভক্ত ঈশা শয়তানের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন, তোমার সন্তান বুদ্ধ মারের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অবশেষে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। পলায়ন ও পরাজয়ের জন্য তো আমি জন্ম গ্রহণ করি নাই; অগ্রসর ও উন্নত হইব, এবং জয় লাভ করিব বলিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি। শত্রুরা চারিদিকে ঘেরিয়া বাণ বৃষ্টি করিতেছে আর আমি কাতর হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি। তুমি আমার ভীরুতা দূর করিয়া, সাহস ও উদ্যম সঞ্চার কর, আমি রিপুকুলের সহিত প্রাণ বিনাশক সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হই। নব বর্ষের মুখ তোমার কৃপায় দেখিলাম, যদি নব বর্ষে রিপু মণ্ডলীর উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারি, তবে জীবন ধারণ সার্থক হইবে। সংগ্রামের সময় কাছে কাছে থাকিও, কেননা, তোমা বই আমার অন্য সহায় নাই। আমার বিদ্যা বুদ্ধি তো তোমার সকলই বিদিত আছে। তোমার সঙ্গে যোগ রাখিয়া আমি রাক্ষস দমন করিতে পারি, তোমার বিয়োগে আমাতে তৃণের বল থাকে না।

যিনি স্থূলদর্শী তিনিই কেবল বলেন, যে বিজ্ঞান নাস্তিকতা প্রচার করে। ভক্ত দেখেন, যে বিজ্ঞানের উন্নতি স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের পথ দিন দিন সুপরিষ্কার করিয়া তুলিতেছে, ভ্রম ও কুসংস্কার কি সত্য রাজ্য স্থাপনের বিঘ্ন নয়? বিজ্ঞানের বিকাশে মানব জাতির কত ভ্রম ও কুসংস্কার লোপ হইয়াছে, বিজ্ঞান মানব হৃদয়কে উত্তরোত্তর কত উদার হইতে উদারতর করিতেছে! আবার আর এক দিকে দেখি, যে যেখানে অসামঞ্জস্য ও অন্ধকার দেখিয়া লোকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিত, এখন সেখানে অতীব আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ও জ্ঞানের নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থের পত্র যতই উদ্ঘাটন ও অনুশীলন করিতেছে, ততই প্রভুর জ্ঞানলীলা দেখিয়া বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইতেছেন। কে এখন বলিতে পারে যে বিজ্ঞান প্রভুর সিংহাসন বিস্তার করিতেছে না? সমাজতত্ত্ব যাহাই বলুক না কেন, উদার ও নিঃস্বার্থ প্রেম ভিন্ন সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে। মানব প্রকৃতি ও বাহ্য প্রকৃতিতে যে সকল বিশ্বজনীন সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, লোকের চিন্তা সেই দিকেই ধাবমান হইতেছে। ভক্তি যাঁর, প্রেম যাঁর, জ্ঞান তাঁর, বিজ্ঞান তাঁর। বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে বিসম্বাদিতা থাকিতে পারে না। যিনি ভক্ত, তিনি জ্ঞান ভক্তি মিলাইয়া প্রভুকে আহ্বান করেন, ব্রহ্মের হস্তলিপি লাভের জন্য বিজ্ঞানের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞান তাঁহার ব্রহ্ম লাভের পক্ষে বিশেষ সহায় হয়।

ধর্ম্ম জীবন যত দিন পরমুখাপেক্ষী থাকে, তত দিন সাধকের মহা বিপদ্। কত লোক আসিল, কত লোক চলিয়া গেল, তিনি সর্ব্বদাই এই গণনায় প্রবৃত্ত। ব্যক্তি বিশেষ উপাসনার সহায় না হইলে তাঁহার ভাল উপাসনা হয় না, মন্দিরে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম না হইলে তাঁহার ফাঁক ফাঁক ঠেকে। পাঁচ জনে যদি বলে, যে তোমাদের সমাজ থাকে না, অমনি তাঁহার মুখ শুকাইয়া যায়। ঈশ্বর মুখাপেক্ষী ভক্তের জীবন অন্য প্রকার। "যে যায় সে যাক, যে থাকে সে থাক, শুনে চলি আমি তোমারি ডাক" এই কথা বলিয়া তিনি এদিক্ ওদিক্ না চাহিয়া ঈশ্বরের অনুসরণ করেন। তিনি জানেন, পুণ্যের জয় স্থির, পাপের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। "সত্যের জয় হবেই হবে" এ কথা মুখের কথা নহে, তাহা তাঁহার বিলক্ষণ জানা আছে। ভক্তদিগের জীবন স্মরণ করেন আর একাকী প্রভুর বিজয় পতাকা হস্তে করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হন। নির্জ্জন মন্দিরে তিনি একাই তাঁহার ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। লোকের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট শুনিয়াছেন যে সত্যের জয় হইবে, তিনি অন্যের মুখে সত্যের পরাজয় শুনিয়া কখনই নিরুৎসাহ ও নিরাশ হইয়া পড়েন না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

যুগধর্ম্ম।

বর্ত্তমান যুগের চিন্তার গতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, যে উহা তিন দিকে ধাবিত হইতেছে। প্রথম সত্যানুসন্ধান। আধুনিক বিজ্ঞান চর্চ্চায় আর কিছু হউক বা না হউক, এই এক মহোপকার হইয়াছে যে, লোকে সত্যানুসন্ধানের জন্য অকাতরে ধন, প্রাণ ও মান বিসর্জ্জন করিতেছে। পূর্ব্ব কালে লোকে প্রাণ খুলিয়া সত্যানুসন্ধান করিতে পারিত না, কেননা নবাবিষ্কৃত সত্য প্রচলিত ধর্ম্মের ও মন্ত্রের বিরোধী হইলে আবিষ্কারকের রক্ষা থাকিত না। এখন আর সে কাল নাই। এখন পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিলে রাজা বন্দী করে না,—এখন পোপের অধিকার অস্বীকার করিলে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া রাজপুরুষে আর বধ করে না। প্রমুক্ত ভাবে,

অকুতোভয়ে বিজ্ঞান বীরবৃন্দ বিজ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছেন। এখন অতি দূরস্থিত তারকার রাসায়নিক প্রকৃতি নিরূপিত হইতেছে, অতি ক্ষুদ্রতম কীটাণুরও শোণিত সঞ্চালন পরীক্ষিত হইতেছে। প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকুক আর না থাকুক, সত্যের প্রাধান্য চিরকালই অক্ষুন্ন থাকিবে, বিজ্ঞানবিদেরা এই সত্য কথায় ও কার্য্যে সাহস পূর্ব্বক প্রচার করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক জগতের নিয়মাবলীর অখণ্ডনীয়ত্ব ও অপরিহার্য্যত্বের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বৈজ্ঞানিক মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে সত্যের জয় হইবেই হইবে। এই বৈজ্ঞানিক সত্যোপাসনার ফল যে কেবল বৈজ্ঞানিক জগতে আবদ্ধ আছে এমন নহে, মানব সমাজের সকল অংশেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই সত্যপরায়ণতাই সমাজের নীতি উন্নত করিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা মানব সন্তান এখন অধিকতর সত্যনিষ্ঠ ও সত্যপরায়ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই, যে বর্ত্তমান যুগের চিন্তাস্রোত স্বাধীনতার দিকে প্রবাহিত হইতেছে। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ করাই এখন মানব সমাজের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। সমালোচনও দর্শনের ক্রম বিকাশে শাস্ত্রের প্রতি লোকের ভক্তি ক্রমশঃই শিথিল হইতেছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যে, শাস্ত্র বিশেষ বা লোক বিশেষে মানব চিন্তা বদ্ধ থাকিবার দিন চিরকালের জন্য চলিয়া যাইতেছে। শাস্ত্র বিশেষের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিতে আজি কালি কেহই প্রস্তুত নহেন। সকলেরই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার অধিকার আছে, একথার সত্যতার প্রতি লোকের বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আজি কালি সবাই সমালোচক। শাস্ত্র প্রমাণ কেহই গ্রাহ্য করেন না। কথায় বা উপদেশে এখন লোকে ভুলে না, কথায় কথায় তাহারা যুক্তি চায়, এবং বিনা পরীক্ষায় কোন সত্যকেই গ্রহণ করে না। বৈজ্ঞানিক সত্যই হউক, আর দার্শনিক সত্যই হউক, কোনও সত্যই বিনা যুক্তি ও প্রমাণে কেহ গ্রহণ করিতে চায় না। বড় লোকের নামের ধুয়া ধরিলে এখন পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, বড় ও ছোট কেহই সমালোচনার অধিকারের বাহিরে যাইতে পারেন না। সুবর্ণ বলিলেই এখন কেহ সুবর্ণ বলিয়া মানিয়া লয় না, পরীক্ষায় কষ্টি পাথরে ঘসিয়া লয়।

তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই যে কেহই এখন ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সম্মত নহেন। ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রতি সম্মান যে একেবারে নাই আমরা সে কথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রতিভাশালী লোকের হস্তে সকল ক্ষমতা রাখিতে এখন লোকের প্রবৃত্তি হয় না। মানব সমাজের মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ লোকে দিন দিন এত উন্নত হইতেছে যে এখন চারি দিকেই বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী লোকের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রতিভাতারকার মধ্যে প্রতিভাচন্দ্ররূপে প্রকাশ পাওয়া কি সহজ ব্যাপার? অদ্বিতীয় মহাপুরুষের আবির্ভাবের সম্ভাবনা সুতরাং ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক কোনও প্রকার ক্ষমতা এখন কেহই ব্যক্তি বিশেষে আবদ্ধ রাখিতে চান না। সকল বিষয়েই, সকল স্থানেই এখন লোকে সাধারণ বা নিয়মতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। যে দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেখানকার লোক এখন রাজার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা কার্য্য না করাইয়া লোকসমবায়ের দ্বারা কার্য্য করাইতে এখন লোকের অধিকতর ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। গোষ্ঠীপতির আধিপত্য মতে চলিতে কেহ সম্মত নহেন, শিক্ষিত লোক মাত্রে আপন আপন অধিকার স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রজা, জমীদার, ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীর লোক আপন আপন শ্রেণীর হিতসাধনার্থ বদ্ধ পরিকর। দুর্ব্বল ও দরিদ্রকে সবল ও ধনী ব্যক্তি যে এখন নিরাপদে পদদলিত করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। যেখানেই ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য আছে, সেখানেই তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হইতেছে।

আমাদের এই পরাধীন দেশেও উক্ত যুগধর্ম্মের লক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে। এতদিন লোকে বেদ অপৌরুষেয় ও শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া আসিতেছিল, এখন আর সে কথায় দুই এক জন ব্যতীত বড় কাহারও আস্থা দেখিতে পাই না। আজি কালি সকলেরই হস্তে দেখি, সমালোচনার অস্ত্র। ক্ষুদ্রতম পিপীলিকাও হস্তীর সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত নহে। সত্যানুসন্ধানে লোকের অনুরাগ কাজে কাজেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে এখন কেহ তৃপ্ত হন না, এখন মৌলিক প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বয়ং অনুসন্ধান করিবার রুচি সকলেরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে কোন সত্য আছে কিনা, জানিবার স্পৃহা এখন সকলের বলবতী। অনুশাসন পত্রাদি পরীক্ষা ও প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যার অনুশীলনে সেই জন্য শিক্ষিত লোকদিগের এত ব্যস্ততা থাকিতে দেখা যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞানলালসা ও সত্যানুসন্ধিৎসা ক্রমশঃ আমাদের দেশের লোকের অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিতেছে। পুস্তক পড়িয়া বিজ্ঞানের সত্য লাভ করিতে এখন কেহ সম্মত নহেন, প্রক্রিয়া ও মৌলিক অনুসন্ধানে আমাদের অধ্যাপকেরা ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্ত হইতেছেন। রাজনৈতিক জগতে দেখি, যে লোকে ইহার মধ্যেই ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার প্রার্থনা করিতেছে। সামাজিক জগতে দেখি, যে দলাদলি ও জাতিচ্যুত করার উপর অল্পে অল্পে লোকে বীতরাগ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্ম জগতেও আবার আমরা দেখিতে পাই যে তথায় যুগধর্ম্মের লক্ষণ সকল অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছে।

যে ধর্ম্ম এই যুগধর্ম্মের সঙ্গে মিল রাখিতে পারিবে, সেই ধর্ম্মই যে পরিশেষে জয় লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে ধর্ম্ম এই যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহা আপাততঃ প্রবল হইয়া উঠিলেও শেষে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গুরুবাদ ও প্রসাদ ভোজনের কার্য্যকারিতা এবং কল্পিত উদারতা প্রচার করুন, প্রাণায়ামবাদিগণ প্রাণায়ামকে উচ্চ ধর্ম্মভাবলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া

ব্যাখ্যা করুন, আর পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী মলিন মানবের ধর্ম্ম পিপাসাকে দেবধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করুন, যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে মিল না রাখিলে তাঁহাদের কেহই নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইবেন না। শাস্ত্র বিশেষের অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্ততা এবং গুরু বাক্যের অমোঘত্বের উপর ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের ভিত্তি যিনি সংস্থাপন করিবেন, তিনি বালুকার উপর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিবেন। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও শিক্ষার স্রোতঃপ্রবল হইয়া যখনি সে হর্ম্ম্যে আঘাত করিবে অমনি উহা ভূতলশায়ী হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি কথিত যুগ ধর্ম্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া মানব সমাজকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হন, তবে কালে উহাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। যিনি ইতিহাসকে ঐশী শক্তির পরিচালন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাকে যুগধর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই সমাজই সুচতুর, যে সমাজ কাল ও প্রকৃতিকে আপনার অনুকূল করিয়া লয়, সেই সমাজই ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রমুক্ত করেন। যে সমাজ মানব চিন্তাকে বাঁধিয়া রাখিতে চায়, সে সমাজ আপনিই বাঁধা পড়ে। যে মত মানবাত্মার ক্রমবিকাশের পথ পরিষ্কার করে, তাহাই ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। গোপনে সত্য প্রচারের কাল বিলুপ্ত হইয়াছে, গোপনে কিছু প্রচার করিতে গেলেই লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়। "যদি তোমার মত সত্য হয় তবে তুমি আলোক সহিতে পার না কেন?" এই কথা [illegible] বাদীকে লোকে বিদ্রূপ করে। যে মত যে ধর্ম্ম সমালোচনার ভর সহিতে পারে না, তাহা কখনই স্থায়ী হইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই জন্য মুক্তকণ্ঠে আলোক, স্বাধীন চিন্তা ও সত্যনিষ্ঠা প্রচার করিয়া থাকেন। দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র সিন্ধু মন্থনে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় রামমোহন রায় হইতে মৃত কেশবচন্দ্র সেন পর্য্যন্ত দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলনে কেহই ত্রুটি করেন নাই। আমরা আশা করি যে আমাদের সমাজও এ বিষয়ে কালে আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় হইবেন। কিন্তু দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদর করেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য শাস্ত্রের অনাদর করিতে পারেন না। সত্যই ব্রাহ্মের একমাত্র অবিনশ্বর শাস্ত্র। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম যেখানেই হউক সত্য পাইলেই, ব্রহ্মলিপি বলিয়া ব্রাহ্ম সাদরে তাহা বক্ষে স্থাপন করেন। সত্যানুসন্ধান এবং সত্যানুশীলন সেই জন্য ব্রাহ্ম জীবনের এক প্রধানতম কর্ত্তব্য। সত্য কি? বলিয়া সত্য নির্দ্ধারণে উদাসীন অনেক পাইলেট জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্ম পাইলেট বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজ আপন ধর্ম্ম ও সত্যকে সমালোচনার অগ্নিতে ফেলিতে অথবা জগতের নিকট প্রচার করিতে কদাপি পশ্চাৎপদ হন না।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ও তাহার প্রণালী। *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আর তিনি কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন মানব তাঁহার পুত্র ও সহচর। তিনি এমন অধিকার মানবকে দিয়াছেন। নিজ আনন্দের অংশী করিবার জন্য তিনি মানবাত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যে জ্ঞানানন্দ—সুন্দর জগতের সৌন্দর্য্য জানিয়া যে আনন্দ এই জ্ঞানানন্দের কিঞ্চিৎ আমাকে দিবেন বলিয়া আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিজ্ঞানের নিগূঢ় প্রদেশে বিধাতার চিন্তার পথ যখন অবধারণ করা যায় তখন মনে কি গভীর আনন্দের উদয় হয়! আকাশের সমুদায় গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ হর্সেল তাই বলিয়াছিলেন, "O God, I think thy thoughts after thee." অর্থাৎ হে ঈশ্বর তোমার পশ্চাতে আমি তোমার চিন্তার চিন্তা করিয়া থাকি। যখন পরমেশ্বরের চিন্তার পথ অনুসন্ধান করি তখন পৃথিবীর পাপ নীচতা দূরে পলায়ন করে। কে বলে বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিবাদী? বিজ্ঞান বিধাতার লীলাক্ষেত্র, বিজ্ঞান বিধাতার কারখানা। বিজ্ঞান দিয়া তিনি আমাদিগকে জ্ঞানানন্দ পান করিতে বলেন। তাঁর প্রেম ধারাও নিরন্তর প্রবাহিত। সামান্য কীটও তাঁহার প্রেমে বঞ্চিত নয়, কত প্রেম ব্যয়ে জগত নির্ম্মিত হইয়াছে! মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন যে রাঁধুনী যদি ভালবাসিয়া মসলা দেয় তবেই ভাল রান্না হয়,—চিত্রকর যদি ভাল বাসিয়া রঙ দেয় তবেই ভাল চিত্র হয়। প্রেম খরচ না হইলে ফুল কি কখন এত সুন্দর হইত? জড়েও তাঁহার প্রেমধারা প্রবাহিত। ছেলে পিলে আমোদ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া মনে হয় খুব যাউক লোকের সুখ দেখিলে আমরা সুখী হই। আজি ছেলেরা খাইতেছিল দেখিয়া কি সুখ হইয়াছিল! তেমনি আমরা যত সুখ ভোগ করি তিনি বলেন আহা! আরও সুখ ভোগ কর, আর ও আনন্দ পান কর। আপনার প্রেমে তিনি আপনি পাগল এবং বিভোর। মানুষকে সদাই বলিতেছেন, "জগতকে প্রেম করিয়া আনন্দ ভোগ কর এবং আমার প্রেমানন্দের অংশী হও"। সেবানন্দেও তিনি আমাদিগকে অংশী করিতে ইচ্ছুক। জগৎকে যে কেবল তিনি প্রেম করেন এমন নহে তাঁহার মত জগতের পরিচারিকা বা সেবিকা আর কে আছে? গাছের ডালে পাখীর ছানা থাকে, মাকে উড়াইয়া আনিয়া কে তাহার মুখে আহার দেওয়ায়? সন্তানের পরিচর্য্যা করিবার সুখ দিয়া, সন্তানের দুঃখ হরণ করিবার অধিকার দিয়া তিনি কি অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগের বিধান করিয়া দিয়াছেন! সেবার অধিকার আমাদের, অন্যায় নিবারণ ও দুঃখ দূরীকরণ করিবার অধিকার আমাদের। তিনি আমাদিগকে জ্ঞান প্রেম ও সেবানন্দের অধিকারী করিয়াছেন, সেই জন্যই আমরা তাঁহার পুত্র, আর সকল জীব নীচ দাস ও আজ্ঞাবহ। আপন স্বাধীন ভাবের কর্ণিকা মাত্র মানবকে

---

* বিগত ১২ই মাঘ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে এই বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহারই সারাংশ।)

দিয়া তিনি তাহাকে আপনার সহচর করিয়াছেন। সঙ্গে রাখিবার জন্য মানবের সৃষ্টি, তাঁহার সঙ্গে থাকিব সঙ্গে বেড়াইব, সঙ্গে আনন্দ সম্ভোগ করিব বলিয়া আমাদের জন্ম হইয়াছে। সখা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঁচিয়া থাক, প্রভু আমাদের সখা ও সহচর। মানব জীবন কত উন্নত ও মহৎ। মানব জীবনের এই মহৎ ভাব যে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, তার কি আর পাপ করিতে মতি থাকে? আমি তাঁর সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞান, প্রেমে প্রেম এবং সেবায় সেবা মিশাইয়া দিব। এ কি উন্নত আদর্শ! এই আদর্শ কেবল ধারণ করিলে চলিবে না,—কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। জ্ঞান, প্রেম ও সেবা তিনকেই মিলিত করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য, আংশিক ধর্ম্ম জীবন লাভ করা আমাদের লক্ষ্য নহে। ধর্ম্ম জীবনের অন্তর্গত সকলই। জগতে যত জ্ঞানচর্চ্চা, সাধুতা ও প্রেম আছে, আমাদের জীবনক্ষেত্রে সে সমস্তকেই আনিয়া ফেলিতে হইবে। এ মহদ্ভাব সাধন করা কঠিন। ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ লক্ষ্য যতদিন আছে, ততদিন কার সাধ্য ইহাকে বিনাশ করে? ব্রাহ্মসমাজই এই দেশের উদ্ধার সাধন করিবে। আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে আংশিক করিয়া ফেলিয়াছি, উহার পূর্ণাদর্শ আমাদিগকে এখন ভাল করিয়া ধারণ ও কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন প্রকার আংশিক সাধন আমাদের লক্ষ্য নহে। সমুদয় আংশিক সাধন বিনাশ করিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধন ও অধ্যাত্ম যোগ স্থাপনের চেষ্টাই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ। নরনারী প্রেমোচ্ছ্বাসে মত্ত হইবে, পরোপকার বা জ্ঞানে তাহাদের রুচি থাকিবে না, নীতি পবিত্রতার তাহারা আদর করিবে না,—উচ্ছ্বাস ও মত্ততাপূর্ণ এরূপ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী প্রস্তুত করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য নহে। যে ভাবের মত্ততা বিবেকের উজ্জ্বলতার অভাব, তাহার জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রমুক্ত, ব্রাহ্মসমাজ তাহার স্থান নহে। জ্ঞানে মগ্ন ও আত্মতৃপ্ত, যাহারা কাছে যায়, দয়া করিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন, এরূপ লোক প্রস্তুত করা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য নহে। শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত শত শত সন্ন্যাসী আশ্রম এই জাতীয় লোক প্রস্তুত করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কার্য্যে ব্যস্ত, উপাসনার সময় নাই, নীরস ও প্রেম বিহীন চরিত্র সৃষ্টি করিতে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছেন? কখনই না। ঈশ্বর বিহীন প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা বিহীন জীবন গঠন করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই। পশ্চিমে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এই জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর সিংহাসনচ্যুত বিজ্ঞান,—ঈশ্বর সিংহাসনচ্যুত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ব্রাহ্মসমাজ আসন দিতে প্রস্তুত নহেন। মানব-হৃদয়াসনে সত্য জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর পরমেশ্বরের আসন দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ভার প্রাপ্ত। চিরাগত সংস্কার মূলক অন্ধ বিশ্বাস হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, চিন্তাশীল মনে নিরাশা আসিয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ঈশ্বরের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া জ্ঞান, প্রেম ও সেবা হস্তে লইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। সংগ্রাম দুরূহ বটে, কিন্তু এই সংগ্রামই ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত। ভারতের প্রাচীন বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে, এই সময়ে ভারতে পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের নাম প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের কার্য্য। আমাদের এই আদর্শ যেমন স্বাভাবিক ও পূর্ণ, প্রণালীও তেমনি স্বাভাবিক ও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। জগৎকে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, যে আমরা কখন জ্ঞানতত্ত্বালোচনায়, কখনও বা প্রেমোন্মত্ত নামকীর্ত্তনে, কখনও বা দেহ মন প্রাণ দিয়া মানবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্গতি-দূরীকরণে প্রবৃত্ত। পূর্ণ ও স্বাভাবিক ভাবে যে আমরা ঈশ্বর চরণে বাস করি, ইহা আমাদিগকে জগদ্বাসীর নিকট দেখাইতে হইবে। সকল প্রকার সংস্কার, সামাজিক উন্নতি ও দুর্নীতি নিবারণ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চ্চা, দেশোন্নতির যে উচ্চ আদর্শের অন্তর্গত, আমরা আপনাপনি তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।—ব্রাহ্মদিগকে এখন আর স্বতন্ত্র সমাজ সংস্কার প্রচার করিতে হয় না। ব্রাহ্মসমাজের সকল সামাজিক সংস্কার—বালবিধবার দুঃখ হরণ, নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ বারণ, সকল প্রকার দুর্নীতি উন্মূলন চেষ্টা, দেশের হিতসাধন, সকলই আমাদের মূল আদর্শেরই অন্তর্গত। জনসমাজ এই আদর্শ সাধনের উপায়, এই আদর্শ সাধন করিবার এবং এই আদর্শ সাধনে সাহায্য করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি। জীবনের এই লক্ষ্য সাধনের পথে ব্রাহ্মসমাজ সহায়তা করিবেন ইহা বিধাতার অভিপ্রেত বলিয়াই নরনারী এখানে আকৃষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মবিনিঃসৃত সত্যবীজ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মসমাজ রূপ কোষের প্রয়োজন। পরমেশ্বর যে জীবন্ত সত্য দিয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের নরনারী মিলিয়া তাহা ধারণ, সাধন ও উজ্জ্বল করেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। ব্রাহ্মসমাজের নরনারী! বিশ্বাস কর, বিধাতা ঐ তোমাদের সমাজ গড়িতেছেন। এই গঠন কার্য্যে তোমরা সহায় হও। যাহার দেহ, মনে বিধাতা যে শক্তি দিয়াছেন, বিধাতার অভিপ্রায়, যে তিনি তাহাই উক্ত গঠন কার্য্যের সহায়তায় প্রয়োগ করেন। আপনি আপনার আবরণ হইও না। যখন নরনারীর হৃদয়ে যাহা আছে, তাহা ফুটিয়া উঠিবে, তখন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ পূর্ণ হইবে, গঠনও সুচারুরূপ হইবে। যাহার যাহা আছে, তাহা দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে। যতদিন দেখিবেন, যে প্রাণের ভাল ভাল সামগ্রী প্রভুর কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে না, ততদিন জানিবেন যে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইতেছে না।

সুচারুরূপে এই সত্যটী ধারণা করিতে গেলে আরও কয়েকটী সত্য আসিয়া পড়িবে। তন্মধ্যে প্রধান সত্য স্বাধীনতা—সকলকেই স্বাধীনতা দিতে হইবে। এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে যেন কাহারও পথে কেহ আবরণ না হন। এই সত্য চিন্তা করিতে গিয়া দেখি, যে ঈশ্বরের অনুগত হইতে হইলে সাধারণ তন্ত্রের আবশ্যকতা। যে সমাজের ব্যক্তি বিশেষ বলেন, আমি জ্বলি, আর তোমরা নিবিয়া থাক সে সমাজ বিধাতার ইচ্ছানুগত নহে। কোন্ তারা অন্য তারাকে বলিতে পারে, তুমি আকাশে জ্বলিতে পাইবে না? এখানে এমন কেহই আসেন নাই, ঈশ্বর যাহাকে আনেন নাই। স্বার্থসাধনোদ্দেশে যিনি

আসিয়াছেন, তাঁহার কথা বলিতেছি না,। ঈশ্বর লাভের জন্য যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমার হাত ধরিয়া এখানে আনিয়াছেন, এবং আমাকে কাজ করাইতেছেন। আমি আরও বিশ্বাস করি, যে আমার যে ভাইটীকে কেহ জানে না, ঈশ্বর তাহারও হাত ধরিয়া আনিয়াছেন ও তাঁহাকে কাজ করাইতেছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে আমরা সকলেই তাঁহার জন্য জ্বলিব, সকল বাতি মিলিত হইয়া এক বৃহৎ মশালে পরিণত হইব। ছোট ছোট আলোক মিলিত হইয়া এক বৃহৎ আলোক রূপে আমরা ব্রহ্মাকাশে জ্বলিতে থাকিব, তবে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। বিধাতার হস্তে ব্রাহ্মসমাজ। নর নারী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। কে আগুণ জালিয়া দিয়াছে? আমরা জালিয়াছি, আমাদের কথায় জ্বলিয়াছে এ কথা কে বলিবে? ঈশ্বর এই আগুণ জালিয়াছেন। এক ঈশ্বর সকল মঙ্গল ভাবের আধার। বিধাতার সমাজ সাধারণ তন্ত্র। ইহার অর্থ এ নয়, যে বিধাতার সমাজে উচ্চ, নীচ নাই। ইহার অর্থ এ নয় যে, বার বৎসরের ছেলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মের গলা ধরিয়া তাঁহার সহিত সমবয়স্কের ন্যায় ব্যবহার করিবে। মর্য্যাদা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সাধু ভক্তি সকলই চাই। তোমরা দেখাও, যে তোমরা যেমন সাধু ভক্তি করিতে পার, এমন আর কেহই পারে না। যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্যকে বল, যে এখানে সকলে এস, আমাদের প্রাণে, সমাজে বাস কর। সাধুভক্তির দৃষ্টান্ত, বিনয় কি আমাদের মধ্যে থাকিবে না? যাহার যাহা আছে, দাও,—পরিশ্রম কর। এমন সুযোগ আর পাইবে না। যাঁহার রসনা কীর্ত্তন করিতে চায়, তিনি কীর্ত্তনের লহরী তুলুন, যাঁহার লিখিবার শক্তি আছে, তাঁহার উজ্জ্বল লেখনী অগ্নিময় অক্ষরে প্রভুর যশোগান করুক, যাহার প্রেম আছে তিনি সকলকে আলিঙ্গন করুন। এই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ, এ প্রণালীতে সকলের শক্তির ব্যবহার হইবে, সব যন্ত্র এক সুরে বাজিবে। কি সুন্দর দৃশ্য! স্মরণে আনন্দ উথলিয়া উঠে। কে ইহার পথে বিঘ্ন রোপন করে? হায়! হায়! যখন জগতে ঈশ্বরের নাম প্রচার করার এত দরকার, তখন কি না গৃহ বিবাদ, অনাত্মীয়তা? কি পরিতাপের ব্যাপার! আজ যদি গৃহ বিবাদ বিসম্বাদ না থাকিত, তবে কার সাধ্য আমাদিগকে উপহাস করে? সত্যের আদর কর ঈশ্বরকে মাথায় রাখ। আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরের সেবায় ভোর হইয়া যাও! তখন আগুন উঠিবে। কার সঙ্গে আমরা সুর বাঁধিব? ঐক্যতানবাদনে সকল যন্ত্রই একটী যন্ত্রের সঙ্গে বাঁধা হয়। ঈশ্বর সেই যন্ত্র। এস সকলে তাঁহার সঙ্গে আপনাদিগকে বাঁধিয়া ব্রহ্মনাম ঝঙ্কার করি। এ দৃশ্য কি তোমরা দেখাইবে না—আনিবে না? আমি ব্রহ্মনাম ঝঙ্কার করিতেছি না। আমাকে ধিক্কার দিই, আমি বাজাইয়াছিলাম, তাই ভাল বাজে নাই, জগৎ মাতে নাই; ভালবাসে নাই। প্রভু একবার বাজান দেখ জগৎ মাতে কিনা। কি তাঁর আদর্শ! আর আমরা কোথায়! প্রেমময় পবিত্র আমাদের উপাস্য দেবতা আর তাঁহার উপাসক হইয়া আমরা কি অপ্রেমিক ও মলিন! লজ্জা বোধ কর। এস আজ প্রতিজ্ঞা করি, ঈশ্বরের হাতে বাজিব, বাজিয়া জগৎকে একবার প্রেমের সঙ্গীত শুনাইব। ব্রহ্মনাম প্রচারের জন্য—নবযুগ অবতারণের জন্য উৎসাহিত হও। এই প্রার্থনা প্রভু পূর্ণ করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ১৮৮৮।

২১এ জানুয়ারি তারিখের বার্ষিক অধিবেশনের পর পুরাতন কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ২ বার অধিবেশন হয়। পরে ১১ই ফেব্রুয়ারি অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত, বাবু হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বাবু উমাপদ রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ পি, কে, রায়, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ও বাবু হীরালাল হালদার মহাশয়গণ এই বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারি নূতন কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। এই সময়ের মধ্যে ৭টী নিয়মিত ও একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বিগত বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গত ৩০ শে নভেম্বর অষ্টপঞ্চাশৎ মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এক সবকমিটি নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া দেন। এই সবকমিটিই অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। মাঘোৎসবের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এজন্য আর পুনঃ প্রকাশিত হইল না।

ঈশ্বরানুগ্রহে এবারও উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্ম বন্ধু সকল আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিং, কাঁথি, মুঙ্গের, সৈয়দপুর, নাটোর, পূর্ণিয়া, বগুড়া, পাবনা, কৃষ্ণনগর, বালেশ্বর, বাগেরহাট, মাণিকদহ, ঢাকা, কালনা, বর্দ্ধমান, বড়বেলুন, বোলপুর, রামপুরহাট, শ্রীরামপুর, হুগলি, বাবলাঁচড়া, হিজলাবট, কোন্নগর, মজিলপুর, হরিনাভি, ডুমরাঁও, মেদিনীপুর, সদ্যপুষ্করিণী, জাঙ্গীপাড়া, কৃষ্ণনগর, কুমারখালি, নেলকামারী, বসিরহাট, কুষ্টিয়া, খলিলপুর, মজফরপুর, লক্ষ্ণৌ, সিলিগুড়ি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল।

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময়ে সমাজ মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। এই সময়ের মধ্যে সভা নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিগত বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য—আমাদের প্রচারক মহাশয়েরা যে সকল স্থানে প্রচার করিতে পারিবেন, সেই সকল স্থানগুলিকে কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক একজনের উপর এক এক বিভাগের ভার দেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এ বৎসরও সেইরূপ প্রণালীতে কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এইরূপ স্থির হইয়াছে যে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন পূর্ব্ব বাঙ্গালা, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টো-

পাধ্যায় পশ্চিম বাঙ্গলা, দক্ষিণ বিহার, ছোট নাগপুর এবং কলিকাতা (কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধ ক্রমে), বাবু শশিভূষণ বসু আপাততঃ ২ মাসের জন্য কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উত্তর বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায়, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে কার্য্য করিবেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে গত বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রবেশার্থী প্রচারক রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে এবারকার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আর একটী আহ্লাদের সংবাদ এই যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু রংপুর জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচার কমিটির অনুরোধ ক্রমে তাঁহাকে প্রবেশার্থী প্রচারক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোন গুরুতর কারণে বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রবেশার্থী-প্রচারক পদ হইতে অপসৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত কমিটি গঠনপূর্ব্বক তাঁহাদের উপর সমাজের কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন। বিজনেস্ কমিটি (সাধারণ কার্য্য সম্পাদক) পুস্তকপ্রচার কমিটি, ব্রহ্মবিদ্যালয় কমিটি, দাতব্য কমিটি, প্রেসকমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, মিশনরূম সংশোধক কমিটি।

নিম্নলিখিত রূপে প্রচারক মহাশয়েরা বিগত কয়েক মাস প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৮ই জানুয়ারি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'থিওডোর পাকারের মহত্ত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা।

২৩এ জানুয়ারি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা ও বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ।

২৫এ জানুয়ারি, প্রাতে উপাসনা এবং অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ সাধন বিষয়ে উপদেশ।

২৮এ জানুয়ারি তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মের সহিত জ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা।

২৯এ মাঘ, কাকিনার ব্রাহ্মদিগের সহিত আলোচনা।

১লা ফাল্গুন, প্রাতে কাকিনা ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা এবং বিনয় ও ভক্তি বিষয়ে উপদেশ। উক্ত স্থানে সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মদিগের সহিত আলোচনা।

২রা ফাল্গুন, কাকিনা ব্রহ্ম মন্দিরে উচ্চ ও নীচ সুখ এবং কর্ত্তব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা।

৩রা ফাল্গুন, রাজবাটীতে যোগ, নাম সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা।

৫ই ফাল্গুন, কাকিনা সমাজ মন্দিরে 'কেমন করিয়া ভাল উপাসনা হয়' এই বিষয়ে আলোচনা।

৬ই ফাল্গুন, কাকিনা গ্রামে প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

৭ই ফাল্গুন, কাকিনা ছাত্র সমাজে উপাসনা এবং 'জীবনের উদ্দেশ্য কি?' এই বিষয়ে উপদেশ।

৮ই ফাল্গুন, প্রাতে কাকিনা সমাজ মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। উপদেশের বিষয় ঈশ্বর ভক্তের সহিত সাংসারিকের তুলনা। উক্ত দিবস সন্ধ্যার পর কাকিনা রাজবাটীতে সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক।

৯ই ফাল্গুন, "পাঞ্জাব ভ্রমণ ও শীক ধর্ম্ম" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

১৫ই ফাল্গুন হইতে ১৭ই পর্য্যন্ত রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দান।

১৫ই ফাল্গুন, প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং সংসারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে উপদেশ।

১৬ই ফাল্গুন, প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগ সম্বন্ধে উপদেশ।

২১এ ও ২২এ ফাল্গুন বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দান।

২২এ ফাল্গুন, বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা এবং ভক্তি বিষয়ে উপদেশ।

২৮এ ফাল্গুন, বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে সেখানকার সমাজ মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। উপদেশের বিষয় ব্যাকুলতা, বিনয়, নিষ্ঠা।

২৯এ ফাল্গুন, শিবপুরে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

৫ই চৈত্র, মজিলপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা। এবং প্রকৃত প্রার্থনা বিষয়ে উপদেশ।

১৩ই চৈত্র, নিবাধই ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা এবং উপনিষদের একটী শ্লোক ব্যাখ্যা।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন। পরে ২৪এ মাঘ, তারিখে, কোনও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে দিনাজপুর গমন করেন। তথা হইতে পার্ব্বতীপুর গিয়া এক ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি করেন। তৎপরে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করেন। ২৬এ মাঘ—ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা, ২০এ মাঘ পারিবারিক উপাসনা, ২৮এ সমাজে উপাসনা, ২৯এ পারিবারিক ও সমাজে উপাসনা, ১লা ফাল্গুন—উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। ২রা ফাল্গুন, নেলফামারী সমাজে উপাসনা ও আলোচনা, ৪ঠা রঙ্গপুর ছাত্র সমাজে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। ৫ই ফাল্গুন সদাপুষ্করিণীতে পারিবারিক উপাসনা করেন। ৬ই হইতে ১০ই পর্য্যন্ত সিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় থাকিয়া উপাসনাদি করেন। তথা হইতে শিকারপুর গিয়া উপাসনাদি করেন। পরে

জলপাইগুড়ি ও সৈদপুর হইয়া দিনাজপুর গমন করেন। তথায় ৪ দিন থাকিয়া উপাসনা করেন। তথা হইতে রায়গঞ্জে গিয়া উপাসনাদি করেন। কলিকাতা প্রত্যাগমন কালে দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, সুলতানপুর হইয়া ২০এ তারিখে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তৎপরে তিনি জগন্নাথপুর গমন করিয়া একটী নাম করণ কার্য্য সম্পন্ন করেন। বিগত ২৮এ ও ৩০এ তারিখে বরাহনগর সমাজের উৎসব উপলক্ষে দুই দিন উপাসনা করেন এবং একটী নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন করেন। সম্প্রতি তিনি চট্টগ্রাম সমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্রে গমন করিবেন।

বাবু শশীভূষণ বসু—এখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি ক্রমে কিছু দিনের জন্য ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচার করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—মাঘোৎসব উপলক্ষে তিনি কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন। কিন্তু আবশ্যক হওয়াতে মাঘোৎসবের মধ্যেই ঢাকায় যাইতে বাধ্য হন এবং তথায় থাকিয়া উৎসব কার্য্যে সাহায্য করেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ১১ই ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। তথায় কয়েকদিন থাকিয়া উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য এবং বক্তৃতা করেন। বিগত ২৬এ ফেব্রুয়ারি কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়া একবেলা উপাসনা করেন এবং ২৯এ ফাল্গুন বরাহনগর উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়া একবেলা উপাসনা করেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অসুস্থতা নিবন্ধন উত্তর বাঙ্গালার স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সেই কারণে তিন মাসের জন্য উত্তর বাঙ্গালাতেই অবস্থান করিবেন এবং যতদূর সুবিধা হয় তথায় প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিবেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় থাকিয়া উপাসনা বক্তৃতাদি করেন। বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি কোন বিশেষ পারিবারিক কারণে তিনি কাশীতে যাইতে বাধ্য হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ২৫এ ফেব্রুয়ারি রামপুরহাট সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হন। ২৫এ তারিখে উপাসনা করেন এবং বিশ্বাস ও নির্ভর বিষয়ে উপদেশ দেন। পর দিবস রাত্রিকালে উপাসনা করেন এবং "মনুষ্যের সকল বিষয়ে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব" বিষয়ে একটী উপদেশ দেন এবং তৎপর দিবস রাত্রে উপাসনার কার্য্য ও একটী দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ২৭এ ফাল্গুন শিবপুরে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তিনি অধিকাংশ সময়েই কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং মেসেঞ্জার সম্পাদনেও সাহায্য করিয়াছেন। তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমতি ক্রমে কয়েক মাসের জন্য এখান হইতে বিলাত গমন করিবেন।

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত মহাশয়গণ প্রচারকার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়—তিনি বৎসরের প্রথমে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সমাজের সহকারী সম্পাদক হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং এখানে থাকিয়া কয়েকটী পরিবারে উপাসনাদি করিতেছিলেন এবং কয়েকটী মহিলাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি এক মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছেন। ৭ই ফাল্গুন হরিনাভি সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় উপাসনা করেন।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত—এই তিন মাসের মধ্যে ইনি প্রচার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে উপাসনাদি করেন এবং কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্যও সময়ে সময়ে সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি ৮ই ফাল্গুন হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ২৬শে ফেব্রুয়ারি কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ২রা মার্চ্চ (২১এ ফাল্গুন) তারিখে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব এবং ২৯শে ফাল্গুন বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন।

শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ—উৎসবের সময় তিনি কলিকাতায় ছিলেন। পরে এখান হইতে গিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে থাকিয়া প্রতি সপ্তাহ নিয়মিত সামাজিক উপাসনা করেন। তিনি এখানে আসিবার পথে ফইজাবাদ, অযোধ্যা, বারাণসী, এবং ডোমরাঁও সহরে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এখান হইতে যাইবার পথে পচম্বা, বাঁকিপুর, ডোমরাঁও, বারাণসী, জৌনপুর এবং সীতাপুর সহরে প্রচার করিয়া যান। তিনি টিকারতগঞ্জ নামক স্থানে এক মেলা উপলক্ষেও প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সুখ সম্বাদ নামক মাসিক পত্রিকা নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন এবং গুরু নানকের জীবন চরিত, ভজন মালা, ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা, বৈদিক সিদ্ধান্ত, সাধারণ সূত্র এবং সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি, নামক হিন্দি পুস্তক সকলও প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বাঁকুড়াতে প্রচারার্থ গমন করেন, এবং হরিনাভি ও বরাহনগরে বক্তৃতা করিয়াছেন। বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী ঢাকাতে, বাবু কালীমোহন দাস ও বাবু মনোরঞ্জন গুহ বরিশালে প্রচারকার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল—

বরাহনগর, কোন্নগর, রামপুরহাট, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, কাকিনীয়া, কৃষ্ণনগর, শিবপুর, চট্টগ্রাম, রংপুর, রসাপাগলা।

ছাত্র সমাজ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হওয়াতে এখনও ছাত্রসমাজের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে নাই। গ্রীষ্মাবকাশের পরে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই তিন মাসের মধ্যে এই ফণ্ডে ২৭৷৷০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৮৪৶১০ আয় হইয়াছে।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং ঐ দিবসে বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী

"ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি উন্নতি ও ভবিষ্যত" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন এবং ১লা মার্চ্চ তারিখে ডাঃ পি, কে রায় "কর্ম্মীর জীবন" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

পুস্তকালয়—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদক ও বাবু হীরালাল হালদার ইহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—এবার ইহার কার্য্য নূতন রকমে আরম্ভ করা হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বি এ ক্লাশের ছাত্র ও উপাধিধারীগণ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। এই শ্রেণীর শিক্ষক ডাঃ পি. কে রায় এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীতে এণ্ট্রান্স ক্লাশের ও এফ এ ক্লাশের ছাত্রেরা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও বাবু সীতানাথ দত্ত এই শ্রেণীর শিক্ষক। নিম্নশ্রেণীতে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। বাবু মোহিনীমোহন রায় ইহার শিক্ষক। এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু সীতানাথ দত্তের বিশেষ উৎসাহে এই বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি হইতেছে।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থা ভাল হইতেছে না।

মিসন কমিটি—নিয়মানুসারে এই কমিটীর এই বৎসরে পুনর্নিয়োগ হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, সীতানাথ দত্ত, প্রচারকগণ এবং বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) এই কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

নূতন সমাজ—ময়মনসিংহের অন্তর্গত করটিয়ায় একটী নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

তত্ত্ববিদ্যা সভা—গত ২৪এ ফেব্রুয়ারি এই সভার একবার অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে বাবু হীরালাল হালদার "একেশ্বরবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তৎসম্বন্ধে আলোচনাদিও হয়।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে এই তিন মাসের মধ্যে ২টী নামকরণ, ৪টী বিবাহ, ১৯ জনের দীক্ষা, ও ১টি শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

দান—কুমারখালি স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বাবু ব্রজমোহন কুণ্ডু মহাশয় একটি আমেরিকান অরগান দান করিয়াছেন এবং বাবু বজরংবিহারী একটী ঘড়ি, সোণার চেন, প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

উপাসকমণ্ডলী—বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্য মনোনীত হইয়াছেন। ইহাঁদের অনুপস্থিতিতে আবশ্যকমতে বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু সীতানাথ দত্ত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য প্রচারকগণ আচার্য্যের কার্য্য করিবেন। এই তিন মাসের প্রথমভাগে মাঘোৎসবের জন্য উপাসক মণ্ডলীর স্বতন্ত্র নিয়মিত উপাসনা হয় নাই। মাঘোৎসবের মধ্যে একদিন উপাসক মণ্ডলী এবং সঙ্গতের সভ্যগণ বিশেষ ভাবে উৎসব করেন। অন্য সময়ের উপাসনা নিয়মিতরূপে হইয়া আসিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু সীতানাথ দত্ত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনালয়ে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছে। উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ প্রতি রবিবার অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার সময় ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনাদির জন্য সম্মিলিত হইতেছেন। এই আলোচনা সভা এবং সঙ্গতের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসের মধ্যে ১৮৮৮ সালের পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রশ্নোত্তর" নামক হিন্দি পুস্তক ছাপা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন কারণে এখনও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। এবৎসরের পুস্তক প্রচার কমিটি একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সদুক্তি ও আখ্যায়িকা সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। এজন্য কয়েকজন উপযুক্ত লোকের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে।

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেস—এই কয়েক মাসের প্রেসের কার্য্য দেখিয়া জানা গিয়াছে যে প্রেসের দ্বারা লাভের সম্ভাবনা আছে। বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য চালাইলে সমাজের অনেক অভাব পূরণ হইতে পারিবে। গত তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দাতব্য বিভাগ—বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। অর্থাভাবে প্রায় দুই মাস কাল এই বিভাগের কার্য্য বন্ধ ছিল কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাস হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সব কমিটী আবার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ যে প্রণালীতে মাসিক সাহায্য দান করা হইত বর্ত্তমান বৎসরের সব কমিটি সে প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে যতদিন কোন প্রকার স্থায়ী আয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত আর মাসিক নির্দ্দিষ্ট দান করিবেন না। কেবল মাত্র সাময়িক সাহায্য প্রদান করিবেন। গত দুই মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

জমা		খরচ	
সাবেক মজুত	৩৫	৪১ জনের সাহায্যের	
এক কালীন দান সংগ্রহ	৭৪৫		জন্য ১৩১৵০
ভিক্ষা সংগ্রহ	২২॥৫		
হাওলাৎ	৫০৲		
	১৫৬৮১৫		

প্রথম ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

আয়

প্রচার ফণ্ডের দাতব্য ৩৫৪৵১০
ঐ বার্ষিক চাঁদা ২০৲
ঐ মাসিক ঐ ২২৬৲
ঐ এককালীন ৩৮৷৷.০
ঐ প্রাপ্ত চাউলের মূল্য ৪৷৷.০
প্রচারক গৃহভাড়া ৬৫৲
৩৫৪৵১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড ২৪৬৷৷০
ঐ বার্ষিক চাঁদা ১৯১৲
ঐ মাসিক ঐ ৩৭৷৷০
এককালীন ২৲
শুভকর্ম্মোপলক্ষে ১৫৲
২৪৬৷৷০
পাথেয় হিঃ ৩৲
সিটিকলেজ হইতে গরিব ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য প্রাপ্ত ৯৯৷৷০
কর্ম্মচারীর বেতন, তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্তক বিক্রয় ফণ্ড হইতে
পরলোকগতা সরলা মহলানবিশের স্মরণার্থ রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক দান ১০০৲
বিবিধ হিঃ ১০৷৷৶৫
৮৬৩৸১৫
গচ্ছিত হিঃ ১০৪৲
হাওলাত হিঃ ৩২৲
৯৯৯৸১৫
পূর্ব্ব স্থিত ৩১০৷১২৷৷
মোট ১০৩০৸৶৭৷৷

ব্যয়

* প্রচার ব্যয় ৪৫৮৷৷৫
কর্ম্মচারীর বেতন ১৩২৸৵৫
ডাক মাশুল ৪৸৴৫
কমিশন দান ১৴০
মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় ১২৲
পাথেয় হিঃ ২৮৷৴৫
সিটিকলেজ হইতে ব্রাহ্মছাত্রদিগের স্কুলের বেতন ৯৯৷৷০
বিবিধ হিঃ ৪৭৷৷৫
৭৮৪৸৶৫
গচ্ছিত শোধ ১১৫৷৷০
৯০০৷৶৫
স্থিত ১৩০৷৷২৷৷
১০৩০৸৶৭৷৷

স্থিতের জায়—
অপরের নিকট হাওলাত দেওয়া আছে ১২২৵১০
নগদ ৮৷৴১২৷৷
১৩০৷

* মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত প্রচারকদিগের ভরণপোষণের জন্য দেয় টাকার ১৫০৷৴৫ বাকী আছে।

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

আয়

পুস্তক বিক্রয়ের বাকী মূল্য আদায় ৬৬৸৫
নগদ বিক্রয় ৫১৭৶০
সমাজের ২৭৮৷৷৵১০
অপরের ২৩৮৷৷১০
৫১৭৶
কমিশন ৯৷৵১৫
পুস্তকের ডাকমাশুল ৩৲১৫
৫৯৬৷৵১৫
গচ্ছিত ৩৩৸৴১৫
৬৩০৷১০
পূর্ব্বস্থিত ১৮১১৷৫
মোট
২৪৪১৷৷১৫

ব্যয়

অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ ১১১৷৷৫
কমিশন ৫৷৵১০
বিবিধ হিঃ ৩৯৷৶৫
পুস্তকের ডাকমাশুল ৭৷৷৶
পুস্তক বাঁধাই ২৬৲
ডাকমাশুল (পত্রের) ৵১৫
কাগজ ৫৩৲৫
মুদ্রাঙ্কণ ৫০৲
কর্ম্মচারীর বেতন ২১৲
(ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী
৩১৪৷১০
গচ্ছিত শোধ ১১৴১০
৩২৫৷৶
স্থিত ২১১৬৵১৫
২৪৪১৷৷১৫

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়

মূল্য প্রাপ্তি ১৭২৷৷০
নগদ বিক্রয় ৶
সুদ প্রাপ্তি ২৮৲
০৷৷৶
পূর্ব্বস্থিত ৸১০
মোট-
১১৩৮৷৵১০

ব্যয়

ডাকমাশুল ৪৩.৫
মুদ্রাঙ্কণ ৫৪৲
(১লা ফাল্গুন পর্য্যন্ত)
কাগজ ৪৪৷৵
কমিশন ৷৶
কর্ম্মচারীর বেতন ৩৩৲
(ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী,
বিবিধ হিঃ ১৬৸৵৫
১৯২৵১০
স্থিত ৯৪৬৷০
১১৩৮৷৵১০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়

মূল্যপ্রাপ্তি ২২৩৷৵১৫
বিজ্ঞাপন হিঃ ৬৲
২২৯৷৵১৫
হাওলাত হিঃ ২২৯৲
৪৫৮৷৵১৫
পূর্ব্বস্থিত ১৩৫ ৸৫
মোট ৫৯৪ ৶০

দেনার জায়
পুস্তকফণ্ড হইতে ৬৩১৷৷০
তত্ত্বকৌমুদী হইতে ১৭০৲
বিলডিং ফণ্ড হইতে ২৫০৲
প্রেস্ (প্রায়) ৬০০৲
কাগজ ২৫৲
১৬৭৬৷৷

ব্যয়

ডাকমাশুল ১২১৷৴
কাগজ ৫৩৶০
কমিশন ৷৶০
কর্ম্মচারীর বেতন ৫৮৷৷০
মুদ্রাঙ্কণ ২০০৲
বিবিধ হিঃ ১০৸৴১০
৪৪৪৷১০
হাওলাত শোধ ৫৲
৪৪৯৷১০
স্থিত ১৪৪৷৷৴১০
৫৯৪৶০

স্থিতের জায়—
হাওলাত দেওয়া আছে ১৩৫৲
নগদ ৯৷৷৵১০
১৪৪৷৷৴১০

মাঘোৎসবের আয় ব্যয়ের বিবরণ

আয়		ব্যয়	
চাঁদা প্রাপ্তি	২০৮৸/	বিদেশাগত বন্ধুদিগের আহারের জন্য গৃহ প্রস্তুত ও ঘর ভাড়া	৫০৷০
মাঘোৎসবের দিনে দান সংগ্রহ	৫৫৲	পাথেয়	১৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের নিকট হইতে বিশেষ দান প্রাপ্তি	১২৫৲	সংকীর্ত্তনের পাশ, মন্দির সাজান ও খুলি ইত্যাদির বাবদ	৪৪৸/৫
হাওলাত	৭০৸৶	মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়	১৪৲
	৪৫৯৷৶০	গ্যাস	৩
		বিদেশাগত বন্ধুদের আহার ও বিবিধ ব্যয়	৩০৪ /১৫
			৭৫৯৷৷৶০

ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসের আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

আয়		ব্যয়	
ছাপাই বাবদ আদায়	৭৮০।১৫	বেতন	৪৯২৶৫
হাওলাৎ	২১৯৲	বাড়ী ভাড়া	৪৮৸০
বিবিধ	৬৷৷৵১৫	সুদ	৬২৲
	১০০৫৸৶১০	বিবিধ	৬৫।১০
		কর্জ্জ শোধ	১৫০৲
		খুচরা দেনা শোধ	৩৮৷৷০
			৮৫৬৷৷০১৫
		হস্তে স্থিত	১৪৯১৫
			১০০৫৸৶১

বিলডিং ফণ্ড—৬ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৪ই চৈত্র পর্য্যন্ত

জমা		খরচ	
দান সংগহ ও চাঁদা আদায়	৫৭৯৸/১০	মোট ব্যয়	১২৪৯৶৫
ঋণ জমা	৭১২৲	হস্তে স্থিত ও হাওলাত দান	৪৬৸/১৫
উদ্বৃত্ত জিনিষ বিক্রয়	৪৵১০		১২৯৬।০
	১২৯৬	বাজার দেনা ন্যূনাধিক ১	

সংবাদ।

বিগত ১৯শে চৈত্র শনিবার রসাপাগলা ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া ঐ উৎসবে যোগদান করেন। প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাত্রিতে বাবু শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা স্থলে অনেকগুলি হিন্দু উপস্থিত ছিলেন, সকলেই উপাসনা ও বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন দেশের যেরূপ অবস্থা ও আমাদের যেরূপ লোকাভাব তাহাতে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে কোন মতেই বিদায় দিতে পরিতাম না; বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অধিকতর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারিবেন কেবল এই ভরসায় আমরা তাঁহার দূরদেশে যাওয়ার অনুমোদন করিতেছি।

জীবন্ত ও মৃতধর্ম্ম নামক পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া ইণ্টার প্রেটর বলিয়াছেন, যে আমাদের যে সকল ভ্রাতা নামে মাত্র কেশব বাবুর সমাজ হইতে পৃথক্ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে নববিধানের গভীর মত সকল সমাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়। মেসেঞ্জার উত্তরে বলেন যে ইণ্টার প্রেটর যে সকল মতকে নববিধানের গভীর মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ব্রাহ্ম মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি। সাধারণ সমাজে উহা নূতন প্রচারিত হইতেছে না—বহুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন নামক পত্রিকার সম্পাদকীয়স্তম্ভে উক্ত মত সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছিল এখন গ্লীম্‌স অব দি নিউ লাইট নামক পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। জীবন্ত ও মৃত ধর্ম্মের গ্রন্থকারেরা ঐ সকল মত যে আজকাল মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নহে—ভারতবর্ষীয় সমাজে তাঁহারা যখন ছিলেন, তখনও মানিতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া তাঁহারা উক্ত মত পরিত্যাগ করেন নাই।

ইংরেজ সেনার অবৈধ লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল ঘৃণিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সে সংবাদ শ্রীমান ডায়ার সাহেব পালিয়ামেণ্ট মহাসভার কর্ণগোচর করিয়াছেন। সহকারী ভারতসচিব বলিয়াছেন, যে তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন, ভারতগবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে মেঃ ডায়ারের কথা সপ্রমাণ হইলে উক্ত দূষিত বন্দোবস্ত সকল নিবারণের জন্য উপযুক্ত উপায় গ্রহণ করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ফ্রান্সে একটী মাদক সম্বন্ধীয় আইন জারী হইয়াছে, সে আইনের মর্ম্ম এই যে দুইবার যদি কেহ মাতাল হইয়াছে বলিয়া দণ্ডিত হয় তাহা হইলে সে ভোট দিতে অথবা কোন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না—এইরূপ একটা কিছু আমাদের দেশে চলিত হইলে মাতালদিগের অনেক শাসন হইতে পারে।

কিছুদিন হইল, বোষ্টনে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। এক রবিবার বিবাহার্থী পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহের জন্য নোটিস দেওয়ায় স্থানীয় একজন লোক উঠিয়া বলিলেন, "এ বিবাহ কখনই হইতে পারে না। আমরা জানি যে বর নিঃস্ব ও বহু ঋণগ্রস্ত। এ ব্যক্তি যে বিবাহ করিতে যাইতেছে বিবাহ করিয়া এ কিরূপে ভরণ পোষণ করিবে? শিক্ষিত সমাজের যুবকদিগের এবিষয়ে খুব সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

বোম্বে গেজেট বলেন যে স্থানীয় লোকের সম্মতি লইয়া মদের দোকান খোলা সম্বন্ধে কিছু দিন হইতে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন হইতেছিল, তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় উক্ত আন্দোলনে সহানুভূতি করত নূতন আইন পাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সংক্রামক রোগ সম্বন্ধীয় আইন রহিত করিবার জন্য বোম্বে হইতে এক দরখাস্ত পার্লিয়মেণ্টে প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য আগামী ১৪ই মে লণ্ডনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে।

বোর্ণিওদ্বীপের অনেক ভ্রমণকারী বলেন, যে তথাকার জলশূন্য পর্ব্বতে একপ্রকার বাঁশ জন্মিয়া থাকে, সেই বাঁশের মধ্যে নির্ম্মল ও শীতল জল সঞ্চিত থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের জন্য বারিবিহীন পর্ব্বতে পরমকারুণিক পরমেশ্বর যে এইরূপে তৃষ্ণার বারি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন একথা শুনিয়া কাহার প্রাণ না পুলকিত ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইবে?

তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণে দেখিতে পাইবেন যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রবেশার্থী প্রচারক পদ হইতে অবসৃত করিয়াছেন। এই সংবাদ আরও পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট হইতে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও আদেশ না পাওয়াতে তাহা হয় নাই। আমরা মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে জানাইতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কৃত প্রচার কার্য্যের কোনও সংস্রব নাই।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(জুন—জুলাই ১৮৮৭ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবু উমেশ চন্দ্র বসু	দিনাজপুর	৪৶০
গোপালপুর স্কুলের ছাত্রবৃন্দ		৩৲
বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা	কলিকাতা	১৷০
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৲
শ্রীমতী কৈশোর মঞ্জরী শ্যাম	শ্রীহট্ট	২৲
বাবু বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য	পাংশা	২৲
,, রামচন্দ্র মৌলিক	বেনারস	১৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	চাতরা	৩৲
,, প্রসন্নকুমার দাস	কালীগঞ্জ	৫৲
সম্পাদক মিরপুর ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন		২৲
বাবু অতুল কৃষ্ণ ঘোষ	এলাহাবাদ	২৶
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	॥০
,, শরচ্চন্দ্র রায়	রসপুর	৷০
,, গোবিন্দ চন্দ্র মিত্র	বাগের হাট	॥৶
,, অদ্বৈত চরণ মল্লিক	কলিকাতা	॥০
,, আশুতোষ দত্ত	ঐ	১॥০
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	ঐ	১॥০
,, ক্ষেত্রনাথ ঘোষ	ঐ	৩৲
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
,, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১॥০
,, যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু	গোবর ডাঙ্গা	৩৲
,, হরিনাথ দাস	বাগের হাট	৩৲
,, কালীকৃষ্ণ ঘোষ	নেত্র কোণা	৩৲
,, বৈষ্ণবচরণ মল্লিক	হুগলি	৩॥০
,, রাজচন্দ্র চৌধুরী	রতনাম্	৬৲
,, জহরি লাল পাইন	কলিকাতা	॥০
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত	ঐ	১৲
,, হরকুমার রায় চৌধুরী	ঐ	২॥০
,, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২॥০
,, প্রকাশচন্দ্র দেব	শিলং	৬৲
,, রাধাকান্ত আইচ	নোয়াখালি	১৶
,, রসময় সুর	সিরাজগঞ্জ	৩৲
,, শারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	পশ্চিম পাড়া	৩৲
,, মতিলাল দাস	ঢাকা	৩৲
,, রতিকান্ত মজুমদার	জগতি	২৲
,, কেদার নাথ রায়	কলিকাতা	॥০
,, দ্বারকানাথ গুপ্ত	বরিশাল	৩৲
,, রাসবিহারী সেন	ঐ	২৲
,, আশুতোষ রায়	ঐ	৷৹০
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	বরাহনগর	৩৷৴০
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	২॥৫
,, ভগবতীচরণ দে	পগোল	৩৲
,, শ্রীনাথ দত্ত	ময়ূরভঞ্জ	৫৲
,, অম্বিকাচরণ সরকার	বর্দ্ধমান	১॥৴
,, চণ্ডীচরণ সিংহ	মুঙ্গের	৩৲
,, ললিতমোহন সিংহ	শিবপুর	৩৲
,, গোপীমোহন ঘোষ	করঞ্জা	৩৲
,, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু	রসাপাগলা	১৷০
,, প্যারী লাল ঘোষ	সদা পুষ্করিণী	৩৲
,, গোবিন্দ চন্দ্র বসু	কলিকাতা	৷০
,, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	রাণীগঞ্জ	৩৲
,, জয় নারায়ণ সরকার	রোল	৬৲
,, শরচ্চন্দ্র দাস	জালালপুর	৪॥০
,, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বসির হাট	৩৲
,, রামচরণ পাল	গোভালন্দ টি-ষ্টেট	৩৲
,, শিবনাথ সাহা	দেরাধুন	১৷০
,, কালীনারায়ণ গুপ্ত	ঢাকা	৩৲
,, শ্রীনাথ গুহ	ঐ	৩৲
,, শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, মধুসূদন রাও	কটক	৩৲
বাবু হেমচন্দ্র দাস	হাওড়া	৪৲
,, অভয়চরণ দাস	মনমুথ	৩৲
,, ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	॥০
,, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	ঐ	২॥০
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	১॥০
,, হরকিশোর বিশ্বাস	ঐ	২৲
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	ঐ	১৲
,, কৃষ্ণদয়াল রায়	ময়মনসিংহ	৩৲
,, শ্রীনাথ চন্দ	ঐ	৫৲
,, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস	ঐ	৩৲
শ্রীমতী জয়াবতী চক্রবর্ত্তী	ঐ	৩৲
বাবু অধরচন্দ্র দাস	ঢাকা	৩৲
,, মহেন্দ্রনাথ সরকার	বেনারস	৩৲
,, রামচন্দ্র ঘোষ	সিহোয়া	১৲
,, ৺ কালীনাথ দে		৩৷০
,, শারদাচরণ নন্দী	শিলচর	১৲

ক্রমশঃ

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
২য় সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২৸০
মফস্বলে ৩৲
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

প্রার্থনা।

ছেড় না আমার,—থাক হাত ধরে,
প্রাণে কর সদা শকতি সঞ্চার;
বিপদ এখন (ও) আছে মোরে ঘিরে,
এখন (ও) আকাশে রয়েছে আঁধার।
চলিতে বিরত, অশক্ত চরণ,
শ্রান্ত, ছিন্ন ভিন্ন, অবসন্ন মন,
নির্ভর বুঝিবা টুটে দিন দিন,
রক্ষা কর, আমি দুরবল ক্ষীণ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁখি অন্ধপ্রায়,
কোথা যাব, পথ দেখিতে না পাই,
ছাড়িলে এখন হব নিরুপায়,
হাত ধরে নিয়ে চল তব ঠাঁই।
আমার(ই) মতন আর(ও) পাঁচ জন,
এই অন্ধকারে করিছে ক্রন্দন;
আলোক বিকাশি, আঁধার বিনাশ,
শ্রান্ত প্রাণে শান্তি বিতর বিশ্বাস।
জীবন বল্লভ, হৃদয়ের হার!
সুখে দুঃখে মোরা সতত তোমার।

প্রভু! তুমি যাহাকে একবার ধর, তাহার আর নিস্তার নাই। তোমার আধিপত্য তার উপর দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সূচীর ন্যায় প্রবেশ কর বটে, কিন্তু যতক্ষণ না সমস্ত হৃদয় অধিকার কর ততক্ষণ নিরস্ত হও না। তোমার প্রকৃতিই এইরূপ। দুর্জ্জয় তোমার ক্ষুধা। তোমার জন্য তোমার ভক্ত আজ একটী পাপ ছাড়িলেন, পরদিন তুমি আর পাঁচটী পাপ ছাড়িবার জন্য ধরিয়া বস। তোমার জন্য যে একটী বাসনা,—একটী আসক্তি ত্যাগ করিল, তুমি তাহাকে আর দশটী বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ করিতে জেদ কর। তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠা দায়। তুমি শীঘ্র শীঘ্র চলিতে বল, আমি আস্তে আস্তে চলিতে চাই, কাজেই বনিয়া উঠে না। তোমার অভিলাষানুসারে আমাকে চলিতে সমর্থ কর। তোমার ইচ্ছা পূরণে আমি যেন কখনও শৈথিল্য প্রকাশ না করি।

আমি যদি সহিষ্ণু হইতাম, তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কি দুর্দ্দিন সহ্য করিতে হইত? আমি অসহিষ্ণু বলিয়া দুর্দ্দিন একরূপ ডাকিয়া আনি। তোমার সহিষ্ণুতার কণিকামাত্র আমাতে সংক্রামিত কর। সহিষ্ণুতার মুকুট দেখিলে দুর্দ্দিন দূরে পলায়ন করিবে। পৃথিবীর সুদিন কুদিনকে ডরাই না, পাছে তোমার মুখের ছবি ম্লান হইয়া যায় এই ভয়ে আমি সদাই সশঙ্ক। হে আর্ত্তজনের ত্রাতা, বিপন্নের বিপদভঞ্জন, শান্তপ্রকৃতি দাও, প্রকৃত ধৈর্য্যশীলতা শিখাও। ধন্য সেই, যে দুঃখ সহিয়া বিরক্ত হয় না; বিপদের মেঘ যার মুখের হাসি কাড়িয়া লইতে পারে না। তুমি যাহাকে আশা দিয়াছ তাহার আর ভয় কি? তোমার মুখচন্দ্রভাতি লুকাইয়া যাওয়া অপেক্ষা আর কি ভয়ানক বিপদ হইতে পারে? প্রার্থনা এই যে সে সময়েও যেন আমার সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

মলিন হইয়া থাকিতে কার সাধ? বিষণ্ণ মুখ দেখাইয়া প্রিয়জনের মনে ক্লেশ দিতে কে চায়? কিন্তু আমি কি করিব? "তব মধুর মুখ ভাতি বিকসিত" যদি দেখিতে পাই, তবেই আমার বিষাদ বিদূরিত হইবে। জগতের হাসি তুমি, হে প্রিয়দর্শন! রূপের জন্য তুমি চিরপ্রসিদ্ধ। যে একবার ও রূপের আভাস পাইয়াছে, সাধ্য কি সে সংসারের রূপে আর মুগ্ধ হয়? নিজের দোষে মুখ মলিন করিয়া বসিয়া থাকি, লোকে বলে ইহাদের দেবতা হাসিতে জানে না। আনন্দস্বরূপ, আমার নিরানন্দ প্রাণ তোমার আনন্দে পূর্ণ কর। তোমাতে যে তৃপ্তি পাই, তাহা আর সকল তৃপ্তিকে অতিক্রম করুক। তোমার সহবাসজনিত যে অতুল আনন্দ, তাহা আমার কঠিন প্রাণকে বার বার অভিষিক্ত করুক। আঁধার মুখ লোকালয়ে দেখাইতে চাই না। আমার প্রাণকে তোমাতে এমনি পূর্ণ করিয়া রাখ, যে লোকে আমার মুখে যেন আমার উপাস্য দেবতার পরিচয় পায়।

অনেক দিন ধরিয়া প্রভু তোমার কাছে যাওয়া আসা করিতেছি। কিন্তু চীরবাসও ঘুচে না, ভিতরের মলিনতাও দূর হয় না। ইহার অর্থ কি? যে তোমার কাছে যায় সে কি কখন বস্ত্রাভাবে কষ্ট পায়, না তার মলিনতা থাকে? যেরূপে গেলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। সেরূপ ব্যাকুলভাবে তোমার কাছে আমার যাওয়াই হইতেছে না। অস্থির হইয়া তোমাকে ডাকিতে পারিতেছি না, তাই তোমার মুখ চন্দ্র প্রাণে বিকসিত হইতেছে না। আর্ত্তনাদ করিতে শিখাও। যে আর্ত্তনাদে তোমার আসন টলে, একবার যদি সেই আর্ত্তনাদ করিতে পারি, তাহা হইলে পুণ্যের উজ্জ্বল বসন নিশ্চয়ই লাভ করিব। ভিখারী হইয়া যখন জন্মিয়াছি, তখন কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করিব না কেন? তোমার রাজ্যে ভিখারীরই জয়।

কত সময়ই বৃথা নষ্ট করি! মন যেই একটু শিথিল হইয়াছে, অমনি অসার চিন্তার স্রোত আসিয়া প্রাণকে ডুবাইয়া দেয়, আমি আত্মহারা হই। সে চিন্তার কোনও অর্থ নাই, সে চিন্তায় কোনও উপকার নাই, আমার মানা না শুনিয়া আসে, আসিয়া মনের কতক বল হরণ করিয়া চলিয়া যায়। এই অসার চিন্তার দৌরাত্ম্যে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। প্রভু! তোমাকে মুখে সার বলি, সত্যস্বরূপ বলি, কিন্তু কাজে দেখিতে পাই, অসার চিন্তার সহিত সংগ্রাম করিতে অনেক সময় পশ্চাৎপদ হই। নিত্যানিত্য বিচার করিতে শিখাও। দিন চলিয়া যায়, কবে বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিব? যখনই অবসর পাই তখনই যদি তোমার নাম করি ও সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করি তাহা হইলে আর বৃথা চিন্তা মনে প্রবেশ করিতে পারে না।

আমি যে কাজ করিতে করিতে তোমাকে ভুলি, এই আমার মহৎ দোষ। আমার প্রত্যেক কার্য্য কেন তোমার নাম মহিমান্বিত করিবে না? তোমার জন্য যে কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইল, সে কার্য্য দ্বারা আমার আত্মার কি উপকার হইবে? নাস্তিক কার্য্য হইতে আমার আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর, উহা কেবলই আমার চঞ্চলতা ও সংসারাসক্তি বর্দ্ধিত করিতেছে। এত প্রতিজ্ঞা করি যে সর্ব্বকর্ম্ম তোমাকে সমর্পণ করিব, কাজে কিন্তু এমনই মোহ আসিয়া পড়ে যে কিছুই করিতে পারি না। জীবন রথ এইখানেই আটকা পড়িয়াছে। হে আত্মার চির শুভাকাঙ্ক্ষী! মোহ আবরণ, বিস্মৃতি মেঘ অপসারিত কর, শিশুর ন্যায় তোমার হাত ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করি। আস্তিক উপাসনা ও নাস্তিক কার্য্যে কেন মিল হইবে? সকল মিলের সার ও মূল তুমি; মনের সকল বিভাগের তোমার সহিত মিলন করিতে সমর্থ কর।

যে নিজে জীবিত, সেই অন্যের জীবনের সহায় হইতে পারে। যে নিজে মৃত, সে অন্যের কোন্ কার্য্যে আসিবে? অতএব হে সাধক অগ্রে আপনি যাহাতে জীবন লাভ করিতে পার, তাহার উপায় দেখ। শুষ্ক ভাবে কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিলে ধর্ম্মজীবন হয় না। জীবনের জীবন যিনি, তাঁহাতে যে সচেতনে লগ্ন সেই জীবন ধারণ করে, তাহারই হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। ভাবহীন মন্ত্র ও শব্দ উচ্চারণ করিয়া যে আপন জীবনকে প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি কেন দেখা যাইবে? যখন দেখিবে, জীবনগ্রহ চলিতে চলিতে গগনপথে দাঁড়াইয়াছে, তখনই গমনের প্রতিবন্ধক মোচন করিতে যত্নশীল হইবে। ঈশ্বর কৃপাবারি লাভে আপনি শীঘ্র বাঁচিয়া উঠ, ও ফলফুলে সুশোভিত হও, তবে তুমি অপরের কাজে আসিবে।

প্রেম ও নির্ভর আত্মার স্বাস্থ্য এবং অপ্রেম ও উচ্ছৃঙ্খলতা আত্মার বিষম রোগ। যখন মন প্রভুতে আসক্ত, যখন প্রভুর উপরে মনের অবিচলিত নির্ভর ও অটল বিশ্বাস, তখনই দেখিতে পাই যে দশ দিবসের পথ মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রম করি। আবার যখন দেখি প্রভুর স্মৃতিতে আর তেমন সুখ পাই না, আর তাঁহার সহবাসে তেমন রুচি নাই, যখন দেখি যে আত্মা তাঁর অধীন হইয়া থাকিতে চায় না, স্বেচ্ছাচার করিতে চায়, তখন সহস্র চেষ্টাতেও এক পদ অগ্রসর হইতে পারি না। সেই জন্য চিন্তাশীল সাধক পাপের জন্য অপেক্ষা করেন না, অপ্রেম ও অরুচি দেখিলেই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন এবং চিকিৎসকের নিকট গমন করেন। নিরীশ্বর জীবনই অপ্রেম ও অরুচির অবস্থাই প্রকৃতপক্ষে পাপ।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

চরিত্র শুদ্ধি।

চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে ধর্ম্ম জীবন যে দাঁড়াইতে পারে না ধর্ম্ম এই কথা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন। সমাজ ও ধর্ম্ম উভয়েরই এবিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হয়। উভয়েই আবহমান কাল আত্ম সংযম ও চিত্তশুদ্ধির যশোগান করিয়া আসিতেছেন। পুরাতন উপনিষৎকার হইতে বর্ত্তমান উপদেষ্টা পর্য্যন্ত সকলে এক বাক্যে বলিতেছেন যে যে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই এবং যাহার ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য বিদূরিত হয় নাই সে ভজন দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। যে রোপণ করিতে চায় তাহাকে যেমন অগ্রে ভূমি প্রস্তুত করিতে হয় তেমনি যে ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে চায় তাহাকেও অগ্রে চিত্তরূপ ভূমিকে নির্ম্মল করিতে হয়। চিত্রকর চিত্রে আগে একটী রঙ মাখাইয়া ভূমি প্রস্তুত করে, পরে সেই ভূমির উপর নানাবিধ মূর্ত্তি, বিবিধ বর্ণে তুলিতে চেষ্টা করে; আধ্যাত্মিক চিত্রকরও তেমনি আগে চরিত্র শুদ্ধ করিয়া পরে উচ্চ ধর্ম্মভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন। চরিত্রের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ধর্ম্ম রাজ্যের বাহিরে বাহিরে দিন কতক চলা যাইতে পারে, কিন্তু অবশেষে দুই জনকে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। চরিত্র শুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে আদৌ দুইটি পদার্থ নহে। উহারা একই পদার্থের দুইদিক্। ঈশ্বরের দিক্‌টাকে লোকে ধর্ম্ম ও মানুষের দিক্‌টাকে নীতি বলিয়া থাকে। ঈশ্বরের বর্ত্তমানতার উপলব্ধি হয়

অথচ পাপ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয় না, ইহা অসম্ভব। হয় বল তাহার প্রকৃত উপলব্ধি হয় না, না হয় বল তাহার পাপ-বোধ নাই। ঈশ্বরবোধ ও পাপবোধ এক সময়ে মনে স্থান পাইতে পারে না। গোঁড়া খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে যে অস্বাভাবিক পাপবোধ আছে, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না, স্বাভাবিক পাপবোধের কথা বলিতেছি। প্রথমোক্ত মত ও তদনুযায়ী বিকৃত পাপবোধকে লক্ষ্য করিয়াই পার্কার বলিয়াছিলেন "কি পাপ পাপ বলিয়া বৃথা চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছ, যদি বাস্তবিক পাপ থাকে যাও, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এস প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইবে।" অনেকে মানব চিত্তের দুর্ব্বলতা উল্লেখ করিয়া পাপকে কৃপার চক্ষে দেখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দুর্ব্বলতা ও অভ্যাসের কথা কেবল অসার ওজর মাত্র। দীর্ঘকালের অভ্যাস এক প্রতিজ্ঞায় যায় এবং প্রত্যেক সাধুসঙ্কল্পের সহায় পরমেশ্বর ইহা যখন পরীক্ষিত সত্য তখন দুর্ব্বলতা ও অভ্যাসের দোহাই দেওয়া কেবল অবিশ্বাস প্রকাশ করা মাত্র।

চরিত্রশুদ্ধির প্রথম কথা অশুদ্ধিবোধ। যদি আপনার অশুচিত্ব বোধ না হইল তবে চরিত্রশোধনে প্রবৃত্তিই হইবে না। আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি আদর্শ থাকে, এবং আত্ম-পরীক্ষার ত্রুটি না হয় তাহা হইলে জেনারেল গর্ডনের ন্যায় মহাত্মা লোক যে আত্মোন্নতিকে অতীব দুরূহ এমনকি দুরাশা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সেই আত্মোন্নতি সহজ হইয়া আসে। আত্মচিন্তা, ও অশুদ্ধিবোধকে কিন্তু স্বাভাবিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। অধিক বাড়াবাড়ি হইলে অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতা আসিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কথা অশুচিত্বের উপর গভীর ঘৃণার উদ্রেক। সাধকের যদি প্রকৃতরূপে অশুদ্ধিবোধ হইয়া থাকে তবে অশুচি অবস্থার উপর ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হওয়া অপরিহার্য্য। রোগ রহিয়াছে অথচ রোগের প্রতিকারের ইচ্ছা নাই, ইহা যে কেবল বিকারগ্রস্তের পক্ষে সম্ভব তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পাপ সর্ব্বনাশ করিতেছে অথচ পাপকে সর্পের ন্যায় মনে হইতেছে না; তখন বুঝিতে হইবে যে পাপবোধ উপযুক্ত পরিমাণে হয় নাই। সাপ দেখিলে মানব যেমন স্বতঃই শিহরিয়া উঠে পাপ দেখিলে তেমনই হওয়া চাই। পাপের উপর এই ঘৃণা ও ক্রোধই পাপ পরিত্যাগ-সঙ্কল্পের জন্মদাতা। তৃতীয় কথা পাপের খোরাক বন্ধ করা। সেনাপতি যদি সুচতুর হন তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিপক্ষ সেনার রসদ বন্ধ করেন। দুর্গের চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিয়া স্থানে স্থানে এমন ভাবে প্রহরী রাখিয়া দেন যে দুর্গমধ্যে বিপক্ষ সেনার আহার্য্য বস্তু যেন কোনও মতে প্রবেশ করিতে না পারে। সেনাপতি জানেন যে রসদ বন্ধ হইলে বিপক্ষ সেনাকে বিনাযুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে অগ্রে সেইরূপ পাপের আহার বন্ধ করিতে হয়। পাপানুষ্ঠানই পাপের আহার। বাহিরের প্রকাশ হইতে নিবৃত্ত থাকা পাপ সংহারের প্রথম উপায়। চরিতার্থ হইতে না পারিয়া পাপ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন তাহার সহিত সংগ্রাম করা সহজ হয়। শেষ কথা সম্মুখ সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সকলকেই করিতে হয়। বুদ্ধদেবকে পাপের সহিত এক সময়ে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সংগ্রাম দীর্ঘকাল চলিবে, কেন না সংগ্রামই আত্মার জীবন। উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ যতই প্রতিভাত হইবে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পাপের সহিত ততই সংগ্রাম করিতে হইবে। দেবাসুরের সংগ্রাম ও অসুরনিধন নিয়তই মনোরাজ্যে ঘটিতেছে; যিনি সতত সাবধান ও সহিষ্ণু থাকেন তিনিই ব্রহ্মকৃপার আনুকূল্য লাভ করিয়া পরিশেষে জয় লাভে সমর্থ হন।

অল্পাধিক পরিমাণে সকল সমাজেই দুর্নীতি স্রোত প্রবাহিত। ঐ দুর্নীতি ঘুচাইয়া ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান। ব্রাহ্মসমাজে যদি দুর্নীতি, অনুদারতা ও বিবাদ বিসম্বাদ প্রবেশ করে, তবে ব্রাহ্মেরা বিশেষ তিরস্কারের পাত্র। ব্রাহ্ম মাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ও শাসন থাকা উচিত। ব্রাহ্মসমাজের এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ যদি আপন গৃহে পবিত্রতা সংস্থাপন করিতে না পারেন, তাহা হইলে অন্যান্য উপধর্ম্মের ন্যায় উহা শীঘ্রই কলুষিত হইয়া পড়িবে। কেবল আপনী গৃহ সংস্কার করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র কার্য্য নহে। অন্যান্য সমাজের দুর্নীতি নিবারণের জন্যও ব্রাহ্মকে চেষ্টা করিতে হইবে। পুরাতন ছাড়িয়া এখন লোক নূতন ধরিতেছে—এই সময়ই দুর্নীতির স্রোত বিশেষ রূপে প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা। ব্রাহ্মসমাজের এই সময় খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজনীয়। চারিদিকের লোকই এখন চরিত্রশুদ্ধির বিষয় আন্দোলন করিতেছেন মুখের কথায়, বক্তৃতার ছটায় এখন আর লোক মোহিত হয় না, পুষ্পের ন্যায় সৌরভ অন্বেষণ করে। চরিত্র যদি হীন হইল, তবে বাহিরের লোক কি দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে? আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ইংলণ্ড উভয় দেশই চরিত্রশুদ্ধি সম্পাদনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। উভয় দেশেই পবিত্রতা সংরক্ষিণী-সভা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভা সকল মহোৎসাহে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতি মধ্যেই ইঁহাদের চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে। ইংলণ্ডে বীরনারী পরীক্ষার যে নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভার সভ্যেরা এখন ভারতবর্ষ হইতে উক্ত নিয়মের অনুরূপ আইন দূর করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। আমাদের সমাজও উক্ত চেষ্টায় সাধ্যমত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। কিন্তু কেবল উহাতে হইবে না। প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবন বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। হীন চরিত্র লোক উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলিয়া কপটতা বিস্তার না করে, এরূপ শাসন আমাদের মধ্যে থাকা অতিশয় আবশ্যক। অপরাধীকে আমরা উৎপীড়ন করিতে বলিতেছি না, কিন্তু অপরাধীদিগকে এরূপ বুঝিতে দেওয়া উচিত, যে সমাজ তাহাদের দুর্নীতিকে কখনই প্রশ্রয় দিতে সম্মত নহেন। যে সত্য জীবনে পরীক্ষা করে নাই, সে সত্য তাহার প্রচার করা অন্যায়। বিজ্ঞানজগতে অগ্রে পরীক্ষা না করিয়া কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য কেহ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে

সাহস করেন না। ধর্ম্ম সমাজেও সেইরূপ নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য যে, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য আপন জীবনের অঙ্গীভূত না করিয়া ফেলিল, তাহার ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচারে অধিকার থাকিবে না। ব্রাহ্ম সকল বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় হইবেন। অন্য ধর্ম্মের উপাসক অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসক যদি হীনচরিত্র হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথে তিনি অন্তরায় হইবেন। আদর্শ সমাজে সাধুতা যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে কপটতার জন্য হিন্দুসমাজ ছাড়িতে হইল সেই কপটতা ব্রাহ্মসমাজে দেখা অতিশয় লজ্জার কথা! যে অনুদারতার জন্য অন্যান্য ধর্ম্মসমাজকে আমরা অভিযোগ করিয়া থাকি, সেই অনুদারতা, নিন্দা এবং বিবাদ বিসম্বাদ আবার আমাদের সমাজে দেখিতে হইবে? সুতরাং (১) প্রত্যেক ব্রাহ্মের আপন চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে, এবং (২) সাধারণের মত এ সম্বন্ধে এত প্রবল হওয়া উচিত, যেন সেই মতের বলেই হীন চরিত্র লোক শাসিত হইতে পারে।

বোম্বে গারজিয়ানের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জর্জ্জ বাউয়েন।

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা ও বিলাসের মধ্যে জন্মিয়া ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এবং বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ণ যোগ রাখিয়া একজন খৃষ্টীয়ান প্রচারক কেমন ঋষিতুল্য জীবন কাটাইতে পারেন, নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠে পাঠকবর্গের তাহা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইবে। জর্জ্জ বাউয়েন ১৮১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, সে অভাব তিনি পরে আপন চেষ্টায় পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নিউ ইয়র্ক নগরে একটী সামান্য কেরাণীর কার্য্য করিতেন, পরে দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া প্যালাস্তাইন ও মিসরদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান পিপাসা এত প্রবল ছিল যে, যেখানে যাইতেন সেখানকার ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হইতেন। এইরূপে তিন তিন চারিটী ভাষায় পারদর্শিতা এবং দুই তিনটীতে কার্য্য করিবার উপযুক্ত ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া জীবন কাটাইবেন এইরূপ তাঁহার মানস ছিল। কয়েকখানি উপন্যাসও তিনি লিখিয়াছিলেন। এত যে লেখা পড়া শিখিলেন, ইহাতে ধর্ম্মের নাম গন্ধ ছিল না। আটাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জর্জ্জ বাউয়েন নাস্তিকের জীবন কাটান। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার চরিত্র দূষিত হয় নাই। যদিও উহা আদর্শ স্থানীয় ছিল না, তথাপি সাধারণের নিকট তিনি একজন সচ্চরিত্র লোক বলিয়া পরিচিত হন। এই সময়ে একটী রমণীর সহিত আলাপ হওয়ায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রমণীটী রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন, বাউয়েন তাঁহার প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই দুরন্ত কাল আসিয়া বাউয়েনের প্রণয়িনীর প্রাণ হরণ করে। রমণীটী ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, মৃত্যুকালে প্রণয়ীকে একখানি বাইবেল দিয়া তাহা পাঠ করিতে ও ভজনালয়ে যাইতে অনুরোধ করেন। বাউয়েন উক্ত অনুরোধ পালন করায় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। ১৮৪৪ সালে মার্চ্চ মাসে কোন রজনীতে তিনি এইরূপ বিচিত্র প্রার্থনা করেন, "যদি ঈশ্বর বলিয়া কেহ মানুষের প্রার্থনার তত্ত্ব লইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে তোমার ইচ্ছা জানাও, সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমি তাহা পালন করাকে গৌরবের বিষয় মনে করিব।" ইহার কিছু দিন পরে পেলির খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রমাণ, ডড্‌রিজের উত্থান ও উন্নতি এবং বাইবেলের কতক কতক অংশ পাঠ করেন, এবং সমস্ত সংশয় ও নাস্তিকতার আবরণ হইতে মুক্ত হন। গিবনের যে পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করিয়া তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান, তাহার অযৌক্তিকতাও এখন বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। পরিশেষে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রাণ উৎসর্গ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

১৮৪৮ সালে জর্জ্জ বাউয়েন বোম্বে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর মাত্র। আমেরিকার বৈদেশিক প্রচারের অধ্যক্ষগণের অধীনে তিনি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। আদর্শ খ্রীষ্টীয়ান জীবন সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "যে যে ব্যক্তি সাবধানতার সহিত ঈশ্বরোদ্দেশে আপনার সমস্ত শক্তি পরিচালনা করেন, যিনি আপনার স্বার্থের প্রতি উদাসীন হইয়া মহৎ ফল সাধনের জন্য প্রাণপণে অথচ ঈশ্বরের কৃপার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ফললাভে বিলম্ব হইলে অভিযোগ করিতে ক্ষান্ত হন, তাঁহার জীবনই আমার মতে ঈশ্বরের চক্ষে উৎকৃষ্ট জীবন বলিয়া প্রতীয়মান হয়"। প্রথম প্রথম তিনি বেতন লইতেন ও প্রচার গৃহে থাকিতেন। নব্বই টাকা করিয়া তাঁহার মাসিক বেতন ছিল। এই বেতন লওয়া ও প্রচার গৃহে থাকার উপর তিনি শীঘ্রই বিরক্ত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, যে খ্রীষ্টীয় প্রচারক যদি প্রকৃতরূপে আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে আপন নিঃস্বার্থতা প্রমাণের জন্য এরূপ হীনভাবে থাকিতে হইবে যে, দেশীয় লোকেরা তাঁহার নিকট আসিতে সঙ্কুচিত না হয়। এক বৎসর প্রচার গৃহে অবস্থিতি করত প্রচার করিয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট উক্ত মর্ম্মে এক পত্র লেখেন। ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জর্জ্জ বাউয়েন বেতন ও প্রচার গৃহত্যাগ করিয়া দেশীয় লোকদিগের পল্লীর মধ্যে এক কুটীরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি নিম্নলিখিত কথা গুলি আপন দৈনিকে লিপিবদ্ধ করেন। কথা গুলি এই, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এত দিন যে অবস্থা চাহিতে ছিলাম পরিশেষে তিনি আমাকে সেই অবস্থায় আনিলেন। ভারতে যেমন তিনি আমাকে পাঠান, এই হীন কুটীরেও তেমনি তিনি আমাকে আনিয়াছেন। আজ যদি প্রেরিত পল জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে আমি প্রচার গৃহ অপেক্ষা এই গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে অধিকতর আহ্লাদিত হইতাম।" এই কুটীরে মহামতি বাউয়েন ভজন সাধনে রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রচার কার্য্যে দিবস কাটাইতেন। তাঁহার উদ্দেশ্যের

বিষয় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন, "আমি চাই যে জেরুসালেমের পথে ঈশা যেমন ভ্রমণ করিতেন, বোম্বের রাজপথে তিনি আজ তেমনি করিয়া ভ্রমণ করুন। ঈশা যেমন য়িহুদীদিগের মধ্যে বাস করিতেন, এখানকার লোকদিগের মধ্যেও তিনি আসিয়া তেমনি করিয়া বাস করুন। তিনি যেমন জেরুসালেমের লোকদিগের বন্ধু ছিলেন, এখানকার লোকদিগেরও তেমনি বন্ধু হন। প্রচারক ঈশা দিবানিশি আমার অন্তশ্চক্ষুর নিকট প্রকাশিত হন। সেই দিন আমি আপনাকে ধন্য ধন্য বলিয়া মানিব, যে দিন পথকে আপন গৃহ বলিতে পারিব, এবং যে দিন ধর্ম্মের কথা প্রচার ভিন্ন আমার অন্য ইচ্ছা থাকিবে না।" ধন্য খৃষ্টীয়ান প্রচারক! কি মহৎ আকাঙ্ক্ষাই তোমার মনে ছিল। তোমার প্রভুর ক্রোড়ে এখন সুখে বাস করিতেছ, এখানকার লোকের কথা অবশ্য বিস্মৃত হও নাই। এখানকার লোকের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর। সকল প্রচারক যদি তোমার মত হইত, তাহা হইলে আজ ঘরে ঘরে মহর্ষি ঈশার উপদেশ সাদরে পূজিত ও প্রতিপালিত হইত।

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য জর্জ্জ বাউয়েন প্রথম কিছুদিন এক পরিবারে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট জীবন বোম্বে গার্জিয়ান পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ত্রিশ মুদ্রা তাঁহার মাসিক ব্যয় নিরূপিত ছিল। পত্রিকার আয় হইতে যাহা উদ্বৃত্ত হইত উক্ত ত্রিংশ মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্তই দরিদ্র সেবায় নিয়োজিত হইত। মহামারীই হউক আর প্রচণ্ড গ্রীষ্মই পড়ুক বাউয়েনকে কেহ কখন বোম্বে পরিত্যাগ করিতে দেখেন নাই। দেখিতে তিনি এত ক্ষীণ ছিলেন যে মনে হইত এক ফুৎকারে বুঝি উড়িয়া যাইবেন। কিন্তু এই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ লইয়া বাউয়েন সাহেব চল্লিশ বৎসর গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু পরিবর্ত্তন না মানিয়া শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শুনিলে মন চমকিত ও ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া উঠে। ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করা কতই কষ্টকর তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই রাজপুরুষগণ কত ছুটী, কত ফারলো লন! যে সময় থাকেন, তাহার মধ্যেও গ্রীষ্মের সময় শীত প্রধান স্থানে গিয়া গ্রীষ্মাপনোদন করেন। কিন্তু এই ক্ষীণকায় দরিদ্র খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক এক দিবসের জন্য ছুটী লয়েন নাই—একবারও শীত প্রধান স্থানে সুখভোগে যান নাই। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া আপন ইষ্টদেবতার নাম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে তাঁহার দৈনিকে লিখিয়াছেন "আমি যে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি পূর্ব্বে এ রাজ্যে আর কেহ প্রবেশ করে নাই। এ ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ আত্মবিনাশ ও আপনার পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য প্রকাশ" একথা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। ইহা তাঁহার মত উচ্চ জীবন সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ১৮৭১ সাল হইতে বাউয়েন মেথডিষ্ট সমাজের সহিত যোগ রাখিয়া কার্য্য করেন। অনেক বার তিনি উক্ত সমাজসমিতির সভাপতি মনোনীত হন। পুনা সমিতি হইতে বোম্বে প্রত্যাগমন করিবার পর ডাক্তার ষ্টোনকে বিদায় দিবার জন্য যে সভা হয় সেই সভায় তিনি উপাসনা করেন। উপাসনান্তে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার জ্বর হয়, পরদিন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বলিলেন যে আমি ভরসা করি আপনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন"। বাউয়েন তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন "এবিষয়ে আমার কোনই ইচ্ছা নাই,—প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে"। ডাক্তার আরম্‌ষ্ট্রঙ্গের হাঁসপাতালে তাঁহার যত্ন ও চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কিছুতেই তিনি রক্ষা পাইলেন না। বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি রবিবার ৬টার সময় হাঁসপাতালের পরিচারিকা কিঞ্চিৎ পথ্য আনিয়া উপস্থিত করে, বাউয়েন তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এক ঘণ্টা পরে পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট আপনার লোক কেহ ছিল না—কিন্তু যিনি "আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়" তিনি যে তাঁহার আত্মাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া পরলোকে লইয়া গিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বদেশ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে, বন্ধু অর্থ ও সম্বল বিহীন হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরের জন্য এইরূপে পরিশ্রম করা ও পরিশ্রম করিতে করিতে পরলোকে যাওয়া কি সামান্য ভাগ্যের বিষয়? নবজীবনলাভের পর হইতে তিনি তাঁহার স্বর্গীয় প্রভু ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট যশ বা প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহার চরিত্রে ধর্ম্ম বলের অসদ্ভাব ছিল না—অথচ অহঙ্কার তাঁহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে পারিত না। তাঁহার প্রকৃতি জলের ন্যায় কোমল অথচ অনলের ন্যায় অগ্নিময় ছিল। এমন পুণ্যাত্মা খৃষ্টীয়ান সাধুর জীবনে আমাদের যে অনেক শিখিবার আছে একথা কে অস্বীকার করিবে। পরমেশ্বরের জন্য খাটিতে খাটিতে প্রাণত্যাগ করিতে পাওয়া কি সাধারণ কথা? যে ঈশ্বরচরণে সর্ব্বস্ব দিতে পারে সেবার মাহাত্ম্য কেবল সেই বুঝিতে পারে। উচ্চ ধর্ম্মজীবনে বাস্তবিকই অহংনাশ এবং তৎসৎ প্রতিষ্ঠা! আপনাকে যে বলি দিতে না পারিল, ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাওয়া তার কেবল দুরাশা। ঈশ্বরকে যদি সংসারে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে তবে তোমার সাধনা ও তোমার ধর্ম্মে কি ফল?*

কর্ম্মীর জীবন †

কর্ম্মীর জীবন কি? ইহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। ব্রাহ্মসমাজে এই "কর্ম্মী" শব্দটি অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে দেখা উচিত "কর্ম্ম" কি? কর্ম্ম ত্রিবিধ;—মানবীয় কর্ম্ম (Human work), জান্তবীয় কর্ম্ম (Animal work), আর যান্ত্রিক কর্ম্ম (Mechanical work)। প্রথমোক্ত মানবীয় কর্ম্মের সঙ্গে অপর দ্বিবিধ কার্য্যের কি পার্থক্য তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। একটী ঘড়ী চলিতেছে—এই

* এই জীবনীর ঘটনা সকল হার্ভেষ্ট ফিল্ড নামক পত্রিকার মার্চ্চমাসের সংখ্যার একটি প্রস্তাব হইতে সংগৃহীত হইল।

† ব্রাহ্মবন্ধু সভায় ডাক্তার রায়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

ঘড়ীর কার্য্যে কোনরূপ চেতনা, ভাব, ইচ্ছা কি উদ্দেশ্য বর্ত্তমান নাই। মানবীয় কার্য্যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এই তিনেরই সমাবেশ আছে। জন্তুর কার্য্যেও উদ্দেশ্য, ইচ্ছা কিম্বা চিন্তা বর্ত্তমান নাই। একটি অশ্ব একটি বোঝা টেনে গন্তব্য স্থানে লইয়া যায়, একটি মানুষও একটি বোঝা টানিয়া লইয়া যায়। মানুষের ন্যায় অশ্বেরও সুখ দুঃখ বোধ আছে বটে; ফল (Result) একই, কিন্তু প্রণালী বিভিন্ন। প্রথমে মানবীয়কর্ম্ম—(Rational free conscious being) বিচারশক্তি, স্বাধীনতা ও চৈতন্য সম্পন্ন জীবের কার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব—মানবীয় কর্ম্মের তিনটি অংশ আছে। (১) কর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা (Idea, knowledge or purpose), (২) সেই চিন্তা,—সেই জ্ঞানের সঙ্গে ভাব অর্থাৎ সুখ দুঃখ বোধ, আশা, নিরাশা আছে। (৩) এই দুইটির আনুষঙ্গিক অপর একটি শক্তি আছে। বাহ্য বিকাশের জন্য সেই শক্তি আবশ্যক; ইহা না হইলে জ্ঞানানুযায়ী কিম্বা ভাবানুযায়ী কার্য্য হইতে পারে না। এই তিনটি অবয়ব ব্যতীত প্রকৃত মানবীয় কার্য্য সম্ভবপর নয়। এই তিন অঙ্গের সম্মিলনেই কার্য্য। এবম্বিধ কর্ম্ম না হইলে জ্ঞানের ও ভাবের স্থায়িত্ব সম্ভবপর হইত না। এই ভাবের উদয় হইল উহা কার্য্য দ্বারা স্থায়ী না হইলে মুহূর্ত্ত পরেই আকাশে বিলীন হইয়া যায়। কার্য্যটী সন্দর্শন মাত্রই জ্ঞানের ও ভাবের উদয় হয়। কোনও শারীরিক অঙ্গের পরিচালনাই কর্ম্ম নয়, কার্য্যের মূল অন্তরে। প্রকৃত কার্য্য অন্তরে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলে এই বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে—১ম শিল্পকার্য্য (Works of art) চিন্তা করা যাউক—আমরা চিত্রকরের একটি সুন্দর ছবি দেখিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি। সুন্দর ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাইব? রামধনু দেখিয়াই তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হয়। বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া মনে সুখের সঞ্চার হয়, তৎপরে উহা চিত্রফলকে উপযুক্ত রূপে চিত্রিত করিবার জন্য মনে বাসনা হয়,—বালক ছবি দেখিয়া চিত্রকরের মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ হয় না। দয়ার কার্য্য (Acts of Phitanthopy) সম্বন্ধে ভাবিলে কি দেখিব? কত মহাত্মা মূক ও বধিরদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য প্রাণ ও মন উৎসর্গ করিয়াছেন এই সকল বাহ্যিক ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করিলে কি দেখি?—এই মূক ও বধিরদিগের শিক্ষার জন্য প্রথমে যাঁহার মনে ভাবের উদয় হইল তাঁহার চিন্তায় প্রবেশ করুন—ইহাদিগকে কিরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়, প্রথমে মনে এই চিন্তার উদয় হইল—পরে মনে গভীর কষ্টের উদ্রেক হইল, যদি অনুমান করিয়া দেখেন তবেই বুঝিতে পারিবেন এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনে কি ভীষণ যন্ত্রণা হইয়াছিল। তৎপরে ইচ্ছা হইল, তখনই এই একটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে চলিল। ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের কত আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু যখনই ইচ্ছারূপ বল আসিল তখনই সামাজিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত দেখিতে পাইলাম—তৎপরে ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন সম্বন্ধে ভাবিলে কি দেখি?—প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে অনেক কার্য্য করিয়াছেন, প্রত্যেক কার্য্যের মূলে উক্ত তিনটি উপাদান আছে। আমাদের মনে ক্রোধ, পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক হয়—মনে করুন পরনিন্দার ভাবকে নিবারণ করিতে হইবে—প্রথমে এই চিন্তাই মনে উদয় হয় কাহারও নিন্দা করা ভাল নয়—ইহার পর পরনিন্দা করিলে মনে কষ্ট হয়, কিন্তু যখন ইচ্ছার বল থাকে তখনই চিন্তা এবং ভাব স্থায়ী হয়—কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই ফল। কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে শুধু অসম্পূর্ণ থাকে এমন নয়, যত বিফল হইব ততই জ্ঞান ও ভাব মলিনতা প্রাপ্ত হইবে। (Acts of personal affection) ভালবাসা অন্তরের জিনিস, কিন্তু তাহার বিকাশ আছে, এই বিকাশের সঙ্গে অন্তরের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার সম্বন্ধীয় চিন্তা, তাঁহার মূর্ত্তি ও স্বভাব স্মৃতিপথে উদয় হয়—তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখ বোধ জন্মে। সেই সুখ দুঃখই যদি পরিণাম হইত তবে অপর কেহ ইহা অবগত হইতে পারিত না। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হয় যাহাকে ভালবাসি তাহার উপকার করিব, যখন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারি তখনই ভাব ও চিন্তার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়।

কর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের মত কি? ব্রাহ্ম সমাজ বলিতেছেন কর্ম্ম চাই। আনুষ্ঠানিক না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কাহাকেও ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করি না। কর্ম্ম যে আবশ্যক তাহা ব্রাহ্মগণ ইহা দ্বারাই বিশেষরূপে স্বীকার করিতেছেন। আনুষ্ঠানিক বলিলে আমি এই মনে করি—যিনি কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ তিনিই আনুষ্ঠানিক। আমরা জীবনে এই কথাটি ভুলিয়া যাই। আমরা মনে করি কেহ কেবল জ্ঞানীই হইতে পারেন, কেহ কেবল ভক্তই হইতে পারেন, কেহ কেবল কর্ম্মীই হইতে পারেন। কোন এক ব্যক্তি কেবল জ্ঞানীই থাকিবেন, তিনি কি আনুষ্ঠানিক ভাব ও ইচ্ছা চাহেন না? এইরূপ বিভাগ অস্বাভাবিক—এই রূপ জীব কেবল কল্পনাতেই অঙ্কিত করিতে পারা যায় যিনি কেবলই জ্ঞানী, যাঁহার সুখ দুঃখ বোধ নাই, ইচ্ছা নাই; শুষ্কভাবে যাহা দেখিতেছেন তাহাই গ্রহণ করিতেছেন। যিনি কেবলই ভক্তিমান—জ্ঞান ইচ্ছা করেন না তাঁহার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

ভাব (Feeling) আমাদের নিজের অধীন নয়। ভাবকে স্থায়ী করিতে হইলে জ্ঞানের (Idea) সঙ্গে সংবদ্ধ করিতে হইবে। মনে পৃথিবীর লোকের উপকারের বাসনা সঞ্চারিত হইল, সেই বাসনা হৃদয়ে বদ্ধ থাকিলে কি উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? উপকারের ইচ্ছা থাকা চাই। ইচ্ছাটী কার্য্যে পরিণত করার উপায় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ততদূর জ্ঞান চাই।

এক্ষণে প্রকৃত কর্ম্মীর আদর্শ কি? আমরা ঈশ্বরকে আমাদের আদর্শ করিতে পারি—তিনি চির-কর্ম্মী (Ever-active), তাঁহার কর্ম্ম এই অনন্ত জগৎ সংসার। তাঁহাকে আদর্শ-কর্ম্মী (Ideal-worker) বলা যায়। ঈশ্বর কি কেবল চিন্তা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন? ভাব লইয়াই কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? জগৎ যেমন ঈশ্বরের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার বিকাশ—আমাদের কর্ম্মও এই তিনটীর বিকাশ। এই তিনটি লইয়া একটি গৃহ

নির্ম্মাণ করিতে হইবে, নতুবা আমাদিগের আদর্শ লাভ করিতে পারিব না। তিনি যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে যেমন জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা রহিয়াছে আমাদেরও সেই রূপ করিতে হইবে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি বান্ধব সমিতির উপহার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিলাত গমনোপলক্ষে বান্ধব সমিতি তাঁহাকে যে প্রীতি উপহার দিয়াছিলেন, পাঠকদিগের সুগোচরার্থ তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইলঃ—

শ্রদ্ধাস্পদ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ,

মহোদয়েষু।—

শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতঃ!

আপনি আমাদের ঘরের লোক। আজ আমরা ২৪-পরগণাবাসী ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ সমবেত হইয়া আপনাকে আমাদের অন্তরের গভীর সহানুভূতি ও সদ্ভাব জানাইতেছি।

আপনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনপ্রদ সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিগত ২৩ বৎসর কাল সংসারের নানাবিধ অত্যাচার ও জ্বালা যন্ত্রণা প্রসন্ন মনে সহ্য করিয়া আসিতেছেন ও রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের পথে—আত্মার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পিতামাতার সহবাস ও অনেকানেক আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতাতে বঞ্চিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে জীবন উৎসর্গ করাতে আপনাকে সময় সময় কি ভয়ানক ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। যে সকল অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া মানুষ আপনাকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, আপনি সেই অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ঈশ্বরের প্রকৃত বিশ্বাসী সন্তানের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কার কার্য্যে উৎসাহ ও দৃঢ়তা সহকারে নিযুক্ত থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আপনি এদেশের যুবকদিগের ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন উন্নত করিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা এদেশের ভাবী কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য যারপর নাই ক্লেশ ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর আপনাকে যে শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, অনেক স্থলে আপনি নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া তাহা স্বদেশের হিতব্রতে নিয়োগ করিয়া মহৎ সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় আপনার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের সমূহ উন্নতি হইবে, এ আশা আমাদিগের প্রাণে সঞ্চারিত হইয়াছে।

অনতিকাল মধ্যে আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলিলেন, আজ একথা স্মরণ করিয়া ও দীর্ঘকালের জন্য আপনাকে বিদায় দান করিতে হইতেছে ভাবিয়া প্রাণে ক্লেশ হইতেছে সত্য—কিন্তু ইহাতে গভীর আনন্দ এবং সুখও আছে; আপনি ইংলণ্ডের উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া, সেখানকার নরনারীর স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিনাশ দেখিয়া, তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম ও লোকানুরাগ দেখিয়া প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।—জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া, অধিকতর উদ্যমের সহিত ঈশ্বরের সেবাতে ও স্বদেশের হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবেন, ইহা ভাবিলেও প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়।

আপনি যাইতেছেন, এ সময়ে আমরা আপনাকে কি বলিব? পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে যাহা কিছু সার রত্ন পাইবেন, তাহা আমাদিগের জন্য আহরণ করিয়া আনিবেন, আর এদেশের মহত্ত্ব ও গৌরবের বিষয় যাহা কিছু আছে, তাঁহাদিগের নিকট তাহার পরিচয় দান করিবেন। আমাদিগের দেশ সম্বন্ধে সেখানকার লোকের নানা প্রকার কুসংস্কার আছে, আপনি যথাসাধ্য তাঁহাদের সেই সকল ভ্রান্তমত দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয় সাধনই ভারতের ভাবী কল্যাণের নিদান, এবিষয়ে আপনি সহায় হইতে পারিলে দেশবাসীদিগের চির-কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন। উন্নতিশীল পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে আমাদিগের দেশের প্রাচীন উৎকৃষ্ট রীতি নীতি ও ভাবগুলি বিস্মৃত হইবেন না—পরন্তু এগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ইহাদের সারবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা সেখানে প্রচার করিতে চেষ্টা করিবেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ও চির-উন্নতিশীল, আপনি এ পর্য্যন্ত যথাশক্তি তাহার আদর্শের সম্মান রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সুতরাং আপনি সেখানে নরনারীগণকে বলিবেন আত্মার মুক্তির জন্য অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক গুরু গ্রহণ না করিয়াও একমাত্র ঈশ্বরের পূজাতে শত শত নরনারী নিযুক্ত আছেন;—বলিবেন, আমরা সেদেশের ব্রাহ্ম ও একেশ্বরবাদী খৃষ্টানগণকে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাইতেছি;—বলিবেন, আমরা নিরন্তর সেই দিনের জন্য তৃষিত যে দিন অকূল পারাবার ও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া এদেশ সেদেশ এক হৃদয়ে এক প্রাণে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্যস্বরূপ বিধাতার মঙ্গল বিধানের মহিমা কীর্ত্তন করিবে।

পরিশেষে পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি যেখানে থাকুন, তাঁহার কৃপায় সুস্থ শরীরে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সমুন্নত জীবনে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার পরিজনবর্গ, বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশের লোক সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করুন, এবং তাঁহার মঙ্গল বিধানের সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া অধিকতর উৎসাহ, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হউন। বিঘ্নবিনাশন অভয়দাতা মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বর আপনার সঙ্গের সঙ্গী ও চিরসহায় হউন।

২৪-পরগণা বান্ধব-সমিতির সভ্যগণ।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বোলপুর।

বোলপুর প্রার্থনা সমাজের চতুর্থ বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। (এই উৎসবে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, বড়বেলুন, বুড়ারগ্রাম, রাইপুর, রামপুরহাট, নলহাটী, কান্দী ও ধুলিয়ান প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।)

১৮ই চৈত্র শুক্রবার অপরাহ্নে এ প্রদেশস্থ ব্রাহ্মদিগের "ব্রাহ্মসম্মিলন সভার" (Brahmo conference) অধিবেশনে ধর্ম্মজীবন গঠনের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়। কি প্রণালীতে এই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে, উপস্থিত বন্ধুগণের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। তাহাতে এই স্থির হয়, (১) এই অঞ্চলের ব্রাহ্মগণ একটী সংকীর্ত্তন দল লইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রচারার্থ বাহির হইতে পারেন, (২) মাঝে মাঝে প্রচারক (ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট প্রচারক হউন বা না হউন) আনাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। বৎসরে অন্ততঃ ৪ বার যাহাতে প্রচারক আনান হয়, সে বিষয়ে ব্রাহ্মসম্মিলনী সভা দৃষ্টি রাখিবেন। এই কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রায় ৫০৲ টাকা বাৎসরিক চাঁদা ধরা হইয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইবে। এই ব্রাহ্মসম্মিলনী সভা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য, সমবেত চেষ্টা দ্বারা যাহাতে এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মবন্ধুগণের পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্মজীবন গঠনের বিশেষ সাহায্য হয় তাহার চেষ্টা করা। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের এই শুভ সংকল্পের সহায় হউন।

ঐ দিন সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "মানবাত্মাতে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতার প্রত্যক্ষ অনুভব" বিষয়ে উপদেশ দেন। উপদেশটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১৯শে চৈত্র প্রাতে উপাসনা হয়, নগেন্দ্র বাবু বেদীর কার্য্য করেন, এবং "সংসারে মানবাত্মার অতৃপ্তি ও সংসারের অনিত্যতা" বিষয়ে উপদেশ দেন।

ঐ দিন ১টার সময় "বিবেকের বিভিন্নতা কেন হয় এবং বিবেকের বিভিন্নতা বশতঃ ধর্ম্ম সমাজে যে নিত্য বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণের উপায় কি?" এই বিষয়ের আলোচনা হয়। নগেন্দ্র বাবুই আলোচনা করেন, তাঁহার কথার সারমর্ম্ম এই—"সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও সঙ্গীতের জ্ঞানের ন্যায় নীতি ও কর্ত্তব্য জ্ঞান,অর্থাৎ Moral sense মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব সকলের পক্ষে সমান, তবে শিক্ষা, সামাজিক রীতি নীতি ও সংস্কারের তারতম্যানুসারে তাহার প্রকাশ ও কার্য্য পৃথক হইয়া থাকে, কিন্তু মৌলিক কর্ত্তব্যজ্ঞান (moral sense) এক জিনিস। জ্ঞানের সহিত বিবেকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, প্রধানতঃ এই কারণে বিবেকের উন্নতি হয়। এই ভিন্নতা প্রযুক্ত মানুষ আপনার বিবেকের অধীন হইয়া স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পারে বটে, কিন্তু আবার এই জন্যই অন্যের বৈধ স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। মানুষ ততদূর স্বাধীনতা বিস্তার করিতে পারে, যতদূর করিলে অন্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাত না হয়। John Stuart Mill তাঁহার "Liberty" নামক পুস্তকে এই বিষয়ের অনেক কথা লিখিয়াছেন।" নগেন্দ্র বাবু উক্ত পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "অনেক স্থলে একদেশদর্শিতা বিবেকের ভিন্নতা হইবার কারণ। পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না, এ বিষয়ে সকলেরই ধর্ম্মজ্ঞান একই কথা বলিবে, কিন্তু সতীদাহ প্রথা ভাল কি মন্দ এ বিষয়ে অনেকেরই মতভেদ হইতে পারে। সত্য গোলাকার বস্তুর ন্যায়, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া না দেখিলে সকল দিক্ দেখিতে পাওয়া যায় না, এই জন্য একদেশদর্শিতা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

সন্ধ্যার পর, এক জন পৌত্তলিক হিন্দু, পৌত্তলিকতাতে মুক্তি হয় কি না, এই প্রশ্ন করনে। নগেন্দ্র বাবুর উত্তরের সারমর্ম্ম এই প্রকার লেখা যাইতে পারে;—

"নির্ম্মল জ্ঞানের অবস্থাই মুক্তির অবস্থা, সুতরাং কুসংস্কার থাকিতে মুক্তি কিরূপে হইবে? এই ভ্রম ত্যাগ না করিলে মুক্তি হইতে পারে না। সাকার অবলম্বন না করিলে উপাসনা হয় কি না, ইহার উত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলেন, আমরা উপাসনাতে জড়ের সাহায্য প্রতি নিয়তই লইতেছি। ঈশ্বর সকল স্থানেই বিদ্যমান এ কথা সত্য, কিন্তু স্থান বিশেষে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান চিন্তা করিলে ঈশ্বরকে বদ্ধ করিয়া ফেলা হয়, সেই পদার্থ ব্যতীত অন্য কোথাও যেন ঈশ্বর নাই, এই প্রকার মনে হয়, এরূপ বদ্ধভাবে আত্মার উপকার না হইয়া সাধনের বহু বিঘ্নই উপস্থিত হয়। জড়বস্তুতে কেবল ঈশ্বরের সত্তা মাত্র চিন্তা করা যাইতে পারে, কেননা, কেবল সত্তা ভিন্ন চেতন ধর্ম্ম জড়বস্তুতে নাই, সুতরাং অনন্ত প্রেম চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে কেবল জড়বস্তুর অবলম্বনে কি প্রকারে ধারণা করা যাইতে পারে? আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়।" ইহার পর অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়।

সন্ধ্যার পর আবার উপাসনা হয়, নগেন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ঐশ্বর্য্য ভাব ও মাধুর্য্য ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়।" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশের সার ভাব এই,—"এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ পরমেশ্বর, কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডল, কোটি কোটি সৌরজগৎ তাঁহার সৃষ্টি, সমস্ত জীব, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত জগৎ তাঁহার অধীন, তাঁহার সেবক। চারিদিকে তাঁহার অনন্ত মহান্ স্বরূপ চিন্তা করিয়া আমরা অনন্তভাবে স্তব্ধ হইয়া যাই। যখন প্রথম হিমালয় দেখিলাম, হিমালয়ের অনির্ব্বচনীয় শোভা, উচ্চতা ও গাম্ভীর্য্যে স্তব্ধ হইলাম—গভীর নিশীথে আকাশে অদ্ভুত সৌন্দর্য্য, অদ্ভুত সৃষ্টি—সৃষ্টির অদ্ভুত জ্ঞান ও ক্রিয়া ধারণা করিতে কল্পনা ও বুদ্ধি পরাস্ত। এই সসাগরা পৃথিবী, সমগ্র সৌরজগৎ—অনন্ত সৌর জগৎ—আবার একটি তৃণ কণা—একটি জল বিন্দুতে কোটি কোটি প্রাণী—কীটাণু—বুঝিতে পারি না—রে ক্ষুদ্র মন! অনন্তকে বুঝি না, সূক্ষ্ম ও বৃহৎ কিছুই বুঝি না। চিন্তা করি না, তাই বেশী কথা কহি, নচেৎ একবার ডুবিলে স্থির হই—এক ফোঁটা জলের মধ্যে অনন্ত!—সীমা নাই—কিনারা নাই! ভাবিলে পাগল হই, এই ঐশ্বর্য্য ভাব।

হিন্দু শাস্ত্রে একটি গল্প আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আমি সৃষ্টিকর্ত্তা এই অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দ্বারবান্কে বলিলেন 'বল গিয়া ব্রহ্মা দেখা করিতে আসিয়াছেন'—ভগবান বলিয়া পাঠাইলেন, 'কোন্ ব্রহ্মা'—

দ্বারবান গিয়া আবার বলিল, "ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিকর্ত্তা" ব্রহ্মা, ভগবান্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্রহ্মাণ্ড?" ব্রহ্মা ত অবাক্। বলিলেন, "প্রভু, একি?" শাস্ত্রে কথিত আছে, তখন স্বয়ং ভগবান প্রতি লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন। হে অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম! পুরাণের এই উপদেশকে পৌত্তলিকতা দূষিত মনে করিয়া ঘৃণা করিও না। পৌত্তলিক আবরণ ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে সত্য দেখ। ব্রহ্মার অহঙ্কার চূর্ণ হইল—তুমি আমি কোন্ চার? ব্রহ্মার নিকট অনন্তভাব প্রকাশিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐশ্বর্য্যভাবে মন কুল কিনারা না পাইয়া অবাক্! কেবল নিস্তব্ধ!

এই ঐশ্বর্য্য ভাবে সাধনের আরম্ভ মাধুর্য্য ভাবে শেষ। মাধুর্য্যভাবে তাঁহাকে না দেখিলে কিছুই দেখা হইল না। তিনি সূর্য্য চন্দ্রের ঈশ্বর, তিনি নক্ষত্র মণ্ডল ও অনন্ত সৌরজগতের ঈশ্বর, একথা দূরের কথা, এভাব পর ভাব, যেন দূর দূর, যেন পর পর। তিনি আমার ঈশ্বর, আমার ঘরের দেবতা, আমার সুখ দুঃখের ঈশ্বর কোটি চন্দ্র যে হস্তের, সেই হস্ত আমার দুঃখের জল মুছাইয়া দেয়—দেবলোকের ঈশ্বর আমার প্রাণের ঈশ্বর। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে শ্রীকৃষ্ণের একজন সতীর্থ বন্ধু শুনিলেন, কৃষ্ণ দ্বারকায় রাজা হইয়াছেন, তিনি এই কথা শুনিয়া দেখা করিতে গেলেন। কৃষ্ণ রাজা, উপহার চাই, তিনি সখার ভাবে উপস্থিত হইলেন।

যে সখা বলিয়া যায়, সে মধুর ভাবে যায়, সীতার নিকট রাম কি বস্তু? কি অযোধ্যা, কি পঞ্চবটী সেই রাম। প্রেমিক সাধক হৃদয় দেখাইয়া দেন। তিনি বলেন আমার প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতর—এই মাধুর্য্যভাব। আমার ঈশ্বর কত দিন চক্ষের জল মুছান, সকল অবস্থায় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, আমার প্রাণের ধন, বন্ধু, সখা আমার সব। এই নিগূঢ় প্রেমই মাধুর্য্যভাব। রাজাকে প্রকাশ্য রূপে নজর দিলাম, এত বাহিরের কথা! যখন বলি, হে প্রাণ সখা, হে প্রাণের ধন! তোমা বই আর আমার কেউ নাই। হে প্রভো! একটিবার আমার কাছে এস, এই প্রাণের মধ্যে ব'স। এই প্রেমে প্রেমে যোগ। জগৎ থাকে থাক, আমার তাতে দরকার কি? তাঁহাকে প্রাণের ভিতর যদি পাই, আমি কৃতার্থ হই। সতী স্বামীকে চায়, স্বামী গরিব হউন, স্বামীর মুখ দেখিয়া সুখী—কি নিগূঢ় সম্বন্ধ! মাধুর্য্যরস প্রেম, প্রেমই সার। প্রেম যতক্ষণ প্রাণে প্রতিভাত না হয়, ততক্ষণ মানুষ কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রেম এমনি জিনিস, যে একবার ডুবে সে আর উঠে না। কোটি কোটি চৈতন্য, নিত্যানন্দ, সেই প্রেমে ডুবিয়াছেন, আমাদের ন্যায় পাপী এক বিন্দু পাইলে উদ্ধার হয়, আমি সে প্রেম কিরূপে বর্ণনা করিব? বর্ণনা করা যায় না। প্রেম বুঝিতে পারে সতী। স্বামীর প্রেম সতীই জানে, অন্যে কি জানিবে? সেই নিরাকারের সঙ্গে প্রেম, তাঁর গুণেই হয়। তিনি অনন্ত প্রেম, সেই জন্য ক্ষুদ্র কীটের সঙ্গে তাঁর প্রেম হয়। সে প্রেম যখন মানুষ লাভ করে, তখন সব প্রেমময় হয়, সতীর নিকট স্বামীর সকলি প্রেমময়, স্বামীর পত্রখানিও প্রেমময়—সমুদায় প্রেমময়।

জগৎ আমোদপ্রিয় স্বার্থপর লোকের নিকট কেবল আমোদের ব্যাপার। নাস্তিকে নিয়ম দেখে, ভক্ত দেখেন প্রতি বৃক্ষ, নক্ষত্র, জলতরঙ্গ, যাহা কিছু সকলই প্রেমের কথা, সকলই প্রেমময়ের রচিত, জিনিস বলিয়া তিনি কত আদর করেন, যে দিকে তাকান, সকলই প্রাণেশ্বরের হাতের চিঠি, সকল দিকে তিনি প্রেমই দেখিতে পান। বাস্তবিক সংসার প্রেমের প্রকাশ। এক এক সময় ভাবি, প্রেমময়ের সংসারে এত স্বার্থপরতা কেন হবে? কামার, কুমার, শিল্পী, স্ত্রী, মা, বাপ সকলেই প্রেমের জন্য খাটিতেছে, প্রেমের জন্য কামার, কুমার চাষা কাজ করিতেছে। জগতে কে একটা পেটের জন্য খাটে? আত্মীয় স্বজনের জন্য সকলি। স্ত্রীর মধ্যে, বন্ধুর মধ্যে তিনি প্রকাশিত। পাখী আহার সংগ্রহ করিয়া শাবককে খাওয়ায়, সেও তাঁহারই প্রেম। সেই অনন্ত প্রেম সাগরের সহিত এই ক্ষুদ্র পক্ষী মিলিত। অন্তরে বাহিরে প্রেম—প্রেম সাগরে ডুবিয়া মরি, এই ধর্ম্ম, এই মুক্তি।"

২০এ চৈত্র প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শান্তি নিকেতন" নামক উদ্যান বাটিকাতে উপাসনা হয়। ২০।২২ জন বন্ধু সেখানে উপাসনার জন্য গমন করেন। রামপুরহাটস্থ বৃদ্ধ ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রদ্ধেয় বাবু যদুনাথ রায় মহাশয় উপাসনা করেন। তাঁহার সরল উপাসনা ও প্রার্থনাতে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। বেলা ১১টার সময় উপাসনান্তে সেখান হইতে বাসায় আশা হয়। "শান্তি নিকেতনের" মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে প্রাণ আপনাপনি উপাসনার জন্য প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, মহর্ষি মহাশয় এই স্থানে সাধারণ ব্রহ্মোপাসকগণকে উপাসনা করিবার অধিকার দিয়াছেন এবং এই আশ্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রহ্মবিদ্যালয়, পুস্তকালয়, অতিথি সেবার অভিপ্রায়ে বার্ষিক ১৮০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন।

অপরাহ্ণ ৬ টার পর নগর সংকীর্ত্তনে বহির্গত হওয়া যায়। "ভব পারাবারে যেতে ভয় কি আছে" এই সংকীর্ত্তন গীত হয়। রামপুরহাটের প্রসিদ্ধ গায়ক রাজকুমার বাবু ও কলিকাতার ব্রজ বাবুর মধুর সঙ্গীতে সকলেই মোহিত হইয়াছিল। প্রায় ২০০।২৫০ শত লোকের সম্মুখে বাজারে দাঁড়াইয়া বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, জীবে দয়া নামে ভক্তি, সকল ধর্ম্মের সার উপদেশ এক, সকল ধর্ম্মের একতা, জাতিভেদ, ধর্ম্ম আন্তরিক পদার্থ বাহিরের বেশ ভূষা ও আড়ম্বরে ধর্ম্ম হয় না, সংসার অনিত্য, এই সকল সত্য খুব সরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দেন। অনেক নিরক্ষর লোকও বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। বক্তৃতার পর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আবার উৎসব মন্দিরে আসিয়া উৎসব শেষ হয়। এবারকার উৎসবে আমরা বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। যেখানে তাঁহার নামে ব্যাকুল হইয়া ১০টি আত্মা সদ্ভাবে, সাধুভাবে মিলিত হয় সেইখানেই তাঁহার কৃপা বিশেষ রূপে অনুভূত হয়, কৃপাময় পরমেশ্বর সেই স্থানেই প্রকাশিত হয়েন, এই অমূল্য সত্য আমরা প্রাণে বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি। আমরা এখানে ২টী বন্ধু মাত্র অনন্ত ঈশ্বরের

উপাসনার জন্য মিলিত হইয়া থাকি, দুঃখের বিষয়, নিরাপদে আমরা অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিব, এরূপ একটু স্থানও আমাদের নাই। তাঁহার আশীর্ব্বাদে এই উৎসব আমাদিগকে নবজীবন প্রদান করুক, আমরা উদ্ধার হই, মুক্তি লাভ করি। স্থানীয় মুন্সেফ বাবু প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্র বন্ধুগণ অনেকেই আমাদের সহিত বিশেষ সদ্ভাব দেখাইয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সদ্ভাব জানাইতেছি।

ময়মনসিংহ।

ব্রহ্মকৃপায় ব্রহ্মোৎসবের আরম্ভ, ব্রহ্মকৃপাতেই ব্রহ্মোৎসবের শেষ। এবার ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের অষ্টপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবে আমরা এই কথাটী বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিলাম। নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, সংসার ধূলিতে লুণ্ঠিত, ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ও নিকৃষ্ট কয়টী লোকও কিরূপে প্রেমময়ী জননীর করুণাগুণে মহামাঘোৎসবের পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে এবার আমরা তাহাই অনুভব করিতে সক্ষম হইলাম। ব্রাহ্মসমাজের সকল ঘটনাই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত করিতে হইবে, আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে, তজ্জন্যই দূরস্থ বন্ধুগণ এখানকার অনেক ঘটনা জানিতে পারেন না। কিন্তু এবারকার ব্যাপারের আদ্যোপান্ত মাতৃ করুণায় পরিপূর্ণ, ইহাতে মানুষের গৌরব করিবার কিছুই নাই, তাহাতেই আমরা একটুকু বিস্তৃতরূপে এই "সুসমাচার" বন্ধুদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

এখানকার সারস্বত উৎসবের কার্য্য এবার মাঘোৎসবের পূর্ব্বে হইল বলিয়া ৭ই মাঘ হইতে মাঘোৎসব হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হইল। কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইল বটে, কিন্তু কাহারও মন প্রস্তুত হইল না। কেহই উৎসাহের সহিত কার্য্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না; কোনরূপে ধরিয়া বাঁধিয়া কতকগুলি কার্য্য করা স্থির হইয়া গেল। ইতিমধ্যে এখানকার সমাজের আচার্য্য মহাশয়ের পারিবারিক সঙ্কট উপস্থিত হইল, তিনি যে উৎসবে যোগ দিতে পারিবেন এমন সম্ভাবনা রহিল না। ইহাতেও অনেকের মনে নিরাশা উপস্থিত হইল।

৭ই মাঘ শুক্রবার উদ্বোধনের দিন। পূর্ব্ব হইতেই প্রেম পরিবারের তত্ত্ব কর্ণে শুনা যাইতেছিল; বিশাল প্রেম পরিবারের দুন্দুভিধ্বনি সেদিন প্রেম পরিবারে স্বয়ং মাতৃরূপে বসিবেন, সকল সন্তানকে তথায় আহ্বান করিবেন, যে এই মায়ের ডাক শুনিতে না পাইবে সে কখনও পরিবারে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহার পক্ষে এবার উৎসব হইবে না। সকলে অন্তরে অন্তরে জননীর এই প্রেম মাখা আহ্বান শ্রবণ কর। মায়ের ডাক শুনিয়া যখন সন্তান জাগিয়া উঠে তখনই প্রকৃত উদ্বোধন হয়। এই গূঢ় তত্ত্ব সেদিন অতি সরলভাবে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। উদ্বোধনে অপূর্ব্বভাব প্রকাশ পাইল বটে কিন্তু তখনও মণ্ডলীর মধ্যে উৎসবের বাতাস বহিল না।

৮ই মাঘ শনিবার সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইল। বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। বিশ্বাস ও নির্ভরের জন্য প্রার্থনা হইল।

৯ই মাঘ রবিবার ছাত্র সমাজের উৎসব। শাখাসমাজের আচার্য্য মহাশয় সেদিন বেদীতে কাজ করেন, সভ্যগণের মনে এই ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু পারিবারিক সঙ্কটে তিনি যে আসিতে পারিবেন এমন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু মায়ের করুণায় যথা সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মায়ের চরণে আমাদের অসারতার কথা উপস্থিত করা হইল। বাহিরে যেমন বিজাতীয় শীত, আমাদের অন্তর রাজ্যেও তেমনি ভয়ঙ্কর শীত—নিরাশা ও নিরুৎসাহ। প্রেম সূর্য্যের অভ্যুদয় না হইলে এ শীত কে নিবারণ করিবে, এ আঁধার কে ঘুচাইবে? তাই জননীর নিকট অতি কাতরে প্রেম ভিক্ষা করা হইল। আরাধনার সময় এইরূপ কথা হয়, পৃথিবীতে দেখি, মা যদি কোথাও যাইতে চান, তবে অগ্রে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বেশ ভূষা পরাইয়া দেন। এবার অন্তর রাজ্যেও দেখিতেছি মা স্বর্গীয় পরিবারে যে মাহোৎসব করিবেন, তাহাতে বালক বালিকাদিগকেই প্রথমে ডাকিয়াছেন। তাই মহোৎসব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তিনি এখানে বালকদিগকে প্রথমে ডাকিয়াছেন, তোমরা প্রেমবসন পরিয়া মাতৃ গুণ গাইতে গাইতে অগ্রে অগ্রে চল, তোমাদের সাজসজ্জা দেখিয়া আমাদের মৃত প্রাণে আশার সঞ্চার হউক।

সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসাহী সভ্য শ্রীমান্ রজনীকান্ত গুহ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ক্ষমা, উদারতা ও প্রার্থনা সম্বন্ধে কথা হয়। রাত্রিতে উপাসনা হয়, বাবু গোলোকচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ব্রহ্মকৃপায় নির্ভর ও সাধনার আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ হয়।

১০ই মাঘ সোমবার নগর সংকীর্ত্তনের দিন। কিছুই আয়োজন নাই, কোন্ কীর্ত্তনটী গাওয়া হইবে তাহাও ঠিক হয় নাই, যাঁহার উপর ভার ছিল তিনি ডাক্তার, ওলাউঠার রোগী লইয়া ব্যস্ত। কয়েকটী ছাত্র উক্ত রোগে আক্রান্ত। সুতরাং কোন কোন ব্রাহ্ম শিক্ষক এবং ছাত্রগণ অনেকে সেখানে আবদ্ধ। নগর সংকীর্ত্তন হইবে না বলিয়াই সকলে একরূপ স্থির করিয়াছিলেন। প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। প্রাণ এখনও জাগিল না, অদ্য নগরসংকীর্ত্তন। কিন্তু তাহার কোনও আয়োজন হইল না, কল্য মহোৎসব কিন্তু আজও প্রাণ প্রস্তুত হইল না, জড়তা গেল না। গভীর দুঃখে গভীর মর্ম্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া বাবু শরচ্চন্দ্র বসু প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ শিশুর ন্যায় মায়ের নিকট প্রার্থনা করিলেন—অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। মায়ের প্রত্যাদেশ প্রকাশিত হইল—কেন অবিশ্বাস? কেন নিরাশা? গৃহ সজ্জিত হয় নাই বলিয়া? বিশ্বাস কর দুই ঘণ্টা মধ্যে গৃহ সজ্জিত হইবে। নগরসংকীর্ত্তন প্রস্তুত হয় নাই, বাদক আসে নাই, বাদ্য যন্ত্র নাই—তাই কি তোমা-

দের মনে ভয় হইয়াছে? অবিশ্বাস ছাড়, বিশ্বাস কর, মা সব করিবেন, আমরা অসার, আমাদের মাই সার, তাঁর হাতে সব ছেড়ে দাও; কিছু তিনি করেন, কিছু আমি করি, এরূপ অহঙ্কার মনে রাখিও না, অপদার্থ আমরা কি করিব? মাই সব করিবেন।

প্রাণে উৎসবের বায়ু প্রবাহিত হইল, ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হইল। চক্ষু মেলিয়া দেখি সকলেই আসিয়াছেন, শুনিলাম রোগীরা আজ ভাল, ডাক্তার বাবু ও শুশ্রূষাকারিগণ না গেলেও চলিবে। তখন কীর্ত্তন ঠিক্ হইল, এক জন উহা লইয়া দৌড়িয়া ছাপাখানায় গেলেন, ছাপাখানা বন্ধ ছিল কিন্তু মায়ের কাজ বন্ধ রহিল না। ছাত্রগণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গৃহ সজ্জায় নিযুক্ত হইলেন, দেখিতে দেখিতে সব হইয়া গেল। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় নব প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মপল্লী হইতে নগরসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার পর মন্দিরে উপস্থিত হওয়া গেল। রাজপথে যেরূপ উৎসাহ ও মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইল তাহাতে সত্য সত্যই যে মায়ের নামে শুষ্কতরু মঞ্জরিত হয় তাহার প্রমাণ পাইয়া সকল অবিশ্বাস ও সন্দেহ চলিয়া গেল। কীর্ত্তনান্তে বহু জনতার মধ্যে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় বেদী গ্রহণ করিলেন। আমাদের অবিশ্বাস চূর্ণ হইল, মাতৃপ্রেমের জয় হইল। মা বলিলেন "তোরা সব যন্ত্র, আমি যন্ত্রী; আমি বাজাইব তোরা বাজিবি, আমি চালাইব তোরা চলিবি,—কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইবি কি সব নষ্ট হইবে।" উপদেশটী অতি ক্ষুদ্র, অতি প্রেম পূর্ণ এবং প্রত্যাদেশের আকারে প্রকাশিত হইল। উহার সার মর্ম্ম এই:—"তোমরা যখন প্রেমে বাস কর তখন তোমরা জীবিত, আর যখন প্রেমভ্রষ্ট হও তখনই তোমরা মৃত। প্রেমেই তোমাদের উৎপত্তি, প্রেমেই তোমাদের স্থিতি, প্রেমেই তোমাদের জীবন। প্রেমই শক্তি, প্রেমই শান্তি।"

১১ই মাঘ মঙ্গলবার। আজ মহোৎসবের দিন। নগরে নগরে দেশ দেশান্তরে লোক লোকান্তরে ঠিক্ এমনই সময় কত নরনারী ব্রহ্মোৎসবে মগ্ন হইতেছেন, ঠিক্ এমনই সময় ইহলোক পরলোকবাসী সাধু ভক্তগণ, প্রেমিক প্রেমিকাগণ আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে মগ্ন হইয়াছেন, বিশ্বব্যাপী প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়াছে, ইহকাল পরকাল এক হইয়া গিয়াছে, আত্ম-পর ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে; এমন সময়ে এই সুমিষ্ট প্রেম সঙ্গীতের ধ্বনি উত্থিত হইল "জগত জননীর নাম গাওরে অন্তরে, আজ বদন ভরে গাওরে ওনাম সুমধুর স্বরে। ওভাই তোমাদের মা যিনি, আমাদেরও মা তিনি একই মায়ের অসংখ্য সন্তান; তবে দীন ধনী পদ ভুলি, কর সবে কোলাকুলি মায়ের কোলে লই সবে স্থান।" সঙ্গীতান্তে আচার্য্য বেদী গ্রহণ করিলেন। ভক্তজনজননী আনন্দময়ী মা তাঁহার সুবিশাল প্রেমপরিবারে জগতের সমস্ত সাধু সাধ্বী নরনারীদিগকে লইয়া প্রেমোৎসব করিবেন, মা আমাদিগকেও প্রেম-বাহু তুলিয়া ডাকিতেছেন, এবার তিনি মা হইয়া বসিয়াছেন তাই আমরাও আসিয়াছি,আমরাও তাঁহার নিকট বসিব তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিব, তিনি যেমন সাধু জননী তেমনী পাপী তাপীর জননী এই বলিতে বলিতে যে উচ্ছ্বাস উঠিল, যে যোগে সব একাকার হইয়া গেল, উদ্বোধন, আরাধনা, প্রার্থনা মিশিয়া গেল, যে ভাবে তিন ঘণ্টা ব্যাপী উচ্ছ্বাস বহিল তাহার বর্ণনা হয় না। তৎসম্বন্ধে বাক্যব্যয় করিব না।

উপাসনান্তে সুমধুর উপদেশ হইল, উহাতে কেবলই প্রেমের কথা, কেবলই প্রেমধর্ম্মের ব্যাখ্যা। আচার্য্য বলিলেন, "দেখ এই মহাপ্রেমে অখিল সংসার স্থিত রহিয়াছে, দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী পাপী পুণ্যবান্ সকলে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে বাস করিতেছি। কাহাকেও মা অনাদর করেন না, কাহাকেও ঘৃণা করিয়া ফেলিয়া দেন না। আমাদিগকে এই প্রেমের ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। এই প্রেমে আমাদিগকে সংসারী হইতে হইবে। সংসারী হওয়ার যে হীন অর্থ ছিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। সংসারী হওয়া আর ধার্ম্মিক হওয়া একই কথা। অতএব আমাদিগকে কি সাধন করিতে হইবে? **ষোল আনা সংসার আর ষোল আনা ধর্ম্ম।** মাকে কেবল উপাসনা মন্দিরে রাখিয়া দিলে হইবে না, তাঁহাকে ঘরে লইয়া যাইতে হইবে। মা ছাড়া ঘর অরণ্য, আমরা সে অরণ্যে বাস করিব না। আমাদের সংসার ধর্ম্মময় হইবে, আমাদের নিকট ধর্ম্মমন্দির এবং শয়নাগৃহ এক হইবে। টাকায় আমরা মায়ের প্রসন্ন মুখ নিরীক্ষণ করিব—যাতে মায়ের নাম নাই সে অর্থ সে ধন আমরা সাপের মত দূরে ফেলিয়া দিব। মায়ের ইচ্ছায় আমরা সব কাজ করিব—যাতে তাঁর নিষেধ বুঝিব, মনে বড় ভাল লাগিলেও তেমন কার্য্য করিব না। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র মধুময় হউক, বিদ্যালয় মধুময় হউক, সমস্ত সংসার মধুময় হউক, মাতৃপ্রেমের জয় হউক।"

মধ্যাহ্নে আবার লোক সমাগম হইতে লাগিল। ২টার পর বাবু গোলোকচন্দ্র দাস সংক্ষেপে প্রার্থনা করিলেন,তৎপরে ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও সদালাপ প্রভৃতি হইল। সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইল। সন্ধ্যার পর পুনরায় উপাসনা আরম্ভ হইল। এ বেলায়ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় বেদী গ্রহণ করিলেন। এখন কেবল প্রেমের কথা। মার দয়ার সাক্ষ্য দেওয়া হইল। সাধন ভজনের কথা, যোগ তপস্যার কথা আমরা কহিতে পারি না- কেবল মায়ের অতুল করুণার কথা কহিতে পারি। আরাধনার সময় আবার সেই বিশাল প্রেম পরিবারের ছবি প্রকাশ পাইল। ইহকাল আর পরকালে দূরত্ব রহিল না। এই ইহকাল আর ঐ পরকাল। গর্ভস্থ শিশু যেমন যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয় সেইরূপ আমরাও যথাসময়ে এসংসার গর্ভ হইতে পরলোকে জন্মগ্রহণ করিব। তথায় যে মহাপ্রেম পরিবারে আমরা নিত্যকাল বাস করিব ও বর্দ্ধিত হইব, তাহার আভাস জননী অদ্য প্রকাশ করিলেন। উপদেশের সার কথা এই:—প্রিয় ভাই বোন, দেখনা বিশ্বজননীর প্রেম ক্রোড়ে আমরা সকলেই বাস করিতেছি। তবে আর হিংসা দ্বেষ কেন, তবে আর ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ ও মতভেদ লইয়া কলহ কেন? তবে আর পাপী পুণ্যবান্ বলিয়া ভেদ বিচার কেন? আমরা কাহাকে ঘৃণা করিব? কাহাকে পর ভাবিব? সকলে [illegible]

মায়ের অঞ্চলের ধন। মা যে সকলকেই অনন্ত প্রেমবক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সাবিত্রী গার্গী প্রভৃতি সতী সাধ্বীগণ যে মায়ের ক্রোড়ে বাস করিতেছেন, ঐ যে পথের পতিতা নারী যাহাকে লোকে ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করে না, উহাকেও সেই প্রেমময়ী মা সেই প্রেমক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ভাই বোন্! বিশ্বাস হয় কি? এযে বড় কঠিন কথা। কিন্তু ইহা মানিতেই হইবে—না মানিলে মাকে অস্বীকার করা হইবে। পাপীর বিচারের ভার আমাদের হাতে নাই—আমরা কেবলই সকলকে ভাল বাসব। ধর্ম্ম লইয়া কলহ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, সত্য যাহা তাহা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। ধর্ম্মই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন—সে জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; আমরা যেন ধর্ম্ম দ্বারা রক্ষিত হই। ভাই বোন্! এবার এই উদার প্রেম জীবনে সাধন করিতে হইবে। এই মহোৎসবের পবিত্র দিনে প্রেমময়ী জননীর পবিত্র সন্নিধানে সকলে প্রতিজ্ঞা কর, এই সংকল্প হৃদয়ে লইয়া গৃহে গমন কর। চিরপ্রসন্নময়ী মা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করুন্।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সংবাদ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১০ দশম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ উপাসনালয়ে সম্পন্ন হইবে।

৩১এ বৈশাখ ইং ১২ই মে ১৮৮৮, শনিবার—অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকার সময় বক্তৃতা (বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)

১লা জ্যৈষ্ঠ ইং ১৩ই মে ১৮৮৮, রবিবার—

পূর্ব্বাহ্ন ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন

„ ৭টার সময় উপাসনা, উপাসনান্তে বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রচারকপদে বরণ।

অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আলোচনা।

„ ৬টা „ ৭টা „ সংকীর্ত্তন।

৭টার সময় উপাসনা।

২রা জ্যৈষ্ঠ ইং ১৪ই মে ১৮৮৮, সোমবার—

পূর্ব্বাহ্ন ৬টার সময় সঙ্গীত ও উপাসনা।

অপরাহ্ন ৬½টার „ বক্তৃতা (বক্তা বাবু আনন্দমোহন বসু) বক্তৃতান্তে উপাসনা।

নববর্ষোৎসব,—বর্ষ শেষ ও নববর্ষোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলী নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন,—

৩০এ চৈত্র বুধবার—অপরাহ্নে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় নববর্ষের বিদায়; সায়াহ্ন ৭টা, মন্দিরে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন।

১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকাল ৬টা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা; অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৬॥ টা গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা; ৬॥টা হইতে ৭টা সঙ্কীর্ত্তন; ৭টা হইতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। এই দিন সায়ংকালীন উপাসনার সময় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস নামক একটী যুবক দীক্ষিত হন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা এবারে উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারিলাম না। আগামী বারে দিবার ইচ্ছা রহিল।

নূতন পুস্তক;—আমরা শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "মা ও ছেলে" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। সন্তান পালন ও সন্তানের চরিত্র গঠন অতীব দুরূহ কার্য্য। আমাদের দেশের অনেকেই এ বিষয় ভাল করিয়া চিন্তা করেন না। কিন্তু ইউরোপের কত বড় বড় চিন্তাশীল লোক এ বিষয়ের জন্য দিবানিশি মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছেন। তাঁহাদের চিন্তার ফল কতক কতক এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালী গৃহস্থ মাত্রেরই এই পুস্তকখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অনেক চিন্তা করিবার বিষয় আছে।

সাহায্য প্রার্থনা।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

২৬ বৎসর হইল বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ২২ বৎসর হইল এই সমাজে সামাজিক উপাসনার জন্য বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে প্রতি রবিবার দুই বেলা উপাসনা হয়, প্রাতে উপাসনার পর ছাত্র সমাজের অধিবেশন হয়। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা বোধহয় বরিশালে যত অধিক মফস্বলে আর কোথাও সেরূপ নহে। যখন এই মন্দিরটী প্রথম প্রস্তুত হয় তখন এখানে অনেক অর্থশালী উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন,কিন্তু এক্ষণে উৎসাহী যাঁহারা আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দরিদ্র। মন্দিরটীরও জীর্ণ অবস্থা, অংশ বিশেষ ভগ্ন হইয়াছে, ভগবানের কৃপায় দিন দিন উপাসক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় মন্দিরটী আরও কিছু বর্দ্ধিত করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বক্তৃতাদিতে এবং উৎসবের সময় সকলের সমাবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকল দিকে সুবিধা করিয়া প্রস্তুত করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ খুলনা হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত আপনার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়া চারি পাঁচ জন লোক অন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে নিরন্তর স্থানে স্থানে, গ্রামে প্রচার করিতে পারেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক। প্রচার কার্য্যের উপযোগী এমন ব্যক্তিগণ এখানে আছেন। এইরূপ প্রচারের সুফল বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ উপলব্ধি করিয়াছেন। এক বরিশালের অধীনে দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বুঝিতে পারিয়াছেন, কয়েক জন লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। খাটিতে পারিলে ইহাদের মধ্যে নিঃসন্দেহ অনেক কার্য্য হইবে। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সুচারুরূপে প্রচারকার্য্য সম্পাদিত হইতেছেনা। ন্যূনকল্পে ৭০০০ সাত হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে মন্দির সংস্কার এবং প্রচারের কোন স্থায়ী সংস্থান হইতে পারে। অতএব সাবিনয় প্রার্থনা, এই মহৎ কার্য্যদ্বয়ের সাহায্যের জন্য সদাশয় ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। এই উভয় কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে বাবু কালীমোহন দাস, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু চণ্ডীচরণ গুহ, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু রাজকুমার ঘোষ, বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ বাবু রাসবিহারী সেন মহাশয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, দাতৃগণ তাঁহাদের নিকট কিম্বা আমার নিকট আনুকূল্য প্রদান করিবেন। ইতি মধ্যে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে ২৭০০।২৮০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্থানাভাবে তাহা প্রকাশিত হইল না।

নিবেদক
শ্রীকামিনী কান্ত গুপ্ত
সম্পাদক
বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২৯এ বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
৩য় সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য
মফস্বলে ৩৲
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

রূপ ও স্বরূপ।

প্রকৃতি চাতুরী খেলে মম সনে,
নিজরূপ গুণ দেখায়ে ভুলায়,
পরাণ কাতর তোমার(ই) কারণে,
রূপ রস গন্ধ ত্যজি, তোমা চায়।
নাহি প্রাণ ভুলে, নাহি মানা মানে,
ছুটে অবিরত আকুল হইয়া,
বিঘ্ন বাধা ঠেলি, অনন্তের পানে,
কার সাধ্য তায় রাখে নিবারিয়া।
ঢেকনা ঢেকনা জগদাবরণে
সুন্দর ওমুখ ওহে প্রাণ প্রাণ;
পিপাসিত আঁখি তোষ দরশনে
দরশন বিনা হয় কি গো ত্রাণ?
ব্যবধান যাহা আছে কিছু মাঝে,
সরাইয়া দাও আপনার হাতে,
চিদানন্দ রূপ অপরূপ সাজে
নেহারিয়া মাতি ভক্তগণ সাথে।

জীবনবল্লভ! অনেক দিন পরে আবার এই দীনের কুটীরে দয়া করিয়া আসিলে। কি বলিয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইব? কি পুণ্য বলে আবার তোমাকে পাইলাম? আমি যে এত যাতনা পাইয়াছি তাহা আমি গণনা করি না—তোমার সঙ্গে যে মিলন হইয়াছে, তাহাতে আমি সে যাতনার কথা বিস্মৃত হইয়াছি। যদি তাহার অপেক্ষা শত সহস্র গুণ অধিক যাতনা পাইতে হয় তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহি, যদি মাঝে মাঝে এমনি করিয়া তোমাকে এক একবার লাভ করিতে পারি। আমি তোমার ও তোমার ভক্ত মণ্ডলীর নিতান্তই অনুপযুক্ত। তথাপি তোমার করুণা হইতে এক নিমেষের তরে বঞ্চিত হইলাম না। আসিয়াছ যদি দয়া করিয়া, তবে এবার থাকিয়া যাও। তোমার শান্তিপ্রদ চরণের ছায়ায় বাস করিয়া অশান্ত প্রাণ অসার ও উদ্বিগ্নকারী চিন্তার হস্ত হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করুক। তোমার সৌন্দর্য্যে আমার প্রাণ এমন পূর্ণ হইয়া থাক্, যে পৃথিবীর বস্তুর অসারতায় আর কখন আকৃষ্ট না হয়।

প্রভু আরো বিশ্বাস, আরো নির্ভর চাই। আমার বিশ্বাস যদি মৃত না হইবে, তবে আমি এত দুর্ব্বল ও অপদার্থ হইব কেন?—আমার বিশ্বাস যদি জীবন্ত হইত তাহা হইলে আমি বায়ুর মত বলবান ও জলদের মত সরস হইতাম। জলস্রোতের নিকট রোপিত বৃক্ষের ন্যায় দিন দিন আমি বাড়িয়া ফল ফুলে সুশোভিত হইতাম। আমি যে ভাল করিয়া তোমাকে দেখিতে পাই না এই আমার দুঃখ। ভক্তমণ্ডলী তোমাকে যেমন করিয়া দেখেন, আমি যদি তেমন করিয়া দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে কি আমার বন্ধন থাকিত? প্রাণ স্বরূপ দেখাও প্রাণে যে তুমি বিনা আর সকলই অসার ছায়া ও কল্পনা, তুমি স্বরূপ আর সকলই তোমার রূপ। দেখাও যে তুমি আমার শোণিতে শোণিতে চিন্তায় চিন্তায় ভ্রমণ করিয়া থাক। তাহা হইলে আমার পুরাতন জন্ম ঘুচিবে এবং আমি দ্বিজত্ব লাভ করিয়া প্রমুক্ত ভাবে তোমার উপরে বিশ্রাম করিতে পারিব।

কে তুমি আমাকে মাঝে মাঝে আকুল করিয়া পলায়ন কর? আমি সংসারে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আত্ম-বিস্মৃত হই, তুমি আমাকে প্রকৃত গৃহ নির্ম্মাণের স্থান দেখাইয়া জাগ্রত কর। আমি উদ্দেশ্য ভুলিয়া বিপথে যাই, তুমি তোমার বৈদ্যুতিক প্রকাশে উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দাও। মায়াকে মুগ্ধ হইয়া সার বস্তু জ্ঞানে অপদার্থ বস্তুর উপাসনা করি, বজ্র রবে তুমি তাহার অসারতা বুঝাইয়া দিয়া নিত্যধামের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত কর। কে তুমি পরিচয় দাও, আর তোমাকে পলাইতে দিব না। তোমার স্মরণেই আমার জীবন, তোমাকে ভুলিয়া আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করি। আর পলায়ন করিও না—আমার ভগ্ন কুটীরে বাস কর। দীন দুঃখী আমি, তোমাকে দি এমন আর কিছুই নাই, দীনবৎসল! নিজগুণে আমার আঁধার কুটীর আলো করিয়া থাক। তুমি যদি বাস কর, তাহা হইলে আর আত্ম-বিস্মৃত হইব না, মায়ার ছলনে প্রতারিত হইব না। দিবানিশি তোমাকে চাই, কেবল উপাসনার সময় তোমাকে পাইয়া কিরূপে তৃপ্ত থাকিব?

প্রভু আলস্য আসিয়া আমাকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। আমি শরীরের দোহাই দেই, পরিশ্রমের ওজর করি, কিন্তু তুমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহ। তুমি চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেও যে আলস্যের প্রতি আমার বেশ একটুকু আসক্তি রহিয়াছে। আমি কি বলিতে পারি যে আমি তোমার জন্য যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করিয়া থাকি? যদি তাহা করিতাম তাহা হইলে এত দুঃখ পাইব কেন? আশ পূরিয়া যে তোমার সেবা করিতে পারি না সে জন্য আমি লজ্জায় মরিয়া আছি। মৃতসঞ্জীবন, মৃত প্রাণে উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত কর, আলস্যের হাত হইতে নিস্তার পাই। হায় যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের ষোল-আনা চেষ্টা তোমার উদ্দেশে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার গৃহ আজ লোকে লোকাকীর্ণ হইত। সর্ব্বশক্তিমান, তোমার অসাধ্য কি? আমাদের এই গোটাকতক অলস লোককে জীবন্ত করিয়া তোলা তোমার পক্ষে আর কি এত কঠিন কাজ?

কি যে একটা অসাড়তা আসিয়া মনকে সময়ে সময়ে গ্রাস করিয়া ফেলে, আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না। যতই চেষ্টা করি, ততই বোধ হয় যেন নামিয়া যাই; অসাড়তা হইতে গভীরতর অসাড়তায় অবতরণ করি। প্রাণ স্বরূপ বলিয়া তোমাকে কতবার সম্বোধন করিলাম; সত্যস্বরূপ বলিয়া কতবার জপ করিলাম তবু জীবন অসাড় হইয়া থাকিবে। বড় পরিতাপের বিষয়! অসাড়তা দূর করিয়া সত্যানুসন্ধানস্পৃহা জাগ্রৎ কর। সত্য স্বরূপের পুত্র কেবল সত্যেরই অনুসন্ধান করে, কেননা সে সকল পদার্থে পিতারই তত্ত্ব লইয়া থাকে। নিরুৎসাহ ভাবে আমার বসিয়া থাকা ঘুচাও, তোমার মন্দিরে অবিশ্রাম আমি তোমার সত্য অনুসন্ধান করিয়া প্রাণের পিপাসা নিবারণ করি। সত্য আমার অন্নপান, বসন ভূষণ, আশা ও পুরস্কার হউক।

প্রিয়দর্শন, প্রকাশ আরও মধুরতর কর। সংসারের মোহিনীশক্তি অতীব ভয়ানক। তোমার মধুর প্রকাশের সাহায্য ভিন্ন কে সংসার মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবে? সংসার কত ছলনা, কত চাতুর্য্য, কত কৌশল জানে, মন হরণ করিবার বিদ্যা তাহার অবিদিত নাই, আমি কেমন করিয়া তাহার কঠিন জাল ভেদ করিয়া তোমাতে বিচরণ করিব? তাই বলিতেছি যে তোমার আকর্ষণ দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া শেষে এমন অবস্থা হউক যে সংসারের মায়া মায়া বলিয়াই বোধ হইবে না। তোমার স্মরণে যদি রোমাঞ্চ না হইল, তবে আর তোমার প্রকাশের মহিমা কোথায় রহিল? সুখপ্রিয় মনকে সুখের দিক দিয়াই কাড়িয়া লও, তবে তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইব। একটু আভাস দেখিয়াছি বলিয়া লোভ ছাড়িতে পারিতেছি না, ভাল করিয়া দেখিলে না জানি কি ব্যাপারই ঘটিবে! হে মধুময় পরমেশ্বর, খুব মিষ্ট করিয়া ডাকিতে, ভাবিতে ও দেখিতে শিখাও।

তোমার স্পর্শে নূতন পাতায় গাছের দল ছাইয়া গিয়াছে কি মনোহর ঘোর হরিদ্বর্ণ? কি বিচিত্র তোমার লেখনী! এমন রঙ্ আর কেহ ফলাইতে পারে না। কেবল পাতা নহে, পাতার মাঝে আবার ফুলের বাহার। কি সুন্দর ফুলের কান্তি! সৌন্দর্য্যের আকর, তোমার রচিত সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতে করিতে মন উদাস হইয়া যায়। কি মিষ্ট মিষ্ট স্বরে পাখী গান গায়! কি মধুর মধুর সমীরণ অঙ্গ শীতল করে। যে দিকে চাই, সে দিকেই তোমার অপূর্ব্ব চারু হস্তলিপি। দেখিয়া কে প্রাণকে স্থির রাখিতে পারে? প্রাণের স্থির থাকিবারই বা প্রয়োজন কি? তোমার জন্য অস্থির হইতে পারা কি সামান্য গৌরব—সামান্য ভাগ্যের কথা? তোমার সৌন্দর্য্য প্রাণে জাগিয়া উঠুক। আত্মাতে তোমার অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য বুঝিবার শক্তি দাও। নয়ন নিমীলিত বা উন্মীলিত যেরূপই থাকুক, দিবানিশি তোমার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া মত্ততার সমুদ্রে নিমগ্ন হউক।

আমাদের আবার সমাজ কি? সমাজ তোমার! আমরা দল বাঁধিয়া সমাজ করি নাই, তুমি দল বাঁধাইয়া সমাজ করিয়াছ। দশ বৎসর তোমার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইলাম। এই দশ বৎসরে কত দেখাইলে কত শুনাইলে। অধম অনুপযুক্তদিগের প্রতি কত দয়াই প্রকাশ করিলে। আজ সবাই মিলিয়া তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। ভবিষ্যতের জন্য ডরাই না। কেন না ভবিষ্যতের ভার তুমি স্বয়ং লইয়াছ। বর্ত্তমানের জন্য ভাবি। তোমার কথা যে সকল সময় শুনিতে পারি না। মোহ দুর্ব্বলতা আসিয়া আমাদিগকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করে। সমাজপতি! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; তোমার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছি। অক্ষম, গুণহীন, অপদার্থ আমরা, তুমি ভিন্ন আমাদিগকে কে চালাইবে?—আমাদের শুভাশুভের ভার তোমার হাতে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমরা যেন তাহাতে বাদী না হই, আমাদের সমাজরূপ তোমার বিধান জয়লাভ করুক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি ও উন্নতি।*

আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় সমালোচনা করিবার জন্য অদ্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। কিরূপ অবস্থার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিলেন? যখন হিন্দু সমাজ যারপরনাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল,—কি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়, কি সামাজিক সকল বিষয়েই একান্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইল, যখন কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকারে এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ভারত নিমজ্জিত, অবলা রমণীজাতি, কোটি কোটি দুঃখী প্রাণী বিবিধ উৎপীড়নে উৎপীড়িত, তখন বিধাতার আদেশে এই দুর্ভাগ্য দেশে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন।

যেমন এক মহাশক্তি বহির্জগতে সর্ব্বত্র নিয়ত কার্য্য

* সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে ৩১এ বৈশাখ সায়ংকালে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতা।

করিতেছেন, আত্মার মধ্যে যেমন সেই মহাশক্তি আত্মার প্রাণ হইয়া আত্মাকে পরিচালিত করিতেছেন, তেমনি এই মানব সমাজে,—নরনারীর সমবেত সত্তার মধ্যে সেই মহাশক্তি প্রতি নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন। সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে সেই মহাশক্তি জনসমাজের মঙ্গলের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করিতেছেন। রোগে ঔষধ, তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন, যাঁহার ব্যবস্থা; জনসমাজের বিশেষ অভাব ও বিপদ্ বিদূরিত করিবার জন্য তিনিই সময়ে সময়ে উপযুক্ত বিধান করিয়া থাকেন। মানুষ অজ্ঞানান্ধ ও উন্মত্ত হইয়া যে পথে যতই কেন ধাবমান হউক না, তাহাকে আকর্ষণ করিবার রশ্মি রজ্জু চিরদিনই তাঁহার হস্তে।

পরমেশ্বরের বিধানে এই দুর্ভাগ্য দেশে রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হইল। রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া ভগবান্ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন? রামমোহন রায়ের হৃদয়ে এক মহান্ সত্যের প্রকাশ হইল। উহা কি? বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভাবে তিনি বিমুগ্ধ হইলেন,—সেই ধর্ম্ম জগৎকে দিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইল।

একটী বাজারের মধ্যে যাও, চারিদিক্ হইতে ব্যাপারীরা চীৎকার করিয়া তোমাকে আহ্বান করিবে, আমার জিনিস গ্রহণ করুন, এমন কোথাও পাইবেন না, শস্তা দরে এমন আর পাইবেন না। ক্রেতা বড়ই বিপদে পড়েন, কোন্ দিকে ফিরিবেন, কাহার কথায় বিশ্বাস করিবেন, কাহার জিনিস প্রকৃত ভাল কিছুই স্থির করিতে পারেন না। "বাঁশ বাগানে ডোম কাণা"। দশজনের কথা শুনিয়া কিছু একটা ঠিক্ করিয়া লওয়া মুস্কিল হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মের বাজারেও সেইরূপ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। এখানেই খাঁটি জিনিস, আর কোথাও নাই। অন্যত্র গিয়া ঠকিবেন না। শস্তা দরে মাল বিকাইয়া যায়, গ্রহণ করুন।"

যিনি ধর্ম্মান্বেষণে ধর্ম্মের বাজারে ঘুরিতে থাকেন, তিনি বড়ই মুস্কিলে পড়েন। বাঁশ বাগানে ডোম কাণা। কোথায় সত্য, কোথায় সত্য? সহস্র লোকের সহস্র প্রকার কথায় বিভ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মান্বেষী বলেন, "হায় কোথায় সত্য, কোথায় ধর্ম্ম?"

জগতে অনেক প্রকার ধর্ম্ম, অসংখ্য সম্প্রদায়, অসংখ্য প্রকার মত দেখিয়া যথার্থই অনেক লোকের মাথা ঘুরিয়া যায়। ধর্ম্ম কি, সত্য কি তাঁহারা ঠিক্ করিতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্ম ত অনেক নয়। এক পরমেশ্বর, এক ধর্ম্ম, সমস্ত জগতে এক ধর্ম্ম। দুই নাই, জগতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন পথে ছুটিতেছে, কিন্তু তাহাদের কি দাঁড়াইবার একটা সাধারণ ভূমি নাই? নিশ্চয়ই আছে।

মুসলমানকে জিজ্ঞাসা কর "হে ভাই মুসলমান! শ্রবণ কর জগতের কর্ত্তা পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয় মহান্, "আল্লা হো আকবর" তাঁহার উপাসনাতেই ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল। মৃত্যুতেই মানব আত্মার বিনাশ নহে, অনন্ত পরলোক তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। পাপ পুণ্য অনুসারে মানুষ ফল ভোগ করে।" মুসলমান উত্তর করিবে "ঠিক্ ঠিক্। এই ত সত্য কথা। এই ত আমার কোরাণ ও ধর্ম্মের কথা।" হিন্দুকে বল, হে ভাই হিন্দু, জগতের কর্ত্তা এক পরমেশ্বর, তাঁহার পূজাতেই জীবের পরম মঙ্গল, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে জীবগণ ইহ পরলোকে ফলাফল ভোগ করে।" হিন্দু বলিবেন, "ঠিক্ কথা, ইহাতে আর সংশয় কি? এই আমার শাস্ত্রের কথা।" খৃষ্টিয়ানকে বল "হে ভাই খৃষ্টিয়ান! জগতের কারণ এক অদ্বিতীয় মহান্পুরুষ, তাঁহারই পূজা জীবের কর্ত্তব্য, মানবাত্মা অমর, পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য পথেই সকলের বিচরণ করা উচিত।" খৃষ্টিয়ান বলিবেন "ইহাই ত সত্য কথা। সার সত্য, আমার বাইবেল এই কথাই বলিতেছে।"

যে দেশে যে জাতির মধ্যে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়া ঐ কথাগুলি কেন বলনা, সর্ব্বত্রই তোমার শব্দের প্রতিধ্বনি পাইবে, এমন ধর্ম্ম নাই, এমন শাস্ত্র নাই, এমন সম্প্রদায় নাই যেখানে তোমার কথায় সায় পাইবে না।

কেবল ধর্ম্ম মতে কেন? ধর্ম্ম জীবন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েও ঐ প্রকার। পবিত্র চিত্ত হও, দুঃখীকে দয়া কর, সকলের প্রতি প্রেম বিতরণ কর, যথাসাধ্য বিপন্নকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর, আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া যথাসাধ্য পর সেবায় রত হও, এই সকল কথা কোন্ শাস্ত্রে কোন্ সম্প্রদায়ে কোন্ দেশে বদ্ধ? কোথাও বদ্ধ নহে। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা সকল শাস্ত্রে ঐ এক কথা। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উহা সাধারণ সম্পত্তি। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উহা একচেটিয়া নহে।

সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের, সকল ধর্ম্ম মতের, বিবিধ সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের যাহা সাধারণ অংশ তাহাই বিশ্ব জনীন ধর্ম্ম।

রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়ে এই বিশ্ব জনীন ধর্ম্মের মহান্ ভাব প্রকাশিত হইল। তিনি মোহিত হইয়া গেলেন। তিনি সকল শাস্ত্রের মধ্যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সাধারণ পৃথিবীব্যাপী মহাধর্ম্ম দেখিতে পাইলেন।

কিন্তু জগতের লোক যেমন তাঁহার সময়ে তেমনি বর্ত্তমান সময়ে নিজ নিজ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর ঝগড়া করিতেছে। রামমোহন রায় দেখিলেন একই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু সংকীর্ণ চিত্ত সাধারণ লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, এ ঘাটের জল খাও, ও ঘাটের জল খাইও না, নরকে যাইবে। রামমোহন রায় দেখিলেন এক সূর্য্যকিরণ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু ক্ষুদ্রচেতা লোক বলিতেছে আমার বাটীর রৌদ্র শরীরে লাগাও উহার বাটীর রৌদ্র গাত্রে লাগাইলে নরকে যাইবে।

ধর্ম্ম জগতে সাধারণতঃ মানুষ অসার বিষয় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। খৃষ্টীয় জগতে দেখুন জলের ছিটা দিয়া দীক্ষিত

করিতে হইবে, কি অবগাহন আবশ্যক এই লইয়া ঘোরতর বিবাদ। ব্যাপ্টিষ্ট নামে একটী প্রকাণ্ড সম্প্রদায় জল সিঞ্চনে দীক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া অবগাহন সাব্যস্ত করিতেছেন, এই বিষয়ের বাদানুবাদে একটী প্রকাণ্ড সাহিত্য রচিত হইয়াছে। অসার লইয়াই মনুষ্য ব্যতিব্যস্ত। বাঁকা কি সোজা করিয়া ফোঁটা টানিতে হইবে ইহা লইয়া সম্প্রদায় ভেদ! তুলসী পাতা কি বেলের পাতা। তুলসী পত্রে যাঁহারা ইষ্ট দেবতার পূজা করেন অনেক স্থলে তাঁহাদের গোড়ামী এরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, যে বিল্বপত্র বলিলে তাঁহাদের পাপ হয়, তেফড়কার পাতা বলিতে হইবে।

রামমোহন রায় সকল শাস্ত্রের, সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিতেন। সকল ধর্ম্মের মধ্যে তিনি এক সনাতন বিশ্বজনীন ধর্ম্মকেই অন্বেষণ করিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা রাজা রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন, তিনি বলিতেন দেওয়ানজী (রাজা রামমোহন রায়) যখন বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন তখন তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিত, দুটী চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বর্ষিত হইত। রামমোহন রায় বাইবেল গ্রন্থ হইতে খৃষ্টের অমূল্য উপদেশ নিচয় সংগ্রহ করিয়া ("Precepts of Jesus, Guide to peace and happiness) নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। সকল শাস্ত্র হইতেই তিনি সত্য গ্রহণ করিতেন। তিনি কোন ধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন না। সেই জন্য তিনি হিন্দুর নিকটে বেদান্তানুগামী হিন্দু, খৃষ্টীয়ানের নিকটে একেশ্বরবাদী খৃষ্টীয়ান, এবং মুসলমানের নিকটে মৌলবী রামমোহন রায় উদার মুসলমান ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

কিন্তু এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম তিনি কি জগতে রীতিমত প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন? না, পারেন নাই। তিনি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বিশ্বজনীন আকারে প্রচার করিতে যত্ন করিলে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে মনে করিয়া তিনি হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক দেশীয় ও জাতীয় আকার দিয়া ধর্ম্মের সার সত্য সকল প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু সমাজে যে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল উহা এক প্রকার হিন্দু একেশ্বর বাদ। (Hindu Unitarianism)

রামমোহন রায়ের ভিতর উন্নতিশীলতার ও রক্ষণশীলতার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ছিল। তিনি বুঝিতেন যে তাঁহার উচ্চ বিশ্বজনীন ভাব দেশের লোক ধরিতে পারিবে না। সেই জন্য তাহাদের শাস্ত্র, তাহাদের প্রণালী দিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি কি তাহার বিশুদ্ধতা কোন প্রকারে রক্ষা করেন নাই? হিন্দুজাতির সাম্প্রদায়িক সংস্কারের সহিত উহা জড়িত করিয়া ফেলিয়াছেন? না, একটী স্থলে তিনি তাঁহার বিশ্বজনীন ভাবের বীজ রাখিয়া গিয়াছেন। কোথায়? তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্ম সমাজের ট্রষ্ট ডীড্‌পত্র। * ট্রষ্ট ডীডে এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায় আবশ্যক বিবেচনায় তাঁহার ধর্ম্মকে দেশীয় ও জাতীয় আকার দিয়া গিয়াছিলেন।

সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে আর কি শিখাইয়াছেন? সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য। ধর্ম্ম কেবল ধ্যান ধারণা পূজা সংকীর্ত্তন ইহা তিনি মনে করিতেন না। যে মায়াবাদী বৈদান্তিক সংসারকে অসার জানিয়া পিতা মাতা দারা পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে তিনি বিষম ভ্রান্ত মনে করিতেন। সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্যই তাঁহার ধর্ম্ম। সেই জন্যই তিনি সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে প্রাণ মন সমর্পণ করিতেন।

রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করিলেন, বিধাতা উপযুক্ত সময়ে তাঁহাকে যোগ্য ধামে ডাকিয়া লইলেন। এখন আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজকে কে রক্ষা করিল? ব্রাহ্মসমাজ পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, পরমেশ্বরই তাহার রক্ষা কর্ত্তা। মানুষ কেবল তাঁহার হাতের যন্ত্র। এই অসহায় অবস্থায় শিশু ব্রাহ্মসমাজকে কে বাঁচাইল? পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। এই দুঃখী ব্রাহ্মণ একাকী অসহায় অবস্থায় সহস্র প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিলেন। রামমোহন রায় যে হোমাগ্নি জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় প্রাচীন কালের অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের ন্যায় সেই অগ্নি রক্ষা করিলেন। চারিদিকে ঝঞ্ঝা ঝটিকা, ভীষণ বজ্রধ্বনি, তাহার মধ্যে স্নেহাকুলা পক্ষী মাতা কেমন স্নেহে, কেমন যত্নে আপনার শাবককে পক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখে! বিদ্যাবাগীশ সেইরূপ সহস্র প্রকার প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু হস্ত হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে বিধাতার একটী মনোহর লীলা দর্শন করুন। প্রভূত মর্য্যাদা ধন সম্পদে পরিবৃত এক সৌম্যমূর্ত্তি যুবা পুরুষের জীবনে বিধাতার এক অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করুন। একদিন এই যুবাপুরুষ আপনার গৃহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় বায়ু হিল্লোলে একখানি কাগজ তাঁহার দিকে উড়িয়া আসিল। বায়ু হিল্লোল কেন? পরমেশ্বরের কৃপার হিল্লোলঃ—সেই যুবার প্রতি, তোমার আমার প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি পরমেশ্বরের কৃপার হিল্লোলে ঐ পত্র উড়িয়া আসিল। উহাতে একটী সংস্কৃত

* For the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name, designation or title used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever. * * * * For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner.

শ্লোক লিখিত ছিল। তিনি তখন সংস্কৃত বুঝিতেন না, সুতরাং শ্লোকের অর্থ বুঝিবার জন্য জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্ম সভার পণ্ডিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকান লইল। যেন দেশে আর পণ্ডিত ছিল না!! বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দেখিলেন যে উহাতে উপনিষদের একটী শ্লোক লিখিত রহিয়াছে তিনি পাঠ করিলেন ;—

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। পাপ চিন্তা ও বিষয় লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না।"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মুখে শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া যুবা পুরুষ আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি জানিতেন, হিন্দুশাস্ত্রে কেবল পৌত্তলিকতা, ষষ্টি মাকাল পূজার কথা; হিন্দুশাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ একেশ্বর বাদের কথা আছে ইহা তিনি জানিতেন না। এখন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মুখে শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও আনন্দে স্তব্ধ হইলেন। ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলেন। ইনি কে? আর স্পষ্ট করিয়া বলার কি কিছু আবশ্যকতা আছে! ইনি আমাদের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ।

ক্রমে আর একজন মহাত্মা ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলেন, তিনি স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত।* ধর্ম্মচর্চ্চা চলিতে লাগিল। ব্রাহ্ম সমাজে যাঁহারা নিয়মিত রূপে আসিতেন, তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য একটী প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করা হইল। দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ—মূলমত স্থির করিলেন! অথবা উহা পাইলেন। দেবেন্দ্র বাবু বলেন, বাস্তবিক উহা পাইয়াছিলেন, নিজের বুদ্ধিতে স্থির করিয়া লয়েন নাই।

অক্ষয় কুমার ব্রাহ্মসমাজের জন্য কি করিলেন? প্রধানতঃ ইঁহারই সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের চরণ হইতে অভ্রান্ত শাস্ত্রের নিগড় স্খলিত হইল। তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপর ধর্ম্মকে দণ্ডায়মান করিলেন। সেই জন্য তাঁহার ধর্ম্ম, নিয়ম পালনের ধর্ম্ম।

এতদিন দৃষ্টি বাহিরে বদ্ধ ছিল, বিচারশক্তি নেতা ছিল। সেই জন্য ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয়ের হস্ত হইতে তৎকালীন অনেকে রক্ষা পাইতে পারেন নাই, সেই জন্য ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া হাত তোলাতুলি, পরমেশ্বর অনন্ত কিনা, হাত তোল, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ কি বিচিত্র শক্তিমান্, হাত তোল, দেখা যাউক অধিকাংশের কি মত? অক্ষয় বাবু অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী লোক, তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করে, তখন এমন কেহ ছিল না। সত্ত্বগুণপ্রধান দেবেন্দ্র নাথ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনের দুঃখে হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

সেখানে তিনি তিনবর্ষব্যাপী গভীর সাধন ও ধ্যানে মগ্ন হইলেন, এই নির্জ্জন সাধন ও ধ্যানে তাঁহার জীবন নূতন হইয়া গেল, বাস্তবিক নির্জ্জন সাধন ভিন্ন গভীর আধ্যাত্মিক উন্নতি কখনও সম্ভবপর নহে। উপনিসৎ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রাচীন মহর্ষিগণের নির্জ্জন সাধনের ফল। বুদ্ধ দেব জগৎকে যে অমূল্য সত্য শিক্ষা দিয়াছেন তাহা তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী নির্জ্জন সাধনের ফল। বাইবেল পাঠ করিয়া দেখ প্রকাশ্যরূপে জনসমাজে সত্য প্রচার করিবার পূর্ব্বে খৃষ্ট নির্জ্জন সাধনে মগ্ন ছিলেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও যেমন অন্য বিষয়েও সেইরূপ। বিশ পঁচিশ বৎসর নিজগৃহে বদ্ধ থাকিয়া সমস্ত সামাজিক আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত হইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন বলিয়া ইমানুয়েল ক্যাণ্ট ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের এত দূর উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন। সেই বহুবর্ষব্যাপী নির্জ্জন চিন্তার ফল Critique of Pure Reason। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার প্রসন্ন কুমার রায় মহাশয় বিলাত হইতে দেশে আসিবার সময় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন, যে তিনি তাঁহার দার্শনিক চিন্তার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ক্রমাগত নয়বৎসর কাল কোন প্রকাশ্য সভা বা কোন নিমন্ত্রণাদিতে যান নাই।

সাগরে মাণিক আছে সকলেই জানেন, কিন্তু সেই মাণিক পায় কে? যে তীরে দাঁড়াইয়া কেবল সাগর দর্শন করে সে কি পায়? না। যে সাগরে সাঁতার দেয়, উপরে উপরে ভাসে, সেও কি পায়? না। যে হাঙ্গর কুম্ভীরের ভয় না করিয়া সুগভীর সাগর জলে নিমগ্ন হইতে পারে সেইই রত্ন সংগ্রহে সক্ষম হয়। দেবেন্দ্র নাথ ধ্যান সাগরে মগ্ন হইয়া অনেক রত্ন লাভ করিলেন।

একদিন তিনি একটী নিম্মল নির্ঝর সন্নিধানে বসিয়া পরমেশ্বরের উপাসনায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কে যেন তাঁহাকে বলিল, জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া আর কি হইবে? কর্ম্মক্ষেত্রে যাও, পরমেশ্বরের কাজ কর। দেবেন্দ্র নাথ কলিকাতায় ফিরিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে এক জন সদ্বংশজাত সুশিক্ষিত সৌম্যমূর্ত্তি যুবার সহিত তাঁহার মিলন হইল। এই উভয়ের জীবননদী সম্মিলিত হইয়া প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ যার পর নাই উপকৃত হইল। জন দি ব্যাপ্টিষ্টের সহিত খৃষ্টের মিলনের ন্যায়, চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের মিলনের ন্যায়, দেবেন্দ্র নাথের সহিত কেশব চন্দ্রের সম্মিলন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা পাঠ করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দান করিলেন। কেশবচন্দ্র বক্তার নিকট বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন, যে তাঁহার নিজের মতের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মতের বিলক্ষণ একতা আছে, সুতরাং তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতার ইহা একটী সর্ব্বোত্তম ফল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাজনারায়ণ বাবু দেবেন্দ্র বাবুর সহযোগী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহায্য

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও ইঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি সাধন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন।

করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যখন বহির্দৃষ্টি প্রবল ছিল, বহির্জ্জগতে পরমেশ্বরের মহিমা ও কৌশল দর্শন করাতেই যখন ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মভাব বদ্ধ ছিল, তখন প্রথমে রাজনারায়ণ বসুই পরমেশ্বরের প্রেম বিষয়ক বক্তৃতা ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করেন।

প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মসমাজকে কি শিক্ষা দিলেন? তাঁহার প্রধান শিক্ষা এই, আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন কর। এইটী তাঁহার জীবনের প্রধান ভাব। নির্জ্জনে গভীর ধ্যানে তিনি এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদে আর্য্যশাস্ত্রে মহর্ষিগণ যে বলিয়াছেন "তমাত্মস্থং যেন পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতি নেতরেষাং" "যে ধীর ব্যক্তি আত্মাতে তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহারই নিত্য সুখ হয়, অন্যের হয় না।" এই শ্লোকের গভীর তাৎপর্য্য দেবেন্দ্র বাবু দীর্ঘকাল যোগ সাধনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাই তিনি সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঐ একই কথা নানা প্রকারে বলিতে লাগিলেন। আমার স্মরণ আছে, কেহ কেহ আপত্তি করিতেন যে প্রধান আচার্য্য একই কথা বলেন। যে অনেক কথা বলে সে পণ্ডিত হইতে পারে, তাহার অনেক বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু যে সেই এক মহান্ ভাবে ডুবিয়া গিয়াছে, সেই এক ভাবেরই কথা ভিন্ন আর কিছু বলিতে তাহার ভাল লাগে না।

প্রধান আচার্য্য ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যখন উপনিষদের শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতেন, তখন যে কি অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ হইত তাহা স্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়। আমি স্বচক্ষে সে দৃশ্য দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছি, কখন তাহা ভুলিব না। তিনি গম্ভীর মধুর স্বরে আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনের কথা যখন বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল ব্রহ্মজ্যোতিতে পূর্ণ হইত। তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। তাঁহার সাধুভক্ত শ্রোতৃবর্গের নয়নে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। সে মনোহর দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কখনও ভুলিব না। সেই সময়ের সমাজের উপাসকগণকে বলিতে শুনিয়াছি যে প্রধান আচার্য্যের এক একটী উপদেশ তাঁহাদের এক সপ্তাহের খোরাক হইত। আবার কবে বুধবার আসিবে, আবার তাঁহার উপদেশ শুনিব বলিয়া তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইত।

কেশব চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিয়া কি করিলেন? তিনি যোগ দেওয়াতে ব্রাহ্মসমাজে তাড়িত বিস্তারিত হইল। এই অসাধারণ যুবার হৃদয়ে এত অগ্নি ছিল যে তাহার উত্তাপ ব্রাহ্ম সমাজের সকল অংশেই সঞ্চারিত হইল। কেশবচন্দ্রের সমীপে যে ব্রাহ্মসমাজ নব উৎসাহ লাভ করিল, এই তাঁহার প্রথম কার্য্য।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য। তিনি নিজে আমার নিকটে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে তাঁহার বিশ্বাসের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য তিনি ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নে অনুরক্ত হইলেন। কলিকাতার প্রধান পুস্তকালয়ে গিয়া বড় বড় আলমারি হইতে মই দিয়া পুস্তক পাড়িয়া তিনি তথায় সমস্ত দিন অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা তিনি যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেন তাহা অদম্য উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করিতেন। এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে যে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহাতে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে অনেক সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন।*

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে আশার অতীত ফললাভ হইয়াছিল। অনেকেরই হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এখন যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী আছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন সেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র।

কেশবচন্দ্র জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করার আবশ্যকতা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। ধর্ম্মবিজ্ঞানের আবশ্যকতা তিনি সর্ব্বদাই প্রদর্শন করিতেন। এবিষয়ে তিনি বক্তৃতা করিতেন। কেশব বাবুর মতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধীয় বিশ্বাস Intuition বা সহজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই কথা তিনি বিশেষ করিয়া পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে এই Intuition কথাটী চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। এক সময়ে ব্রাহ্ম বা অন্য লোক বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই ধর্ম্ম বিষয়ে কথা হইলে Intuition Intuition বলিত। ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস যে সহজ জ্ঞানের ভিত্তি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু কেবল Intuition বলিলেই যথেষ্ট হয় না। আরও সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ধর্ম্ম বিশ্বাসের দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিপন্ন হওয়া উচিত। তাহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে ক্রমে অধিকতর বিশদরূপে উহা প্রদর্শিত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যান্য মত, পাপ, পুণ্য, শাস্ত্র, প্রায়শ্চিত্ত, প্রত্যাদেশ এই সকল বিষয়ে কেশবচন্দ্র যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া আজও কেহ বলিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মজীবনের অনেক নিগূঢ় কথা, তিনি এমন সুন্দর ভাষায় বিশদরূপে বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মজগতে তাহা দুর্লভ।

ব্রাহ্মসমাজে তিনি আর কি করিলেন? কেশবচন্দ্র বাইবেল গ্রন্থ ও খৃষ্টধর্ম্মের ভাব ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ভাব লইয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে ভাব ছিল তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজে সে ভাবের অনেকটা অভাব লক্ষিত হইত। ব্রাহ্মসমাজে পাপ বোধ Sense of Sin জাগ্রত করিবার জন্য কেশবচন্দ্র যত্ন করিলেন, এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন। পাপবোধ ব্রাহ্মসমাজে ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ ভাবে ছিল। উহা খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ ভাব। কেশব খৃষ্টধর্ম্মের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজকে তাহা দিলেন।

*এই বিদ্যালয়ে ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ও উপদেশ দান করিতেন। বলাবাহুল্য যে তাঁহার উপদেশে বিশেষ উপকার হইয়া ছিল।

পাপ বোধের স্বাভাবিক ফল প্রার্থনার ভাব (Spirit of Prayer)। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে এই প্রার্থনার ভাব উদ্দীপিত করিলেন। প্রার্থনা কি ব্রাহ্মসমাজে ছিল না? মুকুলিত অবস্থায় ছিল। মোহকৃত পাপ হইতে ইত্যাদি প্রার্থনাটী ব্রাহ্ম সমাজে অনেক দিন হইতে পঠিত হইতেছিল।

কেবল প্রার্থনার ভাবের বিকাশ হয় নাই এমন নহে, কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে স্পষ্ট করিয়া প্রার্থনার অনাবশ্যকতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচার করা হইয়াছিল। আপনারা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যে ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় একটী বক্তৃতায় বা উপদেশে প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে কেহ প্রতিবাদ করেন নাই। এই উপদেশ বিনা প্রতিবাদে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। বক্তৃতাটীর কিয়দংশ আপনাদের সম্মুখে পাঠ করিতেছি। ১৭৬৭ শকের ৯ই পৌষে বক্তৃতাটী ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হয়।

"আমাদিগের স্রষ্টাকে আমরা কি প্রকারে উপাসনা করিব? অনেকে এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে কেবল তাঁহার স্তব করিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেই তাঁহার উপাসনা হয়, কারণ তাঁহারা জ্ঞাত নহেন যে পরমেশ্বর বিশ্বকে কতকগুলি অখণ্ড্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা বদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমে কিছুমাত্র ছিল না, তৎপরে জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মা সর্ব্ববস্তুতে একেবারে নিয়ম সকল মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। সেই সকল নিয়মানুসারে সাংসারিক তাবৎ কর্ম্ম অদ্যাপি সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে।—অখণ্ড্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা বিশ্বাধিপ বিশ্বকে অদ্যাপি শাসন করিতেছেন। এতদ্রূপে যখন কেবল নিয়ম দ্বারা বিশ্ব সংসার ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, যখন সমস্ত বিশ্বের তাবৎ ঘটনা কেবল কার্য্য কারণের শৃঙ্খল, যখন কোন ঘটনা হইলে তাহার কার্য্য স্বরূপ আর এক ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাসনে অবশ্যই ঘটিবে তখন আমার প্রার্থনাতে যে তিনি বাধিত হইবেন এমন আশ্বাস কি সাহসে করিতে পারি? তাঁহার অখণ্ড্য বিশ্বব্যাপী নিয়ম সকল কি কেবল আমার নিমিত্তে—কি কেবল এই ক্ষুদ্র কীটের নিমিত্তে—তিনি ভঙ্গ করিবেন? আমি যদ্যপি অপরিমিত ভোজন করি, ও তন্নিমিত্ত আমার জঠরে বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার নিয়মানুযায়ী ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল আরোগ্য হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি কি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন? ঘোরতর ঝটিকাতে তরঙ্গ সকল যখন শৃঙ্গযুক্ত হইয়া কোলাহল শব্দ করত উল্লম্ফন করিতে থাকে, এমত সময়ে নৌকারূঢ় থাকিয়া তাঁহার নিয়মানুসারে আত্মরক্ষার প্রতি চেষ্টা না করিয়া কেবল তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি কি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন? যে কারণের যেমত কার্য্য তাহা অবশ্য ঘটিবে। যদ্যপি জগতের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নিমিত্তে আমারদিগকে কোন দুরবস্থায় পতিত হইতে হয়, যদ্যপি প্রিয় রাজার নিমিত্তে কোন দুঃখ সহ্য না করিলে রাজ কর্ম্ম উত্তমরূপে নিষ্পন্ন না হয়, তখন তাঁহার কুশল অভিপ্রায়কে হেলন করিবার নিমিত্তে তাঁহার নিকট অভিযোগ করা কি আমারদিগের উচিত? আর কি হইলে আমারদিগের পক্ষে ভাল হয় তাহা আমরা সম্যক্ জানিতে অক্ষম; কারণ আমারদিগের যে জ্ঞান তাহা তমসাবৃত। অনেক স্থলে যাহা আমারদিগের পক্ষে আমরা মন্দ বোধ করি, ভবিষ্যতে তাহাই আমারদিগের মঙ্গলের প্রতি কারণ হয়, আর অনেকস্থলে যাহা আমারদিগের পক্ষে আমরা ভাল বোধ করি তাহাই ভবিষ্যতে আমারদিগের অমঙ্গলের প্রতি কারণ হয়। অতএব পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় না। যিনি প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বাবধি তাবৎ বস্তু আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তে প্রেরণ করিতেছেন, বিশেষতঃ আমরা যখন ইহাও জানি না যে তাঁহার নিকটে কি প্রার্থনা করিব। যদিও আত্ম প্রবোধের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা এতদ্রূপে করা কর্ত্তব্য যে হে পরমাত্মন্ শুভকে অশুভ জ্ঞান করিয়া তোমার নিকট তাহা যদি প্রার্থনা না করি, তথাপি তাহা আমারদিগকে প্রদান কর, শুভ জ্ঞানে অশুভকে প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে নিরস্ত থাক—হে পরমাত্মন্ আমারদিগকে শুভবুদ্ধিতে নিযুক্ত কর * * * * * * অনবরত পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ দ্বারা অথবা বিনতি স্তুতি দ্বারা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেই যে তাঁহার উপাসনা হয় এমত নহে; তাঁহার তপস্যা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ চিন্তা এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন তাঁহার মুখ্য উপাসনা হইয়াছে।"

কেশবচন্দ্রের রসনা ও লেখনী প্রার্থনার মত ও ভাব ব্রাহ্মসমাজে প্রবল করিয়া তুলিল। Be prayerful শিরোনামাঙ্কিত একখানি পুস্তিকা প্রচার করাতে প্রার্থনার মত ও প্রার্থনার ভাব ব্রাহ্ম সমাজে বিশেষ রূপে ছড়াইয়া পড়িল। অনেক ব্রাহ্মের কাছে উক্ত পুস্তিকার ভাব নূতন বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্র আর কি করিলেন? তিনি ব্রাহ্মসমাজে বিবেক তত্ত্ব প্রচার করিলেন। বিবেক মানবহৃদয়ে পরমেশ্বরের বাণী এই কথা অগ্নিময় ভাষায় কেশব চন্দ্র প্রচার করিতে লাগিলেন। যে বিবেকের মত ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হইতে লাগিল তাহা তৎকালীন সমাজের পক্ষে এক প্রকার নূতন। বিবেকের প্রাধান্য Supremacy of Conscience চারিদিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি গার্হস্থ্য জীবনে, কি সামাজিক ব্যাপারে সর্ব্বত্র বিবেকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন হইতে লাগিল। প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মেরা মনে করিতেন যে ব্রহ্মোপাসনা করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করা হইল। কিন্তু নব্য সম্প্রদায় বলিলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মোপাসনা নহে। মানব জীবনের সকল বিভাগের সহিত উহার সম্বন্ধ। সত্যেন্দ্র বাবু এই সময়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিলেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কেবল মত নহে, কেবল ভাব নহে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম জীবন। বিবেকের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়াতে নব্যদলের ব্রাহ্মগণ নানা বিষয়ে ভয়ঙ্কর

আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তুমি জাতিভেদ স্বীকার কর না, তুমি অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, তবে তোমার কণ্ঠে জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার সুস্পষ্ট চিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞোপবীত লম্বমান রহিয়াছে কেন? তুমি ব্রাহ্ম তবে তোমার গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সকল পৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হয় কেন? তোমার সন্তানাদির বিবাহে প্রস্তর খণ্ড পূজিত হয় কেন? প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এইরূপ অনেক অপ্রীতিকর প্রশ্ন উঠিতে লাগিল? বাস্তবিক সমাজের অনেক ব্রাহ্মেরই এই ভাব যে গায়ে আঁচড়টী লাগিবে না, অথচ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইবে। বর্ত্তমান সময়েও এই শ্রেণীর ব্রাহ্ম অনেক।

নব্যদলের ব্রাহ্মগণ ঘোরতর বিক্রমের সহিত বলিতে লাগিলেন, কেবল উপাসনা করিলেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। বিবেকের আদেশ পালন করিতে হইবে, বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। সমাজে আসিয়া উপাসনা করিব, গৃহে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব রাখিব, ইহা কপটতা, পাপ। বিবেকের অধিকার সর্ব্বত্র। যজ্ঞোপবীত দূরে ফেলিয়া দাও, বর্ণশঙ্কর বিবাহ দ্বারা জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত কর। নব্যসম্প্রদায়ের অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং অপর অনেকে অন্য প্রকারে পৌত্তলিকতার সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া সমাজচ্যুত হইলেন। প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মগণ বিরক্ত ও ভীত হইলেন। নব্যদলের ব্রাহ্মগণ আরও বলিলেন, যিনি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিবেন, পৌত্তলিকতার সহিত তাঁহার সংস্রব কেন? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যেমন একদিকে একেশ্বরের উপাসনা, সেইরূপ অন্য দিকে উহা সম্পূর্ণরূপে অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। তবে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত লম্বমান রহিয়াছে কেন? প্রধান আচার্য্য মহাশয় নব্যদলের আন্দোলনে এই নূতন ব্যবস্থা করিলেন, যে আর ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে পৌত্তলিকতার সংস্রব-রক্ষাকারী কোন ব্যক্তি বসিতে পারিবেন না। সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিকতার সংস্রব বিবর্জ্জিত উপাসনাশীল ব্রাহ্মই বেদীর কার্য্য করিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা অধিক দিন প্রতিপালিত হয় নাই।

সমাজ গৃহের জীর্ণ সংস্কার জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রধান আচার্য্যের বাটীতে উঠিয়া গেল। বুধবার দিন কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ গিয়া দেখেন, যে * যজ্ঞোপবীতধারী আচার্য্য সেখানে বেদীতে বসিয়াছেন। কেশবচন্দ্র কি করেন? উপাসনায় যোগ দিলেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ পারিলেন না। তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের দ্বারদেশে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মহা উৎসাহের সহিত সকলকে বলিতে লাগিলেন, ওখানে কেহ যাইবেন না, যজ্ঞোপবীত-ধারী আচার্য্য বেদীতে বসিয়াছেন। অনেক লোক সেখানে জমা হইল, তাঁহারা সকলে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে স্বতন্ত্র স্থানে গিয়া উপাসনা করিলেন। যজ্ঞোপবীতের বিরুদ্ধে বিজয়কৃষ্ণের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন প্রথম উপস্থিত হয়। পরে আরও অনেকে তাঁহার সহিত যোগ দিয়া হুলস্থুল উপস্থিত করেন। কিন্তু বিজয় বাবু নিজে বলিয়াছেন যে বাঘআঁচড়া নিবাসী প্রাণনাথ মল্লিক তাঁহার হৃদয়ে এই ভাব উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, পরলোক গত মল্লিক মহাশয় তাঁহাকে এক দিন বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতিভেদ স্বীকার করে না, তবে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগের গলদেশে যজ্ঞোপবীত কেন?" এই কথায় গোস্বামী মহাশয়ের হৃদয়ে উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ব্রাহ্মের পক্ষে যজ্ঞোপবীত ধারণের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। (ক্রমশঃ)

* উপাসনা আরম্ভ হইবার নিয়মিত সময়ের দশ মিনিট পূর্ব্বে সেদিন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

নববর্ষোৎসব।

বিগত ৩০এ চৈত্র বুধবার অপরাহ্নে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বিলাত গমনোপলক্ষে বিদায় গ্রহণসূচক এক বক্তৃতা করেন। তিনি প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত কয় বৎসরের কার্য্য ও উহার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে লোকে যে ভয় করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এই দশবৎসরের মধ্যে সাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়াছেন। বক্তার নিজের মন সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাধারণতঃ বড় একটা নিরাশ নহে। যদি কখনও তাঁহার মনে নৈরাশ্যের ভাব আসে তবে তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত ভাব দূর করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করেন; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস এই যে অবিশ্বাস হইতেই নৈরাশ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যিনি ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন তিনি ধর্ম্ম প্রচারকদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের দুর্ব্বলতা, ভ্রম বা পতন দেখিয়া কখনই মনে করিতে পারেন না যে সত্য অবশেষে জয়যুক্ত হইবে না, তাহার পর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ভারতের জন্য কি করিয়াছেন বক্তা তাহা বর্ণন করিয়া বলিলেন যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে সকল চেষ্টা করা হইয়া থাকে তাহার ফল একটু বিলম্বে ফলে। বক্তা তদনন্তর বলিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য এই যে, নিয়ম তন্ত্র প্রণালীর উপর যে ধর্ম্ম সমাজ গঠিত হইতে পারে তাহা ইহাদ্বারা কার্য্যতঃ সপ্রমাণ হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইহাও দেখাইয়াছেন যে একজন বা অল্প কয়েক জন লোকের হস্তে সমস্ত ক্ষমতাও কার্য্যভার ন্যস্ত করা অপেক্ষা নিয়ম তন্ত্র প্রণালীর উপর ধর্ম্ম সমাজ প্রতিষ্টিত হইলে সে ধর্ম্ম-সমাজ সকলের নিকট অধিক প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে অনেকে আপনার জিনিস বলিয়া অনুভব করেন বলিয়াই ইহা তাঁহাদের এত প্রিয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন যে এ সমাজ দুই চারি জন বাছা বাছা লোকের নহে,

কন্তু ইহাতে সকলের সমান অধিকার আছে। ইংলণ্ড যেমন অন্যান্য স্বাধীন দেশের নিকট আদর্শ স্বরূপ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ আমাদের দেশের অন্যান্য প্রতিনিধি সভার নিকট নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শিক্ষিত লোকের সহানুভূতির হ্রাস হইতেছিল; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আবার তাঁহাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইতেছে। শিক্ষিত লোকদের সহানুভূতি ও অনুরাগ ব্যতীত কোনও ধর্ম্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যুবকদিগের দ্বারা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এদেশের রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হইয়াছে। আমাদের বিরোধিগণ বলিয়া থাকেন যে সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ উন্নতি-লাভ করিয়াছেন আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে সেরূপ পারেন নাই। একথা কিন্তু সত্য নহে। আমরা যে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে খুব উন্নত হইয়াছি অথবা অন্য লোক অপেক্ষা উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছি, ঈশ্বর করুন এরূপ অহঙ্কার যেন আমাদের মনে স্থান না পায়। আমরা আমাদের আদর্শ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি ইহা একদিকে যেমন সত্য, অপরদিকে ইহাও তেমনি সত্য যে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভের ইচ্ছা ও আগ্রহ ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। উৎসবের সময় যেরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় এবং ধর্ম্ম জীবন লাভের জন্য চতুর্দ্দিক্‌ হইতে যেরূপ চেষ্টা হইতেছে তাহাই ইহার প্রমাণ। তবে যে সকল চেষ্টা যে সকল স্থানে সফল হইতেছে ও প্রকৃত ভাবে পরিচালিত হইতেছে এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সেই জন্য ইহার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর বক্তা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অভাব সকল একে একে প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, (১) আমাদের মধ্যে যদিও নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং যদিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এমন অনেক সুলেখক আছেন যাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবন বেশ উন্নত তথাপি কার্য্য বিভাগের সুব্যবস্থার অভাবে তাঁহাদের শক্তি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় যথোচিতরূপে নিয়োজিত হইতেছে না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের নেতাদিগের চিন্তাশীলতার অভাব। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যদিগের আরও চিন্তাশীল হওয়া আবশ্যক। (২) আমরা আজিও পরস্পরের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে শিখি নাই। আমরা পরস্পরের কার্য্য প্রণালীর দোষ অনুসন্ধান করিতে যেরূপ পটু, পরস্পরের কার্য্যে সাহায্য করিতে সেরূপ পটু নহি। কিন্তু সেই সময় নিকটবর্ত্তী যখন আমাদিগকে অপরের কার্য্যের সমালোচনা পরিত্যাগ করিয়া এক হৃদয় হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। (৩) আমাদের মধ্যে অনেক উৎসাহী লোক আছেন বটে কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক স্বতন্ত্রভাবে আপনার মনোমত কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া তাহারই অনুসরণ করিতেছেন। সেই জন্য আমাদের কার্য্য প্রণালীতে তেমন একতা ও শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সেই জন্য আমাদের সমবেত শক্তিদ্বারা যে পরিমাণে কার্য্য হইতে পারিত তাহা হইতেছে না। (৪) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রচারের ভাব তেমন বর্দ্ধিত হইতেছে না। আমাদের কোন কোন প্রচারক আমাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের স্থানে নূতন লোক কেহ আসিতেছেন না, এবং যাঁহারা বর্ত্তমানে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাও যথোচিত উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতেছেন না। ইহার কারণ এই যে স্বার্থত্যাগ ও সাধনের ভাব আমাদের মধ্যে তেমন প্রবল নহে। তদনন্তর বক্তা নিজের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পক্ষে তিনি নিজে অত্যন্ত অনুপযুক্ত; তাঁহার প্রেম, উৎসাহ ও উদারতার অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে কত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা তিনি উত্তম রূপে অনুভব করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শ হইতে—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শক্তির সামঞ্জস্য হইতে তাঁহার জীবন এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে। তিনি এই উদ্দেশ্য ও আশা লইয়া ইংলণ্ড যাইতেছেন যে সেখানে গিয়া তিনি গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা এবং সেখানকার উন্নতচেতা নরনারীগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত পালনের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত হইতে পারিবেন। তিনি সকলের নিকট এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন যে তিনি যেন সেই সুসভ্য দেশে গিয়াও বৈরাগ্যের ভাব রক্ষা করিতে পারেন এবং সকল অবস্থায় পরমেশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে পারেন।

বক্তৃতার পর সঙ্কীর্ত্তন ও তৎপরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন ও অনুতাপের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই যে,—হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে যে জলদ্বারা আমাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়গণের প্রেতাত্মা সকলের তর্পণ না করিলে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান ও আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করিতে থাকেন। সেইরূপ গত বৎসর আমরা যে সকল ঘণ্টা ও দিন বৃথা নষ্ট করিয়াছি অনুতাপের অশ্রুধারাদ্বারা তাহাদের তর্পণ না করিলে তাহারা আমাদিগকে সর্ব্বদা উত্ত্যক্ত করিতে থাকিবে এবং নববর্ষে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদের প্রাণে অশান্তি আনয়ন করিবে। অনুতাপের জল ভিন্ন কিছুতেই তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে বাবু সীতানাথ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন এবং ধর্ম্মের স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাব সম্বন্ধে উপদেশ দেন। উপদেশের মর্ম্ম স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইল না, আগামীবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। অপরাহ্নে বাবু সীতানাথ দত্ত এমার্সন ও ডাঃ মার্টিনোর পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজের দুই একটী চিন্তা লিপিবদ্ধ

করিয়া পাঠ করেন। সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনা করিবার কথা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি অসমর্থ হওয়ায় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। আরাধনার পর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস নামক একটী যুবক দীক্ষিত হন। দীক্ষিতের প্রতি উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। তৎপরে প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিয়া উৎসব শেষ করা হয়।

একটী সঙ্গীত।

অনুরাগের প্রথমেই দর্শন পিপাসা। প্রেমিকের নয়ন প্রেমের পাত্রকে দেখিবার জন্য অস্থির হয়,মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে তখন দেখিবার পথে যে সকল কণ্টক থাকে আগে তাহা উন্মূলিত করে; কাছাকাছি থাকে, একত্রে শয়ন, ভোজন ও কার্য্য করে, সাক্ষাতের সুবিধা বাড়াইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করে। আত্মার যখন পরমাত্মার প্রতি প্রেম হয় তখনও এইরূপ অবস্থা ঘটে। আত্মা একটী একটী করিয়া দর্শনের প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিতে চেষ্টা করে। আজ দেখি যে অমুক পাপটীর জন্য দেবতার সুন্দর মুখ প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না, অমনি সে পাপটীর পরমায়ু ফুরাইল। প্রেমপ্রবণ আত্মা দর্শন বিরোধী পাপের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। আজ দেখি যে সংযমের শৈথিল্য বশতঃ ঈশ্বরের প্রকাশ হ্রাস হইয়া যাইতেছে। আত্মা অমনি ঘোরতর তপস্যা করিতে বসিয়া গেল—যতক্ষণ না আবার প্রাণ সংযত হইয়া দর্শনোপযোগী হইল, ততক্ষণ আত্মার আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই। দর্শনের পথের কণ্টক রাজি এইরূপে ক্রমে ক্রমে যখন উন্মূলিত হইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ দর্শন করায় যখন অনুরাগ উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে, তখন বিরহে অসহিষ্ণুতা ও অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। পরমাত্মার দিক্ হইতে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না; এবং পাছে সুন্দর দেবতার মুখ অন্তর্হিত হয় মনে সদাই এইরূপ ভাবনা হয়, সেই সময় আত্মা বলিয়া উঠে—

"নয়নে নয়নে রাখিব তোমারে হে নাথ"

যখন দর্শনে সিদ্ধি লাভ হয় তখন স্পর্শের বাসনা জাগ্রৎ হইয়া উঠে। প্রেমের স্বভাবই এই যে, প্রেমিক প্রেমের বস্তুর ক্রমাগত নিকট হইতে নিকটতর হইতে ইচ্ছা করে, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে হৃদয়ে ধারণ না করিতে পারে, ততক্ষণ সুস্থির হয় না। দূরে দূরে দর্শন করিয়া আত্মার তৃপ্তি হয় না, ব্রহ্ম স্পর্শের অভিলাষ প্রবল হইয়া উঠে। নিরাকার ব্রহ্মকে স্পর্শ করার কথা বলিলে অবশ্য এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে তাঁহাকে জড়ের মতন স্পর্শ করা যায়। নিরাকার পরমাত্মা সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক স্পর্শই সম্ভব। প্রেম শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে প্রেম প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রেমিকদিগকে এরূপ এক অবস্থায় আনয়ন করে, যখন তাহারা প্রেমের পাত্রকে ব্যবধানের অন্তরালে রাখিয়া স্থির থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি মানবাত্মার প্রেম যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন প্রাণে তাঁহার "চরণ পরশমণি" ধারণ করিবার বাসনা হয়। ঈশ্বরের পাদপদ্মের সঙ্গে ভক্ত হৃদয়ের বড় নিগূঢ় যোগ। ভক্তজগৎ ইহা চিরকালেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কথিত আছে যে গয়াতে বিষ্ণু পাদপদ্ম ঘেরিয়া ব্রাহ্মণেরা যে স্তব করিয়া থাকে তাহা দেখিয়া ভক্ত চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের ভক্তির উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ঈশ্বর চরণ পতিত জনের পরশমণি, সে মণি স্পর্শ করা ভিন্ন আত্মার লৌহবৎ কৃষ্ণবর্ণ, দূর হওয়া সুকঠিন। প্রবৃদ্ধ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া যখন আত্মা ঘনীভূত দেব প্রকাশে আপনাকে হারায়—তখনই তাহার লৌহ জন্ম ঘুচিয়া সুবর্ণ জন্ম প্রাপ্তি হয়। হৃদয়ে "চরণ পরশমণি" রাখিয়া আত্মা কি করে? যিনি হৃদয়ে তাহা রাখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন। ঘনীভূত প্রকাশের মধ্যে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন তিনিই জানেন, যে তখন বাক্য স্তব্ধ হয়, প্রাণের উচ্ছ্বাস অশ্রুরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আত্মা বলিয়া উঠে, "কি করিলে প্রভু, আমাকে এত কৃপা কেন? আমার এত নিকটে প্রকাশিত হও কেন? আমাকে স্পর্শ কর কেন? আমি অভক্ত, অস্পৃশ্য, নীচ। দূর হইতে তোমাকে ডাকাই আমার সাজে। আমি তোমার মধুর প্রকাশের কোন মতেই যোগ্য নহি।" আত্মার অবাক্ জিহ্বা যখন এই সকল কথা বলে, তখন সহজেই হৃদয় কাঁদিয়া উঠে ও অবিরল ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, আত্মা অবাক্ সুরে গায়,

"শত চন্দ্র জ্যোতি জিনি, চরণ পরশমণি
স্থাপিয়ে হৃদি পঙ্কজে, ধোয়াব নয়ন নীরে।"

স্পর্শের পর প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হয়। প্রেমিক ভক্তদিগের জীবন চিরকালই এই কথার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। ঘনীভূত প্রকাশে যখন আত্মা মগ্ন হয় তখন আর সে আত্মবশে থাকিতে পারে না। তখন তাহার পক্ষে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব। এই প্রেমোন্মাদের অবস্থাতে আত্মা যে প্রচার করে, সেই প্রচারই প্রকৃত প্রচার। যতক্ষণ ঈশ্বরের মতন আর কিছু আছে এই জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ প্রেমোন্মাদও হয় না, ঈশ্বরের জন্য দেশ দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেও ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ একদেশদর্শিতা। যতক্ষণ না প্রাণ বলিতে পারে "এমন আর নাই" ততক্ষণ তাঁহার প্রেম অতি অকর্ম্মণ্য। যদি ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র ও সংসার ঈশ্বরের নিকট যথার্থ তুচ্ছ বোধ না হইল, তবে বলিব, সাধক আজিও তোমার প্রেম হয় নাই। প্রেমোন্মাদের অবস্থা লাভ করা অতি দুর্লভ। অতি দীর্ঘকাল অব্যভিচারী ভক্তি দিয়া সেবা করিতে করিতে তবে সে অবস্থা ভাগ্যবান্ ভক্তেরা লাভ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় বিশ্ব ব্রহ্মমন্দির হয় এবং আত্মার সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য ব্রহ্মপ্রেমে পরিপূর্ণ হয়। প্রেমোন্মাদ বাড়িবে বলিয়া প্রেমোন্মাদ প্রচার হইবে বলিয়া সাধক তখন লেখনী গ্রহণ করেন। তখন বিশ্ব তাঁহার গৃহ বিশ্বাসী নরনারী তাঁহার পরিবার হয়। সুতরাং তিনি পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ ঘরে থাকিতে পারেন না। তিনি বলিয়া উঠেন,

"ইচ্ছা হয় তব তরে, ভ্রমি দেশ দেশান্তরে
তোমার সমান আর কি আছে সংসারে।"

কেবল যে বলেন তাহা নহে "তাঁহার সমান কেহই নাই" দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া এই কথা প্রচার করেন। ধন্য তিনি যিনি এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, এ অবস্থার কথা বর্ণনাতেও আরাম। হরিকথামৃত বাস্তবিকই এরূপ জিনিষ যে, যে পান করায় ও যে পান করে, তাহাদের উভয়েরই ভববন্ধন খণ্ডন হয়।

"নয়নে নয়নে রাখিব তোমারে হে নাথ
শতচন্দ্র জ্যোতি জিনি', চরণ পরশমণি
স্থাপিয়ে হৃদি পঙ্কজে, ধোয়াব নয়ন-নীরে;
ইচ্ছা হয় তব তরে ভ্রমি দেশ দেশান্তরে
তোমার সমান আর কে আছে সংসারে?"

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক খৃষ্টান মণ্ডলীতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার।

১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাগধা গ্রাম নিবাসী আলোক চন্দ্র হালদার (বয়স ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ) খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় এই দীক্ষা কার্য্যে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২২ শে ফাল্গুন রবিবার। উপরোক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীআলোক চন্দ্র বাড়ৈ বয়স ৭০ বৎসর, খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সামাজিক উপাসনার পর দীক্ষা কার্য্য হয়। বৃদ্ধ আলোক সর্ব্ব সমক্ষে দাঁড়াইয়া আপনার মত ব্যক্ত করেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও সাধারণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। স্থানীয় প্রচারক বাবু কালী মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অনেকে মনে করেন খৃষ্টানদের ব্রাহ্ম হওয়া বড়ই সহজ কথা কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, একজন হিন্দুকে যেমন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গিয়া একজন খৃষ্টানকেও সেইরূপ লাঞ্ছনা পাইতে হয়। এ দেশের খৃষ্টান সমাজ প্রকারান্তরে জাতিভেদ কঠিন রূপে মানিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি তাহাদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়। কেহ তাহার সহিত সমাজিকতা, কি আহার ব্যবহার করে না, এমন কি তাহার হুঁকা পর্য্যন্ত বন্ধ করে। যেরূপ দেখা যায় তাহাতে কালে ইহা অপেক্ষাও অত্যাচারের সম্ভাবনা। এক জন প্রটেষ্টাণ্ট যদি রোমান্ ক্যাথলিক হয় তবেও ইহারা তাহাকে সমাজচ্যুত করে। দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব্বে বৃদ্ধ আলোককে কঠিন পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। তাহার পুত্রগণ এবং দেশীয় অন্যান্য লোক তাহাকে অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল তাহারা বলিল "বৃদ্ধকালে তোমার কি উপায় হইবে? মরিলে কে তোমাকে মাটি দিবে? বিপদে কে তোমার সহায় হইবে?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "আমার সে সকল ভাবিবার এখন আর অবসর নাই। আমি ভবের পারে বসিয়াছি এখন আর স্ত্রী পুত্রের মুখ চাহিয়া যাহা বিশ্বাস করিনা তাহা লইয়া থাকিতে পারি না। আমার বাল্যকাল মনে পড়িতেছে আবার আমি বালক হইব। আমি মরিলে আমার শরীর যদি পশু পক্ষীতে খায় তাহাতে আমার দুঃখ নাই।" ধন্য সরল বিশ্বাস! অনেক শিক্ষাভিমানীর এতটুকু নৈতিক সাহস নাই। পুত্রগণ আলোকের সঙ্গী হয় নাই। সে একাকীই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ খৃষ্টান মণ্ডলী মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার একটী বিশেষ কার্য্য রূপে ধরিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রচারে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। তাহার কারণ এই যে খৃষ্টান ধর্ম্ম ইহাদিগের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, সুতরাং সামাজিক অত্যাচার সত্ত্বেও ইহারা হিন্দু সমাজের লোক অপেক্ষা সত্য গ্রহণে অধিকতর সক্ষম।

গত ২৯শে ফাল্গুন এখানকার বি, এম স্কুলগৃহে খৃষ্টান প্রচারকদিগের সহিত ব্রাহ্ম প্রচারকগণের বিচার হইয়াছিল। স্থানীয় খৃষ্টানদের উদ্যোগেই ইহা সংঘটিত হয়। বিচার স্থলে একটী বড় সভা হয়, অনেক খৃষ্টান এবং সুশিক্ষিত ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বিচারে খৃষ্টান ধর্ম্মের ভ্রম প্রমাদ সকল অনেকেই পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

এক দিন দুই দিনের রাস্তা হইতে খৃষ্টানগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব জানিবার জন্য আসিতেছেন। খৃষ্টানমণ্ডলীর অনেক লোকের অন্তরে ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য অঙ্কুরিত হইয়াছে। এখন প্রাণ দিয়া খাটিবার জন্য লোক চাই. অর্থেরও অভাব।

১২৯৪। ৮ই চৈত্র } শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী
সহঃসম্পাদক
বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

প্রেরিত পত্র।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি নিবেদন।

কম্বুলিয়াটোলা বয়েজ রীডিং ক্লবের সম্পাদক;—আপনার আবেদন পত্র সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের নিকট বিবেচনার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র, বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীজগচ্চন্দ্র মজুমদার, কালীগঞ্জ;—বিবেচনাধীন।

শ্রীঅনাথবন্ধু রায়, কাকিনিয়া;—ঐ।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়, রংপুর;—আগামীতে।

বি, একটী কবিতা ও প্রেম সাধন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ;—প্রকাশের যোগ্য বিশেষ কিছু নাই।

শ্রীহরিদাস শীল, বেনারস ব্রাহ্মসমাজ;—এ সম্বন্ধে অপর একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অনাবশ্যক বোধে আপনার পত্র প্রকাশিত হইল না।

নূতন পুস্তক।

-:*:-

আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেশ সার; শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ প্রণীত;—গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ভাল। যদিও তাঁহার সকল

মতের সহিত আমরা সায় দিতে পারি না, তথাপি আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও ভগবদ্ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই এই পুস্তক খানি রচনা করিয়াছেন এবং শিক্ষার্থী হইয়া পাঠ করিলে ইহা হইতে অনেক সদুপদেশ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাবে ও যেরূপ ভাষায় পুস্তক খানি লিখিয়াছেন তাহা সাধারণের নিকট প্রীতিকর হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

শঙ্করাচার্য্য; শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত;—আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দিগ্বিজয়ী সংস্কৃত শাস্ত্র বেত্তা শঙ্করের জীবন চরিত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পুস্তকের ভাষার মধ্যে মধ্যে বেশ তেজস্বিতা আছে এবং শুষ্ক জীবন চরিত না লিখিয়া গ্রন্থকার নিজের চিন্তা ও ভাবের দ্বারা বিষয়টী অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকার শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের সহিত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের যে পার্থক্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঠিক্ কি না তদ্বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—বিগত ৭ই ফাল্গুন দিনাজপুরস্থ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু মহাশয়ের প্রথম পুত্রের (৪র্থ সন্তান) জাতকর্ম্ম সংস্কার উপলক্ষে তাঁহার বাসাতে সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন এবং উপাসনাদি হইয়াছে। প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ২৭ শে বৈশাখ উক্ত স্থানের বাবু পার্ব্বতী নাথ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার (তৃতীয় সন্তান) জাতকর্ম্ম সংস্কার উপলক্ষে তাঁহার বাবুবাড়ীস্থ বাসাতে সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন এবং উপাসনাদি হইয়াছে। স্থানীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভুবন মোহন কর মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিবাহ;- গত ২৯এ চৈত্র মঙ্গলবার, ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত তারক গোপাল ঘোষ, বয়স ২২ বৎসর; ইনি মেদিনীপুর টাউনস্কুলের একজন শিক্ষক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী হেমন্তকুমারী, বয়স প্রায় ১৮ বৎসর; ইনি বিধবা। বর কন্যা উভয়েই কায়স্থ। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ২রা বৈশাখ শুক্রবার উক্ত আইন অনুসারে আর একটী ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবী, বয়স ১৭ বৎসর; ইনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লিক (নিবাস বাঘ আঁচড়া) বয়স ৩২ বৎসর। শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন, শাস্ত্রী মহাশয় কন্যা সম্প্রদান করেন।

সাহায্য প্রার্থনা।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

২৬ বৎসর হইল বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ২২ বৎসর হইল এই সমাজে সামাজিক উপাসনার জন্য বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে প্রতি রবিবার দুই বেলা উপাসনা হয়, প্রাতে উপাসনার পর ছাত্র সমাজের অধিবেশন হয়। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা বোধহয় বরিশালে যত অধিক মফস্বলে আর কোথাও সেরূপ নহে। যখন এই মন্দিরটী প্রথম প্রস্তুত হয় তখন এখানে অনেক অর্থশালী উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উৎসাহী যাঁহারা আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দরিদ্র। মন্দিরটীরও জীর্ণ অবস্থা, অংশ বিশেষ ভগ্ন হইয়াছে, ভগবানের কৃপায় দিন দিন উপাসক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় মন্দিরটী আরও কিছু বর্দ্ধিত করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বক্তৃতাদিতে এবং উৎসবের সময় সকলের সমাবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকল দিকে সুবিধা করিয়া প্রস্তুত করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ খুলনা হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত আপনার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়া চারি পাঁচ জন লোক অন্য সমস্ত কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে নিরন্তর স্থানে স্থানে, গ্রামে প্রচার করিতে পারেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক। প্রচার কার্য্যের উপযোগী এমন ব্যক্তিগণ এখানে আছেন। এইরূপ প্রচারের সুফল বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ উপলব্ধি করিয়াছেন। এক বরিশালের অধীনে দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বুঝিতে পারিয়াছেন, কয়েক জন লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। খাটিতে পারিলে ইঁহাদের মধ্যে নিঃসন্দেহ অনেক কার্য্য হইবে। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সুচারুরূপে প্রচারকার্য্য সম্পাদিত হইতেছেনা। ন্যূনকল্পে ৭০০০ সাত হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে মন্দির সংস্কার এবং প্রচারের কোন স্থায়ী সংস্থান হইতে পারে। অতএব সবিনয় প্রার্থনা, এই মহৎ কার্য্যদ্বয়ের সাহায্যের জন্য সদাশয় ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। এই উভয় কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে বাবু কালী মোহন দাস, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু চণ্ডীচরণ গুহ, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু রাজ কুমার ঘোষ, বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ বাবু রাসবিহারী সেন মহাশয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, দাতৃগণ তাঁহাদের নিকট কিম্বা আমার নিকট আনুকূল্য প্রদান করিবেন। ইতি মধ্যে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে ২৭০০।২৮০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্থানাভাবে তাহা প্রকাশিত হইল না।

নিবেদক
শ্রীকামিনী কান্ত গুপ্ত
সম্পাদক
বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১৮১০ শক, ব্রহ্ম সম্বৎ ৫৯

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

"সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে" এই সুর—*

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে।
আর কোন্ মা আছে এমন কে পালিতে জানে?
কি স্বদেশে কি বিদেশে, মা আমার সর্ব্বদা পাশে,—
প্রাণে বসে কহেন কথা মধুর বচনে।
আমিত ঘোর অবিশ্বাসী, ভুলে থাকি দিবানিশি,
মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে।
এ অনন্ত সিন্ধুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,
কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে।
হায়! আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম,
না সঁপিলাম প্রাণ মন এমন চরণে।—

প্রভু এ কি এ সুন্দর শোভা! আজ একি করিতেছ? উপাসনায় সবে মাত্র বসিয়াছি, এখনি প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিলে, উপাসনা করিব কিরূপে? সত্য স্বরূপ আরম্ভ করিয়াছি মাত্র, এখনি এত কৃপা! এ কি সৌন্দর্য্য দেখাইতেছ? আমি যে পতিত, আমাকে এত অমৃত দিতেছ কেন? আমি যে অসংযত ও চঞ্চল, আমাকে এমন সুন্দর প্রকাশে ডুবাইতেছ কেন? সংসারে ফিরিয়া যাইব কিরূপে? কি সৌভাগ্য আজ আমার! আজ তুমি স্বয়ং তোমার মুখের আবরণ মুক্ত করিয়াছ। আমার প্রাণ বিনা আয়াসে পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হইল। রোজ না হউক, মাঝে মাঝে এমনি করিয়া এক একবার দেখা দিও। তোমার দর্শনই আমার জীবনের সম্বল, সুখ ও সৌন্দর্য্য। তোমার দর্শনই আমার জীবনের উন্নতির উপায় ও পরিত্রাণ। বহুদিন পরেও যদি এইরূপ একবার দর্শন পাই, তাহা হইলে ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করাকে সার্থক বলিয়া মানিব। দিবার কিছু নাই যে দিব, আগে দর্শনে মুগ্ধ কর, তবে তো দিবার সামর্থ পাইব।

এই তোমার প্রকাশের আলোকে নৃত্য করিতেছিলাম। এখন দেখিতেছি যে অন্ধকারে পড়িয়াছি। কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! এ আঁধারে কোথায় তুমি হে দুঃখীর সম্বল, সাড়া দেও, আমি ছুটিয়া গিয়া তোমাকে ধরি। ভয়ভঞ্জন! অন্ধকারে আমার বড় ভয় করে। আপন দোষে অন্ধকারে পড়িয়াছি, দোষের শাস্তি স্বরূপ এ অন্ধকার ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু তোমার সাড়া পাইয়াছি, আর অন্ধকারকে ভয় করি না—হে আমার অন্ধকারের আলোক, হে আমার দুঃখের সুখ, আঁধারে আলোকে, বিপদে সম্পদে তোমার চরণ ছুঁইয়া থাকিতে দেও। তোমার চরণ ছুঁইবার অধিকার হইতে কার সাধ্য আমাকে বঞ্চিত করে? আমি তোমার চরণের ভৃত্য। অন্ধকারে বিরলে তোমাকে লাভ করিবার যে সুখ তাহা ভোগ করিতে দাও। অন্ধকার যদি তোমার প্রকাশের আলো আনিয়া দিবার সোপান হয়, তাহা হইলে সে আর ভয়ের বিষয় থাকিবে না।

দুষ্ট মনকে শিষ্ট করিতে পারিতেছি না, কাজেই তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছে। অবশকে তুমি বিনা আর কে বশীভূত করিবে? কি দুর্ব্বলই হইয়াছি, একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি না! দেখ আমার ঘরে মৃত প্রতিজ্ঞার স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে, দেখিলে কষ্ট বোধ হয়। কত বড় বড় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জীবন আজও কি হীন রহিয়াছে! তোমার শক্তির এক বিন্দু এ অধমের ইচ্ছায় সংক্রামিত কর, অধম উদ্ধার হইয়া যাক। দুর্ব্বল লোকের বড় বিপদ, অনেক শত্রু, অনেক প্রলোভন। আমার মত দুর্ব্বল লোক এই সকল প্রবল শত্রু ও প্রলোভনের মধ্য দিয়া কিরূপে জীবন চালাইবে? কেবল তোমারই পাদপদ্ম ভরসা। তুমি আমাকে স্পর্শ কর, একেবারে দুই ফল ফলিবে। আনন্দ সাগর উথলিবে, এবং প্রাণে শক্তি সঞ্চার হইবে। এক চক্ষে সুখের হাসি হাসিব, ও আর এক চক্ষে প্রতিজ্ঞা ও উৎসাহের অগ্নি জ্বলিবে।

আমি তোমার সন্তান, আমি কি সামান্য লোক? আমি অমৃতের ও অনন্ত সম্পদ্ ও পবিত্রতার অধিকারী, আমি কি যে সে লোক? তবে আমি নগণ্য রিপু ও বাসনাদিগকে আমাকে অপমান করিতে দিই কেন? সিংহ শাবক আমি,

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিলাত গমনের সময় জাহাজে তাঁহার সহযাত্রীদের সন্তাব ও যত্নে মোহিত হইয়া এই সঙ্গীতটী রচনা করেন।

আজি কি না রিপু গর্দ্দভ আসিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া যাইতেছে! হায়! হায়! আমার কি দুর্দ্দশা! আমার মহত্ত্ব আমাকে বুঝিতে দাও—আপন মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলে কতকগুলি পাপের হস্ত হইতে অবাধে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। তুমি বড় না সংসার বড়? তুমি বড় তাহাতে সন্দেহ কি? তোমার সন্তান আমি, সংসারের এত বড় স্পর্দ্ধা আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে? আমার কুল গৌরব আমাকে স্মরণ করাইয়া রাখ। আমি তো অসুর কুলোদ্ভূত নহি যে আসুরিক জীবন কাটাইব, অসুরদিগকে দৌরাত্ম্য করিতে দিব। দেবকুলে আমার জন্ম, দেবতা সকল আসিয়া আমার প্রাণে রাজত্ব করুন। দেবতার কাছে ছার সংসারের প্রলোভন!

যখন আপনার উপর নির্ভর করি, তখন জীবনতরি নড়িতে চায় না—যখন তোমার উপরে নির্ভর করি তখন এক বৎসরের পথ এক দিনে অতিক্রম করি। তোমার প্রতি ও আমার প্রতি নির্ভরে এত তফাত। যখন নিজের চেষ্টায় উপাসনা করিতে যাই, তখন রিক্তহস্তে উঠিয়া আসিতে হয়, আর যখন অশ্রুপূর্ণ সতৃষ্ণ নেত্রে তোমার দিকে চাহিতে চাহিতে উপাসনা করি, তখন আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। আমি কিছুই না,—আমি অভক্ত, আমি অধম ও অস্পৃশ্য, তুমি সার, শ্রেষ্ঠ ও পরম ধন। তোমারই প্রাধান্য দিন দিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক. আমার হীনতা দিন দিন যেন আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। যে তোমাকে না জানিয়াছে, তাহার জীবনই বৃথা; যে আপনার আলোকে তোমাকে দেখিতে চায়, সে কি দুর্ভাগ্য! ভক্তেরা তাই আপনাদিগকে মুছিয়া ফেলেন, ও সেই জায়গায় তোমাকে লেখেন। তোমারই জয় হউক, আমার হার হউক, তুমি খুব জ্বলিয়া উঠ, আমি নিবিয়া যাই।

জড়ে যে কেবল জড়ই দেখে, সে কৃপাপাত্র। নবীন মেঘে যে কেবল ধূমের সমষ্টি দেখে সে বাস্তবিকই দুর্ভাগ্য। ভক্ত যিনি তিনি স্বভাবতঃই কবি। কবিতায় তিনি কথা কহেন, যাহা লেখেন, কবিতায় তাহা পরিপূর্ণ। নবীন মেঘে সৌদামিনীর লীলায় তিনি হৃদয়াকাশের নব জলধরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃতার্থ হন ও আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করেন। বিশ্ব ভক্তের কাছে ব্রহ্মময়, সৌন্দর্য্যময়। ভক্তের প্রাণ রবিকিরণে কত সৌন্দর্য্য দেখে তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। প্রভু! তোমার কাছে দিন দিন হার মানিয়া যাইতেছি। এত সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব তোমাতে কে জানিত? জানিলে কি সংসারের শৃঙ্খল সাধ করিয়া পরিতাম? এখন শৃঙ্খলের যাতনা দিন দিন অধিক বোধ হইতেছে। এত সুন্দর তুমি, আর আমি আশ মিটাইয়া তোমার সৌন্দর্য্য পান করিতে পারিতেছি না, ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা?

আমি যখন লিখি তখন কেবল মন্দ জিনিস নির্গত হয়, আর তুমি যখন লেখাও তখন সুযুক্তি, কবিতা ও ভাল ভাল জিনিস বাহির হয়। আমার লেখনী তবে বিনাশ পাউক। লেখা পড়ার ভার, হে গুরু! তোমার হাতে সমর্পণ করিতে সমর্থ কর। চক্ষে দেখিয়াছি কিরূপে অবিশ্বাস করিব? তুমি যখন পড়াও আধ ঘণ্টায় অনেক পাত পড়ি, আমি যখন পড়ি তখন এক ঘণ্টায় এক পৃষ্ঠাও হয় না। তুমি আমার লেখনীতে অধিষ্ঠান কর। যাহা কিছু লিখিব তাহা যেন তোমারই মহিমা, তোমারই যশ কীর্ত্তন করে। লিখিতে শিখিয়াছি কেন? তোমার কথা লিখিব বলিয়াই তো লেখনী ধরিতে শিখিয়াছি। লেখা পড়ার যেন অসদ্ব্যবহার না করি। নিরীশ্বর লেখা পড়া হইতে যেন দশ যোজন দূরে বাস করি। তোমার বিষয় পড়িয়া তোমার বিষয় লিখিয়া জীবন সার্থক হউক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সারধর্ম্ম। *

নববর্ষ আগত। এইরূপে কত বৎসর আসিয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে। কাল স্রোত অস্থির, নিয়ত প্রবহমান। একটী মুহূর্ত্তকেও ফিরান যায় না। বিগত কালের বিষয় ভাবিতে পারি, ইহা ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে ফিরাইতে পারি না। ইহার বিষয় যতই ভাবি, ইহাকে ফিরাইতে যতই চেষ্টা করি, ততই ইহা হইতে কেবল দূরে গিয়া পড়ি। পুরাতন ও নববর্ষের বিষয় যতই ভাবিতেছি ততই পুরাতনবর্ষ হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি আর নববর্ষে অগ্রসর হইতেছি, অর্থাৎ নববর্ষও চলিয়া যাইতেছে। কালের স্রোত নিয়ত প্রবহমান। একটী মুহূর্ত্তের উপর মন নিবিষ্ট করিতে না করিতেই তাহা চলিয়া যায়, আর এক মুহূর্ত্ত আসে, এবং তাহাও এইরূপে চলিয়া যায়। নদীস্রোতে অবগাহন করিতে গিয়া মস্তক তুলিতে না তুলিতেই পূর্ব্বকার জল বহিয়া যায়, দ্বিতীয়বার নূতন জলে মস্তক ডুবাইতে হয়। কিন্তু নদীস্রোত অপেক্ষাও কালস্রোত অধিকতর অস্থায়ী। নদীর স্রোত বরং ফিরান যায়, কালস্রোত ফিরান একেবারেই অসম্ভব। কাল নিয়ত প্রবহমান; আমাদের জীবন যে পরিমাণে কালের অধীন, সেই পরিমাণে ইহাও এইরূপ প্রবহমান। এই আলোচনা করিতে করিতেই আমাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, বয়স বাড়িতেছে, আমরা মৃত্যুর নিকটস্থ হইতেছি। কিন্তু এক দিকে আমরা কালের অধীন হইলেও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা কালের অধীন নহে, যাহা প্রবাহিতও হয় না, পরিবর্ত্তিতও হয় না। কাল নিয়ত প্রবহমান, অতীত কাল ফিরিয়া আসিতে পারে না, অতীত চিরদিনের জন্য অতীত হইয়াছে ইহা সত্য বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে জ্ঞানের সম্বন্ধে অতীত অতিবাহিত হয় নাই। অতীত অতিবাহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন অদ্ভুত উপায়ে অতীতের জ্ঞান আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যিনি কালের অতীত, যিনি কালস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হন না,

* নববর্ষোপলক্ষে ১লা বৈশাখ বাবু সীতানাথ দত্ত যে উপদেশ দেন তাহার সারাংশ।

যাঁহার সম্বন্ধে অতীত অতীত নহে, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নহে, যাঁহার সম্বন্ধে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই বর্ত্তমানের ন্যায় বর্ত্তমান, সেই নিত্য পুরুষ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকাতেই এই অদ্ভুত ঘটনা সম্ভব হইয়াছে। তিনি আমাদের প্রাণ-রূপে, জীবনের সাররূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া কালের অস্থির প্রবাহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতি ও মানবজীবনের অস্থির প্রবাহের মধ্যে তিনিই স্থায়ী নিত্য বস্তু। কত কোটি কোটি বৎসর তাঁহার সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তিনি এই কালস্রোতের রচয়িতা ও নিত্য সাক্ষিরূপে চিরকাল বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কত কোটি কোটি জীবরাজ্য, গ্রহ, সৌরজগৎ নক্ষত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই অবিনাশী পুরুষ কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যেমন, আজও তেমনি অপরিবর্ত্তনীয় রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সেই নিত্য বস্তুর বিষয় চিন্তা করা, প্রকৃতিও মানবজীবনের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া সেই নিত্য সারবস্তুকে আশ্রয় করা—অদ্য ইহা অপেক্ষা মহত্তর কর্ত্তব্য আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রকৃতির মধ্যে যেমন সার ও অসার বস্তু আছে, নিত্য ও অনিত্য বস্তু আছে, ধর্ম্মেও তেমনি সার ও অসার ভাগ আছে। কেবল মতগত ধর্ম্মের সার ও অসার ভাগের কথা বলিতেছি না, সাধনগত ধর্ম্মেও—ধর্ম্মজীবনেও সার ও অসার আছে। এই ব্রাহ্মসমাজ—যেখানে আমরা সার ধর্ম্মের আশায় আসিয়াছি, এই ব্রাহ্মসমাজেও—ব্রাহ্মজীবনেও অনেক অসারতা আছে, অনেক অসার গণ্ডগোল আছে। লোক ব্রাহ্মসমাজে আসে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস স্বীকার করিয়া দীক্ষিত হয়, উপাসনায় যোগ দেয়, সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হয়, নৃত্য করে, অশ্রু-পাত করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান করে, সভায় ভোট দেয়, সমাজের কার্য্য করে,এমন কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশও দেয়, কিন্তু এসমস্ত করিয়াও দেখে ধর্ম্মের সার যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসে সে নিতান্ত হীন। বহুল কার্য্যকারিতা সত্বেও এই বিশ্বাসহীনতাবশতঃ জীবনের উন্নতি বন্ধ থাকে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়,ব্রাহ্মের জীবনে কোন উন্নতিই লক্ষিত হয় না; অবশেষে হয়ত উন্নতির আশা—উন্নতিতে বিশ্বাস পর্য্যন্ত চলিয়া যায়; গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান ও সমাজ-সংস্কার ব্যতীত যে আর কিছু ধর্ম্ম সাধন আছে সে বিষয়েই ব্রাহ্ম অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন। আমাদের মধ্যে এমন কত লোক আছেন যাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসও একটা মত মাত্র, উপলব্ধিগত জীবন্ত বিশ্বাস নহে। কত স্থলে এই মতগত বিশ্বাসও সন্দেহাচ্ছন্ন হয়। কিছু দিন হইল একজন শ্রদ্ধেয় বহুদিনের ব্রাহ্ম আমাকে বলিয়াছিলেন—"আমার অবস্থা অতি শোচনীয়, আমার হৃদয় সন্দেহে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।" একজন উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃত বিশ্বাস সম্ভোগ করিতে পান নাই, সর্ব্বদা সন্দেহে নিপীড়িত হইতেন, অবশেষে ঈশ্বর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করিলেন। হায়! কত ব্রাহ্মের জীবনে কত কত বৎসর এইরূপে সন্দেহে অতিবাহিত হইয়া যায়। হায়! আমাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন "ঈশ্বর আমার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া আমার সন্দেহ দূর করিয়া-ছেন?" কিন্তু এরূপ জীবন্ত বিশ্বাস না পাইলে সভা, কমিটি, অনুষ্ঠান, সংস্কার, এমন কি উপাসনা, উপদেশ, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, অশ্রুপাত, নৃত্য এই সমুদায়ের কি মূল্য? ধর্ম্মের সার বস্তু প্রকৃত, জীবন্ত বিশ্বাস,—যে বিশ্বাসে সন্দেহ অসম্ভব হয়, যে বিশ্বাস ঈশ্বরকে অন্ধভাবে অন্বেষণ করে না,—অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পায়,—সে বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফল রূপেই এই সমুদায় মূল্যবান। যেস্থলে প্রকৃত বিশ্বাস নাই, অথচ সামাজিক ভাব বা অস্থায়ী ধর্ম্মভাবের ফলরূপে এই সমুদায় যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান, সেস্থলে ধর্ম্ম কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র; সে স্থলে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন নাই, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি নাই। যতদিন প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব থাকে, ততদিন ধর্ম্মজীবন কল্পনা-প্রসূত মায়াভূমি মাত্র। আজ ঈশ্বর প্রিয়, উপাসনা সরস, মধুর, পর দিনই ঈশ্বর এত অপ্রিয় হন যে ঈশ্বর-চিন্তা পর্য্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়। আজ মন এত উচ্চভাবে পূর্ণ যে বোধ হয় যেন দেবতার আবাস স্থলে উপনীত হইয়াছি; কিন্তু কালই আবার বোধ হয় যেন গভীরতম নরকে পতিত হইয়াছি। নৌকার নঙ্গর না তুলিয়া দাঁড় ফেলিলে যেমন জলোচ্ছ্বাসের শব্দ হয়, জল ফেণিত হয়, অথচ নৌকা অগ্রসর হয় না, কলুর বলদ যেমন ক্রমাগত ঘুরে কিন্তু এক পদও অগ্রসর হয় না, প্রকৃত বিশ্বাসহীন জীবনেরও সেই দশা। কিন্তু কণামাত্র প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিলে, কণা মাত্র ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিলে জীবন আশ্চর্য্য নূতনত্ব ধারণ করে। ইহাতে সংগ্রামের শেষ হয় না, পাপী একেবারেই দেবতা হইয়া যায় না, আত্মার প্রত্যেক অন্ধকারা-চ্ছন্ন স্থান কিছু একেবারেই আলোকিত হয় না, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত উন্নতির স্রোত খুলিয়া যায়, জীবনের হিমরাশি গলিয়া যায়, এই হিমরাশি সম্পূর্ণ রূপে বিগলিত হওয়া কেবল সময় সাপেক্ষ।

প্রকৃত বিশ্বাস একটা শুষ্ক মূল সূত্র নহে। বিশ্বের কারণ নিত্য পুরুষে যেমন প্রকৃতি ও মানব জীবনের সমস্ত পূর্ণতা বর্ত্তমান, তেমনি বিশ্বাসে ধর্ম্মজীবনের সমস্ত উপকরণ বীজরূপে বর্ত্তমান। যে জীবনে বিশ্বাস প্রবেশ করে সে জীবনে ইহা ক্রমশঃ প্রেম, শান্তি, আশা, পুণ্য ও বলের আকারে বিকসিত হইয়া উঠে এই সমুদায়ের বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম, আর যদি ক্ষমতাও থাকিত, এখন সে কার্য্যের সময়াভাব। ২।১টী কথা মাত্র বলিব। বিশ্বাসের প্রকাশ, বিশ্বাসের ফল, বিবিধ প্রকার। এই সমুদায় ফলের মধ্যে আবার সার অসার, নিত্য অনিত্যের প্রভেদ আছে। বিশ্বাসের কোন কোন ফল অস্থায়ী, অল্প কার্য্যকর, কোন কোন ফল স্থায়ী ও বিশেষরূপে কার্য্যকর। বিশ্বাসের দুটী মাত্র ফলের কথা উল্লেখ করিব। এই দুটী ফল যে জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না, সে জীবনে প্রকৃত বিশ্বাস নাই ইহা নিশ্চয়। প্রথমতঃ মানবপ্রেম, অন্ততঃ মানবের প্রতি প্রেমিক হইবার ঐকান্তিক চেষ্টা। ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থ—অনন্ত প্রেমময়

পুরুষে বিশ্বাস। অনন্ত প্রেমময়ে বিশ্বাস করিলে ও তাঁহার অনুধ্যান করিলে, বিশ্বাসী আত্মাকে বাধ্য হইয়াই শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিত্যাগ করিয়া মানবের প্রতি প্রেমিক হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। আমার নিজের অপ্রেম হইতে বিশ্বাসের ক্ষীণতার যেরূপ স্পষ্ট প্রমাণ পাই আর কিছুতে তত পাই না। হায়! যাহাদিগকে পরম পিতা ভালবাসেন, যাহাদের জন্য তিনি নিয়ত ব্যস্ত তাহাদিগকে ঘৃণা করাতে কতই না অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। যে সাধক ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ঈশ্বর-ধ্যানে কাটান, অথচ যাঁহার হৃদয় ঈশ্বর-সন্তানের দুঃখে দুঃখিত হয় না, যিনি কেবল নিজের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম-হাস্য সম্ভোগ করিতেই ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম-ব্যস্ততার অংশভাগী হইতে চান না,—সে সাধকের বিশ্বাসে আমার বিশেষ বিশ্বাস নাই। মানবের প্রতি প্রেম ঈশ্বর-বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। হৃদয়ে ও কার্য্যে অপরাধ ক্ষমা করা, মানবের দুঃখে গভীর সহানুভূতি, জীবনব্যাপী সেবা,—এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই বিশ্বাস প্রসূত মানব-প্রেম প্রকাশিত হয়।

বিশ্বাসের আর একটী অবশ্যম্ভাবী ফল সর্ব্বপ্রকার অহংভাবের বিনাশ। ঈশ্বরে এবং সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি ঈশ্বর-স্বরূপে যতই বিশ্বাস বাড়িতে থাকে, এই সমুদায় স্বর্গীয় ভাব জগতে জয়যুক্ত হউক এই ইচ্ছা যতই বাড়িতে থাকে ততই আত্মা স্বার্থসাধন সম্বন্ধে অধিক হইতে অধিকতর বীতস্পৃহ হইয়া পড়ে। জগতে সত্য, ন্যায় ও প্রেমকে জয়যুক্ত করা, ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা—ক্রমশঃ ইহাই জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে; সাধু উপায়ে, সৎকার্য্যের সাহায্যে ও নিজের জন্য প্রশংসা বা সম্মান লাভ করার ইচ্ছা চলিয়া যায়। ঈশ্বরের কার্য্য হইলেই হইল, আমি করি কি অন্যে করে ইহার জন্য আর ব্যস্ততা থাকে না। মানুষ আমাদিগকে যে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করে সে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা আমাদিগকে করেনা, আমাদের মধ্যে যাহা কিছু ঐশ্বরিক, তাহাকেই করে, ইহা বুঝিলে আত্মা মানুষের প্রশংসা ও সম্মানে আর উৎফুল্ল হয় না, সমুদয় প্রশংসা ও সম্মান ঈশ্বরেরই প্রাপ্য, ইহা ভাবিয়া বিনীত হয়। তেমনি, যখন আমাদের কোন দোষ দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া লোকে আমাদিগকে নিন্দা করে, তখন বিশ্বাসী তাহাতে উদ্বিগ্ন না হইয়া এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হন যে তিনি নিজে যাহা ঘৃণা করেন ও নিন্দার যোগ্য মনে করেন, লোকে তাহারই নিন্দা করিতেছে, ইহাতে প্রকৃত দুঃখের কারণ কিছুই নাই। মনুষের ভ্রম প্রমাদ দেখিয়া বিশ্বাসী নিঃস্বার্থ ভাবে ক্লিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু লোকের নিন্দা তাঁহার পক্ষে আর ব্যক্তিগত দুঃখের কারণ থাকে না। এইরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে প্রমুখ হইয়া, স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনে অনুরাগী হইয়া বিশ্বাসী নিঃস্বার্থ, ও আত্মাহারা হন, ব্রহ্মভাবাপন্ন হন, বিশ্বাসের সাহায্যে ব্রহ্মের নির্ম্মলানন্দ লাভ করেন। এই বিশেষ দিনে ঈশ্বর আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিন, অসার ধর্ম্মে আমাদের অতৃপ্তি জন্মাইয়া প্রকৃত সার ধর্ম্মের জন্য আমাদিগকে পিপাসিত করুন। এই বিশেষ দিনে তিনি আমাদিগকে বিশেষ সাধনে দীক্ষিত করুন।

ধর্ম্ম সহজে হয় না।*

কয়েক দিবস পূর্ব্বে এই বেদী হইতে বলা হইয়াছিল যে, আমাদের প্রত্যেককে ভাবিতে হইবে যে ব্রাহ্মসমাজ আমার নিজস্ব ধন ও ইহার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু দায়িত্ব আছে, কিছু করিবার আছে। যতদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের এইরূপ অনুরাগ না জন্মে, যত দিন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমরা এই দায়িত্বটুকু অনুভব করিতে না পারি, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ভাইভগ্নীর নিকট আশানুরূপ ব্যবহার পাইলাম না বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সঙ্কোচ বোধ না করি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রাণপণে খাটিতে পারিব না, সুতরাং আমাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির সাহায্য অতি অল্পই হইবে। ব্রাহ্মসমাজ আমার প্রাণের জিনিস, ব্রাহ্মধর্ম্ম আমার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কৃপাস্রোত, যদি সকলেই ইহাকে পরিত্যাগ করে তথাপি আমি ইহাকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিব, আমার এ ছার প্রাণ দিলে যদি ইহার উন্নতির বিন্দুমাত্র সাহায্য হয়, এ সংসারে যাহা কিছু আমার প্রিয়বস্তু আছে যদি ব্রাহ্মসমাজের গৌরব রক্ষার জন্য তাহা বিসর্জ্জন দিতে হয় আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত——ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে যতদিন না এইরূপ অনুরাগ সঞ্চারিত হইবে ততদিন আমাদের দ্বারা জগতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না। যে অনুরাগ মানুষকে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত করে, সেই অনুরাগ ভিন্ন কখনও জগতে কোনও মহৎ কার্য্য সফল হয় নাই, হইবে না? খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আজি এত আধিপত্য কেন? মহর্ষি ঈশা ইহার জন্য ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া—তাঁহার শত শত ভক্ত ইহার জন্য দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া—সহস্র সহস্র খৃষ্টধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা আজি পর্য্যন্ত ইহার জন্য প্রাণ দিয়া খাটিতেছেন বলিয়া, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ইহার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া। আর আমরা? —আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য, ব্রাহ্ম সমাজের জন্য কি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি? আমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সামান্য একটু সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট! আমরা যদি সেই সামান্য ত্যাগ স্বীকারের জন্য অহঙ্কৃত হইয়া মনে করি যে তাহাদ্বারাই জগতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা হইলে আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত এ সংসারে আর কেহ নাই।

যখন খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মবীর গণকে ধর্ম্মের জন্য দারুণ মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, যখন ব্রাহ্মণদিগের উৎপীড়নে বুদ্ধের অনুচর বর্গকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তখন জন সমাজের যে অবস্থা ছিল এখন তাহা নাই। উদার খৃষ্টীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে এখন আর ধর্ম্মের জন্য প্রাণ হারাই-

* শ্রীযুক্ত আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের ভাব লইয়া লিখিত।

বার ভয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আত্মোৎসর্গের দিন চলিয়া যায় নাই। তখনও যেমন ধর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ করা প্রয়োজনীয় ছিল, এখনও তেমনি আছে। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের জন্য ঈশ্বরের চরণে হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ঢালিয়া দেওয়া শত শত বৎসর পূর্ব্বে যেমন অত্যাবশ্যক ছিল এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সুশাসনের মধ্যেও তেমনি আছে। কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি ? আদর্শের তুলনায় আমরা কিছুই অগ্রসর হই নাই বলিলে অণুমাত্র দোষ হয়না। আমরা হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া আসিয়াছি বটে,কিন্তু আমাদের স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তারূপ জাতীয় মহাকলঙ্ক এখনও আমাদের হৃদয়কে প্রবলরূপে অধিকার করিয়া রহিয়াছে ; আমরা আমাদের হিন্দু পিতামাতার সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি সত্য—কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যে সংসার পাতিয়াছি তাহা ক্রমে ক্রমে আমাদের প্রাণ অধিকার করিবার উপক্রম করিতেছে; আমরা এক গৃহের মায়া কাটাইয়া আসিয়া আবার সুখের অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে বিলাসিতার শয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া বহু পরিশ্রমের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম সুখ লাভ করিবার চেষ্টা দেখিতেছি। আমাদের মধ্যে কে এমন আছেন যিনি এই কথা অস্বীকার করিতে পারেন ? কে বলিতে পারেন যে ব্রাহ্মদিগের মধ্য হইতে স্বার্থপরতা, বিলাসিতা ও সংসারাসক্তি চলিয়া গিয়াছে অথবা যাইতেছে ? অগ্রপশ্চাৎ চারিদিক্ ভাবিয়া, সংসারের সুখ সুবিধা ষোল আনা বজায় রাখিয়া আমরা কখনই জগতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না, ধর্ম্মের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। সমস্ত হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে হয়, নতুবা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সমস্ত দিন প্রাণ ভরিয়া সংসারের সুখ ভোগ করিব, ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তায়, স্বার্থচিন্তায় মগ্ন থাকিব, আর অবশিষ্ট এক আধ ঘণ্টা মাত্র সময় চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বরের নাম করিব, অথবা গোটা কতক অভ্যস্ত কথার আবৃত্তি করিব—হৃদয়কে ভাগ করিয়া তাহার অধিকাংশ সংসারকে দিব, আর অল্প কিয়দংশ ঈশ্বরকে দিব এরূপ করিলে ধর্ম্মলাভ হয় না। যিনি রণক্ষেত্রে চলিয়াছেন তাঁহার প্রাণের ভয় করিলে চলিবে কেন ? যিনি ঈশ্বরের সৈন্যদল ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহার আবার প্রাণের মায়া কি ? মরিয়া না হইলে রণজয় হয়না—মরিয়া না হইলে ধর্ম্মরাজ্যেও জয়লাভ করা যায় না, ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। যিনি আপনাকে বাঁচাইতে যান তিনিই মৃত্যু মুখে পতিত হন, আর যিনি ঈশ্বরের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তিনিই নবজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

আমাদের যে ধর্ম্মের প্রতি উপযুক্ত অনুরাগ নাই, আমরা যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে, ব্রাহ্ম সমাজকে ঠিক্ প্রাণের জিনিস বলিয়া ধরিতে পারিতেছি না, তাহার একটী প্রমাণ এই যে আমাদের জীবনে তেমন উৎসাহ নাই। কোথায় ব্রাহ্মের জীবন উৎসাহে অগ্নিময় হইবে, কোথায় ব্রাহ্মের চরিত্রের প্রভাব দেখিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইবে, তাহা না হইয়া আমরা আজি কি না মৃতের মত জীবন কাটাইতেছি ? ঈশ্বরের কথা বলিতে, তাঁহার কৃপার সাক্ষ্য দিতে, তাঁহার নাম জগতে প্রচার করিতে আমাদের উৎসাহ হয় না, আগ্রহ হয় না। সর্ব্বশক্তিমানের স্বহস্তপ্রতিষ্ঠিত বিধান হইয়া আজি কি না ব্রাহ্ম সমাজকে ভেকের পদাঘাত সহ্য করিতে হইতেছে ! আর আমরা প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া ও জীবনে তাঁহার করুণার শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও তাঁহার বিধানের গৌরবরক্ষার জন্য বিশেষ কিছুই ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি ! ধিক্ আমাদিগের জীবনে ! আমরা জীবন্ত ধর্ম্ম বিধানের অঙ্গীভূত হইয়াও মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছি, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে যে সকল উচ্চ সত্য শিক্ষা দিতেছেন আমরা তাহাতে আজিও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে মনের অবস্থা যখন ভাল থাকে, উপাসনা ভাল হয়, প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ ভালরূপ অনুভব করা যায়, তখন ঐ সকল সত্য আমাদের নিকট উজ্জ্বল বোধ হয় বটে, কিন্তু আবার সংসারের অন্ধকারে পড়িয়া আমরা ঐ সকল সত্য হারাইয়া ফেলি। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সকল,সংসারের বিষয় সকল আমাদের নিকট যত প্রত্যক্ষ ও সার বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের সত্য সকল তেমন প্রত্যক্ষ ও সার বলিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ প্রভৃতি উচ্চ সত্যে আমরা আজও প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। পরমেশ্বরকে সরল ও ব্যাকুলভাবে ডাকিলে তিনি প্রাণের মধ্যে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন, আপনাকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ জানিয়া একান্ত মনে তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তিনি দুর্ব্বল মানবাত্মাকে স্বকীয় শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করেন, ইহা যদি আমরা প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে আজি আমাদের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইত, আমাদের চরিত্রের প্রভাব, আমাদের অগ্নিময় জীবন দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যাইত। এই অবিশ্বাসই আমাদের হীনতার প্রধান কারণ। নিজের জীবনের দিকে চাহিলে দেখিতে পাই যে, যখন মনের অবস্থা ভাল থাকে, উপাসনা ভাল হয়, দয়াময়ের প্রকাশ প্রাণের মধ্যে ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারি তখন আধ্যাত্মিক সত্য সকল কেমন উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়, তখন ইচ্ছা হয় নিজের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার কৃপার সাক্ষ্য দিয়া জীবন কৃতার্থ করি। কিন্তু আবার যখন সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানকার উত্তাপের মধ্যে পড়িয়া প্রাণের সরসভাব অন্তর্হিত হইয়া যায়,তখন আধ্যাত্মিক জগতের সত্য সকল আর তেমন উজ্জ্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তখন আর প্রভুর প্রতি প্রাণের অনুরাগ তেমন প্রবল থাকে না, প্রভুর কার্য্যে তেমন উৎসাহ থাকে না। সেই অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের সত্য সকলে তেমন অটল ও স্থায়ী বিশ্বাস থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিত না। আমরা প্রায়

সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে এই অবিশ্বাসের হস্তে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছি। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উচ্চ ধর্ম্মলাভ করিয়া ও জীবনপ্রদ উচ্চ সত্য সকলের অধিকারী হইয়াও আমরা নির্জ্জীব ও নিরুৎসাহ ভাবে জীবন কাটাইতেছি। আমরা যদি এখন হইতে সাবধান না হই তাহা হইলে আমাদিগকেই নিজের দোষে ঈশ্বরের কৃপাস্রোত হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাঁহার কার্য্য কখনই বন্ধ থাকিবে না। আমরা যদি তাঁহার কার্য্যের একান্ত অনুপযুক্ত হই, তিনি অন্য লোকের দ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইবেন, অন্য লোকের মধ্যে তাঁহার বিধানস্রোত প্রবাহিত হইবে। দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সেই দুর্দ্দিন হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগের বিশ্বাস ও অনুরাগ উজ্জ্বল করিয়া দিন।

ধর্ম্ম প্রচারকের লক্ষণ।

ধর্ম্ম প্রচারকের লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন ধর্ম্ম প্রচারক জ্ঞানী হওয়া চাই, কেহ বলেন জ্ঞানী হউন বা না হউন, ভক্ত হইলেই হয়। কেহ বলেন ধর্ম্ম প্রচারক হইলে সাংসারিক বিষয় কার্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ তুলিয়া দেওয়া উচিত, আবার কাহারও কাহারও মত যে অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করা অসম্ভব নয়। এই মত পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্ম্ম প্রচারকের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কিনা যৎসম্বন্ধে বিরোধ নাই এবং ভক্তি, জ্ঞান, বিষয় ও বৈরাগ্য সকল বাদীরই এক মত?

এক ভাবে দেখিতে গেলে প্রত্যেক মনুষ্যই প্রচারক। ঈশ্বর যখন মানুষকে সামাজিক জীব করিয়া সৃজন করিলেন, তখনই প্রচারের বীজ বপন করা হইল। সামাজিক জীব একা থাকিতে পারে না। সমাজের সঙ্গে সে বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ। যখন সে অগ্রসর হয়, অল্পাধিক পরিমাণে সমাজকে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর করে, যখন পশ্চাৎপদ হয় তখন অল্পাধিক পরিমাণে সমাজকেও পশ্চাৎপদ করে। আপন ব্যবহারের ফল সে একা ভোগ করে না, সমাজের সমস্ত লোককে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ তাহার অংশ লইতে হয়। সেই জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার প্রণয়ণের আবশ্যকতা। এ ভাবে প্রত্যেকব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, আপন ও অন্যান্য সমাজে তিনি ব্রহ্ম পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে বাধ্য। আমরা এরূপ সাধারণ প্রচারকের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অর্থ উপার্জ্জন না করিয়া প্রচার কার্য্যে সমস্ত সময় ক্ষেপণ করেন, তাঁহাদের গুণ বা যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সাধারণ ও সর্ব্ববাদি সম্মত ভূমি আছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, ধর্ম্ম প্রচারক বলিতে দেবদূত বুঝায়। দেবলোকের কথা তিনি মর্ত্ত্যলোকে ব্যক্ত করেন। ইহাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। সকলকে সুতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে ধর্ম্ম প্রচারকের প্রথম যোগ্যতা দেবনিয়োগ। দূত যতক্ষণ স্বীয় নিয়োক্তার নিয়োগ দেখাইতে না পারে ততক্ষণ সে আদৃত বা বিশ্বাসের সহিত গৃহীত হয় না। স্বর্গরাজ্যের দূতকে তাই প্রথম স্বর্গরাজ্যের নিয়োগের অভিজ্ঞান দেখাইতে হয়। ধর্ম্ম প্রচারকের দেখান চাই যে তিনি ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও পরিচিহ্নিত। কেবল আপনি মনে মনে বিশ্বাস করিলে হইবে না যে আমি আহূত বা বৃত। ব্যবহার ও জীবন এরূপ হওয়া চাই যে লোকে দেখিলেই যেন বুঝিতে পারে, যে এব্যক্তি পৃথিবীর লোক নহে। যে প্রচারকে লোকে ঈশ্বর নিয়োগের নিদর্শন না পায় তাঁহার কথা তাহারা সমুচিত শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। প্রচার করিয়া তাঁহার নিজের বা অপরের উপকার করা কঠিন। অন্যের সম্বন্ধে তিনি অনুকূল না হইয়া অন্তরায় হন। ঈশ্বর যাঁহাকে প্রচার ব্রতে বরণ করিয়াছেন, ঈশ্বর যাঁহাকে সেবকের মুকুট পরাইয়াছেন, মণ্ডলী কর্ত্তৃক আপাততঃ গৃহীত না হইলেও জীবের হৃদয়ে তিনি ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হন। ঈশ্বরের বরণে মানুষের বরণে অনেক প্রভেদ। দেব বরণে নবজীবন লাভ হয়, নব উৎসাহ ও নব উদ্যম-চিরদিন স্ফূর্ত্তি পায় এবং ধর্ম্মভাবোদ্দীপনের ক্ষমতা জন্মে। মানুষের বরণে না নবজীবন, না উৎসাহ আসে। পূর্ব্বে সে ব্যক্তি যেমন ছিল পরেও তেমনি থাকে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারে না।

অনাহূত প্রচারক বুদ্ধির নিয়োগে প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইয়া যে উক্ত ব্রত লয়, সে যে উহা চিরদিন পালন করিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? বুদ্ধির সাধ্য কি ব্রত নিষ্ঠা উৎপাদন করে! বুদ্ধি বরফের ন্যায়। শরীরের শোণিত উষ্ণ করিবার শক্তি বুদ্ধিতে নাই। বুদ্ধির নিয়োগে বড় একটা বাধ্য বাধকতা নাই।

সাধারণ কর্ত্তব্য বোধের উপরে বিশ্বাসীর স্থান। সাধারণের ও আমার উপকার হইবে, এই হেতুবাদে যিনি কার্য্য করেন, তিনি সেই কার্য্যের অপরিহার্য্যতা অনুভব করিতে পারেন না। যদি সেকার্য্যে সাধারণের ও তাঁহার উপকার না হয়, তাহা হইলে উহা তাঁহার কাছে শেষে অকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অল্প বিশ্বাসী লোক এই কার্য্য করা উচিত ইত্যাকার ভাব হইতে কার্য্য করে, ঐ কথায় কোন আদেশ বা শক্তি অনুভব করে না। বিশ্বাসীর নিকট কর্ত্তব্য মধ্যম পুরুষের কথার আকারে উপস্থিত হয়। তিনি শুনিতে পান, তাঁহার ভিতরে আর এক জন কথা কয়। ইহা কল্পনা বা কবিত্ব নয় বিশ্বাসী জগতের অভিজ্ঞতা ইহার সাক্ষী। কত "না না" কত "হাঁ হাঁ" তিনি শুনিতে পান, তাহা কে বলিয়া বুঝাইবে? সে কথা তাঁর নহে, কেননা শ্রুত কথা না মানিতে পারিলে তাঁর ভয় হয়। আপনার কথায় ভয় হইবে কেন? আপনি কি আদেশ করা যায়? অনন্ত উন্নতির পানে জীববৃন্দকে যে মহান্ পুরুষ পরিচালিত করিতেছেন, ঐ সব কথা তাঁহারি।

প্রচারকের এতটুকু বিশ্বাস থাকা উচিত যে তিনি বিবেকের অনুশাসনে দৈববাণী শুনিতে পান। যদি তিনি দৈববাণী না শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার কথা মানিবে না, তাঁহার উপদেশ উপদেশ বলিয়া স্বীকার করিবেনা,

জীবন্ত ভাবে তিনি কথা কহিতে পারিবেন না। ঈশা চল্লিশ দিন নির্জ্জন বাসের পর লোকালয়ে আসিয়া যখন প্রথম প্রচার আরম্ভ করিলেন তখনই লোকে তাঁহাতে দেবনিয়োগ দেখিতে পাইয়াছিল। লোকে তখন বলা বলি করিয়াছিল, এলোক কি শক্তির সহিত উপদেশ দিতেছে! ভিতরে যদি ইহার নিয়োগ ও শক্তি না থাকিত তাহা হইলে এব্যক্তি কখন এরূপ দৃঢ়তার সহিত কথা কহিতে পারিত না। প্রচারক জ্ঞানী হউন আর না হউন তাঁহার আহূত হওয়া উচিত। তাঁহাকে ললাটে বিধাতার নিয়োগ পত্র বহন করিতে হইবে, যে তাঁহার পদের বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ না হয়; কেহ কোন কথাটী না কহিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—প্রচারক দেব দূত বটে, দেবতার কথা তিনি বলিবেন সত্য, কিন্তু স্বর্গ রাজ্যের সকল কথা বলিবার কি তাঁর অধিকার আছে? আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, যে ঈশ্বর কৃপায় অনেক উচ্চ ভাব স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়া পলায়ন করে। সে সকল কথা কি আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইবে? যদি করি তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। ঐ সকল ভাব সিদ্ধ না হওয়ায় আমাদের ব্যবহার একরূপ ও কথা আর একরূপ হইবে। ঐ সকল সত্য প্রচার সম্বন্ধে সুতরাং আমরা আপনারাই অন্তরায় হইয়া পড়িব। লোকে যখন দেখিবে যে ইহারা যাহা বলে তাহা কাজে করে না তখন আমাদের উক্তির যথার্থতায় সন্দিহান হইতে আরম্ভ করিবে। অতএব যে যে বিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছে তাহার সেই বিষয়েই প্রচার করিবার অধিকার জন্মে। যে সিদ্ধ হয় নাই, তাহার প্রচার করিবার কাল উপস্থিত হয় নাই। একদিকে দেখিলে দেখি, যে প্রচারক দেবদূত,দেব লোকের কথা বলিতে আসিয়াছেন। আর একদিকে দেখি,যে প্রচারক সাক্ষী, সত্য বিশেষের সফলত্বের সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছেন। শুনা কথা প্রমাণ শাস্ত্রে অগ্রাহ্য। ধর্ম্ম জগতেও শুনা কথা অগ্রাহ্য। আর এক জনের কাছে শুনিয়া মুখস্থ করিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিলে কেহ মনোযোগ দিয়া শুনিবে না। ধর্ম্ম জগতে কেহ মুখস্থের আদর করে না। সবাই বলে, "যে যদি কিছু দেখিয়া থাক, নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাক, তবে তাহাই বল, অন্যের কথা তোমার কাছে শুনিব কেন?" অসিদ্ধ লোকের প্রচারক হওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনা ও অনিষ্টের কারণ। ঈশার প্রাণে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাই তিনি স্বর্গরাজ্যের কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। নিজ জীবনে তিনি পূর্ণতার আভাস পাইয়াছিলেন, তাই আপন শিষ্যদিগকে পূর্ণতা লাভের জন্য আহ্বান ও অনুরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য যদি কেবল গীতা ও ভাগবতোক্ত ভক্তির কথা বলিতেন তাহা হইলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্ম হইত কিনা সন্দেহ। তিনি আপন জীবনে শাস্ত্রোক্ত ভক্তির লক্ষণ দেখাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্গসমাজকে মোহিতও আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন। তিনি প্রেম ও ভক্তির উজ্জল, অদৃষ্টচর,অশ্রুতপূর্ব্ব ও অলোকিক দৃষ্টান্ত আপন জীবনে দেখাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ঈশ্বর প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং প্রচারকের আর কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক প্রচারিতব্য বিষয়ে সিদ্ধি থাকা চাই। প্রচার করিতে করিতে সিদ্ধ হইব মনে করিয়া যে প্রচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রচার ফলপ্রদ হয় না। তাহার সাক্ষ্য প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

তৃতীয়—প্রচার করিতে করিতে ভাল হইব, সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করিব, এই হেতুবাদে যিনি প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন, প্রচারের ইচ্ছা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে না। অপরকে ধন্য করিবার বা আপনি ধন্য হইবার জন্য যে প্রচার, তাহা শীঘ্রই তরল হইয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়। প্রচারে যদি অহঙ্কার বা স্বার্থপরতার কণামাত্র মিশ্রিত হয় তবে উহার সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়। প্রেমই প্রচারের নিত্য কারণ। 'আমি সিদ্ধ হইয়াছি। জীব সিদ্ধ হউক বা না হউক তাহাতে আমার কি?' স্বার্থপর ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করেন, এবং আপনি নূতন সত্যে সিদ্ধি লাভ করিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রেমিকের ব্যবহার অন্যরূপ, তিনি আপনি রত্ন ভোগ করিয়া তৃপ্ত নহেন। যে স্বর্গীয় দেবতা অনুপযুক্ত মানবকে আপন আনন্দের অংশী করিতে সদাই লোলুপ, সেই দেবতার দৃষ্টান্ত প্রেমিকের চক্ষের নিকট সদাই দেদীপ্যমান। তিনি কাজে কাজেই আপনাতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত সত্য-স্রোতের উপর স্বর্গীয় দেবতা এরূপ শক্তি প্রয়োগ করেন, যে তাহার কিয়দংশ উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। সত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সত্য প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করেন। প্রেমিক প্রচারকের প্রচারে তাই এক প্রকার আকুলতা ও উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়, যে জন্য লোকে তাঁহাদের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। যে প্রচারকের জীবে দয়া হয় নাই, প্রচারের কারণই তাঁহার মনে বিদ্যমান নাই। এক দিক্ দিয়া দেখিলে জীবে দয়া ও প্রচারে এক প্রকার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ। বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যে এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম, ইহা কি আমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে? জীবের বন্ধন ও ক্লেশ পরম্পরা এই সময়ে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি আর আত্মস্থ হইয়া থাকিতে পারিলেন না। লোক নিস্তারের জন্য প্রচারক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। প্রচারকের প্রচার ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে এইরূপ ভাবদ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরপ্রীতি প্রচারকত্বের হেতু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রচার তখনই আরম্ভ হয়, যখন ঈশ্বরপ্রীতির সহিত জীবে প্রেম মিশ্রিত হয়। যখন ঈশ্বরপ্রেমও বলে যাও, এবং জীব-প্রেমও বলে যাও,তখন কে চুপ করিয়া থাকিবে? ঈশ্বরের রূপ গুণে উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ান ও তাঁহার রূপ গুণের কথা প্রচার করা ঈশ্বর প্রেমিকের স্বাভাবিক কার্য্য। যখন সেই প্রচার লোক নিস্তার ও ঈশ্বরে জীবের রতি উৎপাদনের জন্য হয়, তখনই অলৌকিক ব্যাপার ঘটে, অসম্ভব সম্ভব হয়। যে প্রচারক জগাই মাধাইকে হরিনাম সুধায় মত্ত করিতে না পারে তাহার হরিভক্তির মাহাত্ম্য কি?

প্রচারকের এই তিন মূল লক্ষণ আহ্বান, সিদ্ধি ও প্রেম।

ইহাতেই প্রচারকের প্রচারকত্ব। জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, অর্থ উপার্জ্জন করুন বা না করুন, প্রচারকের যে এই তিন গুণ থাকা আবশ্যক ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। প্রচারকগণ ধর্ম্ম সমাজের মুখপাত্র। প্রচারকদিগের কার্য্য, ব্যবহার ও জীবন দেখিয়া লোকে ধর্ম্মসমাজের সাফল্য বা বিফলতার বিচার করিয়া থাকে। প্রচারকগণ যদি ধর্ম্মহিমালয়ের তলদেশে পড়িয়া থাকেন, তবে সে ধর্ম্মে লোকের শ্রদ্ধা হইবে কেন? দিন রাত্রি যে ধর্ম্ম লইয়া আছে, সংসারের প্রতিকূলতা প্রতিমুহূর্ত্তে যাহার পদস্খলন করে না সে যদি ধর্ম্মের উচ্চ স্থানে না উঠিবে, তবে আর কে উঠিবে? সাধারণ লোকে তাই প্রচারকের কাছে অনেক আশা করেন এবং সাধারণ লোকের সে আশা যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত। প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে মণ্ডলীর সুতরাং বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া উচিত। যে সে লোক প্রচারক হইলে যে কেবল তাঁহাদেরই অনিষ্ট হইবে এমন নহে, অন্যান্য সমাজের লোকের চক্ষে মণ্ডলীর ধর্ম্ম হীন ও অকার্য্যকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাঁহারা ঘরে বাহিরে আমাদের শীর্ষ স্থানীয় ও আদর্শ,ঘরে বাহিরে যাঁহারা আমাদের ধর্ম্মগোপ্তা, বিশেষ বিবেচনার সহিত যে এরূপ লোক মনোনীত করিতে হইবে, কোন্ বিবেচক ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবেন? এরূপ লোকের আদর্শ হীন হইয়া যাওয়া অতিশয় পরিতাপের বিষয়। এরূপ লোকের আদর্শ হীন হওয়া ধর্ম্ম মণ্ডলীর ধর্ম্মাবনতির পরিচায়ক মাত্র।

প্রেরিত পত্র।

এই পত্রে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য স্থানাভাববশতঃ এবার তাহা বলিতে পারিলাম না। আগামীবারে এ বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ত.—স.।

ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রহ্ম-চর্য্য।

মহাশয়,

মহাত্মা চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করার পরও কিছু দিন ভোজনাদি বিষয়ে বিলাসপরায়ণ ছিলেন। এই সময়ে তিনি যখন কাশীধামে উপনীত হন, তখন কাশীস্থ দণ্ডিগণ তাঁহাকে এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন:—

"বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো যে চাম্বু পর্ণাশনা-
স্তেপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবেদ্ বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরম্॥

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি যাঁহারা কেবল পত্র ও জল মাত্র ভোজন করিতেন, তাঁহাদিগেরও স্ত্রীর সুললিত মুখ পঙ্কজ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল মানব ঘৃত দধি ও দুগ্ধের সহিত শালি ধান্যের অন্ন ভোজন করে, তাহাদিগের 'যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয়, তবে বিন্ধ্য পর্ব্বতও সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবে।

এই শ্লোকটীকে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই উন্নতির দিনে অনায়াসে উড়াইয়া দিতে পারি। আমরা সকলেই বলিব, এখন কি আর শরীরকে কষ্ট দিয়া পাতা ফল খাইয়া ধর্ম্ম-সাধন করিবার দিন আছে? ও সকল কুসংস্কার। আমরা ও সকল কথা শুনিতে চাই না। আমরা শুনি আর না শুনি, জীবনের পরীক্ষায় যাহা দেখিতেছি, তাহাতে উক্ত শ্লোক হইতে আমরা কতকগুলি সত্য গ্রহণ করিতে পারি। ধর্ম্ম-রাজ্যের ইতিহাস আগাগোড়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, সাধনার সহিত চির দিনই বিলাসিতার বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্ব দেশীয় সাধকগণই বিলাসিতাকে সাধনার অন্তরায় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্ম সাধনায় অগ্রসর হইবার অভিলাষী, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে এই বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। টেরিটী ফিরাইয়া, চেনটী ঝুলাইয়া, বসন ভূষণে নানা রকমে বিভূষিত হইয়া ও মৎস্য মাংসে পরিতোষরূপে উদর সেবা করিয়া ধর্ম্ম-সাধন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমি যুক্তি তর্কের কোন কথাই বলিতেছি না, তবে আমাদিগের নিজ নিজ জীবনের পরীক্ষিত দুটী একটী কথা বলিতেছি। একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, বিলাসিতায় বিলাসিতা আনে। আজ যদি আট আনা মাত্রায় বিলাসিতার সেবা করি, কাল তবে আমার বার আনা মাত্রায় বিলাসিতার সেবা করিতে ইচ্ছা হইবে এবং দিনে দিনে আমার মন পূর্ণ মাত্রায় বিলাসিতার দিকে অগ্রসর হইবে। বিলাস পরায়ণ মন সহজে স্থির হইয়া বসিতে চায় না। তাহার সর্ব্বদা বসন ভূষণ ও আহার বিহার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে ইচ্ছা হয়। যে ব্রাহ্ম বেশবিন্যাস ও আহার বিহারে দুই ঘণ্টা সময় প্রদান করেন, তিনি হয়ত উপাসনার জন্য পনর মিনিট সময় দিতে পারেন না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। সাধকগণ রজনীকে সাধনার প্রশস্ত সময় বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা রজনীতে এরূপ গুরুতর আহার করি যে, রাত্রিতে জাগরণ পূর্ব্বক সাধনা করা দূরের কথা আমাদের এত নিদ্রাকর্ষণ হয় যে, শয্যায় বসিয়া পাঁচ মিনিট ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিবারও সময় পাই না। এই সকল কারণে আমাদিগের বিলাসিতার মাত্রা কমাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

তারপর এক শ্রেণীর লোকের ব্রহ্মচর্য্য বা তদনুরূপ কিছু অবলম্বন করা উচিত মনে করি। এই শ্রেণীর মধ্যে বিধবা, বিপত্নীক ও যাঁহারা চির কৌমারব্রতাবলম্বী, সেই সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাকে নির্দ্দেশ করিতে পারি। হিন্দু সমাজের বিধবাগণ যে কঠোর ব্রহ্ম-চর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম সমাজের বিধবাগণকে সেরূপ কঠোর অনুষ্ঠান করিতে বলি না, তবে সধবা ব্রাহ্ম মহিলাগণ অপেক্ষা তাঁহারা বেশভূষা ও আহারাদি সম্বন্ধে একটু সংযত থাকেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। বিধবা দিগের পক্ষে মৎস্য মাংস প্রভৃতি বিলাসকর খাদ্য একান্ত পরিত্যাজ্য। আমাকে অনেকে কুসংস্কারাপন্ন বলিতে পারেন, কিন্তু বিধবাদিগকে আস্ত আস্ত মাংস ও মৎস্য খাইতে দেখিলে যেন কেমন কেমন বোধ হয়। বিধবাগণ সমাজের

জীব নহেন,একথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু মানুষের আহার বিহারের সুখ থাকে কখন্? যখন প্রাণ নানা প্রকার সাংসারিক আশায় পরিপূর্ণ থাকে। বিধবাদিগের পতি বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগের সংসার সম্বন্ধীয় আশালতা ছিন্ন হইয়া যায়। যাঁহারা প্রেম-তত্ত্ব অণুমাত্রও বুঝিয়াছেন তাঁহাদিগকে আর একথা ভাঙ্গিয়া বুঝাইতে হইবে না। বিধবাদিগের মন কেবল মাত্র মৃত পতির গম্য স্থানের দিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকে। তাঁহারা সর্ব্বদা কেবল সেই রাজ্যে যাইবার জন্যই ব্যাকুল। সুতরাং তাঁহাদিগের আর সাংসারিক ভোগ বিলাসের দিকে দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক নহে। তাঁহারা সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল পরমার্থ চিন্তন করিবেন। বিপত্নীকদিগের সম্বন্ধেও এই কথা। যাঁহারা চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার বা অন্য কোন সাধু কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বিলাসিতার মাত্রা কমাইয়া বিশেষ ভাবে সাধনার মাত্রা বাড়াইতে হইবে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ এই কৌমার অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও জ্ঞান সাধন করিতেন। আমাদিগের কৌমার ব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মগণ যদি তদনুরূপ কিছু অবলম্বন করেন তবে তাহাতে বাধা কি? যাহা কিছু হিন্দু শাস্ত্রীয় ও যাহা কিছু প্রাচীন প্রথা, তাহাই যে কুসংস্কার, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকেও কুসংস্কারাপন্ন বলিতে বোধ হয় অনেকে আপত্তি করিবেন না। তুমি যদি পাশ্চাত্য বিলাস প্রধান সভ্যতার অনুকরণে হ্যাটকোট ধারণ করিতে পার, তবে আমি প্রাচীন ধর্ম্মপ্রধান সভ্যতার অনুকরণে গৈরিক বস্ত্র ধারণ ও মৎস মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে কৈফিয়ৎ চাহ কেন? আমার এবিষয়ে অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু পত্রখানি দীর্ঘ হইয়া পড়িল বলিয়া এই খানেই নিরস্ত হইলাম। আমার এ পত্রখানি লিখিবার আর অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু আমাদিগের (অন্ততঃ আমার নিজের) বাহ্যিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম জীবনের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন প্রাণে বড় আঘাত পাই, এবং ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে আর ইচ্ছা হয় না। যাহাতে বিলাসিতার স্রোত বন্ধ হইয়া সাধনার স্রোত বর্দ্ধিত হয়, সে দিকে যাহাতে আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে, সেই জন্যই এবিষয়টী আজ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

রঙ্গপুর
১লা চৈত্র, ব্রাহ্মাব্দ ৫৯।

সকলের দীন ভ্রাতা
শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

ব্রাহ্মসমাজ কি করিতেছেন?

মহাশয়! কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি বাঘ আঁচড়া নামক স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সে স্থানের অবস্থা যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা বলিবার নহে, ভাবিলেও হৃদয় অস্থির হয়। সে স্থানের সাধারণ লোকের আচার ব্যবহার, নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি সে সমস্ত উল্লেখ করা বর্ত্তমানে আমার উদ্দেশ্য নহে। সেই দুর্দ্দশাময় দেশে কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার আছেন, তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থাই আমার হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আঘাত করিয়াছে। এবং আমার বিশ্বাস তাঁহাদের অবস্থা সেস্থানের অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা অধিক শোচনীয়। তাঁহারা আর পাঁচ জনের ন্যায় হিন্দু সমাজে থাকিলে তাঁহাদের ধর্ম্মভাব (বিশেষতঃ বড় মেয়েদের মধ্যে) অধিক পরিমাণে বজায় থাকিত ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

সুশিক্ষা দূরে থাকুক সামান্য শিক্ষাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। ১৪।১৫ বৎসরের বালকেরা হাটে বাজারে যাইতেছে, কচু কুমড়া বিক্রয় করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছে, পড়া শুনার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। ১৫।১৬ বৎসরের বালিকারা প্রথমভাগ বই খানিও পড়িতে পারে না। শিক্ষার অভাব নিবন্ধন গৃহকার্য্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এই অনভিজ্ঞতা এবং ইহার আর একটী ফল দরিদ্রতাবশতঃ তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ হৃদয় বিদারক হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলিবার নহে। ইহাদের আর একটি বিপদ্ কন্যাগণের বিবাহ। ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মানুসারে কন্যাগণকে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় রাখিতে হয় অথচ তাহাদের কোনরূপ শিক্ষার উপায় নাই। তাহাদের মনে সৎসাহস ধর্ম্ম বল দাঁড়াইতে পারে এমন কোন শক্তির মধ্যে তাহারা বাড়িতেছে না। চারিদিগের হিন্দু ও ইতর লোকের মেয়েরা পথে ঘাটে যেখানে সেখানে তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ, কটূক্তি এবং এরূপ কতকগুলি ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে যাহা ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা বালিকাদের পক্ষে নিতান্ত অশ্রাব্য। আমার একটি ভগিনী এই সকল কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন "বলুন ত আমরা কি করি? এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি?" তিনি তাঁহার এবং তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদিগকে দেখাইয়া আরও বলিলেন— "আমাদের অবস্থা এমন দুর্দ্দশাময় হইয়াছে যে এই মেয়েদিগকে যদি কোন ব্রাহ্ম একেবারে লন এবং তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ শিক্ষা দেন, চাই ইহাদিগের বিবাহ দেন—চাই না দেন,আমরা কোন কথা বলিব না, একেবারে অধিকার ত্যাগ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি, যদি জানিতে পারি যে মেয়েটি বেশ ভাল ভাবে জীবন যাপন করিতেছে এবং শিক্ষা পাইতেছে।"

তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না সুতরাং দেব দেবীর পূজা তাঁহাদের ভিতর প্রচলিত নাই। এ দিকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিয়মানুসারে উপাসনা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। বোধহয় উপাসনা যে কি তাহা ধারণা করিতেও অধিকাংশ অসমর্থ। সুশিক্ষা, ধর্ম্মভাব ও উপাসনা বিহীন জীবন লইয়া সংসারে দাঁড়াইয়া থাকা কতদূর নিরাপদ এবং সম্ভব তাহা সকলেই জানেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া, ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত হইয়া তাঁহারা এইরূপ সকল দুর্দ্দশা ভোগ করেন ইহা ভাবিলেও লজ্জা ও দুঃখে অধোবদন হইয়া থাকিতে হয়। ইহাদের উন্নতির জন্য যদি কোন উপায় করিতে পারা যায় বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি তাহা করিয়া ব্রাহ্মগণ ইহাদিগকে রক্ষা করুন।

অনুগত
শ্রীঃ—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দশম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব।

গত ৩১এ বৈশাখ শনিবার সায়াহ্ণ হইতে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ দিবস সায়ংকালে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতি সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহার কিয়দংশ ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাতঃকালীন উপাসনার কার্য্য করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে বৃত হন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিষেককালীন কার্য্য ভার পাঠ করিয়া শুনান। তাহার পর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত একটী হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্ণে উপাসনা মন্দিরে কথাবার্ত্তা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার শ্রীযুক্ত আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাতঃকালীন উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। উপদেশের মর্ম্ম এই যে, 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম ও গত দশ বৎসরের জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইহা ঈশ্বরের স্বহস্ত প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মধর্ম্মে অসত্য ও কুসংস্কারের বীজ প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বর স্বয়ং ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। নতুবা যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন তাঁহারা যে কার্য্যে যোগ দিলেন না সে কার্য্য এরূপ সুসম্পন্ন হইল কিরূপে? আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যে অভাব ছিল প্রভুর কৃপায় তাহা দূর হইবে এরূপ আশা করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। এখন যদি আমরা আপনাদের অনুপযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অহঙ্কার ও অপ্রেম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত মনে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারি, আমরা যদি প্রত্যেকে ব্রাহ্মসমাজকে নিজস্ব ধন মনে করিয়া ও ইহার সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব অনুভব করিয়া যাহার যেটুকু ক্ষমতা, তদনুসারে ইহার জন্য খাটিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আমরা ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। ব্রহ্মকৃপা স্রোত আমাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, আমরা কিন্তু আমিত্বের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে বাধা দিতেছি। এই আমিত্বকে বিনাশ করিতে পারিলেই প্রভুর কৃপাস্রোত নিশ্চয় আমাদিগের আত্মাকে প্লাবিত ও কৃতার্থ করিবে।' সন্ধ্যার পূর্ব্বে সঙ্কীর্ত্তন ও তৎপরে সায়ংকালীন উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই যে মধ্যবর্ত্তিতা অস্বীকার করা ও জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্বীকার করাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব ও প্রকৃত বলের কারণ। এই জন্যই দশ বৎসরের শিশু হইয়াও ইহা ভয়ানক বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

"পারিব না"। বিশ্বাসীর অভিধানে 'পারিব না' বলিয়া কোন কথা নাই। যদি মোহবশতঃ সে পড়ে, তথাপি সে কখনও বলে না, উঠিতে পারিব না। সহস্রবার পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত হইলেও সে কখনও বলে না, যে জয় করিতে পারিব না। পারিব বলিতে বলিতে সে যথার্থই পারে; আর যে কেবল বলে পারিব না, ঐকথা বলিতে বলিতে তার এরূপ দুর্দ্দশা হয় যে সে যথার্থই পারে না। জয় পরাজয় পারিব ও পারিব না বলার উপর নির্ভর করে। যিনি সাধন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, এ তত্ত্ব তাঁহার ভাল করিয়া জানা কর্ত্তব্য। যতদিন না সিদ্ধিলাভ হয় ততদিন উঠিতে ও পড়িতে হইবে। কিন্তু একবার সিদ্ধ হইলে আর সে ভাবনা থাকে না। যতদিন সাধনের বিষয় অভ্যস্ত ও প্রকৃতির অংশীভূত না হয়, ততদিন উত্থান ও পতনের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। "পারিব" বলারূপ মন্ত্রেই এই উত্থান ও পতনের কাল হ্রাস করা যায়।

মণ্ডলী গঠন। আত্মার বাস গৃহ ইষ্টকের হর্ম্ম্য নহে। সমসাধক মণ্ডলীই আত্মার বাস গৃহ। বিশ্রাম করিব কোথায়? মণ্ডলীতে। আত্মার বিশ্রাম আপন ভাব ব্যক্ত করায়। মণ্ডলী ভিন্ন আর কোথায় মনের ভাব বলিয়া আরাম পাইব? বৃষ্টি বাদল ও ঝঞ্ঝাবায়ুর সময় আশ্রয় লইব কোথায়? মণ্ডলীতে। প্রলোভনের সময়ে মণ্ডলীর মধ্যে প্রাণ লইয়া যাইতে পারিলে যথার্থই আশ্রয় লাভের ফল হয়। ধর্ম্মসমাজের সুতরাং সর্ব্বাগ্রে মণ্ডলী গঠন করা আবশ্যক। মণ্ডলী গঠনের মসলা প্রধানতঃ তিন প্রকার, সাধন, সাহায্য ও সহিষ্ণুতা। মণ্ডলীতে যদি সাধন না থাকে, তাহা হইলে সে মণ্ডলী নিশ্চয়ই বিনাশ পাইবে। সভ্যেরা ধনী ও নির্ম্মল চরিত্র হউন, সাধন যদি না থাকে তাহা হইলে সভ্যদিগের ধন ও চরিত্রের শুষ্ক নির্ম্মলতা মণ্ডলীকে জীবিত রাখিতে পারিবে না। কেবল সাধনে আবার চলিবে না, একত্র সাধন অর্থাৎ সহধর্ম্মাচরণ চাই, নহিলে ধর্ম্মসমাজের বিশেষত্ব কোনও মতেই রক্ষা পায় না। ব্যক্তিগত পার্থক্যসত্ত্বেও এমন অনেক সাধনের বিষয় পাওয়া যায়, যাহা লইয়া সমসাধকেরা অনেক দিন চলিতে পারেন। সাধন ও সাহায্যের পর সহিষ্ণুতা চাই। দুদিন একটু শৈথিল্য আসিয়াছে অমনই মণ্ডলীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা অতি অবোধের কথা। ধর্ম্মসমাজের বা মণ্ডলীর সভ্যদিগের সমাজ বা মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার সময়ে বৌদ্ধদিগের মত প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে চিরকালের জন্য সংঘের শরণ গ্রহণ করিলাম। ঘরকরণ করিতে হইলে সুদিন কুদিন সবই সহিতে হয়; মণ্ডলী গঠন করিতে হইলে জোয়ার ভাঁটা সহিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যিনি সহিষ্ণু নহেন, তাঁহার মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

বিশ্বাস। একজন বালক এক প্রান্তরে শয়ন করিয়াছিল। একজন দয়ালু মহাত্মা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন—বালককে মাঠের মধ্যে প্রশান্ত ভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! তুমি এখানে কেন?" বালক বলিল, "আমার মা, বাপ কেহই নাই ও আমি নিজে পীড়িত। মা অল্প দিন হইল মরিয়াছেন। মা জীবদ্দশায় সর্ব্বদাই বলিতেন 'পুত্র! তোমার কোন চিন্তা নাই, দুঃখে পড়িয়া ঈশ্বরকে ভাবিও তিনি অবশ্যই আসিবেন, এবং আসিয়া দুঃখ দূর করিবেন।' আমি এখানে ঈশ্বর আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছি। মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইবার নহে।" বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া পথিকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বলিলেন "ঈশ্বর আমাকে তোমাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, চল আমার সঙ্গে যাইবে,"— বালক বলিল, "দেখিলেন মহাশয় মার কথা কেমন সত্য, কিন্তু পথে আপনার অনেক বিলম্ব হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া বালক তাঁহার সঙ্গে গেল। এইরূপ বিশ্বাস চাই! এইরূপ বিশ্বাসের সহিত অপেক্ষা করা চাই। কেবল বাক্যের শ্রাদ্ধ করিয়া কে কোন্ কালে মুক্তি পাইয়াছে? পড় আর শোন, বিশ্বাস যতক্ষণ কাজে না হইতেছে ততক্ষণ তোমার—আমার ধর্ম্মাচরণ বা ধর্ম্মযাজন বিড়ম্বনা মাত্র। বড় বড় উপাসনা জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গেল অথচ জীবন পরিবর্ত্তিত হইল না, ইহা উপহাসের কথা।

সজীব বায়ুমাপক যন্ত্র। ভিয়েনা পুষ্প প্রদর্শনীতে একটী আশ্চর্য্য গাছ দেখান হইতেছে। লজ্জাবতী গাছ যে জাতীয় এ গাছও সেই জাতির অন্তর্গত। গাছের পাতা গুলি স্পর্শ করিবামাত্র মুদিত হইয়া যায়। এই গাছের কিন্তু এক অসাধারণ গুণ আছে। ইহাতে বায়ুপরিমাপক যন্ত্র Barometer এর কার্য্য হয়। বায়ু পরিবর্ত্তনের আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহা আপন পত্র আঁখি গুলিকে নিমীলিত করে। এই গাছের গতি নিরীক্ষণ করিয়া যে কেবল বায়ু, বৃষ্টিও ঝটিকার সম্ভাবনা নিরূপিত হয় এমন নহে, ভূকম্পাদি ভূগর্ভস্থ ঘটনার সংবাদ এই গাছের নিকট লাভ করা যায়। এই গাছের কথা শুনিয়া কার মন না অবাক্ ও অধীর হইয়া ঈশ্বরের শ্রীপদে শরণ গ্রহণ করে।

সংবাদ।

বোম্বাই ব্রাহ্মসমাজ;—বিগত ২৬এ চৈত্র শনিবার হইতে ৪ঠা বৈশাখ রবিবার পর্য্যন্ত বোম্বাই ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে,—২৬এ চৈত্র, শনিবার—প্রাতে ১০টার সময় প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারে বিশেষ উপাসনা; অপরাহ্ণ ৫টা ব্যাকুবের নিকটস্থ ময়দানে বক্তৃতা। ২৭এ, রবিবার—প্রাতঃকাল ৭টা, সঙ্গীত যাত্রা; অপরাহ্ণ ৪টা, বালকবালিকাদিগের সম্মিলন। ২৮এ সোমবার—প্রাতঃকাল ৭টা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ৫টা, ময়দানে বক্তৃতা। ২৯এ মঙ্গলবার—প্রাতঃকাল ৭টা, ব্যক্তিগত প্রার্থনা; রাত্রি ৮টা, বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা। ৩০এ বুধবার—প্রাতঃকাল ৭টা, বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা; অপরাহ্ণ ৬টা, ছাত্রদিগের জন্য ইংরাজী বক্তৃতা। ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকাল ৭টা, গোরস্থানে উপাসনা; রাত্রি ৮টা, ভজন। ২রা শুক্রবার (উৎসবের দিন)—প্রাতঃকাল ৭টা, হিন্দী ভাষায় উপাসনা; রাত্রি ৮টা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উপাসনা; ৩রা শনিবার—অপরাহ্ণ ৬টা, ইংরাজী বক্তৃতা, রবিবার—প্রাতঃকাল ১১টা, প্রীতিভোজন। ময়দান বক্তৃতা ভিন্ন অন্য সমস্ত সভার কার্য্য ও উপাসনাদি রাঘব পাণ্ডুরং তরখদ্কার ক্ষেতোয়াদি মহাশয়ের আবাস বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছিল।

দান—মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সাধারণের ব্যবহারার্থ তাঁহার বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতন নামক অট্টালিকাটী ৩জন ট্রষ্টীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ট্রষ্টীদিগের নাম—শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রমণী মোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয় নাথ শাস্ত্রী। ট্রষ্টডীড বৈশাখমাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ট্রষ্টডীডে লিখিত আছে যে উক্ত স্থানে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি বৎসর একটী মেলা হইবে। কিন্তু উক্ত মেলায় কোনও প্রকার পৌত্তলিকতা বা কুৎসিত আমোদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবেনা।

মহর্ষি দারজিলিং ব্রাহ্ম সমাজের ঋণ পরিশোধার্থ ১০০৲ একশত টাকা দান করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী—গত ২০এ বৈশাখ শুক্রবার সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বিদায় দিবার জন্য সিটিকলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর এক সভা হয়। প্রথমে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় 'শাস্ত্রী মহাশয় কি উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাইতেছেন' তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন ও তৎপরে উপাসক মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে শাস্ত্রী মহাশয়কে সকলের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জ্ঞাপন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় সংক্ষেপে ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ষ্টীমার পর্য্যন্ত যাইতে পারিবেন না তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার যাতায়তাদির ব্যয়ের সাহায্যের জন্য সভাস্থলেই চাঁদা স্বাক্ষর আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে যিনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। সাহায্যদাতৃগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিসে টাকা পাঠাইলেই হইবে। ছাত্র সমাজ ও ২৪ চব্বিশ পরগণার বান্ধব-সমিতিও তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য সভা করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয়, গত ৪ঠা বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে ৮॥ টার সময় পি, এণ্ড ও কোম্পানির 'মৃজাপুর' নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্ম মহিলা ও ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে ষ্টীমার ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস ও শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায়ও ঐ জাহাজে বিলাত গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে বাবু দুর্গামোহন দাসই বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহদাতা।

ব্রাহ্ম সম্মিলন,—কলিকাতা, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের মধ্যে মতের অনৈক্য সত্ত্বেও যাহাতে

হৃদয়ের মিল হইতে পারে ও তিন সমাজের সভ্যগণ একত্রিত হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি ও সাধারণের মঙ্গলের জন্য সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টা হইতেছে। এতদুপলক্ষে ইতি মধ্যে তিনটী সভা হইয়া গিয়াছে। (১) ২৬এ চৈত্র শনিবার অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আদি ব্রাহ্ম সমাজগৃহে একটী বক্তৃতা করেন ও ব্রাহ্ম সমাজ সম্মিলনী নামে একটী সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন; (২) ৩রা বৈশাখ শনিবার মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে উপাসনা হয়। তাহাতে তিন শত ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। তিন সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপাসনার কার্য্য করেন; (৩) ১২ই বৈশাখ সোমবার সায়ং কালে শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের লোয়ার সারকুলর রোডস্থিত আবাস ভবনে তিন সমাজের ব্রাহ্ম দিগের একটী সায়ং সমিতি হয়। এইরূপ উপাসনা ও একত্র সম্মিলন দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

বিবাহ—গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৮৭২ সালের তিন আইন মতে ঢাকায় একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ। ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বয়স ২১ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী। ইনি আমাদের ঢাকাস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা—বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। পাত্র পাত্রী উভয়েই এত দিন অবিবাহিত ছিলেন। এই বিবাহে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও চণ্ডীকিশোর কুশারি আচার্য্যের কার্য্য করেন। নবকান্ত বাবু এই উপলক্ষে তাঁহার কন্যাকে যে উপদেশ দেন, তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাববশতঃ এবার তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গ ভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই "উপহার" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনা মূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলত ইহা একখানি বঙ্গভাষায় উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাকমাশুল- সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

সাহায্য প্রার্থনা।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

২৬ বৎসর হইল বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ২২ বৎসর হইল এই সমাজে সামাজিক উপাসনার জন্য বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে প্রতি রবিবার দুই বেলা উপাসনা হয়, প্রাতে উপাসনার পর ছাত্র সমাজের অধিবেসন হয়। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা বোধহয় বরিশালে যত অধিক মফস্বলে আর কোথাও সেরূপ নহে। যখন এই মন্দিরটী প্রথম প্রস্তুত হয় তখন এখানে অনেক অর্থশালী উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উৎসাহী যাঁহারা আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দরিদ্র। মন্দিরটীরও জীর্ণ অবস্থা, অংশ বিশেষ ভগ্ন হইয়াছে, ভগবানের কৃপায় দিন দিন উপাসক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় মন্দিরটী আরও কিছু বর্দ্ধিত করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বক্তৃতাদিতে এবং উৎসবের সময় সকলের সমাবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকল দিকে সুবিধা করিয়া প্রস্তুত করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ খুলনা হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত আপনার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়া চারি পাঁচ জন লোক অন্য সমস্ত কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে নিরন্তর স্থানে স্থানে, গ্রামে প্রচার করিতে পারেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক। প্রচার কার্য্যের উপযোগী এমন ব্যক্তিগণ এখানে আছেন। এইরূপ প্রচারের সুফল বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ উপলব্ধি করিয়াছেন। এক বরিশালের অধীনে দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বুঝিতে পারিয়াছেন, কয়েক জন লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। খাটিতে পারিলে ইঁহাদের মধ্যে নিঃসন্দেহ অনেক কার্য্য হইবে। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সুচারুরূপে প্রচারকার্য্য সম্পাদিত হইতেছেনা। ন্যূনকল্পে ৭০০০ সাত হাজার টাকা সংগৃহীত হইতে মন্দির সংস্কার এবং প্রচারের কোন স্থায়ী সংস্থান হইতে পারে। অতএব সবিনয় প্রার্থনা, এই মহৎ কার্য্যদ্বয়ের সাহায্যের জন্য সদাশয় ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। এই উভয় কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে বাবু কালীমোহন দাস, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু চণ্ডীচরণ গুহ, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু রাজ কুমার ঘোষ, বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ বাবু রাসবিহারী সেন মহাশয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, দাতৃগণ তাঁহাদের নিকট কিম্বা আমার নিকট আনুকূল্য প্রদান করিবেন। ইতি মধ্যে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে ২৭০০।২৮০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্থানাভাবে তাহা প্রকাশিত হইল না।

নিবেদক
শ্রীকামিনী কান্ত গুপ্ত
সম্পাদক
বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৭ই আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১লা আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

দেবতা বাঞ্ছিত, ভকত সেবিত
জগত পূজিত, পরম রতন;
লভিয়া তোমায় হারানু হেলায়
মন্দভাগা হায়! কাহার এমন?
তপ জপ কত, করি নানা মত,
ঋষি যোগী যত লভেন তোমায়;
পাই হেন ধনে, যতন বিহনে,
অনাদর করি দিলাম বিদায়।
আমি মূঢ়মতি, নীচাশয় অতি,
কি জানি প্রকৃতি, মহিমা তোমার?
যদি দয়া করে, রহ মোর ঘরে
দুস্তর সংসারে, পাই গো নিস্তার।
বিশুদ্ধ জীবন, বিশুদ্ধ মনন
বিনা কোন জন পাইবে তোমায়?
কর পুণ্যময়, এ পাপ হৃদয়
মনোমত তব আপন কৃপায়?

যে বিশ্বাস লইয়া বাস করিতেছি, সে বিশ্বাসে আর চলে না। অস্পষ্ট আবছায়ার মত উপলব্ধি লইয়া আর তৃপ্ত থাকিতে পারি না। তাড়িত চমকে আর কতদিন মন উঠিবে? এখন স্থির সৌদামিনী চাই। দেখিলাম কি না দেখিলাম, না দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলে, সে দর্শনে আর কুলায় না। যেমন চাঁদ দেখি, ফুল দেখি, তেমনি সহজ ভাবে তোমার প্রকাশ উপলব্ধি করিতে চাই। চাঁদের আলোকে বসিবামাত্র চাঁদনীতে চক্ষু ভরিয়া যায়, ফুলের বাগানে প্রবেশ মাত্র ফুলের আমোদে প্রাণ বিভোর হইয়া যায়। এমনি করিয়া যদি তোমার প্রকাশ অনুভব করিতে না পারি, তবে আমার মত পাতকী কিরূপে উদ্ধার পাইবে? উপলব্ধিতে যদি আত্মার ভার বোধ না হইল, তাহা হইলে সে উপলব্ধি মঞ্জুর নহে। উপলব্ধিতে মগ্ন হইয়া যতক্ষণ আপনাকে ও জগৎকে ভুলিতে না পারি ততক্ষণ মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। অনুমান ও যুক্তি রাজ্যে আর কত দিন বাস করিব? হে দুর্লভ দর্শন, প্রত্যক্ষ দর্শনের দেশে শীঘ্র লইয়া চল।

প্রভু! বাসনার বেড়া আগুনে আমাকে ঘেরিয়াছে, তোমার কৃপা বই উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না। যেমন মুক্ত ভাবে শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, আমি কি এমনি করিয়া তোমার চরণে লাগিতে পারি না? আমার মুখ মলিন, শরীর অবশ, মন শ্রান্ত, হৃদয় উদ্বিগ্ন। আশার মুখ ভাল দেখিতে পাইতেছি না। যদি বাসনা কারাগারে বন্দী থাকিতে হইবে, তবে তোমার সহবাসের সুখ কেন পান করাইলে? যে দিকে যাই সে দিকে বাসনা, প্রত্যেকেই আমাকে তাহার অনুগামী হইতে বলে। দুর্ব্বল আমি, একা এত প্রলোভনের হাত কিরূপে এড়াইতে পারি? মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রভু বাসনায় বদ্ধ থাকিব? বাসনাও কেন তোমার অনুগামী হউক না, তাহা হইলে তো সকল জঞ্জাল ঘুচিয়া যায়? তোমাকে লাভ করাই যদি মনের আন্তরিক ও প্রকৃত বাসনা, তবে অন্য বাসনাকে আধিপত্য করিতে দিব কেন? তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আর্ত্ত জনকে ত্রাণ করিবার ভার এখন তোমার হাতে। কুবাসনারূপ কালসর্প যাহাতে দমন করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এমন শক্তি আমার প্রাণে সঞ্চার কর।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যে তোমার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি না করিল তাহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান কেবল বিড়ম্বনার কারণ। চাঁদনী রাতে যে কেবল স্নিগ্ধতা ও মলয় পবনে যে কেবল শীতলতা অনুভব করিল, তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইবে কেন? আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন সৌন্দর্য্য পিপাসু আত্মার পিপাসা কিছুতেই নিবারিত হয় না। বাহিরের সৌন্দর্য্যে অনেক বার মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু সে মুগ্ধ ভাব স্থায়ী হয় নাই, প্রাণের মর্ম্ম স্থানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে সৌন্দর্য্য দর্শনে সুখ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে অতৃপ্তি ও দুঃখ সকল সময়েই মিশ্রিত থাকিত; পূর্ণ সুখের উপলব্ধি হইত না। যখন বাহিরের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তোমার প্রেম ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে শিখিলাম তখন বুঝিলাম বাল্য কালের বাহিরের সৌন্দর্য্য দর্শনে মন কেন অতৃপ্ত থাকিত। এখন প্রার্থনা এই যে বাহিরের সৌন্দর্য্যে

তোমার সৌন্দর্য্য দর্শন দিন দিন ঘন ও গভীর হউক, ভিতর বাহির তোমার মধুর রূপে পূর্ণ হইয়া যাউক।

তোমার মণ্ডলী তুমি রক্ষা কর। তোমার মণ্ডলীর দায় কি আমরা পোহাইতে পারি? আমরা আপনাদের দায় আপনারাই পোহাইতে পারি না। বহির্ম্মুখ দুর্ব্বল আত্মাসমূহকে তোমার অভিমুখে আনয়ন করা বা তোমার পথে রক্ষা করা কি সহজ কার্য্য? ঐ অলৌকিক ব্যাপার হে অদ্ভুতকর্ম্মা! কেবল তোমার দ্বারাই সুসিদ্ধ হইতে পারে। বহির্ম্মুখ হইয়াই আমরা সকলে মারা গেলাম। সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা আত্মার স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলিলাম। আলস্য ও বিষয়াসক্তি আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতের একমাত্র আশাস্থল তোমার এই মণ্ডলী আর কতদিন এরূপ হীনাবস্থায় থাকিবে? আচার্য্য! এদিকে একবার কৃপাকটাক্ষপাত কর। শিষ্যমণ্ডলী ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, অসত্য ও অধর্ম্ম ধরিয়া দাস করিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এখন তুমি স্বয়ং রণে অবতরণ না করিলে কিরূপে আমাদের জয় লাভ হইবে? তোমার বিধান জয় যুক্ত হইবেই হইবে, আমরা যেন উহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়া দোষের ভাগী না হই।

অবৈধ বিলাসিতা কি আমার ভিতরে গূঢ়রূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাই আমি তোমাকে লাভ করিতে পারিতেছিনা? তুমি অন্তর্যামী, তুমিই সে কথা বলিতে পার। যদি সেইরূপ বিলাসিতা আসিয়া থাকে, তবে ব্রহ্মচর্য্যের অনল প্রজ্বলিত কর—সে বিলাসিতা বিনষ্ট হউক। তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখ কিছু তোমার সহিত যোগের আনন্দ অপেক্ষা প্রিয়তর নহে যে তাহার জন্য আমি তোমাকে অকাতরে হারাইয়া ফেলিব। বিলাসিতা ত্যাগ করিলে অনভ্যাস বশতঃ কষ্ট হইতে পারে, প্রাণতো যাইবে না,—কিন্তু তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে আমার প্রাণ বহির্গত হইবে—তুমি যথার্থই আমার জীবন। তুমি রাখিলে বাঁচি তুমি মারিলে মরি। আহার ও পানের সীমা যদি মোহবশতঃ লঙ্ঘন করি, কশাঘাত করিয়া তুমি মিতাচারের রাজ্যে আনিয়া বন্দী করিও। তোমা হইতে যে আমাকে দূরে লইয়া যাইবে তাহাকে যেন আমি সর্ব্বদা ঘোর শক্র বলিয়া মনে করিতে পারি। শক্রর খাতির কি? শক্রর প্রতি মায়া কি? বিলাসিতায় যদি বাধে, তবে সে এই মুহূর্ত্তে দূর হউক।

বড় কঠিন তোমার কাছে যাওয়া। আরও কঠিন তোমার কাছে থাকা। মহা মহা রথীর পতন চক্ষের সামনে দেখিলাম। দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে—বুক গুর গুর করিতেছে। আমিও কি পড়িব? আমার যে পড়িবারও স্থান নাই। সংসার তো আমাকে লইবে না, আমি সংসারে গিয়া তবে বিষয়ের কীট কিরূপে হইব? আমার পা কাঁপিতেছে, তুমি আমাকে ধর। বিপদের স্থলে যদি তোমার জীবনপ্রদ ও পবিত্রতাজনক স্পর্শ একবার অনুভব করিতে পার তবে জন্ম সার্থক হইবে। আমার দাঁড়ানতে আমার কিছুমাত্র গৌরব নাই, কেননা আমি তোমার বলে দাঁড়াইয়াছি; যদি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি, সেও তোমার বলে পারিব। যদি প্রাণটা চিরকালের জন্য সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর কি আমার পতনের আশঙ্কা থাকিত? হে পতিতপাবন! পতিতদিগকে পুনরুত্থান করিতে সমর্থ কর।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নব্য ব্রাহ্মদিগের দ্বারা নারীজাতির উন্নতি অনেক পরিমাণে সংসাধিত হইল।*

রামমোহন রায়ের উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাব, কেবল ট্রষ্টডীড পত্রেই চিরদিন প্রোথিত হইয়া থাকে নাই। অক্ষয় বাবুর তেজস্বিনী লেখনী অতি বিশদরূপে উহা প্রচার করিয়াছিল। কেশব বাবুর সময়ে আবার সেই উদার ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। সেই উদার, অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রণোদিত হইয়া নব্যদল "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ" নামক এক খানি পুস্তক প্রচার করিলেন। উহাতে হিন্দুশাস্ত্র, বাইবেল, কোরান, জেন্দাবেস্তা হইতে উপদেশবাক্য সকল সংগৃহীত হইয়াছে। †

উন্নতিশীল নব্যদলের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম চারিদিকে প্রবলরূপে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী নিজের জীবনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য পোষণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। স্বদেশবাসীদিগের নিকট তাহা প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ অনুমতি করে নাই, অনুরোধ করে নাই, বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতার পটলডাঙ্গার চোরাস্তার কোণে দণ্ডায়মান হইয়া অনলবৎ উৎসাহের সহিত সত্য প্রচার করিতেন।

এক দিবস সঙ্গতে কেশববাবু বলিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ নাই যিনি কোন প্রকার বিষয় কার্য্য না করিয়া পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে জীবন সমর্পন করিতে পারেন? বিজয় কৃষ্ণ বলিলেন আমি প্রচার ব্রত গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণকে প্রধান আচার্য্যের নিকট লইয়া

* ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনের দিন হইতে বহু বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম উদাসীনের ন্যায় বাহিরে বাহিরে কার্য্য করিতেছিলেন। অন্তঃপুরে তাঁহার প্রবেশাধিকার ছিল না। নব্যব্রাহ্মদিগের যত্নে নারী হৃদয়ে তিনি স্থান প্রাপ্ত হইলেন। স্ত্রীশিক্ষা, বামাবোধিনী পত্রিকা প্রচার দ্বারা স্ত্রীজাতির মধ্যে জ্ঞান বিস্তার, অবরোধের নিন্দনীয় কঠোরতা হ্রাসকরা প্রভৃতি নব্যদলের কার্য্য।

† প্রধান আচার্য্য মহাশয় হিন্দু শাস্ত্র হইতে শ্লোকসংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করেন উহা অমূল্য গ্রন্থ। নব্যদল সাম্প্রদায়িক সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন পুস্তক প্রচার করাতে প্রাচীন দল বিরক্ত হন।

গেলেন। তাঁহার নিকটে বিজয় কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিলেন। উপযুক্ত শিক্ষার জন্য প্রথম হইতে সমুদয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিলেন।

স্বাধীনতা ধর্ম্ম প্রচারের প্রাণ। যে ধর্ম্ম প্রচার স্বাধীনতা-প্রসূত নহে, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার নহে,—নাম মাত্র ধর্ম্ম প্রচার। বিজয় কৃষ্ণ ইহা প্রথম হইতেই সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি এ বিষয়ে নিজে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"একদিন প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, আমি যেখানে যাইতে বলিব তোমাকে সেখানেই গমন করিতে হইবে। আমি বলিলাম যে অনুরোধে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিলে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা হইবে না, আপনাদেরই আজ্ঞা পালন করা হইবে, আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে চাই, সুতরাং কর্ত্তব্য বোধ না হইলে কেবল অনুরোধে কোন স্থানে যাওয়া অন্যায়। প্রধান আচার্য্য মহাশয় সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, তুমি ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার সত্য প্রচার কর, ফল কামনা না করিয়া বীজ বপন কর, পরিশ্রম বিফল হইবে না। সেই দিন হইতে আনন্দ হৃদয়ে পিতার চরণ সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

আরও অনেকে চাকুরি ছাড়িয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন। পরিবার কল্য কি খাইবে ঠিক্ নাই, অথচ সকলে প্রবল উৎসাহে চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ঈশা বলিয়াছেন 'কল্যকার জন্য ভাবিওনা।' আমাদের প্রচারকগণ অদ্যকার জন্যও ভাবিলেন না। দরিদ্রতার একশেষ। প্রচারকদিগের কষ্টসহিষ্ণুতার কথা স্মরণ করিলে হৃদয় আপনা হইতে তাঁহাদিগকে শত ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেনা। আপনারা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, এমনও কখন ঘটিয়াছে যে তাঁহারা কাঁটানোটে সিদ্ধ এবং দোপাটী ফুল সড়সড়ি খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন। বিজয় কৃষ্ণ একবার প্রচার কার্য্যে দূর প্রদেশ ভ্রমণ করিবার সময় ক্ষুধার জ্বালায় মাটী ছানিয়া খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন (শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাকি সত্য মহাশয়?" বক্তা সতেজে উত্তর করিলেন 'হাঁ নিশ্চয় সত্য') প্রচারকগণ দরিদ্রতার কশাঘাত সহ্য করিয়াও যেরূপ প্রফুল্ল চিত্তে প্রচার ব্রত পালন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে কে না তাঁহাদের প্রকৃত মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন? তাঁহাদের প্রচারোৎসাহই বা কি আশ্চর্য্য! গোস্বামী মহাশয় একবার প্রচার করিতে করিতে পদব্রজে কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলেন!

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ গোস্বামী মহাশয়। একজন প্রধান প্রচারককে বলিতে শুনিয়াছি যে, পশ্চিম বাঙ্গালায় যেমন কেশব চন্দ্র, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সেইরূপ বিজয় কৃষ্ণ। বরিশালে গিয়া শুনিলাম যে, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা উন্নতি হইয়াছে বিজয় কৃষ্ণই তাহার প্রধান কারণ। ঢাকার নবকান্ত বাবুর মুখে সেই কথাই শুনিলাম;—সমগ্র পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ গোস্বামী মহাশয়েরই যত্নে। প্রচারকগণ নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন। কেশব চন্দ্র ভারতের সুদূর প্রদেশ সকলে সত্যের ভেরী নিনাদিত করিলেন।

আচার্য্য ও মণ্ডলী।

আচার্য্য ও মণ্ডলীর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কি সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আচার্য্য ও মণ্ডলীর সংজ্ঞা করা আবশ্যক। আচার্য্য কাহাকে বলে? প্রথমে দেখা যাউক আচার্য্যে কোন্ কোন্ সম্বন্ধ আরোপ করা যায় না। ১। আচার্য্যে নেতৃত্ব আরোপ করা যায় না। যিনি অভ্রান্ত তিনিই নেতা হইতে পারেন। মানুষ কোনও কালে সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত ও প্রমাদ শূন্য হইতে পারে না, সুতরাং সে নেতৃত্ব পদ লাভের অযোগ্য, ঈশ্বর অভ্রান্ত পূর্ণ সত্য সুতরাং তিনিই কেবল জীবের নেতা। ২। আচার্য্য মধ্যবর্ত্তী নহেন, কেন না মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধ হইলেও ঐশীবলের সহায়তা ভিন্ন জীবে সিদ্ধত্ব সংক্রামিত করিতে পারেন না। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ,—মধ্যে ব্যবধান অণুমাত্র নাই। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে জীবকে স্বয়ং পরিশ্রম করিতে হইবে, মধ্যবর্ত্তীর উপরে বরাত দিয়া বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। আচার্য্য তবে কি? আচার্য্য ধর্ম্ম বন্ধু—বিশেষ ধর্ম্ম-বন্ধু। তিনি নেতা নহেন, কেন না তাঁহাতে ভ্রম প্রমাদ অসম্ভব নহে, কিন্তু ধর্ম্ম সাধনে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি পোপ নহেন, কিন্তু পোপের দ্বারা যাহা না হয়, তিনি তাহা সম্পন্ন করেন। তিনি বিপদে আশ্বাসের কথা বলেন, সংগ্রামে সহায়তা ও সহানুভূতি করেন, এবং লক্ষ্যের দিকে চলিতে প্রোৎসাহিত করেন। আচার্য্য ও উপদেষ্টায় সুতরাং অনেক পার্থক্য। উপদেষ্টা আসিলেন, উপদেশ বর্ষণ করিলেন, চলিয়া গেলেন। উপদেষ্টার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়া গেল। কিন্তু আচার্য্য কেবল উপদেশ দিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। সেই উপদেশ যতক্ষণ না মণ্ডলীর জীবনগত হয় ততক্ষণ তিনি নিরস্ত হন না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আচার্য্যে নেতৃত্ব বা মধ্যবর্ত্তিত্ব আরোপ করা যাইতে পারে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া একথা স্বীকার করা যায় না, যে আচার্য্যের চরিত্র মণ্ডলীর উপর কোনও কার্য্য করে না। প্রত্যেক লোকের চরিত্র তাহার প্রতিবেশীর চরিত্রের উপর অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-বন্ধুর চরিত্র ও ভাব যে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হইবে ইহা কিছুই আচার্য্যের বিষয় নয়। আচার্য্য ভক্তিপ্রবণ হইলে তাঁহার মণ্ডলীস্থ সাধকবৃন্দেরও অজ্ঞাত ভাবে সেই দিকে গতি হয়।

মণ্ডলী কি? ধর্ম্ম সাধনের জন্য মিলিত সাধক সমবায়কেই আমরা মণ্ডলী বলিয়া থাকি, কেবল মাসিক ধন সাহায্য করিলেই মণ্ডলীর সভ্য হওয়া যায় না। সাধনের ঐক্য চাই, আমাদের মধ্যে সাধনের এই ঐক্য নাই বলিয়া মণ্ডলীর বন্ধন বড় শিথিল। আমরা তো একে মুষ্টি প্রমাণ, কিন্তু এই

মুষ্টি প্রমাণ লোকদিগের মধ্যে কত দল ও বিভাগ। কতকগুলি লোক প্রাণায়ামাদি ভিন্ন উচ্চধর্ম্ম লাভ হয় না এই কথা প্রচার করেন। কতকগুলি কেবল কর্ম্মশীল, কতকগুলি আবার ভজন ও ভক্তিবাদী। সকলেরই আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন অথচ এক মণ্ডলীর অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিই। কেহ দক্ষিণ-কেন্দ্র, কেহ উত্তরকেন্দ্র কেহবা মধ্যবিন্দুকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন, অথচ আমরা সকলেই বলিতেছি যে আমরা এক দল, একপরিবারভুক্ত। আমাদের মধ্যে চক্রের ভিতর আবার চক্র ঘুরিতেছে। প্রত্যেক দল আপনার পক্ষের প্রাধান্য স্থাপন ও অন্য পক্ষের হীনতা প্রমাণের প্রয়াস পাইতেছেন। এই অনৈক্য ও গৃহবিচ্ছেদে মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ শক্তিহ্রাস হইবারই অধিক সম্ভাবনা। কেবল সামাজিক কতকগুলি বিষয়ে ও তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় কতকগুলি মতে মিল থাকিলেই যে মণ্ডলী হয় এমন নহে। সাধন প্রণালী সম্বন্ধে কতকটা একতা চাই।

আচার্য্য সম্বন্ধে মণ্ডলীর প্রথম কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহার সমস্ত সাংসারিক ভার গ্রহণ করেন। আচার্য্যকে যদি আহারের চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে তিনি কখন আপনার উন্নতি করিবেন, কখনইবা মণ্ডলীর উন্নতি সাধন করিবেন? যদি মণ্ডলী আচার্য্যের পরিবারের ভার লয়েন তাহা হইলে আচার্য্য নিশ্চিন্ত ও উৎকণ্ঠাশূন্য হইয়া আপনার সমস্ত সময় সাধন ভজন, শাস্ত্রালোচনা ও মণ্ডলীর সেবায় কাটাইতে পারেন। মণ্ডলীর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ধর্ম্মসাধন ও শাস্ত্র চর্চ্চায় আচার্য্যের সহায় হওয়া। যদি তাঁহারা এরূপ ইচ্ছা করেন যে আচার্য্য দিবানিশি তাঁহাদের তত্ত্ব লইবেন, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইবেন, তাহা হইলে তিনি কখন সাধনভজন করিবেন কখনই বা জ্ঞানোন্নতি করিবার সুযোগ পাইবেন? মণ্ডলীর উচিত যে তাঁহারা আচার্য্যের এমন সময় করিয়া দেন, যে তিনি আবশ্যক মত নির্জ্জন সাধন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারেন।

মণ্ডলীর প্রতি আচার্য্যের কর্ত্তব্য—সদুপদেশ ও সদৃষ্টান্ত দ্বারা মণ্ডলীকে অনন্ত উন্নতির দিকে পরিচালিত করা। কেবল উপদেশ দিলে হইবেনা, উপদিষ্ট বিষয় নিজ জীবনে সিদ্ধ হইয়াছে ইহা মণ্ডলীকে আচার্য্য দেখাইতে বাধ্য। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে সাধন ভজন করিতে হইবে, ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে। মণ্ডলীর সভ্যগণের সন্দেহ উপস্থিত হইলে, যাহাতে তিনি সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, তাঁহার এতটুকু লেখা পড়া জানা উচিত। আচার্য্য ভাবুক হইলেই হইল, একথার মত ভ্রান্ত কথা আর কিছুই নাই। ভাবুকতায় শুষ্কতা দূর হইতে পারে, কিন্তু সন্দেহ দূর হইবে না; যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন, কি না, নির্ণয় করিতে পারিতেছে না, তাহার কাছে ঈশ্বরের প্রেমের কথা বলা বা নিজ জীবনে ভাবোচ্ছ্বাস দেখান বিড়ম্বনামাত্র। চিকিৎসক যদি আপন বাক্সে কেবল একই রোগের ঔষধ রাখেন, তবে অন্য প্রকার রোগাক্রান্ত লোক তাঁহাকে কখনই আহ্বান করিবে না। আচার্য্য যদি কেবল আত্মার একই প্রকার রোগ নিরাকরণে সমর্থ হন, তবে মণ্ডলীর অন্য রোগাক্রান্ত লোক দিগকে আর এক জন আচার্য্য নিযুক্ত করিতে হইবে। এখন সন্দেহবাদের, জড়বাদের প্রাধান্য। লোকে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছে, ঈশ্বর ও পরলোকের কথা তুড়িদিয়া উড়াইয়া দিতেছে। এখন ভক্তি প্রচারের পূর্ব্বে জ্ঞান প্রচার বিশেষ আবশ্যক, এখন ভাবুকতা সংক্রামণের পূর্ব্বে জ্ঞানানুমোদিত বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমি প্রস্তুত করা আবশ্যক। আচার্য্যের কর্ত্তব্য যে তিনি বিশেষরূপে তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা করেন এবং অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদীর সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ হন। পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলন এখন কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না জড়বাদিত্ব ও কোমত মত প্রচারের কেহ অবরোধ করিতে পারিবে না। এখন আচার্য্যের যদি তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকে, তবে মণ্ডলীর শিক্ষিত সভ্যেরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইবে। অন্য লোকের অন্ধ বিশ্বাসের উপর যদি ধর্ম্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা কতদিন জীবিত থাকিবে?

আচার্য্য যেমন মণ্ডলীর সভ্যদিগের ধর্ম্মজগতের মৌলিক সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিবেন, ধর্ম্মজীবনের সংগ্রাম ও বিপদের সময়ও তিনি তেমনই সাধ্যমত সহায়তা করিবার প্রয়াস পাইবেন। সপ্তাহান্তে সামাজিক উপাসনা-গৃহে উপদেশ দিলেই আচার্য্যের কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। তাহা কেবল উপদেষ্টার কার্য্য। আচার্য্য মণ্ডলীর শুভাশুভের জন্য দায়ী, তিনি উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার মণ্ডলীর সভ্যদিগের তত্ত্ব লওয়া উচিত। প্রত্যেক সভ্যেরই বাড়ীতে যাইবার আবশ্যকতা না হইতে পারে কিন্তু মণ্ডলীর লোকগুলি কিরূপ ভাবে জীবন কাটাইতেছে স্বয়ং বা অপরের দ্বারা আচার্য্যের সর্ব্বদা সে সংবাদ রাখা কর্ত্তব্য। কাহার জীবনে জোয়ার ভাঁটা নাই? ধর্ম্মশৈলের উচ্চতম শৃঙ্গারূঢ় সাধকের জীবনেও সময়ে সময়ে ধর্ম্মভাব ম্লান, উৎসাহ নির্ব্বাণ ও উচ্ছ্বাস মৃদু হইয়া যায়। সে সময়ে যদি আচার্য্যের মত একজন বন্ধুর সহিত দেখা হয় তাহাহইলে যে আত্মা বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়, ইহা পরীক্ষিত কথা। ম্রিয়মাণ অবস্থায় সাধুসঙ্গ যেমন নবজীবন আনিয়া দেয় এমন আর কিছুতেই পারে না। আধ্যাত্মিক দুরবস্থার সময় আর এক বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। যে সকল উচ্চতর সত্যে ধ্রুব বিশ্বাস আছে বলিয়া ধারণা ছিল, দুরবস্থার সময় দেখিতে পাই সেই সকল সত্যে বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে। এই সময়ে যদি দেখিতে পাই, যে সেই সকল সত্যে জ্বলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ একটি উন্নত আত্মা আমার সমক্ষে উপস্থিত অমনি প্রাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আচার্য্যের মত অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে সাংসারিক বিষয়েও যে অনেক সময় সুপরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে ইহা বলা বাহুল্য।

উপদেশের দিকটা আমাদের আচার্য্য মহাশয়দের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে কিন্তু সে উপদেশ কতদূর মণ্ডলীতে পালিত হইতেছে সে বিষয়ে তাঁহাদের তত মনোযোগ দেখা যায় না। আচার্য্যের সাংসারিক বিষয়ের ভার লইতে মণ্ডলী-

কেও আমরা তত উৎসাহী দেখিতে পাই না। উভয় পক্ষেরই এই ত্রুটি দূর না হইলে ব্রাহ্ম মণ্ডলী কিরূপে উন্নতি লাভ করিবে বুঝিতে পারি না। মণ্ডলীর সভ্যদিগের মধ্যে কয় জন নিয়মিত উপাসনা করেন, কয়জনই বা নিয়মিতরূপ সাধন করেন? আবার যে অল্প কয় জন সাধন করেন, তাঁহাদের তত্ত্ব কে লইয়া থাকে? এরূপ অবস্থায় মণ্ডলীর উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, আশু এ অবস্থার প্রতীকার না করিলে উহার অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের এইটী মহা পরীক্ষার সময়। আমরা যদি বাহিরের লোককে দেখাইতে পারি, যে আমাদের মধ্যে এতটুকু উৎসাহ, ও কার্য্যদক্ষতা আছে, যে আমরা আপনাদের আচার্য্যদিগের ভার লইতে ও আমাদের মণ্ডলীকে স্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিতে সমর্থ, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইব। প্রচারের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা যেমন এক দিকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুত ক্ষেত্রে উক্ত বীজ যাহাতে সুফল প্রসব করে সে বিষয়েও তেমনই আর এক দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। মণ্ডলীপতি, মণ্ডলীর পরমাচার্য্য পরমেশ্বর আমাদের আচার্য্য মহাশয়দিগকে ও আমাদিগকে দিন দিন নিকট হইতে নিকটতর যোগে সংযুক্ত করুন, যে আমরা পরস্পরের সাধনে সহায় হইতে পারি।

ব্রহ্মচর্য্য।

গতবারে স্থানাভাব বশতঃ আমরা ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মচর্য্য নামক প্রেরিত পত্র সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি নাই। এই প্রস্তাবে পত্র প্রেরকের মতের সমালোচনা করিতে ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব দেখাইতে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিব। পত্র প্রেরক বৈরাগ্য অর্থে ব্রহ্মচর্য্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরাও উক্ত অর্থে ঐ শব্দ এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করিব। ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্য কিন্তু এক পদার্থ নহে! ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আমাদের ঋষিরা ও পূর্ব্বপুরুষেরা অধ্যয়নকালীন ইন্দ্রিয় সংযম বুঝিতেন। ব্রহ্মচর্য্য এখন অনেকটা বৈরাগ্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বৈরাগ্য কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যাপার। ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া যখন সংসারের তাবৎ অসার বস্তুতে মানুষ বীতরাগ হয় তখন বৈরাগ্যের আরম্ভ হয়।

পত্র প্রেরক একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম রাজ্যের ইতিহাস আগাগোড়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, সাধনার সহিত চিরদিনই বিলাসিতার বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বদেশীয় সাধকগণই বিলাসিতাকে অন্তরায় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্ম সাধনায় অগ্রসর হইবার অভিলাষী, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে এই বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" পত্র প্রেরকের উদ্ধৃত শ্লোকটীই কতক পরিমাণে তাঁহার উক্ত কথাকে খণ্ডন করিতেছে। অম্বুপর্ণাশন হইয়াও বিশ্বামিত্র ও পরাশর প্রভৃতি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তবে অম্বুপর্ণাশনের আবশ্যকতা কি? "টেরিটী ফিরাইয়া, চেনটী ঝুলাইয়া, বসনভূষণে নানা রকমে বিভূষিত হইয়া ও মৎস্য মাংসে পরিতোষ রূপে উদর সেবা করিয়া ধর্ম্ম সাধন করা" পত্র প্রেরক "বড় কঠিন ব্যাপার" বলিয়াছেন। কিন্তু রুক্ষকেশ, চীরবাস, অনশন বা অর্দ্ধাশন দ্বারাই ধর্ম্ম সাধন যে সহজ ব্যাপার হয় তাহা কে বলিল? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে পথের প্রত্যেক ভিক্ষুককে আমাদের ব্রহ্মচারীর সম্মান দিতে হইত। বাস্তবিক সঙ্গে সঙ্গে মানস ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান না করিলে মর্কট বৈরাগ্যে কিছুই হয় না। মর্কট বৈরাগ্যে উপকার হওয়া দূরে থাকুক অনিষ্ট ডাকিয়া আনে। তন্মধ্যে একটী প্রধান অনিষ্ট অহঙ্কার বৃদ্ধি। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে যেমন কর্ম্মের গর্ব্ব উৎপাদন করে, বাহ্যিক সাধনায় সেইরূপ সাধনাহঙ্কার আনে। অহঙ্কার সকল স্থানেই দূষণীয়। যে সাধনার উদ্দেশ্য অহঙ্কার নাশ করা, সে সাধনের রাজ্যে যদি অহঙ্কার আসে, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয়। সাধনা গর্ব্ব অতীব ঘৃণাস্পদ ও অপকারী। শরীরকে ক্লেশ ও যাতনা দিয়া অনেকের মনে হয় যেন তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর দাবী জন্মিয়াছে। এই জন্য কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন যে, বাহ্যিক বিলাসিতা দিয়া ভিতরের ব্রহ্মচর্য্য আবৃত করিবে। জলের বাঁধ জল নহে, স্থল। যে ব্যক্তি বাহিরে বৈরাগী তাহার ভিতরের বৈরাগ্য ও দীনতা রক্ষা করা কঠিন। বাহিরের ব্রহ্মচর্য্য এদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। বাল্যকাল হইতে আমরা উদাসীন ও সন্ন্যাসীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছি। সুতরাং আমরা সহজেই গৈরিক বস্ত্র ও বাহিরের সংযমাদির পক্ষপাতী হইয়া পড়ি। অন্তর বিলাসী ও বিষয়ী হইয়া রহিল, অথচ বাহিরে বৈরাগী সাজিলাম, এমন বৈরাগ্য বা ব্রহ্মচর্য্যে ফল কি? একজন মুসলমান সাধুর নিকট একজন দরবেশ আসেন, তাঁহার আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। মুসলমান সাধু দরবেশের কৃষ্ণবর্ণ পরিধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে "আমার প্রভুদিগের মৃত্যু হওয়ায় অমি এই শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াছি।" এস্থলে প্রভু অর্থে কামক্রোধাদি রিপু বুঝিতে হইবে। মুসলমান সাধু তাঁহার একজন শিষ্যকে সেই দরবেশকে অপমান ও লাঞ্ছনা করিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। দরবেশকে সেইরূপ করা হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে আবার তাঁহাকে আহ্বান করা হইল। সত্তর বার তাঁহাকে এইরূপে বিদায় ও আহ্বান করা হইল। মুসলমান ঋষি যখন দেখিলেন যে দরবেশ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না, তখন তিনি তাঁহার শিরশ্চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ তোমার এই শোকবস্ত্র পরা উপযুক্তই হইয়াছে।" যে এইরূপ হইয়াছে তাহারই বাহিরের বৈরাগ্য চিহ্ন ধারণ করা উচিত। যাহার ভিতরে ব্রহ্মচর্য্যের অগ্নি জ্বলিতেছে ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণে তাহারই কেবল অধিকার, সে বেশ কেবল তাহাকেই সাজে।

"বিলাসিতা বিলাসিতাকে আনে, বিলাস পরায়ণ মন সহজে স্থির হইয়া বসিতে চায় না, কামনা কাম্য বস্তুর উপভোগে নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়," এই সকল

কথা সত্য। কিন্তু বাহ্যিক ব্রহ্মচর্য্য ও গৈরিক বস্ত্র এ বিলাসিতা ও কামনার নিবারণ হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা এই যে বিলাসের উপকরণকে বিলাস বলিয়া গ্রহণ না করিয়া ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিবে। বিলাসের বস্তুকে বিশ্বাসী দেব প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহার নিকট বিলাসিত্ব থাকে না। যে ফুল দেখিয়া বিলাসী কুভাব ডাকিয়া আনে, বিশ্বাসী তাহাতে ইষ্ট দেবতার সৌন্দর্য্য ও প্রেম দেখিয়া কৃতার্থ হন। স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহে থাকিতে হইলে কতক পরিমাণে বিষয় ভোগ ও বিলাসিতা অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে দিন রাত আরসি ধরিয়া আপন মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইবে ও বেশবিন্যাস করিতে হইবে এরূপ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মিতাচার দ্বারা বিষয় ভোগ ও বিলাসিতা নিয়মিত করিতে হইবে। আহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আপন আয় ও মর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করা অকর্ত্তব্য। এ রূপ দেখা গিয়াছে যে নবীন ব্রহ্মচর্য্যের উৎসাহে অন্ধ হইয়া অনেকে আহারাদি সম্বন্ধে এরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, যে তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগকে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতে হয়। মন, আত্মা ও শরীর, কিছুই আমাদের নিজস্ব নহে, সকলই ঈশ্বরের গচ্ছিত (Trust) ইহাদেরও কাহার ও প্রতি আমাদের অযত্ন করা উচিত নহে। শরীরও মনে বিশেষতঃ যেরূপ নিকট যোগ, উভয়ের প্রতি উভয়ের যেরূপ সহানুভূতি, তাহাতে একের প্রতি অযত্নে অন্যের দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। মহাকবি কালিদাসের "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। যাহাতে শরীর দুর্ব্বল না হইয়া পড়ে, সাধনশ্রম সহিতে পারে এরূপ আহার করা কর্ত্তব্য। অতি ভোজন নিষিদ্ধ কেন না উহাতে যেমন একদিকে পাকশক্তি হ্রাস করে, অপর দিকে তেমনি আলস্য আনয়ন করিয়া মনকে শিথিল ও সাধনবিমুখ করে। তবে সংযমের জন্য সময়ে সময়ে বস্তু বিশেষ ত্যাগ করা মন্দ নহে। পান ভোজন,বসন ভূষনাদির কোন বস্তুরউপর যদি কখন অবৈধ লোভ পড়ে তবে আত্মার কল্যাণের জন্য তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা ভাল। ভোগ্য বস্তুতে আত্মা যাহাতে বদ্ধ না থাকে ইহাই লক্ষ্য থাকা উচিত। ব্রহ্মচর্য্য ও ও বৈরাগ্য সম্বন্ধেও দেশ কাল পাত্র বিচার করিতে হইবে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ আহারাদি ও বসন ভূষণ ভদ্র সমাজে চলিত ছিল, এখন তাহা যিনি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবে। পুরাকালে ঋষিরা বল্কল পরিধান করিতেন। এখন যদি কেহ বল্কল ধারণের প্রস্তাব করেন , তাহা হইলে কয়জন লোক তাহা অনুমোদন করিবেন ?.ভোগ্য বস্তু সম্ভোগ সম্বন্ধে সুতরাং ব্রাহ্মের প্রধানতঃ দেখিতে হইবে যে (১) মিতাচার,স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ও ভদ্রতা পালন হইল কিনা? (২) আত্মা ভোগ্য বস্তু বিশেষের অধীন হইয়া পড়িল কিনা?

এই দুই বিষয়ে দৃষ্টি করিতে করিতে বিষয়ের বিষয়ত্ব ও বিলাসের বিলাসিত্ব ক্রমশঃ লোপ পাইবে, এবং আত্মা পরিশেষে ঈশ্বর প্রীত্যর্থে বিষয় রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে। বিষয় তখন সাধনের অন্তরায় না হইয়া অনুকূল হইবে। প্রথমে বিষয়, বিষয় ও বিঘ্ন থাকিবে। যতদিন সে অবস্থায় থাকিতে, হয়, ততদিন যেন আত্মা বিষয় বিশেষের মোহকারাগারে বন্দী হইয়া না পড়ে। একবার যখন বিষয়ের বিষয়ত্ব চলিয়া গেল, ভিতর বাহির —এক হইয়া গেল, তখন বিষয় ভোগ কেবল ঈশ্বরের প্রীতির জন্য হইবে। মর্কট ব্রহ্মচর্য্য নিকৃষ্ট উপায়— মানস ব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিধানের—বিধি।

প্রেরিত পত্র।

মহাশয়! ২০এ বৈশাখ কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উৎসব—তদুপলক্ষে১৯এ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়া ২৭এ বৈশাখ পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছে। ছাত্রসমাজের উৎসব ধরিয়া ১২।১৩ দিবস এখানে উৎসব হইয়াছে। উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ আর লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না—সংক্ষেপতঃ এইমাত্র লিখিতেছি যে উপাসনা সংকীর্ত্তন বেশ হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে ঢাকা হইতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে সশিষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন— তিনি প্রায় ২০ দিবস এখানে অবস্থিতি করিয়া শান্তিপুরে গিয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত প্রচার প্রণালী ও তাঁহার কতকগুলি মত সাধারণের নিকট প্রকাশ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। অত্র স্থানের অনেক ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম এবার তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার যোগ পথাবলম্বনের পরে এবার লইয়া তিনি অত্র স্থানে তিন বার আসিলেন—পূর্ব্বের দুই বারে তাঁহার সহিত আলাপে এবং তাঁহার প্রচার কার্য্য দেখিয়া যতটুকু তাঁহার মত জানিতে পারিয়াছিলাম—এবার তাহা হইতে অনেক বেশী জানিতে পারিয়াছি। বিগত ফাল্গুন মাসের তত্ত্বকৌমুদীতে মহর্ষি মহাশয়ের পত্রের উত্তরে তাঁহার যে পত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতেও অতি অস্পষ্টভাবে তাঁহার মত ব্যক্ত হইয়াছে। আপনারাও বোধ করি, তাঁহার সমস্ত জানেন না; জানিলে তাঁহার মত অবশ্যই এত দিন সমালোচিত হইত। তিনি বলেন, তাঁহার মতই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মত—যদি তাহাই সত্য হয়, তবে আপনারা সেই মতের সমর্থন করুন—নতুবা ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করুন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে লইয়া আপনারা যত আন্দোলন করিয়াছেন—গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া তাহার কিছুই করেন নাই। মত ঘর্ষিত হউক—পরীক্ষার কষ্টি পাথরে যাহা স্বর্ণ তাহা সাধারণে বুঝিয়া লউক।

১। গোস্বামী মহাশয় কাহারও বুদ্ধি ভেদ ঘটান না। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি যদ্যপি অশ্বকে ঈশ্বর মনে করে, আবার তাহার সেই ঈশ্বর নরবলিতে সন্তুষ্ট হয় এই জ্ঞানে, ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে নরবলি দিয়া তাহার পূজা করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে প্রথমে সেই অশ্বরূপেই দর্শন দিয়া ক্রমে অজ্ঞানতা দূর করিয়া প্রকৃতরূপে দর্শন দিবেন। তাঁহার মতে পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপের অন্যথা করিয়া ভক্তের কল্পিতরূপ পরিগ্রহ

করিয়া থাকেন। মহা প্রলয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ নাশও স্বীকার করিয়া থাকেন।

২। গোস্বামী মহাশয় সমস্ত দেব দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের আবার স্বতন্ত্র বাসস্থান বা লোক আছে, তাহাও মানেন। ইহাও বলেন যে, যে যাঁহার উপাসক, তিনি তাহাকে সেইরূপে দর্শন দিয়া ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান—তাহার পরমার্থ পক্ষে তিনি সহায় হন। গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং নৃসিংহ অবতার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এইরূপ প্রকাশ করেন।

৩। তিনি অতি গোপনে লোককে দীক্ষিত করেন। দীক্ষিত করার সময় তিনি তাঁহার গুরুদেবের অনুমতি লইয়া থাকেন—গুরুর অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও মন্ত্র দিতে সমর্থ নহেন। গুরুদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুমতি করেন। তিনি স্থূলদেহে বা সূক্ষ্মদেহে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কোন্ নাম বা কোন্ বীজ মন্ত্র কোন্ শিষ্যের উপযোগী তাহাও তাঁহার গুরু নিজে ঠিক্ করিয়া দেন। গোস্বামী মহাশয়ের শরীর রোগে ভগ্ন সেই জন্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহার শরীর হইতে সূক্ষ্মদেহ বাহির করিয়া অন্যকে মন্ত্র দেওয়ান। ঈশ্বর বিশ্বাসী হইলেই তাঁহার অবলম্বিত সাধন প্রণালী গ্রহণের অধিকারী।

৪। গোস্বামী মহাশয়ের সাধন প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাকে স্বধর্ম্ম ছাড়িতে হয় না। একজন ঘোর শাক্ত, তাহার পূর্ব্ব-পূজা পদ্ধতি ঠিক্ রাখিয়া তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়া সাধন ভজন করিতে পারে, কাহাকেও তিনি স্বধর্ম্ম ছাড়িতেও উপদেশ করেন না। সাধন প্রভাবে মন্ত্র শক্তিতে কালে তাহার ভ্রম দূর হইবে বলেন।

৫। তাঁহার একজন গণ্ডমূর্খ শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাকে তিনি মন্ত্রের বা নামের অর্থ বুঝাইয়া দেন নাই। সে মন্ত্রের অর্থও জানে না।

৬। মন্ত্র প্রদান কালে শিষ্যকে কতকগুলি নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হয়। কাহাকে কাহাকেও এই এই কর্ম্ম করিও না বলা হয়—আবার কাহাকেও বা যখন যে কার্য্যে পাপ বোধ হইবে, তখন সেই কার্য্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতে বলা হয়। উপদেশের মধ্যে সাধনের বিঘ্ন হইতে দেখিলে কাহাকে গুরু চিন্তা করিতেও বলা হয়। গুরু চিন্তা করিলে, গুরু যেখানে থাকুন, উপস্থিত হইয়া সাধনে সহায়তা করেন।

৭। তাঁহার মন্ত্র শিষ্যগণের প্রত্যেকের মুক্তির জন্য তিনি নিজে দায়ী থাকেন। যতগুলি লোককে তিনি দীক্ষিত করিবেন, যে পর্য্যন্ত তাহাদের সকলের সদ্গতি না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহারও উদ্ধার নাই। শিষ্যদের মুক্তির জন্য তাঁহাকে পুনর্জ্জন্মও গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যে কেহ যে দণ্ডে যে পাপ কার্য্য করিবে, সেই দণ্ডেই সেই পাপের ছবি গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া থাকে।

৯। মন্ত্র প্রদান কালে যে শক্তি প্রদান করা হয়, শিষ্য কোন প্রকার পাপকর কার্য্য করিলে তিনি বা তাঁহার গুরুদেব বা অন্যান্য মহাপুরুষেরা সেই শক্তি অলক্ষিত ভাবে হরণ করিয়া লইয়া থাকেন। শিষ্য পাপকর কার্য্য ছাড়িয়া প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্র জপ করিলেও,সেই শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত না হইলে, আর কোন ফল পাইতে পারে না।

১০। তিনি বলেন, তিনি কোন সমাজের নহেন—তিনি হিন্দুর—অথচ হিন্দু সমাজের নহেন—তিনি মুসলমানের—অথচ মুসলমান সমাজের নহেন—তিনি ব্রাহ্মের (বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্মকে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম বলেন না) অথচ ব্রাহ্ম-সমাজের নহেন। তিনি ছাগ-শোণিত-প্লাবিত দেবী মন্দিরকে যে চক্ষুতে দেখেন, ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরকেও সেই চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকায় শ্রীচরণ বাবু যে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহা তিনি পছন্দ করেন না। এমন কি শ্রীচরণ বাবুকে গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং এবং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ, কেহ তাঁহাকে ঐ রূপ পক্ষ সমর্থন করিতে নিষেধও করিয়াছিলেন।

এইত গেল তাঁহার ধর্ম্মমত ও প্রচার প্রণালী—ইহা ব্যতীত যোগ প্রভাবে নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্য হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করেন। যোগ প্রভাবে কলিকাতায় থাকিয়া বিলাতের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন—সকলের মনের ভাব বলিতে পারেন—ভূত ভবিষ্যৎ সব জানিতে পারেন। স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোক প্রভৃতিতে গমন-শক্তি—পরলোকগত আত্মা দেখা—মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়া শবকে জাগ্রত করা—এমন কি বহু দিনের কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত ভাল করা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য যোগবলে সম্পন্ন করিতে পারেন।

আপনাদের প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও যোগের এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য স্বীকার করেন—কিন্তু তিনি গোস্বামী মহাশয়ের সমস্ত মত স্বীকার করেন কিনা জানি না। গোস্বামী মহাশয় বলেন নগেন্দ্র বাবু ও উমেশ বাবুও তাঁহার মতাবলম্বী। আমরা তাঁহার নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছি এবং যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্ত প্রকাশ করিলাম—আপনাদের এ সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য থাকিলে তাহা করিবেন।

কাকিনীয়া } অনুগত
৫৯। ১০ই জ্যৈষ্ঠ } শ্রীঅনাথবন্ধু রায়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ

বরিশাল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বরিশালের অন্তর্গত আস্কর গ্রামে খৃষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ অন্য দুইটী ব্রাহ্ম-বন্ধু বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং বাবু রামকুমার ঘোষ মহাশয়গণ সহ একত্রিত হইয়া উক্ত স্থানে গমন করেন। উক্ত দিবস গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সকালবেলা উপাসনা হয়। উপাসনায় প্রায় ৪০ জন নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অধিকাংশই খৃষ্টান। উপাসনা ও কীর্ত্তনে সকলের চিত্তই আকৃষ্ট হইয়াছিল। যে সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এত কাল এদেশীয়েরা নিদারুণ উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে, উচ্চ-বংশীয় যুবকগণ সেই চির অস্পৃশ্য চণ্ডালদিগের ঘরে আতিথ্য গ্রহণও তাহাদের দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম গান করিতেছেন। সেই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দেশের শীতল বাতাসে "ব্রহ্মকৃপাহি-কেবলম্" নিশান উড়িতেছে, দয়াল নামের ধ্বনিতে চারিদিক হাসিতেছে, চারিদিক্ হইতে যুবক যুবতী, বালকবালিকা অবাক্ হইয়া দেখিতেছে, শুনিতেছে, ছুটিয়া আসিতেছে।

এ দৃশ্য কতই না সুন্দর! নিকটবর্ত্তী বাগধা গ্রামের যে কয়েকটী লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে তাহারাও এথানে আসিয়া যোগ দান করিয়াছিল। পরদিন বাগধা যাওয়া হয়, সেখানে ২।৩ দিন থাকিয়া ভদ্র ও সাধারণ সমস্ত লোকের মধ্যে প্রচার করা হয়। কোন কোন লোক ব্রাহ্ম সমাজে নূতন যোগ দান করিয়াছে। এবার বাহিরের প্রচার অপেক্ষা যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার দিকেই বেশী মনোযোগ করা হইয়াছে।

বাঁশবেড়িয়া।

বিগত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্র, শনি ও রবিবার বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব, নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।—

১৩ই জ্যৈষ্ঠ—রাত্রি ৭॥টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উপাসনা, উপদেশ ও সঙ্গীত।

আদি সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনা ও উপদেশ সকলেরই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও সঙ্গীত। উপাসনার কার্য্য স্থানীয় সম্পাদক দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—রাত্রি ৭॥টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপদেশ ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সকলেই উপাসনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইবার কিছু পরেই ভক্তি ভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ ভাবে উন্মত্ত হইয়া সভামধ্যে উঠিয়া নৃত্য ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করেন। এবং তাহাতে গোস্বামী মহাশয় অচেতন হইয়া পড়েন; এই জন্যই পদ্ধতি অনুসারে উপাসনাদি আর কিছুই হয় নাই। ২।৩টী সংকীর্ত্তন শেষ হইলে পর গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের একটী উপাখ্যানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে পুনর্ব্বার নৃত্য ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

রবিবার প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উপাসনা, উপদেশ ও সংগীতাদি হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবু উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনা ও উপদেশ সকলেরই প্রীতিকর হইয়াছিল।

রবিবার বৈকালে—৬টা হইতে রাত্রি ৮॥টা পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ত্তন। নগেন্দ্র বাবুর বাটী হইতে আরম্ভ হইয়া সমাজ গৃহ পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছিল। নগর সংকীর্ত্তন অতিশয় হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। তাহাতে গ্রামের অনেক হিন্দু যুবক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তৎপরে মন্দিরে আসিয়া নগেন্দ্র বাবু সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়া উৎসব কার্য্য শেষ করেন।

এই দিন রাত্রে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনা করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ হওয়ায় তিনি সমাজে আসিতে পারেন নাই।

আমাদের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নগেন্দ্র বাবু ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে আনিবার জন্য প্রস্তাব করেন। আমরা আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি শান্তিপুরে গোস্বামী মহাশয়কে পত্র লিখিয়া পাঠান। পরে তিনি উৎসবের পূর্ব্ব দিনে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অনেক দিন পরে আমরা তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই। শনিবার দিন রাত্রে নগেন্দ্র বাবুর বাটীতে বিশেষ ভাবে উপাসনা করিবার জন্য তাঁহার উপর ভার ছিল। সেই জন্য গ্রামের কতকগুলি হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষ তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা যেরূপ আশা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হয় নাই। তাহার কারণ প্রথমে একটী সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়; তাহাতেই গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন এবং যখন খোল খুব বেগে বাজিতে লাগিল, তখন কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে "হরি হরি বোল", কেহ বা "জয় নিত্যানন্দ অনন্ত" কেহ বা "জয় গোপাল" কেহ বা "রাধে রাধে" কেহ বা "জয় মা আনন্দময়ী" বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহাতে অন্যান্য উপাসকদিগের উপাসনার বড়ই ব্যাঘাত জন্মিয়া ছিল। বিশেষ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "এই হরি, হরি সুন্দর চোখ থাকেত দেখেনে" বলিয়া ভয়ানকরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শরীরে আঘাত লাগিবার ভয়ে কেহ কেহ নৃত্য স্থান হইতে সরিয়া বসিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয় অচেতন হইয়া পড়িলেন অচেতন হইয়া পড়িলে, (যে কোন কারণেই হউক) তাঁহার দলভুক্ত নহেন, এমন দুই একজন বন্ধু গোস্বামী মহাশয়কে ধরিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার একজন শিষ্য, তাঁহাদিগকে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে বাধা দিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার শিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন এবং দেখিয়াছি, চেতন অবস্থাতেও তিনি এ বিষয়ে কাহাকেও বাধা দেন না। পর দিন নগর সংকীর্ত্তনের সময় তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন ও নগেন্দ্র বাবু সেই অবস্থায় কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করায় গাত্রোত্থান করেন।

গোস্বামী মহাশয়ের আচরণের মধ্যে বিশেষ কিছু দেখা গেল না, যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া বোধ হইতে পারে। তিনি ভাগবতের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া যে উপদেশটী দিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মসঙ্গত। কিন্তু তাঁহার শিষ্য-দিগের মধ্যে এরূপ অনেক আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা তাঁহাদিগের গুরুকে এত অধিক ভক্তি করেন, যাহাতে তাঁহাদের নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক ক্ষতি হইয়া থাকে। কেহ কেহ গুরু নৃত্য করিলে নৃত্য করেন ও গুরু আহার না করিলে আহার করেন না, এবং অন্যান্য সম্বন্ধে গুরু যেরূপ আচরণ করেন, তাঁহারাও অবিকল তাহাই করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ সংকীর্ত্তনের সময়ে তাঁহারা 'জয় নিত্যানন্দ' 'জয় গোপাল' 'রাধে' ইত্যাদি কথা এত ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহাতে হিন্দুরা তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই বৈষ্ণব বলিয়া মনে করেন। অবশ্য ধর্ম্মসম্বন্ধে যে তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবন যে সাধারণ লোক অপেক্ষা উন্নত তাহাতেও সম্পূর্ণ সন্দেহ করি। যাঁহারা মন্ত্র দলভুক্ত নহেন এরূপ ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা তাঁহারা আপনাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অগ্রসর বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও প্রেমপূর্ণ ভাবে মিশ্রিত হন না। এমন কি কেহ কেহ এত নীতিবর্জ্জিত যে সময়ে সময়ে সামান্য তর্কবিতর্কে উত্তেজিত হইয়া অশ্লীল কথা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

নগেন্দ্র বাবু এমন কোন আচরণ প্রদর্শন করেন নাই যাহা বিশেষ ভাবে আপত্তিজনক বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে এই যে তিনিও অনেক অনেক কার্য্যে গোস্বামী মহা-শয়ের শিষ্যদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

নলহাটী।

এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য যে কত প্রকার ধর্ম্মের উদ্ভব হইল তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোনও ধর্ম্মই পিতার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে পারিল না, অনেকেই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, সত্যের নামে অসত্য প্রচার করিয়া জগৎকে কলঙ্কিত করিল। দয়াময় পিতা তাঁহার সন্তানদের দুরবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাই দয়া করিয়া পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন। এই শিশুর ডাকে জগদ্-বাসীর মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সকলেই শিশুর কথা শুনিতে ব্যস্ত। দয়াময় পিতা তাহাদের প্রাণের পিপাসা দূর করিবার জন্য স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। আজ মরুভূমিতে জলাশয়ের সৃষ্টি হইল। নলহাটীতে তাঁহার কৃপা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। দয়াময় ধন্য তোমার করুণা, ধন্য তোমার মহিমা।

বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার নলহাটীতে একটী ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে উদ্বোধন, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা করেন এবং উপাসনান্তে আত্মার জাগ্রৎ অবস্থা বিষয়ে একটী উপদেশ প্রদান করেন।

বিকালে ৫টার সময় নগর সঙ্কীর্ত্তন এবং রাত্রিতে উপাসনা. ২৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই সমাগত বন্ধু মণ্ডলী এবং স্থানীয় ব্রাহ্মগণ সোৎসাহ মনে এবং প্রফুল্লচিত্তে প্রতিষ্ঠা স্থলে সমবেত হইতে লাগি-লেন। ব্রহ্মনামে আকাশ পূর্ণ হইল। সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনের পর উপাসনা আরম্ভ হইল। সেই অনুকূল সময়ে বিদ্যারত্ন মহা-শয় "আত্মা কিরূপে জাগ্রৎ হইবে" এই বিষয়ে অতি গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করেন। আমরা পরে সেই উপদেশটি প্রকাশের জন্য পাঠাইতে চেষ্টা করিব।

অপরাহ্ন প্রায় ৩॥০ টা হইতে কবীরের উক্তি হইতে বিদ্যা-রত্ন মহাশয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে স্থানীয় স্কুলগৃহে একটী সভা আহূত হয়। স্থানীয় ভদ্রলোক সকলেই সভা-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী অত্যন্ত সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

রাত্রিতে প্রতিষ্ঠাস্থলে সকলে সমবেত হইয়া সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়া উৎসব শেষ করেন।

করুণাময় ভগবানের অপার কৃপায় মরুভূমিতে দয়াল নামের স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার কৃপায় আমাদের পাপরাশি ধৌত হইয়া যায়।

প্রতি বুধবার সন্ধ্যার পর সামাজিক উপাসনা ও রবিবার বিকালে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনাদি হইয়া পাহাড়ে যাইয়া উপাসনা হইবে। সমাজের অধীনে একটী পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি দয়া করিয়া কেহ ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক অথবা পত্রিকা ভিক্ষা স্বরূপ প্রদান করেন তাহা হইলে তত্রত্য ব্রাহ্মগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইবেন।

বিবাহের উপহার।

স্নেহাস্পদা শ্রীমতী নির্ম্মলাদেবীকে তাহার বিবাহ উপলক্ষে স্নেহের উপহার।

১১ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৫ সন।

প্রাণের নির্ম্মলা!

আমাদিগকে ছাড়িয়া তুমি অন্য গৃহে চলিলে। সেই গৃহের সুখ দুঃখ অনেক পরিমাণে তোমার চরিত্র ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করিবে। তুমি জান আমি দরিদ্র; কোন প্রকার ধনরত্ন তোমাকে উপহার দেওয়া আমার সাধ্য নাই। এই সময়ে তোমাকে কয়েকটী উপদেশ দিতেছি। আশাকরি চিরদিন এই উপদেশ গুলি তুমি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে; এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যত্নবতী হইবে। তুমি এই উপদেশানুসারে

জীবন যাপন করিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিবেনা। আমি এই উপদেশ গুলি ধনরত্ন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ মনে করি। এই স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।

১। রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে সকল অবস্থাতে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে এবং তিনি যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহাই তোমার মঙ্গলের জন্য ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিবে।

২। আলস্য বহু পাপের মূল। উহা সর্ব্বদা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

৩। শরীর ও মন সর্ব্বদা সুস্থ রাখিবে। কারণ শরীর ও মন যাহার সুস্থ সেই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী।

৪। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

৫। প্রতিদিন সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে।

৬। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করিবে।

৭। তোমার নাম নির্ম্মলা। সর্ব্বদা নির্ম্মল চরিত্র থাকিয়া নামের সার্থকতা করিবে।

৮। সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্ত থাকিতে যত্ন করিবে এবং কখনও কাহাকেও কটুবাক্য কহিবে না।

৯। শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে পিতা মাতার ন্যায় সেবা ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে।

১০। স্বামী ও দেবর প্রভৃতিকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিবে ও আদর করিবে।

১১। সর্ব্বদা সত্যবাদিনী, নম্র ও লজ্জাশীলা হইবে। বহুভাষিণী ও অমিতব্যয়ী হইবে না।

১২। কখনও কাহারো সহিত কলহ করিবে না।

১৩। গৃহের দাস দাসী দিগের প্রতি মিষ্ট ও সদ্ব্যবহার করিবে।

১৪। বাহ্যিক বিষয়ে মুগ্ধ হইবে না। অন্তরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

১৫। সকল প্রকার কপট ব্যবহার ত্যাগ করিবে।

১৬। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য চিরদিন যত্ন করিবে।

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী
স্নেহের বাবা
শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

একজন গায়িকার ধর্ম্মভাব। নরওয়ে দেশের সুবিখ্যাত গায়িকা জেনিলিণ্ড একজন অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির রমণী ছিলেন। যখন সমগ্র ইউরোপে তাঁহার যশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন একদিন তিনি একখণ্ড সারসিতে আপন হীরকাঙ্গুরী দ্বারা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি লিখিয়াছিলেন;—

"সৃষ্ট বস্তুতে শান্তির জন্য বৃথাই যত্ন করিলাম, কেবল অসুখেরই কারণ হইল ও আমাকে ঈশ্বরাভিমুখী করিল। প্রভু! যতদিন না আমার প্রাণ তোমাতে বিশ্রাম করে, ততদিন আর আমি কিছুতেই বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে পারিব না।" ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। সরল ভাবে যিনি আত্মপরীক্ষা করেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে ধন মানাদি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে আত্মা কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না। আত্মার প্রকৃতিই তেমন নহে। যতদিন না আত্মা আত্মারাম পরমাত্মাতে আরাম লাভ করে, ততদিন তাহার সুখ লাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কি আশ্চর্য্য! জগৎ শুদ্ধ লোক সুখান্বেষণে ব্যস্ত অথচ এই সরল স্বাভাবিক সুখের পথ কেহই অনুসরণ করিবে না, ইচ্ছা করিয়া যাতনার শয্যা ও কষ্টের উপাদান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করিবে।

সত্য ভূমি;—ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তথায় অবস্থান করা বড়ই কঠিন। কত লোককে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে দেখিলাম, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জনের মুখ আজ দেখিতে পাওয়া যায়? পুরাতন ব্রাহ্মের সংখ্যা কত অল্প! এই দেখিলাম যে এক জন লোক ধর্ম্মোৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া হাউইয়ের মত আকাশে উঠিয়া গেল, ভাবরূপ কত তারাই সে বিকীর্ণ করিল! লোকে সেসব দেখিয়া অবাক্ ও মুগ্ধ হইল। কিন্তু দিন কতক পরে দেখি যে ব্রাহ্মসমাজে আর সে লোকের চিহ্ন নাই। সে ধর্ম্মোৎসাহ, সে ভাবোন্মত্ততার নিদর্শন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার না ভয় হয়? আজ আমরা ব্রাহ্ম আছি, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আপনার কার্য্য বলিয়া করিতেছি। কাল কি দুই দশ দিন আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিতে পারি, কিন্তু তার পর যে ব্রাহ্মসমাজে থাকিব কে বলিল? সকলেরই সুতরাং দেখা উচিত, যে তাঁহার ধর্ম্মজীবন কোন্ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? ভাবোচ্ছ্বাস ও মাতামাতির উপর যিনি আপন জীবন রাখিয়াছেন, ভাববিলাসিতাকে আপন জীবনের নেতা করিয়াছেন, তাঁহার বড়ই বিপদ্। সাময়িক উচ্ছ্বাস ও আনন্দ লইয়া যিনি নিশ্চিন্ত তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সত্য ভূমির উপর যতদিন না জীবন প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন কেহ যেন আপনাকে নিরাপদ মনে না করেন। এই সত্যভূমি কি? সকলেই এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন বিশ্বাস। কিন্তু সে বিশ্বাস বস্তুটা কি যাহার উপর জীবনকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে? অধিকাংশ লোকেই অন্ধ বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্ম জগতে বাস করে। কেন বিশ্বাস করে বলিতে পারে না, অথবা সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয় আদি কতকগুলি তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রচলিত বচনের দোহাই দিয়া নিরস্ত হয়, সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ কি? সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য অপরিহার্য্য ও অবশ্য বিশ্বাস্য কি না, এসকল কথার কিছুই মীমাংসা করিতে পারে না। যদি বা জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা বিশ্বাসের ভূমি স্থিরীকৃত করিয়া থাকে, সাধনাভাবে তাহা জাগ্রৎ হয় না। বিচার নির্ণীত ঈশ্বর তাহার বিচারের ফল থাকিয়া যায়। জ্ঞানানুশীলন ও বিচার দ্বারা অগ্রে ব্রহ্ম বস্তু নির্ণয় করিয়া পরে সাধনার প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ণীত সত্যকে জীবন্ত ও জাগ্রৎ করিতে হইবে। আমি

তাহাকে তর্ক যুক্তি করিয়া বুঝিলাম এ ভাব যত দিন না ঘুচিবে, এবং তিনি আপনি আপনাকে বুঝাইলেন—আপনার প্রমাণ আপনি দিলেন, এ ভাব যত দিন না জন্মিবে, ততদিন সাধনার প্রক্রিয়া চালাইতে হইবে। ঈশ্বর আমার কল্পনা নহেন, আমি সেই পরমাত্মসাগরের একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র, ঈশ্বর আমার মনঃকল্পিত মানবীয় আদর্শের অনন্ত প্রসারণ নহেন, আমি তাঁহার অনন্ত প্রকৃতির একবিন্দু প্রকাশ। এরূপ দৃঢ় সিদ্ধান্তে প্রাণ যতক্ষণ না উপস্থিত হয়, ততদিন ধর্ম্ম-জীবনের কিছুই স্থিরতা নাই। ঈশ্বর স্বরূপ ও এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার রূপ, এই ভাব বহুসাধনা ও দীর্ঘকাল তপস্যায় জন্মে। তদপেক্ষা সহজপথ বিবেককে ঈশ্বরবাণী বলিয়া উপলব্ধি করা। বিবেকের কথা আমার কথা নহে, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেননা বিবেকের কথা আমার কথা হইলে উহার সহিত আত্মার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ লুপ্ত হয়—আমিই বিচারক, আবার আমিই অপরাধী কিরূপে হইব? বিবেক বাণীতে ঈশ্বর প্রকাশ অনুভব করিলে ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ও নিরবলম্ব অর্থাৎ Objective অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সহজ হইয়া উঠে, সন্দেহের পথ নিরাকৃত হয়। "শব্দ ব্রহ্ম" যে আমরা শুনিয়া আসিতেছি, তাহা এখানেই প্রযুজ্য, কেননা, কেবল বিবেক বাণীরই ব্রহ্মসংজ্ঞা করা সম্ভব। প্রাণ ও বিবেকরূপী ঈশ্বরে আত্মপ্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মজীবনের সত্য-ভূমি। যিনি এই ভূমি পাইয়াছেন, তিনি অমরত্বের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন। সংসার ও প্রলোভনের নিকট ইঁহার সাময়িক পরাজয় সম্ভব, কিন্তু মৃত্যু অসম্ভব। ইনি দিন কতক ব্রাহ্ম থাকিয়া অব্রাহ্ম হইয়া যাইবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

সংবাদ।

রসাপাগলা ব্রাহ্মসমাজ; বিগত ১৯এ চৈত্র শনিবার রসাপাগলা ব্রাহ্ম সমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য নিকট- বর্ত্তী স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও রাত্রিতে বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা ও উপদেশ গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উপাসনা স্থলে অনেক গুলি হিন্দু উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই উপাসনা ও বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

নাম করণ,—বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার রসাপাগলার পোষ্টমাষ্টার বাবু রজনীকান্ত দেবের প্রথম পুত্রের নাম করণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তদুপলক্ষে অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা তাঁহার বাগান বাটীতে সম্মিলিত হন। বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুত্রটীর নাম নির্ম্মলচন্দ্র রাখা হইয়াছে।

গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার মাণিকদহ গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী স্বর্ণময়ী ঘোষ মহাশয়ার ২য় কন্যার (৩য় সন্তান) ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে নাম করণ হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কন্যার নাম শ্রীমতী হেমপ্রভা ঘোষ রাখা হইয়াছে।

লছমন প্রসাদ;—ইঁহার প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সুখ সম্বাদ নামক পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন,—১১ই মার্চ্চ বাবু লছমন প্রসাদ সীতাপুর নামক স্থানে গমন করেন এবং হাইকোর্টের উকীল বাবু বলদেব প্রসাদের বাটীতে ১৯এ ও ২০এ তারিখে "ভালবাসা" ও "আত্মোন্নতি" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে সীতাপুরের অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন তথায় উপর্য্যুপরি তিন দিন ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। ইনি ১৮ই এপ্রিল তারিখে শাহরাণপুর হইয়া মীরাট গমন করেন। সেখানে এক সপ্তাহ কাল ধর্ম্মালোচনা হয়। ৬ই তারিখে বাবু গেদনলালের বাটীতে বক্তৃতা করেন এবং ৭ই তারিখে সদর বাজারস্থ নিউ মেডিক্যাল হলে "প্রেম ও মুক্তি" সম্বন্ধে ও ৮ই তারিখে এসোসিয়েষণ হলে "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে ইনি হরিদ্বার গমন করেন এবং তথায় এক প্রসিদ্ধ মোহান্তের আশ্রমে ধর্ম্মালোচনা হয়। আলোচনা স্থলে প্রায় একশত সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়াছিলেন। হরিদ্বার হইতে প্রচারক মহাশয় দেরাদুন যাত্রা করেন এবং তত্রত্য গুরুদরবারে ১১ই এপ্রিল তারিখে "ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসংবাদ" শীর্ষক একটী বক্তৃতা করেন এবং ১৩ই তারিখে ট্রেনিং স্কুলে "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও ভ্রাতৃ ভাব" এবং ১৫ই তারিখে "মনুষ্য জীবন ও তাহার উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন উকীল বাবু অনন্তরামের বাটীতে উপাসনা কার্য্য ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত সুখ সম্বাদ নামক পত্রিকা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং সুখ সম্বাদ মুদ্রা-যন্ত্রের জন্য এ পর্য্যন্ত ১১০৪৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক টাকার অভাব রহিয়াছে।

পুনা ব্রাহ্মসমাজ;—সেতারার মহারাজ শ্রীমান্ শাহাজী একজন অনুরাগী ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। ইঁহার বাটীতেই পুনা ব্রাহ্মসমাজ। ইঁহার প্রাসাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় হলটী ইনি ঈশ্বরোপাসনার জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(আগষ্ট, সেপ্টেম্বর—১৮৮৭ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	২॥০
বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	২॥০
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ	১॥০
,, অতুলচন্দ্র দত্ত	ঐ	১৲
,, দ্বারকানাথ ঘোষ	ঐ	১৲
,, শশিভূষণ সেন	ঐ	২৲

বাবু কালীশঙ্কর সুকুল	কলিকাতা	·২৲
,, যশোদালাল সাহা	ঐ	২৷৷॰
,, হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	আলিগড়	১৷৷॰
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১৲
ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়	ঐ	৫৲
বাবু শশিভূষণ বসু	ভবানীপুর	৮৲
,, প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রংপুর	৭৲
,, আশুতোষ মিত্র	কলিকাতা	২৷৷॰
,, ফণীন্দ্রমোহন বসু	ঐ	২৷৷॰
,, দেবেন্দ্রনাথ পাল	ঐ	২৷৷॰
,, দ্বারকানাথ শেঠ	ঐ	২৷৷॰
,, অমৃতলাল মজুমদার	ঐ	৫৷৷॰
,, আশুতোষ মিত্র	ঐ	১।॰
,, উমেশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	২৷৷॰
পঞ্চসার জ্ঞানদায়িনী সভার পুস্তকালয়	সম্পাদক	৩৵॰
ছাত্রসমাজ সম্পাদক	কটক	
বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষাল	কলম	১২
শ্রীমতী নৃত্যকালী পাল	কলিকাতা	৷৷৵॰
বাবু কালীচরণ সেন	জগন্নাথপুর	৩৲
,, ভগবতীচরণ দাস	ভবানীপুর	২৷৷॰
,, শিবচন্দ্র দাস	ঐ	১৷৷॰
,, নীলমাধব মজুমদার	কৃষ্ণনগর	১৲
শ্রীমতী রাজবালা রায়	হরিনাভি	৩৲
বাবু শ্যামাপদ রায়	কলিকাতা	২৷৷॰
,, ভুবনমোহন রায়	ঐ	২৷৷॰
,, নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিক	ডিব্রুগড়	৩৲
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, দেবেশ্বর গগৈ	জয়পুর	৪৸॰
,, হরকুমার রায় চৌধুরী	কলিকাতা	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	১৲
,, কেদারনাথ রায়	ঐ	৷৷॰
,, দুর্গামোহন দাস	ঐ	২৷৷॰
শ্রীমতী অন্নদাময়ী দাস	স্বর্ণগ্রাম	৩৲
বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ	শোলাকুড়া	৬৲
,, শশিভূষণ বিশ্বাস	কলিকাতা	২৷৷॰
,, কৈলাসচন্দ্র প্রধান	বামণঘাটি	৩৲
মজুমদার এণ্ড কোং	কলিকাতা	২৷৷॰
বাবু হরিদাস বসু	বোলপুর	
,, অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	রামপুরহাট	
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	রামপুরহাট	
বাবু যদুনাথ রায়	ঐ	৩৲
,, ভুবনমোহন দাস	ভবানীপুর	২৸॰
শ্রীমতী শান্তমণি দাসী	হাবড়া	৩৲
বাবু নন্দলাল মিত্র	কলিকাতা	
সম্পাদক ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন	তেঘরিয়া	
বাবু উমেশচন্দ্র শূর	কলিকাতা	২৷৷॰

বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	১৲
,, নন্দকুমার চৌধুরী	ঐ	২৷৷॰
,, ভোলানাথ সরকার	মানভূম	১৷৷॰
,, প্যারীমোহন দাস	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র	ঐ	২৷৷॰
বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, রাধাগোবিন্দ সাহা	ঐ	১।॰
,, গঙ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মুরশিদাবাদ	১০৷৷৵
,, ভবানীকিশোর মজুমদার	বহরমপুর	৩৲
,, আবিরচাঁদ বর্ম্ম	জিয়াগঞ্জ	৫৸॰
,, হরিনারায়ণ দাঁ	কলিকাতা	২৷৷॰
,, মহিমচন্দ্র দে	ডিব্রুগড়	৩৲
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	কলিকাতা	১৲
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	বরাহনগর	২৲
বাবু রাজেশ্বর গুপ্ত	চট্টগ্রাম	৩৲
,, আনন্দমোহন বসু	কলিকাতা	২৷৷॰
,, আশুতোষ বসু	ঐ	২৷৷॰
,, শশিভূষণ তালুকদার	টাঙ্গাইল	৫৲
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৷৷॰
,, অতুলচন্দ্র দত্ত	ঐ	১৲
,, মধুসূদন সরকার	লাহোর	১৩৸৵॰

(ক্রমশঃ)

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৫ই আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং ওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতিখণ্ডের মূল্য

পূজার আয়োজন।

(রক্ষা কর নিজে নাথ! হ'য়ে কর্ণধার।)

ভাসা'য়ে জীবনতরী সংসার সাগরে,
ছিনু, তুলিয়া তাহে আশার বাদাম,
নিজে হ'য়ে কর্ণধার, আনন্দ অন্তরে,
অনুকূল বায়ুবেগে যাব অবিরাম।
হেনকালে কালমেঘ—পাপ প্রলোভন
উঠিল গগন মাঝে, বহিল তুফান,
ছিঁড়িল আশার পাল, হ'য়ে খান খান,
বিকল হইল বুদ্ধি দিগ্‌ দরশন।
অবস্থার স্রোতে এবে চলেছি ভাসিয়া;
গর্জ্জি'ছে তরঙ্গ ঘোর আস্ফালন করি';
দেখিতে না পাই কূল; বিষম আঁধার;
তরঙ্গ-আঘাতে তরী যায় বা ভাঙ্গিয়া!
পারি না অপটু আমি, চালাইতে তরী;
রক্ষা কর নিজে নাথ! হ'য়ে কর্ণধার।

শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া কোন্ জননী স্থির থাকিতে পারেন? বিশ্বজননি! আমি তোমার নিকট দিন রাত ক্রন্দন করিতেছি। কেমন করিয়া বলিব, যে তুমি সে ক্রন্দন শুনিয়া উদাসীন আছ? আমি দেখিতেছি, তুমি আমাদের জন্য অস্থির হইয়া পরিত্রাণের নানাবিধ কৌশল বিস্তার করিতেছ। তোমার স্নেহ লক্ষ জননীর স্নেহ অপেক্ষা অধিক। আমি কাঁদিব, আর তুমি আমাকে কোলে করিতে আসিবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে? শিশুকে কাঁদিতে দেখিলে জননী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লন। মানুষের অপেক্ষা তোমার প্রেম যে অধিক, কে তাহা অস্বীকার করিবে? আমি তো শূন্যের নিকট ক্রন্দন করি না। আমার কাঁদাকাটা সকলই তোমার সমক্ষে হইয়া থাকে। তুমিও আমাকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হও। নানাবিধ স্বর্গের ভাব পাঠাইয়া তোমার বশীভূত করিতে চেষ্টা কর। কেননা তুমি জান যে, তোমার অধীনতাই আমার পরিত্রাণ। আমি কোথায় তোমার আমার দিকে অগ্রসর হওয়ার বিনিময়ে নিজে অগ্রসর হইব, না কর্কশ বাক্যে তোমাকে বিদায় করি। তুমি আমাকে স্নেহ সম্ভাষণ কর, মৃদু মধুর বাণীতে তোমার বশীভূত হইতে অনুরোধ কর, আমি মুখে তোমার বশ হইব বলি; কিন্তু কার্য্যকালে সংসারের জিনিসের বশীভূত হইয়া পড়ি। তোমার প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝিলাম না, জীবনটা বৃথাই গেল। আজন্ম মাতৃহীন, তোমার মত মা হাতের কাছে, হাত বাড়াইলেই পাই, অথচ আমি তোমার প্রেমের প্রতিদান করিতে পারিলাম না। কঠিন প্রাণে কঠিন আঘাত কর, প্রস্তরে উৎস উৎসারিত হউক।

চারি দিকে চাই, কেবল অসার, অসারের রাজ্য ধূ ধূ করিতেছে দেখিতে পাই। নিরীশ্বর দর্শনের যন্ত্রণা যে পাইয়াছে, সেই জানিয়াছে। ধন, মান, পার্থিব প্রেম, বিদ্যা, সহানুভূতি তোমা ছাড়া কিছুই কিছু নহে। অসংখ্যবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই তাহারা প্রাণকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। আমি যে দুঃখী ছিলাম, সেই দুঃখীই রহিলাম। ধন হইল, মান হইল, পদ বাড়িল, কিন্তু মন যে কাঙ্গাল, সেই কাঙ্গালই রহিল। প্রাণস্বরূপ! তোমাকে ছাড়িয়া কে সুখী হইবে? তুমিই সকল পদার্থের আদি কারণ, প্রাণ ও অর্থ। তোমার মধ্য দিয়া যখন জ্ঞেয় জগৎকে দেখি, তখনই তাহার অর্থ ও সারবত্তা বুঝিতে পারি। তুমি যথার্থই চক্ষের অঞ্জন। যখন তোমাকে চক্ষে পরি, তখন নূতন জ্যোতি খুলিয়া যায়। তখন সুন্দর হই ও সুন্দর দেখি। যে তোমাকে না পরিল, তার জন্মই বৃথা হইল। চক্ষু থাকিতেও সে অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও সে বধির। তোমার প্রকাশরূপ কজ্জলে দিন রাত আমার চক্ষুদ্বয় রঞ্জিত করিয়া রাখ যে নিরীশ্বর দর্শনের নরক আর আমাকে পোহাইতে না হয়।

তোমাকে প্রত্যক্ষ না জানিয়া যখন উপাসনা করি তখন কেবল বক্তৃতা করা হয়, প্রাণ আর্দ্র হয় না। যে তোমার প্রকৃত উপাসনা করিয়াছে, সেই জানে উপাসনা কি দুর্লভ

জীবন প্রদ বস্তু। আমি আপন দোষে এমন অমূল্য পদার্থকে আমার অসার কণ্ঠের অসার বক্তৃতা করিয়া ফেলি। কি বিড়ম্বনা, দীনবন্ধু! আমার মনকে সর্ব্বদা জাগ্রৎ ও তোমার দিকে উন্মুখ করিয়া রাখ। আমি যেন তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্য প্রতি মুহূর্ত্ত প্রস্তুত থাকিতে পারি। আমাকে জড়তা হইতে মুক্ত কর। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি আমার পক্ষে সহজ হইয়া পড়ুক। তোমাকে সত্য রূপে না জানিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। তোমাকে বিদ্যার দেবতা বলিয়া সম্মুখে উপলব্ধি না করিলে, লেখনী চলে না। তুমি যখন কণ্ঠে অধিষ্ঠান কর, তখন রসনা মধু বর্ষণ করে। তুমি যখন লেখনীতে বস, তখন লেখনী মুক্ত অনুপ্রাণনে পরিচালিত হইয়া বিচিত্র কথা সকল লিপিবদ্ধ করে। সকল কাজ, সকল অ[illegible]নের পূর্ব্বে যেন তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি এরূপ শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর। এবিষয়ে যেন আমার অণুমাত্র শৈথিল্য না হয়। কর্ম্মযোগ কর্ম্মযোগ করিয়া বৎসরাবধি চীৎকার করিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার কেবল কর্ম্মভোগ হইতেছে। হে আমার কর্ম্মশীল প্রভু, তোমার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা বস্তুটা কি আমাকে বুঝাইয়া দাও। উপাসনার পূর্ব্বে, লিখিবার পূর্ব্বে, চিন্তা করিবার পূর্ব্বে এবং প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে যদি তোমাকে প্রাণে নিঃসংশয় রূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সকল ভয় দূর হইবে। আমি ক্রমে নিত্য দর্শনের নিকটস্থ হইতে পারিব। জীবন্ত উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ দর্শন ভিন্ন আমার মত পাপের দাস লোক পাপের হাত হইতে কিরূপে নিস্তার পাইবে?

যাহারা তোমাকে জানে না, একবারও যাহারা তোমার আস্বাদন পায় নাই, তাহারা একরূপ ভাল অবস্থায় আছে। কেননা বিরহের বেদনা তাহারা জানিতে পারে নাই। কতবার তোমাকে আমরা ডাকিতেছি—কয়বার সে ডাক সরস ডাক হইয়া থাকে? অধিকাংশ সময়ই তোমার বিরহে তোমার দাসকে মলিন, বিষণ্ণ ও ভগ্নহৃদয় হইয়া থাকিতে হয়। তাই বলিয়া কি সে বিষয় বিকারের কল্পিত শান্তির সহিত তাহার বিরহ বেদনা বিনিময় করিতে চাহে? তোমার প্রেমের রাজ্যে ধৈর্য্যই একমাত্র তপস্যা। বড় বড় সাধকের এই তপস্যা ভঙ্গ হয়। কয় জন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারে? আমি বড় অধীর লোক। এক এক সময়ে মনে হয় আর 'পারি না, রণে ভঙ্গ দিই। যন্ত্রণার তীব্রতা কমিলে আবার সে ভাব অন্তর্হিত হয়। তোমার বিরহের যাতনা ও সংসারের সুখ উত্তমরূপে তুলনা করিয়া দেখিয়াছি, তোমার বিরহের যাতনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইয়াছে। কেন তুমি কাঙ্গালকে তোমার সহবাস সুখ আস্বাদন করিতে দিয়াছিলে? তাই জন্যই তো দিন রাত তোমার আকাশ আমার আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ করিতেছি। সুচতুর দেবতা, পাপীকে ধরিবার কি কৌশলই আবিষ্কার করিয়াছ! একবার চকিতের মত প্রাণ চমকিয়া দিয়া চলিয়া যাও, আর পাপী পাপে সুখী হইতে পারে না।

বিবেকরূপী পরমেশ্বর! আর যেন বিবেকের কথা অগ্রাহ্য না করি। বিবেকের কথার অবমাননা করিয়াই আমার এরূপ কাঙ্গালের হাল হইয়াছে। নহিলে আজ আমার ভাবনা কি? মনোরাজ্যে কি তাহা হইলে আজ আমাকে চোর হইয়া বেড়াইতে হইত? আমি যদি বিবেকের সহিত বন্ধুতা রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রকৃতির উপর অনায়াসে রাজত্ব করিতে পারিতাম। প্রতিজ্ঞার বলও বৃদ্ধি 'পাইত। এখন আমি এমনি হীনাবস্থ হইয়াছি, যে একটা তুচ্ছ প্রতিজ্ঞাও রাখিতে পারি না; যে বিবেককে হীনস্থান দেয় তাহার এরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে। আগে বিবেককে কর্ত্তব্য বুদ্ধি বলিতাম। উহার কথা শুনিতে পারিলে সুখী বোধ করিতাম, না শুনিতে পারিলে মন অসুখী হইত। ইহার অধিক আর কিছুই হইত না—এখন দেখিতেছি যে, বিবেক ত তাহা নয়, বিবেক স্বয়ং তুমি, আমি বিবেকের কথা ত অবজ্ঞা করি না—আমি তোমাকে দূর করিয়া দিই। বিবেকের সঙ্গে তো আমি বিবাদ করি না,—তোমার সঙ্গে বিবাদ করি। যাই বিবেকের কথা ঠেলিলাম অমনই সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ঠেলা হইল। বিবেকের ভিতর তুমি, কে জানিত? যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ত আর ফিরিবে না। যদি ফিরিত, তাহা হইলে জীবন দিতে পারিতাম। এখন ভবিষ্যতে যাহাতে বিবেকের আনুগত্য করিতে পারি এরূপ সুমতি দাও। অতীত ফিরাইবার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য জীবন দিতে সমর্থ কর। বিবেককে অবজ্ঞা করিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করা দোষে আর যেন দোষী না হই। বিবেকরূপী তোমাকে যেন সর্ব্বদা মস্তকে করিয়া রাখি।

আজ চক্ষু খুলিয়া দেখি, কেবল তুমি। ঊর্দ্ধে তুমি অধোতে তুমি, পার্শ্বে তুমি, সম্মুখে, পশ্চাতে তুমি, আদি অন্ত মধ্যে তুমি। চারিদিকে তৎসৎ রব। রবি কিরণ তৎসতের মধুর ভাতি দেখাইতেছে, সমীরণ কাণে কাণে তৎসতের বার্ত্তা কহিতেছে। ভূলোকে দ্যুলোকে তৎসৎ রব। বহির্জ্জগৎ বলে তৎসৎ, অন্তর্জ্জগৎ বলে তৎসৎ; বহির্জ্জগতের কথা অন্তর্জ্জগতে প্রতিধ্বনিত, অন্তর্জ্জগতের কথা বহির্জ্জগতে প্রতিধ্বনিত। আজ কেবল তৎসতের গোল, অন্য রব নীরব। আকাশ, পৃথিবী তৎসৎরূপ বীণা ঝঙ্কারে পূর্ণ। আর সংসারের বিকট রব শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তৎসতের শব্দোৎসবে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে, আর উঠিতে বাসনা নাই। প্রাণ তুমিও আজি বল তৎসৎ। আর সব প্রাণকেও তৎসৎ বলিতে অনুরোধ কর। জগতের তৎসৎ রবের সঙ্গে তোমার ও সকলের রব মিলিত হইয়া বিশ্বব্যাপী অপূর্ব্ব মহাসঙ্গীত উত্থিত হউক। আজি চক্ষু নিমীলিত করিবার প্রয়োজন নাই, শ্রবণ শক্তি নিরোধ করিবার আবশ্যকতা নাই, প্রণবরূপী সত্য পরমেশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন চিরদিন সত্যের, তৎসতের দাস হইয়া থাকিতে পারি। অসত্য অন্ধকার হইতে আমাকে সত্য জ্যোতিতে লইয়া যাও। সত্যের জয় হউক, তৎসতের জয় হউক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রস্তাব।

প্রাণস্বরূপ।

ধর্ম্মের উচ্চতর সত্য সমূহ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, পরিষ্কার না বুঝিয়া, কেবল মাত্র উচ্চারণ করিলে বিশেষ উপকার হয় না। সত্য দুই ভাবে গ্রহণ করা যায়; প্রথমতঃ না জানিয়া না বুঝিয়া অন্ধভাবে তাহাতে বিশ্বাস করা; দ্বিতীয়তঃ জানিয়া ও বুঝিয়া বিশ্বাস করা। জানা ও বুঝার অবশ্য তারতম্য আছে। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করিলে সত্যকে যে ভাবে দেখা যায়, জ্ঞানগত বিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে সেই ভাব আশ্চর্য্যরূপে রূপান্তরিত হইয়া যায়; জ্ঞানের আলোকে সত্যের মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও বল বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। অন্ধ বিশ্বাস সত্যকে কিয়ৎপরিমাণে হস্তগত করে বটে, কিন্তু সত্যের সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ দেখাইতে পারে না; সুতরাং অন্ধবিশ্বাস চঞ্চল; উহা কখন্ আত্মাকে পরিত্যাগ করিবে কিছুই স্থিরতা নাই। কিন্তু দিব্য জ্ঞান সত্যের সহিত আত্মার নিগূঢ় অচ্ছেদ্য যোগ দেখাইয়া সত্যে অটল অবিনাশী বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করে। যে জ্ঞান এই নিগূঢ় অচ্ছেদ্য যোগ দেখাইতে না পারে, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে, অসার তর্ক জাল মাত্র।

"প্রাণস্বরূপ"—ঈশ্বরের এই মহান্ স্বরূপ গভীর উপাসনার—গভীর যোগ ভক্তির—মূল মন্ত্র। ঈশ্বরকে প্রাণরূপে উপলব্ধি না করিলে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করা যায় না। কিন্তু প্রাণস্বরূপের সাধনে অগ্রসর হইতে গেলে সর্ব্বাগ্রে স্বরূপটী বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই আমি আছি, তিনি আত্মাতে না থাকিলে আমি থাকিতে পারিতাম না, এই ধারণা অস্পষ্টভাবে মনে থাকিলেও সময় সময় উপকার হয়, সময় সময় অত্যধিক ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্যটীর অর্থ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে সাধন দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়ায় না, এবং ক্রমিক উন্নতি ও সম্ভব হয় না। আসুন পাঠক, এই মহান্ স্বরূপের আলোচনা করিয়া যথা সাধ্য ইহার গূঢ় অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি।

ঈশ্বর আত্মার প্রাণ—আত্মা ঈশ্বরে জীবিত, ঈশ্বরকে অবলম্বন না করিয়া আত্মা থাকিতে পারে না—এই সত্য বুঝিতে হইলে অগ্রে আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা; আত্মা, জ্ঞাতা, ভাবুক ও কর্ত্তা। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা লইয়াই আত্মার জীবন; জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা-বিরহিত হইলে আত্মা আত্মাই থাকে না। এই উপকরণত্রয়ের মধ্যে জ্ঞান মূল উপকরণ; জ্ঞান ব্যতীত ভাব হয় না, এবং জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছাও হয় না। ভাব ও ইচ্ছা শূন্য আত্মাকে বরং এক সময় আত্মা বলা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানশূন্য আত্মা আত্মাই নহে; যাহা জ্ঞানশূন্য তাহা জড় ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ ইহা বুঝাইতে হইলে দেখাইতে হইবে যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আবির্ভাবেই আমাদের মধ্যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার, বিশেষতঃ জ্ঞানের, সঞ্চার হয়; দেখাইতে হইবে যে আত্মার জীবনরূপী জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা সাক্ষাৎভাবে তাঁহারই উপর নির্ভর করে।

এই সত্য দ্বিবিধ বিচার দ্বারা সপ্রমাণ করা যায়:—(১) কার্য্যকারণবিবেক, (২) নিত্যানিত্য বিবেক। সুক্ষরূপে দেখিতে গেলে এই দুই বিচারই একই, কিন্তু ইহাদের ব্যাখ্যা-প্রণালীতে কতক প্রভেদ আছে। কার্য্যকারণবিবেক মানব জীবনে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার প্রকাশকে কার্য্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরকে এই সকল কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ রূপে নির্দ্দেশ করে; নিত্যানিত্যবিবেক জীবনের অনিত্য ঘটনা-স্রোতের মধ্যে ঈশ্বরকে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় চৈতন্যময় আধার রূপে ব্যাখ্যা করে। এই দুই বিচারের মূল্যের মধ্যেও কিছু তারতম্য আছে। যাহাহউক এই বিচারদ্বয়ের প্রভেদ পাঠক ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। আমরা প্রথমতঃ কার্য্যকারণবিবেকের সাহায্যে প্রাণস্বরূপের ব্যাখা করিতে চেষ্টা করিব এবং পরে নিত্যানিত্য বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

কার্য্যকারণ বিবেকের মৌলিক ব্যাখ্যায় আমরা বাক্যব্যয় করিব না। কার্য্যের কর্ত্তৃকারণ (efficient cause) যে কোন জড় বস্তু, কোন জড় শক্তি, কোন অজ্ঞের শক্তি হইতে পারে না,—জড়শক্তি বলিয়া যে কোন শক্তি থাকিতে পারে না,—শক্তিমাত্রই যে আধ্যাত্মিক,—কার্য্য মাত্রেরই কারণ যে কেবল ইচ্ছাই হইতে পারে,—এই সকল সত্য পাঠকের নিকট সুপরিচিত বলিয়া আমরা মনে করিয়া লইলাম *। এই সত্যের আলোকে যখন জগতের দিকে ও মানবজীবনের দিকে তাকাই, তখন অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই। বাহিরের কথা এস্থলে বিশেষ কিছু বলিবনা। আসুন পাঠক এই সত্যের আলোকে অন্তর্জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পাই।

প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমুদয় উপকরণ ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত করিতেছেন। এই যে সম্মুখে নানা বস্তু দেখিতেছি—কাগজ, কলম, চেয়ার, টেবিল, গৃহ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প,—এই সমুদয়ের জ্ঞান তিনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদিগের আত্মাতে সঞ্চারিত করিতেছেন। জ্ঞান ব্যাপারটী এমন সাধারণ ও চির অভ্যস্ত যে স্থূলদর্শী লোক ইহার মধ্যে কোনও নিগূঢ় ভাব দেখিতে পায় না; ইহার মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হস্ত দর্শন করে না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন ইন্দ্রিয় গোচর বস্তু সমূহ জানিতেছে ইহাই জ্ঞানের যথেষ্ট ব্যাখ্যা মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন ইন্দ্রিয় ঘটিতই হউক বা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা ঘটিতই হউক এক কণিকা জ্ঞানও আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইতে পারে না।

জ্ঞান সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার; ইহা আত্মায় আত্মায় সংঘর্ষণ—জীবাত্মাতে পরমাত্মার লীলা। আমার সম্মুখস্থিত বস্তু-

* পাঠক, এই সকল সত্যের সহজ ব্যাখ্যা "চিন্তা কণিকা" নামক পুস্তিকাতে এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা *Roots of Faith* ও "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" নামক পুস্তকে পাইবেন।

সমূহের সমস্ত গুণই আত্মাসাপেক্ষ—সমুদয়ই আধ্যাত্মিক। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি সমুদায়ই মনের অনুভব নিচয়; বিস্তৃতি, গঠন, পরিমাণ, সংখ্যা প্রভৃতি সমুদায়ই জ্ঞান-সাপেক্ষ,জ্ঞানের প্রকরণ; এবং আমার জ্ঞানরূপ গৃহে এই সমুদয় তত্ত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব কালের অধীন ঘটনা নিচয়। এই ঘটনা নিচয় আমার ইচ্ছাতে ঘটিতেছে না, আমি ইহাদের কর্ত্তা নহি; ইহাদের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃকারণ স্বয়ং পরমাত্মা। তিনি আমার ক্ষুদ্র মনকে হস্তে লইয়া নিয়ত এই জ্ঞানলীলা করিতেছেন। জ্ঞান আমার জীবনের প্রধান উপকরণ; জ্ঞান ব্যতীত আমি আত্মাই থাকিতাম না; জ্ঞান আমার প্রাণ; ঈশ্বর নিয়ত এই প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন; তাই বলি তিনি প্রাণের প্রাণ—তিনি প্রাণস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ স্মৃতি। এই স্মৃতি না থাকিলে অভিজ্ঞতা সম্ভব হইত না, জীবন সম্ভব হইত না। কিন্তু স্মৃতি সম্পূর্ণরূপেই আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ; স্মৃতি উদ্রেকের সাক্ষাৎ কারণ পরমাত্মা। যখন যে কাজ করি, সেই কাজে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া অন্যান্য বিষয় একেবারে ভুলিয়া যাই। ভুলিয়া যাওয়ার অন্য কথা "মনে না থাকা"। যাহা আমার মনে নাই, জ্ঞানে নাই, তাহার উপর আমার কর্ত্তৃত্ব চলেনা; জানা বিষয়ের উপরই কর্ত্তৃত্ব চলে। সুতরাং একটু চিন্তা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে বিস্মৃত বিষয় যে পুনরায় আমাদের স্মরণে আসে তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছায় আসে না,নিজের কর্ত্তৃত্বে আসে না; এমন এক জনের কর্ত্তৃত্বে আসে যিনি মনকে হাতে করিয়া আছেন, যিনি কোন কথা ভুলেন না এবং যিনি সর্ব্বদা মনের সঙ্গে স্মৃতি-বিস্মৃতি রূপ খেলা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় স্মৃতিকেও লোকে একটা সহজ ব্যাপার মনে করে; ইহাতে যে কোনও গূঢ় কথা আছে তাহা ভাবে না। কিন্তু বাস্তবিক এই ব্যাপারটী গুহ্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ। জীবনের নিতান্ত আবশ্যক কথাও ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যাইতেছি—যাহা পুনরায় মনে না আসিলে জীবন চলিত না; কিন্তু আমাদের ব্যস্ত সঙ্গী ক্ষণে ক্ষণেই আবার সে সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। কার্য্যে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া নিজের নাম ধাম, বয়স, এই স্থান ও কালের নাম, গৃহ গৃহসামগ্রী ও পরিবার, বন্ধু বান্ধব, জীবনের অর্জ্জিত সমুদয় অভিজ্ঞতা, সমুদয় বিষয়, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের ঘটনা পর্য্যন্ত—সমুদয় ভুলিয়া যাইতেছি। যদি যথা সময়ে এই সমুদায় স্মরণ না হইত, তবে কি কাণ্ডই হইত পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিবিহীন হইলে নিষ্ক্রিয় জড়প্রায় হইতে হয়, কেন না একটু কাজ করিতে হইলেই স্মৃতি আবশ্যক। এই যে লিখিতেছি, এই লেখা সম্ভব হইত না যদি লিখন কার্য্যে ব্যবহৃত বস্তু সমূহের স্মৃতি—যাহা ক্ষণকাল পূর্ব্বে ছিল না—তাহা যথা সময়ে মনে প্রকাশিত না হইত, যদি পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আত্মাতে উদিত না হইত। যে স্মৃতি জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়, যাহা মানব চৈতন্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহা আমাদের হাতে নহে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে; তাই বলি ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ, তিনি প্রাণস্বরূপ।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্মৃতি অপেক্ষা জাগরণ বরং আরো রহস্যপূর্ণ, অথচ অভ্যাস দোষে ইহা লোকের নিকট রহস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। সুনিদ্রার সময়ে জ্ঞান, স্মৃতি, এমন কি আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। সুষুপ্তির ন্যায় মানবের দর্পহারী আর কেহ নাই। মানব কতদূর পরাধীন তাহা সুষুপ্তি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়। জ্ঞানী মূর্খ, ধনী নির্ধন, সবল দুর্ব্বল সকলে এই সময়ে তুল্যরূপে নিরাশ্রয়, পরাধীন; এই সময়ে পরাধীনতা ও নিরাশ্রয়তার কিছুই তারতম্য নাই। যাহা হউক, এই পরাধীন অচেতন অবস্থা হইতে সচেতন অবস্থা লাভ করা, জাগ্রৎ হওয়া, সম্পূর্ণরূপেই আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। নিদ্রা আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে আসে, ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবেই ভঙ্গ হয়। বরং স্বেচ্ছাক্রমে শরীর স্থির করিয়া আমরা নিদ্রাকর্ষণের সাহায্য করিতে পারি, কিন্তু জাগরণ সম্পূর্ণরূপেই আমাদের অনায়ত্ত। নিদ্রাকালে শরীর মন উভয়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, কাহার উপর কে কর্ত্তৃত্ব চালাইবে? আত্মা যাঁহার ক্রোড়ে নিদ্রিত হয়, যিনি চিরজাগ্রৎ থাকিয়া আত্মার আত্মজ্ঞান, বিষয় জ্ঞান, বল বুদ্ধি সমুদায় ধারণ করিয়া থাকেন, কেবল তিনিই ইহাকে জাগ্রৎ করিয়া ইহার হারাণ ধন প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। আর যিনি জাগ্রৎ করেন, জাগ্রৎ রাখাও তাঁহারই কার্য্য। এই যে জাগিয়া আছি ইহা কেবল তাঁহারই ইচ্ছাতে। তিনি ইচ্ছা করিলে এখনই নিদ্রিত করিতে পারেন—চিরনিদ্রায় নিমগ্ন করিতে পারেন। আমাদের চৈতন্য, আমাদের প্রাণ আমাদের হাতে নহে, ঈশ্বরের হাতে; তাই বলি তিনি প্রাণের প্রাণ—তিনি প্রাণস্বরূপ।

পাঠক দেখিলেন আমাদের জ্ঞান—প্রত্যেক মুহূর্ত্তের জ্ঞান, —বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান উভয়ই—ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের উপর নির্ভর করে। প্রবন্ধ বিস্তৃত হইল; ভাব ও ইচ্ছার বিষয় বিশেষরূপে কিছু বলিতে পারিলাম না। পাঠক একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন ভাব ও ইচ্ছা জ্ঞানের অধীন, জ্ঞান-সাপেক্ষ। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে জ্ঞানের উদয় না হইলে ভাব ও ইচ্ছার উদ্রেক অসম্ভব, সুতরাং ভাব ও ইচ্ছাও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন। ভাব যে আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ, আমাদের কর্ত্তৃত্ব নিরপেক্ষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কিন্তু আমাদের ইচ্ছা কি স্বাধীন নহে? ইচ্ছাও কি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হয়? না—তাহা নহে। মানবীয় ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছার সহিত এক হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ই উহা ঈশ্বরেচ্ছার বিরোধী। মানবীয় ইচ্ছার সাক্ষাৎ কারণ মানব স্বয়ংই; কিন্তু যাহা লইয়া মানব ইচ্ছাশালী হয়, যে জ্ঞান ও ভাব না থাকিলে মানব ইচ্ছাশালী হইত না, সে জ্ঞান ও ভাবের সাক্ষাৎ কারণ কেবল ঈশ্বরই। আমরা তাঁহার চৈতন্যে সচেতন, তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁহার ভাবে ভাবুক, এবং তাহারই শক্তিতে শক্তিমান, তিনি জীবনের মূল শক্তি, তিনি প্রাণের প্রাণ, তিনি প্রাণস্বরূপ।

কার্য্যকারণবিবেকের সাহায্যে কি সুন্দর, শান্তিপ্রদ, বলপ্রদ সত্য লাভ করা যায়! নিত্যানিত্যবিবেক এই সত্যকে

আরও উজ্জ্বলতর করে। আমরা বারান্তরে উক্ত বিবেকের ব্যাখ্যা করিব।

আমাদের দায়িত্ব।

যে সময় কোনও দেশে বা সমাজে ঈশ্বরের কৃপা ধর্ম্মবিধানের আকারে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহা ঐ দেশ বা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত সুসময় এবং যাহারা প্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার ঐ কৃপাবর্ত্তের মধ্যে আনীত হয়, তাহারা অতি ভাগ্যবান্। তাহাদের জীবনে বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া তাহাদের দুর্ব্বল প্রাণে ঐশী শক্তির আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত ও অবাক্ হইয়া বলে,—"ইহারা কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক যে ইহারা কোনও প্রকার বিঘ্ন বাধা মানে না, সামাজিক কোনও প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন গ্রাহ্য করে না, পৃথিবীর সম্রাট্‌কেও ভয় করে না। ইহারা এ শক্তি কোথা হইতে পাইল ?" তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াও বীরপরাক্রমে পাপ ও অসত্যের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ও সমাজের চক্ষে নগণ্য লোক হইয়াও জগতে সত্যের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের অনন্ত বিশ্বাস, উৎসাহ,নির্ভীকতা, সত্যানুরাগ ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া প্রবল পরাক্রান্ত দিক্‌পালগণের অন্তরেও ভীতি সঞ্চার হয়। বিধাতা স্বয়ং যাহাদিগকে তাঁহার সত্যপ্রচার করিবার জন্য, তাঁহার করুণার সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করেন, তাহারা দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্‌দিগকে পরাস্ত করে, লোকবলবিহীন হইয়াও পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, পদমর্য্যাদা বিরহিত হইয়াও মানবজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে। ঐশী শক্তির প্রভাবে তাহাদের মৃতপ্রাণে নবজীবনের সঞ্চার হয়; সত্য ও পুণ্যের স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হইয়া তাহারা পাপও অসত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; প্রেমের বলে সকল বাধা বিঘ্ন তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করে। খৃষ্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই অতি নিম্ন শ্রেণীর ও সামান্য অবস্থার লোক। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া কে বলিতে পারিত যে এই ধর্ম্ম এককালে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে এবং মহাপরাক্রান্ত নরপতিগণকেও ইহার নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইবে ? তখনকার প্রায় সকল লোকেই ভাবিয়াছিল যে, ইহা জলবুদ্বুদের ন্যায় কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কে ভাবিয়াছিল যে মার্টিন লুথার নামক একজন সামান্য সন্ন্যাসী প্রবল পরাক্রান্ত পোপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রভুত্ব হ্রাস করিতে সমর্থ হইবে ? খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কে স্বপ্নেও মনে করিতে পারিত যে অলিভার ক্রমওয়েল্ নামক একজন সামান্য অবস্থার লোকের পরাক্রমে ইংলণ্ডের রাজমুকুটধারী প্রথম চারলসের ছিন্ন মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইবে, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ সভাগৃহ হইতে অপমান সহকারে বিদূরিত হইবে, এবং ইংলণ্ডের সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা ক্রমওয়েলের করতলগত হইবে ? ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, স্বয়ং তাঁহার সত্যকে জয়যুক্ত করেন। মানুষের সাধ্য কি তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দেয় ? ইংলণ্ডের রাজাই হউন, আর রোমের পোপই হউন, আর রোমের সম্রাট্ নীরোই হউন, ঈশ্বরের সত্যকে বলপূর্ব্বক চাপা দিয়া রাখিতে পারে এমন মানবসন্তান আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। অগ্নিকে কে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে ? ভ্রান্ত মানুষ বুঝে না যে, কাহার সত্যকে প্রচার করিতেছে, তাই মনে করে খৃষ্টকে ক্রুশে দিয়া, অথবা সেণ্টপলকে কারাবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের অগ্নি সত্যের অগ্নি, চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত করিবে। ক্ষুদ্র কীট তুমি, তোমার সাধ্য কি যে সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছার প্রতিরোধ করিবে ? তোমার আমার ইচ্ছায় যদি জগতের কার্য্য চলিত তাহা হইলে জনসমাজকে ঘন অন্ধকারে চিরমগ্ন হইয়া থাকিতে হইত, আলোকের মুখ দেখিতে হইত না।

ধর্ম্মবিধানের দিন, ঐশী শক্তি কর্ত্তৃক মানবাত্মার প্রত্যক্ষ অনুপ্রাণনের দিন চলিয়া যায় নাই; পরমেশ্বর মনুষ্য সমাজের কার্য্য কলাপ হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাংসারিকতাপ্রধান সভ্যতার দিনেও তাঁহার কৃপাহস্ত প্রত্যক্ষ ভাবে মনুষ্য সমাজে কার্য্য করিতেছে। এই ঘোর সামাজিক অসাম্য, কপটতা, ঔদাসীন্য, স্বার্থপরতা ও দুর্নীতির রাজত্বের মধ্যে, এই ভারতবর্ষে, আমাদের চক্ষের সম্মুখে তাঁহার করুণা ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিধানের আকারে প্রকাশিত হইয়া চিরসঞ্চিত পাপ ও অজ্ঞানান্ধকারের সহিত, চিরাগত সামাজিক কুপ্রথার সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারতের পক্ষে, আমাদের পক্ষে ইহা বড় সুসময়। ভারতের দুঃখ রজনীর অবসান হইবে, এই পতিতদেশের অস্তমিত গৌরবরবি পুনরুদিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারত গগনের মেঘমালা ভেদ করিয়া একটু একটু ঊষালোকের অভ্যুদয় হইতেছে। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে এমন সুসময়ে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি; আমাদের আরও সৌভাগ্য যে নিতান্ত দীনহীন ও মলিন হইয়াও প্রভুর কৃপায় তাঁহার বিধানের আশ্রয়ে আনীত হইয়াছি। আমরা যদি বিশ্বাসের সহিত তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপালাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব, তাঁহার সত্যরাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

কিন্তু এইরূপ সুসময়ে জন্মগ্রহণ করা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় জীবন্ত ধর্ম্ম বিধানের আশ্রয় লাভ করা একদিকে যেমন অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, অপরদিকে তেমনি গুরুতর চিন্তার কারণ। কেন না এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে মুহূর্ত্ত হইতে আমরা এই বিধানের অঙ্গীভূত হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতে কতকগুলি নূতন দায়িত্ব, নূতন কর্ত্তব্যভার আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে। সে দায়িত্ব কি ?

প্রথমতঃ আমরা জগতের নিকট উন্নত চরিত্র, গভীর

ঈশ্বর ভক্তি ও উদার প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইতে বাধ্য। বিধানের অঙ্গীভূত হইয়াও যদি আমরা আমাদের চরিত্রের কলঙ্ক দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা না করি, প্রাণের অবিভক্ত অনুরাগ ঈশ্বর চরণে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত না হই, নরনারীর কল্যাণ ও সুখবর্দ্ধনের জন্য নিজের সুখ সুবিধায় জলাঞ্জলি দিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা উহার আশ্রয়ে বাস করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ধর্ম্মবিধানের মধ্যে যাহারা রহিয়াছে, বিধানের বাহিরের লোক যদি তাহাদের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন, বিশেষ উন্নতি ও ত্যাগস্বীকার না দেখিতে পায় তবে তাহারা বিধানে বিশ্বাস করিবে কেন? শুষ্ক মুখের কথায় কি তাহারা তোমার ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে? যে মুখের কথা শুনিয়া আসিবে সে যে দুদিন পরে তোমার জীবনে বিপরীত ব্যবহার দেখিয়া বিধানের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া যাইবে। তুমি মুখে যত উচ্চ উচ্চ কথাই বল না কেন, জগৎ তোমার জীবন দেখিয়া তোমার ধর্ম্মের দোষগুণ বিচার করিবে। সেই জন্য আমাদের জীবনে যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের গৌরব সুরক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে আমরা বাধ্য। ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বেও যে সাংসারিকতা, যে স্বার্থপরতা, যে অহঙ্কার, যে অপ্রেম প্রাণে রাজত্ব করিতেছিল, ব্রাহ্ম হইবার পরেও যদি তাহা অন্য আকারে আমাদের হৃদয়ে প্রভুত্ব করিতে থাকে তবে আর এক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতে লাভ কি? তাহাতে কেবল অবলম্বিত ধর্ম্মকে লোকের চক্ষে হীন করা হয় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের জীবনে আমরা জলন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে বাধ্য। জীবন্ত ধর্ম্ম বিধানের অঙ্গীভূত হইয়া, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কৃপাস্রোতের মধ্যে পড়িয়া যিনি নির্জ্জীব ও মৃতবৎ জীবন যাপন করিতে পারেন, যাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে উৎসাহের চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার মুখ কেবল নৈরাশ্য ও সন্দেহের মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, যাঁহার প্রাণ বিশ্বাস ও আশায় উৎফুল্ল না হয়, তিনি বিধানের আশ্রয়ে বাস করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তুমি যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ ও লোকের নিকট প্রচার করিতেছ, তাহাতে যদি তোমার নিজের অটল বিশ্বাস না থাকে, তবে তুমি কিরূপে আশা করিতে পার যে অন্যে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে? —আর তুমি তাহা অন্যের নিকট উপযুক্ত উৎসাহের সহিত প্রচারই বা করিবে কিরূপে? অবিশ্বাসী হইয়া জীবন্ত ধর্ম্ম বিধানের মধ্যে বাস করা না করা উভয়ই সমান।

বিধান সঙ্গীত।

বিশ্বপতি হয়ে দীনের কুটীরে
এলে নাথ! যদি প্রেমের খাতিরে
থাকিবে কি তবে, বল দয়া ক'রে,
এ হৃদয়ে চিরদিন?

২

আমি যে অজ্ঞান অতি দুরাচার,
হারায়েছি তোমা ধনে কতবার,
ভয় হয় পাছে তোমারে আবার
হারায় এ দীন হীন।

৩

না জানি মহিমা প্রেম ভক্তি নাই,
তোমা ধনে রাখি নাহি হেন ঠাঁই,
থাক হৃদে তব প্রেমের দোহাই
আমি তব প্রেমাধীন।

৪

ইচ্ছায় তোমার আমি বাঁচি মরি,
তোমার ইঙ্গিতে কাঁদি, হাস্য করি,
তবকৃপা হ'লে দৈবশক্তি ধরি,
নতুবা শকতি হীন।

৫

তুমি মোর বল, তুমি হে জীবন,
নয়নের আলো, প্রাণের ভূষণ,
তোমা ভিন্ন অন্য গৌরবের ধন
কাঙ্গালের কিবা আছে?

৬

তাই বলি নাথ! যদি কৃপা ক'রে
এলে দীন হীন পাতকীর ঘরে,
নিজ গুণে তবে চিরদিন তরে
থেক মোর কাছে কাছে।

৭

'এলে' বলি কেন? রয়েছ সদাই
প্রাণের নিকটে, দেখিতে না পাই,
অন্ধপ্রায় মিছে কাঁদিয়ে বেড়াই,
কোথা দীননাথ বলে।

৮

দাও খুলে দাও বিশ্বাস নয়ন,
অরূপ তোমার রূপ সুশোভন
অন্তরে বাহিরে করি' দরশন
ডুবে যাই ব্রহ্মসত্তা সিন্ধুজলে।

৯

মলিন মানবে যে দৃশ্য দেখা'লে
যে আনন্দ স্রোতে হৃদয় ভাসা'লে
যে প্রেম উচ্ছ্বাসে পাপীরে মাতা'লে
প্রাণে তা অঙ্কিত কর চিরতরে।

১০

যেন অবিশ্বাস, সংশয় আঁধার
সে ছবি মলিন নাহি করে আর—
কর আশীর্ব্বাদ ওহে প্রাণাধার,
এই ভিক্ষা করি তোমার দুয়ারে।

১১

পেয়েছি প্রমাণ—তব কৃপা হ'লে
অন্ধ চক্ষু পায়, বোবা কথা বলে
নরকের কীট স্বর্গে যায় চলে'
মৃতপ্রাণে হয় জীবন সঞ্চার।

১২

তব প্রেমলীলা দেখেছি জীবনে,
তবে অবিশ্বাস করিব কেমনে ?
কেন না বলিব, উৎসাহিত প্রাণে,
আপনি করি'ছ পাপীর উদ্ধার ?

অই শুন শুন ডাকিছেন পিতা
স্বহস্তে লইয়া সত্য পবিত্রতা,
অমৃতের পাত্র প্রেমের বারতা,
অচেতন রবে এখন (ও) কি ঘুমে ?

২

যে প্রেম জলধি হয়ে উচ্ছ্বসিত
যুগে যুগে ধরা করেছে প্লাবিত
ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপে আজি প্রকাশিত
তাহারি তরঙ্গ এই বঙ্গভূমে।

৩

দুঃখিনী ভারতে করিতে উদ্ধার,
ঘুচাতে দেশের পাপ দুরাচার,
পুত্তলিকা পূজা, ভ্রম অন্ধকার,
স্বার্থপর ভাব করিতে বিনাশ,

৪

চির পরাধীনা ভারত ললনা—
নাশিতে তাদের অশেষ যাতনা,
বিধান রূপেতে বিভুর করুণা
দেখ দেখ আজি হ'য়েছে প্রকাশ।

৫

খৃষ্টের বিশ্বাস, হিন্দু যোগ ধ্যান,
বুদ্ধের বৈরাগ্য, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান,
তাহে চৈতন্যের ভকতি বিধান,
মিশায়ে যতনে অপূর্ব্ব সৃজন—

৬

যুগধর্ম্ম বিধি, অমৃতের খনি,
রচিয়া স্বহস্তে ডাকেন জননী.
তাঁর প্রাণপ্রদ সুধাময় বাণী
শুনিয়া সার্থক করহে জীবন।

৭

বিশ্বের বিধাতা সর্ব্বশক্তিমান্,
তাঁহারি ইচ্ছায় এসেছে বিধান,
শক্তিরূপে তিনি নিজে বিদ্যমান
এর মাঝে, তাকি কর না বিশ্বাস ?

তবে কেবা আজি রবে মৃতপ্রায় ?
কিসের ভাবনা ?—বিধাতা সহায়—
কার না ছুটিবে শিরায় শিরায়
তাড়িত প্রবাহ ? কে হবে নিরাশ ?

৯

শান্ত ভাবে যবে থাকে সমীরণ
পরাক্রম তার কে করে স্মরণ
কিন্তু ঘোর রবে যবে প্রভঞ্জন
ধরিয়া ভীষণ সংহার মুরতি,

১০

গগন মেদিনী করিয়া কম্পিত
জলধির বক্ষ করি' বিক্ষোভিত
বনস্পতি কুল করি' উৎপাটিত
বহে,—কার সাধ্য রোধে সে শকতি ?

১১

তেমতি ব্রহ্মের করুণা পবন
জীবের কল্যাণ করিয়া সাধন,
বহি'ছে নিয়ত, কে করে চিন্তন
কোমল সে প্রেম কত বল ধরে ?

১২

বিধান রূপেতে যখন আবার
বিনাশি' অপ্রেম, পাপ, অত্যাচার
হয় প্রকাশিত করুণা তাঁহার,
কে তার শকতি নিবারিতে পারে ?

১৩

দুর্নীতির দুর্গ করিয়া কম্পিত,
সমাজের বক্ষ করি' বিক্ষোভিত,
পাপের পর্ব্বত করি' উৎপাটিত
বহে সে দুর্জ্জয় প্রেমের পবন।

১৪

কোটি কোটি বীর অসুর সমান
নিবারিতে নারে সে প্রেম তুফান,
ভয়ে ভূপগণ চমকিত প্রাণ,
ভূমেতে লুটায় রাজসিংহাসন।

১৫

বিধির বিধান বিচিত্র ব্যাপার,
তৃণ বজ্র হয় পরশে যাহার,
যার বলে ক্ষুদ্র কীটের হুঙ্কার
শুনি' স্তব্ধ হয় অসুরের প্রাণ

১৬

অই যে বিধান স্রোত বহে যায়
আমাদের মাঝে, বিভুর কৃপায় ;
উঠ অচেতন থেক না নিদ্রায়,
কি ভয় ? কি ভয় ? হও আগুয়ান

রণ সাজে সাজ অমরবাহিনি!
বল 'ব্রহ্মজয়' কাঁপা'য়ে মেদিনী ;
ব্রহ্ম অস্ত্র—বিভুপ্রেমের কাহিনী
ধরি' চল সবে দেবাসুর রণে।

২

হবে পরাজিত অসুর নিচয়,
দেবতার জয় হইবে নিশ্চয়,
রাজরাজেশ্বর বিভু প্রেমময়
নিজে সেনাপতি দেখনা নয়নে।

৩

এ ঘোর আহবে প্রাণ দিতে হবে,
আছ কি প্রস্তুত?—এস ভাই তবে,
এজীবন দিলে বিনিময়ে পাবে
অক্ষয়, অনন্ত, অমর জীবন।

৪

অহঙ্কার, সুখ, স্বার্থ, অভিমান
বিভুপদে সব দাও বলিদান ;
ধরিবে হে যদি সত্যের নিশান
কর তবে আগে আত্মবিসর্জ্জন।

৫

দুর্ব্বল আমরা? কিবা ক্ষতি তায়?
সর্ব্বশক্তিমান্ যাদের সহায়
এসংসারে তারা কাহারে ডরায়?
বিধাতার ইচ্ছা রোধে সাধ্যকার?

৬

এক পিতা এই জগতের প্রাণ—
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু মুসলমান,
নরনারী সবে তাঁহারি সন্তান—
এই মহাসত্য করহে প্রচার।

৭

ব্যাকুল অন্তরে যে ডাকে তাঁহারে
দয়াময় পিতা দেখা দেন তারে,
তাঁর দরশন পাইবার তরে
মধ্যবর্ত্তী, গুরু কিছুই না চাই ;

৮

তিনি সত্য, শিব, অরূপ সুন্দর ;
একান্তে তাঁহারে ডাক নিরন্তর,
যাবে পাপ, হবে পবিত্র অন্তর,
তিনি বিনা ভবে অন্য গতি নাই।

৯

কর জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের সাধনা,
কর জপতপ, যোগ আরাধনা,
নতুবা কিছুতে হবে না, হবে না
এমৃত দেশের জীবন সঞ্চার।

১০

বল সবে মিলে 'জয় দয়াময়'
'জয় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের জয়'
'জয় প্রেমপুণ্য সত্যের বিজয়'
বিভু প্রেমে সব হোক্ একাকার।

১১

জয় জয় জয় করুণানিধান,
অপূর্ব্ব তোমার প্রেমের বিধান,
দেখে হ'ল নাথ! কৃতার্থ পরাণ
জয় জয় তব মহিমা অপার।

১২

দীনে দয়া করি' সুকীর্ত্তি রাখিলে,
অপাত্রে কত না করুণা করিলে!
শোধা নাহি যায় এজীবন দিলে
করুণার ঋণ, হে বিভু! তোমার।

সঙ্গীত যোগ।

সঙ্গীত মানব-হৃদয়ের শিক্ষার এক প্রধান উপায় ; কেননা সঙ্গীত দ্বারা গায়ক সহজেই শ্রোতৃবর্গের মনে আপন ভাব সংক্রামিত করিতে পারেন। অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে শুষ্ক মন লইয়া উপাসনা স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, যেই সঙ্গীতের ধ্বনি শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি শুষ্কতা ও অশান্তি দূর হইয়া সরসত্ব ও শান্তির আবির্ভাব হইয়াছে, এবং মন সহজে প্রকাশ সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে ; উৎসব করিতে গিয়াছি, সঙ্গীতের সুস্বর উঠিবামাত্র প্রাণে উৎসব হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের শক্তি কে অস্বীকার করিবে? সঙ্গীতের প্রচারে অতি কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়, অতি নীরস প্রাণেও সুধা সমুদ্র উৎপাদন করে। মানুষের প্রাণকে তো কোমল হইতেই হইবে, ইতর জন্তুদিগকেও অনেক সময়ে সঙ্গীতের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। ক্রুর বিষধরও সঙ্গীতপ্রভাবে মুগ্ধ ও বশীভূত হইয়া পড়ে। বংশীরবমুগ্ধ মৃগকুলের নিষাদ হস্তে প্রাণ হারাইবার কথা কে না জানেন?

ধর্ম্মসঙ্গীত ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের এক প্রধান সাধন। প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজের সুতরাং দেখা উচিত সভ্যদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মসঙ্গীতের বহুল প্রচার হয়। অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও আমাদের বিস্তর ত্রুটি লক্ষিত হয়। কয়জন আমাদের মধ্যে গাইতে পারেন? এবং যাঁহারা গাইতে পারেন, কয়জন তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন? যাঁহাদের সঙ্গীতে রুচি আছে, সাধনাভাবে তাঁহাদের সঙ্গীতজ্ঞান অতি হীনাবস্থায় ধ্বংসিয়াছে। নূতন সুর আবিষ্কৃত হওয়া দূরে থাকুক, প্রচলিত ও সঙ্গীতবিশারদগণ হইতে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সুরগুলিও আমরা অদ্যাবধি আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যতদিন আমাদের সঙ্গীত (melody) স্বরানুক্রমমাধুর্য্যে বদ্ধ থাকিবে, ততদিন উহার উন্নতি হইবে না। সুবিখ্যাত বেহালা বাদক রেমিণি যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন আমাদের সঙ্গীত শুনিয়া বলেন যে, আধুনিক সঙ্গীতের

যুগ আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইউরোপে সঙ্গীতের যে অবস্থা ছিল, আমাদের সঙ্গীতেরও সেই অবস্থা রহিয়াছে।

ধর্ম্মসঙ্গীত ধর্ম্মভাব সংক্রামণের উপায় এ কথা যদি আমরা মনে রাখিতে পারি, তাহা হইলে সঙ্গীতাপরাধ হইতে আমরা নিস্তার পাই। ভাবের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল সুরের জন্য বৃথা সঙ্গীত করা ধর্ম্মজগতে যে বড়ই দোষের কথা ইহাতে সন্দেহ নাই। লোকে গান গায় কেন? আপনার চিত্ত তৃপ্ত হইবে, অথবা অন্যের চিত্ত তৃপ্ত করিবে বলিয়া। কেবল সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সঙ্গীত হয়, তাহাতে ইহার দুইটীর কোনটীই হয় না! না হয় আপনার চিত্ত প্রসন্ন, না পারি অন্যের চিত্তে প্রসাদ আনয়ন করিতে। কেবল সুরে আদতেই রসোদ্বোধ হয় না, আমরা এ কথা বলিতেছি না। যাঁহাদের সুরবোধ আছে, তাঁহারা জানেন যে সুরবিশেষে কথার সাহায্য ব্যতিরেকে মনে দুঃখ বা হর্ষ উৎপাদন করে। কেবল সুর শুনিয়া অনেক সময় আপনা হইতেই কাঁদিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। সাধারণ লোকের মনে কিন্তু কথা ব্যতীত সঙ্গীতে কোনও ফলই ফলে না। বাস্তবিক সাধারণতঃ দেখিতে গেলে সঙ্গীত ভাব সংক্রামণের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং আগে ভাব, তার পরে গান। ভাব যদি না থাকে, তবে গায়কের নীরব থাকা ভাল, কেন না ভাবহীন, সুরের খাতিরে গীত সঙ্গীতে এমনি একটু অহং গন্ধ মিশ্রিত থাকে যে তাহার নিকটে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। খাটি জিনিস হইলে লোকে আদর করিয়া গ্রহণ করিবে, ভেল হইলে সকলেই প্রত্যাখ্যান করিবে। অতএব সঙ্গীতেচ্ছুকে দেখিতে হইবে যে, তাঁহার ভাব হইয়াছে কিনা, আর যদি হইয়া থাকে, তবে সে ভাব প্রকৃত কি না? মূলে যদি প্রকৃত ভাব না রহিল, তাহা হইলে সঙ্গীত অসার সুরের অবতারণায় পরিণত হইবে।

গাইতে গাইতে যে ভাব বা মত্ততা আসে না, আমরা এ কথা বলিতেছি না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এরূপও ঘটিয়াছে যে, শুষ্ক শূন্যহৃদয়ে সঙ্গীতের মধ্যে গিয়া অনেক সময় সরসত্ব ও পূর্ণতা লইয়া ফিরিয়াছি। আমাদের বক্তব্য এই যে গোড়ায় প্রথমে সরলতা চাই। ভাব না থাকিলেও যদি সরল মনে সঙ্গীতে যোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভাব ক্রমশঃ আসিয়া পড়ে। এখানে কপটতা ও চাতুরী কোন কাজেরই হয় না। কিন্তু কেবল সরলতায় হয় না, একটু তাহাতে অনুরাগের ছিটা থাকা চাই। গান করিতে করিতে যে অনুরাগের উচ্ছ্বাস আসে, তাহা ক্ষণস্থায়ী। অন্যের উপর সে উচ্ছ্বাস সংক্রামিত হয় না। অনুরাগী প্রাণের অনুরাগ যে সঙ্গীতাকারে উত্থিত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই মানবের হৃদয়কে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া থাকে। মুসলমান সাধুরা তাই অভক্ত ও অপ্রমত্তদিগকে সঙ্গীত করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্রহ্মপ্রেমে মত্ত হয় নাই, সে কার ও কিসের সঙ্গীত করিবে? আগে ভিতরে মাতামাতি হউক, তার পরে বাহিরে মাতামাতি শোভা পাইবে। ভিতরে যতক্ষণ প্রাণ নৃত্য না করিতেছে, ততক্ষণ বাহিরের বিকট তাণ্ডব নিষ্ফল ও বিড়ম্বনা মাত্র।

অনেকেই সঙ্কীর্ত্তনে মাতিতে চান। অথচ সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত ব্যক্তির যে যে লক্ষণ থাকা উচিত তাহার কিছুই তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় না। যাহার অনুরাগ নাই সে কি সঙ্কীর্ত্তন করিবে?—আকাশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার তাহার কি অধিকার? সে যদি জোর করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করে তাহাতে কোন ফল পাইবে না। কি নিজের কি অপরের তাহাতে কাহারও উপকার হইবে না। ইহা পরীক্ষিত সত্য। কত সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলাম, অথচ জীবনের হীনতা দেখিয়া আজিও লজ্জা বোধ করি। আমাদের সঙ্কীর্ত্তনে স্বাভাবিকত্ব অল্প; দেখাদেখি উৎসাহের ভাবই অতিরিক্ত। সেই জন্য এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইতেন এবং নৃত্য করিতেন, আমরাও সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হই ও নৃত্য করি। কিন্তু তাঁহাদের ও আমাদের মত্ততা ও নৃত্যে কত প্রভেদ! তাঁহাদের মত্ততা গভীর অনুরাগ মূলক ও তাঁহাদের নৃত্য স্বাভাবিক ছিল, আমাদের মত্ততা তুচ্ছ ও সংক্রামণমূলক ও আমাদের নৃত্য অনেকটা দেখাদেখি। আমাদের সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্যের আদর্শ যদি হীন হইয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয়। যে খুসী, যখন খুসী কীর্ত্তনে যোগ দিলে চলিবে না, যিনি অনুরাগী ও মত্ততার কীর্ত্তনে অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারই কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

গায়কের কর্ত্তব্য তিনি শ্রোতাকে বিস্মৃত হন, কেন না "আমি কেমন গান করিতেছি" এই কথা যখনই মনে হইবে তখনই সঙ্গীত দুষ্ট ও ভাবোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িবে। গায়কের আপনার পারদর্শিতা দেখাইবার জন্য যে সঙ্গীত ধর্ম্মজগতে তাহাকে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য। এরূপ সঙ্গীতে নিজের চিত্ত কলুষিত হয়, ভাবুক শ্রোতার বিরক্তি জন্মে। লোককে শুনাইবার জন্য না হইয়া ব্রহ্মকে শুনাইবার জন্য ব্রহ্মসঙ্গীত ও কীর্ত্তন হওয়া উচিত। শ্রোতারও উচিত তিনি গায়ক ও সঙ্গীতের আকার রূপ সুরকে বিস্মৃত হন। গায়কেরও সুরের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র যোগভঙ্গ হইবে। আকার ছাড়িয়া সঙ্গীতের প্রাণের ভিতর তাঁহার প্রাণকে ডুবাইয়া দিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে এমন কিছু না ঘটে যাহাতে গায়কের রসভঙ্গ হয়। গানের সময় গল্প ও অসার জল্পনা অতীব দূষণীয়। গায়ককেও দেখিতে হইবে যে তিনি এমন ভাবে গান না করেন যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের বিরক্তি জন্মে। গায়ক ও শ্রোতা এইরূপে যখন পরস্পরকে সহায়তা করেন এবং ঈশ্বরকে মধ্যে রাখিয়া সঙ্গীতের অবতারণা করেন, সে সঙ্গীত আর পৃথিবীর পদার্থ থাকে না! সঙ্গীত স্বর্গের উৎসব হইয়া পড়ে।

সঙ্গীত যোগের প্রথম কথা ভাব, দ্বিতীয় কথা সরসত্ব, তৃতীয় কথা অনুরাগ এবং চতুর্থ কথা আত্মবিস্মৃতি। যিনি প্রমত্তদিগের ন্যায় সঙ্গীত যোগ আয়ত্ত করিতে চান তিনি উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রাণপণ করিয়া সাধন করুন। সঙ্গীতের প্রতি অন্যান্য ধর্ম্মসমাজের যেরূপ মনোযোগ, তাহার এক চতুর্থাংশ মনোযোগ আমাদের নাই। সকলে অল্পাধিক পরিমাণে

এবং কয়েক জন বিশেষ পরিমাণে সঙ্গীত বিদ্যা অনুশীলন করেন ইহাই আমাদের বাসনা। যত দিন না কেহ আমাদের মধ্যে দেশীয় ও বৈদেশিক সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন ততদিন এসম্বন্ধে কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ

টাঙ্গাইল।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বাৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে টাঙ্গাইল মুন্সফি আদালতের উকীল বাবু দুর্গানাথ মজুমদার মহাশয়ের বাসা গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ইং ১লা জুন ১৮৮৮, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫½ ঘটিকার সময় টাঙ্গাইল ইংরেজি স্কুল গৃহে "ধর্ম্ম কি?" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। (বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র) বক্তৃতান্তে বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দুর্গানাথ বাবুর বাসায় উপাসনা করেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন শনিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভোর কীর্ত্তন ও উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪½টা হইতে নগর কীর্ত্তন ও বাজারে বক্তৃতা (বক্তা বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ও বাবু প্রসন্নকুমার বসু) রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ৪ঠা জুন রবিবার প্রাতে প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু নন্দগোপাল ঘটক মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে পাঠ ও আলোচনা হয়। অপরাহ্ণ ৫½ ঘটিকার সময় টাঙ্গাইল স্কুল গৃহে "নিরাকার পরব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয় (বক্তা শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস) রাত্রে ৭টা হইতে উপাসনা ও উপদেশ হয়।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ৫ই জুন অপরাহ্ণ ৫½ ঘটিকার সময় আকুরটাকুর গ্রামে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বাবু আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে ধর্ম্মবল ও চরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা হয় (বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র)। রাত্রে কুমুন্নি গ্রামে অন্যতম সভ্য বাবু গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হয়।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ৬ই জুন উক্ত কুমুন্নি গ্রামে ভোর কীর্ত্তনের পরে করটীয়া ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া হয়।

এই উৎসব উপলক্ষে উল্লিখিত মহাত্মাগণ ও বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয় এখানে উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের কার্য্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন। টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নানা রূপ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে থাকিয়া ইঁহাদিগের এইরূপ উৎসাহ ও ধর্ম্ম উদ্দীপক বক্তৃতায় ভগবানের কৃপা বিশেষ রূপে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। নানা সম্প্রদায়ের লোক উৎসাহের সহিত উপস্থিত হইয়া ইঁহাদিগের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, এবং কীর্ত্তন ও উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

মশকের উপকারিতা—যাঁহারা মশকের দংশনে নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা মশকের উপকারিতার উল্লেখমাত্রে বোধ হয় ক্রোধে অগ্নিময় হইয়া উঠিবেন। মিঃ টমাসের কথা কিন্তু যদি ঠিক হয় তাহা হইলে এই জীবদিগের উপকারিতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মিঃ টমাস সম্প্রতি মান্দ্রাজে মশকের বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে স্ত্রী মশকেরাই দংশন করিয়া থাকে। তাঁহার মতে মশকের দ্বারা মানব জাতির অনেক উপকার হয়। তাহাদের জীবনের আট ভাগের সাত ভাগ কাল মানবের সেবায় পর্য্যবসিত হয়, অবশিষ্ট এক ভাগ মাত্র কাল মশক মানবের কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। মশক একুশ দিন ডিম্বাকারে থাকে, সেই সময়েই সে মানবের স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্যে আপন জীবন নিয়োগ করে। যেখানে একটু পঙ্কিল জল, যেখানে মলিনতা পূর্ণ পয়ঃপ্রণালী সেই খানেই দেখা যায় ডিম্বাকৃতি মশকবৃন্দ জলের অনিষ্টকারী পদার্থ সকল ভোজনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! যেসকল জীবকে আমরা কেবল উৎপাত মনে করিয়া থাকি, তাহাদের দ্বারাও তিনি আশ্চর্য্য উপায়ে আমাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন।

অধ্যাত্ম যোগ। আমরা "উপহার" নামক একখানি পুস্তিকা উপহার পাইয়াছি। উপহারের দ্বিতীয় উপদেশের বিষয় যোগ। উপদেশটী এই,—

"এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা, তাহার অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে শুদ্ধ বুদ্ধ অশরীর পরমাত্মাকে দেখিবে—শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিবে। এই অধ্যাত্ম যোগ। ভক্তির সহিত এই যোগে যুক্ত হইলে সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, মুক্তির সোপান লাভ করিবে। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু এই যোগে যুক্ত হইয়া আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিবে।"

হঠ যোগবাদীদিগের এই উপদেশ বিশেষ ভাবে অনুশীলন করা আবশ্যক। আত্মা আত্মপদার্থ, পরমাত্মাও আত্মপদার্থ। ইহাদের সংযোগ, অধ্যাত্ম ক্রিয়া দ্বারাই সম্ভব। শ্বাসরোধাদি শারীরিক ক্রিয়া বলে এই দুই পদার্থের যোগ কিরূপে সংসিদ্ধ হইতে পারে? মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ এক জন সিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি যদি ভারতবর্ষকে কিছু শিখাইয়া থাকেন, সে এই যে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু হইলে পরমাত্মাকে আত্মাতে দর্শন ও মুক্তি লাভ করা যায়। তিনি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপন জীবনে দেখাইয়াছেন। প্রাণায়াম ভিন্ন উচ্চধর্ম্ম লাভ করা যায় না, শ্বাসরোধবাদীদিগের এই উক্তির অসারত্ব মহর্ষির এই উপদেশ সপ্রমাণ করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের আলোক পাইয়াও লোকে যে কেন শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর ধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ স্থাপন করে, ইহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মহর্ষি এই উপদেশে

সংক্ষেপে অধ্যাত্ম যোগের অধিকার ও ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত সেই কেবল মহর্ষির মতে অধ্যাত্মযোগের অধিকারী। ব্রহ্মদর্শন ও মুক্তিকে মহর্ষি উক্ত যোগের ফলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মদর্শন ও মুক্তি যদি হইল, অবশিষ্ট রহিল কি? প্রাণায়ামাদি শারীরিক প্রক্রিয়া না করিয়াও যে অধ্যাত্ম যোগে উচ্চধর্ম্ম লাভ হয় মহর্ষির জীবন তাহার প্রমাণ।

হৃদয়ের শিক্ষা। Fortnightly Reviewএর কিছু দিন পূর্ব্বের এক সংখ্যাতে কুমারী কব এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে দুই কারণে হৃদয়ের ভাব সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১। স্বাভাবিক উত্তেজনা ২। সংক্রামণ। লেখিকার মতে মানব হৃদয়ের সকল ভাবই সংক্রামিত করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি ভয়, সাহস ও ধর্ম্মোন্মত্ততার উল্লেখ করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে সাহসী সৈন্যদলও সময়ে সময়ে সহসাজাত ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়ে, যে সেনাপতিগণ তাহাদিগকে কিছুতেই শত্রুদিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন না। সাহস সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে অনেক সময় সেনাপতি বিশেষের সাহস ও বীরত্বে তাঁহার সৈন্যদিগের মধ্যে এরূপ সাহস সঞ্চার হইয়াছে যে পরাজিত হইয়াও তাহারা জয় লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মভাব সংক্রামণের কথা আমরা সকলেই জানি। কে না জানেন যে, শুষ্ক হৃদয় লইয়া কীর্ত্তনের স্থানে গমন করিয়া শেষে উন্মত্ত হইয়া অনেককে ফিরিতে হইয়াছে? লেখিকা বলেন যে এই সংক্রামণ প্রণালী অপেক্ষা সদ্ভাব প্রচারের উচ্চতর উপায় আর দেখা যায় না। কিন্তু একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। সেটা ভাবের প্রকৃতত্ব। ভাব প্রকৃত না হইলে কোনও মতেই তাহা স্থায়ী ভাবে সংক্রামিত করা যায় না।

১। প্রবন্ধ লেখিকা প্রথমে বালকদিগের শিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পিতা মাতার প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, যে সকল ভাব তাঁহারা তাঁহাদিগের সন্তানদিগের মধ্যে সংক্রামিত দেখিতে চান না, সেই ভাবকে যত্নের সহিত সংযত করেন। পিতামাতা যদি পুত্র কন্যার সমক্ষে ক্রোধান্ধ হইয়া কটু কথা বলেন, পরশ্রীকাতরতা বা ঘৃণা প্রকাশ করেন, পুত্র কন্যা যে সেই ভাবের অনুকরণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অনেকেই ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদের পুত্র কন্যা তাহাদের মাতাকে সম্মান করে, অথচ তাঁহারা উক্ত পুত্র কন্যার সমক্ষে আপন ভার্য্যাদিগের প্রতি অতি অসদ্ব্যবহার করেন। সন্তান যদি দেখে মাতার কথায় পিতার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নাই, মাতার মত পদে পদে অবমানিত ও অনাদৃত হইতেছে, কখনই সে মাতাকে সম্মান করিতে শিখিবে না। পিতা যদি মাতাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, ও যথাযোগ্য সম্মান না করেন, পুত্রও মাতার প্রতি ঠিক্ সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

২। লেখিকা তাহার পর শিক্ষকদিগের দ্বারা শিক্ষার্থীদিগের ভিতর ভাবসংক্রামণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে শিক্ষক ও অধ্যাপক নিয়োগের সময় স্কুল ও কালেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা কেবল দেখেন যিনি যে বিষয়ে অধ্যাপনা করিবেন সে বিষয়ে তিনি পারদর্শী কি না? ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের খোঁজ করা হয় না। কর্ত্তৃপক্ষেরা মনে করেন যে শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ কলের মত কাজ করিবেন, এবং অধ্যাপনার বিষয়ব্যতীত অন্য বিষয়ে বাঙ্নিষ্পত্তি করিবেন না। কার্য্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যায়। অধ্যাপকের মুখে ছাত্রগণ যেসকল মতের প্রশংসা শুনে, মনে মনে তাহারা সেই সকল মতের পূজা করে। যে সকল বিষয় অধ্যাপক ঘৃণার চক্ষে দেখেন, ছাত্রেরাও তাহা ঘৃণার চক্ষে দেখে। অধ্যাপকের প্রত্যেক মত ছাত্রেরা অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। অধ্যাপক প্রতিভাশালী হইলে এই বিপদের সম্ভাবনা অধিকতর। এ দেশে ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নাস্তিকতা এবং ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি অশ্রদ্ধার মূলকারণ যে নিরীশ্বর অধ্যাপকদিগের নিরীশ্বর অধ্যাপনা ইহা জানিতে আর কাহারও বাকী নাই।

সংবাদ।

ব্রাহ্মসমাজ সম্মিলনী;—গত ২রা মে লোয়ার সারকুলার রোড কঙ্কর্ডক্রব গৃহে ব্রাহ্মসমাজ সম্মিলনীর এক সভা হয়। তথায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ "দাতব্য ও দাতব্য সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান" বিষয়ে একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মৃত্যু;—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে গত ২৬এ এপ্রিল বগুড়ার শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী অন্নপূর্ণা দেবীর ক্ষয় কাশ ও অন্যান্য রোগে মৃত্যু হইয়াছে। ইহার ধর্ম্মভাব, নিষ্ঠা ও কার্য্যশীলতা সকলেরই অনুকরণীয়। তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকবর্গের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই ইহার নাম শুনিয়াছেন। ইনি অনেক দিন হইতে নানাবিধ রোগ ও সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন। দয়াময় কৃপা করিয়া ইহাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। উন্নত জীবন, সামাজিক উপাসনা ও বক্তৃতা এবং লিখিত উপদেশ দ্বারা ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছিলেন। ইহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে শীঘ্র তাহার পূরণ হওয়া দুর্ঘট। দয়াময় তাঁহার আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে ইনি আটটী অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পিতা শ্রীমন্ত বাবু দুই বৎসর কাল সুস্থ থাকিয়া আবার উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত হইয়াছেন। অনেক কষ্টে সন্তান গুলিকে তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মগণ তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য না করিলে তাহাদের উপায়ান্তর নাই। যিনি যাহা দিতে পারেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিসে অথবা শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

ঐ;—গত ২৮এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার পরলোকগত উমেশচন্দ্র সেনের পুত্র নগেন্দ্রনাথ সেনের ক্ষয় কাশ রোগে মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ইনি বহুদিন হইতে রোগ ভোগ করিতেছিলেন। দয়াময় তাঁহার পরলোকগত সন্তানকে শান্তিদান করুন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী;—ইনি গত ১৮ই মে শুক্রবার ইংলণ্ডে পঁহুছিয়াছেন। তাঁহার গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কোনও বন্ধুকে এক পত্র লিখেন; তাহা হইতে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন;—"আমরা শনিবার (১৯এ মে) লণ্ডনে পঁহুছিয়াছি। সমুদ্র যাত্রা আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছিল। আমি এক দিন ষ্টীমারে "বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

"প্লিমার্থ হইতে লণ্ডন যাইবার সময় পথে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের কবর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। রাজার সমাধিস্থান দেখিয়া আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আদ্যোপান্ত আমার মানস চক্ষের সম্মুখে সমুদিত হইল। বাবু দুর্গামোহন দাস ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্ব্বে সমাধি স্তম্ভের জীর্ণ সংস্কার করিবার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়াছেন।

"আমি এখনও লণ্ডনে স্থির হইয়া বসিতে পারি নাই। বৃটিশ ও ফরেন ইউনিটিরিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ তাঁহাদের বাৎসরিক সভায় আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথার প্রত্যুত্তর দিবার সময় আমি 'ব্রাহ্মসমাজের আশা ও উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছিলাম।

"কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ায় আমার কল্য একটু জ্বর হইয়াছিল। অদ্য ভাল আছি। ষ্টীমারে আমি ও দুর্গামোহন বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপসনাদি করিয়াছিলাম। আমি এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত দশ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠ করিয়াছিলাম। শীঘ্রই উহা পাঠাইয়া দিব।"

ইঁহার ইংলণ্ড গমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া সুবোধ পত্রিকা বলিয়াছেন,—"পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইতি পূর্ব্বে দুইবার আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন। ইনি স্বভাবতঃই প্রচারক হইবার উপযুক্ত। ইনি এরূপ বিনয়ী অথচ উৎসাহী ও কার্য্যশীল যে ইঁহার ন্যায় প্রচারকের সংখ্যা অধিক হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমানে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক হইত। ইনি নীরবে অনেক কার্য্য করিতেছেন, এবং যাঁহাদের সহিত ইঁহার ধর্ম্মমতের ঐক্য নাই, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।"

অন্নপ্রাশন;—গত ২১শে জুন তারিখে শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিকের প্রথম পুত্র, শ্রীমান্ শিবনাথের শুভ অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে।"

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(অক্টোবর, নবেম্বর—১৮৮৭ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ	গয়া	৮৹
,, মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৵৹
,, রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	পার্শ্বডাঙ্গা	৪৲
শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী সম্পাদিকা পবলিক লাইব্রেরি	কাশীপুর	১৷৹
বাবু আশুতোষ ঘোষ	কলিকাতা	২৷৹
,, শরচ্চন্দ্র রায়, সম্পাদক রঙ্গপুর প্রার্থনা সমাজ		১৲
,, গুরুদয়াল সিংহ	কুমিল্লা	৩৲
,, দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৷৹
ডাঃ মোহিনীমোহন বসু	ঐ	১৲
বাবু হরকুমার রায় চৌধুরী	ঐ	১৷৹
,, মনোমোহন বিশ্বাস	ঐ	১৲
,, কৈলাসচন্দ্র সেন	ঐ	২৲
,, তারিণীচরণ নন্দী	শিলং	২৲
,, শিবনাথ দত্ত	ঐ	৩৲
,, প্রকাশচন্দ্র দেব	ঐ	৩৲
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
,, কেদারনাথ কুলভি	বাঁকুড়া	২৲
,, বিহারীলাল গুহ	কলিকাতা	১৲
,, বীরেশ্বর সেন	বর্দ্ধমান	৫৲
,, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২৷৹
,, দুকড়ি ঘোষ	ঐ	২৷৹
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	ঐ	১৷৹
,, রাজকুমার চন্দ	ফরিদপুর	৩৲
,, রাধাগোবিন্দ সাহা	কলিকাতা	১৷৹
,, রমানাথ বসু	হাওড়া	১৲
,, গুরুচরণ মহলানবিস	কলিকাতা	২৷৹
,, গুরুদাস শীল	ঐ	১৲
,, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	গঙ্গাটিকারি	৩৲
,, রাধিকাপ্রসাদ রায়	ঘড়িয়ালডাঙ্গা	৪৷৹
,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর	১৩৷৵৹
,, পরেশনাথ বিশ্বাস	হরিপাল	২৲
,, শ্রীশচন্দ্র দে	ভবানীপুর	১৲
,, অতুলচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	৷৹
,, গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার	ঐ	১৲
,, শ্রীনিবাস সিংহ সম্পাদক ছাত্রসমাজ	কটক	১৷৵৹
সম্পাদক জ্ঞানদায়িনী সভার পুস্তকালয়	পঞ্চসার	১৸৹
শ্রীমতী তরলা গুপ্ত	তুরা	১০৲
বাবু অদ্বৈতচরণ মল্লিক	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দাসী	হুগলি	৬৲
সম্পাদক ব্রাহ্ম সমাজ	কোচবিহার	৪৲

(ক্রমশঃ)

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ। ৭ম সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ রবিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

বল নাথ। বল নাথ! আর কতদিন
বসা'য়ে রাখিবে মোরে দুয়ারে তোমার?
আশা পথ চেয়ে চেয়ে তনু হ'ল ক্ষীণ,
কতকাল এই ভাবে কাটাইব আর?
সাধ ছিল তব ইচ্ছা করিয়া পালন,
তোমার প্রেমের কথা করিয়া প্রচার,
তব পদে প্রাণ মন দিয়া উপহার,
সার্থক করিব নাথ! এ পাপ জীবন।
সে সাধ কি পূরিবে না? হবে কি বিলীন
মনেতেই মনসাধ? করুণা নয়নে
চেয়ে দেখ একবার ভিখারীর পানে;
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি, সাধন বিহীন,
তব কৃপা বিনা মোর গতি নাহি আর,
দেখা দিয়া কর প্রাণে শকতি সঞ্চার।

তোমাকে প্রভু বলিয়া ডাকিবার আমার কি অধিকার? সেবকের কয়টী লক্ষণ আমাতে বিদ্যমান! আমার যদি কাজের বিচার হয়, তাহা হইলে আমি আর মুখ দেখাইতে পারি না। কাজের রকম, কি পরিমাণ, উভয় বিষয়েই আমার ত্রুটী দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রভু সম্বন্ধে কিন্তু কত সাবধানে চলি। সকাল না হইতে হইতে কর্ম্মালয়ে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ করি। বাড়ী শুদ্ধ লোক সে তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। সাড়ে দশটার এক মিনিট পরে উপস্থিত হইলে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, সেই জন্য ভয়ে ভয়ে সকল বাধা ঠেলিয়া, সকল আবশ্যক বিষয় স্থগিত করিয়া যথাসময়ে যাইবার জন্য চেষ্টা করি। নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট আগেও চলিয়া আসিতে পারি না। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে সে কাজ করাও নাই, সে বাধ্য বাধকতা অনুভব করাও নাই। ইচ্ছা আছে যে তোমার কাজ করি; কিন্তু না করিলে তো আর কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, সেই জন্য তত চাড় নাই। হইতেছে, যখন হয় হইবে, এইরূপই অনেক সময় মনে হয়; এরূপ মনে হয় না, যে করিতেই হইবে, না করিলে রক্ষা নাই। তাই বলিতেছি, যে তোমাকে প্রভু বলিবার কি অধিকার? সেবকত্বের দায়িত্ব যতদিন না প্রাণে স্ফূর্ত্তি পায় ততদিন কেন বৃথা প্রভু নাম মুখে গ্রহণ করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয় করি? বিশ্বপতি, যেমন করিয়া পৃথিবীর প্রভুর সেবা করি, অন্ততঃ ততটুকু দায়িত্ব অনুভব করিয়াও যেন তোমার সেবায় রত থাকিতে পারি।

আমার মধ্যে জড় আছে, জন্তু আছে, দেবতা আছে। আত্ম-তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে গিয়া আমি তিনই দেখিতে পাই। দেব ভাব আছে বলিয়াই জড় ও জন্তু হইতে আমি ভিন্ন হইয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেবভাব প্রধান হইয়া জন্মিয়াও প্রতিনিয়ত আমি জড় ও জন্তুর জীবন যাপন করিতেছি। জাহ্নবী বক্ষে দেখিতে পাই, ছোট নৌকাগুলি কি দ্রুতবেগে গমন করে, বাষ্পীয় পোত সকল কি নক্ষত্র গতিতে প্রধাবিত হয়! আবার দেখি কতকগুলি ভড় যাতায়াত করে, সাত ঘণ্টায় তাহারা এক পদ অগ্রসর হয়। আমার জীবন অনেক সময়ে সেই ভড়ের মতন হইয়া পড়ে। কত দাঁড় ফেলি, কত লগি ফেলি, কত পাল খাটাই, ভড় কিছুতেই নড়ে না। অমূল্য ঘণ্টার পর অমূল্য ঘণ্টা চলিয়া যায়, আমার চেতনা হয় না। তখন কে বলিবে যে আমায় ও প্রস্তরে কিছু প্রভেদ আছে? কি পরিতাপের বিষয়! জীব জন্ম পাইয়াও জড় প্রকৃতি লইয়া বাস করিতে হয়। আবার অনেক সময় আমি পাশব প্রকৃতির হাতে এমনি করিয়া আত্ম সমর্পণ করি, যে কে বলিবে, আমি অমৃতের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি? বিদ্যা বুদ্ধি তখন কোন কাজেই আসে না, জ্ঞানকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করি, নিষ্কণ্টক হইয়া একেবারে রিপুর উত্তেজনার স্রোতে আপনার অনন্ত উন্নতির আশা ভাসাইয়া দেই। দেবতার দেবতা, একি রহস্য, একি বিড়ম্বনা? কবে আমার মধ্যে দেবভাব প্রবল হইয়া উঠিবে? তোমার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছি, তোমার বিচিত্র প্রকৃতির কণিকা পাইয়াছি। সে প্রকৃতি নিদ্রিত থাকিবে, আর জড় ও জীব প্রকৃতি জাগিয়া উঠিবে একি বিষম বিপদ? দয়া কর পিতঃ, তোমার প্রকৃতিই জয় লাভ করুক, অন্যান্য প্রকৃতি পরাজিত ও হেঁট মস্তক হউক।

আমার যদি যথার্থ তোমার প্রতি টান থাকিত, তাহা হইলে অবসর পাইবামাত্র তোমার চিন্তায় মন পূর্ণ হইয়া

যাইত। তোমার আকর্ষণ প্রবল নয় বলিয়াই ফাঁক পাইবামাত্র মন বিষয় চিন্তায় আপনাকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। আমি অকর্ম্মণ্য কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকি, এমন পুরুষকার বা শক্তি নাই, যাহাতে সে চিন্তাস্রোতকে দূরীভূত করিয়া সচ্চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করি। দয়াময়, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার দারুণ অধীনতা শৃঙ্খল হইতে আত্মাকে সত্বর মুক্ত কর। সার হীন সংসার চিন্তায় প্রাণের শোণিত ক্ষয় হইতেছে, এরূপ অবস্থায় থাকিলে আর কতদিন বাঁচিব? "এখুটীনাটি, নালা মাটী" দূর করিয়া দাও, তোমার চিন্তা ও ভাবে আপাদ মস্তক পূর্ণ হউক। অন্য চিন্তা সকলকে ঠেলিয়া বাটীর বাহির করিয়া দাও, তোমার চিন্তা সকল আসিয়া রাজত্ব করুক। যে চিন্তা তোমার চরণ ছুঁইয়া না আসে, তাহাকে যেন বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে পারি। চিন্তামণি আমার সকল চিন্তাতে তুমি মিশ্রিত থাক, যেন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার চরণে চিন্তামালা পরাইয়া দিতে পারি। চিৎস্বরূপ চিন্তার সহিত যদি তোমার নিত্য যোগ সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে পরিত্রাণ নিকটবর্ত্তী হইবে।

হে উদার সত্য পরমেশ্বর, কল্পিত উদারতার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর। উদারতার ভান করিয়া আমি অনেক সময় অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়া থাকি, উদারতার দোহাই দিয়া আমি বিস্তর শিথিলতা পোষণ করি। প্রার্থনা এই যে সত্য যেন নিয়ত আমার উদারতার সীমা হয়। এক দিকে সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা, অপর দিকে উদারতা; আমি অনেক সময়ে বুঝিতে পারি না, কোন্ দিকে আমি অগ্রসর হইব? লোকের পরামর্শ আলোক না দেখাইয়া কেবল অন্ধকারবৃদ্ধি করিতেছে। তাই তোমার নিকট মিনতি করিতেছি, উদারতার দোহাই দিয়া, অন্যায় ও অসত্যরূপ বিষধর যেন কখন না পোষণ করি। সত্যের সীমা অতিক্রম করিলেই বিপদের রাজ্যে গিয়া পড়িতে হইবে। সত্যকে উল্লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্ম রাজ্যের কেহই আমার আনুকূল্য করিবে না। সত্যের জন্য যদি পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ঘর করিতে হয় সেও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, লোকের অসন্তোষ উৎপাদিত হইবে বলিয়া যেন আমি অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদে নিরস্ত না থাকি।

কি সুন্দর আকাশ চন্দ্রাতপ আমার মস্তকের উপর দিবানিশি বিস্তৃত রহিয়াছে! তারাদল নীরবে নৈশগগনের অন্ধকার ভেদ করিয়া কি অপূর্ব্ব স্বপ্নবৎ মধুর জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে! যে আকাশ দেখিয়াছে, সে সংসার কূপের দূষিত, দুর্গন্ধময় বায়ুতে কিরূপে সুখে বাস করিতে পারে? যে তারকাখচিত নীলাকাশের বিচিত্র জ্যোতি সম্ভোগ করিয়াছে সে তোমার সম্বন্ধে কিরূপে উদাসীন থাকিবে? ঘর হইতে বাহির হইয়া আকাশের নীচে যখন বসি, মুক্ত বায়ু সাগরে আমার দীপ্ত শিরের যখন বারবার অবগাহন হয়, তখন বাস্তবিকই আমার মনে হয় যে আমি আর একজন হইয়া গিয়াছি। আমি আর সে সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র, নীচ ও অধম নহি, মহতের সমাগমে উদার, মহৎ, উন্নত ও উত্তম হইয়াছি। চিৎস্বরূপ, তোমার চিদাকাশে তেমনি যখন চিত্ত নিশ্চিন্ত হইয়া বিহার করে, তখন মুক্তি ও মহত্বের আস্বাদন পায়! নীচতা ও অনুদারতা দূরে পলায়ন করে। ভবখণ্ডন, আমার ভবপিঞ্জর বাস খণ্ডন কর, প্রাণপাখী একবার মনের সাধে ব্রহ্মাকাশে উড়িয়া বেড়াক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

কল্পিত উদারতা।

উদারতা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী বিশেষ ভাব। অন্যান্য ধর্ম্মের সার যাহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধ্যে সে সকলই সন্নিবিষ্ট। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সত্য বিশেষকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা শিক্ষা দেয় বলিয়া ঘৃণা করেন না। সকল সত্যেই ঈশ্বরের মহা নাম অঙ্কিত, সকল সত্যই তাঁর, সুতরাং সত্য মাত্রকেই ব্রাহ্মেরা মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই উদারতার কারণ বিবিধ, ১। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন অবতার বা মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করেন না এবং ২। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কোন নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র নাই। মহাপুরুষ বিশেষের মধ্যবর্ত্তিত্ব ও উক্তি লইয়া জগতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ঈশা মধ্যবর্ত্তী, ঈশার উক্তি অভ্রান্ত শাস্ত্র যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা খৃষ্টীয়ান বলিয়া পরিচিত। মহম্মদ মহাপুরুষ ও তাঁহার উক্তি সংগ্রহ অভ্রান্ত যাঁহারা বলেন তাঁহারা মুসলমান। শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুর অবতার, শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অভ্রান্ত যাঁহারা বলেন, তাঁহারা চৈতন্য বাদী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তী নাই। সকল ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ মহাপুরুষগণকে ব্রাহ্মধর্ম্ম আপন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, কাহাকেও অভ্রান্ত বলেন না, অথচ সকলকেই সম্মান করেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে শাস্ত্র নাই। সকল শাস্ত্রের যাহা সার, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল মৌলিক সত্য অপরিহার্য্য, যাহা স্বীকার না করিলে আপনার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে ও স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট হইতে হইবে, সেই সকল সত্যের উপর ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ব্রাহ্ম ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা আসা আদতেই সম্ভব নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মানবহৃদয় ও ঈশ্বরের অবিনশ্বর সম্বন্ধ জনিত একমাত্র অবিনশ্বর সনাতন ধর্ম্ম। সত্যানুরাগ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ, সত্যান্বেষণ ব্রাহ্মের নিত্যকালের ব্রত। ব্রাহ্ম সকল সত্যের সমাদর করিতে বাধ্য। অন্বেষণ করিয়া সকল সত্য অর্জ্জন করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

উদারতার কিন্তু সীমা আছে। কেহ যদি বলেন যে "নিরাকার ব্রহ্মকে মান, পূজাকর তাহাতে মানা নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি নিরাকার ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারে না বলিয়া সাকার উপাসনা করে তাহাকে নিন্দা করিও না। সাকার উপাসনার নিন্দা করা কেবল উদারতার অভাব ও সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দেওয়া মাত্র," আমরা কি তাহাতে সায় দিতে

পারি? কখনই না? কেহ যদি বলেন, যে "ঈশ্বর আছেন স্বীকার কর, তাহাতে বারণ নাই, কিন্তু ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে পারা যায়, ঈশ্বর আমাদিগকে ভাল বাসেন, একথা বলিও না, কেননা উহার প্রমাণ নাই, ওকথা বলা কেবল গোঁড়ামি করা মাত্র," আমরা কি তাহাতে সম্মতি দান করিতে পারি? কখনই না। সুতরাং উদারতার সীমা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। উদারতার সীমা নাই বলিলে অসত্য ও ভ্রমের প্রশ্রয় দানও করা হয়। ফলতঃ উদারতাই বল, আর স্বাধীনতাই বল উভয়েরই সীমা ন্যায় ও সত্য। যে উদারতা ও স্বানুবর্ত্তিতায় সত্যের অবমাননা হয়, তাহা উদারতা শব্দের বাচ্য নহে। সকল সাধুর সাধুতা আমরা সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু সাধু ও মহাপুরুষের সাধুতা ও মহত্ত্ব স্বীকার করি বলিয়া তাঁহাদের অসার কল্পনা ও ভ্রম কেন মানিতে যাইব? ব্রাহ্মগণ মহাপুরুষবাদের অযথা অনুবর্ত্তিতার চিরদিনই তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন, চিরদিনই করিবেন—যিনি করিবেন না তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শ হইতে নিম্নে পড়িয়া থাকিবেন।

যেমন সত্যানুসরণ করা প্রত্যেক মানবের উচিত, তেমনই অসত্যের প্রতিবাদ করাও প্রত্যেকের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সত্যানুসরণে যাহাতে অন্ধতা না প্রবেশ করিতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ অনুবর্ত্তিতার কাল চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস ও মত বিষয়ে, পরীক্ষা ও সমালোচন করিয়া লইবার এখন সকলেরই অখণ্ড অধিকার। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই অধিকার রক্ষার পক্ষপাতী। এই অধিকার রক্ষার জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নিয়ত জ্ঞানচর্চ্চা ও শাস্ত্রানুশীলন প্রচার করিয়া থাকেন। সাধু বিশেষকে পূর্ণমাত্রায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম ও কল্পনাকে ভাষার তর্ক বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্রাহ্ম সমাজে এ সকল কথার অনেক দিন হইতে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, এখন আবার অন্য সুরের কথা শুনিতে পাওয়া যে নিতান্ত দুঃখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তর্কে ঈশ্বর বহু দূর বটে, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসেও তিনি বড় নিকট হন না। সুতর্ক ও বিচার করিতে সকলেই বাধ্য। বিচার ভিন্ন বস্তু নির্ণয় অসম্ভব।

সত্যের ক্রম বিকাশ স্বীকার করিলেই যে বিচার করিতে হইবে না, ইহা অপ্রামাণ্য কথা। সত্যের ক্রম বিকাশ স্বীকার করি বলিয়া কি মানিতে হইবে যে কালে আলোক অন্ধকার হইবে, অন্ধকার আলোক হইবে? মৌলিক সত্যের বিরোধী ক্রমেবিকাশলব্ধ সত্য স্বীকার কর না কর, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে, যে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সত্য অথবা কল্পিত সত্য গ্রহণ করা ধর্ম্মনয় অধর্ম্ম, উদারতা নহে অসত্যের অনুসরণ। সত্যানুরাগ ও সত্যের ক্রম বিকাশ ও বিচারে কোন স্বভাবিক বিসম্বাদিতা নাই। তিনেরই সমবায় আবশ্যক, কোনওটী ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সত্যান্বেষণে যেমন দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে, সত্য পরীক্ষায় তেমনি অধ্যবসায় দেখাইতে হইবে। সুবর্ণ কষিয়া, গলাইয়া দেখিতে হয়—সত্যও কষিয়া পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; কিন্তু মূল বিশ্বাস বিনষ্ট হইবে না। মৌলিক সত্যে বিশ্বাস অটল থাকিবে, কেননা যাহা মৌলিক, মানব প্রকৃতির প্রাণগত তাহার বিরোধী সত্যের প্রকাশ এক প্রকার অসম্ভব। মানব জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেই সতত আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষের কোনও দিক অসাধারণ ভাবে বর্দ্ধিত দেখিলেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যে অন্য দিকের প্রতি অমনোযোগ বশতঃ উক্ত অসাধারণ বৃদ্ধিতে কোন ভ্রম বা অসত্য প্রবেশ করিয়াছে কি না? যে উদারতার সীমা সাধুতা, ধর্ম্মভাব বর্দ্ধন বা উচ্ছ্বাস নহে, যে উদারতার সীমা সত্য, আমাদের সেই উদারতারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের স্বর্গীয় আদর্শ যে জগদীশ্বর তাঁহার মত কাহার উদারতা আছে? কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি আপনার সত্য প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করেন? উদারতার অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা যদি একথা স্মরণ রাখি, তাহা হইলে কল্পিত উদারতার মহা ভ্রমে পতিত হইয়া অসত্য ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে হয় না।

প্রাণের দায়ে ধর্ম্ম।

ধর্ম্মাচরণ দুই প্রকার, এক প্রাণের দায়ে, আর এক সুখের বা সখের জন্য। প্রাণের দায়ে যে ধর্ম্মাচরণ হয়, তাহার কারণ মুক্তি লাভেচ্ছা, সুতরাং মুক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মাচরণের স্থিতি। মুক্তির আদর্শের ক্রম বিকাশনিবন্ধন সে ধর্ম্মাচরণ জীবনব্যাপী, অনন্ত কাল স্থায়ী। সখের জন্য যে ধর্ম্মাচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কারণ সুখের বাসনা, সুতরাং যতক্ষণ সুখের স্থিতি ততক্ষণ সে ধর্ম্মাচরণের স্থিতি। প্রাণের দায়ে যে ধর্ম্ম করে, সে যতদিন না সে দায় হইতে মুক্ত হয়, ততদিন ধর্ম্ম করিতে থাকে। সখের জন্য যে ধর্ম্ম করে, যতদিন সে সুখ পায় ততদিন ধর্ম্মে লগ্ন থাকে; যেই সুখ লুকায় সুখের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্ম্মও অন্তর্হিত হয়। যতদিন সে গোলাপ ফুলের শয্যার উপর আসীন হইয়া ধর্ম্ম করিতে পায়, ততদিন তাহার ধর্ম্ম রক্ষা পায়, ধর্ম্ম যদি তাহাকে কণ্টকের কিরীট পরিতে বলে, সে অমনি পলায়ন করে। ধর্ম্মের জন্য যার প্রাণান্ত পণ, তাহার জীবনে জোয়ার ভাঁটা সত্বেও এমন একটী স্থায়ী অগ্নি ও উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহা দেখিয়া লোকে অবাক্ ও বিমুগ্ধ হয়। বিদ্রূপের সমুদ্র তার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তবু দেখিতে পাই যে সে লোকটা যে ধর্ম্ম লইয়া মত্ত ছিল, সেই ধর্ম্ম লইয়াই মত্ত রহিয়াছে। কত আকাশ পাতাল হইল, কত পাতাল আকাশ হইল, কত ঝটিকা বা ঝঞ্ঝাবাত বহিল, কিছুতেই তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিল না। সখের জন্য যে ধর্ম্ম করে, সে ধর্ম্মের খাতিরে কষ্ট সহিতে নারাজ। যে কয়দিন সুখ পাইল ধর্ম্ম করিল, যেই সুখ পাওয়া বন্ধ হইল, অমনি সে ফিরিয়া সংসারে চলিয়া গেল। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট আগে ধর্ম্ম তার পর আর সব; দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট আগে আর সব তারপর ধর্ম্ম। আগে ধন, মান, পার্থিব সম্পদ

সুখ স্বচ্ছন্দতা তারপর যোগ,ভক্তি,উপাসনা। ষোল আনা সংসার বজায় রাখিয়া সে ব্যক্তি বিনা বিসম্বাদে ধর্ম্ম করিতে চায়, ধর্ম্মের জন্য সে কথা কি কষ্ট সহিতে চায় না। প্রাণের দায়ে ও সখের জন্য অনুষ্ঠিত বিষয়ে চিরকালই এইরূপ গভীর প্রভেদ দেখা যায়। প্রাণেও সখে যখন আকাশ পাতাল প্রভেদ,প্রাণের দায়ে ও সখের জন্য কৃত কার্য্যে যে তাদৃশ ভিন্নতা লক্ষিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

আমাদের ধর্ম্মাচরণ কোন্ প্রকারের? আমাদের মধ্যে বোধ হয় এমন লোক অতি অল্প সংখ্যকই আছেন, যাঁহারা এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিবেন। আমরা অনেক সময় আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য সমূহের দোহাই দিয়া আপনাদের সাফাই গাইয়া থাকি। আমরা বলি, "এত করিতেছি, আর কি করিব?" আমরা যদি সরল ভাবে উত্তর দেই, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা "এত করিতেছি" না, অতি অল্পই করিতেছি। কৃত কার্য্যের দিক্‌টাই সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে ধরি, সম্ভাবিত অথচ অননুষ্ঠিত কার্য্যের দিক্‌টা একেবারে চক্ষের আড়াল করিয়া ফেলি। ইহা করিতেছি, উহা করিতেছি মনে করিতে করিতেই অহঙ্কার আসিয়া পড়ে। ইহা করি নাই, উহা করি নাই, যদি মনে করিতাম, তাহা হইলে আমাদের উন্নত মুখ অবনত, এবং দর্প চূর্ণ হইত। বাস্তবিক যখন আমরা ভাবিয়া দেখি, যে আমাদের দ্বারা কত মহৎ ও হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিত, এবং কত অমূল্য সুবিধা ও সময় হাতের মধ্যে পাইয়াও আমরা নির্ব্বোধের মতন ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন আর পরিতাপের সীমা থাকে না, আপনাকে তিরস্কার করিয়া ক্ষোভ মিটে না।

যখন পৃথিবীর কাজ করি, তখন আমাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ধূম দেখে কে? ধন উপার্জ্জনের জন্য লোকে কি না সহিয়া থাকে? খ্যাতিলাভের আশায় লোককে চক্ষের সমক্ষে অকাতরে স্বাস্থ্য ও সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিতে দেখিতেছি। প্রাণপণ করিয়া আপন আপন উদ্দেশ্য সাধনে সংসারের সকল লোকেই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিবামাত্র বিচিত্র পরিবর্ত্তন নয়ন গোচর হয়। পার্থিব জগতে অসার, ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্য প্রাপ্তির আশয়ে সংসারের লোককে যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতে দেখি ধর্ম্ম জগতে অনেকের জীবনে তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। কি নিস্তেজ ভাবেই আমরা জীবন যাপন করিতেছি! চক্ষে অগ্নি নাই, হস্তে ক্ষিপ্রকারিতা নাই, পদে দ্রুতগতি নাই ও মনে তৃষ্ণা নাই। মৃত ভাবে কথা কহিতেছি, মৃত ভাবে কথা শুনিতেছি, নিরুৎসাহ ভাবে কার্য্য করিতেছি, নিরুৎসাহ ভাবে অন্যের কার্য্য করা দেখিয়া ব্যথিত হইতেছি। প্রাণের দায়ে যদি ধর্ম্ম করিতাম, তাহা হইলে কি এমন ব্যাপার ঘটিত?

প্রাণের দায় বোধ হয় না কেন? প্রাণের দায় নাই, এ জন্য নহে। আমরা এখন গুরুতর পাপ হইতে বিরত, লোকের চক্ষে সচ্চরিত্র বলিয়া প্রতীয়মান। সেই জন্য মনে করি যে আমরা জীবিত। কিন্তু আমরা কি বলিতে পারি, যে আমরা পতনের উপরে উঠিয়াছি? তবে আমরা জীবনের কি গর্ব্ব করি? মৃত্যুর যখন সহস্র দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন কিসের গর্ব্ব? এই স্বর্গে বসিয়া সাধু সহবাস মকরন্দ আঘ্রাণ করিতেছ। পাপের দ্বার দিয়া মৃত্যু প্রবেশ করিয়া নিমেষের মধ্যে প্রাণবধ করিয়া ফেলিল, এরূপ অবস্থা কার জীবনে না ঘটিয়াছে? অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সত্যসত্যই আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণের দায় সুতরাং সত্যসত্যই উপস্থিত। দায় যে বোধ হয় না সে কেবল বিস্মৃতির জন্য। বিস্মৃতিই প্রকৃত মায়ার রাজ্য। বিস্মৃতির জন্যই ঘোরতর রোগ সত্ত্বেও আমাদের স্বাস্থ্য জ্ঞান! কিসে আমাদের বিস্মৃতি ঘুচিবে? আত্মচিন্তা দ্বারা। নিয়ত আত্মপর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আপন রোগের ছবি চক্ষের নিকট সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে পাপবোধ জন্মিবে। পাপ বোধ জন্মিলে মুক্তির চেষ্টার উদ্রেক হইবে। তখন যে ধর্ম্ম আচরিত হইবে, তাহা আর ধর্ম্ম-বিলাসীর ধর্ম্ম হইবে না। ইচ্ছামত দুই চারি দিন ধর্ম্ম করা ও না করা তখন থাকিবে না। যার সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা সে কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে?

প্রাণস্বরূপ।

গতবারে আমরা কার্য্যকারণ বিবেকের সাহায্যে এই স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবার নিত্যানিত্য বিবেকের সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রতিশ্রুত আছি। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাতে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে, সেই অসম্পূর্ণতা দূর করাই দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার বিশেষ উদ্দেশ্য। সেই অসম্পূর্ণতা এই যে, উক্ত ব্যাখ্যা প্রাণস্বরূপ সম্বন্ধে ঠিক্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিতে পারে না; উহা বুঝিলেও প্রাণস্বরূপ যেন মীমাংসা বা অনুমানের (inference) বিষয় থাকেন। উক্ত ব্যাখ্যাতে তাঁহাকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা উদয়ের কারণ রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বলিতে পারেন জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এবং ইহাদের উদয়ই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়; এই উদয়রূপ কার্য্যের কারণ যিনি, তাঁহার অস্তিত্ব এবং আত্মাতে তাঁহার বর্ত্তমানতা, কারণবাদের মূল সূত্র হইতে সিদ্ধান্ত (infer) করিতে হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত অকাট্য হইলেও ইহা কি গভীর যোগসাধনের পক্ষে যথেষ্ট? প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে গভীর যোগ কিরূপে হইবে? দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার কারণরূপী এই যে মহান্ পুরুষ, ইনিই যে নিত্য, শাশ্বত, অবিনাশী পরমাত্মা, এই বিষয়েই বা কিরূপে নিশ্চিত হইবে? ইনি যে একজন মহান্ জন্মমরণশীল সৃষ্ট পুরুষ নহেন, ইনি যে বেদান্তে বর্ণিত বিরাট, হিরণ্যগর্ভ বা মায়া-উপজিত ঈশ্বর নহেন, তাহা কিরূপে জানিব? নিত্যানিত্যবিবেক কার্য্য-কারণ বিবেকের এই দুই অভাব দূর করিতে পারে, এই দুই গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে। নিত্যানিত্যবিবেক দেখাইয়া দেয় যে আমাদের জীবনে জ্ঞান, ভাব ও শক্তির

প্রকাশ মাত্রই কার্য্য; জ্ঞান, ভাব ও শক্তি স্বয়ং কার্য্য নহে, ইহারা নিত্য বস্তু, ইহারা পরমাত্মার স্বরূপ, পরমাত্মা ইহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ বর্ত্তমান, এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপী জ্ঞান, ভাব ও শক্তিতে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত। আমরা যথা সাধ্য এই পরম তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছি।

আমাদের মধ্যে অনুভবের স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে; এক মুহূর্ত্তের অনুভব পর মুহূর্ত্তে থাকে না, নূতন অনুভব আসিয়া ইহার স্থান অধিকার করে। প্রবল বেগবতী নদীর জল যেমন নিয়ত প্রবহমান, এক বিন্দু জল এক মুহূর্ত্তের অধিক একস্থানে থাকে না, আমাদের অনুভব-ঘটিত জীবনও তেমনি। অনুভবই কাল-স্রোতের উপকরণ; অনুভব অস্থায়ী বলিয়াই কাল প্রবহমান, কাল অনিত্য। কোন অনুভব-ঘটিত ঘটনা ঘটিতেছে না, কোন ইন্দ্রিয়-বিষয়-ঘটিত পরিবর্ত্তন হইতেছে না, অথচ কাল চলিতেছে, কাল-স্রোত বহিতেছে, ইহা অসম্ভব অর্থহীন কথা। আমরা প্রতি নিয়ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, দুঃখ অনুভব করিতেছি, এবং প্রতি নিয়তই এই সকল অনুভব বিলীন হইয়া যাইতেছে। এইরূপে আমাদের অনুভব-ঘটিত, ইন্দ্রিয়-ঘটিত জীবন, দিন দিন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শৈশব, বাল্য, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু অনুভব এক বস্তু, অনুভবের জ্ঞান আর এক বস্তু। অনুভব আর অনুভবের জ্ঞানে অনেক প্রভেদ; এই দুই বস্তুকে এক মনে করাতেই আত্মা মোহাচ্ছন্ন হইয়া দিব্যজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হয়। অনুভব প্রবহমান, কালস্রোতের অধীন; অনুভবের জ্ঞান প্রবাহশূন্য, কালাতীত, নিত্য। এই প্রভেদ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি।

একটী গুলাব ফুল হাতে লইয়া ক্রমান্বয়ে চারিবার আঘ্রাণ করিলাম, অথবা একটী মিষ্টফল চারিবার জিহ্বায় স্পর্শ করাইলাম, অথবা একটী বাদ্য যন্ত্রে চারিবার আঘাত করিলাম। ১, ২, ৩, ৪, এই ক্রমান্বয়ে চারিটী অনুভব অনুভূত হইয়া বিলীন হইয়া গেল,—অনুভবের ধর্ম্ম অনুসারে কাল-স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া পুনরায় কাল-স্রোতে ভাসিয়া গেল; কিন্তু এই অনুভব চতুষ্টয়ের জ্ঞান অনুভব উদয়ের সময়ে যেরূপ ছিল, অনুভব লয়ের পরও সেরূপ রহিল। এস্থলে দুটী ভিন্ন-প্রকৃতি বিষয়ের প্রভেদ পাঠক সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে চেষ্টা করুন। মানসিক অবস্থানিচয় জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ভাব ও ইচ্ছা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ঘটে, কিন্তু ভাবও ইচ্ছা জ্ঞান নহে। বর্ত্তমান স্থলে অনুভব বিষয়টী ভাব শ্রেণীর অন্তর্গত, অনুভবের জ্ঞান জ্ঞান শ্রেণীর অন্তর্গত। "আমি জানি অনুভব ঘটিতেছে" এই জ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া অনুভব ঘটিতে পারে না, "আমি জানি অনুভব বিলীন হইয়াছে" এই জ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া অনুভব বিলীন হইতে পারেনা, সত্য; আমার জ্ঞান—আত্মজ্ঞান এবং "আমি অনুভবকে জানিতেছি" এই যে আত্মজ্ঞানের সহিত একীভূত অনুভব-সম্বন্ধীয় বিষয়-জ্ঞান—এই জ্ঞানকে ছাড়িয়া অনুভবের উদয় বা বিলয় ঘটিতে পারে না, সত্য, কিন্তু অনুভব এবং অনুভবের আধার রূপী এই যে জ্ঞান, এই দুটী বিষয় এক নহে। অনুভব ইন্দ্রিয়-ঘটিত, কিন্তু আত্মজ্ঞান এবং "আমি অনুভবকে জানিতেছি" এই যে আত্মজ্ঞানের সহিত একীভূত বিষয়জ্ঞান, এই উভয় জ্ঞান—অথবা দ্বিমুখ বিশিষ্ট এই অখণ্ড জ্ঞান—অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়-ঘটিত অনুভবের সহকারে এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়-ঘটিত নহে। অনুভব ঘটিবার পূর্ব্বেও আত্মজ্ঞান ছিল, পরেও রহিল, ইহা যে অতীন্দ্রিয় ও প্রবাহ-শূন্য তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অনুভব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অনুভব ঘটিবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্য বোধ হইতে পারে যে ইহা ইন্দ্রিয়-ঘটিত ও কাল-প্রবাহের অধীন; পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না। কিন্তু অনুভব বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল, অথচ অনুভবের জ্ঞান—অনুভবের স্মৃতিরূপী জ্ঞান—বিলীন হইল না; অনুভব বিলীন হইবার পর কালপ্রবাহ চলিতে লাগিল, অথচ অনুভবের জ্ঞান প্রবাহিত হইল না, কাল-প্রবাহের অতীত আত্মজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত, একীভূত থাকিয়া ইহা কাল-প্রবাহকে অতিক্রম করিল; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে এই জ্ঞান কাল-স্রোতের অধীন নহে; কাল-স্রোতের অধীন অনুভবকে উপলক্ষ করিয়া ইহা আমাদের ব্যক্তিগত সসীম জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা এই প্রকাশের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। অনুভব নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল; এক মুহূর্ত্তের অনুভব অপর মুহূর্ত্তের অনুভব নহে। ১,২,৩,৪ এই অনুভব সমূহ যদি সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সদৃশও হয়, তথাপি কালের ভিন্নতা বশতঃ ইহারা ভিন্ন ভিন্ন, ইহারা কদাচ এক নহে। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জ্ঞান আর অপর মুহূর্ত্তের জ্ঞান একই বস্তু. জ্ঞানে প্রবাহ নাই, আমাদের ব্যক্তিগত সসীম জীবনে জ্ঞানের আবির্ভাবই কাল-সাপেক্ষ, জ্ঞান স্বয়ং কাল-সাপেক্ষ নহে। পাঠক এই তত্ত্বটী পরিষ্কাররূপে বুঝিতে চেষ্টা করুন। আত্মজ্ঞান যে অতীন্দ্রিয় ও কাল-প্রবাহের অতীত, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি; তৎপর, আত্মজ্ঞানের সহিত অনুভব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের একত্ব এবং অনুভব বিলয়ের পরও অনুভবের জ্ঞান আত্মজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া কাল-প্রবাহকে অতিক্রম করিল, এই প্রমাণের বলে বলিতেছি যে অনুভব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানও কাল-প্রবাহের অতীত। ফলতঃ বিশেষ বিশেষ বিষয়-জ্ঞান বিশেষ বিশেষ কালে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হইলেও তাহা আত্মজ্ঞানের সহিত একীভূত হইয়াই প্রকাশিত হয় এবং একীভূত হইয়াই বর্ত্তমান থাকে; আত্মজ্ঞান এবং বিষয়-জ্ঞান (অহম্বৃত্তি ও ইদম্বৃত্তি) একই অখণ্ড জ্ঞান বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অথচ অবিভাজ্য দিক্ মাত্র।

পাঠক বলিতে পারেন, এই জ্ঞানবস্তু বিশেষ বিশেষ কালকে, কালের বিশেষ বিশেষ অংশকে অতিক্রম করে বটে, কিন্তু ইহা যে একেবারেই কাল-প্রবাহের অতীত, তাহার প্রমাণ কি? ইহা এখন কাল-স্রোতকে অতিক্রম করিতেছে, সত্য, কিন্তু ইহা যে কোন বিশেষ কালে উৎপন্ন হয় নাই

এবং কোন বিশেষ কালে বিলয়-প্রাপ্ত হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর—যাহা মূলে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—তাহা এই যে, ঘটনাই কাল-প্রবাহের অধীন, বস্তু কাল-প্রবাহের অধীন হইতে পারে না। জ্ঞানবস্তুর প্রকৃতি আলোচনা করিলে ইহার মধ্যে কালের গন্ধ পাওয়া যায় না, ইহাকে কাল-স্রোতের ভিতর ফেলিতে গেলেই—ইহার উৎপত্তি বিলয় ভাবিতে গেলেই—ইহার প্রকৃতি বিস্মৃত হইতে হয়, ইহার বস্তুত্ব বিস্মৃত হইয়া ইহাকে ঘটনার মধ্যে পরিগণিত করিতে হয়। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, জ্ঞানবস্তু বিশেষ বিশেষ কালকে অতিক্রম করিতেছে, কেবল এই জন্যই যে আমরা ইহাকে কালাতীত বলিতেছি তাহা নহে, ইহা কালের আধার, কাল-প্রবাহের অপরিহার্য্য কারণ, কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা, এই জন্যই ইহাকে কালাতীত বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ১, ২, ৩, ৪ এই অনুভব-ঘটিত কালশৃঙ্খল, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন কাল এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা গঠনের জন্য কালাতীত প্রবাহাতীত জ্ঞানবস্তুর প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথম অনুভবের পূর্ব্বেই ইহার আধার রূপে জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, যে ইহার উদয়ের পূর্ব্ব কালের সহিত ইহার উদয় কালকে সংযুক্ত করিয়া ইহাকে বর্ত্তমান শৃঙ্খলের প্রথম বলিল; জ্ঞান না থাকিলে এই ঘটনা সম্ভবই হইত না এবং ইহার প্রথমত্বেরও কোন অর্থ থাকিত না। তার পর, প্রথমানুভবের বিলয়ের পর দ্বিতীয়ের উদয়ের পক্ষেও জ্ঞানের প্রয়োজন, এবং প্রথমের সহিত দ্বিতীয়ের যোগ এবং দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ত্ব ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। প্রথমানুভব বিলীন হইলে পর জ্ঞান স্বয়ং প্রবাহাতীত থাকিয়া উহার স্মৃতিকে বহন করিয়া যদি দ্বিতীয়ের সহিত সংযুক্ত না করিত তবে দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ত্বের কোন অর্থই থাকিত না; দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ত্ব সম্পূর্ণরূপেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এইরূপে, তৃতীয়ের উৎপত্তি ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, এবং জ্ঞান স্বয়ং প্রবাহাতীত থাকিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়ের স্মৃতিকে বহন করিয়া তৃতীয়ের সহিত সংযুক্ত করাতেই তৃতীয়ের তৃতীয়ত্ব সম্ভব হইয়াছে। এইরূপে চতুর্থ ও পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। পূর্ব্ব পরের সংযোগ ব্যতীত কাল-প্রবাহ, কাল-শৃঙ্খল গঠিত হইতে পারে না, কিন্তু এই সংযোগের কারণ, এই সংযোগের কর্ত্তা—জ্ঞান; তাই বলিতেছিলাম জ্ঞান কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা। যে ঘটনার আধার, যাহাকে অবলম্বন না করিয়া কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না, তাহাকে একটা ঘটনা বলিয়া কল্পনা করা, যে স্বয়ং স্থির প্রবাহাতীত থাকিয়া কাল-প্রবাহ রচনা করে তাহাকে কাল-প্রবাহের অধীন মনে করা, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সমুদায় ঘটনার উৎপত্তি বিলয় হয় তাহার উৎপত্তি বিলয় কল্পনা করা—ইহার ন্যায় ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং দেখিতেছি জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই কালাতীত, নিত্য। ইহার উৎপত্তিও নাই, বিলয়ও নাই। আমাদের ব্যক্তিগত সসীম জীবনে ইহার সাময়িক আবির্ভাব বা তিরোভাবকে আমরা ইহার উৎপত্তি বিলয় বলিয়া ভ্রম করি।

পাঠক দেখিলেন, যে জ্ঞান—আত্মজ্ঞান ও বিষয়-জ্ঞান সমন্বিত যে অখণ্ড জ্ঞানবস্তু—যাহা আমাদের জীবনের সার, যাহা আমাদের প্রাণ, উহা কোন অনিত্য অসার বস্তু নহে, উহা খাটি সত্য বস্তু, উহা সেই নিত্য আদি পুরুষের সাক্ষাৎ প্রকাশ; তিনি জ্ঞানরূপে আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ আবির্ভূত। কিন্তু তাঁহার এই প্রকাশ আংশিক; তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের কণা মাত্র আমাদের জ্ঞানরূপে, আমাদের প্রাণরূপে, প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রকাশিত জ্ঞান-কণিকা তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের পক্ষে যত কেন ক্ষুদ্র হউক না, ইহা তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রকাশ। যাহা হউক এই বিষয়ে সম্প্রতি অতি অল্পই বলা হইল; অনেক বলিতে অবশিষ্ট রহিল। তাহা বারান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি ও উন্নতি।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর কেশবচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কি কি সত্য প্রচার করিলেন? বিশেষ বিধানের মত তাঁহার প্রচারিত একটি সত্য। অনেকে মনে করেন, কেশব বাবুর প্রচারিত ঐ মতটি একটি অনিষ্টকর কুসংস্কার। কোন বিশেষ কার্য্য বা ঘটনা সম্বন্ধে ঐ মতটির প্রয়োগে কোন ব্যক্তির ভ্রান্তি হইতে পারে, কোন কোন স্থলে বাস্তবিক হইয়াছে; কিন্তু মূল মতটি নিশ্চয়ই একটি অমূল্য সত্য।

যাঁহারা পরমেশ্বরের বিশ্বজনীন বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করিতে চান না। কিন্তু বাস্তবিক এই দুটি মত,—সাধারণ বিধান ও বিশেষ বিধান, কি পরস্পর বিরোধী মত? কখনই নয়। জগতের পিতা, মাতা, তাঁহার সকল পুত্র কন্যাকে সমান স্নেহে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি সকল জগতের সাধারণ পিতা, মাতা। সাধারণ ভাবে তাঁহার স্নেহ, দয়া সকল প্রাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া সকলকে রক্ষা ও পালন করিতেছে। তাঁহার বিশ্বজনীন বিধাতৃত্বে মানব হৃদয় সহজেই বিশ্বাস করে।

কিন্তু উহা সত্যের একদিক্ মাত্র। বিশ্বাসী ভক্ত কেবল ভগবানের এই সাধারণ বিধাতৃত্বে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। পরমেশ্বর যেমন সমগ্র জগতের পিতা মাতা; সেইরূপ তিনি আমাদের প্রত্যেকের,—রাম, শ্যাম, গোপাল, তোমার আমার,—প্রত্যেকের,—পিতা মাতা। সমগ্র জগতের সহিত যেমন তাঁহার সাধারণ সম্বন্ধ সেইরূপ প্রত্যেক জীবের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি মা হইয়া তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার মুখে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল তুলিয়া দিতেছেন, লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র পরাইয়া দিতেছেন, শ্রান্ত হইলে ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। তিনি কেবল আমাদের মা নহেন, আমার মা। যদি এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আর একটিও জীব না থাকিত, কেবল আমি একাকী থাকিতাম, তাহা হইলে তিনি আমাকে যেমন ভাবে দেখিতেন, এই অগণ্য অসংখ্য জীব পুঞ্জের মধ্যে তিনি ঠিক সেইরূপ স্নেহ দৃষ্টিতে আমাকে

নিরন্তর দেখিতেছেন। কেবল জগৎযন্ত্রের সাধারণ নিয়মে তিনি আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন এমন নহে; তিনি স্বয়ং মা হইয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ। প্রত্যেক জাতিকে বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়া তিনি স্বয়ং মঙ্গলের দিকে লইয়া যান। প্রত্যেক ব্যক্তির বিঘ্ন বিপদে যিনি বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় করিয়াছেন, জাতীয় বিপদে তিনিই বিপদ্ বিদূরিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে যিনি "বিপদে কাণ্ডারী," জাতীয় জীবনেও তিনিই "বিপদে কাণ্ডারী"। প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক রোগের জন্য যিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, জাতীয় জীবন রুগ্ন হইলে তিনিই তাহার উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করেন।

অষ্ট পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে যখন বঙ্গ দেশের, কেবল বঙ্গ দেশ কেন, সমগ্র ভারতের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল, তখন বিধাতা কি করিলেন? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহারই কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

যে ব্যক্তি রামমোহন রায়কেই কেবল ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপকরূপে দেখে, সে অন্ধ। রামমোহন রায় যাঁহার যন্ত্র তিনিই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। বিধাতা ভারতের মঙ্গলের জন্য রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

একথা যিনি স্বীকার করেন না, তিনি পরমেশ্বরকে বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহার বিশ্বাস, প্রকৃত বিশ্বাস নহে। উহা Deism, Theism নহে।

এস্থলে একটি কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। কেশব বাবুর দুটি মত, বিশেষ বিধান ও মহাপুরুষবাদ, বাস্তবিক দুটি মত নহে, একই মত। মহাপুরুষ বাদ একটি স্বতন্ত্র মত নহে। উহা বিশেষ বিধান মতের একটি বিশেষ প্রয়োগ মাত্র, (Special application) একটি অংশ মাত্র। যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা বিধাতার কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা হইলে রামমোহন রায়ের জিবনে বধাতার হস্ত নিশ্চয়ই দেখিবে। রামমোহন রায় বিধাতা দ্বারা নিযুক্ত ও অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন;—রামমোহন রায় Providential man, ইহা বলিতেই হইবে। এইরূপে সমগ্র ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট দেখিবে, শাক্য সিংহ, ঈসা, মহম্মদ, লুথার, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত মহাজন;—সকলেই Providiutial. men!

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এবং প্রত্যেক জাতীয় জীবনে যিনি বিশ্বাস নয়নে বিধাতার হস্ত দর্শন করিবেন, তাঁহাকে "বিশেষ বিধান" ও "মহাপুরুষবাদ" স্বীকার করিতেই হইবে। ঐ দুটি মতে বিশ্বাস, বাস্তবিক একই বিশ্বাস; উহা ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে পরমেশ্বরের অভিভাবকত্বে বিশ্বাস।

কেশবচন্দ্র আর কি শিক্ষা দিলেন? আদেশবাদ বা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক মানবাত্মার অনুপ্রাণন। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই এই আদেশবাদ মতের ঘোর বিরোধী। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আদেশ না মানিলে কোন ধর্ম্মই মানা হয় না। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? পরমেশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য। আদেশ না মনিলে ধর্ম্ম কোথায় থাকে? পরমেশ্বরের আদেশে ধর্ম্ম পালন করিতেছ না, তবে কাহার আদেশে ধর্ম্ম করিতেছ? ধর্ম্মের মূল পরমেশ্বরের হুকুম, না তোমার নিজের খুসি?

ভগবানের আদেশ না মানিলে ধর্ম্মই মানা হয় না। আদেশবাদ নিশ্চয় সত্য; তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে উহার প্রয়োগে (Special application) ভ্রান্তি হইতে পারে। বাস্তবিক সেরূপ ভ্রান্তি হইতে পারে ও হইয়াছে। কেহ যদি বলেন যে, পরমেশ্বরের আদেশে তিনি তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের বিবাহ দিবেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিব। পরমেশ্বরের আদেশ কখন অপরিবর্ত্তনীয় নীতি ও বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। বাল্য-বিবাহ দৈহিক ও নৈতিক নিয়মের বিরোধী। যাহা প্রাকৃতিক, নৈতিক, বা আধ্যাত্মিক নিয়মের বিরোধী, তাহা কখনই পরমেশ্বরের আদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সত্য কখনও সত্যের বিরোধী হয় না। যাহা সত্যস্বরূপের আজ্ঞা, তাহার সহিত, সর্ব্ববিধ সত্যের সামঞ্জস্য থাকিবেই থাকিবে।

ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার অনেক হইল। জাতি ভেদ, বাল্য বিবাহ, চির বৈধব্য প্রভৃতি অনিষ্টকর প্রথার বিরুদ্ধে নব্য ব্রাহ্মগণ খড়্গ হস্ত!

ব্রাহ্মসমাজ অর্থ কি? রামমোহন রায়ের সময় হইতে বহু দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সভা বা সমাজের অর্থ কি ছিল? একটি উপাসনা ও উপদেশের স্থান, তথায় হিন্দু সমাজভুক্ত কতকগুলি লোক আসিয়া যোগ দিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর সময়েও উহা ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন ব্রাহ্মসমাজ অর্থ কিরূপ দাঁড়াইতেছে? ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি লোক সপরিবারে হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ বদ্ধ হইতেছে। এখন অনেক সময় ব্রাহ্মসমাজ বলিলে এই নূতন সমাজ (community) বুঝাইতেছে।

এখন কোন ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া বলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন বা আসিয়াছেন। তিনি একটি সমাজ ছাড়িয়া আর একটি সমাজে আসিলেন। আমরা যখন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়াছিলাম, তখন বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করাব জন্য একটি সমাজ হইতে তাড়িত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আর একটি সমাজ (community) পাইতেছি, এরূপ জানিতাম না। আমরা একটি সমাজ ছাড়িয়া আর একটি সমাজে আসি নাই।" বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করাতে, আমরা অনেকে হিন্দু সমাজ হইতে তাড়িত হইলাম। সুতরাং আমাদের মধ্যে স্বভাবতঃ একটি নূতন সমাজের পত্তন হইতে আরম্ভ হইল। সমুদ্রে বালুকণা নিচয় একত্র হইয়া যেরূপ নূতন দ্বীপের পত্তন হইতে থাকে, সেইরূপ বিধাতা আমাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের (community) পত্তন করিলেন। পূর্ব্বে কেবল সামাজিক উপাসনা ছিল। হিন্দুসমাজভুক্ত লোক আসিয়া তাহাতে যোগ দিতেন। ক্রমে ক্রমে স্বভাবতঃ ব্রাহ্মগণ অনেকে একটি নূতন সমাজ বদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। ভারতবর্ষীয় সমাজের অধিক ভাগ লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেন এমন হইল, কি, প্রকারে হইল, তাহা বলিব না। অনেক বলিয়াছি, আর এখন বলিবার আবশ্যকতা নাই।

কেশব বাবু ক্রমে নব বিধান নাম দিয়া একটা নূতন ব্যাপার করিলেন। এই নব বিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। কেশব বাবু নব বিধান বলিয়া যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবাদ যোগ্য অনেক বিষয় আছে। কিন্তু অদ্য তাহা আমার বক্তৃতার বিষয় নহে।

নব বিধান সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ করিয়া বলি যে, নব বিধানে বাস্তবিক কিছু নব দেখিতে পাই না। উহাতে কতকগুলি ভাল কথা আছে, সত্য; কিন্তু নব কিছু দেখিতে পাই না।

নব বিধানে ভাল কি আছে? অনেকগুলি ভাল কথা আছে; ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম জগতের ইতিবৃত্তে—বিধাতার হস্ত দর্শন। বুদ্ধদেব, ঈসা, মহম্মদ, লুথার, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষ দিগের জীবনে, এবং তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বিধাতার লীলা দর্শন করিবার জন্য কেশব বাবু উপদেশ করিয়াছেন। ইহা অতি উপাদেয় উপদেশ।

দ্বিতীয়তঃ সকল সম্প্রদায়; সর্ব্ববিধ প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে সত্য গ্রহণ। এই অসাম্প্রদায়িক ভাবটি—ব্রাহ্ম সমাজে বহু দিন পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছে। নব বিধান প্রচার কালে, কেশব বাবু ইহা নূতন বলিয়াছেন, এমন নহে। তবে, তিনি এই সত্যটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া, বিশেষ উৎসাহের সহিত চারিদিকে প্রচার করিয়াছিলেন। স্বদেশে বা বিদেশে, যে খানে সত্য পাইবে গ্রহণ করিবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য পাইবে, গ্রহণ করিবে। সকল সত্যই পরমেশ্বরের সত্য। সত্য কাহারও একচেটিয়া নহে।

ক্রমশঃ

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি নিবেদন।

কস্যচিৎ জনস্য, কাকিনিয়া;—বিবেচনাধীন।

"টালিগঞ্জ বাবু রজনীকান্ত দে" এবারে স্থানাভাবপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আগামীতে চেষ্টা করিব।

প্রেরিত পত্র।

ব্রহ্ম সংগীত।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রচলিত সংগীত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা। যাহাতে ধ্রুব পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ পরমার্থবিষয়ক সংগীত ধ্রুপদ বলিয়া খ্যাত। ধ্রুপদ সংগীতের তাল—চৌতাল, সুরফাক্তা, পঞ্চম সোয়ারী ও ধামাল ইত্যাদি। মৃদঙ্গ ও পাখোয়াজ ধ্রুপদের বাদ্যযন্ত্র। ধ্রুপদ সংগীত সাগরবৎ গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। এই মহা সংগীত সংসারাসক্ত চঞ্চল প্রাণে স্বর্গীয় প্রশান্তভাব আনয়ন করে। জলদ গম্ভীর স্বরে তাঁহার মহিমা সংগীত হয়। রাগ রাগিণী এবং সপ্তকের সহিত ধ্রুপদের পূর্ণ যোগ এবং বিশুদ্ধ তান লয় ধ্রুপদ সংগীতেই সম্ভবে।

খেয়াল দ্বিতীয় শ্রেণীর সংগীত। ইহাতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাগ রাগিণী সংযোজিত হইয়া মিশ্রিত রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ওস্তাদগণ খেয়াল সংগীতকালে তান ধরিয়া কৃত্রিম মিষ্টতা উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া থাকে। এজন্য কোন কোন সংগীততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এ জাতীয় সংগীতকে মতলব গান (খেয়াল) কহেন। বাস্তবিক খেয়াল শব্দের অর্থ যাহাই হউক, ইহাতে ওস্তাদগণের নিজের বহুবিধ কারিগিরি প্রকাশ করিয়াছে। খেয়াল অর্দ্ধ গাম্ভীর্য্য ও অর্দ্ধ চঞ্চলতা মিশ্রিত ভাব আনয়ন করে। খেয়ালের তাল মধ্যমান, আড়া, কয়ালী ইত্যাদি, বাদ্যযন্ত্র তবলা।

টপ্পা—চুটকি গান। সংগীত বিজ্ঞান রাজ্যের সর্ব্ব নিম্নস্তরে টপ্পার আসন প্রতিষ্ঠিত। টপ্পায় রাগ রাগিণীর প্রশুদ্ধতা রক্ষা হয় না। পরন্ত এ শ্রেণীর সংগীত ধ্রুপদের ন্যায় তালগত নহে, লয় মিল করিয়াই গাওয়া যায়। সরি মিঞার টপ্পা বিশেষ বিখ্যাত। তৎকৃত টপ্পা কিয়ৎপরিমাণে খেয়ালের আকারে রচিত, এ জন্য সে সকল টপ্পার কোন কোন সুরে গাম্ভীর্য্যের ভাব আছে। খেয়াল ও টপ্পার তাল ও বাদ্য যন্ত্রে বিভিন্নতা নাই।

ব্রহ্ম সংগীত বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। এরূপ চিত্ত বিমুগ্ধকারী কবিতাময়ী গীতি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় আছে কি না জানি না। কিন্তু যে সে সুরে এই স্বর্গীয় সংগীত রচিত হওয়ায় গাম্ভীর্য্য হানি হইয়াছে। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা এই তিন শ্রেণীর সুরেই ব্রহ্ম সংগীত রচিত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে সকল সংগীত রচিত হয়, তাহার সুর খেয়াল এবং অধিকাংশ গান আড়া তালের। আদি সমাজের অধিকাংশ ধ্রুপদ। ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগীত খেয়াল ও টপ্পার সুরে রচিত। টপ্পার সুরে রচিত সংগীতগুলি রচনা অংশে মনোহর হইলেও সুরের চঞ্চলভাব ও গতি দ্বারা চালিত হইয়া কি রকম এক ভাব আনয়ন করে। যাঁহারা টপ্পার ব্রহ্ম সংগীত নিয়ত শ্রবণ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা সংগীতের বৈজ্ঞানিক ভাব উপলব্ধি করেন না, তাঁহাদের একরূপ অভ্যাস হইয়াছে। কিন্তু সংগীতের স্বরের সহিত যাঁহার হৃদয়ের স্বরের যোগ আছে, যিনি সংগীতের কিছু সাধন করিয়াছেন, তাঁহার কর্ণে টপ্পার ব্রহ্ম সংগীত বড়ই অসুখ উৎপাদন করে। ঝিঝিট রাগিণীতে রচিত "প্রাণ যে কেমন করে, তোমায় না হেরিয়ে" এ গানটী "ঐ যে বাজিল বাঁশি যমুনা পুলিনে" এই সুরে রচিত। "তুমি আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয়" আধ্যাত্মিক প্রেমের জলন্ত চিত্র; কিন্তু নিতান্ত হাল্কা সুরে গীত হইবার সময় কাণে কি রকম বাজে। হারমনিয়মের গাম্ভীর্য্যেও টপ্পার চঞ্চলতা নিবারিত হয় না। আর

টপ্পার সাধন সংগীতগুলি ব্রহ্ম গীত হওয়ায় সকল পদ বুঝা যায় না।

কেহ বলেন, "সুরের সহিত মানব হৃদয়ের যোগ নাই। ধ্রুপদ সংগীতে হৃদয়ে যে ভাব উপলব্ধ হয়, টপ্পায়ও সেই ভাব আনয়ন করে।" এ কথার অর্থ এই হয় যে, মানবহৃদয়ে রাগ রাগিণীর কোন কার্য্যকারিণী শক্তি নাই। শোক, দুঃখ, হর্ষ এবং পরমার্থ চিন্তা একই সুরে গীত হইলেও ভাবের ইতর-বিশেষ হয় না। সম্ভবতঃ এই নীতি অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম সংগীত যে সে সুরে রচিত হইয়াছে। বাস্তবিক এ কথার কোন মূল নাই। ভাবের তারতম্য অনুসারে রাগিণীরও পার্থক্য আছে। যোগিয়া রাগিণীতে যেরূপ শোকের ভাব প্রকাশিত হইবে, ঝিঁঝিট কিম্বা কালেংড়া রাগিণীতে সেরূপ ভাব প্রকাশিত হয় না। সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক সংগীত রামকেলী রাগিণীতে যেরূপ শুনায়, ঐসকল কথা কবিগানের সুরে সেরূপ শুনায় কি ?. হৃদয়ের ভাবের সহিত সুরের অখণ্ডনীয় যোগ। প্রাণের ভাব হইতে রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। যে ভাবের কথাটি স্বভাবের দ্বারা যে সুরে বাহির হয়, সে কথাটি সে সুরে বলাই স্বভাব সম্মত। নতুবা অস্বাভাবিক সংগীত দ্বারা সাধনার ব্যাঘাত জন্মান হয়। স্বভাবের কেমন আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা! দ্রুতগতি টপ্পার ব্রহ্ম সংগীত গুলিও উপাসনা মগ্ন ভক্ত-হৃদয়-ভাব দ্বারা পরিমিত হইয়া ধীর গম্ভীর বৈতালিক সুরে বাহির হয়। তখন কে বলিবে যে তিনি টপ্পায় ব্রহ্ম সংগীত গান করিতেছেন? অন্ততঃ এ দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণের বুঝা কর্ত্তব্য যে, ব্রহ্ম সংগীত টপ্পা জাতীয় নহে। কীর্ত্তনের সুর অতি ধীর ও গম্ভীর একারণেই কীর্ত্তনে শত শত লোক বিমুগ্ধ হন। অতএব সুর ও ভাব উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রহ্ম সংগীত রচিত হওয়া কর্ত্তব্য। সুর ও ভাব এ দুইটি সংগীতের প্রাণ। রচক-গণের মনোযোগ ভাবের দিকে তাঁহারা সুর সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। কোন্ গানটি কোন্ সুরে রচিত হইলে স্বভাব সংগত হইবে, তাহা স্থির করিয়া রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই-লেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং পূর্ণপ্রাণবিশিষ্ট সংগীত সৃষ্টি হয়। টপ্পা জাতীয় ব্রহ্ম সংগীতগুলি সামাজিক উপাসনায় একবারে পরিত্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেহ প্রাণের আবেশে নির্জ্জন উপাসনায় ঐসকল সংগীত করিতে পারেন; কিন্তু যেখানে বহুবিধ লোকের সমবেত উপাসনা হয়, সেস্থলে ধীর গম্ভীর সুরযুক্ত সংগীত হওয়াই প্রার্থনীয়। আর যাহাতে সংগীতের সকল পদগুলি বুঝা যায়, গায়কের তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

সুর ও ভাব উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্ম সংগীত রচিত হওয়া কর্ত্তব্য একথা স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল ব্রহ্মসঙ্গীতই ধ্রুপদ জাতীয় হইবে ইহা মানিতে পারি না। খেয়াল ও টপ্পার কোমল সুর পার্থিব প্রেমের কেন এক-চেটিয়া থাকিবে? খেয়ালের সুরে যে ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীত পূর্ব্বকালেও রচিত হইত, তাহার প্রমাণ, "পরমেশ্বর এক তুহি ভজরে প্রাণ" এই সংগীতটী দেশ রাগিণীর একটী উৎকৃষ্ট খেয়ালের সুরে রচিত। টপ্পার সুরেও ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীত খুঁজিলে যে না পাওয়া যায় এমন নহে। "আদি-সমাজের ব্রহ্ম সঙ্গীত সকলের অধিকাংশ ধ্রুপদ" একথা ঠিক নহে। উক্ত সমাজের অনেক গান খেয়াল ও টপ্পার সুরে রচিত আছে। "প্রাণ যে কেমন করে" শুনিলে "ঐ যে বাজিল বাঁশী" এবং "তুমি আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয়" শুনিলে "শাহা জাদে আলাম" যে মনে পড়ে সে ঐ ঐ গানের সুরের দোষ নহে ভাব যোগের ফল। যে সুরে যে প্রকারের গান গীত হইয়া থাকে, সে সুরে অন্য প্রকারের গান শুনিলে মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে প্রথমোক্ত গান স্মৃতি পথে অবশ্যই আসিবে। উক্ত সুর ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা উক্ত সুরে রচিত পরমাত্ম বিষয়ক সঙ্গীত পুনঃপুনঃ আলোচনা করাই কথিত ভাবযোগনিবারণের উপায়। ইহার প্রমাণ রামপ্রসাদী গান, দেওয়ানজীর পদ ইত্যাদি। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে সঙ্গীতের যেরূপ স্বল্প প্রচার তাহাতে ব্রহ্ম সঙ্গীতে কেবল ধ্রুপদ বাহাল রাখিলে, পনর আনা উপাসকের সঙ্গীতে যোগ দেওয়া দুরূহ হইয়া উঠে।

ত, স,

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ। ১৮৮৮

বিগত তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১২টী সাধা-রণ ও একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

এবারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নববর্ষ উপলক্ষে ও সাধা-রণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল। নববর্ষের উৎসবে ৩০শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্নে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসকমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে একবক্তৃতা করেন এবং রাত্রিকালে বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। পরদিন প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং রাত্রিকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কাজ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে ৩১শে বৈশাখ অপরাহ্নে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতি" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উপাসনার পর বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচারক পদে অভিষিক্ত হন। রাত্রে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরদিন প্রাতে বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রাত্রে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কাজ করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিগত ১৫ই এপ্রেল তারিখে বিলাত গমন করিয়াছেন এবং তৎপরে ১৮ই মে তারিখে ইংলণ্ডে পৌছিয়াছেন। জাহাজে তিনি একটী বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা করেন এবং একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিলাতে পৌছিলে British and Foreign Unitarian Association সভার সভ্যগণ তাঁহাদের সভার বার্ষিক অধিবেশনের দিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি সেই উপ-

লক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বিগত ৮ই জুন তারিখে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়া তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্য বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচারক পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মাণিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় এক পত্র লিখিয়া এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে যদি কোন প্রচারক মহাশয় এই বৎসর ফরিদপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া বেড়ান তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন। এই প্রার্থনানুসারে বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় ফরিদপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত রূপে প্রচারক মহাশয়গণ কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩০শে মার্চ্চ হইতে ১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত বোলপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান। ৩০শে মার্চ্চ সন্ধ্যার পর উপাসনা ও "আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন" বিষয়ে উপদেশ। ৩১শে মার্চ্চ, শনিবার প্রাতে উপাসনা এবং সংসারের অনিত্যতা ও সাংসারিক বিষয়ে আত্মার অতৃপ্তি বিষয়ে উপদেশ। ৩১শে অপরাহ্নে 'বিবেক-তত্ত্ব' বিষয়ে আলোচনা; সায়াহ্নে উপাসনা এবং 'ঐশ্বর্য্য ভাব ও মাধুর্য্য ভাব' বিষয়ে উপদেশ। ১লা এপ্রেল, রবিবার, নগর সংকীর্ত্তন, এবং বাজারে সাধারণ লোকের সম্মুখে বক্তৃতা। ৭ই এপ্রেল, শনিবার সায়াহ্নে, হাজারিবাগ ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন। ৮ই এপ্রেল, রবিবার, প্রাতে, সংগীত ও সংকীর্ত্তন; সায়াহ্নে উপাসনা ও উপদেশ; —উপদেশের বিষয়;—'যোবৈভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তিঃ। ৯ই সোমবার, সায়াহ্নে আলোচনা ও কীর্ত্তন ১০ই মঙ্গলবার সায়াহ্নে সংগীত ও সংকীর্ত্তন। ১১ই এপ্রেল বুধবার প্রাতে উপাসনা ও উপদেশ; উপদেশের বিষয়, 'আত্মার রোগ'; সায়াহ্নে উপাসনা ও উপদেশ, উপদেশের বিষয়, 'ভক্তি'। ১২ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার প্রাতে উপাসনা এবং 'প্রকৃত প্রার্থনা' বিষয়ে উপদেশ সায়াহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। ১৩ই শুক্রবার সায়াহ্নে আলোচনা ও সংগীতাদি। ১৪ই শনিবার সমাজগৃহে সারধর্ম্ম' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১৫ই রবিবার উপাসনা ও আলোচনা। ২১শে কেশব হলে 'বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ২২শে সায়াহ্নে সমাজগৃহে উপাসনা এবং 'নির্জ্জন ও সজন উপাসনা' বিষয়ে উপদেশ। ২৫শে সমাজ গৃহে আলোচনা। ২৬শে কোন ভদ্র লোকের বাটীতে "চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ২৭শে "বুদ্ধ দেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম" বিষয়ে ২য় বক্তৃতা। ২৯শে এপ্রেল সায়াহ্নে সমাজগৃহে উপাসনা, ও উপদেশ। পরে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ইচ্ছানুসারে কলিকাতায় আগমন করেন। '১২ই মে শনিবার সায়াহ্নে সাধারণ সমাজ মন্দিরে, 'ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি ও উন্নতি' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১৩ই মে রবিবার সায়াহ্নে সাধারণ সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং 'অন্তরে ঈশ্বর দর্শন' বিষয়ে উপদেশ। ২০এ মে রবিবার সায়াহ্নে বংশবাটী (বাঁসবেড়ে) ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং উৎসবের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ। ২৭এ মে রবিবার প্রাতে বংশবাটী সমাজ মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। ১৯এ মে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ সমাজ মন্দিরে, 'ধর্ম্মের সহিত নীতির সম্বন্ধ' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সায়াহ্নে মুরসিদাবাদ সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ। ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে রামপুরহাট সমাজ মন্দিরে উপাসনা। ৪ঠা রবিবার বংশবাটী ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা। ৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার খৈপাড়া গ্রামে কোন ব্রাহ্ম বিবাহে উপাসনা।

বাবু শশি ভূষণ বসু—এখানে থাকিয়া বরাহনগর সমাজে উপাসনাদি করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি ফরিদপুরে গিয়া প্রচার করিতেছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—চট্টগ্রামের প্রার্থনা সমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন এবং সেই সময়ে চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী, শ্রীপুর, খরন্দি, এবং পাহাড়তলি নামক স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করেন। পরে তথা হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যাদি করেন। উৎসবের পর তিনি একবার মাণিকদহে গমন করিয়া উপাসনাদি করেন এবং একটী অনুষ্ঠান ও সম্পন্ন করেন। তথা-হইতে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া ঢাকা নগরে গমন করিয়া বন্ধুদিগের গৃহে উপাসনাদি করেন এবং একটী অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালা সমাজেও একদিন উপাসনা করেন। পরে তিনি টাঙ্গাইল অঞ্চলে গমন করেন। তথায় তিনি ৪ঠা জুন তারিখে প্রাতে উপাসনা করেন ও অপরাহ্নে এক বক্তৃতা করেন। এখন তিনি ঐ অঞ্চলেই কার্য্য করিতেছেন।

পণ্ডিত রাম কুমার বিদ্যারত্ন—তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পীড়া নিবন্ধন ৩ মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া খরসিয়াং পাহাড়ে বাস করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে তিনি রংপুর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করেন। সম্প্রতি তিনি তথা হইতে ফিরিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধ অনুসারে নলহাটী ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গমন করেন এবং এখানেও একদিন সামাজিক উপাসনা করেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার কার্য্য স্থান ঢাকায় গমন করিয়াছেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এই তিন মাসের মধ্যে প্রথমে এখানে থাকিয়া সহকারী সম্পাদকের কাজ করিতে ছিলেন। পরে কোনও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে অবকাশ গ্রহণ করিয়া ডেরাডুন পর্য্যন্ত গমন করেন। এই সময়ে পথিমধ্যে তিনি নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। যতদিন ডেরাডুন ছিলেন ততদিন প্রত্যহ বন্ধুদিগের সহিত নিয়মিত উপাসনাদি করেন। তদ্ভিন্ন রুড়কী, দিল্লী, হাটারাশ, মথুরা, চণ্ডাউসী, লক্ষ্ণৌ, কাশী, গয়া, মুঙ্গের, জামালপুর, রামপুর হাট, বোলপুর প্রতি স্থানে কোথায় সামাজিক,

কোথায় বা পারিবারিক উপাসনাদি করেন। ১৭, ১৮, ১৯শে মে তারিখে তিনি উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত বাণীবন নামক স্থানে একটী ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা ও নগর সঙ্কীর্ত্তনাদি করেন। তৎপরে বড়বেলুন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন এবং উপাসনা, বক্তৃতা ও নগর সঙ্কীর্ত্তনাদি করেন। পরে তথা হইতে মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। পথিমধ্যে বোলপুর ও নলহাটীতে দুই এক দিন করিয়া থাকিয়া উপাসনাদি করেন। ২৮শে হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদে থাকিয়া উপাসনা, বক্তৃতা ও নগর সংকীর্ত্তন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সহঃ সম্পাদকের কার্য্য করেন। সম্প্রতি তিনি বনগাঁয় গমন করিয়া একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথা হইতে বাগআঁচড়ায় গমন করিয়াছেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি একটী সমাজ স্থাপন প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছেন তাহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

এতদ্ভিন্ন বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, শ্রীযুক্ত লচমন প্রসাদ প্রভৃতি মহাশয়েরা প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।—

কুষ্টীয়া, বনগাঁ, বড়বেলুন, বাঁশবেড়িয়া, রঙ্গপুর, বাগেরহাট, নলহাটী, নেলফামারী, কটক, টাঙ্গাইল, হাজারীবাগ, বোলপুর, বোয়ালিয়া, মুর্শিদাবাদ ও কুমারখালি।

উপাসকমণ্ডলী—এই তিন মাসকাল উপাসক মণ্ডলীর নিয়মিত উপাসনা যথানিয়মে হইয়া আসিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাত গমন করায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রতি সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিবার বিশেষ ভার অর্পিত হইয়াছে। এই তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ সময় তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে আলোচনা ও পাঠ এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সঙ্গতের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতেও সন্ধ্যাকালে উপাসনালয়ে উপাসনা হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মাবকাশে অনেকে কলিকাতার বাহিরে গমন করাতে ছাত্র সমাজ, ব্রাহ্মবন্ধু সভা, ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তত্ত্ব-বিদ্যা সভার কোনও কার্য্য হয় নাই।

তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জার—ইহাদের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। কিন্তু মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসের মধ্যে কোনও পুস্তক প্রচারিত হয় নাই।

পুস্তকালয়—ইহার কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে। কোনও কার্য্য হইতেছে না।

সাহায্যদান—সম্প্রতি বিক্রমপুরে অত্যন্ত ঝড় হইয়া অনেক লোক নিরাশ্রয় হওয়াতে সাহায্যার্থ এক আবেদন উপস্থিত হয়; দুঃখীদিগের সাহায্যার্থ বীরভূমের দুর্ভিক্ষের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ৫০_টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে।

সামাজিক কমিটি—বিলাত গমন উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই কমিটির সভ্যপদ পরিত্যাগ করাতে বাবু ছকড়ি ঘোষ মহাশয় সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। ইহার অবস্থা ভাল। আমরা আশা করি যদি আমাদের সকল ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এই প্রেসে কাজ দেন তাহা হইলে ইহার অবস্থা দিন দিন আরও ভাল হইবে।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে জানা গিয়াছে যে এই তিন মাসের মধ্যে ৬টী বিবাহ, ৩টী নামকরণ ও জাতকর্ম্ম ও একটি দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

নূতন সমাজ—এই তিন মাসের মধ্যে নলহাটী বনগাঁ ও হাওড়ায় এক একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৮৮৮ সনের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।

আয়-		ব্যয়	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য	৫৭৫৷৹	* প্রচার ব্যয়	৬৬৭/১০
বার্ষিক চাঁদা	৪৭৯৷৹	কর্ম্মচারীর বেতন	১৩৪৸৶১৫
মাসিক	৮৯৲	ডাকমাশুল	১১৸১৫
এককালীন দান	৭৲	পাথেয় হিঃ	২৪৸/০
	৫৭৫৷৹	মুদ্রাঙ্কণ	৩০৲
প্রচার ফণ্ডের দাতব্য	২৪৬৷৷/১৫	প্রচারক গৃহ বাবদ	৭৸৶৫
বার্ষিক	১৫৷৷/	দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন	৭৮৲
মাসিক	১৩৬৷৷১৫	বিবিধ হিঃ	১২৸২
এককালীন প্রাপ্ত চাউলের মূল্য	৬.০		৯৬৩৷/৭৷৷
প্রচারক গৃহ ভাড়া	৭০৸০	হাওলাত	৫৲
	২৪৬৷৷/১৫	গচ্ছিত	৷৹
পাথেয় হিঃ	১৯৲	স্থিত	১৯৩৷১০
সিটী কলেজ হইতে দরিদ্র ব্রাহ্মছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য প্রাপ্ত	৭৮৲	মোট	১১৬২/১৭৷৷
কর্ম্মচারীর বেতন হিঃ তত্ত্বকৌমুদীও পুস্তকের ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	৩০৲		
বিবিধ হিঃ	১৲		
	৯৫০/১৫		
হাওলাত	৩১৲		
গচ্ছিত হিঃ	৫০৷৹		
পূর্ব্বস্থিত	১৩০৷৷২৷৷		
মোট-	১১৬২/১৭৷৷		

* জুন মাস পর্য্যন্ত প্রচারকদিগের দরুণ ২৮৭৸৶১০ দেনা আছে।

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

আয়-		ব্যয়-	
পুস্তক বিক্রয়ের বাকী মূল্য আদায়	৯১৷৷৶১৫	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	৯৩৶০
নগদ বিক্রয়	২০৮৷৷ ১০	কমিশন	১৫৷৷৶০
সমাজের	১৩৯৷/০	পুস্তকের ডাকমাশুল	৭৶০
অপরের	৬৯৶১০	পত্রের ঐ	/১৫
		মুদ্রাঙ্কণ	৪০৷৷০
	২০৮৷৷১০	কর্ম্মচারীর বেতন	২১৲

পুস্তকের ডাক মাশুল	২৲	বিবিধ	৬॥১৫
কমিশন	২১৶১০		
			১৮১৶১০
সুদ আদায়	৪২৲		
	৩৬৫।৶১৫		
গচ্ছিত	৪৮৲	গচ্ছিত শোধ	৪৯৵৫
	৪১৩৶১৫		২৩০।/১৫
পূর্ব্ব স্থিত	২১১৬৵১৫	স্থিত	২২৯৯।১৫
মোট	২৫২৯॥৵১০		২৫২৯॥৵১০

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়—		-ব্যয়-	
মূল্য প্রাপ্তি	২০২৶১৫	ডাক মাশুল	৫৯৵০
নগদ বিক্রয়	৩।৵০	কাগজ	৯৫৲
ফেরত জমা	১৩৻/১০	মুদ্রাঙ্কণ	৮৪৲
ঋণ আদায়	২০০৲	কমিশন	১৵০
ঐ টাকার সুদ	৫০৲	কর্ম্মচারীর বেতন	৩৩৲
	১৩৯।৶৫	(মার্চ্চ, এপ্রিল, মে)	
		বিবিধ হিঃ	৬।৵৫
পূর্ব্ব স্থিত	৯৪৲।০		২২৮॥৵৫
		স্থিত	১১৮৭/০
	১৪১৫॥৶৫	মোট	১৪১৫॥৶৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়—		—ব্যয়-	
মূল্য প্রাপ্তি	২৯৪॥০	মুদ্রাঙ্কণ	৬৩৲
বিজ্ঞাপন হিঃ	১৬৲	কাগজ	৭৫॥১০
নগদ বিক্রয়	১॥০	ডাকমাশুল	১২৮৻১৫
		কর্ম্মচারীর বেতন	৫৮॥০
	৩১২৲	বিবিধ হিঃ	১০৻৵৫
হাওলাত হিঃ	৫০৲		
পূর্ব্বস্থিত	১৪৪॥৵১০		৩৩৬॥৶১০
		স্থিত	১৬৯৻৶
	৫০৬॥৵১০		৫০৬॥৵১০
দেনার জায়-			
সাবেক	৮২৭॥০		
হাল	১০০৭।০		
	১৮৩৪৻		

সংবাদ।

ভ্রমসংশোধন ;—১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীর ২৯পৃ ২য় কলমের, ৩৮ পংক্তি হইতে,পর পৃষ্ঠায় ১ম কলমের ৫ম পংক্তি পর্য্যন্ত, বক্তৃতার অংশ নহে। উহা একটি ফুট নোট মাত্র। অসাবধানতাবশতঃ উহা বক্তৃতার অংশ রূপে পরিণত হইয়াছে।

গতবারে শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিকের পুত্রের অন্নপ্রাশনের যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান নহে। যিনি আমাদিগকে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় জানিতেন না যে, তত্ত্ব-কৌমুদীতে কেবল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানেরই সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁহার পত্রে ব্রাহ্ম কি অন্য অনুষ্ঠান তাহা কিছুই লেখা ছিল না।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত ;—ইনি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে দিনাজপুরে গমন করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য করিয়াছিলেন ;—৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার—মধ্যাহ্নে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভুবন মোহন কর মহাশয়ের বাসায় উপাসনা করেন। রাত্রিতে স্থানীয় ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য কি? সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ৮ই জ্যৈষ্ঠ রাববার :—রাত্রে সমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন। ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার :—প্রাতঃকালে নীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত ব্রহ্ম মন্দিরে ধর্ম্ম বিষয়ক নানাবিধ আলোচনা করেন। বৈকালে পুরাতন ব্রহ্ম মন্দিরের চত্বরে নীতি বিদ্যালয়ের বালকগণকে ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ দেন ও তাহাদের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। উপদেশের বিষয়—শৈশবকালই ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রকৃত সুসময়।

নূতন পুস্তক।

উপহার। বিগত সপ্তপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন তদুত্তরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে কতকগুলি অতি অমূল্য উপদেশ উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। নীলকমল বাবু তাহাই পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। এই পুস্তকে মহর্ষির জীবনের সার কথা একই। সে সার কথা এই, শুদ্ধ চিত্ত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখ, মুক্তিলাভ করিবে। প্রকাশক যে উদ্দেশ্যে উপহার বিতরণ করিতেছেন তাহা সুসিদ্ধ হইবে কি না বলিতে পারি না। নীলকমল বাবু বলেন যে বাঙ্গালা ভাষায় নীতি শিক্ষার ভাল পুস্তক নাই, সেই জন্য তিনি এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই পুস্তক দ্বারা বালকগণের নীতি শিক্ষার পুস্তকের অভাব দূরীকৃত হইবে এমন বোধ হয় না। অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে পুস্তক কঠিন হইবে, অধিক বয়স্ক ছাত্রদিগের নিকট উহা তাদৃশ আদৃত হইবে না, কেননা উপদেশের সপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, পুস্তকে তাহার উল্লেখ নাই। অল্পবয়স্ক বালকদিগকে গল্পচ্ছলে উপদেশ না দিলে যে বিশেষ কিছু ফল লাভ হয় এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসী সাধকদিগের নিকট উপহার কিন্তু চিরকালই আদরের বস্তু থাকিবে।

দেব ধর্ম্মের বিশ্বাস ও লক্ষণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বাস ও লক্ষণ বলিতে যাহা বুঝি দেবধর্ম্মের বিশ্বাস ও লক্ষণে তাহার অতিরিক্ত কিছুই দেখিলাম না। নূতনের মধ্যে গ্রন্থকার কতকগুলি পুরাতন বিষয়ের নূতন সংজ্ঞা করিয়াছেন ; যথা নবজীবনের নাম দেবজীবন, পাপ দূরীকরণের নাম ত্যাগ ইত্যাদি। গ্রন্থে এরূপ নূতন সংজ্ঞার কারণ নির্দ্দেশ নাই, সুতরাং তাহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। দেবধর্ম্মে যখন নূতন কথা কিছু দেখিতে পাইলাম না, তখন উহাকে ঈশ্বরের নূতন সমাজ বলিয়া কেন ঘোষণা করা হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩রা শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ। ৮ম সংখ্যা।	১৬ই শ্রাবণ সোমবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸৹ মফস্বলে ৩৲ প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵৹

পূজার অয়োজন!

দিবা নিশি ভাবি' অসার ভাবনা
অমূল্য জীবন করিলাম ক্ষয়,
ভজন সাধন কিছুই হ'ল না
মনেই মনের সাধ হল লয়।
মায়ার কুহকে ভুলি' মরিলাম
নাথ সাথে নাহি হ'ল পরিচয়,
বাসনা বন্ধন বক্ষে পরিলাম
তাই প্রাণে নাহি হ'ল প্রেমোদয়।

এখন মিনতি অধম জনার
এ দায়ে আমায় কর পরিত্রাণ,
এক মাত্র ব্রত হউক আমার
তপজপ তব, তব নাম গান।
করগো বিনাশ কুহক মায়ার
প্রেমরবি! করি' প্রেমকরদান,
বাসনা বন্ধন ঘুচায়ে বিহার
কর সুখে, হোক সার্থক পরাণ।

বৃথাই জন্ম গেল, বৃথাই অমূল্য জীবন ক্ষয় হইল। তোমার সঙ্গে হে হরি! আজও ভাল করিয়া আলাপ হইল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার সঙ্গে কতক্ষণ আলাপ করি? সংসারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেই আমার সমস্ত দিন যায়। প্রাণস্বরূপ, প্রাণের দেবতা, সমস্ত দিনের মধ্যে কি অল্প সময়ই আমি তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি! সকাল বেলা উঠিয়াই কাজের চক্রে আপনাকে ফেলি, সমস্ত দিনই সেই চক্রে ঘুরি। তোমার জন্য যদি সে ঘোরা হইত, তাহা হইলে ভাবনার বিষয় কিছুই ছিল না, কিন্তু আমি মুখে যা বলি না কেন, কাজে দেখি কাজের মধ্যে অতি অল্প কাজই তোমার জন্য করিয়া থাকি, কর্ম্মযোগ ভাল করিয়া সাধন করা কি দুষ্কর ব্যাপার! আমার দ্বারা যে আর কিছুই হইয়া উঠে না। যাহা করিবার হয় তাহা করাইয়া লও। যতক্ষণ তোমার কাছে থাকা আবশ্যক, যাহাতে অন্ততঃ ততক্ষণ তোমার কাছে থাকিতে পারি, তাহার একটী বন্দোবস্ত করিয়া দেও। এত দিন পরে তোমার প্রতি পরের মত ব্যবহার করা ভাল দেখায় না। প্রাণ অপেক্ষা তুমি নিকটে, ইহাতে যদি অনুমাত্র সন্দেহ নাই, কাজে কেন আমি তোমার সেই নৈকট্য অনুভব করিব না? প্রাণাধিক! দিন দিন তোমার আকর্ষণ প্রবল হউক, সংসারের আকর্ষণ ক্ষীণ হউক, এবং আমার প্রাণ আমার হাতছাড়া হইয়া যাউক। সামীপ্যযোগের নিগূঢ় রহস্য আমার কাছে প্রকাশ কর। সব পর হইয়া যায় যাউক, আমি আপনার পর হইয়া যাই তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি চিরদিন আমার আপনার থাক।

দর্পহারী হরি! চক্ষুতে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইলে যে শুদ্ধতা ভিন্ন কিছুতেই কিছু হয় না। ধ্যান ধারণাই করি, আর শাস্ত্র আলোচনাই করি, প্রাণ নির্ম্মল না হইলে ধর্ম্ম জীবন কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবে না। বালুকা স্তূপের উপর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যের ন্যায় অবিশুদ্ধ চিত্তের উপর স্থাপিত যে ধর্ম্মজীবন তাহা কখনই স্থায়ী হইবে না। অনেক কষ্টে তোমার সহায়তায় দুই সহস্র হাত উর্দ্ধে উঠিলাম, অবিশুদ্ধতা যেমন প্রবেশ করিল, অমনি পাঁচ সহস্র হাত নীচে নামাইয়া দিল। প্রভু! আমার ও আমার মত হীন লোকের উপায় কি হইবে? এত চেষ্টা করিয়াও যে চিত্তের মলিনতা ঘুচিল না। মাজিয়া ঘসিয়া কে কবে সুন্দর হইতে পারিয়াছে? নিজের চেষ্টায় কিছু আর হয় না। এখন তোমার চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠুক, আমি যেন তাহার অন্তরায় না হই। তুমি আমাকে তোমার পবিত্রতার নির্ম্মল সলিলে বার বার অবগাহন করাও, আমার আপাদ মস্তক সে জলে সিক্ত, শীতল ও শান্ত হউক। আমার লৌহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হৃদয় তোমার চরণস্পর্শে সুবর্ণত্ব লাভ করুক। শম দমাদি আমার পক্ষে কষ্ট সাধ্য না হইয়া সহজ ও স্বাভাবিক হউক। বৈরাগ্য ও আত্ম সংযম আমার পরিধানের বস্ত্র হউক; আমি সর্ব্বদা সেই বস্ত্র পরিয়া যেন বিপদ সঙ্কুল সংসারারণ্যে বিচরণ করিতে পারি।

হরি! তুমি নির্ব্বিকার, শান্ত, নির্ম্মল ও দ্বিধা শূন্য। এত যে কোলাহল জগতে, এত যে চীৎকার, আর্ত্তনাদ ও গোলযোগ, নিমেষের জন্যও এই সকল কোলাহল ও গোলযোগ তোমার শান্ত ভাব বিকৃত করিতে পারে না। যোগীর শ্রেষ্ঠ তুমি, মঙ্গল যোগে আসীন হইয়া দিবানিশি জগতের মঙ্গল ধ্যান করিতেছ, জগতের অশান্তি ও কলরবের সাধ্য কি যে তোমার মঙ্গল ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে? এক দিকে যেমন তুমি নিত্য ক্রিয়াশীল, ধর্ম্মপরায়ণদিগের আদর্শস্থল, আর এক দিকে তেমনি তুমি শান্ত ও নির্ব্বিকার। শান্তি ও ক্রিয়াশীলতার কি আশ্চর্য্য সমাবেশ তোমার প্রকৃতিতে! আমি চাই, আমার ভিতরে তোমার প্রকৃতিস্থ এই অত্যাশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের কণামাত্র বিকশিত হয়। কাজ করিতে করিতে যে আমি মনের শান্তি হারাইয়া ফেলি, ইহা আমার এক মহৎ দোষ। ধ্যান ধারণা করিতে করিতে আমি অলস হইয়া পড়ি, ইহাও আমার আর এক ভয়ানক দোষ। আমার উভয় সঙ্কট উপস্থিত। তুমি দয়া করিয়া আমাকে এই উভয় সঙ্কট হইতে মুক্ত কর। আমি বড় চঞ্চলপ্রকৃতি, আমাকে শান্ততার গাম্ভীর্য্য শিক্ষা দেও। আমার প্রাণের কলরব শীঘ্র নিবৃত্ত হইয়া সঙ্গীতে পরিণত হউক, যে আমি প্রাণে তোমাকে শীঘ্র ধারণ করিয়া কৃতার্থ হই।

যোগেশ্বর ভোগ চক্ষু অন্ধ করিয়া যোগ চক্ষু বিকাশ কর। আমি যখন সুন্দর চাঁদ দেখি তখন আমার কতই আহ্লাদ হয়! কিন্তু সে আহ্লাদ কিসের? চাঁদ দেখিয়া। যোগী কিন্তু চাঁদে তোমার মুখ চন্দ্রের নিরুপম লাবণ্য দেখেন। আমার চক্ষু চাঁদ দেখিয়া কেবল দর্শনসুখ অনুভব করে, যিনি যোগী চাঁদ দেখিয়া তিনি তোমার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যান, এত ডুবিয়া যান, যে চন্দ্রদর্শনজনিত সুখ তাঁহার মনে আর ততটা স্থান পায় না। চাঁদ তাঁর কাছে তোমার প্রেমের নিদর্শন হয়। শুধু চাঁদ কেন, প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার নিকট তোমার প্রেমের বিকাশ রূপে প্রতীয়মান হয়। বাহিরের সৌন্দর্য্য যোগীর নিকট স্বচ্ছ, নির্ম্মল কাচ সদৃশ প্রতিবিম্ব দায়ী, আমার নিকট উহা কেবল দশটা ভোগ্য বস্তুর মধ্যে একটী ভোগ্য বস্তু। আমি ভোগ চক্ষুমান, তাই অনেক কষ্টে অনেক পরিশ্রমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করি, চক্ষু খুলিবামাত্র তাহা পলাইয়া যায়। ভোগের সঙ্গে তোমার বিষম বিবাদ, যোগের সঙ্গে তোমার পরম মিত্রতা। তোমার সৃষ্টি বা তোমার অলৌকিক ক্রিয়া বা তোমার বিধানের দিকে যে ভোগ চক্ষু বিস্তার করিয়া দেখিল, সে কিছুই দেখিতে পাইল না। সে হতভাগ্য চক্ষু থাকিতেও অন্ধ! গুহানিহিত তুমি তার কাছে চিরকালই গূঢ় ও গুহানিহিত থাকিয়া গেলে। আর যে তোমার দিকে যোগ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিল সে ধন্য হইয়া গেল। সে চক্ষু বুজিয়াও আরাধনা করে, চক্ষু খুলিয়াও আরাধনা করে, সকল দৃষ্টিই তাহার যোগের দৃষ্টি। যোগদৃষ্টিবলে, তোমাকে সে প্রত্যেক পদার্থে আবিষ্কার করে এবং আবিষ্কার করিয়া তোমার ভাবে মগ্ন হইয়া থাকে। আমাকে যোগ চক্ষু দেও, আমি যদি চক্ষু খুলিবামাত্র চারিদিকে তোমাকে না দেখিলাম, তবে আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কেবল রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। অরূপ, অশব্দ অস্পর্শ অব্যয়কে রূপ, স্পর্শ ও শব্দের অন্তরালে প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না করি ততক্ষণ কেবল অসার ও মরণশীল ব্যাপার সকল দর্শন করি। দয়া কর দীনবন্ধু! চক্ষু চিকিৎসক চক্ষু রোগ নিরাকরণ কর। আমি সুন্দর সুস্থ চক্ষু লইয়া দেখিবার আশা পূর্ণ করি।

তুমি সহজে ধরা দেও না। এবার যেই নূতন আদর্শ প্রকাশ করিতে আসিবে, অমনি ধরিয়া ফেলিব। তোমার প্রেম, জ্ঞান, পুণ্য উপলব্ধি করিয়াও তোমাকে ধরিতে পারি নাই, এবার যেই তুমি প্রাণরূপে প্রকাশিত হইবে অমনি তোমাকে প্রাণে চাপিয়া ধরিব। ক্ষুদ্র কীট আমি, ত্রিভুবনস্বামী তুমি, তোমায় আমায় কি ক্রীড়া সম্ভব? মলিন আমি দিবানিশি লজ্জায় ও মনকষ্টে মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া থাকি, সাধ্য কি আমি তোমার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারি? তোমার বিচিত্র ও নিগূঢ় রহস্য পূর্ণ প্রেমলীলা বুঝিতে পারি? ধরা দিবে কি? সাধু ভক্ত সজ্জনেরা কেবল তোমাকে ধরিবার সুবিধা অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, অধম পাতকীকে কি তুমি আপনা হতে ধরা দিবে? তোমার অভিপ্রায়ের পরিচয় তুমি আপনিই দিতে পার, আমি কি বলিব? তুমি ধরা না দিলে আমি ধরা পড়ি কৈ? তুমি ধরা না দিলে আমার পলায়নপর মনের উপায় হয় কৈ? শত শত জগাই মাধাইকে নিজগুণে ধরা দিয়া মুক্ত করিলে, আর একজন জগাই মাধাই উদ্ধার হইলে হানি কি? জ্ঞান শক্তি ও বিবেকরূপী প্রভু! আমার জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি মনের তাবৎ বিভাগে ধরা দেও। প্রত্যেক চিন্তা প্রবাহের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে তুমি আমার প্রাণে আগমন কর, আমি তোমাকে সমাদরে গ্রহণ করিব।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

প্রাণ স্বরূপ।

"প্রাণ স্বরূপ" শীর্ষক দ্বিতীয় সংখ্যক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে আত্মজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান সমন্বিত যে জ্ঞান বস্তু আমাদের জীবনের সার, তাহা অতীন্দ্রিয়, কালাতীত, নিত্য বস্তু, তাহা পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রকাশ। ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা আমরা এই তত্ত্বের সত্যতা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি; (১) জ্ঞানের অস্তিত্বের পক্ষে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া আবশ্যক নহে, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ হইলেও জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে; (২) অনুভব কালস্রোতে প্রবাহিত হইয়া গেলেও অনুভবের জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে; (৩) কাল-শৃঙ্খল গঠিত হইবার পক্ষে কাল-প্রবাহের অতীত জ্ঞানের প্রয়োজন, জ্ঞান কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা। এখন আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোচনা ছাড়িয়া স্মৃতির ও তৎপরে জাগরণের আলোচনা করিব। এই আলোচনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত

সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইবে; আরো আশা করি, যদি এমন কোন পাঠক থাকেন যিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ভাল বুঝিতে পারেন নাই, এই স্মৃতি ও জাগরণ বিষয়ক আলোচনা দ্বারা তিনি মূল সিদ্ধান্ত পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবেন।

জ্ঞানের নিত্যত্বের পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ যাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা হয়ত বলিবেন—জ্ঞানের নিত্যত্ব সম্বন্ধে একটা কষ্ট-সিদ্ধান্ত করিয়াছ বটে, কিন্তু আমাদের বিস্মৃতি নিয়ত এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতেছে। যখন দেখিতেছি বস্তু সমূহকে জানিয়াও ক্ষণেক্ষণে আমরা ইহাদিগকে ভুলিয়া যাইতেছি, আবার নূতন করিয়া জানিতেছি, তখন কিরূপে বলিব এই সকল বস্তুর জ্ঞান নিত্য?—কিরূপে বলিব পুরাতন হারান জ্ঞান আর নূতন জ্ঞান একই জ্ঞান, নূতন জ্ঞান পুরাতন জ্ঞানেরই পুনঃপ্রকাশ? আমরা দেখাইতেছি যে জ্ঞান প্রবাহশূন্য, নিত্য না হইলে এই "পুরাতন জ্ঞান" কথাটাই আসিত না, এবং "পুরাতনের" অভাবে "নূতনের"ও কোন অর্থ থাকিত না। একটী গোলাপ ফুলকে দর্শন, স্পর্শ ও আঘ্রাণ করিয়া আমি স্থানান্তরিত হইলাম এবং বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইয়া ইহাকে বিস্মৃত হইলাম। তৎপরে অন্য এক সময়ে ইহাকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করিলাম বা প্রত্যক্ষ না করিলেও কোন ক্রমে ইহা স্মরণে আসিল। ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাকে পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীভূত গোলাপ বলিয়া চিনিতে পারিলাম, অথবা ইহা স্মরণে আনিতে বুঝিতে পারিলাম যে, যে গোলাপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলাম সেই গোলাপেরই স্মৃতি-ঘটিত জ্ঞান এই। এই স্মৃতি ব্যাপারটী কিরূপে ঘটিল? জ্ঞান যদি অনুভবের ন্যায় প্রবাহশীল, বিনাশশীল বস্তু হইত, জ্ঞান যদি প্রবাহশূন্য অবিনাশী বস্তু না হইত তবে যে জ্ঞান একবার আমার মানসক্ষেত্র ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহা আর কখনও মনে আসিত না, কিন্তু এই স্মৃতি ব্যাপারে দেখিতেছি পূর্ব্বকার জ্ঞানই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। গোলাপটীকে পুনর্ব্বার দর্শন, স্পর্শ ও আঘ্রাণে কতকগুলি নূতন অনুভব মাত্র উৎপন্ন হইতেছে, নূতনত্ব কেবল অনুভবে, নূতনত্ব কেবল নূতন কাল-তরঙ্গে; কিন্তু জ্ঞান যাহা আসিল তাহা সেই পূর্ব্বকার পুরাতন জ্ঞানই। অতীত ও বর্ত্তমানের যোগ না হইলে স্মৃতি সম্ভব হয় না; কিন্তু অতীতকাল চিরদিনের জন্যই অতীত হইয়াছে, তাহা কদাচ ফিরিয়া আসিতে পারে না; অতীতকালে যে অনুভব ঘটিয়াছিল তাহাও চিরদিনের জন্যই অতিবাহিত হইয়াছে, নূতন কালে নূতন অনুভবের উদয় হয়। তবে অতীতের কি আসিয়া এই স্মৃতি ব্যাপার সংঘটন করিল? অতীতের জ্ঞান—যে জ্ঞান অতীত কালে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু যাহা অতীতের সঙ্গে প্রবাহিত হয় নাই, বিনষ্ট হয় নাই, সেই প্রবাহশূন্য অবিনাশী জ্ঞানই বর্ত্তমানে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া অতীত ও বর্ত্তমানকে সংযুক্ত করিল এবং স্মৃতি ক্রিয়া সংঘটন করিল। পূর্ব্বে গোলাপটীকে প্রত্যক্ষ করিবার সময়ে যে রূপ, স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব করিয়াছিলাম সেই রূপ, স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব করিতেছি; কিন্তু পূর্ব্বানুভূত রূপ, স্পর্শ ও গন্ধের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি উহাদের জ্ঞানও বিলয় প্রাপ্ত হইত, যদি উহাদের জ্ঞান স্থির, প্রবাহাতীত থাকিয়া এখন অন্তরে পুনঃ প্রকাশিত না হইত, তবে পুরাতন ও নূতন অনুভবের সাদৃশ্য জ্ঞান কদাচ সম্ভব হইত না, সুতরাং স্মৃতিরও উদ্রেক হইত না, পুরাতনের জ্ঞানের অভাবে নূতনের নূতনত্ব জ্ঞানও সম্ভব হইত না। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন, অতীতের জ্ঞান সময়ে সময়ে আমাদের সসীম বিস্মৃতিশীল মনকে পরিত্যাগ করে বটে, কিন্তু স্মৃতি রূপে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া ইহার অবিনাশিত্ব নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করে। একদিকে আমরা চির বিস্মৃতিশীল, আমরা ক্ষণে ক্ষণে জীবনের প্রায় সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া যাইতেছি। কিন্তু আমাদেরই মধ্যে, আমাদের জীবনের নিত্য আধাররূপী, আমাদের প্রাণরূপী এমন একজন আছেন যিনি কোন কথাই ভুলেন না এবং যিনি প্রয়োজন মত আমাদের বিস্মৃত কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি অতীতের জ্ঞান আমাদের মধ্যে পুনঃপ্রকাশিত না করিলে,—তিনি অতীতের জ্ঞানরূপে আমাদের ভিতরে পুনঃ-প্রকাশিত না হইলে আমাদের জীবন সম্ভব হইত না। পাঠক অবশ্য ভুলেন নাই যে জ্ঞানীকে ছাড়িয়া জ্ঞান অর্থহীন—অসম্ভব; আত্মজ্ঞান ছাড়িয়া বিষয়জ্ঞান অসম্ভব। পুরাতন জ্ঞানই হউক আর নূতন জ্ঞানই হউক, পূর্ব্ব-প্রকাশিত জ্ঞানই হউক আর পর-প্রকাশিত জ্ঞানই হউক, আত্মজ্ঞানকে ছাড়িয়া কোনও জ্ঞানই থাকিতে পারে না। "আমি জানি" বা "আমি জানিয়াছিলাম" এই জ্ঞান (অহম্বৃত্তি) ব্যতীত "ইহার জ্ঞান," "উহার জ্ঞান" (ইদম্বৃত্তি) সম্ভব নহে। পাঠক ইহাও ভুলেন নাই যে প্রত্যেক জ্ঞান-কণিকা নিত্যবস্তু ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রকাশ। তাই বলিতেছিলাম এই স্মৃতি ব্যাপারে পরমাত্মা আমাদের মধ্যে জ্ঞানরূপে, প্রাণরূপে সাক্ষাৎ প্রকাশিত।

স্মৃতি-বিস্মৃতির বিষয় আলোচনা করিলে যেমন দেখা যায় যে আমাদের ব্যক্তিগত সসীম মন বিস্মৃতিশীল বটে, কিন্তু আমাদের জীবনাধার প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা চির-স্মৃতিশীল, এবং আমাদের মনে তাঁহার পুনঃপ্রকাশই আমাদের স্মৃতি,—তেমনি নিদ্রা ও জাগরণের আলোচনা করিলে দেখা যায় আমরা নিদ্রাশীল বটে, কিন্তু আমাদের প্রাণরূপী পরমাত্মা চির-জাগ্রৎ; নিদ্রাকালে আমাদের জীবনের সমস্ত উপকরণ তাঁহাতেই বর্ত্তমান থাকে, এবং নিদ্রাবসানে সেই সমস্ত সহকারে যে তাঁহার পুনঃপ্রকাশ ইহারই নাম জাগরণ। সুষুপ্তিকে আপাততঃ সমস্ত জ্ঞানের—আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ের—বিলয়াবস্থা, বিনাশাবস্থা বলিয়া বোধ হয়; অজ্ঞান অচেতন না হইলে আর সুষুপ্তি কি হইল? আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে এই কথাকে অত্যুক্তি বলা যাইতে পারে না; বাস্তবিক আমাদের ব্যক্তিগত সসীম মন তখন অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়ে, তাহা না হইলে সুষুপ্তির কোনও অর্থই থাকে না। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনই যদি সর্ব্বেসর্ব্বা হইত, যদি চির-জাগ্রৎ পরমাত্মা আমাদের জীবনাধাররূপে, প্রাণরূপে বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে সুষুপ্তি ও মরণে, জাগরণে ও পুনর্জ্জন্মে কিছুই প্রভেদ থাকিত না। তাহা হইলে

আমাদের নিদ্রা আমাদের মৃত্যু হইত, জাগরণ পুনর্জন্ম হইত। সুষুপ্তিকালে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের যে তিরোভাব হয়, সেই তিরোভাব যদি বিলয় হইত, বিনাশ হইত তবে নিদ্রাবসানে আমরা, সম্পূর্ণ নূতন লোক হইয়া জাগ্রৎ হইতাম; নিদ্রার পূর্ব্বকার আত্মজ্ঞান ও পরবর্ত্তী আত্মজ্ঞানে কোনও একত্ব থাকিত না; নিদ্রার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীভূত বস্তু ও নিদ্রার পরে প্রত্যক্ষীভূত বস্তু সমূহের মধ্যে কোনও একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ থাকিত না। পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মজ্ঞান ও পরবর্ত্তী আত্মজ্ঞানের একত্ব বোধ হইতে গেলে পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত না হইয়া স্থির থাকা আবশ্যক এবং পরবর্ত্তী আত্মজ্ঞানের সহিত পুনঃপ্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, আত্মজ্ঞান একবার বিলুপ্ত হইলে আর তাহা আসিতে পারে না। পরবর্ত্তী কালে যাহা আসিবে তাহা নূতন বস্তু। বিষয়জ্ঞানের সম্বন্ধেও যে এই কথা ঠিক্ তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং নিদ্রাবসানে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান সুষুপ্তি কালে শরীর সংযোগে প্রকাশিত হয় না বটে, কালের উপকরণরূপী অনুভব প্রবাহ সহকারে আবির্ভূত হয় না বটে, কিন্তু সেই সময়ে তাহা বিলুপ্ত হয় না, সেই সময়ে তাহা আমাদের প্রাণরূপী পরমাত্মাতে অক্ষুণ্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে। আমরা যখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন পরমাত্মা চির-জাগ্রৎ থাকিয়া আমাদের জীবনের সাররূপী জ্ঞানবস্তুকে ধারণ করিয়া থাকেন, এবং নিদ্রাবসানে এই জ্ঞানসহকারে আমাদের প্রাণরূপে প্রকাশিত হইয়া জাগরণ ব্যাপার সংঘটন করেন। ইহাতেই আমাদের আত্মজ্ঞানের একত্ব ও বিষয়জ্ঞানের একত্ব সম্ভব হয়।

ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতি।

তৃতীয়তঃ জগতের মহাপুরুষদিগের ভাব, আমাদের স্বীয় আত্মায় গ্রহণ ও আয়ত্ত করা।*

চিন্তা ও আলোচনাদ্বারা জগতের মহাপুরুষদিগের সদ্ভাব, স্বীয় স্বীয় আত্মায় গ্রহণ ও ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে, ধর্ম্মজীবনে যার পর নাই উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা এই প্রকার সাধন করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার উপকারিতা বিষয়ে শতকণ্ঠে সাক্ষ্য দান করিবেন। কেশব বাবুর রূপক ভেদ করিয়া তাঁহার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ কর। আথেন্স (Athens) নগরে তীর্থ যাত্রা না করিলে চলিবে না, এমন নহে; কিন্তু মহাত্মা সক্রেটিসের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আত্মজ্ঞানে উপনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমি জানি এস্থলে কেহ বলিবেন;—ধর্ম্মের জন্য মানুষের নিকটে যাইব কেন? পিতা থাকিতে পুত্রের পদতলে বসিব কেন? যখন স্বয়ং পরমেশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তখন কীটানুকীট মানুষের শরণাপন্ন হইব কেন? ইহা কি ধর্ম্মজীবনের হীনতা নহে? ইহা কি কুসংস্কার নহে?

এসকল কথায় কি বলিব? ইহাই বলি, ভাই, পরমেশ্বরের সাধন জন্য জড়ের সাহায্য লইতেছ, বৃক্ষলতার সাহায্য লইতেছ, পশু পক্ষীর সাহায্য লইতেছ;—আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ, অনন্তজ্ঞান ধর্ম্মের অনন্ত অধিকারী মানুষ; আবার সেই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাধুগণ, মহাত্মাগণ,—তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলে হীনতা হয়! মাটি জলের সাহায্য লইয়া পরমেশ্বরের ভজনা করিতেছ,—মাটি জলের মধ্যে পরমেশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, দয়া দর্শন করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছ,—আর মনুষ্যের মধ্যে,—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সাধু মহাত্মাদিগের মধ্যে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা, প্রেম অনুভব করিয়া, তাঁহার তত্ত্ব শিক্ষা করিলে—তাঁহার পূজা করিলে, দোষ হয়? হীনতা হয়?

ঐ বৃক্ষটিকে দেখিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পার না? ঐ বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, প্রকাণ্ড, শাখা, পল্লব, পত্র, পুষ্প, ফলে, সেই সত্য স্বরূপ পরমদেবতার সত্তা, শক্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা, প্রেম প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইতে পার না? যদি সামান্য একটা বৃক্ষ পত্র, একটা তৃণকণা, একবিন্দু জল, একটি বালুকণা তোমার ব্রহ্মসাধনে সাহায্য করে, তবে যাঁহারা মানব জগতের ধবলাগিরি, "গৌরীশঙ্কর" ও কাঞ্চনজঙ্ঘা, সেই বুদ্ধ, খৃষ্ট, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মধ্যে, সেই মহান্ পরমেশ্বরের মহান্ ভাব অনুভব ও শিক্ষা করিলে কি হীনতা হয়? কুসংস্কার হয়? ইহা যদি হীনতা তবে আমাদের গৌরব কোথায়? ইহা যদি কুসংস্কার, তবে সত্য কোথায়?

নববিধানে কেশব বাবু আর কি ভাব প্রচার করিয়াছেন? পরমেশ্বরের মাতৃভাব। এ ভাব কি ব্রাহ্মসমাজে ছিল না? ছিল বই কি। কোন কোন পুরাতন সংগীতে পরমেশ্বরের মাতৃভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টধর্ম্মে পরমেশ্বরের মাতৃভাবের যারপরনাই অভাব লক্ষিত হয়। সমগ্র বাইবেল গ্রন্থে বোধ হয় কেবল একটি মাত্র স্থানে তাঁহার দয়ার কথা বলিতে গিয়া মাতার উপমা দেওয়া হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে মাতৃভাব দেখা যায় না। কুমারী কব বলেন, থিওডোর পার্কার খ্রীষ্টীয় জগতে পরমেশ্বরের মাতৃভাব প্রচার করেন। পরমেশ্বরকে কেবল পিতা বলিয়া ডাকিয়া পার্কারের তৃপ্তি হইত না। তিনি তাঁহাকে মাতা

---

* যেমন সকল দেশের ও সকল কালের মহাত্মাদিগের এক সাধারণ মহত্ত্ব ও এক সাধারণ ভাব আছে, সেইরূপ আবার তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ মহত্ত্ব ও বিশেষ ভাব আছে। সাধারণ ভাবে যেমন তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমরা সাধারণ ধর্ম্মভাব ও জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারি, সেইরূপ তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটে বিশেষ ভাবে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ ভাব আছে। বুদ্ধদেবের বাসনাবিসর্জ্জন ও মৈত্রী, ঈশার পবিত্রতা, সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান, চৈতন্যের ভক্তি ইত্যাদি প্রত্যেক মহাপুরুষের এক একটি বিশেষ ভাব আছে। তাঁহাদের চরণ তলে বসিয়া সেই বিশেষ ভাব শিক্ষা করিতে হইবে।

বলিয়া ভাবিতেন। পার্কারের মাতৃভাবে তাঁহার সমাজের উপাসকগণ মোহিত হইয়াছিলেন।

কেশব বাবু মাতৃভাব প্রবল করিয়া তুলিলেন। নববিধানে তিনি যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লোককে মাতৃভাবে ভাসাইয়াছিলেন।

ও দিকে যেমন কেশবচন্দ্র এ দিকে তেমনি আমাদের বিজয়কৃষ্ণ, মাতৃভাবে নিজে মাতিয়া আর সকলকে মাতাইলেন,—কাঁদাইলেন।

সে দৃশ্য কখন ভুলিব না! বিজয়কৃষ্ণ বেদীর উপরে বসিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে 'মা মা' ধ্বনি করিতেছেন, আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে 'মা,মা, মা' মধুর ধ্বনি বিনিঃসৃত হইয়া উপাসনা-মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে;—সে দৃশ্য কখন ভুলিব না! মর্ত্ত্যে সেই যে কৈবল্যধাম দেখিয়াছি তাহা কখন ভুলিব না!

ইহা নিশ্চয় কথা যে, স্বর্গীয় সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় কেশব বাবুর হৃদয়স্থিত মাতৃভাবকে উদ্দীপিত করিয়া দেন।* কেশব বাবুর বিষয় যেমন, বোধ হয়, গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল।

বিধাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কি নূতন শিক্ষা দিলেন? স্বাধীনতা;—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সমাজবন্ধনের সামঞ্জস্য। বড় ছোট, নর নারী, সকলের এখানে সমান অধিকার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রচারিত হইল। সেই জন্য, ইহা সাধারণতন্ত্র, বা নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে গঠিত।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সম্পূর্ণ নূতন কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কি সাধারণ সমাজে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় নাই? স্বাধীনতা ত সামাজিক † বিষয়; কোনও আধ্যাত্মিক সত্য কি সাধারণ সমাজ শিক্ষা দিয়াছেন? প্রথম হইতে একাল পর্য্যন্ত সাধারণ সমাজে কি কোনও নূতন তত্ত্ব আসে নাই? আসিতেছে, আসিবে; অন্বেষণ কর, প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতকাল পর্য্যন্ত যত কথা শুনিলে, তাহার কি করিলে? যত অমূল্য সত্যের ব্যাখ্যা,—যত ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা তোমার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি তোমার জীবনে পরিণত করিয়াছে? এতদিন পর্য্যন্ত যত সত্য শুনিলে, তাহা কি প্রাণের ধন করিয়া লইতে পারিয়াছ?

মাষ্টার মহাশয় যে পড়া দিয়াছেন, ছাত্র তাহা মুখস্থ করে নাই, অথচ নূতন পড়া চায় এ কেমন ব্যবহার? মাষ্টার মহাশয় নূতন পড়া দিবেন কেন? অথবা যদি তাহার পড়া কেবল মুখস্থ হয়, যদি হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাহাতেই বা কি? মাষ্টার মহাশয় তাহাকে নূতন পড়া দিবেন কেন? হয় ত সে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারে, কিন্তু এক বর্ণেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝে না; তাহাকেই বা মাষ্টার মহাশয় নূতন পাঠ দিবেন কেন?

পরমেশ্বর এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল পাঠ দিয়াছেন, তাহা কি শিক্ষা করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে নূতন পাঠ কেন চাও? কেবল শুক পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করিতে পারিলেই কি পাঠ শিক্ষা হয়? এতকাল যাহা শুনিতেছ, বলিতেছ, তাহার অর্থ কি ভাল করিয়া বুঝিয়াছ? তবে কেন নূতন পাঠ চাও?

উদরপরায়ণ ভোজন করিতেছে; কিন্তু পরিপাক করিতে পারে না। বিজ্ঞ লোক কি তাহাকে আরও খাইতে দেন? "যাহা খাইয়াছ তাহা অগ্রে পরিপাক কর, তার পর আবার খাইতে পাইবে" এই বিবেচকের কথা।

পরমেশ্বর যে আধ্যাত্মিক খাদ্য তোমাকে দিয়াছেন, তাহা কি পরিপাক হইয়াছে? আত্মার রস রক্তে পরিণত হইয়াছে যদি না হইয়া থাকে, তবে আবার খাদ্য চাও কেন? পরিপাক হইবার পূর্ব্বেই জগতের জননী তাঁহার সন্তানকে আবার খাইতে দিবেন কেন?

যত্ন কর, চেষ্টা কর, শিক্ষা কর, নূতন পাঠ পাইবে। কেবল শুক পক্ষীর ন্যায় কয়েকটি মুখস্থ কথা বলিও না, হৃদয়, মন, প্রাণের সঙ্গে সত্যকে একীভূত কর, নূতন সত্য শিখিবে। যে খাদ্য মা দিয়াছেন, পরিপাক কর, আবার মা নূতন খাবার দিবেন। বিশ্বজননীর ভাণ্ডারে তোমার জন্য অনেক স্বর্গের সামগ্রী আছে;—সত্যান্ন, প্রেমান্ন অনেক আছে, কখন অভাব হয় না। ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হও, নিশ্চয়ই পাইবে। যত্ন কর, চেষ্টা কর, সাধন কর, ভজন কর, প্রাণপণে তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, নিশ্চয়ই নূতন সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে,—দেবভোগ্য অমৃতান্নে আত্মা পরিপুষ্ট হইবে;—নূতন চক্ষে নূতন জগৎ দেখিবে, আনন্দময়ীর আনন্দ-নিকেতনে নব নব আনন্দে তোমার দিন অতিবাহিত হইবে।

অন্ধ কে?

অবিশ্বাসী বিশ্বাসীকে বলে তুমি অন্ধ, বিশ্বাসী অবিশ্বাসীকে বলে তুমি অন্ধ। কার কথা সত্য? অবিশ্বাসী কেবল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দ দেখে, বিশ্বাসী উহাদের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানরূপী ঐশী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে। অবিশ্বাসী কেবল ফুলের কোমলতা অনুভব করে, সুবাস আঘ্রাণ করে এবং নির্ম্মাণ চাতুর্য্যের স্তুতিবাদ করে, কিন্তু ফুলের অন্তরালে যে দেবতা প্রচ্ছন্ন আছেন তাহার উদ্দেশ লয় না; বিশ্বাসী ফুল দেখিবামাত্র ফুলের দেবতাকে দেখে এবং দেখিয়া মহাভাবে মগ্ন হয়।

* শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার রচিত কেশব বাবুর জীবনী পুস্তকে ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন।

† স্বাধীনতাকে যাঁহারা কেবল সামাজিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। স্বাধীনতা যেমন একদিকে রাজনৈতিক, ও সামাজিক, সেইরূপ আবার অন্যদিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। স্বাধীনতা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রাণ। স্বাধীনতাবিহীন হইলে আত্মা বিকৃত হইয়া যায়। নরনারী আপনাদের অধিকার লাভ করিয়া স্বাধীন শক্তির পরিচালনা করিলে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং সাধারণ সমাজ, ইহার অন্তর্ভুক্ত নর নারীর প্রকৃত অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নীতি ও ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতির সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

অবিশ্বাসী যখন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন কেবল মেঘ দেখে, জ্যোতি দেখে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ উল্কা ও ধূমকেতু দেখে। তাঁহাদের রাসায়নিক প্রকৃতি, জ্যোতির স্বরূপ ও গতির নিয়ম অবধারণ করে, কিন্তু সূর্য্য চন্দ্রাদি সূর্য্যচন্দ্রাতীত যে পরমপুরুষের আরতি করে, তাহা দেখিতে পায় না; বিশ্বাসী আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আর জ্ঞানময় অনন্ত পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া "বিমল বিভুগুণ বন্দনায়" প্রবৃত্ত হয়। বিশ্বাসী যেখানে এক মহান্, গম্ভীর সুন্দর পুরুষের লীলা দর্শন করে, অবিশ্বাসী সেখানে কেবল অন্ধ শক্তির অসার পরিচালনা দেখিতে পায়।

অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীর মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব ইহার দুই প্রকার মীমাংসা হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে পরিদৃশ্যমান জগতে বিশ্বাসী যে সৌন্দর্য্য ও গম্ভীরতা দেখিতে পান, তাহা উক্ত জগতের গুণ নহে দ্রষ্টার মনোভাব বিশেষের ফল। তিনি কাণ্টের "the mind makes the nature" (অর্থাৎ যাঁহার যেমন মন তিনি তেমনি ভাবে প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করেন) নামক সূত্রের দোহাই দিয়া বলিবেন যে বিশ্বাসী যে প্রকৃতির পারে এক অনন্ত জ্ঞান পুরুষের উদ্দেশ পান, তাহা কেবল তাঁহার বিশ্বাসের ফল। প্রকৃতিতে প্রকৃতিপতির কোনও নিদর্শনই নাই, প্রকৃতির মুখে কোনও সৌন্দর্য্য বা মধুরিমা নাই, বিশ্বাসচালিত মন কল্পনা বলে ঐ সৌন্দর্য্য ও মধুরতা সৃষ্টি করে। সংসার চিরকালই ভক্তদিগকে এই কথা বলিয়া আসিতেছে। ভক্তেরা সত্যের উপাসক নহেন, কল্পনাপূজক, এই বিশ্বাসে সংসার তাঁহাদিগকে চিরদিনই নিপীড়িত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কথার উত্তরে ভক্তমণ্ডলী বিষয়ীকে বলেন, আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা কল্পনা নহে, তোমরা যাহা দেখিতেছ তাহাই অসত্য ও কল্পনা; আমরা প্রকৃতির মুখে নূতন সৌন্দর্য্য ও মধুরতা সৃষ্টি করি না, যাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, তাহা আবিষ্কার করি! আমরা সৃষ্টির আবরণে স্রষ্টার নিদর্শন কল্পনা করি না, স্রষ্টার নিদর্শন যাহা সৃষ্টিতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহাই কেবল আবিষ্কার করি।

কাহার সাক্ষ্য প্রামাণ্য বলিব? যাহারা দিবানিশি বস্তুতত্ত্ব আলোচনা করিয়া প্রকৃতির নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতেছে তাহাদের, না যাহারা দিবানিশি সংসারতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বস্তুতত্ত্ব আলোচনায় একপ্রকার অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের? ইতিহাস পাঠে কি দেখিতে পাই? এক এক জন লোক এক একটী ভাব বহন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই ভাব বা সত্যের জন্য তাঁহাদিগকে কতই নিপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। সমাজ তাঁহাদিগের দ্বারা প্রচারিত সত্যকে অসত্য কল্পনা ও উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তাঁহাদিগকে কারাবদ্ধ ও তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছে। আবার কিছুদিন পরে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রচারিত ভাবগুলিই মহাসত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে গ্যালিলিও জ্যোতির্ব্বিদ্যার একটী সামান্য সত্য প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কি যাতনাই না সহ্য করিতে হইয়াছিল। ষ্টিভেনসন যখন লৌহবর্ত্ম স্থাপন করিয়া বাষ্পীয় শকট চালনার প্রস্তাব করেন, তখন পার্লিয়ামেণ্টের অতি সুবিজ্ঞ সভ্য সকল তাঁহার প্রস্তাবকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ আমরা দেখিতে পাই যে এমন সভ্যদেশ নাই যেখানে লৌহবর্ত্ম নাই এবং যেখানে বাষ্পীয় শকট পরিচালিত হয় না? ধর্ম্মবীরদিগের কথা সবাই জানেন সুতরাং সে কথার আর উল্লেখ করিব না। এখন এই সকল মহাপুরুষগণ যে সাক্ষ্য দেন, তাহা না তাঁহাদের সমকালীন সমাজ যে সাক্ষ্য দেয় তাহাই প্রমাণ বলিয়া লইতে হইবে?

আমাদের নিজের ভিতরে যে দেব ও অসুর প্রকৃতি আছে তাহাদের মধ্যেও এইরূপ দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। দেব প্রকৃতি উচ্চ আশা, উচ্চ আদর্শের দিকে সদাই ইঙ্গিত করে, অসুর প্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয় সুখের দিকে অঙ্গুলী দেখায়। দেব প্রকৃতি বলে, আমি যে দিক্ দেখাই সেই দিক্ই ঠিক, সেই দিক্ই সফলতা ও সুখে লইয়া যাইবে, অসুর প্রকৃতিও আপন পক্ষ সমর্থন করিয়া ঐ কথাই বলে। এখন কাহার কথা মানিব? সময়ে সময়ে দেব প্রকৃতি যে উচ্চ আদর্শ দেখায় তাহাকে কি কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিব, আর অসুর প্রকৃতি নিয়ত যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহাই সত্য বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিব' না দেব প্রকৃতির নির্দ্দেশ সত্য বলিয়া গ্রহণ ও অসুর প্রকৃতির কুমন্ত্রণা অসত্য বলিয়া পরিহার করিব? আলোককে মনের যে অবস্থায় অন্ধকার বলি সে অবস্থাই যে ঘোরতর অন্ধকারের অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোকে অন্ধকার ও অন্ধকারে আলোকজ্ঞান বিকারের অবস্থা। আমাদের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে। দেখিয়া ও ঠেকিয়া উভয় প্রকারেই আমরা শিখিয়াছি যে দেব প্রকৃতির কথাই সত্য আর অসুর প্রকৃতির কথা অসার কল্পনা। দেব প্রকৃতির কথা যখনই শুনিয়াছি তখনই যে কেবল আত্মপ্রসাদ লাভে সমর্থ হইয়াছি এমন নহে, হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, আত্মা বেশ দশ পদ অগ্রসর হইল বুঝিতে পারিয়াছি, দৃষ্টি উজ্জ্বল ও অধিকতর দূরব্যাপী হইয়াছে এবং আপন প্রকৃতির সহিত বিবিধ প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য পূর্ণ বিশ্বের নিগূঢ় ঐক্য ও সামঞ্জস্যের রহস্য উদ্ভেদ করিয়াছি। যখনই অসুর প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াছি তখনই পতন হইয়াছে, আত্মগ্লানিতে প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আপনার সঙ্গে বিশ্বের যোগ ছিন্ন হইয়াছে, অপবিত্রতা হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে এবং দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ঘুচিয়া স্থূলতা ও অন্ধতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যিনি কিছু দিন ধর্ম্ম জগতে বাস করিয়াছেন, তিনিই এই কথায় সায় দিবেন সন্দেহ নাই।

যাঁহাদের মধ্যে দেব প্রকৃতি প্রবল তাঁহারা যে কথা বলেন, আপনার দেব প্রকৃতি যে কথায় সায় দেয় সে কথাকে সত্য বলিব না, দেব প্রকৃতি যাহাদের মধ্যে হীন তাহারা যাহা বলে এবং আপনার নীচ প্রকৃতি যাহার পোষকতা করে তাহাকে সত্য বলিব? জ্ঞানমিশ্রিত বিশ্বাস না থাকিলে, যে ভ্রম ও কুসংস্কার আসিতে পারে এ কথা সত্য, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসে কল্পনার আশঙ্কা আছে বলিয়া বিষয়ী ও অল্প বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী লোক জগৎকে প্রকৃত চক্ষুতে দেখে একথা কোন প্রকারেই মানিতে

পারি না। চক্ষুর প্রকৃতি অনুসারে দর্শনের তারতম্য হইয়া থাকে একথা সত্য, কিন্তু দৃষ্ট বস্তুতে বিশ্বাসী ও ভক্ত যে সৌন্দর্য্য দেখেন তাহা যে প্রকৃত ও তাঁহার দর্শননিরপেক্ষ নয় একথা স্বীকার করিতে পারি না। এ সম্বন্ধে অন্যের ও আপনার দেব প্রকৃতির সাক্ষ্য জ্ঞানের বিরোধী নহে সম্পূর্ণ অনুকূল।

এ সম্বন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য আছে, তাহা পরে বলা যাইবে।

চিন্তাকণিকা।

(প্রাপ্ত)

দীক্ষা।

এইরূপ প্রবাদ আছে, কোন ধনী গুরু নানকের শিষ্য হইবার মানসে, তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু বহুদিন প্রার্থনা করিয়াও সে বিষয়ে গুরুর মনোযোগ হইতেছে না দেখিয়া, ব্যথিত অন্তরে তাঁহাকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। নানক বলিলেন, "দক্ষিণা না দিয়া কেহই শিষ্য হইতে পারে না।" ধনরত্ন দানের তাঁহার বিলক্ষণ সঙ্গতি ছিল, সুতরাং হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"আপনি যাহা চাহিবেন, আমি তাহাই আপনাকে প্রদান করিব।" গুরু সংসারের জঘন্যতম দ্রব্য দক্ষিণা স্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। তখন ধনী ক্ষণকাল মধ্যেই কীটপূর্ণ দুর্গন্ধ মলপিণ্ড আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, "এই জঘন্যতম দ্রব্য আপনি দক্ষিণা গ্রহণ করুন।" গুরু উত্তর করিলেন, "দেখ, এই মল ভগবানসৃষ্ট এই কীটপুঞ্জের আশ্রয়, ও প্রাণ ধারণের উপকরণ; ইহা কিরূপে জঘন্য হইল?" ধনী আবার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। এবং একে একে সমুদয় জঘন্য পদার্থের বিষয় সমালোচনা করিয়া, তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত এই হইল,—ব্রহ্মাণ্ডের কোন পদার্থই জঘন্য নহে, সকলই ভগবানের লীলাস্থল। তাঁহার দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, পাপমলিন নিজ আত্মার অপেক্ষা জঘন্যতর পদার্থ সংসারে দ্বিতীয় নাই। তখন গুরুর নিকট উপনীত হইয়া, অনুতাপের অশ্রুজলে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া নিবেদন করিলেন,—"প্রভো, সমুদয় সংসারে খুঁজিলাম, কিন্তু আমা অপেক্ষা জঘন্যতর পদার্থ জগতে মিলিল না; আপনি আমাকেই দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করুন।" তখন নানক সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি শিষ্যমণ্ডলীতে প্রবেশের অধিকারী হইয়াছ; অতএব নিজ অপূর্ণতায় বিশ্বাস জাগ্রৎ রাখিয়া, সেই করুণাময় পতিতপাবনের পথে অগ্রসর হও। অদ্য হইতে তুমি আমার প্রিয় শিষ্য হইলে।"

উল্লিখিত চিত্রে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যত দিন নিজ হীনতার জ্ঞান ধনীর মস্তিষ্ক ভেদ পূর্ব্বক হৃদয় উদ্বেলিত না করিয়াছিল, ততদিন গুরু তাঁহাকে মণ্ডলী-প্রবেশের অধিকার প্রদান করেন নাই। তিনি জানিতেন, শুষ্ক ধর্ম্মজ্ঞানের মৃত বিশ্বাস মুক্তিলাভের সহায় না হইয়া অশেষ অনর্থের মূল হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা নিজ দুর্ব্বলতার অনুভূতি-ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যাকুল ভাব উৎপন্ন করে না। এবং ব্যাকুলতা বিবর্জ্জিত বুদ্ধি-সম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানে জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। অতএব যাহাতে গভীররূপে হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়, আত্মার কল্যাণের পক্ষে, তাহাই প্রথম প্রয়োজন। নিজ অপূর্ণতাজ্ঞানসম্ভূত ব্যাকুল ভাব ধর্ম্ম জীবনের প্রথম পাদবিক্ষেপ, সুতরাং ধর্ম্মসমাজ-প্রবেশের একমাত্র অধিকার। কেবল শাস্ত্রজ্ঞানী দ্বারা দলপুষ্টির আশা, জীবন উৎসর্গকারী অত্যল্প স্পার্টানের নিকট পারস্যরাজ জরক্সিসের অগণ্য সেনার পরাভবের ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে সমাজ পরিপুষ্ট না হইয়া হীনবল হইয়া পড়ে।

আচার্য্য।

আমাদের গৃহসংলগ্ন, অনাবৃত স্থানে, মুসলমান পল্লী হইতে, শাবক সহ একটী কুক্কুটী আসিয়া আহার অন্বেষণ করিত। এক দিন দেখিলাম, সে ব্যাকুলভাবে পক্ষ বিস্তার করিয়া ভয়ানক উচ্চ রব করিতেছে, আর শাবকগুলি বেগে তাহার পক্ষপুটের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছে। উড্ডীয়মান লোলুপ চিল হতাশ হইয়া চঞ্চুদ্বারা তাহাকে যতই আঘাত করিতেছে, সে ততই শাবক সহ ভূমি সংলগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধমুখে আর্ত্তধ্বনি তুলিতেছে, যেন ভগবান্‌কে বলিতেছে—"অনাথশরণ, দুর্ব্বলের বল! আমার ক্ষীণ পক্ষপুটের শক্তিতে আর কুলাইতেছে না! তুমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া আত্ম রক্ষায় অক্ষম শাবকগণকে বিনাশোদ্যত ভয়ানক শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা কর!"

ধর্ম্মপিপাসু অগঠিত আত্মার সহিত সমাজনেতৃগণের সম্বন্ধের কি মনোহর আভাস! যত দিন ঈশ্বর কৃপায় ও সাধন বলে, তাহারা অন্তর বাহিরের অসংখ্য রিপুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সক্ষম না হয়, ততদিন মুহূর্ত্তের জন্যও, যেন তাহাদিগকে চক্ষের আড় না করি। পাপকাকচিলের উপদ্রবে, কুক্কুটীর ন্যায় তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া, যেন বিপদ্ শান্তির জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি! ইহাই আচার্য্য ও মণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ। ধন্য তিনি, যিনি এই ভাবে আপনার মস্তকে সমুদয় ক্লেশ ধারণ করিয়া, আমাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন!

মণ্ডলী।

জড় চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিও হিন্দুগণের কি আশ্চর্য্য ভালবাসা! যখন রাহু তাহাদিগকে গ্রাস করিতে যায়, তখন এই লক্ষ যোজন দূর হইতে যন্ত্রধ্বনি দ্বারা, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। যেন বলে—"সাবধান, সাবধান! চণ্ডাল তোমার পশ্চাতে ছুটিয়াছে!" অনাহার অনিদ্রার ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া বন্ধুর মোচন অপেক্ষায়, আকাশপানে তাকাইয়া থাকে; এবং মুক্তি মুহূর্ত্তকে পুণ্যাহ জ্ঞানে আনন্দ মনে গঙ্গাস্নান ও দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে।

ভ্রাতৃত্ব সাধনের কেমন আশ্চর্য্য সঙ্কেত! একজন ধর্ম্ম

ভ্রাতার পাপরাহুগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইলে, অনিদ্রা ও অনাহারী থাকিয়া,তাঁহাকে অবিশ্রান্ত সতর্ক,ও তাঁহার জন্য প্রার্থনা; মোচনমুহূর্ত্তকে পুণ্যাহ জ্ঞানে, বিপদ্ ভঞ্জনের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এবং মণ্ডলী মধ্যে আনন্দ প্রকাশ ব্যতীত প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সাধন এবং মণ্ডলী গঠনের আর উপায়ান্তর নাই। যত দিন এ সাধনে প্রাণ মন ঢালিয়া দিতে না পারিব, ততদিন পবিত্র মণ্ডলীর আশা, আমাদের স্বপ্নেই থাকিয়া যাইবে।

ভগবান্ করুন, হিন্দুরীতি অনুসরণ পূর্ব্বক, তাঁহার সন্তানগণকে, অনন্তকালের সহযাত্রী জানিয়া, তাঁহাদের প্রতি যেন আন্তরিক সহানুভূতি, কার্য্যতঃ প্রকাশ করিতে পারি ; এবং এই অশান্তিপূর্ণ সংসারে, প্রেম পরিবারের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হই। তাঁহার কৃপায়,যেন সদা স্মরণ রাখিতে পারি যে,সন্তানের প্রতি অত্যাচার করিয়া, মায়ের প্রসন্নতা লাভ অসম্ভব।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

কুষ্টিয়া।

কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে ;—

১৮৮৮। ৯ই জুন, শনিবারঃ—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। সমবেত উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত, বি, এল, উদ্বোধন ও উপাসনাতে উপদেশ প্রদান করেন। রামচন্দ্র বহু পরিশ্রমেও সংগ্রামে দুর্জ্জয় রাক্ষসকুল ধ্বংস করিতে না পারিয়া পরিশেষে আদ্যাশক্তিকে উদ্বোধন করিয়াছিলেন পুরাণে কথিত আছে। আমরাও সাধ্য সাধনা করিয়া দুর্জ্জয় রিপু সংগ্রামে বিজয়ী হইতে না পারিয়া দয়াময়ী আদ্যাশক্তিকে আবাহন করিতেছি। আজ উৎসবক্ষেত্রে আমরা কি লইয়া অবতরণ করিব ? হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পাপাসুরের বিস্তৃত বংশকে জীবন সংগ্রামে পরাজিত না করিতে পারিলে বিজয়োৎসবের সম্ভাবনা নাই। সেই বিজয়োৎসবই ব্রহ্মোৎসব। ইহা সম্পূর্ণ অন্তরের ব্যাপার ; বাহিরের উৎসব ইহার আভাস মাত্র ইত্যাদি সৎ কথা অবলম্বন করিয়া তিনি বহুল হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা উপাসক মণ্ডলীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। বাবু রাই চরণ দাস সংক্ষেপে একটী সরল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১০ই জুন, রবিবারঃ—প্রত্যূষে মন্দিরে উপাসনা হয় ; বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপরে ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্নেই প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে প্রাঙ্গণে বৃহৎ চন্দ্রাতপ নিয়ে একটী মহতী সভা আহূত হইয়াছিল। মিঃ ফেয়ার্‌লী সাহেব সপত্নীক, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ ও স্থানীয় অধিকাংশ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সংগীত ও প্রার্থনার পর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করত তাহা ও প্রচলিত মুদ্রা ও সংবাদ পত্র একটী বোতলে আবদ্ধ করত উহা প্রোথিত করিয়া বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মন্দির নির্ম্মাণের সাহায্য দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে ভিত্তি স্থাপন করিলেন। (দুঃখের বিষয় গত ১৩ই জুন বুধবার রাত্রিতে কোন দুষ্ট লোক ঐ ভিত্তির বোতলটী উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে) এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সংগীতটী গীত হইয়াছিল।

"কেন হে বিলম্ব আর" সুর।

এসো এসো করি সবে ব্রহ্ম মন্দির স্থাপন।
পূজিতে ব্রহ্মাণ্ড পতি মহেশের শ্রীচরণ।
সুবিশাল বিশ্বাধার পবিত্র মন্দির যাঁর,
চরাচর পরিবার করিছে তাঁর কীর্ত্তন।
হৃদয় ভূমি মাঝারে, বিশ্বাস ইষ্টক দ্বারে,
প্রেমের অমৃতধারে একত্র করি মিলন।
গাঁথ হে সুন্দর করে', শ্রীমন্দির পরেশেরে,
বাজাও বিবেক ভেরী ভরিয়ে বিশ্বভুবন।

এতদুপলক্ষে বাবু রাইচরণ দাস একটী উপদেশ পূর্ণ স্বরচিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন।*

* অদ্য বাঙ্গালা ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঊনত্রিংশদ্দিনে শুক্ল পক্ষে প্রতিপদ তিথিতে রবিবার অদ্বিতীয় নিরাকার সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য সমবেত বন্ধুবর্গের সমক্ষে এই মন্দিরের প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হইল।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

The first foundation stone of this prayer hall is laid before the assembled friends and symyathisers to-day the 10th day of June Sunday in the year of Christ 1888 and in the fifty first year of the reign of Victoria Empress of India for the worship of the only one formless true God. God's mercy alone availeth.

অথ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মত সারঃ।

সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম মন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরম সাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে ॥

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বীজং

১। ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ। তদিদং সর্ব্বম সৃজৎ।

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অথ ব্রাহ্মধর্ম্মানুষ্ঠানং

ব্রহ্ম নিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
ওঁ সচ্চিদানন্দায় নমঃ।

অপরাহ্ণঃ—৭টার সময়, শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ "The Ideal of Life" সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী সুদীর্ঘ নীতিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় উপস্থিত সকলেই উপকৃত ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

১১ই জুন সোমবার—বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত পূর্ব্বাহ্নে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সেন সায়াহ্নে উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। দুঃখের বিষয়, উপদেশের মর্ম্ম লিখিত না হওয়ায় এস্থলে তাহা প্রকাশিত হইল না।

১২ই জুন মঙ্গলবার—দিনব্যাপী উৎসব। প্রত্যূষে কয়েকটী ব্রাহ্মবন্ধু নগরের দ্বারে দ্বারে ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করেন; পরে পূর্ব্বাহ্নে মন্দিরে উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুঃখের বিষয় এবেলাও তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম লিখিত হয় নাই। সায়াহ্নে বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত বেদীর কার্য্য করেন; শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ. একটী সরল ঐকান্তিক প্রার্থনা ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহের অভ্যন্তরে যেমন যে জিনিষটী যেখানে শোভা পায় সেখানে তাহা না রাখিলে গৃহ শ্রীহীন দেখায়, মানবাত্মাও সেইরূপ পরম পিতা পরমেশ্বরকে স্থান না দিয়া তৎস্থানে অসত্যকে স্থান দিলে লক্ষ্মীছাড়া ও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে; ইত্যাদি সদ্ভাবগুলি তিনি বিশদরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন।

১৩ই জুন বুধবার:—পূর্ব্বাহ্নে সমাজের বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে স্থানান্তরিত হইবার অভিপ্রায়ে কুষ্টিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করায় বাবু দুর্গাচরণ বিশ্বাস উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতি সহ সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

অপরাহ্ণ—মন্দির হইতে উপাসনার পর নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। সহরের অধিকাংশ লোক ভক্তির সহিত সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবার কালে কুষ্টিয়া বাহাদুর খালী বাজারে আদি ব্রাহ্ম সমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ অধ্যেতা মহাশয়, হৃদয়ই তীর্থ স্থান, তাহাতেই সত্য স্বরূপের সত্তা সলিলে স্নান করিলে পবিত্র হওয়া যায় ইত্যাদি সৎ কথা অবলম্বন করিয়া সরল বাঙ্গালায় একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। সংকীর্ত্তন মন্দিরে প্রত্যাগমনের পর রাত্রিতে মন্দিরে বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশের বিষয় 'নাম মাধুর্য্য'। যিনি অনাদি নিত্য বস্তু জন্ম মরণ বিহীন, তাঁহার নাম কে রাখিবে ও কাহার নিকটেই বা তাঁহার নাম মধুর লাগে? সাধু ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার প্রকাশ; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারাই তাঁহার নাম রক্ষিত হয়। যিনি যে ভাবের সাধক তিনি সেই ভাবেই তাঁহার নাম রাখেন ও নামের অমৃতাস্বাদন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। ঈশা, মুশা, শাক্য, গৌর প্রভৃতি মহা জনগণ কত বিভিন্ন ভাবের নামে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তবু আশা মিটে নাই। কিন্তু ভক্ত হৃদয় ভিন্ন আর এক স্থান হইতে তাঁহার নাম উত্থিত হইয়া থাকে। সেই স্থান পাপীর অনুতাপময় ব্যাকুল হৃদয়। পাপী অনুতাপের অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে 'কোথা পাতকীজনপাবন, অধম তারণ' বলিয়া যখন ডাকিতে থাকে, তখন সেই জানে সে নামের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য কেমন। নামে যুগ যুগান্তরের পাপ ধৌত হইয়া যায়। তখন জগতের লোকে দেখে নামের শক্তি কি অচিন্তনীয়! সেই নাম তাহাদের নিকট যেমন মিষ্ট লাগে ও তাহা জগতের লোক যত দেখিতে পায় এমন আর কোথায় ও নহে।

উৎসবান্তে রাত্রিতে প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

খানখানাপুরের শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার এই উৎসবে যোগ দিয়া মধুর ব্রহ্ম সংগীত দ্বারা উপাসক মণ্ডলীকে পবিত্র আনন্দ সলিলে ভাসাইয়াছেন। কুমারখালী, পাবনা, জগতী বারাদি, খানখানাপুর, ভাণ্ডারিয়া, বটতৈল প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়, আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন-মাং পাহি নিত্যং।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রেরিত পত্র।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মহাশয়,

১লা আষাঢ়ের তত্ত্ব-কৌমুদীতে বিজয় বাবুর সম্বন্ধে একখানি বড় চিঠি দেখিতে পাইলাম; আবার বাঁশবেড়িয়া ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের কার্য্য বিবরণেও তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যগণের বিষয়ে কতকটা লেখা হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। বিজয় বাবুর সম্বন্ধে তত্ত্ব-কৌমুদীতে একই বিষয় লইয়া বারম্বার আন্দোলনের আবশ্যকতা কি আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি যখন ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখেন নাই, তখন এইরূপ আন্দোলনে যে ব্রাহ্ম সমাজের অনিষ্ট হইতেছে তাহা বোধ হয় আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না। বিজয় বাবুর প্রতি অনেকেরই গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া অনেকেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মজীবনে অবিশ্বাস আসিতেছে। তাঁহার যোগী শিষ্যেরা যাহাতে তাঁহার মত সম্বন্ধে সর্ব্বদা আন্দোলন হয়, যাহাতে তাঁহাকে এক্ষণেও ব্রাহ্ম বলা হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কাকিনিয়ার পত্র প্রেরক মহাশয়ের ও ইচ্ছা দেখিতেছি যে এ

বিষয়ে ঘোর আন্দোলন হয়। "কিন্তু আমরা বলি বিজয় বাবুর বর্ত্তমান মত সম্বন্ধে একটী কথাও লেখা উচিত নয়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে যিনি ব্রাহ্ম সমাজের এত কাল সেবা করিলেন তাঁহার বিষয় আলোচনা না করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। কিন্তু ইহাও আবার দেখিতে হইবে যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের যতটুকু উপকার করিয়াছিলেন, যোগমত প্রচার করিয়া তাহার বহুগুণ অনিষ্ট করিতেছেন। আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে বিজয় বাবুর দ্বারা পূর্ব্ব বঙ্গে যেমনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হইয়াছিল এক্ষণে যোগমত প্রচারে তেমনি অশ্রদ্ধা হইয়াছে এবং সাধারণে সন্দেহের সহিত ব্রাহ্ম সমাজকে দেখিতেছে।

বিজয় বাবুর মতের এইরূপ ক্রমাগত আন্দোলন চলিলে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেকের মতের আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। কারণ বিজয় বাবুর বর্ত্তমান মত আর তাঁহাদের মতে পার্থক্য কিছুই নাই। আর মতের নূতনত্বও কিছু দেখিনা। আমাদের দেশীয় পৌত্তলিক হিন্দুরা কি বলেন না যে ঈশ্বর জ্ঞানে যাহার পূজা করা যায় তাহাতেই পরিত্রাণ হয়, এবং ঈশ্বর সেই ভাবেই দর্শন দিয়া থাকেন? তবে আর বিজয় বাবুর মতের এত আন্দোলন কেন? তাঁহার যোগী শিষ্যেরা তাঁহার মত লইয়া আন্দোলন করিতে হয় করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তাঁহার শিষ্যেরা বিশ্বাস করিতে হয় করুন যে তিনি তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য দায়ী (পত্রের ৭ দফা) কিন্তু আমরা তাহা কখন বিশ্বাস করি না। আমরা তাহাতে কিছু নূতনত্ব আছে তাহাও মান্য করি না। কেন না হিন্দুসমাজের লোকেরা ও প্রত্যেক গুরুর প্রতি ঐ রূপ বিশ্বাস করেন। বিজয়বাবু নৃসিংহ মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, দেব দেবী বিশ্বাস করেন আর আর যাহা যাহা দেখিয়াছেন বা করেন, সে সকল কথা তাঁহার যোগী শিষ্যেরা বিশ্বাস করিতে হয় করুন কিন্তু আমরা ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল জ্ঞানালোকেও লোক ঐ সকল বাক্যে বিশ্বাস করে এবং জনসমাজে বলিতে সাহসী হয়!!

পত্রপ্রেরক আরও লিখিয়াছেন যে বিজয় বাবু বলেন যে উমেশ বাবু এবং নগেন্দ্র বাবু ঐরূপ বিশ্বাস করেন। তিনি বিজয় বাবুর মত সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা উমেশ বাবু কিম্বা নগেন্দ্র বাবুকে কখনও প্রচার করিতে শুনি নাই। তাহা যখন কোন প্রচারক ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া প্রচার করিবেন তখন সে বিষয়ে অবশ্যই আন্দোলন হইবে। কিন্তু গোপনে কে কি বিশ্বাস করেন তাহা অনুসন্ধানের কোন দরকার দেখি না। অনেক সময় অনেকে বালকের মত কার্য্য করিয়াও অনেক উপকার লাভ করেন কিন্তু তৎসম্বন্ধে অন্যের কিছু বলিবার নাই। আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর বিষয় শুনিয়াছি যে তিনি আহারে বসিয়া একদিন ভগবানের নাম করেন নাই। অর্দ্ধেক আহারের পর তাহা মনে হইলে নিজের গালে এক চড় মারিয়া ফেলিলেন এবং সেই দিন আহার করিবেন না নিজে এই শাস্তি গ্রহণ করিলেন। এইরূপ করাতে তিনি অবশ্যই উপকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যের আপত্তি করিবার কিছু নাই। তবে যদি তিনি একথা প্রচার করেন যে ঐরূপ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত, তখন ইচ্ছা হইলে আপত্তি করিতে পারেন। সেইরূপ নগেন্দ্রবাবু কিম্বা উমেশ বাবু যখন প্রচার করিয়া বেড়াইবেন যে অশ্বকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলে পরিত্রাণ হয় ইত্যাদি (পত্রের ১ দফা) তখন অবশ্যই আন্দোলন হইবে। গোপনে কে কি বিজয় বাবুকে বলিয়াছেন তাহা যদি তিনি লোকের মধ্যে বলিয়া বেড়ান তবে তাঁহার অতি অন্যায় কার্য্য। গোপনে কোন বন্ধু অতি অন্যায় কথা বলিলেও তাহা প্রকাশ করা অনুচিত। বলিতে দুঃখ হয় যে বিজয় বাবু এইরূপ গোপন কথা বাহির করিয়া এককালে কেশববাবুর কত নিন্দাই করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! আবার সে দিনও দেখিতে হইল, যে বিজয় বাবু যে সকল বিষয় লইয়া কত আন্দোলন করিয়াছিলেন কেশব বাবুর কত নিন্দা করিয়াছিলেন আবার নিজেই ঠিক সেই সকল কার্য্য করিতেছেন!!!

ব্যক্তিবিশেষের মতামতের উপর অধিক নির্ভর করাতেই ব্রাহ্মসমাজের যত মতভেদ এবং অনিষ্ট হইতেছে। কোন বিশেষ ব্যক্তি যদি বহুকাল ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে সে বিষয়ে বেশী আলোচনার প্রয়োজন কি? কারণ মনুষ্যের দৃষ্টান্ত আমাদের লক্ষ্য নহে। নিজ নিজ পরিত্রাণের জন্য যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন তাঁহারা পরিত্রাণের পথ নিজেই অনুসন্ধান করিয়া লইবেন এবং প্রাণে ব্যাকুলতা থাকিলে ভগবানই দেখাইয়া দিবেন প্রকৃত পথ কি। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য বা মতামতের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহারা যত শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যান ততই ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ। অতএব আপনাকে বিনীত অনুরোধ যে তত্ত্বকৌমুদীতে ব্যক্তিবিশেষের মতামতের বিশেষ আন্দোলন বা নিন্দা প্রশংসা বেশী প্রকাশিত না হয়।

টালিগঞ্জ একান্ত অনুগত

১০ই জুলাই ১৮৮৮। শ্রীরজনীকান্ত দে

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

গত মাসে ব্রিটিস ও বৈদেশিক ইউনিটেরিয়ান সমিতিতে সার চার্লস লরেন্স যখন প্রস্তাব করেন, যে সত্য ও ন্যায়ের পবিত্র সেবাতে নিযুক্ত সমাজসমূহের প্রতিনিধিসকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান হউক ও সেই সঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম উল্লেখ করেন, শাস্ত্রী মহাশয় তখন নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন, "ভারতে যাহারা সত্যের পতাকা ধারণ করিয়া ঘোর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ঈশ্বরের পক্ষ সমর্থন করিতেছে, তাহাদিগকে যে এই সমিতি এই প্রথম সাদর সম্ভাষণ করিলেন এমন নহে। আমি রামমোহন রায়ের সমাধিস্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন আমি সেই সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম তখন ইংলণ্ডের ইউটেরিয়ানেরা তাঁহার জন্য

যাহা করিয়াছিলেন তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। এক জন ইউনিটেরিয়ানই আপন গৃহে তাঁহাকে আশ্রয় দেন, পীড়ার সময় ইউনিটেরিয়ানেরাই তাঁহার শুশ্রূষা করেন এবং মৃত্যুর পর একজন ইউনিটেরিয়ান উপদেষ্টাই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালীন উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য লোক ও আমাকে যে এই সভা সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সভা কেবল আমারই নহে, আমি যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সেই সম্প্রদায়কেও সম্মানিত করিলেন।"

বক্তা তারপর যে যে প্রণালীতে তিনি এবং তাহার দলস্থ লোকেরা পৌত্তলিকতার আবাস ভারতে কাজ করিতেছেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমরা ভারতবাসীদিগকে শিখাইতে চেষ্টা করিতেছি, যে ঈশ্বর প্রেমময় এবং ভয়ের জন্য কার্য্য করা অপেক্ষা প্রেমের জন্য কার্য্য করা বিধেয়। আমরা এইরূপে একটা সংস্কৃত সমাজ গঠন করিয়াছি, আইনের দ্বারা বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিয়াছি, জাতিভেদ ত্যাগ করিয়াছি এবং সামাজিক সাম্য ও রমণীদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি। আমাকে যে সম্ভাষণ করা হইল, ইহাতে আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল। সভার কার্য্য বিবরণ আমার বন্ধুদিগের হস্তগত হইলে তাঁহাদেরও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইবে।"

আরাধনার মাহাত্ম্য—

> "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
> নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
> অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
> নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥"
>
> নারদ পঞ্চরাত্র।

তাৎপর্য্য, যদি হরি আরাধিত হন, তবে তপস্যার ফল কি? যদি হরি আরাধিত না হন, তাহা হইলেই বা তপস্যার ফল কি? অন্তরে বাহিরে যদি হরি থাকেন, তবে তপস্যার ফল কি? অন্তরে বাহিরে যদি হরি না থাকেন, তাহা হইলেই বা তপস্যার ফল কি?

সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন যে উপদেশ দেন, তাহা ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে "আচার্য্যের উপদেশ" স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে উপাসনা প্রণালী লইয়া আমাদের মধ্যে যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এই শ্লোক দ্বারা অতি সহজে সেই বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে। উপাসনা প্রণালী বিরোধী ও ও হটযোগবাদীরা বলেন যে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া ভিন্ন উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায় না। উপাসনাবাদীরা বলেন যে কেবল মাত্র উপাসনা দ্বারাই উচ্চ অবস্থা লাভ করা যায়। পঞ্চরাত্রের উদ্ধৃত শ্লোক উপাসনাবাদীদের পক্ষই সমর্থন করেন। যদি হরিকে আরাধনা করা যায় এবং আরাধনা দ্বারা এরূপ অবস্থায় উন্নীত হওয়া যায়,যে, অন্তরে বাহিরে হরি দর্শন হয়, তাহা হইলে প্রাণায়ামাদি তপস্যায় কোন ফল নাই; আর যদি হরি আরাধনা ও হরিদর্শন না থাকে, তাহা হইলে সহস্র তপস্যা করিলেও কিছুই লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানস তপস্যার উপকারিতা চিরকালই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও দর্শন ভিন্ন মুক্তি লাভের উপায়ান্তর দেখিতে পাই না। আমরা বলি যে আমরা ঈশ্বর পূজা করি; কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে সে পূজায় পূজার ভাব অতি সামান্য। কাজেই আমাদের চলন সই পূজায় দর্শন ও উচ্চ ধর্ম্মজীবন এই দুইটীর কোনটীই পাওয়া যায় না—প্রাণ ভরে হরির আরাধনা যদি করিতে পারি, তবে আর অন্য কোন দিকে দেখিবার আবশ্যক নাই।

সংবাদ।

প্রচার ফণ্ড;—আমাদের প্রচার ফণ্ডের অবস্থা ভাল নয়। ব্রাহ্ম সাধারণ প্রচার ফণ্ডের উন্নতির জন্য তেমন যত্নশীল নহেন। চর্চ্চ অব স্কটলণ্ডের সভ্যগণ তাঁহাদের প্রচার কার্য্যের উন্নতির জন্য স্ব স্ব আয়ের দশমাংশ দান করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যেক সভ্য যদি তাঁহাদের আয়ের অন্ততঃ শতাংশ প্রচার কার্য্যের জন্য দান করেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট হয়। আমরা আর একটু ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উদ্দেশ্য কখনই সফল হইবে না।

সেতারার মহারাজা;—ইঁহার সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন,—"প্রসিদ্ধ শিবজীর বংশধর, সেতারার মহারাজ শ্রীসত্য প্রতাপ সিংহের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ একটী বিশেষ ঘটনা বলিতে হইবে। শ্রীশাহাজী নিজের পুনাস্থ প্রাসাদে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি নিজে, তাঁহার স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ এবং কয়েক জন বাহিরের লোক নিয়মিত ভাবে যোগ দিয়া থাকেন।"

সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা;—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসনা মন্দিরে প্রতিদিন প্রাতে ৬টার সময় উপাসনা এবং সায়াহ্নে ৬টা হইতে ৯টা ৯৷৷টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনাদি হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম সাধারণ ইহাতে যোগ দিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

উলুবেড়িয়া সম্মিলনী;—২১।২২এ জ্যৈষ্ঠ শনি ও রবিবার উলুবেড়িয়া বাঁটুল গ্রামে একটী ব্রাহ্ম সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনীতে প্রায় ২৫।২৬ জন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। ২১শে শনিবার অমরাগড়ী ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য বাবু ফকিরদাস রায় উপাসনা করেন; বৈকালে নগরসংকীর্ত্তন হয়। ২২শে রবিবার কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন

প্রাতঃকালে নাম গান, বৈকালে নগরসংকীর্ত্তন হয়। সম্মিলনীতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্থির হইয়া গিয়াছে ;—

১। উলুবেড়িয়া সবডিবিজনের মধ্যে যে কয়েক জন ব্রাহ্ম আছেন তাঁহাদের পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রাখা ও মত ভেদ ভুলিয়া যাওয়া।

২। প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও শিক্ষা বিস্তার হয়। এতদ্ভিন্ন সকলকে নিজ নিজ পরিবারের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা এবং সে জন্য প্রার্থনাদি করিতে হইবে।

৩। প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া এই সম্মিলনী হইবে এবং তাহা জুন মাসের প্রথমেই হইবে।

৪। প্রত্যেক রবিবারে অর্থাৎ সামাজিক উপাসনার দিনে যিনি যেখানে থাকুন তাঁহাকে ঠিক্ ৭টার সময় উপাসনায় বসিতে হইবে।

৫। আগামীবারে অমরাগড়ীতে এই সম্মিলনী হইবে।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ;—ইনি বনগ্রামে গমন পূর্ব্বক কয়েকটী বক্তৃতা করেন এবং উপাসনা আলোচনাদিতে বিশেষ ভাবে ব্যস্ত ছিলেন, তথায় তাঁহার গমনে এবং বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরীর যত্নে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা তাহার যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাবে এবার তাহা প্রকাশিত হইল না। অঘোর বাবু বনগাঁ হইতে বাগআচড়ায় যাইয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন এবং তথাকার ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে ৪টী ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশ করা যাইবে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার

(অক্টোবর, নবেম্বর—১৮৮৭ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী গিরিবালা বিশ্বাস	কলিকাতা	২॥০
বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী	ঐ	০॥
„ কেদারনাথ রায়	ঐ	১৲
„ আশুতোষ মিত্র	ঐ	১।০
„ মোহিনীমোহন রায়	ঐ	॥০
„ সুরেশচন্দ্র দেব	মোজাফরপুর	১॥৫
„ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	ভবানীপুর	৫৲
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	পুনা	৪॥০
„ মথুরানাথ নন্দী	কলিকাতা	৪৲
„ কেদারনাথ রায়	পাবনা	৭॥০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	পাবনা	১৲
বাবু দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	কুষ্টিয়া	১৲
„ জগদীশ্বর গুপ্ত	ঐ	৩৲
„ কৃষ্ণেন্দ্র চৌধুরী	ঐ	২৲
„ রজনীনাথ রায়	কলিকাতা	২॥০
„ হরিচরণ সেন	ঐ	২॥০
„ কালীকৃষ্ণ দত্ত	ঐ	১৲
„ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ	গৌহাটি	২৲
„ ভুবনমোহন রায়	কলিকাতা	২॥০
„ ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	১॥০
„ মতিলাল হালদার	কলিকাতা	১১॥০
„ গোকুলচন্দ্র দে	শিলিগুড়ি	৩৲
„ রসময় সুর	সিরাজগঞ্জ	৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	সিরাজগঞ্জ	৬৲
বাবু অমৃতলাল সিংহ	শিমলা	৬৲
„ আশুতোষ দত্ত	কলিকাতা	২৲
„ গিরিগোপাল রায়	বগুড়া	৬৲
„ মহিমচন্দ্র দাস	ঐ	৫৲
„ কালীকিশোর মুন্সি	সেরপুর	১৪॥০
„ ক্ষেত্রমোহন দত্ত	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী কালীসুন্দরী দেবী	শ্রীহট্ট	৫৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	কাকিনিয়া	৩৲
বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ	ভাণ্ডাড়া	৩৲
„ প্রতাপচন্দ্র খাসনবিশ	দিনাজপুর	৩॥০
„ কালীমোহন সেন	ঐ	৩৲
„ নিত্যবিহারী মিত্র	ঐ	২॥০
„ তারাদাস চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৬।০
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত	ঐ	৬৲
„ প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	ঐ	২৲

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
৯ম সংখ্যা।

১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

প্রাণের মূলেতে তুমি, নাহি পেয়ে নিরখিতে,
যুক্তি দরশন লয়ে, যাই তোমা নিরূপিতে;
দিবানিশি ধরে আছ, তাই বেঁচে আছি প্রাণে,
ফেলে মোরে গেছ দূরে, কোলে বসি' দেখি ধ্যানে;
ছুটাছুটি করে মরি বৃথা হেথা সেথা করে,
দীনবন্ধু! বিরাজিত তুমি এ দীনের ঘরে।
এ বিষম ভ্রম কবে ঘুচিবে আমার বল,
চিন্তা ভয় দূরে যাবে লভি' সত্য নিরমল।
নিরখি তোমার রূপ বিশ্বরূপ অন্তরালে,
বন্দী হবে মুক্ত প্রাণ কবে তব প্রেম জালে,
বিচ্ছেদ বিদায় লবে, নিত্য হবে দেখা শুনা,
আনন্দ মিলিবে তায়, নাহিক যার তুলনা?

কেনা জানে যে পিতা পুত্রে কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকে? কিন্তু তোমায় আমায় কি সাদৃশ্য? ভাবিয়া কেবল বৈষাদৃশ্য দেখিতে পাই। তোমার ইচ্ছা নিয়মমত কার্য্য করে, আমার ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারী। তোমার ইচ্ছার নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখিয়া সকলেই তোমাকে বিশ্বাস করে, আমার ইচ্ছার সাময়িকত্ব দেখিয়া কেহই আমাকে বিশ্বাস করে না। আর এক কথা, তোমার প্রেম উদার ও সকলেরই অনুসরণ করে, আমার প্রেম প্রায় ত দেখিতেই পাই না, যদি কখন প্রেম দেখি সে কেবল যাহাদিগকে "আমার" বলি, তাহাদের সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে তাহা নিবদ্ধ দেখিতে পাই। প্রধান দুই বিষয়ে কাজে কাজেই তোমায় আমায় অনৈক্য দেখিতে পাই। এ অনৈক্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে কার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব? তোমার সন্তান হইয়া নীচ সংসারের পুত্র বলিয়া কোন্ মুখে লোকের কাছে পরিচিত হইব? তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে, লোকে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করে, সে সাদৃশ্য আমি কেমন করিয়া দেখাইব? পিতঃ! তোমার পবিত্রাত্মা দ্বারা আমাকে অনুপ্রাণিত কর, আমি পবিত্রাত্মা লাভ করিয়া তোমার সাদৃশ্য প্রাণে জাগ্রৎ করিয়া তুলি।

আর আমার দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস হয় না, প্রতি কথায় আমার যুক্তি, তর্ক, দর্শন চাই। সম্ভোগে আর সে উচ্ছ্বাস ও বাচালতা নাই, কথায় কথায় এখন গাম্ভীর্য্য ও নীরবতারই সুখ্যাতি করি। ভবিষ্যতের প্রতি অন্ধ হইয়া বর্ত্তমানে আনন্দের সহিত সে পাদবিক্ষেপ নাই; মতলব আঁটিয়া চারিদিকের সুবন্দোবস্ত না করিয়া এখন পদ মাত্র অগ্রসর হই না। অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমার রাজ্যে বিজ্ঞ বৃদ্ধের স্থান নাই, কেবল সরল শিশুর স্থান আছে। আমার জীবনে যে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ সকল দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি এ বিপদে কোথায় যাইব? সারল্য-কোমলতা-মধুরত্ব পূর্ণ বিগত সে শৈশবকাল আর কি ফিরিয়া আসিবে না? কালের অধিপতি! বিচিত্র শক্তিশালিন্! কালের গতি ক্ষীণ মানবেই ফিরাইতে পারে না, তোমার সে গতি ফিরাইতে কতক্ষণ লাগে? কটাক্ষে আমার জরাগ্রস্ত আত্মাতে তুমি নবীন শৈশব সঞ্চার করিতে পার। শৈশব তবে একবার জাগ্রৎ কর, আমি আশ মিটাইয়া নির্ভর করার গভীর আনন্দ সম্ভোগ করিয়া লই, সারল্যের লুপ্ত স্মৃতি জাগ্রৎ হউক। "সরল প্রার্থনা মুক্তির সাধনা," এই মধুময় গীত অনেক দিন হইল একবার শুনিয়াছিলাম আর শুনি নাই। মানুষের কণ্ঠে সে গীত শুনিয়াছিলাম, এবার তুমি সেই মধুর কথা বল, আমি শুনিয়া কর্ণকুহর তৃপ্ত করি। অনেকবার নহে, একবারটী প্রভু সরল ভাবে তোমাকে ডাকিতে দাও, ঐ এক ডাকারূপ তপস্যায় তোমাকে লাভ করিয়া ধন্য হইব।

জীবন রেলপথের মত সরল রেখায় চলিতেছে না, বায়ুর গতিসূচক মানচিত্রের ন্যায় বঙ্কিম গতিতে, এবং ক্রীড়া নিরতা তরঙ্গিনীর মত কুটিলগমনে প্রবাহিত হইতেছে। যেমন প্রতিজ্ঞার ঝড় উঠিল, অমনি উপরে উঠিলাম; এত উপরে উঠিলাম যে নীচের দিকে চাহিয়া ভয় করিতে লাগিল। বিশুদ্ধ ও জীবনপ্রদ স্বর্গীয় বায়ু আঘ্রাণ করিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, অদূরে স্বর্গের বিমল সৌধমালার শ্বেতছবি নয়ন তৃপ্ত করিতে লাগিল? মুহূর্ত্তের জন্য অসাবধান হইয়াছি, আবার দেখি যে সেই কোলাহলপূর্ণ, দুর্গন্ধ ও কর্দ্দমময় নিম্নভূমিস্থ

নগরের রাজ পথে নামিয়া পড়িয়াছি। বাহিরে ঝটিকা, বা প্রশান্তভাব, আমার ভিতরেও আন্দোলন বা নিস্তব্ধতা। প্রকৃতির সঙ্গে আমি যেন তালে তালে কেবলই নামিতেছি, আর উঠিতেছি, দাঁড়াইতে পারিতেছি না। প্রভু, নিষ্ঠাবান্ ভক্তের জীবন কবে পাইব? জীবনটা কি চিরকালই প্রবৃত্তির দাস হইয়া থাকিবে? আপনার জীবন আপনার আয়ত্ত হইবে না, আপনার প্রভু আপনি হইতে পারিব না? অবস্থার অধীন হইয়া থাকিতেই যদি সকল দিন গেল তবে কবে অবস্থা-নিরপেক্ষ স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইব? নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে শিখাও, প্রাণপণে প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ কর, তবে তোমাকে পাইব। সাধনে শিথিল হইয়া কে কবে তোমাকে লাভ করিয়াছে? সাধনে শৈথিল্য আমাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয়। যে একবার তোমার আস্বাদ পাইয়াছে সে কি উপায় সম্বন্ধে কখন উদাসীন থাকিতে পারে? সামান্য পৃথিবীর লোকে সহজে যাহা করে, তোমার সাধক হইয়া তাহা করিতে পারিলাম না! কি লজ্জার কথা! তুমি লজ্জা নিবারণ কর। জীবনকে কঠিন নিয়মের বশীভূত করিয়া নিষ্ঠা শিক্ষা দাও।

মানি যে তুমি আছ, উপাসনার সময় তোমার স্বরূপ চিন্তা করি, মাঝে মাঝে তোমাকে স্মরণ করি, এই কি বিশ্বাস? এই বিশ্বাসে কি পর্ব্বত স্থানান্তরিত হয়, পর্ব্বতাধিক পাপরাশি দূরীভূত হইয়া মুক্তি চন্দ্র বিকাশ পায়? এই বিশ্বাসে কি গৌরাঙ্গদেব হরি নাম স্মরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন, মহাত্মা ঈশা পিতৃনাম লইয়া মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন? প্রভু! আমাদের বিশ্বাসকে আর বিশ্বাস বলিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের বিশ্বাস যদি বিশ্বাস হইত, তাহা হইলে চক্ষু পরিবর্ত্তিত, প্রাণ দ্রবীভূত এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত ও প্রাণে তোমার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইত। কি ক্রমাগতই জড় বস্তু দেখি, জড় শব্দ শুনি, জড় গন্ধ আঘ্রাণ করি? এ সকল এক কালে ভাল লাগিত, এখন আর ভাল লাগে না। এখন দয়া করিয়া মৃত বিশ্বাস জীবন্ত করিয়া দাও, কলুষিত চক্ষু নির্ম্মল কর, চক্ষু খুলিবামাত্র যেন তোমার প্রকাশ দেখিতে পাই। ইন্দ্রিয় সকল তোমার প্রকাশের জ্ঞান বহিয়া আমার মনে লইয়া যাউক, আমি তোমাকে জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া ধন্য হই। ঘটনাবলী আর যেন অর্থহীন পরিবর্ত্তন বলিয়া আমার কাছে না বোধ হয়, সকল ঘটনাতেই যেন আমি তোমার মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাই। প্রাণ স্বরূপ! কথায় প্রাণ স্বরূপ আছ, জীবনে প্রাণ স্বরূপ রূপে প্রতিভাত হও, আমার মানব জন্ম সফল হউক।

কত ভালবাস গো মা,—এই সুর। *

স্বদেশে বিদেশে মাগো থাকিমা যেথানে,
নয়নে নয়নে তুমি রেখ গো সন্তানে।
বিপদ সঙ্কুল পথে, থেক মা আমার সাথে,
যেন ভয় পেয়ে, একাকী পড়িয়ে ছাড়ি না তব চরণে।
(যেন ছাড়ি না মা) (তোমার ওই অভয় চরণ যেন ছাড়ি না মা)
তুমি আমায় জন্মের তরে, কিনেছ যে দাস করে.
(তাই) স্বদেশে, বিদেশে, তোমারি সুযশে,
আমি গাইব বদনে;
জীবন সফল হবে ওনাম কীর্ত্তনে,
(তাই করগো মা) (যাতে পাপ জীবন সফল হয় তাই করগো মা)
জীবন সফল হবে ওনাম কীর্ত্তনে॥

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রচিত।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্ম নির্ণয়।

১

জ্ঞান সম্ভব কি না?

আমরা এই প্রবন্ধে যেখানে "ব্রহ্ম" শব্দ প্রয়োগ করিব, সেখানে লোকাতীত চৈতন্য ও যেখানে চৈতন্য বলিব, সেখানে জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছা বিশিষ্ট বস্তু বুঝিতে হইবে। "ব্রহ্ম" ও "চৈতন্য" শব্দের কেন যে এরূপ সংজ্ঞা করিলাম, ব্রহ্মকে যাঁহারা না চৈতন্য না জড় বলেন, তাঁহাদের কথা কতদূর যুক্তি সঙ্গত যথাস্থানে তাহার উত্তর দেওয়া যাইবে। এস্থলে আমাদের এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে "ব্রহ্ম" শব্দের আমরা যে অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম, তাহাই উহার প্রচলিত অর্থ। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও ভক্তগণ ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ও প্রাণের উপাস্য পরম দেবতাকে এই অর্থেই ব্যাখ্যা ও পূজা করিয়া থাকেন। "ব্রহ্ম" শব্দে কেহ কেহ "প্রকৃতি" অথবা প্রকৃতির অখণ্ড নিয়ম বুঝায় এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। বলা বাহুল্য যে ইহা তাঁহাদের মনঃকল্পিত ব্যাখ্যা। উপাসক ও ভক্তগণ কোনও দিনই এই অর্থে ব্রহ্ম শব্দ গ্রহণ করেন নাই। জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা বিশিষ্ট এই লোকাতীত চৈতন্যকে কিরূপে নির্ণয় করিতে হইবে? ব্রহ্মের আমরা যে সংজ্ঞা করিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে রূপ-রস-গন্ধস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থের ন্যায় অনুভব দ্বারা ব্রহ্ম নির্ণয় করা যায় না। যদি ব্রহ্ম নির্ণেয় বস্তু হন, তবে কেবল একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যিনি অচক্ষুঃ অপাণিপাদ অশব্দ ও অস্পর্শ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু এস্থলে এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানিতে পারা যায় না, তাহার জ্ঞান সম্ভব কি না? ধর্ম্ম বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। একদিকে হিউমপ্রমুখ মহা পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, যে কিছুই জানা যায় না, যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা কেবল প্রবাহময় জ্ঞানপরম্পরা, আর একদিকে কাণ্টপ্রমুখ দর্শনবিদ্গণ ঘোষণা করিতেছেন, যে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা কেবল আমাদের সান্ত চৈতন্যের গণ্ডীর মধ্যে; লোকাতীত চৈতন্য কল্পনা করিতে পার কিন্তু সান্ত চৈতন্যে অনন্ত চৈতন্যের জ্ঞান

অসম্ভব। কোন্ পথে চলিব, কাহার কথা শুনিব? কান্ত যদিও পরিশেষে লোকাতীত চৈতন্য জ্ঞানকে বিবেকের ভিত্তি ভূমি বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সুবিখ্যাত শিষ্যেরা কিন্তু সে কথায় সায় দিতে স্বীকৃত হন না, স্বীকৃত হওয়া দূরে থাকুক, স্বীয় গুরুর উক্তিতে তাঁহারা অসঙ্গতি দোষ দেখাইয়া থাকেন। সোপনহয়ার স্পষ্টই বলিয়াছেন, জ্ঞানবিশ্লেষণ ও সমালোচন করিয়া কান্ত প্রথমে পূর্ণ মায়াবাদে উপনীত হন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহার সিদ্ধান্তে নাস্তিকতাপ্রচার হইতে লাগিল, তখন তিনি ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বাসিত ব্রহ্মকে পুনরায় আনয়ন করিয়া তাঁহার দর্শনের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া যান। ব্রহ্ম নির্ণয়ের পূর্ব্বে সুতরাং আমাদের জ্ঞান নির্ণয় করিতে হইবে। যদি হিউমের কথা সত্য হয় যে আমরা অনুভব পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি না, এবং আমাদের চিন্তা প্রবাহ ভিন্ন চিন্তা প্রবাহের আধারভূত চৈতন্যের জ্ঞান অসম্ভব, তাহা হইলে ব্রহ্ম বস্তু কিরূপে জানিতে পারিব? চৈতন্যই যদি জানিতে না পারিলাম, লোকাতীত চৈতন্যের কিরূপে জ্ঞান লাভ করিব? চৈতন্য ও লোকাতীত চৈতন্য আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বলিয়া এ প্রশ্নের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার না, কেননা আত্মপ্রত্যয় যে মিথ্যা নহে তাহা কে বলিল? জ্ঞানের অস্তিত্বেই যখন সন্দেহ আসিতেছে, তখন জ্ঞানপ্রসূত আত্মপ্রত্যয়ের সত্যতায় কে নির্ভর করিবে? "ব্রহ্ম বস্তু নির্ণয় করা সম্ভব কি না?" এই প্রশ্ন হইতে, সত্য বা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব কি না আমরা এই প্রশ্নে উপনীত হইলাম। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, আমরা যাহা জানি তাহা সত্য কি অসত্য সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যে আমরা কি জানি? দুই প্রকার প্রণালীতে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব। এক প্রকার নির্ণেয় বিষয় স্বীকার করিয়া লওয়া ও নির্ণেয় বিষয় স্বীকার না করিলে যে অসঙ্গতিতে গিয়া উপনীত হইতে হয়, তাহা সপ্রমাণ করা। জ্যামিতি পাঠকগণ এই প্রণালীর সঙ্গে সুপরিচিত এই প্রণালীকে ব্যতিরেকী (Indirect) প্রমাণ বলে। আর এক প্রকার প্রণালী অবশ্য স্বীকার্য্য কতকগুলি সত্য অবলম্বন করিয়া নির্ণেয় বিষয়ে উপনীত হওয়া, এই প্রণালীকে অন্বয়ী (Direct) প্রমাণ বলে। দর্শনবিৎ ফেরিয়ার ও স্পাইনোজা অনেক সময়ে প্রথমোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া দর্শনের তত্ত্ব সকল প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের জন্য আমরা কিন্তু শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। প্রমাণ বিষয়ক দর্শনের ইহা একটী প্রধান সূত্র যে উভয় পক্ষের যাহা স্বীকৃত কথা তাহা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। অনুভববাদী, মায়াবাদী, সন্দেহবাদী, পজিটিভিষ্ট, জড়াত্মবাদী (Natural Realist) এবং ব্রহ্মবাদী সকলেই একবাক্যে যাহা স্বীকার করেন, সেইখান হইতে আমরা আরম্ভ করিব। অনুভব, স্মৃতি, কল্পনা, ভাব ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ নাই তাহাই স্বীকার করিয়া জ্ঞান সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

আমাদের বয়স কত?

এ প্রশ্নটী শুনিতে আপাততঃ বড়ই সহজ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সহজ প্রশ্নের আলোচনায় অনেক মহাজনের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছে। আমরা জন্ম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কাল গণনা করিয়া আমাদের বয়সের পরিচয় দিই; কিন্তু যাঁহাদিগকে আমরা মহাজন বলিয়া মানি, তাঁহারা আর একরকম করিয়া বয়স গণনা করেন। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন, যে বালক না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের একজন সাধু স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র বলিতেন, যে লোকে বয়স গণনা করে ১, ২, ৩, ৪, তিনি বয়স গণনা করেন, ৪, ৩, ২, ১। ইঁহাদের কথা ঠিক্ না আমাদের কথা ঠিক্? ইঁহাদের কথা কি কেবল রূপক মাত্র না উহাতে কোন গভীর সত্য প্রচ্ছন্ন আছে?

উপাসনার সময় যদি মনকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া অভ্যন্তর আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে আত্মা যখনই বালকের ভাব ধারণ করে তখনই সরস উপাসনা হয়। যখনই দেখি আত্মায় বালকের মত সরলতা আসিয়াছে, বৃদ্ধের স্বাভাবিক কপটতা দূরে গিয়াছে, তখনই দেবপ্রকাশ উজ্জ্বল বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহা তর্কের কথা নহে, অভিজ্ঞতার কথা; সকল উপাসকই এই কথায় সায় দিবেন। উপাসনার সময় ব্যতীত অন্য সময়েও দেখিয়াছি, যে যখনই প্রাণ বালকের অনুকরণ করিয়াছে, তখনই হৃদয়ে গভীর শান্তি প্রবেশ করিয়াছে, আর যখন বিজ্ঞতার অভিমানে দৃপ্ত হইয়া বৃদ্ধের অনুসরণ করিয়াছে, তখনই চঞ্চলতা অনুতাপে গিয়া উপনীত হইয়াছে। যখনই আপনার হাতে জীবন রাখিয়াছি, তখনই জীবন "যা ইচ্ছা তাই" হইয়া গিয়াছে, যখনই উহাকে আপনার হাতের বাহির জানিয়া নির্ভর করিয়াছি, তখন উহা নিয়মিত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে। আপনার দিক্ হইতে দৃষ্টি তুলিয়া যখন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন দেখিতে পাই, যে বড় বড় পণ্ডিত যাহা করিতে পারেন নাই, সামান্য সামান্য লোক বালক প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল বলিয়া সেই সকল গুরুতর অলৌকিক ক্রিয়া অক্লেশে সাধন করিয়াছে। রোমের সমগ্র জ্ঞানিমণ্ডলী যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, সিরিয়ার মুষ্টিপ্রমেয় ইতর লোক তাহার অখণ্ডনীয় ও সুমধুর সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছে। জ্ঞানী জগতেও দেখিতে পাই সক্রেটিস গ্রীক দর্শন মন্থন করিয়া বলিলেন, "আমার মত মূর্খ গ্রীসে আর কেহই নাই", নিউটন জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আলোক বিজ্ঞানের মূল্যবান্ সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আমি এত দিন কেবল সমুদ্রতীরে প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি।"

সাধু মহাজনেরা যাহা বলেন, জগতের ইতিহাসে যাহার প্রমাণ দেখিতে পাই, কেন সেই বালকের জয় ও বৃদ্ধের পরাজয় ঘটিয়া থাকে? কেবল নির্ভরের জন্য। বালকের নির্ভর

আছে, বৃদ্ধের নির্ভর নাই। তাই বালক সেখানে জয়লাভ করে যেখানে বৃদ্ধ হারিয়া যায়। অধ্যাত্ম জগতের এই এক বিচিত্র নিয়ম। সেখানে যে আপনার উপর নির্ভর করে, সে মহা কৃতী ও অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী হইলেও সফল হইতে পারে না। যে আপনার উপর নির্ভর করে না, আপনি পারিবে কি না পারিবে একবারও ভাবিয়া দেখে না, প্রভুর আজ্ঞায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই কেবল সফলতা লাভ করে। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টী বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইবে। একজন মুসলমান সাধুর দুই জন শিষ্য ছিল, একজন তন্মধ্যে কিছু নির্ব্বোধ রকমের ও আর একজন বেশ বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যকুশল ছিল। সাধু কিন্তু নির্ব্বোধ শিষ্যেরই আদর করিতেন। অন্যান্য শিষ্যেরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি উভয় শিষ্যকে আহ্বান করিয়া প্রথমতঃ বুদ্ধিমান্ শিষ্যকে বলিলেন, তুমি এই উষ্ট্রকে এই সূচীর মধ্য দিয়া লইয়া যাও। শিষ্য শুনিয়াই বলিল তাহা আমি পারিব না, উষ্ট্রকে কি কখন সূচীর মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া যায়? মহর্ষি তখন নির্ব্বোধ শিষ্যকে ডাকিয়া উক্তরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র সে গুরু-আজ্ঞা পালন তাহার ক্ষমতাতিরিক্ত কিনা বিচার না করিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া উষ্ট্রকে উত্তোলন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সমবেত শিষ্যগণকে মহর্ষি দুই জনের ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ এই বুদ্ধিমান্ শিষ্য গুরু-আজ্ঞা অপেক্ষা আপন বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিল, আর এই নির্ব্বোধ শিষ্য গুরুর আদেশের সম্ভবতা অসম্ভবতা না দেখিয়া তাহা পালন করিতে উদ্যত হইল, কেননা তাহার ধারণা আছে যে গুরু যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই হইতে পারে।" বালক ও বৃদ্ধের মধ্যেও আমরা এইরূপ প্রভেদ দেখিতে পাই। বালকের পিতা মাতার উপর কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস ও কি চমৎকার নির্ভর! মা প্রহার করিতেছেন, বালক প্রহার খাইয়া কাঁদিতেছে বটে, কিন্তু মার নিকট হইতে দূরে যাইতেছে না—মার কোলের দিকে অগ্রসর হইতেছে—বৃদ্ধের ব্যবহার অন্যরূপ। অধ্যাত্ম জগতে যাঁহারা শৈশবত্ব পান নাই—তাঁহারাও বৃদ্ধের মতন ব্যবহার করেন। ঈশ্বরের নিকট হইতে যখন শুষ্কতা বা তিরস্কার আসিল, তখন তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। ঈশ্বরের করুণাই যে এক সময়ে আনন্দোচ্ছ্বাস ও আর এক সময়ে তীব্র আত্মগ্লানিরূপে অবতীর্ণ হয় একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান।

ধর্ম্মজগতে দুই প্রকার লোক চিরকালই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। এক প্রকার লোক আপনাদের উপর নির্ভর ছাড়িয়া সাধন করেন, আর এক প্রকার লোক কেবল আপনার চেষ্টার উপরই নির্ভর করিয়া সাধন করেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরা কার্য্যের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন না, তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত কি উপায়ে প্রাণকে সর্ব্বদা ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া রাখিবেন; আর এক শ্রেণীর লোকের কর্ম্মের কোলাহল, ও যাগ যজ্ঞের আড়ম্বর প্রচুর, কিন্তু প্রাণ ঈশ্বরের দিকে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে কি না সেদিকে তাঁহাদের তত দৃষ্টি নাই। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম শ্রেণীর লোকেরাই অধ্যাত্ম জগতে সফলতা লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা চেষ্টা করিল, যাগ যজ্ঞ করিল, ক্রিয়া কলাপের প্রাচুর্য্যে আপনাদের যশঃ সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ করিল, তাহারা প্রকৃত ধন পাইল না, আর যাহারা আপাততঃ দেখিতে চেষ্টা করিল না—কাজ কর্ম্ম করিল না তাহারা সিদ্ধ হইল, ইহা ধর্ম্ম-জগতের এক প্রহেলিকা। ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে আপাততঃ দেখিলে যে বসিয়া আছে বলিয়া বোধ হয় সে বাস্তবিক বসিয়া নাই, সে ভিতরে ভিতরে মহাশক্তির নিকটে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। আত্ম-নির্ভরশীল লোক আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া দেখে যে দুই দিন জীবন-রথ চলে আবার চলে না। আত্মনির্ভরত্যাগী আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর ত্যাগ করিয়া মহাশক্তির উপর বিশ্রাম করিয়া দেখে যে বিচিত্র উপায়ে বিচিত্র গতিতে দৈবী শক্তি তাহার জীবনরথ অনায়াসে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। ভক্তি ও কর্ম্মে চিরদিনই এইরূপ প্রভেদ চলিয়া আসিতেছে। ভক্ত বালকের চক্ষুতে একবার দেবতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর অমনি (জানিনা সে চাহনিতে কি আছে,) তাহার প্রাণ তাড়িতশক্তি ও জীবনে পরিপূর্ণ হয়।

বালকে ও বৃদ্ধে আর একটী মহা প্রভেদ এই, বালক ভবিষ্যৎ ভাবে না, বৃদ্ধ ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কোনও কাজ করেন না। বালক অধিকাংশ সময়ই ভাবদ্বারা পরিচালিত হয়, বালকের অবস্থা যতদিন থাকে ততদিন পরিণাম ও ফলাফল বড় একটা চিন্তা করিতে পারে না। তাহার জীবন কেবলই প্রত্যক্ষ দর্শনে (Perception) পরিপূর্ণ। বৃদ্ধের প্রাণে পরোক্ষ বা অনুমানসিদ্ধ (mediate or Inferential) জ্ঞানের ভাগই অধিক। সাত পাঁচ না ভাবিয়া অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া সে কখনও এক পদও অগ্রসর হইবে না। সেই জন্য জগতে হিতবাদ বা ফলাফলবাদের সৃষ্টি। মহাজনেরা কিন্তু অন্য প্রকার কথা বলেন। তাঁহারা পক্ষীর দৃষ্টান্ত, পদ্মের দৃষ্টান্ত দেখান আর নির্ভর করিবার উপদেশ দেন। বালক প্রাণ খুলিয়া নির্ভর করিতে পারে, মহাজনেরা তাই বালকের দৃষ্টান্ত দেখান। বালকেরা নির্ভর করিতে পারে কেন? ভবিষ্যৎ ভাবিতে পারে না ও পিতামাতার উপর বিশ্বাস আছে বলিয়া। যত তাহাদের বয়োবৃদ্ধি হয় এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে পরোক্ষ (Inferential) জ্ঞানের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, ততই তাহাদের নির্ভর ও বিশ্বাস কমিয়া যায়। ধর্ম্মজগতে ভক্তেরা তাই বলেন, "কল্যকার নিমিত্ত ভাবিও না, কল্য আপনার জন্য আপনি ভাবিবে আজিকার জন্য আজিকার দিনের ভাবনাই যথেষ্ট।" ক্রমওয়েল বলিয়াছেন, "যে পরমুহূর্ত্তে কোথায় যাইবে জানে না তাহার অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে আর কেহ যাইতে পারে নাই।" বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর সত্য আর কিছুই নাই। যে কেবল বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেরই বিষয় ভাবে, কি রূপে স্বর্গীয় পিতার মনোমত করিয়া বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত কাটাইবে এই চিন্তা করে, তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভাব ঈশ্বর স্বয়ং নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। বালকদিগের পক্ষে বর্ত্তমানই সর্ব্বস্ব। বিশ্বাস ও নির্ভর তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও অত্যন্ত। বৃদ্ধের সে নির্ভর

ও নির্ভর থাকে না বলিয়া ঈশ্বরের মুখ তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে। যে ভবিষ্যতের ভাবনায় অধীর সে বর্ত্তমানে স্বর্গীয় পিতার নৈকট্য ও বর্ত্তমানতা অনুভব করিতে পারে না।

বিশ্বাস ও নির্ভর দ্বারাই ঈশ্বর লাভ হয়, চেষ্টার দ্বারা, আপনার উপর নির্ভর দ্বারা হয় না কেন, তাহা ঈশ্বরের প্রকৃতিও কিরূপে ঈশ্বরকে জানা যায় আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায়। বিজ্ঞান দৃশ্যমান বিষয় সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং অনুমান দ্বারা ভাবী ঘটনা নির্ণয় করে। ঈশ্বর দৃশ্যমান বিষয় নহেন, নির্ণেয় ভাবী ঘটনা নহেন, সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সহিত যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় তাহা ঈশ্বর নির্ণয় সম্বন্ধে কোনও কাজেই লাগে না। ঈশ্বর সকল বিষয়ে, সকল বিষয় তাঁহাতে, তিনি সকলের মূলাধার ও আদি কারণ, তিনিই সৃষ্টির মধ্যে পরিলক্ষিত প্রহেলিকা রাজির অর্থ, তিনি চির-বর্ত্তমান ও স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া কে আবিষ্কার করিবে—তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া কে প্রকাশ করিবে? তিনিই দিবানিশি জীবকে অন্বেষণ করিতেছেন ও জীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, তিনিই দিবানিশি জীবের আত্মায় আপনি প্রকাশ পাইতেছেন। অনুমানসিদ্ধ (Inferential) জ্ঞানের এখানে বড় একটা আবশ্যক হয় না। ব্রহ্মে বিশ্বাসের ভিত্তির জন্য যতই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন হউক না কেন, ব্রহ্ম দর্শনে কেবল বিশ্বাস আবশ্যক। চারিদিকে, অন্তরে বাহিরে ব্রহ্ম, চাহিয়া দেখিলেই হইল। সুতরাং বালকে এখানে জয়লাভ করে, সরলতা, নির্ভর ও বিশ্বাস মাখান চাহনিতে সে চাহিয়া দেখে, সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক্ হয়, কুটিলতা স্বনির্ভর ও অবিশ্বাস কলুষিত চক্ষুতে বৃদ্ধ চাহিয়া দেখে, কিছুই দেখিতে না পাইয়া চিন্তামগ্ন হয়। ব্রহ্মদর্শনই মানব জীবনের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধিকার। এই ব্রহ্মদর্শন লাভের জন্য বালকের চক্ষুরই আবশ্যকতা, বৃদ্ধের জ্ঞানরঞ্জিত চক্ষু আবশ্যক নহে।

যে সকল কথা উপরে বলা হইল তাহার সহিত যদি আমাদের জীবন মিলাইয়া দেখি তবে যথার্থই লজ্জিত হই ও আপনাদিগকে শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। না আছে আমাদের জীবনে নির্ভর—না আছে তেমন বিশ্বাস। যতক্ষণ কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকি! কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততা যখনি চলিয়া যায়, তখনই মন ভবিষ্যতের অসার ও কল্পিত ভাবনায় ভরিয়া যায়। জীবনের গতি যদি সামান্যতম কারণে বিক্ষুব্ধ হয়, অমনি গণ্ডে হস্ত দিয়া ভাবিতে বসিয়া যাই। পুত্র কন্যা বা পরিবারের পীড়া হইলে আমাদের মন বিরক্ত হইয়া উঠে, নিত্য কর্ম্মের সাধনা ভঙ্গ হয়, ভাবনা সাগরে আমরা নিমগ্ন হইয়া যাই। প্রতিকূলতা আসিলেই আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভর অন্তর্হিত হইয়া যায়। সামান্য শোকে সাধারণ লোকের ন্যায় আমরা অস্থির এবং তুচ্ছ বিপৎপাতে আমরা সংসারের লোকদিগের ন্যায় চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হই। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি ও স্থূল দেহের বয়স বাড়িয়াছে, বলিতে চাই, বলিতে পারি, কিন্তু আত্মার বয়স বাড়িয়াছে এ কথা যেন আমরা মুখে উচ্চারণ না করি। আত্মার বয়সগণনা সম্মুখের দিকে নহে, পশ্চাৎ দিকে বা বিপরিত দিকে একথা আমাদের যেন স্মরণ থাকে। দিন দিন আমাদিগের অভিজ্ঞতা ফলাফল চিন্তাকুশলতা বুদ্ধির সঙ্গে যখন বালকের ন্যায় সরলতা, বিশ্বাস ও নির্ভর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন আমাদিগের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দয়াময় আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন আত্মার বয়স গণনা করিতে শিখি এবং প্রাণপণ করিয়া বালকের প্রকৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করি। বালকের মত নির্ভর ও বিশ্বাস মাখান চাহনিতে তাঁহার দিকে চাহিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

আমরা কার ছেলে?

আমাদের দেশে লোকের সঙ্গে আলাপ হইলে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিবার রীতি আছে। বাপ যদি সজ্জন, গুণবান্, দাতা ও মর্য্যাদারক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকেন, ছেলেকে তাঁহার অনুকরণ করিতে দেখিলে লোকে বলে "হবে না কেন, কেমন বাপের বেটা?" বাপের গুণ কিছু না কিছু যে ছেলেতে পাইয়া থাকে, একথা আমাদের দেশের লোকে খুব ভাল করিয়া জানে। আমাদের মধ্যে একটী উক্তিই চলিত আছে, "বাপ্‌কা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া, কুছ্ না হয়তো থোড়া থোড়া।" বাপের গুণাগুণ যে ছেলেতে পায় একথা এখন প্রবাদ ও লোকের বিশ্বাসের নির্ভর করে না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় পূর্ব্বপুরুষের গুণাগুণের উত্তরাধিকারী হওয়াকে Law of Heredity বলে। আমাদের 'পিতা কে' এই কথা জিজ্ঞাসা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের ভৌতিক দেহের জন্মদাতা এক এক জন বাপ আছেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না, আমাদের আত্মার কোন উচ্চতর পিতা আছেন কি না তাহারই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমাদের দুই প্রকার শরীর আছে, এক প্রকার মূর্ত্ত, যাহা সকলে দেখিতে পায়। এই মূর্ত্ত শরীরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মূর্ত্ত্য পিতা। কিন্তু আমাদের মূর্ত্ত শরীরের ভিতরে জ্ঞানরূপী যে অমূর্ত্ত শরীর আছে তাহার পিতা কে? কাহার ঔরসে এই জ্ঞানরূপী অমূর্ত্ত দেহের জন্ম হইয়াছে? কারণবাদ বলে যে লোকাতীত চৈতন্যই আমাদের মূর্ত্ত শরীরস্থ অমূর্ত্ত চৈতন্যরূপী "আমি"র কারণ ও জন্মদাতা। আমরা তবে সামান্য লোক নহি, দেবতার সন্তান। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সুতরাং সামান্য হইতে পারে না। দেবতার সন্তান হইয়া শয়তান ও অসুর প্রকৃতির প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করা কখনই সঙ্গত নহে। দেবতা জ্ঞানময়, মঙ্গল ও প্রেমের আকর ও পবিত্র; দেবতার সন্তান সুতরাং অজ্ঞান, অমঙ্গল, অপ্রেম ও অপবিত্রতা লইয়া থাকিতে পারেন না। দেবতা মঙ্গলেচ্ছাতে চালিত ও প্রেমে অভিভূত হইয়া সৃষ্টিকে অনন্ত উন্নতি পরম্পরার মধ্য দিয়া আপনার দিকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছেন, দেবতার সন্তানেরও সাধ্যমত সেই মহৎ কার্য্যের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। আমরা সংসারের সন্তান নহি, সুতরাং

সংসারের প্রিয় পদার্থ ধনমান ও প্রণয়াদি লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যাহারা ধন, মান বা ইন্দ্রিয় সুখ লাভ করাকেই নিজ জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার প্রকৃতি বিস্মৃত হয়, পিতার নাম ভুলিয়া যায়, বংশ মর্য্যাদা ও কুলগৌরবে জলাঞ্জলি দেয়। যাহারা আপন বংশে কলঙ্ক রোপণ করে, পিতৃ পিতামহের বংশ মর্য্যাদা ভুলিয়া যায়, লোকে তাহাদিগকে কুলাঙ্গার বলিয়া থাকে। আমরা কি? আমরা কি আমাদের বংশ মর্য্যাদা সকল সময়ে রক্ষা করিতে পারি? আমরা কি আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই এরূপ চিন্তায় কাটাইনা, যাহা আমাদের স্বর্গীয় পিতার চক্ষে নিন্দনীয় ও দূষিত বলিয়া বোধ হয়? প্রলোভনের সময় প্রায়ই কি আমাদের দেব প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য পাপের হস্তে প্রাণ মন সমর্পণ করি না? যে মহৎ লোকের ছেলে, তার মনও মহৎ হওয়া চাই। উন্নতমনাদিগের পুত্রের মন উন্নত হওয়া চাই, নহিলে পুত্র বলিয়া তাহারা লোকের কাছে কি বলিয়া পরিচয় দিবে? আমরা যদি দেবতার ছেলে বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে চাই, তাহা হইলে দেবতার লক্ষণ আমাদিগের প্রকৃতিতে দেখাইতে হইবে।

দেবতার লক্ষণ কি? দেবতা স্থির ও অচঞ্চল। দেবতা এখন এক রকম ইচ্ছা করিলেন, পরক্ষণেই আবার আর এক রকম ইচ্ছা করিলেন, এরূপ হয় না। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে জড় প্রকৃতির কার্য্য অখণ্ড্য নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্বভাবের নিয়ম (Laws of Nature) আর কিছুই নহে কেবল ইচ্ছাময়ের অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা। অপরিবর্ত্তনীয়তার উপরে কেবল জগতের অস্তিত্ব নহে, জ্ঞানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে। যদি আগামী কল্য সূর্য্য উঠিবে বলিয়া লোকের বিশ্বাস না থাকিত, যদি বর্ষাকালে বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্র সকল উর্ব্বরা করিবে বলিয়া লোকের প্রত্যয় না থাকিত, তাহা হইলে জগতে কি বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হইত! অনির্দ্দিষ্ট এক ভীষণ অদৃষ্টরূপী মহাকালের ত্রাসে তাহা হইলে নিখিল জগৎ ভীত ও বিকম্পিত হইয়া পরিশেষে প্রাণ হারাইত। সূর্য্য আলোক ও জীবন দান করিবে, বায়ু বহিবে, জল তৃষ্ণা নিবারণ করিবে, তরুলতা ফলপুষ্প বিতরণ করিবে, এই বিশ্বাস আছে বলিয়া নিখিল জগৎ আজিও জীবিত ও স্থায়ী রহিয়াছে। প্রকৃতির নিয়ম স্থির ও অখণ্ড্য না হইলে যে কেবল জীবন ধারণ অসম্ভব ও জগতে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত তাহা নহে, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের অস্তিত্বই অসম্ভব হইত। প্রকৃতির নিয়ম অখণ্ডনীয় বলিয়াই বৈজ্ঞানিক বিষয় সকল শ্রেণীবদ্ধ ও ঘটনা সকল নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। প্রকৃতির নিয়ম চঞ্চল হইলে বৈজ্ঞানিকজগতের একটী সামান্যতম সত্যও আবিষ্কার হইত না। আমরা যদি দেবসন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে চাই আমাদিগকেও প্রকৃতির ঈশ্বরের ন্যায় নিয়মিত জীবন দেখাইতে হইবে। আজি উপাসনা ভাল লাগিল, উপাসনা করিলাম, কাল ভাল লাগিল না ছাড়িয়া দিলাম, আজি ইচ্ছা হইল ব্যায়াম করিলাম, দশ দিন ইচ্ছা হইল না ব্যায়াম করিলাম না, আজি সমস্ত রাত্রি কাজ করিয়া দুই ঘণ্টা ঘুমাইলাম, কাল তাহার সুদশুদ্ধ পোষাইয়া দশ ঘণ্টা ঘুমাইলাম। এ সকল দেবসন্তানের পক্ষে শোভা পায় না। দশ দিন সাধন ভজন করিলাম, দুমাস সাধন ভজন ছাড়িয়া দিলাম, পাঁচ দিন খুব উপাসনা করিলাম আবার এক মাস আসলেই উপাসনা করিলাম না; এরূপ চঞ্চলতা ও ভাব বশ্যতা যেলা যতদিন আমাদের জীবনে থাকিবে, ততদিন আমরা কখনই দেবতার ছেলে বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না—আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য জীবন নিয়মিত করা—কঠোর নিয়মে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাকে বাঁধিয়া ফেলা। এ দূষিত ইচ্ছাকে আর বিশ্বাস নাই, ইহার উপর আর আমি জীবনকে রাখিব না। দেবতার স্পষ্ট আদেশ বলিয়া যে নিয়ম ও যে ব্রত বুঝিব তাহা চিরকালের জন্য গ্রহণ করিব। আজিও আমাদের এই পবিত্র সমাজ মধ্যে এমন সাধুলোক আছেন যাঁহারা যদিও স্থবির ও অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন তথাপি বালক কালে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতেছেন। নিষ্ঠা, নিয়ম ও নিত্য কর্ম্ম শৃঙ্খলাই ধর্ম্ম জীবনের প্রথম কথা, চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র এ বিষয়ে একমত। সকল ধর্ম্মই আপন আপন উপাসকদিগের জন্য কতকগুলি নিয়ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে নিয়ম পালন ভিন্ন উপাসক উচ্চতর জীবনের অধিকারী ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন না।

কিন্তু কেবল কতকগুলি নিয়ম পালন করিলেই দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ হয় না। জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা যখন বিদূরিত হয়, তখন নিয়ম পালন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে। ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা নিয়ম পালন আয়ত্ত হইয়া যায়, নিয়ম পালন করিতে আর কষ্ট বোধ হয় না, জীবন রথ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রূপ পন্থায় অক্লেশে চলিয়া যায়। কিন্তু এই নিয়মপালনে নিজের চেষ্টার ভাবটা প্রস্ফুট থাকে বলিয়া অহঙ্কার আসে ও জীবন শুকাইয়া যায়। কেবল নিয়ম পালনে যে অহঙ্কার ও শুষ্কতা আসে ইহার প্রমাণ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই পাওয়া যায়। এই নিয়ম পালনের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াই ইহুদিজাতীয় ফ্যারিসিরা মহর্ষি ঈশার স্বর্গীয় উপদেশাবলী গ্রহণ করিতে পারে নাই! এই নিয়ম ও আচার পালনের দর্পে দৃপ্ত হইয়াই আমাদের দেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যদেবের মধুর প্রেমাত্মক ধর্ম্মের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই। নিয়মপালনের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং প্রেম চাই। আমাদের দেবতা যে কেবল প্রকৃতির দেবতা এমন নহে। তিনি আমাদের পরম করুণাময় পিতা। তিনি যে কেবল অখণ্ড্য নিয়মাবলীর দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির শক্তি সকল নিয়মিত ও পরিচালিত করিতেছেন তাহা নহে, তিনি আবার আমাদের প্রেমময় পিতা হইয়া দিবানিশি আমাদিগকে অনন্ত উন্নতি অর্থাৎ আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের আত্মাকে লালন পালন করিতেছেন। মাতা যেমন কোমল সস্নেহ ভাবে সন্তানকে প্রতিপালন করেন, তদপেক্ষা কোটী গুণ অধিক কোমলতা ও স্নেহ সহকারে তিনি তাঁহার প্রিয় সন্তানকে লালন পালন

করিতেছেন। পাছে সন্তান একা থাকিলে আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠে বলিয়া তিনি প্রাণরূপে দিবানিশি প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। কেবল লালন পালন নহে, স্বর্গীয় পিতার মত এমন পরিণামবিৎ বহুদর্শী সুপণ্ডিত শিক্ষকও কেহ কখনও দেখে নাই। যেমন করিয়া আত্মাকে শিক্ষা দিতে হইবে সেইরূপে দিতেছেন। যখন ধর্ম্মবন্ধু আবশ্যক, অভাবনীয় উপায়ে তখন ধর্ম্মবন্ধু আনিয়া দিতেছেন, যখন শাস্ত্রের প্রয়োজন, বিচিত্র উপায়ে সে শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া শিক্ষা দিতেছেন। এই রূপে বিধান, মহাপুরুষ, শাস্ত্র, অসাধারণ ও ঘটনাদি নানাবিধ উপায়ে এই বিশ্বরূপ মহাবিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন আত্মাসকল স্বর্গীয় অধ্যাপকের দ্বারা সুশিক্ষিত হইতেছে শিক্ষাতেই পিতার ও রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন শেষ হয় না। যখন ছেলে লেখা পড়া শিখে, বস্তু বিচার করিয়া পরমপদার্থ কি বুঝিতে পারে, কৃতপাপের জন্য "অশ্রু সলিল ধৌত হৃদয়ে" অনুতাপ করে, তখন পরম পিতা আপনাকে দান করিয়া ফেলেন। পিতা পুত্রে মিলন হয়, স্বর্গীয় পিতা পুত্রের নিকট তখন চিরমিত্ররূপে ও নিত্যসঙ্গিরূপে অবতীর্ণ হন। যখন নিয়ম ও বৈধজীবন পালনের সঙ্গে প্রেমের যোগ হয় তখনই দেবতার সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য পূর্ণ হয়। পিতার প্রেম দেখিয়া যখন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া পিতৃচরণে আত্মসমর্পণ করে, তখন বিধি ও প্রেম Gospel and Love এর মধুর সামঞ্জস্য সম্পাদিত হয়। তখন সাধনা জনিত অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, এবং প্রাণ আপনাকে দীন হীন অকিঞ্চন জানিয়া প্রভুর চরণে সঙ্কুচিত ভাবে আত্মসমর্পণ করে। শুষ্কতা পলায়ন করে, নিত্যপ্রেমের সমীরণ বহিয়া হৃদয়ে নব নব ভাব বিকসিত করিতে থাকে।

কি উচ্চ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য! আর কি হীন আমাদের জীবন! আমাদের জীবনে ও দেবতার প্রকৃতিতে সাদৃশ্য দূরে থাকুক পদে পদে কেবল বৈষম্য দেখিতে পাই। পিতা পবিত্র আমরা অবশ্য ও কলঙ্কিত, পিতা প্রেমময় ও সহিষ্ণু আমরা কোপনস্বভাব, অসহিষ্ণু ও নির্দ্দয়, পিতা আনন্দময় অমৃতময় শান্ত, আমরা নিরানন্দ, মৃত্যু বা মরণশীল পদার্থের অনুগামী ও অশান্ত। কিরূপে আমরা ঈশ্বর সন্তান বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিব? দেবকুলে, দেবতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুর ভাব সকলের হস্তে আত্মবিক্রয় করিয়াছি! কিরূপে আমরা জনসমাজে মুখ দেখাইব? পাপের উত্তেজনা ও প্রলোভনের আকর্ষণে যখন হৃদয় আন্দোলিত হয়, তখন যদি বংশের গৌরব স্মরণ করিয়া সতর্ক হই, তাহা হইলে অনেক সময় পাপ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারি। ঈশ্বর করুন তাঁহার অনুকরণ করিবার স্পৃহা আমাদের প্রাণে প্রবল হইয়া উঠুক। তিনি আমাদের লজ্জা নিবারণ করুন, আমাদের জীবন দেখিয়া লোকে বলুক "ইহারা দেবতার পুত্র, অমৃতের অধিকারী"।

চিন্তাকণিকা।

(প্রাপ্ত)

সমবেত সাধন।

মেঘ সকল যখন খণ্ড খণ্ড হইয়া আকাশের সহস্র কোণে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে, তখন সে সকল হইতে আশানুরূপ হিতকর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে না। কিন্তু বায়ুসঞ্চালিত হইয়া, যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইতে থাকে, তখনই আভ্যন্তরীণ অদৃশ্য তাড়িতমালা পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহারা সমতা-প্রাপ্ত ও ঘনীভূত হয়, এবং ক্ষণমধ্যেই ঝটিকা বা বৃষ্টিধারারূপ জগতের অশেষ কল্যাণকর ক্রিয়ার আরম্ভ হয়।

আমরাও যতক্ষণ একটুমাত্র ধর্ম্মজ্যোতি লাভে আশু-সন্তুষ্ট হইয়া, বিচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিতি করি, ততক্ষণ উপযুক্তরূপ ফললাভ করিতে পারি না। কেবল অর্দ্ধমৃত ভাবে সংসারের বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকি। কিন্তু মুমুক্ষু সমযাত্রিকদের সম্মুখীন হইলেই, হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে; তখন আদান প্রদান আরম্ভ হয়; এবং সর্ব্বসম্মিলিত ধর্ম্মভাব ক্রিয়াশীল হইয়া, নিজের এবং মণ্ডলীর মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আমরা যেন বিস্মৃত না হই, যে সমবেত-সাধন অশেষ কল্যাণের আস্পদ, এবং ধর্ম্মরাজ্যের মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ।

আত্মানুসন্ধান।

নিদাঘ সূর্য্যের পূর্ণ প্রকাশে, আপাততঃ আকাশ কেমন নির্ম্মল ও দাগশূন্য বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু সায়ংকালে যখন সে কিরণমালা সুদূর পশ্চিমাকাশে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন সে স্থান কত প্রচ্ছন্ন-মেঘপূর্ণ দেখিতে পাই। এবং হয় ত, কত আত্মপ্রতারিত, অসতর্ক কর্ণধারকে আকস্মিক ঝটিকার প্রবল তাড়নায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়।

সাধুসমাগমের সুপ্রভাবে আমরা কত সময়ে এত নিশ্চিন্ত এবং আত্মানুসন্ধান-বিরত হইয়া পড়ি যে, নিজের অপকৃষ্টতার প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না। সুতরাং সে প্রভাবের অভাবে, অন্তর্নিহিত গুপ্ত বাসনার হস্তে আমাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। অতএব, বাহিরের সমুদয় অনুকূল অবস্থার মধ্যেও, যেন আমরা অন্তর্দৃষ্টিকে চিরজাগ্রৎ রাখিতে পারি।

অনুতাপ।

বাইবেল পাঠে জানা যায়, সংসার পাপপূর্ণ হইলে, চল্লিশ অহোরাত্রির অবিশ্রান্ত জলধারায়, সমুদয় পৃথিবী একবারে নিমগ্ন হইয়া গেল। কেবল ধর্ম্মাত্মা নোহ ও তাঁহার পরিজনবর্গ রক্ষা পাইলেন। আর সমুদয় নরনারীই সেই মহাপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে সেই দিগন্তব্যাপী জলরাশি অপসৃত হইল। পৃথিবী নূতন ভাব ধারণ করিল। এবং ঈশ্বরের অভয়-বাণী-স্বরূপ ইন্দ্রধনুর উদয় হইল।

ধর্ম্মরাজ্যে এই আখ্যায়িকার ভাব কি গভীর! অনুতাপের অবিরল অশ্রুধারায়, যতক্ষণ বিবেক ও তাহার সহচরগণ ব্যতীত, আর সমুদয় বাসনা বিনষ্ট না হয়, ততক্ষণ নবজীবনের সঞ্চার হয় না, এবং ঈশ্বরের অভয়-বাণীর শান্তিপূর্ণ ইন্দ্রধনু, মানবহৃদয় রঞ্জিত করে না। এই বাসনাবিনাশ ব্যতীত, নবজীবনলাভের প্রয়াস, মিসরের যুগান্তস্থায়ী বিকৃত শবে, প্রাণ সঞ্চারোদ্যমের ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র।

বিশ্বাস ও বাহ্যানুষ্ঠান।

মানবের মুক্তির জন্য মহানির্ব্বাণ প্রভৃতি অনেক তন্ত্র মন্ত্রের সৃষ্টি হইল। তৎপ্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিয়া,লোকে বহু কঠোর সাধনদ্বারা মুক্তিলাভ করিত। পরে গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। সাধন ভজনের ক্লেশবিনা, কেবল পতিতপাবনত্বে বিশ্বাস পূর্ব্বক অবগাহন করিলেই, লোকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইবে; ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র অবগত না হইয়াও, মহাপাতকী স্বর্গধামে চলিয়া যাইবে; সুতরাং ধর্ম্মের মহিমা খর্ব্ব হইয়া পড়িবে।—এই রূপে গৌরী মহাদেব সমক্ষে আক্ষেপ করিতেছিলেন।

শিব কোন উত্তর না দিয়া, দেবী সঙ্গে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। সে দিনের স্নানফল অশেষ। সুতরাং দেশ দেশান্তর হইতে বহুলোক সমাগত হইয়া,ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্তসমস্ত রহিয়াছে। শিব শবরূপে ভূতলশায়ী হইলেন; এবং দেবীকে বলিলেন, শবদাহনার্থ তুমি এই ধার্ম্মিকদিগের নিকট প্রার্থনা কর। কেহ অগ্রসর হইলে বলিও, নিষ্পাপ না হইয়া কেহ যেন আমার শব স্পর্শ না করে।

ভগবতী আকুলপ্রাণে রোদন আরম্ভ করিলেন। এবং সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, অঞ্চলাবৃত এই আমার স্বামীর শব। এ গঙ্গাতীর আমার বিদেশ; এখানে আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। আপনারা কৃপা করিয়া এই শবদাহন পূর্ব্বক আমাকে বিপদ্‌মুক্ত করুন। কিন্তু সমুদয়ই অরণ্যে রোদন হইল। সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানরত লোকগুলীর অধিকাংশই সে কাতর উক্তিতে কর্ণপাত করিল না; কতকগুলি বারেকমাত্র ফিরিয়া দেখিল; অতি অল্পই মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিল; যশাকাঙ্ক্ষী দুই চারিজন মাত্র অর্দ্ধহৃদয়ে কার্য্যতঃ অগ্রসর হইল। কিন্তু নিষ্পাপ না হইয়া কাহারও শবস্পর্শের অনুমতি নাই, এই সুযোগ পাইয়া, কপট দুঃখ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

তখন জনৈক মদ্যপায়ী উপস্থিত হইল। অনাথিনীর কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া, সে একাকীই শব শ্মশানস্থ করিতে উদ্যত হইলে, রমণী স্বামীর শেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু মদ্যপায়ী তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিল, সম্মুখে এই পতিতপাবনী গঙ্গায় অবগাহন পূর্ব্বক, আমি এখনই সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া সরল বিশ্বাসী যেমন জলমগ্ন হইল, অমনি শব ও রমণীও অন্তর্হিত হইলেন।

তখন মহাদেব বলিলেন, দেবি, তুমি প্রত্যক্ষ করিলে, মুক্তিমূল বিশ্বাস এত অনায়াসলভ্য হইলেও, এই অগণ্য অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে, একজন মাত্র তাহা গ্রহণে সক্ষম হইল। আর সকলে কেবল অশ্রেষ্ঠ বাহ্যাড়ম্বরে উন্মত্ত ও আত্ম-প্রতারিত রহিল। সুতরাং উপায়ের জটিলতা বা সরলতার উপর ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিন্দুমাত্রও নির্ভর করে না।

এই কল্পিত আখ্যায়িকার মধ্যে ধর্ম্মরাজ্যের অতি অমূল্য রত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যতক্ষণ অসন্দিগ্ধ, সরল, অনুরাগপূর্ণ, প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে আত্মা অনুপ্রাণিত না হয়, ততক্ষণ কোনও বাহ্যানুষ্ঠানেই নবজীবন প্রদান করিতে পারে না। বরং ইহাতে ধর্ম্মাভিমানকেই প্রশ্রয় দেয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তি-মার্গকে কত সুগম করিয়াছেন। পঞ্চতপের বা তীর্থ পর্য্যটনের প্রয়োজন নাই; বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; কেবল "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"—হৃদয়-কুটীরে এই মূলমন্ত্রের অকপট সাধনেই আমাদের মুক্তি ও স্বর্গ। কিন্তু কেমনই মোহ, আমরা এই স্বায়ত্ত উপায়ে বিমুখ হইয়া, অবোধ মৃগের ন্যায়, কেবল বাহ্যাড়ম্বরের দুর্গম কান্তার মধ্যেই,সেই মনোমোহনের অন্বেষণে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি!

প্রদেশীয় ব্রাহ্ম সমাজ।

বাগের হাট।

এই উৎসব উপলক্ষে বরিশাল হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু রাজকুমার ঘোষ এবং বাবু চণ্ডীচরণ গুহ মহাশয়গণ আগমন করিয়াছিলেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার। সন্ধ্যার পর উৎসবের জন্য উদ্বোধন হয়। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশ ও উপাসনা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার। প্রাতে উপাসনা। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। সমাজ গৃহ হইতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। সংকীর্ত্তনে স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বে ও পরে অত্রত্য সমাজের আচার্য্য বাবু হরিনাথ দাস এক একটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনের স্থানে স্থানে বেশ লোক জমাট হইয়াছিল। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাজারে যাওয়া হয়। সেখানে শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী উপস্থিত লোক মাত্রেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনেক সামান্য লোক তাহাতে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে বক্তার সঙ্গে সঙ্গে "হাঁ" ও "না" না বলিয়া থাকিতে পারে নাই।

১৯এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার উৎসবের দিন। প্রাতে উপাসনা; বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে বাবু হরিনাথ দাস উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে আলোচনা। বিবেক বাণী ও প্রার্থনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর উপাসনা। যে পর্য্যন্ত নামে আস্বাদ না জন্মে, সে পর্য্যন্ত উপাসনা সরস হয় না। উপাসনার সংবাদ বোধ হয় কাহারও কাছে নজরবন্দীর পরওয়ানা, কাহারও কাছে যেন পেটুকের পক্ষে সরস নিমন্ত্রণ। শেষোক্ত অবস্থায় উপস্থিত হইলে মানুষ কতক

পরিমাণে নিরাপদ হইতে পারে। নামসাধনই এই অবস্থা লাভের একটী সহজ ও সুন্দর উপায়।" সন্ধ্যার পর "রিপণহল" গৃহে বাবু মনোরঞ্জন গুহ ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে স্থানীয় অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মসাধন যে মনুষ্য জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং স্বাভাবিক—স্বাধীনতা-প্রণোদিত ধর্ম্মজ্ঞান এবং সত্য ধর্ম্মসাধন যে সকলের পক্ষেই সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

২১এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার উষা কীর্ত্তন। প্রাতে কয়েকটী ভ্রাতা

"ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম।
প্রেমানন্দে মেতে সবে কর নাম গান।।
চেয়ে দেখ বিশ্বজন ব্রহ্মানন্দে মাতিল,
পশু পক্ষী তরু লতা ব্রহ্ম নাম গাইল,
নর নারী সবে তবে, কোন প্রাণে ভুলে র'বে,
হৃদয় ভরিয়া বল জয় প্রাণারাম
সারা নিশি যাঁর কোলে নিরাপদে ছিলে,
যাঁহার কৃপায় পুন নয়ন মেলিলে,
আগে তাঁরে প্রণমিয়ে, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে,
আনন্দে বদনে বল জয় প্রাণারাম।"

এই গান করিতে করিতে নগরে বহির্গত হইয়া অনেক গৃহস্থের বাটী বাটী গমন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম নাম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অনেক ভদ্রলোক এই গান শ্রবণ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। রাত্রিতে প্রার্থনা ও উপাসনা হয়। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। বাবু মনোরঞ্জন গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন, "ব্রহ্মকৃপা" ও মনুষ্যের স্বাধীনতা" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপদেশের সারমর্ম্ম এইঃ—"ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন মনুষ্যের উন্নতি হয় না, এই জন্য অনেকে মনে করেন তবে আর মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে কই? ব্রহ্ম কৃপা ভিন্ন কিছু হয় না একথায় যদি মনুষ্যের স্বাধীনতার প্রতি ব্যাঘাত জন্মে, তবে আর পাপ পুণ্য থাকে না। দৈবই যদি সর্ব্বময় কর্ত্তা হয় তবে পুরুষকারের কি শক্তি থাকিল? পুরুষকারের শক্তি না থাকিলে পাপের জন্য দায়ী কে? এই চিন্তায় অনেকের মন অনেক অপসিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলেই ব্রহ্মকৃপা এবং মনুষ্যের স্বাধীনতা উভয়ের সামঞ্জস্য বুঝা যায়। আমার মনে হয় ব্রহ্মকৃপা যেন এক খানি ক্ষেয়ার তরী, নিরন্তরই নীরবে পারের ইচ্ছায় আসিতেছে ও যাইতেছে। মনুষ্যের স্বাধীনতা উদ্যোগ করিয়া তাহাতে উঠা, তরী না আসিলে আত্ম-চেষ্টায় প্রাণান্ত করিয়াও কেহ পার হইতে পারেনা, কিন্তু তরী আসিলেও উদ্যোগ করিয়া না উঠিলে পার হওয়া যায় না। পার ঘাটে বসিয়া যে নিদ্রা যায় সে পার হইতে পারে না। পারেচ্ছুকে সর্ব্বদা পারের প্রার্থনায় তরীর অপেক্ষায় থাকিতে হয়। পারেচ্ছু অন্ধ হইলে তীরে বসিয়া "আমি বসে আছি, আমি বসে আছি, আমায় পার কর" বলিয়া নিরন্তর প্রার্থনা করিতে হয়, তবেই মাঝি তরীতে ডাকিয়া লয়। এইরূপে ব্রহ্মকৃপা এবং মনুষ্যের প্রার্থনার যখন মিলন হয়, তখনই শুভযোগ উপস্থিত হয়। ইহার একের অভাবে কার্য্য সিদ্ধি হয় না কিন্তু ইহাদের পরস্পরে বিরোধ নাই।"

২০এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। প্রাতে স্থানীয় উকীল বাবু নবীনচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রবাস বাটীতে উপাসনা। বাবু মনোরঞ্জন গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। নামসাধন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উহার সার মর্ম্ম এইঃ—"নামসাধনই সহজ সাধন। নাম সাধন না করিলে নামের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। যে জানে না সে বুঝিতে পারে না—তরল ইক্ষুরস ও কঠিন মিছরি একই বস্তু, আকৃতি ও আস্বাদনের কত পরিবর্ত্তন, কিন্তু বাস্তবিক দ্রব্য একই; কেবল প্রক্রিয়াবিশেষে এত পরিবর্ত্তন। নামও ঠিক সেইরূপ। প্রথম অবস্থায় একটা নাম মাত্র। কিন্তু যতই সাধন করিবে, ততই ঘন হইবে—প্রাণে স্পর্শ করিবে, ক্রমে জমাট বাঁধিবে, তখনই আস্বাদে প্রাণ মুগ্ধ হইবে।"

২১এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার কয়েকটী ভ্রাতা নির্জ্জন সাধনের জন্য এই স্থান হইতে প্রায় চারি পাঁচ মাইল ব্যবধান খাঁ জাহান্ আলীর গোরস্থান ঠাকুর দিঘি ও ষাটগুম্বজ নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ষাটগুম্বজে উপাসনা ও সঙ্গীত হয়। সমস্ত দিন ফলাহারে যাপন করিয়া সন্ধ্যার সময় নগরে প্রত্যাগমন করা হয়।

২৩এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার। কয়েকটী বন্ধু নিকটবর্ত্তী কালদিয়া গ্রামে গমন করিয়া সেখানে কোন একটী ভদ্রলোকের বাটীতে সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। বৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা বশতঃ সেখানে আশানুরূপ কার্য্য হইতে পারে নাই।

বনগ্রাম।

সম্প্রতি যশোহর জেলার সব ডিঃ বনগ্রামে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত মহাশয় বিগত ১৭ই জুন তারিখে এখানে আগমন করেন ও ২৭এ জুন পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তদীয় অবস্থিতি কালে তিনি যে যে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। ১৭ই জুন শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষণ চন্দ্র দাস মহাশয়ের বনগ্রামস্থ বাসা বাটীতে উপাসনা ও আলোচনাদি হয়। ১৮ই জুন প্রাতঃকালে বনগ্রাম সঃ ডিঃ কোর্ট সব ইঃ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় উপাসনা করেন। ঐ দিবস রাত্রি কালে অত্রস্থ মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সন্ধ্যাহইতে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত হওয়াতে, আহূত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেউপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, সে দিবস বক্তৃতা না হইয়া কেবল আলোচনাদি হইয়াছিল। ১৯এ ও ২০এ জুন পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন বাবুর বাসায় প্রাতরুপাসনা ও সন্ধ্যার পর পুলিস্ গৃহের সম্মুখস্থিত তৃণ ক্ষেত্রে উপবেশনান্তর উপাসনা ও আলোচনাদি করা হইয়াছিল। ২১এ ও ২২এ জুন দুই দিবস বনগ্রামের বাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু প্রহ্লাদ চন্দ্র দালাল মহাশয়ের দোকান গৃহে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই বক্তৃতাস্থলে স্থানীয় ও বিদেশীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রচারক মহোদয়ের

হিতগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ২৩এ জুন সন্ধ্যার পর বনগ্রামের বাজারস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরি চরণ সিংহ মহাশয়ের ঔষধালয়ে উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হয়। তদনন্তর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ ও আচার্য্য মেম্বরাদি নির্ব্বাচন হয়। ২৪এ জুন অপরাহ্ন ৫ পাঁচ ঘটিকার সময়,অত্রস্থ প্রধান মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঘটনা বশতঃ তাহা না হওয়ায় সন্ধ্যার পর প্রস্তাবিত ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় ও প্রচারক মহাশয় স্বয়ং আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ২৫এ জুন বৈকালে শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর রায় উকিল মহাশয়ের বাসায় উপাসনা ও ২৬এ জুন বৈকালে ঐ স্থানে "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের পার্থক্য" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ঐ দিবস অপরাহ্নে হাটে ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। বর্ত্তমান নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্য্য, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোর্ট সব ইঃ মহোদয়ের বাসায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বনগ্রাম এপর্য্যন্ত ধর্ম্ম জীবনে নিতান্ত ক্ষীণ ছিল;কিন্তু প্রচারক মহাশয়ের আগমনের পর হইতেই স্বপক্ষেই হউক অথবা বিপক্ষেই হউক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ একটু আন্দোলন চলিতেছে—ইহাও মঙ্গলের বিষয়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রকৃত দৃষ্টি—বিষয়ী বলেন,বিশ্বাসী অন্ধ কেননা সে ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তু সকলের গুণাগুণ দেখিতে পায় না। বিশ্বাসী বলেন, বিষয়ী অন্ধ কেননা বিষয়াতীত অথচ বিষয়ের প্রাণ-ভূত যে সকল মূলবস্তু বিষয়ী তাহার গুণাগুণ দেখিতে পায় না। যোগী বলেন, আমি যোগ চক্ষু লাভ করিয়াছি, প্রত্যেক বস্তুতে যোগেশ্বরের নিদর্শন দেখিতেছি, বিশ্বাসী বলেন, সংসারের প্রতি আমার উজ্জ্বল দৃষ্টি, আমি সংসারের বস্তু সকলের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। বিশ্বাসী অর্থকে অনর্থের মূল জানিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন, বিষয়ী অর্থকে পরমার্থ বোধ করিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। বিষয়ী বলে, "বিশ্বাসী, তোমার কথা বড় উচ্চ, কবিতা ও ভাবোচ্ছ্বাসময়, কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব" বিশ্বাসী বলেন "তোমার কথা বড় নীচ, নীরস ও কবিতাবিহীন বিষয়-লালসার প্রকাশ মাত্র।" উভয়ে উভয়কেই অন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। কাহার কথা ঠিক্ বলিব? আমাদের মধ্যে উচ্চ আমি যে কথা বলে তাহা ঠিক্ না নীচ আমি যাহা বলায় তাহা ঠিক্? এই দ্বন্দ্ব যে কেবল ধর্ম্মরাজ্যে তাহা নহে—উচ্চতর সৌন্দর্য্য ও প্রেম যেখানে সেখানেই এই বিবাদ, এই কলহ। সাধক এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন। মাহেন্দ্র ক্ষণে, সত্ত্বাব সঞ্চার কালে যে চক্ষু খুইয়া তুমি জগৎ দেখ, সেই দৃষ্টিকেই প্রকৃত দৃষ্টি বলিবে, না যখন রিপুর কোলাহল ও প্রবৃত্তির উত্তেজনায় হৃদয় কলুষিত ও আচ্ছন্ন হয় তখন যে চক্ষুতে জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহাকে সত্য দৃষ্টি বলিবে? কবিতা পড়িয়া যে তাহার নিগূঢ় মর্ম্মোদ্ঘাটন করিল সেই যথার্থ কবিতা পড়িল, না যে কেবল কবিতার মিল ও ছন্দ দেখিয়া ক্ষান্ত হইল সেই প্রকৃতরূপে কবিতা পাঠ করিল? উচ্চ আমিকে যদি অবহেলা করিয়া নীচ আমিকে সমাদর কর, উচ্চভাব ও আকাঙ্ক্ষার আলোককে যদি আঁধার মনে করিয়া, নীচ ভাব ও কামনার অন্ধকারকে আলোক স্থির কর, তাহা হইলে তোমার মত তমসাবৃত লোক আর কোথায় দেখিতে পাইব? উচ্চ আমির ইঙ্গিত আত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষ্য। ভাগ্যবান্ পুরুষ সেই যে সেই ইঙ্গিতকে মস্তকে ধারণ করিয়া প্রাণপণে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

সংবাদ।

একটী উপহার—আমরা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত গানটী প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের পাঠকদিগকে তাহা উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

"এক দিন প্রাতে উপাসনার সময় মন বড় চঞ্চল, কোন রূপেই বসেনা, পরম মাতার প্রেমমুখ আর যেন দেখিতে পাই না; প্রাণটা বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল; শেষে বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলাম ও সেই অবস্থায় নিম্নলিখিত গানটী বাঁধিলাম।

(আর কারে ডাক্‌বো মাগো—এই সুর)

জান্‌লাম না মা, বুঝ্‌লাম না মা এ তোর্ খেলা কেমন ধারা,
থাক থাক, লুকাও কোথায়, করে আমায়, দিশে হারা।
আমি আঁচল-ধরা ছেলে, যেতে হয় কি একলা ফেলে,
মায়ের মুখ না দেখ্‌তে পেলে, ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা।
আমি যদি ধরি জোরে, ঠেল্‌তে কি পার মোরে,
ছেলের জোরে মায়ে হারে চিরদিন যে আছে ধরা।
যদি বল কিগুণ আছে, বাঁধা রবে যার কাছে,
আপনার প্রেমে আপনি বাঁধা ও আমার মা চমৎকারা।"

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়;—ইনি বনগাঁয় গিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। বাঘআঁচড়ায় গিয়া তিনি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতেছেন। তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট লিখিয়াছেন যে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়। অঘোর বাবু বাঘআঁচড়ায় গিয়া একটী বিশেষ উৎসব করেন। তাহাতে প্রাতঃকালে উপাসনা সংগীত, বালকবালিকা সম্মিলন ও তাঁহাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। তৎপরে ব্রাহ্মিকাসমাজে পাঠ উপদেশ ও সংগীত হয়। অপরাহ্নে আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়। ২১এ আষাঢ় শ্রীযুক্ত বাবু আদ্যনাথ মল্লিকের প্রথম পুত্রের জাত কর্ম্ম উপলক্ষে উপাসনা করেন। ২৮এ বাঘআঁচড়ার একটী পল্লী কুলবাড়িয়াতে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন উপলক্ষে উপাসনা করেন। প্রতি বুধবার এই সমাজের উপাসনা হইবে। তৎপরে তাঁহার যত্নে বাগআঁচড়ার আর

তিনটী পল্লী, শঙ্করপুর, বাগুড়িতে এক একটী নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সকল সমাজ এবং এই ভিন্ন ভিন্ন পল্লীস্থ ব্রাহ্মিকাসমাজ সকলে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হয় এবং উপদেশ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি তথায় একটী মাইনর ক্লাস স্কুল খুলিয়াছেন। এই স্কুলের সহিত একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। পরে স্বতন্ত্র করিবার ইচ্ছা আছে। একটী নৈশবিদ্যালয়ও শীঘ্র খুলিবেন। অঘোর বাবু যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন এ সময় যদি ব্রাহ্মগণ বিশেষ ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করেন, তবে বাঘআঁচড়ার বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন যে মাইনর ক্লাস স্কুলটী স্থাপিত হইয়াছে তাহার জন্য মাসিক অন্যূন ৪০ টাকা ব্যয় হইবে। বাঘআঁচড়া হইতে ছাত্রদিগের বেতন প্রভৃতিতে অনেক কষ্টে ১৫৲ টাকা আদায় হইতে পারে বাকী অন্ততঃ ২৫৲ টাকা মাসে মাসে সাহায্য করিতে হইবে। বাঘআঁচড়ার জন্য ব্রাহ্মদিগের বিশেষ কিছু করিবার আছে, এই কর্ত্তব্য সাধন না করিয়া ব্রাহ্মগণ নিতান্তই আপনাদিগের হীনতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। এখন যদি সকলে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলেও বাঘআঁচড়ার প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য ছিল তাহা কতক পরিমাণে করা হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাঁহারা বাঘআঁচড়ার জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা করেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মগণের সাহায্যের জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন, তাঁহারা এ সময় বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হউন। উপযুক্ত সাহায্যাভাবে এখন যদি বাঘআঁচড়ার স্কুলটী না চলে, তবে বড়ই ক্ষোভের কারণ হইবে। আমরা আশা করি সহৃদয় ব্রাহ্মগণ এই সুযোগে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে বিমুখ হইবেন না।

শ্রাদ্ধ—আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ হিতৈষী ব্রাহ্ম বাবু আশুতোষ বসু তাঁহার কার্য্যস্থল বক্সাতে ওলাউঠা রোগে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আশুবাবু দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার বিশেষ যত্নে সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। আশুবাবুর পরলোক গমনে ব্রাহ্মসমাজ অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। গত ২১এ শ্রাবণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনালয়ে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে কয়েকদিন তাঁহার গৃহে বিশেষভাবে উপাসনা হইয়াছিল এবং পরের দিনও তাঁহার ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। সেই দিন আশুবাবুর পরিবারস্থ অনেকেই বিশেষভাবে তাঁহার পরলোক গত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং সন্তানগণের শোক সন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন, এবং তাঁহাকে নিজ মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া সকল দুঃখ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া চির শান্তিতে রক্ষা করুন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কয়েকটী নূতন সংগীত রচিত হইয়াছিল তাহার একটী নিম্নে প্রকাশিত হইল।

জয় জয়ন্তী——চৌতাল।

সহসা চমকো কেন নর ?
কেন হও বিষাদে কাতর ?
দুঃখ শোক আসে যদি, তায়
কেন দোষ দেও বিধাতায় ?—
সুখের সুস্বপ্ন মায়াজালে
রহিবে কি ভুলি' নিরন্তর ?
জনম মরণ মাঝে হায়,
কতটুকু আছে বা অন্তর ?
সলিলে লিখিত রেখা প্রায়
কিম্বা লেখা যেন বালুকায়,—
তেমনি এ চপল জীবন,
বিলাসের কোথা অবসর ?
গরজিছে মরণ-সাগর
জীবনের উপকূল' পর
ধীরে সব ভেঙ্গে যায় তীর
শুধু অশ্রু প্রাণের দোসর !
অনন্ত মঙ্গল-পারাবার—
বহিছে এ বিশ্ব অনিবার ;—
ভাবনা ভয়ে নাহি অধিকার
বিশ্বাধারে করিলে নির্ভর !
সেতুবন্ধ ইহপরলোকে,
নিবারেন তিনি পাপ শোকে,—
দেশে কালে তাঁর মহিমালোকে,
উল্লসিত চির চরাচর !

নূতন পুস্তক।

"সুরাপান বা বিষপান," কলিকাতা আশাদলের জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক বিরচিত। বাঙ্গালাভাষায় এ পর্য্যন্ত পানদোষের বিরুদ্ধে যত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। গ্রন্থকার অনেক যত্নে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া সরল ভাষায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি বৃহৎ হইলেও ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ই অতি সুপাঠ্য হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই। আমরা আশা করি, প্রত্যেক দেশহিতৈষী বাঙ্গালী ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও সদভিপ্রায় সফল করিবেন।

"পঞ্চোপনিষৎ," অর্থাৎ রাজর্ষি রামমোহন রায় কৃত বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্যসমেত তলবকার, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষৎ, শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে বিষয় সন্নিবদ্ধ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অধিক কথা বলা বাহুল্য। কারণ, পাঠকগণের নিকট উহা নূতন নহে। কুঞ্জ বাবু ক্ষুদ্রাকারে উহা প্রকাশিত করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমরা আশা করি ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট ইহা উপযুক্ত-সমাদর প্রাপ্ত হইবে।

ভ্রম সংশোধন।

বিগত ১৬ই শ্রাবণের "তত্ত্বকৌমুদীর" "প্রাণস্বরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধে একটী গুরুতর মুদ্রাঙ্কণ দোষ ঘটিয়াছে। ৮৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের নিম্ন হইতে দ্বিতীয় পংক্তির উপরে এই পংক্তিটী বসিবে:—"তখনই বিলীন হইয়া গিয়াছে, এখন নূতনরূপ, স্পর্শ ও গন্ধ"।

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

মহকুমা কুষ্টীয়ার স্থানে স্থানে দান সংগৃহীত হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে; ঐ দাতৃগণের নাম ও প্রাপ্ত দানের পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

সেক্রেটরী কুষ্টীয়া ব্রাহ্ম সমাজ বিল্ডিং ফণ্ড।

শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১০০০৲
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী এম, আই, ও, সি, আই	কাশীমবাজার	৫০৲
জনৈক ব্রাহ্ম বন্ধু	কালকাতা	৲
,, রাজকুমার সরকার	দিঘাপতিয়া	৫৲
মিঃ জন, ফেয়ারলী	কুষ্টীয়া	২০৲
মিঃ ভারটেনীচ্	ঐ	৫৲
শ্রীযুক্ত চাঁদ প্রামাণিক	ঐ	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনচন্দ্র কুণ্ডু	কুমারখালা	২৫৲
,, ফটিকচন্দ্র মজুমদার	ঐ	২৫৲
,, দীননাথ, জনমেজয় কুণ্ডু	ঐ	২৫
,, হরিনাথ কুণ্ডু	ঐ	
,, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	ঐ	
,, নবদ্বীপচন্দ্র পাল	ঐ	
,, পূর্ণানন্দ সাহা	ঐ	৫৲
,, জানকীনাথ কর্ম্মকার	ঐ	২৲
,, দুর্গাচরণ সাহা	ঐ	১০৲
,, যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু	ঐ	৪৲
,, রজনীকান্ত লাহিড়ী	ঐ	
,, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	১৲
,, মহেন্দ্রনাথ মজুমদার	ঐ	
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	
,, আবদুল গণি	ঐ	
,, যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	
,, দ্বারকানাথ প্রামাণিক	পাবনা	
,, কেদারনাথ সরকার	ঐ	১৲
,, নিত্যানন্দ সরকার	ঐ	।০
,, শশধর বাগচী	ঐ	১৲
,, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী	ঐ	।।০
,, শশিভূষণ চৌধুরী	ঐ	১৲
,, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার	ঐ	১৲
,, যোগেন্দ্রনারায়ণ কবিরাজ	ঐ	১৲
,, তারকনাথ পণ্ডিত	ঐ	১৲
,, টি, এম, নিয়োগী	ঐ	২৲
,, হরচন্দ্র ভৌমিক	ঐ	২৲
,, গিরিশচন্দ্র রায়	ঐ	১০৲
,, প্রতাপচন্দ্র রায়	ঐ	৫৲
সবরেজিষ্ট্রার	ঐ	২৲
,, দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী	ঐ	১৲
,, কালীচরণ সেন	ঐ	২৲
,, এম, এন, লাহিড়ী	ঐ	১৲

(ক্রমশঃ)

সাহায্য প্রার্থনা।

প্রায় চারি বৎসর হইল মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রূপঠা গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে গৃহে উক্ত সমাজের উপাসনা হইয়া আসিতেছে তাহা অত্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় একখানি নূতন গৃহ প্রস্তুত করা বিশেষ আবশ্যক। এই গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ থাকায় নিকটবর্ত্তী পল্লী সকলে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক বিস্তারিত হইতেছে। এখানে একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম বাস করিয়া চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থে এখানে একটী ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকালয়েরও বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল কার্য্যের জন্য প্রায় ৭০০ শত টাকা আবশ্যক। এই টাকা সাধারণের বিশেষ আনুকূল্য ভিন্ন সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। প্রার্থনা এবং আশা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দীন সমাজের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন। যিনি যাহা দিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট অথবা গোবরডাঙ্গা পোষ্টাফিসের অন্তর্গত খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।

নিবেদক

শ্রীবরদানাথ হালদার।

পঞ্চোপনিষৎ।

অর্থাৎ তলবকার, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—এই পাঁচ খানি উপনিষৎ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন, আমি তাঁহার কৃত অনুবাদ ও ভাষ্য সহ ঐ পাঁচ খানি উপনিষৎ ক্ষুদ্রাকারে (পকেট এডিশন) মুদ্রিত করিয়াছি। ইহাতে উপনিষদের মূল সংস্কৃত শ্লোক কিছু বড় হরপে এবং সেই শ্লোকের নিম্নেই তাঁহার অনুবাদটী মাঝারি হরপে এবং স্থানে স্থানে তিনি যাহা ভাষ্য করিয়াছেন তাহা ক্ষুদ্র হরপে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশীত হইয়াছে। পুস্তক খানি ১৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য ।।০ আনা ডাকমাশুল ১০; অগ্রিম দেয়। যিনি আগষ্ট মাসের মধ্যে লইবেন অথবা মূল্য পাঠাইবেন তাঁহাকে ডাকমশুল সহ ।৶১০ অনায় দেওয়া যাইবে। ডাকের টিকিট ইত্যাদি আপন আপন সুবিধানুযায়ী নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে মূল্য প্রেরণ করিলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইতি

☞ আজপর্য্যন্ত যাঁহারা গ্রাহক হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট পুস্তক পাঠান হইয়াছে। কেহ কেহ ভ্যালু পেবলে পুস্তক পাঠাইতে লেখেন, ইহাতে তাঁহাদের বৃথা ৶০ আনা অতিরিক্ত খরচ পড়ে, মূল্যের টীকেট পাঠাইলেই পুস্তক পাঠান হয়।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীকুঞ্জ বিহারী সেন।
ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসের ম্যানেজার।

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮ই ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র শুক্রবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

তত্ত্বকৌমুদীর বিষয় বিন্যাসের পরিবর্ত্তন ;— এত দিন পূজার আয়োজন পত্রিকার প্রথমে দেওয়া হইত। তত্ত্বকৌমুদী প্রধানতঃ ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা, পূজার আয়োজন উহার প্রথমে দেওয়া কিছু অসঙ্গত নহে। মঙ্গলাচরণ করিয়া পুস্তকারম্ভ করা এ দেশে একটী অতি প্রাচীন রীতি। "ধর্ম্মতত্ত্বে" আজিও প্রার্থনার পর প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, প্রথমে প্রার্থনা বা পূজার আয়োজন থাকে অনেক পাঠকের এমন ইচ্ছা নহে। যাঁহারা পত্রিকার সমস্ত অংশ পাঠ করেন না, তাঁহারা পূজার আয়োজনের পূর্ব্বে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিতে চান। পূজার আয়োজন সকল অতি কোমল ও মূল্যবান্ পদার্থ, হৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব সকল পূজার আয়োজন আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পূজার আয়োজনের প্রতি কোন প্রকার অনাস্থা দেখিলে আমরা মর্ম্মপীড়িত হই। হৃদয়ে সর্ব্বদা পূজার ভাব থাকাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে পাই, অতি অল্প সময়েই প্রাণে পূজার ভাব থাকে। পূজার ভাব যখন মনে নাই, তখন পূজার আয়োজন ভাল লাগা সম্ভব নহে। পত্রিকার প্রথমে তাই অনেকে সাধারণ ভাবের বিষয় দেখিতে চান। সেই জন্য আমরা বিষয় বিন্যাসের পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এইবার অবধি প্রথমে সম্পাদকীয় মন্তব্য, তৎপরে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও তাহার পর পূজার আয়োজন থাকিবে। সম্পাদকীয় মন্তব্য যাহাতে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমরা সাধ্যমত যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। যাঁহারা পূজার আয়োজনের পক্ষপাতী, তাঁহাদেরও ক্ষুণ্ণ হইতে হইবে না। যথা স্থানে পবিত্র পূজার আয়োজনাদি প্রকাশিত হইবে। পূজকবৃন্দ যদি উক্ত আয়োজন সংগ্রহে আমাদের সহায়তা করেন, তাহা হইলে আশা করি, আমরা তাঁহাদের আরও অধিক উপকারে আসিতে পারিব।

আমরা মা চাই—নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সে কেবল জননীর অভাব। আমরাও যদি নেপোলিয়নের অনুকরণ করিয়া বলি, যে আমাদের সমাজে ধর্ম্মপরায়ণা জননীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। গত উৎসবের সময় ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের হীনাবস্থার বিষয় কতক আলোচিত হইয়াছিল। উক্ত আলোচনা দেখিয়া আমাদের আশা হইয়াছিল যে ক্রমে বোধ হয়, প্রকৃত কারণের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িবে। কিন্তু আমাদের সে আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মহিলাদের ধর্ম্মশিক্ষার সুবন্দোবস্ত না হয়, ততদিন আমাদের বালক বালিকা ভাল হইবে, এমন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কিছু দিন হইল চিকেগো নগরে যে কয়জন এনার্কিষ্টের (anarchist) প্রাণ দণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জীবনীপাঠে বেশ বুঝা যায় যে জননীর অভাবে বালক বালিকাদের কি দুর্দ্দশা ঘটে। 'সোয়াব আট বৎসর বয়সে মাতৃহীন ও বার বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। সতর বৎসর বয়সে তিনি নাস্তিক হন। স্পাইস চৌদ্দ বৎসরে নাস্তিক হন। পার্সনের বয়স যখন তিন বৎসর, তখন তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। ফেল্‌ডেনের দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়—তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি বড় একটা মনোযোগ দেন নাই। এঙ্গেল দশ বৎসরের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃহীন হন। ফিসর ও লিং উভয়েই অল্প বয়সে সোসিয়ালিষ্ট (Socialist) হন। ইঁহাদের শিক্ষার জন্য কেহই যত্ন করে নাই—জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সকলকেই বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সকলেই শেষে ঘোর নাস্তিক ও বিপ্লববাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আট বৎসর বয়সে ডারউইনের মার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বহস্তলিখিত জীবনীতে বলিয়া গিয়াছেন যে মা থাকিলে যে শিক্ষা হয়, তাঁহার সেই শিক্ষার অভাব ছিল বলিয়া বালককালে জানিয়া শুনিয়া তিনি অনেকবার মিথ্যা বলিয়াছিলেন। যাহাকে চলিত ভাষায় 'সহবত' বলে, অর্থাৎ গুরুজনের প্রতি সম্মান, সত্য কথন, সত্য ব্যবহার, সরলতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি অনেকগুলি অমূল্য গুণ মা যেমন সন্তানে সংক্রামিত করিতে পারেন, এমন অন্য কেহ পারে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। যদি আমরা ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের উন্নতি চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমে আমাদিগের গৃহ সংস্কৃত করিতে হইবে। ব্রাহ্ম ভাই, যদি তনয় তনয়ার হিত কামনা কর, তবে ব্রাহ্ম জননীর উন্নতির জন্য অগ্রে প্রাণপণ কর।

মহিলাদিগের ধর্ম্মভাব—ইণ্ডিয়ান খৃষ্টীয়ান হেরাল্ড বলেন যে, বঙ্গ খৃষ্টীয় মহিলা সমিতির সভ্যাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ও ভগ্নীভাব বৃদ্ধি পায় ও যাহাতে তাঁহারা আপনারাই উপাসনার কার্য্য করিতে সক্ষম হন। দীন দরিদ্রদিগের দৈন্য দূর করা বা স্বর্গীয় প্রভুর জন্য অন্য কোন প্রকার কার্য্যে তাঁহারা যাহাতে ব্যাপৃত থাকেন, সমিতির সেরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। মেসেঞ্জার এই কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, হেরাল্ডের প্রস্তাব সকল আমাদের বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যাদিগের গ্রহণ করা উচিত। আমরা সম্পূর্ণরূপে সহযোগীর এই কথায় অনুমোদন করি। আমাদের নিজের ধর্ম্মভাবের হীনতা স্মরণ করিয়া আমরা কুণ্ঠিত হই—তাহাতে যদি আমাদের জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যা প্রভৃতির ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের বড়ই লজ্জা উপস্থিত হয়। পুরুষদের মধ্যেই অত্যল্প কয়েকজন সামাজিক উপাসনা করিতে সমর্থ। আমাদিগের মহিলাগণের মধ্যে কাজে কাজেই উপাসনা করিতে পারেন, এরূপ মহিলা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। মহিলাদিগের ভিতরে এই ধর্ম্মভাবহীনতার কারণ তাঁহারা নহেন, আমরা। আমরা যদি আমাদের জীবনে কিছু পাইয়াছি দেখাইতে পারিতাম, আমাদিগের রমণীরা নিজেই তাহা আপনাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইতেন। আমাদের নিজের ধর্ম্ম-জীবন চঞ্চল, আমাদের ধর্ম্মভাব তাই আমরা মহিলাদিগের ভিতর স্থায়িভাবে সংক্রামিত করিতে পারি না। আমরাই আমাদের মহিলা ও বালক ও বালিকাদিগের ধর্ম্মভাবহীনতার জন্য দায়ী। এই অভাব মোচনের উপায় দুইটী, প্রথমতঃ আমাদের ধর্ম্মভাব দৃঢ় ভিত্তি ও অচঞ্চল ভূমির উপর সংস্থাপন করা; দ্বিতীয়তঃ আমাদের মহিলাদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হয় এমন চেষ্টা করা মহিলাদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব বিকসিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় সকল গ্রহণ করিতে হইবে। ১ম পারিবারিক উপাসনা; পারিবারিক উপাসনার অনেক গুণ; ইহাতে যাঁহারা উপাসনা করিতে জানে না তাহারা উপাসনা করিতে শিখে, এবং, যাহাদের উপাসনার প্রতি বিরাগ থাকে, তাহাদের উহার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়। যিনি ব্রাহ্ম তাঁহার মনে করা উচিত যে তিনি আপনি উপাসনাশীল হইবার জন্য যেমন দায়ী, তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য লোকের মধ্যে উপাসনাশীলতা প্রচার করিতে তিনি তেমনি বাধ্য। দুখানা চিঠি লিখিতে, ভাল করিয়া বেশ ভূষা করিতে অথবা ঘরকন্নার কাজ ভাল করিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই রমণীর কর্ত্তব্যতার শেষ হইল, ইহা যিনি মনে করেন তাঁহার মত ভ্রান্ত অতি অল্প লোক এ জগতে আছে। বাহিরের সভ্যতা, কার্য্যনিপুণতা ও সাহিত্য চর্চ্চা এবং লিপিকুশলতা থাকিলেই যথেষ্ট হয় না—সঙ্গে সঙ্গে গভীর ধর্ম্মভাব, বিনয় ও দায়িত্ব অনুভব থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পারিবারিক উপাসনা এই সকল ভাব আনয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু কেবল পারিবারিক উপাসনায় চলিবে না—পারিবারিক উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাগণ যদি নির্জ্জন উপাসনা সাধন না করেন, তাহা হইলে পারিবারিক উপাসনা মৌখিক ও মন্ত্রোচ্চারণবৎ নৈমিত্তিক অভ্যাসগত কার্য্য হইয়া পড়িবে। যেখানে পরিবারে নির্জ্জন উপাসনা নাই অথচ সজন উপাসনা আছে, সেখানেই শেষোক্ত উপাসনা নীরস, মৃত ও অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। উপাসনাশীল মহিলার তালিকা করিলে বড় যে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইবে, এমন বোধ হয় না। আমাদের বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্য ও অন্যান্য কয়েকটী পরিবারের মহিলাবর্গের এদিকে যে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়। আশা করি তাঁহাদের সেই দৃষ্টি দিন দিন অধিক দেশব্যাপী ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা স্ব স্ব নির্জ্জন উপাসনার উন্নতি সাধনে বিশেষ সচেষ্ট হউন। যতক্ষণ উপাসনা স্বামী, ভাই, কি অন্য কোন গুরুলোক বা বন্ধুর উপাসনার উপর নির্ভর করিবে, ততক্ষণ ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভই হইবে না। কথায় কথায় আমরা অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু বিষয়টী বড় গুরুতর,—আমাদের দুই এক কথা অতিরিক্ত বলা বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তির কারণ হইবে না। মহিলাগণ যতদিন না স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের ধর্ম্মোন্নতি করিতে পারিতেছেন ততদিন আর আমরা কোন মতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।

ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুভাব—আমাদের সমাজ যে সাধারণ হিন্দুদিগের নিকট অপ্রিয় তাহার অনেক কারণ। তন্মধ্যে প্রধান দুইটী, একটী উন্নতিশীলতা ও দ্বিতীয়টী জাতীয় ভাবের অসমাবেশ। হিন্দুসমাজ কেন, সকল সমাজেই রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে উন্নতিশীল অংশের চির শত্রুতা। হিন্দুসমাজের সহিত আমাদের এই বৈরতা বিশেষ ও পরিস্ফুট, তাহার প্রধান কারণ হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতার প্রাধান্য। পুনরুত্থানকারিদিগের রক্ষণশীলতা প্রচারের জন্য এই প্রতিযোগিতা দিন দিন তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে জন্য আমাদের ভীত বা সন্দিগ্ধ হইবার প্রয়োজন নাই। সত্যমেব জয়তে, এই মহাবাক্য ও অন্যান্য সমাজস্থ উন্নতিশীল সম্প্রদায় সমূহের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া আমরা অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। সত্য যাহা তাহা নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে। উন্নতিশীলতায় সত্য থাকে, সেই সত্য কালে অবশ্যই সকলের দ্বারা গৃহীত ও সমাদৃত হইবে; আর যদি উহাতে সত্য না থাকে তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও উহা রক্ষা পাইবে না। যদি কেহ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, অষ্টাদশ পুরাণ, চতুর্ব্বেদ ও কয়েক খানি সংহিতাতে ভারতের পুনরুত্থান হইবে, তিনি আপনার স্বপ্ন লইয়া থাকুন। তাঁহার স্বপ্ন কোনও কালে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটী অন্য প্রকার, আমাদিগের বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত যে আমাদের এসম্বন্ধে কোন ত্রুটি আছে কিনা—উন্নতিশীলতা ও জাতীয় ভাবের সঙ্গে যেখানে বিরোধ সেখানে সত্য যাহার দিকে তাহার পক্ষ গ্রহণ করাই নিশ্চয় কর্ত্তব্য, কিন্তু উন্নতি ও জাতীয়ভাবের মধ্যে যেখানে বিরোধ নাই সেখানে জাতীয়-

ভাবকে উপহাস করিয়া পদদলিত করা যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মেরও সম্প্রদায় নহে, খৃষ্টধর্ম্মেরও সম্প্রদায় নহে, কোন ধর্ম্মের সম্প্রদায় নহে—ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে আমরা বুঝি স্বাভাবিক বিবেক ও সত্যসঙ্গত বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। খৃষ্টীয় ও হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যে তাহার সমাবেশ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। খৃষ্টীয় ও হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্ট ভাব ব্রাহ্মধর্ম্মে যদি সন্নিবিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে সেই পরিমাণে আমাদের ধর্ম্ম অপূর্ণ থাকিবে। হিন্দুর জাতীয় প্রবৃত্তি ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে সন্ধি রাখিয়া যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে চরিতার্থতা লাভ না করে, তাহা হইলে উহা অবশ্যই ধর্ম্মান্তর অন্বেষণ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি সাধকদিগকে উৎকৃষ্ট ও উচ্চতর জ্ঞানসম্মত ধ্যান ও ভক্তি যোগের আদর্শ না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দু যিনি তিনি কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবেন না, ব্রাহ্ম যিনি তিনি কখনই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লইয়া চিরকাল থাকিতে পারিবেন না। উচ্চযোগ ও ধ্যানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখাইতে পারিতেছি না বলিয়া বিকৃত যোগ ও ধ্যানের লোভে লোক বিপথে চলিয়া যাইতেছে। জাতীয়ভাববিস্ফুরণের অভাবই এই শোচনীয় ঘটনার কারণ। উন্নতিশীলতার সঙ্গে জাতীয় ভাবের পূর্ণ বিকাশ ও জাতীয় শাস্ত্র চর্চ্চার আমরা কোনও বিসম্বাদিতা দেখিতে পাই না—উভয়ের সামঞ্জস্য সম্বলিত উন্নতির দিকে আমাদের দিন দিন অধিক দৃষ্টি পড়ে, ইহাই আমাদের বাসনা।

স্কটলণ্ডে ধর্ম্ম প্রচার—আমেরিকা হইতে একদল প্রচারক কিছুদিন হইল এডিনবরায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে এমন এক মহাভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল যে তাঁহাদের সঙ্গের অনেক গুলি ভদ্র লোক অন্য কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিবেন স্বীকার করিয়াছেন—স্থানে স্থানে সভা হইতেছে। আমাদের মধ্যে কবে সেইরূপ উচ্ছ্বাস হইবে? আমাদের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, আমাদের কৃষকের সংখ্যা অতি স্বল্প। কবে আমাদের সে শুভদিন হইবে, যে দলে দলে লোক গিয়া ঈশ্বরের সত্য ও প্রেম প্রচারকরত ক্লিষ্ট জীবের উদ্ধার সাধন করিবে? আমাদের সমাজের প্রচার এখন ক্ষুদ্র সরিৎরূপে বিরাজ করিতেছে—আমরা সেই দিনের জন্য আকুল ভাবে অপেক্ষা করিতেছি, যেদিন উক্ত সরিৎ প্রবল স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হইয়া জীবকে মুক্তিরাজ্যে লইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষীয় আবকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম—লণ্ডনে একটী নূতন সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, ভারতের আবকারীর বিরুদ্ধে মহা সংগ্রাম করাই তাহার উদ্দেশ্য। সভার একজন সভ্য ও ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীসভার একজন সভ্য আগামী শীতকালে এ দেশে আসিয়া সহকারী সভা সকল সংস্থাপন করিবেন। এই সভা সংস্থাপনের সংবাদ পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আবকারী সমিতিই (Excise Commission) হউক, আর ওয়েষ্টমেকট সাহেবই তদন্ত করুন, শাসনকর্ত্তৃগণ যে সব সময় ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কাজ করিবেন, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা আবকারী বিভাগ বা গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন শাসন-বিভাগের ভিতরের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, রাজপুরুষেরা মুখে যাহাই বলুন মনে মনে রাজস্বের দিকেই ষোল আনা টান। দুই একজন মহাত্মা মাঝে মাঝে এই সঙ্কীর্ণতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া দুই এক কথা বলেন, তাই ওয়েষ্টমেকট সাহেবকে কষ্ট পাইতে হয়—আবকারী সমিতির উৎপাত ঘটে। রাজস্বের দিক্ দিয়া ভিন্ন রাজপুরুষেরা অন্য দিক্ দিয়া কোন প্রশ্নের বিচার করিতে সহজে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আবকারীর ব্যবসা তুলিয়া দিবার আশা করা আর আকাশ কুসুমের প্রত্যাশা করা দুইই সমান। এরূপ স্থলে লণ্ডনে সংস্থাপিত নব সভা হইতে বিশেষ উপকার আশা করা যাইতে পারে। রাজপুরুষদিগকে যত দিন বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও ন্যায়ের দিকে না চালান যাইবে, ততদিন তাঁহারা উহাদের দিকে কোন মতেই যাইবেন না—আশীর্ব্বাদ করি, সভা দিন দিন পরিপুষ্ট হউক—ও সভার কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হউক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

রোগ ও প্রতিকার।

যাঁহারা মনে করেন, শিক্ষিত লোকেরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল আর না হইল, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাঁহাদিগকে আমরা ইউরোপের বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনির অবস্থা আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। নাস্তিকতা ও অজ্ঞেয়তাবাদিত্ব যে কেবল ঐ সকল দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে আবদ্ধ তাহা নহে, সাধারণ লোকদিগের মধ্যে উহার বহুল প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত লোক সকল সমাজেরই শীর্ষস্থানীয়, সুতরাং শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে রোগ প্রবেশ করিলে অচিরে তাহা অশিক্ষিতদিগের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইউরোপে উত্থিত নাস্তিকতার তরঙ্গ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানকার গ্র্যাজুয়েটদিগের মুখেও সেই জন্য আমরা মনের জড়ত্ব ও ঈশ্বরের অজ্ঞেয়ত্ব বই আর কিছুই শুনিতে পাই না। কতক লোক বলিতেছে, 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া কি বৃথা চীৎকার কর? ঈশ্বর আছেন ভালই কিন্তু ঈশ্বর থাকিলেই যে উপাসনা করিতে হইবে, কে বলিল? বড় বড় পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই জানা যায় না।' আবার কতক লোক বলিতেছে, 'সকল ধর্ম্মেই যখন অল্লাধিক পরিমাণে ভ্রম ও কুসংস্কার মিশ্রিত রহিয়াছে, তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মাথা বকাইবার আবশ্যকতা কি? সকল ধর্ম্মই যখন সমান, তখন ধর্ম্ম সংস্কারের আবশ্যকতা কোথায়? যাহার যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মই তাহার বজায় থাকুক, দেশের উন্নতি সাধনের জন্য সকলে অগ্রে সচেষ্ট হউন? এইরূপ ভাব লইয়া যে ধর্ম্ম কথা শুনিতে আসে, তাহার উপর ধর্ম্ম কথার ফল অতি যৎসামান্যই হওয়া সম্ভব। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। শিক্ষিত সম্প্রদায়দিগের মধ্যে সংস্কারের দিকে যে গতি কিছু দিন পূর্ব্বে, লক্ষিত হইয়াছিল,

আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রক্ষণশীলতার স্রোত এরূপ প্রবল বেগে বহিতেছে, যে উন্নতির কথা উত্থাপন করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সকলের বিশ্বাস হইয়াছিল, আবার সেই সকল প্রশ্ন নূতন করিয়া সমালোচনা করিতে হইতেছে। উন্নতি ও সংস্কারের কথায় সকলেরই অবহেলা, কেননা উন্নতি ও সংস্কারের সম্ভাবনাতেই বিশ্বাসের স্বল্পতা ঘটিয়াছে। এই মহারোগের নিদান অনুসন্ধান করিলে আমরা দুইটী কারণ দেখিতে পাই, একটী সাংসারিকতা আর একটী ক্রমবিকাশের মত। আধ্যাত্মিকতার স্রোত দিন দিন মন্দ হইয়া আসিতেছে। জীবন সংগ্রাম ক্রমশঃ এত তীব্র হইয়া উঠিতেছে, যে লোকের পক্ষে জীবন ধারণ করাই কঠিন হইয়াছে। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, অথচ দিন দিন আমরা কৃষির অবনতি চক্ষুর সমক্ষে দেখিয়া বিলাপ করিতেছি। আমাদের দেশের অর্থ বৈদেশিক রাজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিদেশে প্রেরিত হইতেছে আর আমরা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছি। আমাদের দেশীয় শিল্পাদি লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, বৈদেশিক অর্থ, অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতা আসিয়া আমাদের গৃহের অর্থ সকল বাহির করিয়া লইতেছে। সকল ব্যবসায়ের দ্বার প্রায় বদ্ধ। সকল ব্যবসায়েই বহুলোক সমাগম নিবন্ধন তীব্র প্রতিযোগিতা। লোকের জীবিকানির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়াছে। লোকে সুতরাং সকল চিন্তা ছাড়িয়া কেবল অর্থ চিন্তা ও অন্ন চিন্তায় ব্যস্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মের কথা, সংস্কারের কথা খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। এইত গেল লোকের কার্য্যের বিবরণ। লোকের চিন্তারও এখন ঐরূপ দশা, উহা কেবল ক্রমবিকাশেই আবদ্ধ। এই বিচিত্র জগৎ ক্রমে বিকাশ দ্বারা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এই এক কথাই এখন লোকের ধারণা। আপনা হইতেই যদি জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে একজন স্রষ্টা জগৎপতি স্বীকার করিব কেন? মস্তিষ্কের পরিমাণ অনুসারে যখন মনের কার্য্যকারিতার হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই, তখন মনে ও মস্তিষ্কে প্রাণের সম্বন্ধ কেন স্বীকার করিব না?—আর মনে ও মস্তিষ্কে প্রাণের সম্বন্ধ থাকিলেই, মস্তিষ্কাভাবে মনের বিলুপ্তি ও পরকাল সম্ভাবনার নিরোধ হইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ও আদিকারণের অস্তিত্ব স্বীকারের যদি প্রয়োজন নাই, দেহাবসানে যদি মনের অবসান স্বীকার করি, তবে আর ধর্ম্মের স্থান কোথায় রহিল? ধর্ম্ম সেই জন্য শিক্ষিত লোক ছাড়িয়া অশিক্ষিত ও রমণীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কষ্টে কালযাপন করিতেছে। যুক্তিহীন পুনরুক্তি দ্বারা এ রোগের প্রশমনের কোনই সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূলে যখন অবিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে, তখন কেবল স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দিলেই চলিবে না। যে কারণে যে যে মতের প্রাবল্য বশতঃ সেই অবিশ্বাস আসিয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা পূর্ব্বক সেই সেই মতের দোষ গুণ নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক। এই যে ক্রমবিকাশের মতের কথা আজি কাল সকল স্থানে শুনা যায়, সে ক্রমবিকাশ মত না একটী পরীক্ষিত ও সিদ্ধান্তীকৃত সত্য একথা অনেকে ভাবিয়া দেখেন না। ক্রমবিকাশ মত নির্ণীতসত্য হওয়া দূরে থাকুক, উহার বিরোধীমত অনেক পণ্ডিত প্রচার করিয়া থাকেন। সারমেয় রোগবিৎ ডাক্তার পাশ্চিয়রও এই বিরোধী মতের একজন পোষক। আপনাআপনি জীব জন্মায় একথা তিনি অস্বীকার করেন। প্রক্রিয়া দ্বারা পর্য্যন্ত তিনি আপন মত সমর্থ করিয়া থাকেন। আরও একটী কথা ভাবা উচিত, ক্রমবিকাশ মানিলেই যে সৃষ্টি অস্বীকার করিতে হইবে এমন কিছু বাধ্য-বাধকতা নাই। ক্রমবিকাশ স্বীকার করিলেও আদি জীব বা জড় কে সৃষ্টি করিল এ প্রশ্নের অথবা আদি জীব বা জড় হইতে আধুনিক জীব বা জড়ের কিরূপে ক্রমবিকাশ হইল, এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। যাঁহারা ভাববাদী তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে এস্থলে ভাবোচ্ছ্বাসে কোন ফল নাই। ক্রমবিকাশবাদীকে যতক্ষণ না বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যে ক্রমবিকাশ দ্বারা সৃষ্টির তাৎপর্য্য পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না ততক্ষণ সে ব্যক্তি কখনই নিরস্ত হইবে না। ক্রমবিকাশের বিরুদ্ধে ও সপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে তাহা আলোচনা করিয়া উহার সত্যাসত্য নির্ণয় করাই আমাদের এক প্রধানতম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ যে সাংসারিকতা ও জীবন সংগ্রামে প্রতিযোগিতার জন্য লোকের অন্ন সংস্থান দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে, যে অর্থ ও অন্ন চিন্তায় অন্য চিন্তা লোকের মনে স্থান পায় না, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় নিজ নিজ জীবনে নিঃস্বার্থ ধর্ম্মতৃষ্ণা ও লোক-হিতৈষণা প্রদর্শন। যদি আমরা দেখাইতে পারি যে আমরা জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, অন্ন ও অর্থ চিন্তা সত্বেও লোকহিতের এবং ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের জন্য জীবন দিতেছি তাহা হইলে অবশ্যই আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আমাদিগের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইব। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সকল প্রকার সংস্কারের যোগ চাই, যে লোকে না মনে করিতে পারে যে আমরা স্বর্গের কথা কহিতে গিয়া পৃথিবীর আবশ্যক কথা কহিতে ভুলিয়াছি। আমাদের পাঁচ জন লোক যদি নিঃস্বার্থ সার্ব্বভৌমিক জীবন দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম অনেক দূর প্রচার হইয়া পড়িবে।

আত্মার স্বাধীনতা।

প্রকৃতিরূপ যবনিকার অন্তরালে আত্মা বা আমি অবস্থিতি করিতেছি। যেখানে কার্য্যকারণ শৃঙ্খল, সেখানেই প্রকৃতি। আমি প্রাকৃতিক কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অতীত। বহির্জগতের ঘটনাবলী এবং আমার মানসিক অবস্থা নিচয় প্রাকৃতিক কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে চিরবদ্ধ। বহির্জগতের ঘটনাবলী আসে, যায়, থাকে না। মানসিক অবস্থা সকলও স্রোতস্বতীর তরঙ্গের ন্যায় উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমি সকল অবস্থার মধ্যে স্থায়ী। জড় জগতের অবস্থা সকল বা মানসিক অবস্থা সকল অসংখ্য, অগণ্য; আমি এক মাত্র। ঘটনা ও অবস্থা সকল চির পরিবর্ত্তনশীল; আমি অপরিবর্ত্তনীয়।

পাঁচ লক্ষ মানসিক অবস্থার মধ্যে আমি এক। সুতরাং আমি আমার মানসিক অবস্থা সকল হইতে ভিন্ন। আমি ঐ সকল অস্থায়ী অবস্থার পশ্চাতে চিরদিন স্থিতি করিতেছি। কিন্তু ঐ অবস্থা সকল যে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ, আমি তাহার অন্তর্গত না হইলেও একেবারে সম্বন্ধশূন্য নহি। মানসিক অবস্থা সকল আমার বাহিরে থাকিলেও ঐ সকলের সহিত আমার যোগ আছে; পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত রহিয়াছে। আমি ঐ সকলের উপর কার্য্য করিতেছি; ঐ সকলও আমার উপর কার্য্য করিতেছে। আমার নিকৃষ্ট প্রকৃতি আমি নহি। অথচ উহার সহিত আমার সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমি নিকৃষ্ট প্রকৃতিকে পরিচালন ও শাসন করিতেছি। আবার নিকৃষ্ট প্রকৃতিও আমার বা আত্মার উপরে কার্য্য করিতেছে। কখনও বা প্রকৃতির জয়, আমার পরাজয়; কখনও বা আমার জয়, প্রকৃতির পরাজয়। লোকে যাহাকে উচ্চতর প্রকৃতি (higher nature) বলে, উহাই প্রকৃত আমি (true self) * আত্মা প্রাকৃতিক কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অন্তর্গত নয় বলিয়া;—প্রকৃতির সহিত আত্মার যোগ অবশ্যম্ভাবী নহে বলিয়াই আত্মার স্বাধীনতা সম্ভব হইয়াছে। স্বাধীনতা আত্মার সম্পত্তি। ইচ্ছার স্বাধীনতা নহে, অন্য কোন মানসিক অবস্থার স্বাধীনতা নহে; স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে আত্মার বা আমার। উহা আমার শক্তি।

আত্মার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটি প্রবল আপত্তি আছে। আপত্তিটী এই;—একটী কার্য্য (action) হইল। উহার কারণ কি? ইচ্ছা (will)। ইচ্ছার কারণ কি? অভিসন্ধি (motive)। অভিসন্ধির কারণ কি? চরিত্র (disposition)। চরিত্র কোথা হইতে আসিল? পিতৃ মাতৃ চরিত্র এবং পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা; সংসর্গ,শিক্ষা প্রভৃতি হইতে। তবে স্বাধীনতা কোথায় রহিল? মানুষের প্রত্যেক কার্য্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ।

স্বাধীনতা কোথায় রহিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে স্বাধীনতা ইচ্ছাতে নাই, অভিসন্ধিতে নাই, চরিত্রে নাই, যে সকল গার্হস্থ্য বা সামাজিক অবস্থা চরিত্রের উপর কার্য্য করে তাহাতেও নাই। আরও পশ্চাতে দেখ, সকলের মূলে গিয়া অন্বেষণ কর; সেখানে পাইবে। স্বাধীনতা "আমাতে"; —মানসিক অবস্থা নিচয়ের (mental phenomina) অতীত আত্মাতে। অভিসন্ধি ও অন্যান্য অবস্থা সকল আত্মার উপরে কার্য্য করে সত্য, কিন্তু ঐ সকলের সহিত আত্মার অবশ্যম্ভাবী যোগ নাই। কেন না আত্মা বা আমি মানসিক অবস্থা নহি। আমি ঐ সকলের অতীত স্থানে স্থিতি করিতেছি। কোন নির্জ্জন স্থানে রাশীকৃত বহুসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা দেখিলাম। আমি উহা অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারি, কেহ জানিতে পারে না। এস্থলে আমার স্বার্থ-বুদ্ধি বলিতেছে, 'ঐ অর্থ গ্রহণ কর। গ্রহণ করিয়া আপনার দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধি কর।' কিন্তু আমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলিতেছে, 'ছি! ছি! এমন কার্য্য করিতে আছে? ঐ অর্থের যে ব্যক্তি প্রকৃত অধিকারী তাহাকে অন্বেষণ করিয়া তাহার হস্তে উহা দাও।' এস্থলে দুই বিপরীত ভাব, দুই বিপরীত প্রবৃত্তি আমার মনে প্রবল হইল। একটী বলিতেছে 'অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আপনার সুখ বৃদ্ধি কর,' আর একটী বলিতেছে অর্থের অধিকারীর হস্তে উহা সমর্পণ কর। এক দিকে স্বার্থসিদ্ধি, আর এক দিকে ধর্ম্মরক্ষা। যে প্রবৃত্তি প্রবল হইবে আমি সেইটীর অনুগত হইয়া কার্য্য করিব। যদি স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হয়, আমি ঐ অর্থ আত্মসাৎ করিব; আর যদি আমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল হয় তবে আমি অর্থের যথার্থ অধিকারীকে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে ঐ অর্থ দিব। কিন্তু যতক্ষণ এই দুই প্রবৃত্তির মধ্যে বিবাদ চলিবে ততক্ষণ আমার চিত্ত ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে থাকিবে, আমি কিছুই করিতে পারিব না। যে মুহূর্ত্তে ঐ দুই বিপরীত প্রবৃত্তির মধ্যে কোনটীর জয় হইবে, সেই মুহূর্ত্তে আমি সেই জয়ী প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কার্য্য করিব। হয় ঐ অর্থ আত্মসাৎ করিব, নতুবা উহার স্বত্বাধিকারীর হস্তে উহা সমর্পণ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বাধীনতা বিরোধী বলিবেন যে,এস্থলে স্বাধীনতা কোথায়? প্রবৃত্তি মানুষকে কার্য্য করাইতেছে, পরিচালিত করিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিরোধী প্রবৃত্তিদ্বয়ের বল সমান ততক্ষণ মানুষ কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু যখনই একটী প্রবৃত্তি আর একটী প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে, তখনই মানুষ তাহার অনুগত হইয়া কার্য্য করে। তবে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়?

স্বাধীনতাবিরোধী বলেন, চুম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। দুই খণ্ড চুম্বক প্রস্তর, এক খণ্ড লৌহকে আকর্ষণ করিতেছে। লৌহ কোন্‌টীর দিকে আকৃষ্ট হইবে? যদি দুই খানি চুম্বক প্রস্তরেরই আকর্ষণ শক্তি ঠিক্ সমান হয়, তাহা হইলে লৌহ খণ্ড কোনও দিকেই যাইবে না, আপনার স্থানে স্থির হইয়া থাকিবে। কিন্তু যদি ঐ চুম্বক প্রস্তরদ্বয়ের মধ্যে কোনও একটীর আকর্ষণ শক্তি অধিক হয়, তাহা হইলে সেই অধিকতর শক্তিবিশিষ্ট প্রস্তরের দিকেই লৌহের গতি হইবে, ইহা নিশ্চয় কথা।

মনুষ্যের মন সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুটী বিরোধী প্রবৃত্তির বল সমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু যখনই একটী প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে, তখনই মানুষ তাহার অনুগত হইয়া কার্য্য করে। মানুষ আপনার প্রবৃত্তির দাস, মানুষের স্বাধীনতা কোথায়?

উপরিউক্ত কথাগুলি আপাততঃ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই উহার অসারতা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। লৌহ,চুম্বকাকর্ষণের সম্পূর্ণ অধীন। বিভিন্ন চুম্বকের মধ্যে,যেখানি অধিকতর শক্তিবিশিষ্ট, সেইটীর দিকেই লৌহের গতি হইবে। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে লৌহ ও চুম্বকের যেরূপ সম্বন্ধ, মানুষও মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে সম্বন্ধ কি অবিকল সেইরূপ? লৌহ যেরূপ চুম্বকা-

* এই অংশটুকু যাঁহাদিগের অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইবে তাঁহারা ১২৯৪ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের তত্ত্বকৌমুদী পাঠ করিবেন।

কর্ষণের অধীন, মানুষ কি সেইরূপ তাহার বাসনা বা অভিসন্ধির অধীন? কখনই না।

মনুষ্য আপনার প্রবৃত্তি বা বাসনা বা অভিসন্ধিকে পরিচালিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। প্রত্যেক মনুষ্যই এইরূপ করিয়া থাকে। লৌহ কি চুম্বকের শক্তিকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে? আমার অন্তরে ক ও খ দুটী বিরোধী বাসনায় যুদ্ধ হইতেছে। কে জয়লাভ করিবে? স্বাধীনতা বিরোধী বলিবেন যে, তুলাদণ্ডের বাটখারায় যেরূপ কার্য্য হয়, এ স্থলেও সেইরূপ হইবে। যে বাটখারাটী অধিক ভারী, সেইটী নিশ্চয়ই নীচে নামিয়া যাইবে, এবং লঘুতর বাটখারা নিশ্চয়ই উর্দ্ধগত হইবে। বিরোধী বাসনাদ্বয়ের কার্য্যও অবিকল সেইরূপ হইয়া থাকে। যেটীর বল বা গুরুত্ব অধিক হয় তদনুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, বাটখারার বল বা গুরুত্ব পরিবর্ত্তনশীল নহে। কিন্তু মানুষের বাসনা বা অভিসন্ধির বল বা গুরুত্ব কি প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয় না? যে প্রবৃত্তি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল, তাহা কি পর মুহূর্ত্তে প্রবল হইয়া উঠে না? সকলেই জানেন, মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

স্বাধীনতা বিরোধী বলিতেছেন যে দুটী বিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে মনুষ্য প্রবলতর প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করে। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ প্রবৃত্তিকে প্রবলতর করে কে? কে উহার বল বর্দ্ধিত করিয়া দেয়? দুই বিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে বিবাদ হইতেছিল। তন্মধ্যে একটী প্রবল হইয়া জয়লাভ করিল। কে উহাকে প্রবলতর করিয়া দিল? কে উহাকে জয় দান করিল?

এ স্থলে কর্ত্তা কে? প্রবৃত্তি কর্ত্তা না আমি কর্ত্তা? প্রবৃত্তি প্রবল বলিয়া আমি কার্য্য করিলাম, অথবা আমি ঐরূপে কার্য্য করিলাম বলিয়া ঐ বিশেষ প্রবৃত্তিকে প্রবল বলিতেছ? বাসনা বা অভিসন্ধির কি ব্যক্তিত্ব আছে? আমাদের মনের বাসনা বা অভিসন্ধি সকল কি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ইচ্ছা বিশিষ্ট ব্যক্তি? ইহা তো হাস্যের কথা। ঐ সকল বাসনা বা অভিসন্ধি মনের অংশ মাত্র। আমি কি ভাবে কি প্রণালীতে কার্য্য করিব, তাহা পূর্ব্ব হইতেই আদ্যোপান্ত একপ্রকার স্থির করিয়া লইতে পারি। মানুষ নিজের মতলব নিজে ঠিক্ করিয়া কার্য্য করিতেছে। ইহাতে স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। আমরা সকলেই জানি যে, আমরা আমাদের প্রবৃত্তি বা বাসনা বা অভিসন্ধি, যাহাই কেন বলনা, অর্থাৎ মানসিক অবস্থা সকলকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। বাহ্য ও আন্তরিক অবস্থা সকল আমাদিগের উপর কার্য্য করে, ইহা নিশ্চয় সত্য। কিন্তু আবার ইহাও নিশ্চয় সত্য যে, আমাদের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে, যাহা ঐ সকল অবস্থার উপরে কার্য্য করে। অবস্থা সকল যখন আমাকে বাধা দেয়, তখন আমিও তাহাদিগকে বাধা দিতে পারি এবং দিয়া থাকি। সুনিপুণ সারথী যেমন দুষ্ট অশ্বকে পরিচালিত ও সুশাসিত করে, সেইরূপ আমি আমার প্রবৃত্তি সকলকে পরিচালিত ও সুশাসিত করিতে পারি। ন. চ. ক্রমশঃ

আধ্যাত্মিক নৈকট্য

আমরা সাধারণতঃ যেভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি তাহাতে "নৈকট্য" বলিলে স্থান সম্বন্ধে নৈকট্যের কথাই আমাদের মনে উদয় হয়। দুই বস্তু বা দুই ব্যক্তির মধ্যে স্থানের ব্যবধান যত অল্প থাকে, তাহাদিগকে আমরা সেই পরিমাণে পরস্পরের নিকট বলিয়া মনে করি এবং ভাষাতেও সেই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু "নিকট" শব্দের আর একটা গভীরতর অর্থ আছে। জড়জগৎ সম্বন্ধীয় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য আমরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, সেই সকল শব্দই অনেক সময় আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের জন্য রূপকার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাষার প্রথম উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আদিম অবস্থায় মানুষের চিন্তা ও অভাবাদি জড়জগতেই নিবদ্ধ ছিল। বাহ্যজগতের পদার্থ সমূহ, শারীরিক অবস্থা এবং শারীরিক ক্রিয়াদিই তখনকার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। সুতরাং আদিম অবস্থার ভাষা কেবল ঐ সমুদায়ের নামকরণেই ব্যস্ত ছিল। পরে ক্রমে যখন মনোজগতের দিকে মনুষ্যের দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, এবং মনোজগতের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার আবশ্যকতা অনুভূত হইতে লাগিল, তখন জড়জগৎসম্বন্ধীয় ভাব প্রকাশের জন্য যে সকল কথা ব্যবহৃত হইত, তাহারই মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জক ভাষার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। আমরা অনেক সময় 'প্রাণ শীতল', 'হৃদয় আঁধার', প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকি এবং ঐ সকল স্থলে উক্ত বাক্যের অর্থের সহিত জড়জগতের যে কোনও সম্বন্ধ নাই তাহাও জানি। কিন্তু "শীতল", "হৃদয়" এবং "আঁধার" শব্দের মৌলিক ভাব কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। "স্নেহ" শব্দের অর্থ যাহা স্নিগ্ধ করে। এই জন্য তৈলবৎ পদার্থকে স্নেহপদার্থ বলিয়া থাকে। কিন্তু "স্নেহ" বলিতে মানসিক ভাবও বুঝায় এবং সেই অর্থেই ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে আমরা মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের জন্য যে সকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই জড় জগৎ সম্বন্ধীয় ভাষা হইতে গৃহীত।*

যে সকল জড়ভাবব্যঞ্জক শব্দ আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে "নিকট" এই কথাটী আমরা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। "নিকট" বলিলে সাধারণতঃ স্থান সম্বন্ধে নিকটই বুঝায়। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ তাহা নহে। নিকট আত্মীয় বলিলে যিনি স্থানে আমার

* পূজার আয়োজন সূত্রে আমরা মধ্যে মধ্যে যে সকল রূপক ব্যবহার করিয়া থাকি তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, উহা নিতান্ত জড়ভাবব্যঞ্জক (Full of materialistic images) কিন্তু তাঁহাদের প্রথমতঃ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে জড় জগৎ সম্বন্ধীয় ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক বা মানসিক ভাব প্রকাশ করা সম্ভব কি, না। দ্বিতীয়তঃ রূপক বা কবিত্বের ভাষা ব্যতীত হৃদয়ের গভীর প্রেম ও ভক্তিভাব ব্যক্ত করা যায় কি, না। যেখানে ভাবের গভীরতা আছে সেখানে উপমা রূপকাদি কবিত্বের ভাষা অপরিহার্য্য, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

নিকটে আছেন সেরূপ আত্মীয়কে না বুঝাইয়া, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। আবার আমি এখন যাঁহার কাছে বসিয়া লিখিতেছি যদি তাঁহার বিষয় চিন্তা না করিয়া আমি দূরস্থ কোনও বন্ধুর বিষয় একান্তমনে ভাবিতে থাকি, তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্থানে আমার নিকটস্থ থাকিয়াও আমার মন হইতে দূরে রহিয়াছেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি স্থানে দূরস্থ হইয়াও আমার মনের নিকটে রহিয়াছেন এরূপ বলা যাইতে পারে। যাঁহাকে আমি ভালবাসি না তিনি আমার হৃদয় হইতে দূরে, আর যাঁহাকে আমি ভালবাসি তিনি আমার হৃদয়ের নিকটে। এই যে ভালবাসার গাঢ়তা ও সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতাবোধ যাহাতে সমস্ত হৃদয়মন একেবারে অধিকার করিয়া ফেলে ইহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক নৈকট্য। ইহা ভিন্ন আধ্যাত্মিক নৈকট্যের আর কোনও অর্থ নাই।

পরমেশ্বর ত দেশে কালে সকলের নিকটেই রহিয়াছেন। পাপী সাধু, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে তিনি বর্ত্তমান আছেন। তবে কেন সকলে বলিতে পারে না "পরমেশ্বর আমার নিকটে?" তবে কেন তাঁহার উপাসকগণকে মধ্যে মধ্যে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনা যায়, "আমি ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়াছি?" ইহার একমাত্র কারণ এই যে সকলের তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগ নাই, তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ তাহা সকলে উপলব্ধি করিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা তাঁহার উপাসক ও সাধক তাঁহাদেরও বিশ্বাস ও অনুরাগ মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ হইয়া যায়; তাঁহাদের হৃদয়স্থ দেবভাব দুর্ব্বল ও পশুভাব সবল হইয়া উঠে,ভাল অবস্থায় যেমন ঈশ্বরচিন্তা তাঁহাদের প্রাণকে অধিকার করিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে এমন অবস্থা আসে যখন সেরূপ থাকে না। ইহারই নাম পরমেশ্বর হইতে দূরে যাওয়া। এ অবস্থায় স্থান সম্বন্ধে পরমেশ্বরের নিকটে থাকিয়াও আমরা বলিতে পারি যে আমরা তাঁহা হইতে দূরে পড়িয়াছি।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, অর্থাৎ প্রাণস্বরূপের গূঢ় তত্ত্ব আমরা যত গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব, আমাদের হৃদয়নিহিত দেবভাব সকল তাঁহার সংস্পর্শে যতই উজ্জ্বলতর হইতে থাকিবে, ততই আমরা আধ্যাত্মিকভাবে তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারিব। নতুবা কেবল দেশে কালে পরমেশ্বর আমাদের নিকট আছেন এই ভাবের উজ্জ্বলতাকে আধ্যাত্মিক নৈকট্য বলা যায় না।

এই আধ্যাত্মিক নৈকট্যের ভাব একদিনে লাভ করা যায় না। ইহা উন্নতিশীল; পরমেশ্বর যেমন অনন্তস্বরূপ, তাঁহার সহিত নৈকট্যের ভাবের গভীরতাও সেইরূপ অনন্ত। ইহার পূর্ণভাব উপলব্ধি করা অনন্তকালসাপেক্ষ। কিন্তু ইহজীবনেই ইহার আভাস পাওয়া যায়। যিনি পরমেশ্বরের সহিত এই আধ্যাত্মিক নৈকট্য সংস্থাপনে যত্নবান্ তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম।

আমরা লোকের নিকট পরিচয় দিতে হইলে আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মজীবনের প্রকৃত লক্ষণ আমাদের কয়জনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? আমাদের মধ্যে কয়জন পরমেশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক নৈকট্য সংস্থাপনের জন্য ব্যগ্র? নিয়ম রক্ষার মত প্রত্যহ কতকগুলি উপাসনা বা প্রার্থনার শব্দ উচ্চারণ করিলেই এবং সমাজসংস্কার কার্য্যে উৎসাহ দেখাইলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। নিত্য নিষ্ঠার সহিত পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণরূপে হৃদয়ে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতরভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য, তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করিয়া প্রাণের অবিভক্ত অনুরাগ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিবার জন্য অচঞ্চল ভাবে চেষ্টা করা চাই। পরমেশ্বরের সহিত আত্মার নৈকট্য সাধনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত। আমাদের মধ্যে যে এরূপ লোক নাই তাহা নহে, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। সাধারণ ব্রাহ্ম জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে ইহাই ধারণা হয় যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। মোটামুটি সচ্চরিত্র ও সংকল্পশীল হওয়া এবং নিত্য এক আধবার চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বর চিন্তা করা—ইহা হইলেই আমরা যথেষ্ট মনে করি। ঈশ্বরকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, তাঁহার শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আগ্রহ অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মানব জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া বাহ্যাড়ম্বর লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি। কোথায় ঈশ্বর আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও সংসার উপলক্ষ্য মাত্র হইবে, তাহা না হইয়া সংসার আমাদের লক্ষ্য ও ঈশ্বর উপলক্ষ্য মাত্র হইয়াছেন। কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে যতদিন আমরা অন্য লক্ষ্য ভুলিয়া ঈশ্বরের নিকটস্থ হইবার জন্য লালায়িত না হইব, ততদিন আমরা প্রকৃত ব্রাহ্ম জীবন লাভ করিতে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না।

উপাসনা ভাল লাগে না কেন?

নাড়ীর গতি দেখিয়া যেমন দেহের স্বাস্থ্য নির্ণয় করা হয়, উপাসনার গতিক দেখিয়া তেমনই আত্মার অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। নাড়ীর স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে রোগ আসিয়াছে, উপাসনার প্রতি অনাস্থা দেখিলেও আমরা তেমনই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এই ব্যক্তির ভিতরে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে। উপাসনার প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের বিশেষ আস্থা আছে, একথা বলিতে বোধ হয় কেহই সাহস করিবেন না। যাঁহারা উপাসনাশীল বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই নিয়মিত রূপে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করেন একথা যদি বলিতে পারিতাম,তাহা হইলে কি আনন্দেরই বিষয় হইত! আমরা যতদূর জানি তাহাতে আমাদের এই ধারণা যে অত্যল্প সংখ্যক লোকই পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রার্থনা, সঙ্গীত, ধর্ম্মপুস্তকপাঠ ও সাধুসঙ্গাদি হয়ত তাঁহারা সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু আরাধনা সাধকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে বিরল। দিনের মধ্যে কোন না কোন আকারে ঈশ্বরকে স্মরণ করাই এখন অনেক ব্রাহ্মের আদর্শ

ইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ উপাসনা হইলে অনেক স্থলে উপাসকবৃন্দ আচার্য্যের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন, আচার্য্যেরাও গতিক দেখিয়া শুনিয়া উপাসনার সময় হ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। লম্ফ ঝম্ফ ও নৃত্য খুব আছে, কিন্তু আগে যেমন লোককে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত উপাসনা সাধন করিতে দেখিতাম, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাই না। স্বর্গীয় অঘোর নাথের মত ধ্যানশীল সাধক আমাদের মধ্যে কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। "ধ্যান করিলেই কি ধর্ম্ম হইল?" "ধ্যানে যদি অধিক সময় দাও, তাহা হইলে কাজের সময় কমিয়া যাইবে" এরূপ কথা অনেকের মুখে শুনা গিয়া থাকে। অধিকক্ষণ ধ্যানে মগ্ন থাকাকে কেহ কেহ অবৈধ হিন্দুভাব পোষণ মনে করিয়া থাকেন। নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনা যে এখন আমাদের সমাজের বিশেষ লক্ষণ নহে ইহা অনুমান করি সকলেই স্বীকার করিবেন।

কেন আমাদের মধ্যে উপাসনার প্রতি এত অনাদর হইয়া পড়িয়াছে? উপাসনা ভাল লাগে না বলিয়া। যদি উহা ভাল লাগিত, তাহা হইলে আমরা কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। প্রাণের টানে সাধ্যমত উপাসনার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইতাম। এত বুঝাইবার আবশ্যকতা থাকিত না। যাহার মন যাহাতে মজিয়াছে, তাহাতে সেই ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে হইলে, আয়াস গ্রহণ করিতে হয় না। উপাসনা কেন ভাল লাগে না, তাহার অনেক কারণ। তন্মধ্যে দু একটীর মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। উপাসনা ভাল না লাগিবার প্রধান কারণ, বিশ্বাসের ত্রুটি। আমাদের এই ধারণা দিন দিন দৃঢ় হইতেছে। তেমন যদি বিশ্বাস থাকিত,তাহা হইলে,উপাসনা অবশ্যই সহজ ও আদরের বস্তু হইত। যে কেবল, "আমি আছি, অন্যান্য আত্মা আছে ও বাহিরের জগৎ আছে," বলে, অথচ সমস্ত অস্তিত্বের মূলে সেই পরম কারুণিক পিতা মাতাকে প্রত্যক্ষ করে না, উপাসনা তাহার পক্ষে ভারবহ জঞ্জাল ও অসার মন্ত্রোচ্চারণ হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? আর সত্য, মঙ্গল, পূর্ণ ও সুন্দর এক মহা পুরুষকে যে সর্ব্বভূতে প্রত্যক্ষ অনুভব করে, তাহার মন যে অবকাশ পাইলে উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হইবে তাহাও আশ্চর্য্য নহে। উপাসনা ভাল না লাগিবার আর একটী প্রধান কারণ সাংসারিকতা অর্থাৎ দিবানিশি বর্ত্তমান ও ভাবী বিলাস সুখ কামনা। যে দিন রাত ভাবিতেছে, যে কিসে আমার হাতে দুদশ টাকা আসিবে, কিসে আমার বিলাসের মাত্রা পূর্ণ হইবে, কবে অমুকের মত আমার ঐশ্বর্য্য ও আসবাব হইবে, তাহার মনে উপাসনার চেষ্টা হইবে কেন? তাহার মনকে উপাসনা মন্দিরে লইয়া যাইতে হইলে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতে হইবে। সমস্ত দিন আমরা যে সব চিন্তা করি, পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে তাহার সাড়ে পনর আনা অসার ও সংসার বিষয়ক এবং ভাবী সুখ বা সুখ কল্পনা অথবা গতানুশোচনা লইয়া।

উপাসনা যদি আমরা ভাল লাগাইতে চাই, আমাদিগকে বিশ্বাসের মাত্রা বাড়াইতে ও বিষয়াসক্তির মাত্রা কমাইতে হইবে। উপাসনা ও জীবন উভয়ই উভয়ের মুখাপেক্ষী, জীবন বিশুদ্ধ হইলে উপাসনা সরস হইবে, উপাসনা সরস হইলে জীবন বিশুদ্ধ হইবে। উভয়ের প্রতি মনোযোগ রাখিতে হইবে। চরিত্র ও মনের গতি যেমন থাকুক না কেন, উপাসনায় রসোদ্বোধ হইলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি, এ ভ্রান্তি আশা করি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য দূর হইয়াছে। চরিত্রহীনতা ও চিত্তের অশুদ্ধিতে যেমন মন চঞ্চল হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। আর চঞ্চল মন লইয়া কেহ কখনও উপাসনা করিতে পারে না। বিশুদ্ধ ও সংযত চিত্তরূপ ভিত্তির উপরেই কেবল উপাসনা ও উচ্চ ধর্ম্ম জীবনের হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। মন যখন শুদ্ধ ও সংযত হইয়াছে, তখন বিশ্বাস বৃদ্ধি ও বিষয়াসক্তি হ্রাসের পরীক্ষা উপস্থিত হয়। পরমাত্মাকে যখন ইহকাল ও পরকালের সম্বল, উপায় ও উদ্দেশ্য, পিতা ও সখা বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, তখন সরস উপাসনা নিত্য ও সহজ হইয়া পড়ে। আমরা ধর্ম্ম জীবনের বাল্যকালে মনে করিতাম যে অশ্রুপাত না হইলে উপাসনা মঞ্জুর নহে। এখন দেখিতেছি যে সে বিশ্বাসের মূলে গভীর সত্য রহিয়াছে, অশ্রুপাত না হউক, আত্মা আর্দ্র না হইলে উপাসনা সফল হইল না একথা বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। বিষয়াসক্তিকে পশ্চাতে ফেলিতে পারিলেই ঈশ্বরাসক্তি বা ঈশ্বর প্রীতির উদয় হইয়া থাকে। যতদিন ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থের উপর নিরীশ্বর আসক্তি থাকে, ততদিন মন এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। যখন বুঝে যে ঈশ্বরকে লইয়া বিপদের মধ্যে বাস করাও শ্রেয়ঃ, তখন মনের চঞ্চলতা তিরোহিত ও বিষয়ান্তরগমন প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয়, আত্মা কেবল পরমাত্মার সম্মিলনেই সুখ লাভ করে। তখন যে কেবল উপাসনা ভাল লাগে, এমন নহে, উপাসনা হীনতার উপর মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। এই অবস্থাতেই আমাদিগকে উঠিতে হইবে। লক্ষ্য আমাদের যেরূপ উচ্চ, সাধনা তদনুরূপ গভীর ও নিষ্ঠান্বিত হওয়া আবশ্যক।

অমরবাসে অনন্ত জীবন।

গূঢ় মরমের মাঝে যাও তলাইয়া
জাগাইয়া আপনাতে আপন উদ্দেশ
বিন্দুতে দেখিতে পাবে অনন্ত প্রকাশ
নিমেষের গর্ভে পাবে পূর্ণ অনিমেষ।

এই এক পৃষ্ঠা খোলা ইন্দ্রিয় দুয়ারে—
ব্যক্তিতে রয়েছে ফুটে গুপ্ত অন্ধকার;
জলভ্রমে উলুপুষ্পে নিমজ্জন সম
যে জন ইহাতে মজ্জে বিনষ্টি তাহার।

ব্রহ্মাণ্ডের এই মহা গণ্ডির মাঝারে,
অগণ্য বৈচিত্র্য এই, তারা, শশী, রবি,
এ'তো সেই অনন্ত প্রাণের ছায়া দিয়া
মৃত্যুর একটি চিত্র এঁকেছেন কবি।

মৃত্যুতে কি আছে? শূন্য অতৃপ্ত পিয়াস।
মৃত্যুতে জীবন যার তাহারি মরণ,
মৃত্যুতে মরিবে যেই সেই ভাগ্যবান্,
লভিবে অমর বাসে অনন্ত জীবন।

চাহিবেনা ফিরে?

পথে দেখে ঘৃণা ভরে কত কেহ গেল সরে
উপহাস করি' কেহ যায় পায়ে ঠেলে;
কেহ বা নিকটে আসি' বরষি' গঞ্জনা রাশি
ব্যাথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে।

পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটী ব্যথিত প্রাণ দুটি অশ্রুধার?
পথে পড়ে অসহায় পদে তারে দলে যায়;
দুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার?

সত্য দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে?
তাই তার আর্ত্তনাদে সকলে বধির রবে
যে যাহার চলে যাবে চাহিবেনা ফিরে?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চলেছিলে এক সাথে
পথে নিবে গেছে আলো পড়িয়াছে তাই;
তোমরা কি দয়া করে তুলিবেনা হাতে ধরে
অর্দ্ধ দণ্ড এর লাগি' থামিবেনা ভাই?

তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া
তোমাদের হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও এরে
আঁধার রজনী ওর রবে নিরন্তর।

পূজার আয়োজন

হে অনাদি আদিকারণ! আমি অন্ধ, তাই প্রত্যেক অস্তিত্বে তোমার কারণত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। মায়া ও বিস্মৃতি কুহকে আমার আপাদ মস্তক আবৃত, বালসূর্য্যনিন্দিত তোমার মধুর প্রকাশ তাই আমার নিকট প্রকাশিত হইতে পারে না। মাঝে মাঝে যখন সেই বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা অপসারিত হয়, তখন বিশ্বময় তোমার পবিত্র ও জীবনপ্রদ প্রকাশ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হই; কিন্তু সে সৌভাগ্য অতি অল্পক্ষণই স্থায়ী হয়। কবে তোমার প্রাণস্বরূপে আমি সিদ্ধি লাভ করিব? যখন তোমাকে প্রাণস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করি, তখনই কেবল প্রাণ সুখী ও তৃপ্ত থাকে। মায়াজাল কি চিরকালের জন্য ছিন্ন হয় না, বিস্মৃতির কুহক কি চিরদিনের জন্য অপসারিত হয় না? হে জীবনের জীবন, তোমার প্রকাশের উজ্জ্বলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক যেন মায়ার কুয়াসা আমার চিত্তে আর অধিকার না পায়। তোমার প্রকাশের গাম্ভীর্য্য ও স্মৃতির মাধুর্য্যে মন দিবানিশি এমন পূর্ণ থাকুক, যেন বৃথা দর্শনের পাপ আর মনে প্রবেশ করিতে না পারে। প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে, প্রত্যেক ধমনীর বিকম্পনে ও প্রত্যেক চিন্তার স্ফুরণে যদি তোমার সঞ্জীবনী শক্তির প্রকাশ অনুভব করিতে না পারিলাম, তবে প্রাণধারণে ফল কি? বিপদসঙ্কুল ও প্রলোভনপূর্ণ সংসারে তাহা হইলে কিরূপে বাস করিব? তুমি যথার্থই আমার প্রাণস্বরূপ। যতক্ষণ তোমার কারণত্ব অনুভব করি, ততক্ষণই জীবিত থাকি। যেমন মায়া আসিয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দরূপ ব্যবধান রচনা করে, অমনি জীবন-স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। দিব্য চক্ষু, দিব্য জ্ঞান ও দিব্য শক্তি দাও, দ্যুলোকে ভূলোকে তোমার দিব্য প্রকাশ দেখিয়া নয়ন, মন ধন্য ও পরিতৃপ্ত হউক। তোমার প্রকাশের বলে আমার বিগত শৌর্য্য, বীর্য্য, শোভা ও সম্পদ্ পুনরুজ্জীবিত হউক।

বিপদ আসে আর আমার বিশ্বাসের হ্রাস হইয়া যায়। সম্পদের মত অবিচলিতচিত্তে আমি বিপদ, বাধা ও প্রতিকূলতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না। "যদি তুমি আমাকে বিনাশও কর, তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে নিরস্ত হইব না" এ কথা আমি উচ্চারণ করিতে পারি না। বিশ্বাসের বিষয়ে দশ কথা লিখিতে পারি, দশ কথা বলিতে পারি, কিন্তু কাজের বেলায় বড় গোলযোগ। সামান্য একটী প্রতিকূলতায় বিশ্বাস না টলুক মন টলিয়া উঠে, মনের শান্তি ও অচঞ্চলতা বিক্ষোভিত হয়। অপদার্থ মন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার বসন আজও পরিধান করিতে পারে নাই। হে প্রিয় প্রভু! কবে আমার চক্ষু ফুটিবে? সহস্র সম্পদ অপেক্ষা তোমার হাতে আমার মৃত্যুও শ্রেয়স্কর, কেন না তোমার হাতে মরিলে আমি নবজীবনের অধিকারী হইব। বাক্যগত বিশ্বাসে আর চলে না—জীবনগত বিশ্বাস না হইলে আপনার মনকেই বুঝাইতে পারি না, অপরকে কিরূপে তৃপ্ত করিব? তোমার সকল অঙ্গীকার তুমি রক্ষা করিয়াছ, বিপদের সময়ে তোমার হাতে জীবন ফেলিয়া দিয়া কেন নিশ্চিন্ত হইব না? যে শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস না করিল, তাহার বিশ্বাসের মূল্য কি? তোমার অঙ্গীকার পালনের কথা সর্ব্বদা আমার মনে জাগরূক রাখ, তাহা হইলেই আমার বিশ্বাস চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তোমার অসীম শক্তি ও অলৌকিক লীলাবলী আমার চক্ষের সমক্ষে দিবানিশি নৃত্য করুক, আমার মন ক্রমেই তোমার মধ্যে গভীর হইতে গভীরতররূপে মগ্ন হউক। মহাজনেরা তাঁহাদের মহজ্জীবনের ভার তোমার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, আর আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনের ভার তোমার হস্তে দিতে পারি না! নিজের চেষ্টায় আর কুলায় না, তুমি যদি দয়া করিয়া বিশ্বাস উজ্জ্বল ও গভীর কর, তবেই তোমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

ব্রাহ্ম সমাজ।

বিগত ২৭এ জ্যৈষ্ঠ কটকে তিন আইন অনুসারে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র পুরী গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার এক জন সভ্য, বিপত্নীক ও উনত্রিংশ বৎসর বয়স্ক, নাম বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এ। পাত্রী স্কুল সমূহের ডিপুটী ইনেস্পেক্টর মহারাষ্ট্র কুলোদ্ভব বাবু মধুসূদন রাওর কন্যা, কুমারী, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া। বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ উলুবেড়িয়াতে বাবু এককড়ি রায়ের নূতন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। প্রাতে উপাসনা ও বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন হয়। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

উৎসব কালে উৎসব গৃহের পুষ্প সজ্জার জন্য এক জন ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু ভদ্র লোক পাঁচ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

ব্রজদুলালের গলির বাবু শম্ভুচন্দ্র মিত্র মিসন ফণ্ডে পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক চাঁদা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইনি এক জন ধার্ম্মিক ও উদারচেতা ব্যক্তি, আমাদের সমাজের কার্য্যের সহিত ইঁহার বেশ সহানুভূতি আছে।

কুমিল্লার বাবু রাজকুমার সেন মিসন ফণ্ডে এককালীন পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মবন্ধু সভার বিগত কয়েক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে।

তারিখ	বক্তার নাম	বক্তৃতার বিষয়
৫ই শ্রাবণ	বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মপরিবার
২৬এ ঐ	বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়	গার্হস্থ্য জীবন নির্ম্মাণ
১৫ই ভাদ্র	বাবু বিপিনচন্দ্র পাল	ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুভাব

শেষোক্ত বিষয়টী সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহার আভাস সম্পাদকীয় মন্তব্য স্তম্ভে প্রকাশ করা হইয়াছে। ডাক্তার রায় উক্ত বক্তৃতার দিবস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলী ও বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তা বিপিন বাবুকে মোটের উপর এক প্রকার সমর্থন করেন। কিন্তু বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আপনাদের মতের অনৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রচারক পদপ্রার্থী বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মাণিকগঞ্জ মহকুমার তিল্লি নামক গ্রামে কার্য্য করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি রংপুরে অবস্থিতি করিতেছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ঢাকায় গিয়া খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, ছাত্রসমাজে ও সমাজ গৃহে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রত্যেক বুধবার ও বৃহস্পতিবার ধর্ম্মনীতি সভার কার্য্য হইতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের ঢাকায় অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ব্বমত পুনরারম্ভ হইয়াছে।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় বাগআঁচড়ায় বিশেষ দক্ষতা ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন অবগত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক ও তাঁহার দীর্ঘকাল তথায় প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সম্বন্ধে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পদত্যাগ করায়, রটলামের বাবু নবীনচন্দ্র রায়, পাবনার বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী, কলিকাতার বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বি এ ও মোহিনীমোহন রায় অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পদত্যাগ করায় বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিগত ৩রা ভাদ্র ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে বাবু উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র ও কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। পুত্রের নাম সুকুমার ও পুত্রীর নাম সুখলতা হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ২২এ জ্যৈষ্ঠ রটলামে বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বাবু নবীনচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বালকের নাম প্রভাতচন্দ্র হইয়াছে। পুত্রের পিতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে মিসন ফণ্ডে পাঁচ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

গত ১লা শ্রাবণ সিমলাপার্ব্বত্য ব্রাহ্মসমাজের বাবু কেদারনাথ চৌধুরীর দশম সন্তানের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পুত্রের পিতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে চারি টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

বিশে শ্রাবণ সিংলঙ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে খাসিয়া ভাষায় বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ইংরাজীতে এক বক্তৃতা করেন, বক্তৃতাস্থলে ২০০।২৫০ লোক উপস্থিত ছিল। সংবাদ দাতা বলেন, যে বক্তৃতায় অনেক লোকের উপকার হইয়াছিল।

২১এ শ্রাবণ লাহোরে তিন আইন অনুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র হিন্দুস্থানী, বৈশ্য জাতীয়, বিপত্নীক একত্রিশ বর্ষ বয়স্ক নাম লালা দেবীচাঁদ। পাত্রী বিধবা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যা, বয়স কুড়ি বৎসর, নাম ক্ষীরোদাসুন্দরী। অনেক ইংরেজ ভদ্র লোক ও মহিলা বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উপদেশ দিয়াছিলেন।

বিগত ৩১এ আষাঢ় সিটিকলেজ বাটীতে অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বাবু আনন্দ মোহন বসু সভাপতি, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত,

গুরুচরণ মহলানবিশ, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মথুরামোহন গাঙ্গুলী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র দেব, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, জয়কৃষ্ণ মিত্র, কেদারনাথ রায়, ফণীন্দ্রমোহন বসু, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরকিশোর বিশ্বাস, পরেশনাথ সেন, হীরালাল হালদার, কৈলাসচন্দ্র সেন, মধুসূদন সেন, ডাক্তার এন, এম বসু এবং সহকারী সম্পাদক বাবু শশিভূষণ বসু সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাবু উমাচরণ সেন, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও সুরেশচন্দ্র রায় নামক কয়েক জন দর্শকও উপস্থিত ছিলেন।

গত ত্রৈমাসিক অধিবেশনের বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইবার পর, কার্য্য নির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ও আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয়। বাবু শশিভূষণ বসু প্রস্তাব করেন, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার পোষকতা করেন।

মন্দিরের চূড়ার বিষয় কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া স্থগিত হয়।

অধ্যক্ষ সভার কয়েক জন সভ্য পদত্যাগ করায় ও এক জন সভ্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাদের স্থানে নূতন সভ্য নিয়োগ হয়। নূতন সভ্যদিগের নাম উপরেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলীর প্রস্তাবে ও বাবু মধুসূদন সেনের পোষকতায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর স্থানে বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, প্রসন্নকুমার চৌধুরী, শিবনাথ সিংহ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

বাবু শশিভূষণ বসুর প্রস্তাবে ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় নূতন প্রচারক নিয়োগ বিধির প্রথম পঞ্চদশ ধারা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহীত হয়।

সভার কার্য্য তার পর ১৮ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

১৮ই জুলাই এর অধিবেশনে বাবু আনন্দমোহন বসু (সভাপতি), বাবু কেদারনাথ রায়, ফণীন্দ্রমোহন বসু, কৈলাসচন্দ্র সেন, শশিভূষণ বসু, মধুসূদন সেন, গুরুচরণ মহলানবিশ, মথুরামোহন গাঙ্গুলী, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল হালদার, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, সাতকড়ি দেব, ডাক্তার এন, এম বসু, বাবু পরেশনাথ সেন, হরকিশোর বিশ্বাস সীতানাথ দত্ত ও কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। দর্শকের মধ্যে কেবল বাবু উমাচরণ সেন উপস্থিত ছিলেন।

অনেক বাদানুবাদের পর প্রচারক নিয়োগের নূতন নিয়মাবলীর অবশিষ্ট নিয়মগুলি গৃহীত হয়।

সভায় ইহা আরও স্থির হয় যে, প্রস্তাবিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য যদি কেহ কোন প্রস্তাব আনিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি যেন উহা সম্পাদকের নিকট এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইয়া দেন, আর সম্পাদক উক্ত প্রস্তাব ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যদি কোন প্রস্তাব থাকে, তাহা এই সভার আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করেন।

বিবিধ সংবাদ।

শুভ কর্ম্মের দান—বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক, শিবনারায়ণ দাসের লেন ২্, ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়, বোম্বে নিজের বিবাহ উপলক্ষে ১০্, বাবু রজনীকান্ত সরকার, খলিলপুর, পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ৩্, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, কলিকাতা, প্রথম পুত্রের বিবাহোপলক্ষে ১০্, বাবু কেদারনাথ চৌধুরী, সিমলা পাহাড় পুত্রের নামকরণোপলক্ষে ৪্।

শ্রীমন্ত বাবুর পুত্র কন্যাদের জন্য সাহায্য প্রাপ্তি

বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যাদের সাহায্যার্থ নিম্নলিখিত মহোদয় ও মহোদয়াগণ এককালীন দান করিয়াছেন:—বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত পূর্ণিয়া ১০্, একটী হিন্দুমহিলা মাং বাবু ডুকড়ি ঘোষ ২্, বাবু ভুবনমোহন সেন ফরিদপুর ২্, শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেব কোন্নগর ১০্, বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল বড়বাজার ৩্, মিসেস্ রাধানাথ দেব কলিকাতা ৵্, বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা ১০্, শ্রীমতী সরলাসুন্দরী সেন বিক্রমপুর ২্, বাবু ডুকড়ি ঘোষ কাপড় ১ জোড়া, শ্রীমতী কিশোরবালা, শিক্ষয়িত্রী বেথুন স্কুল কাপড় ১ জোড়া ও কামিজ ১টা, বাবু দীননাথ দত্ত রাঁচি ১্, বাবু ত্রিপুরাচরণ রায় রাঁচি ৫্, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবন্ধুগণ মাসিক চাঁদা দিয়া ইঁহাদের সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু মাসিক যে টাকা আদায় হইতেছে, তদ্দ্বারা সমস্ত ব্যয় সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না, যাঁহারা এখনও এই অসহায় বালক বালিকাদিগের সাহায্যার্থ কিছু দেন নাই, দয়া করিয়া তাঁহারা শীঘ্র সাহায্য দান করিয়া বাধিত করিবেন।

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

কুষ্টিয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বাবু ভুবননাথ রায়	পাবনা
,, এন, এন, সান্যাল	ঐ
,, এইচ, রায়	ঐ
,, দুর্গাসুন্দর রায়	ঐ
,, মহিমচন্দ্র ঘোষাদ্দার	ঐ
,, রহিম বকস চৌধুরী	ঐ
,, ডাক্তার আমর খাঁ	ঐ
,, বৈদ্যনাথ চাকী	ঐ
,, কেশবচন্দ্র সান্যাল	ঐ
,, রামেশ্বর ঘোষ	ঐ
,, অভয়গোবিন্দ চৌধুরী	ঐ
,, মহম্মদ মনাইম	ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত	ঐ
ডাক্তার বি, গুপ্ত	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী	ঐ
,, শারদানাথ মজুমদার	ঐ

বাবু লক্ষ্মীনাথ প্রামাণিক	পাবনা	৫৲
,, অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরী	ঐ	১০৲
,, দুর্গাদাস সুর	ঐ	॥০
,, নীলকান্ত সরকার	ঐ	২৲
,, নীলমাধব প্রামাণিক	জগতী	১৲
,, গিরিধর সরকার	ঐ	১৲
,, সর্ব্বানন্দ পাল	ঐ	।০
,, খাতের বিশ্বাস	ঐ	।০
,, মহিমচন্দ্র পাল	ঐ	॥০
,, নফরচন্দ্র পাল	ঐ	॥০
,, মধুসূদন পাল	ঐ	১৲
,, পঞ্চানন পাল	ঐ	৵০
,, ছোট মধুসূদন পাল	ঐ	॥০
,, দীননাথ পাল	ঐ	।০
,, রাধানাথ পাল	ঐ	১৲
,, গুরুচরণ পাল	ঐ	১৲
,, রামানন্দ বিশ্বাস	ঐ	।০
,, কোকিলচন্দ্র পাল	ঐ	।০
,, বিহারীলাল সাহা	ঐ	১৲
,, হরিনাথ সাহা	ঐ	॥০
,, শশধর প্রামাণিক	ঐ	॥০
,, দেবেন্দ্রনাথ সাহা	ঐ	১৲
,, রামলাল সাহা	ঐ	।০
,, ক্ষেত্রনাথ ঘোষ	ঐ	১৲
,, ভূপতী বিশ্বাস	ঐ	১৲
,, রাজচন্দ্র পাল	ঐ	।০
,, হরিমোহন বিশ্বাস	ঐ	১৲
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র কর্ত্তৃক আদায়	জগন্নাথপুর	১॥০
,, হরদেব দাস আগরওয়ালা	কুষ্টীয়া	২৲
,, হরদেব দাস আগরওয়ালা কর্ত্তৃক দঃ বাজার বাহাদুরখালী	কুষ্টীয়া	৯৵
		১৩৩০।০
,, নিত্যানন্দ সরকার	দেবীগঞ্জ	২
,, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী	জলপাইগুড়ি	৬৲
শ্রীমতী সৌদামনী গুপ্ত	ঐ	৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	তিনধারিয়া	৩৲
বাবু দামোদরপ্রসাদ সরকার	শিলিগুড়ি	৩৲
,, হরসুন্দর মজুমদার	ঐ	৩৲
,, আনন্দচন্দ্র রায়	ঐ	৬৲
,, নবদ্বীপচন্দ্র সরকার	জলপাইগুড়ি	৪৲
,, ক্ষেত্রমোহন সেন	বাঁকুড়া	২৸৵০
,, পরেশনাথ সেন	কলিকাতা	৩৲
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৴১০
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার	ঠাকুরগঞ্জ	৩৲
,, পরেশনাথ বিশ্বাস	হরিপাল	১৲
,, দ্বারকানাথ মল্লিক	কলিকাতা	১৲
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, গুরুদাস ভৌমিক	কালীগঞ্জ	৫৲
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতা	॥০
,, মহেশচন্দ্র চাকলাদর	রসুলপুর	২৲
,, তিনকড়ি বসু	পচম্বা	৯৲
,, গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার	কলিকাতা	১৲
,, হেমচন্দ্র দাস	ঐ	১৲
,, সনৎকুমার দাস	রায়নগর	১॥৵০
,, কেদারনাথ রায়	ঐ	১৲

ক্রমশঃ

পঞ্চোপনিষৎ।

অর্থাৎ তলবকার, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—এই পাঁচ খানি উপনিষৎ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন, আমি তাঁহার কৃত অনুবাদ ও ভাষ্য সহ ঐ পাঁচ খানি উপনিষৎ ক্ষুদ্রাকারে (পকেট এডিশন) মুদ্রিত করিয়াছি। ইহাতে উপনিষদের মূল সংস্কৃত শ্লোক কিছু বড় হরপে এবং সেই শ্লোকের নিম্নেই তাঁহার অনুবাদটী মাঝারি হরপে এবং স্থানে স্থানে তিনি যাহা ভাষ্য করিয়াছেন [illegible] ১৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা ডাকমাশুল ৴১০; আগ্রিম দেয়। যিনি আগষ্ট মাসের মধ্যে লইবেন অথবা মূল্য পাঠাইবেন তাঁহাকে ডাকমশুল সহ ।৵১০ আনায় দেওয়া যাইবে। ডাকের টিকিট ইত্যাদি আপন আপন সুবিধানুযায়ী নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে মূল্য প্রেরণ করিলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইতি

[illegible] আজপর্য্যন্ত যাঁহারা গ্রাহক হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট পুস্তক পাঠান হইয়াছে। কেহ কেহ ভ্যালু পেবলে পুস্তক পাঠাইতে লেখেন, ইহাতে তাঁহাদের বৃথা ৵০ আনা অতিরিক্ত খরচ পড়ে, মূল্যের টিকেট পাঠাইলেই পুস্তক পাঠান হয়।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। } প্রকাশক শ্রীকুঞ্জ বিহারী সেন। ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসের ম্যানেজার

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(ডিসেম্বর—১৮৮৭ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	কাঁথি	৩৲
বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু	রসাপাগলা	১।০
বাবু তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী রায়	মানিকদহ	৪৲
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	॥০
,, মন্মথনাথ দত্ত	ঐ	১৲
,, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	ঐ	৭॥০
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	ঐ	১৲
,, জহরীলাল পাইন	ঐ	১৲
,, শশিভূষণ সেন	ঐ	১৲
,, কালীপ্রসন্ন দাস	ঐ	১৲

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক এই আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন রবিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ধ্যানের পূর্ব্বে আরাধনা।—উপাসনারম্ভের পূর্ব্বে সাধারণ উদ্বোধন হইয়া থাকে। মোহান্ধ আত্মা অনেক সময়ে নিদ্রিত অথবা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় থাকে বলিয়া উপাসনার পূর্ব্বে উদ্বোধনের প্রয়োজন। কিন্তু আরাধনান্তে ও ধ্যানের পূর্ব্বে উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে কি না এখন এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। যাঁহারা ধ্যানের পূর্ব্বে বিশেষ উদ্বোধনের পক্ষ নহেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে আরাধনাই উদ্বোধন, অন্য উদ্বোধনের প্রয়োজন কি? তাঁহাদের এই যুক্তি যে সারগর্ভ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরাধনাতে যাঁহাদের চিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বুদ্ধ ও ঈশ্বর-সহবাস সম্ভোগের উপযুক্ত হইল, তাঁহাদের পক্ষে ধ্যানের পূর্ব্বে বিশেষ উদ্বোধন করিবার ততটা আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সময়ে সময়ে নানা কারণে অল্লাধিক পরিমাণে আরাধনা পরোক্ষ হইয়া পড়ে, তখন আরাধনার পরে বিশেষ উদ্বোধন না করিলে ধ্যানে হৃদয় লগ্ন হয় না। আমাদের দৈনন্দিন উপাসনা ও ধর্ম্মজীবনের বাল্যকালের কথা এ বিষয়ের সত্যতা সপ্রমাণ করে। ভারতবর্ষীয় সমাজের স্বর্গীয় কেশব চন্দ্রের ধ্যানের উদ্বোধন কাহারও অপ্রীতিকর হইত না—প্রত্যুত উহা অনেক সময়ে উপলব্ধির বিশেষ সহায় হইত। উৎসবের সময়ে অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী ধ্যানের পূর্ব্বে তিনি যে মধুর উদ্বোধন করিতেন তাহা আজিও স্মৃতিপথে মুদ্রিত রহিয়াছে। সামাজিক উপাসনায় নানা প্রকার লোক উপস্থিত থাকেন। সকলেই যে উপাসনাশীল হইবেন এমন নহে। অনেক বাহিরের লোকও সময়ে সময়ে উপস্থিত থাকেন। এরূপ লোক লইয়া উপাসনা করিতে হইলে ধ্যানের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ কাল বিশেষ ভাবে উদ্বোধন করিলে অনুপকার অপেক্ষা উপকার হইবারই অধিক সম্ভাবনা। এ সকল বিষয়ে কোন বাঁধাবাঁধি না করিয়া আচার্য্যদিগের উপর কতকটা নির্ভর করা ভাল বোধ হয়। যদি দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া ধ্যানের পূর্ব্বে বিশেষ উদ্বোধন করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে যেন তাঁহারা তাহা করিতে পারেন এরূপ নিয়ম থাকা উচিত। তবে ইহাও এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে ধ্যানের পূর্ব্বে বিশেষ উদ্বোধন করিতে হইলে এরূপ সাবধানে উহা করা আবশ্যক যে তাহাতে কোন উপাসকের উপাসনাসূত্র ভঙ্গ না হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহার কাছে অধিক ঋণী—কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল মূল সত্য খৃষ্টান ধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের দিকে দৃষ্টি রাখেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অথবা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের আদিসমাজে যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক দিন হিন্দুভাব অর্থাৎ হিন্দুর উৎকৃষ্টভাব প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ঈশ্বর প্রাণস্য প্রাণং, ঈশ্বর সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ অমৃত শান্ত শিব অদ্বিতীয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধং এই সকল মহা বাক্য ও সত্য ব্রাহ্ম হিন্দু উপনিষৎ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের পিতৃভাব পুরাতন ব্রাহ্মেরা যে একেবারে জানিতেন না একথা বলা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম মন্ত্রই "পিতা নোসি পিতা নো বোধি" ইত্যাদি। তবে পিতৃ ভাবের উজ্জ্বল অবতারণা উপনিষদে নাই। প্রার্থনা ও অনুতাপের ভাব সম্বন্ধেও ঐ কথা—প্রার্থনা ও অনুতাপের কথা যে উপনিষদাদি হিন্দু শাস্ত্রে নাই একথা কে বলিবে? তবে পাপ বোধ ও প্রার্থনা বিশেষ ভাবে আমরা মহর্ষি ঈশার প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে শিক্ষা করিয়াছি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে অনুতাপ দীনতা যথেষ্ট—মহাত্মা ঈশার "দীনাত্মারা ধন্য কেন না স্বর্গরাজ্য তাহাদের" অপেক্ষা দীনতর দীনতা বৈষ্ণব গ্রন্থ,সঙ্গীত ও চরিত্রে দেখা যায়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব, পাপবোধ ও অনুতাপাদি সম্বন্ধে মহাত্মা ঈশার ধর্ম্মের নিকট আমরা অধিক ঋণী, কিন্তু ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, ঈশ্বর শিব ও শান্ত, নবন্ধু ও পতিতপাবন ইত্যাদি ভাবের জন্য আমরা হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিকট অধিক ঋণী। যোগীর যোগ ও শান্তভাব এবং দাস্য সখ্যাদি ভক্তির বিচিত্র ভাবরাজি আমরা মহর্ষির ঈশার নিকট শিখি নাই, একথা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে তুলনা করাই অন্যায়। বিধানবাদী সকল বিধানকেই সমচক্ষে দেখেন। প্রত্যেক

বিধানই তৎকাল, দেশ ও পাত্রোপযোগী। ব্রাহ্মধর্মে সকল বিধানের সমন্বয় ও ইহা শেষ বিধান। সকল বিধানের কাছেই ইনি ঋণী। কার কাছে কয় আনা ঋণী একথার মীমাংসা তিনিই করিতে পারেন, যিনি সকল বিধানের ভাব পূর্ণভাবে আপন প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। যিনি শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্ম বিধানের বিশেষ ভাব সাধন করিতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়া উহার সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিধানের তুলনা করিয়া তারতম্য নির্দ্দেশ করিবেন?

ধ্যানের সময়—আমাদের মধ্যে ধ্যান বাড়িতেছে কি কমিতেছে? আমরা ধ্যানে যে অল্প সময় দিই তাহাই এই প্রশ্নের উৎকৃষ্ট উত্তর। ধ্যান আমাদের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে পরিচায়ক ও কষ্টিপাথর। ধর্ম্ম জীবন উন্নত কি অবনত হইতেছে, সাধকের ধ্যান দেখিয়াই তাহা নিরূপণ করা যায়। ধ্যান এরূপ জিনিস যে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি ভিন্ন কখনই উহাতে আস্থা রক্ষা করা যায় না। যখনই আধ্যাত্মিকতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় তখনই মন নামিয়া পড়ে, অসার চিন্তার প্রাবল্য হয়, এবং মনস্থির করা দুরূহ হইয়া উঠে। ধ্যানে অভ্যাস রাখিবার জন্য প্রত্যহ কিছু কিছু সময় ধ্যান করা কর্ত্তব্য। আমরা সচরাচর ধ্যানে যে সময় দিই তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে না। আরও অধিক সময় দিতে হইবে। আমরা অনেক সময়ে অযথা আমোদ ও বিশ্রামে নষ্ট করি। সেই সময়ের কতকটা ধ্যান ও উপাসনায় দিলে সময়েরও সদ্ব্যবহার হয় এবং আত্মারও সদ্গতির পথ পরিষ্কৃত হয়।

আধ্যাত্মিক ব্যায়াম—যে প্রত্যহ চলে না সে এক মাইল চলিতে গেলে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, যে প্রত্যহ দুই তিন মাইল করিয়া চলে, একদিন কার্য্য বশতঃ তাহাকে পাঁচ মাইল যাইতে হইলেও সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে না। আত্মা সম্বন্ধেও ঐরূপ। আজ তুমি ভাল আছ বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলে, আত্মার কল্যাণকর কোন ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিলে না—কাল যখন বিপদের মেঘ উঠিয়া প্রলোভনের সৌদামিনী তোমার সমক্ষে চমকিত থাকিবে তখন তুমি হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবে। কিন্তু সম্পদে যদি ব্রত পালন করিয়া আত্মাকে সাধন ক্লেশ বহনে সক্ষম করিতে অভ্যাস কর বিপদ দুর্দ্দিনে অনায়াসে রক্ষা পাইবে। খুব তুচ্ছ বিষয় হইলেও ক্ষতি নাই—মন যেন বুঝিতে পারে যে তাহার উপর কিছু শাসন হইতেছে—কোন নিয়মে তাঁহাকে আবদ্ধ করা হইতেছে—আধ্যাত্মিক শ্রম হইলেই হইল। অলস ও নিদ্রিত জীবন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ব্রত পালন করা শ্রেয়ঃ। আজি ছোট ছোট নিয়ম পালন করিতেছ—কাল বড় বড় নিয়ম পালন করিতে পারিবে। অনিয়মিত ও ব্রতাদি অনুষ্ঠান বিরহিত জীবন চিরকালই আত্মার অধোগতির কারণ হইয়া থাকে।

বামাবোধিনী পত্রিকা;—আজি পঁচিশ বৎসর হইল বামাবোধিনী পত্রিকা এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। গত ১১ই সেপ্টেম্বর ইহার পঞ্চবিংশ জন্মদিন উপলক্ষে সিটী কলেজ গৃহে একটী জুবিলী সভা হইয়াছিল। তাহাতে বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহোদয় "পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। গত সংখ্যক বামাবোধিনীতে এই পত্রিকার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত পঁচিশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য কত পত্রিকার জন্ম ও লয় হইল। কিন্তু বামাবোধিনী অদ্যিও ধীর ও বিনীত ভাবে বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। বামাবোধিনী পত্রিকা আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনের ইতিহাসের সহিত বিশেষ ভাবে গ্রথিত। তিনি যেরূপ নিষ্ঠার সহিত ইহা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন তাহাতে তিনি বঙ্গের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমরা আশা করি বামাবোধিনী দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে থাকিবেন।

ব্রাহ্ম বালক বালিকা;—প্রায় সকল নূতন ধর্ম্মসমাজেই দেখা যায় যে যাঁহারা ধর্ম্মের অনুরোধে অন্য সমাজ ছাড়িয়া নূতন সমাজে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের উপাসনা ও সাধন ভজনাদিতে যেরূপ আস্থা থাকে, বিশেষ শিক্ষা ব্যতীত তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদিগের জীবনে সাধারণতঃ ধর্ম্মের প্রতি সেরূপ আস্থা থাকে না। আমাদের মধ্যেও সেই দোষ অনেক পরিমাণে ঘটিতেছে বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের পুত্র কন্যাগণের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য আমরা তেমন যত্নবান্ নাই। ব্রাহ্ম বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্রহ্ম বিদ্যালয়, রবিবাসরীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি যে সকল শিক্ষাস্থান আছে, ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের সন্তানদিগকে সেখানে পাঠাইতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। গৃহেও সন্তানগণের ধর্ম্মোন্নতির জন্য তেমন চেষ্টা নাই। এমন কি হয়ত অনেক পরিবারে পারিবারিক উপাসনা পর্য্যন্ত হয় না। আমরা এমন কোন কোন পরিবারের কথা জানি যাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন, আধ্যাত্মিকতাবিহীন ঘোর বিষয়ী লোকের জীবনের কোনও প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগের মনের গতি কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের উদাসীন থাকা কোনও ক্রমেই উচিত নহে। পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাস হইলে বরং দাঁড়াইবার স্থান আছে, কিন্তু একেশ্বরবাদে অবিশ্বাস হইলে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ ভিন্ন অন্য পথ নাই। এবং ব্রাহ্ম সন্তানের সেদিকে গতি হইলে উক্ত দুর্ঘটনা ব্রাহ্ম পিতা মাতার পক্ষে কিরূপ ক্লেশকর হইবে তাহা কি সকলে একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

ব্রাহ্ম জীবন;—ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে এক সময় ব্রাহ্ম সমাজে সাধন ভজন ও উপাসনাশীলতা যেমন প্রবল ছিল এখন তাহা নাই। তখন আধ্যাত্মিকতা বিহীন জীবন লইয়া কেহ আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিত না। আর এখন মূলসত্যে বিশ্বাস স্বীকার করিয়া ও চলনসই সাধুতা দেখাইয়া যে সে ব্রাহ্ম সমাজে বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া বেড়াইতে পারে। এখন সরস উপাসনার আস্বাদন পাইবার জন্য অতি অল্প লোকের মধ্যেই তেমন চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সরস উপাসনার অভাবেই ব্রাহ্ম জীবনে তেমন জীবন্তভাব সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমেশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার জন্য ব্রাহ্ম নামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়জনকে ব্যস্ত দেখা যায়? সরস উপাসনার জীবন্তভাব উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা যতদিন না বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিব ততদিন আমাদের জীবন হীন হইতে হীনতর হইতে থাকিবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আমাদের দায়িত্ব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পরমেশ্বরকে প্রাণের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা যে কত কঠিন তাহা আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না। ইহাই যে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহারই জন্য যে আমরা পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি তাহা আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকে না। যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকেই ধর্ম্মজীবনের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট ভাবে জীবন কাটাইতেছি, ধর্ম্মের কথামাত্র আলোচনা করিয়া ও দিনের মধ্যে দুই একবার উপাসনা বা ঈশ্বর চিন্তা করিয়া যেরূপ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছি তাহা কখনই পারিতাম না। আমরা যে মানব জীবনের গুরুতর দায়িত্ব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি আমাদের ব্যবহার দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। আমরা যেরূপ সময়ে জন্ম গ্রহণ ও যেরূপ উচ্চধর্ম্মের আদর্শ পাইয়াছি তাহাতে আমাদের জীবনের দায়িত্ব যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে (১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্ব কৌমুদীতে) কতক পরিমাণে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাব পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগের এই দায়িত্ব আরও অধিকতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন,—'জগতে এপর্য্যন্ত যত ধর্ম্মবিধান আসিয়াছে তাহাদের সার ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূত। ব্রাহ্মধর্ম্মেই তাহাদের পূর্ণতা। ঐ সমস্ত ধর্ম্মবিধান ঈশ্বরের করুণার প্রত্যক্ষ প্রকাশ।' ঐ সমস্ত ধর্ম্মবিধানের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রেম আমাদিগকে তাঁহার দিকে আহ্বান করিতেছে। জন সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য এ পর্য্যন্ত যত সাধু মহাত্মা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রের উচ্চ ভাব সকল দীপ্ত আলোকের ন্যায় আমাদিগকে স্বর্গরাজ্যের পথ দেখাইয়া দিতেছে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা আমাদিগের দায়িত্ব এই জন্য গুরুতর যে তাঁহারা বিধান বিশেষকে আশ্রয় করিয়া ও ব্যক্তি বিশেষকে আপনাদের দৃষ্টান্ত স্থলও মধ্যবিন্দুরূপে ধরিয়া আছেন। কিন্তু আমাদিগের নিকট জগতের সমস্ত ধর্ম্মবিধান ঈশ্বরের করুণার সাক্ষ্য দিতেছে; এবং বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রত্যেকের দেবভাব জীবন্ত দৃষ্টান্ত রূপে আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্ম বিধানে যাহা কিছু সত্য আছে তাহা আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে এবং ঐ সকল মহাত্মাদিগের সাধু দৃষ্টান্ত আমরা অনুকরণ করিতে বাধ্য। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা। আমরা যত দিন ঐ সকল সত্য জীবনে পরিণত করিতে না পারিব, ঐ সকল সাধুভাব আমাদের চরিত্রের অঙ্গীভূত করিতে না পারিব, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে আমরা অনেক দূরে পড়িয়া আছি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একদিকে যেমন আমাদিগকে মহাজনগণের ভ্রম প্রমাদ পরিহার করিতে হইবে, নিজ নিজ হৃদয়স্থিত ঈশ্বরদত্ত আলোকের সাহায্যে অসত্য হইতে সত্য বাছিয়া লইতে হইবে, সেইরূপ অপরদিকে আমাদিগকে তাঁহাদের প্রচারিত সত্য ও তাঁহাদের প্রদর্শিত সাধু দৃষ্টান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। নতুবা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন করা হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ সত্যলাভের এক একটী বিশেষ পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেবল সেই পথ দিয়া যে আলোক আসিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিতেছেন; তাঁহারা কেবল তাঁহাদের অবলম্বিত বিধানের অন্তর্ভূত সাধুদিগের দৃষ্টান্তই অনুকরণীয় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেক ধর্ম্মবিধানের সত্য সকল, প্রত্যেক সাধু জীবনের দৃষ্টান্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আহ্বানস্বরূপ। সুতরাং যাঁহারা কোনও শাস্ত্র বা ব্যক্তি বিশেষকে মধ্য বিন্দুরূপে ধরিয়া আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের দায়িত্ব যে শত সহস্র গুণ অধিক তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে; ইহপরলোকস্থিত সমস্ত সাধু আত্মা আমাদিগকে ধর্ম্মজীবন লাভের পথ দেখাইয়া দিয়া আমাদিগকে সেই পথে চলিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন! ইহা অপেক্ষা সুখের সংবাদ আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহাই আবার অপরদিকে আমাদের দায়িত্বের ভার গুরুতর করিয়া দিতেছে। জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে দায়িত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অবোধ বালক অপেক্ষা প্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের দায়িত্ব অধিক। অশিক্ষিত শ্রমজীবী অপেক্ষা সুশিক্ষিত ভদ্র লোকের দায়িত্ব অধিক। অসভ্য জাতীয় লোকদিগের অপেক্ষা সুসভ্য জাতীয় লোক দিগের দায়িত্ব অধিক। যে সত্য জানে না সে সত্যপথে না চলিলে তাহার কোনও অপরাধ হইতে পারে না। কিন্তু যে সত্যপথ জানিয়াও তাহাতে চলে না তাহাকে যে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে প্রভুর আহ্বান

শুনিতে পায় নাই সে যদি তাঁহাকে অন্বেষণ না করে তবে তাহার অপরাধ নাই। কিন্তু যে প্রভুর আহ্বান শুনিয়াও তাহাতে কর্ণপাত করে না, তাহাকে যে একদিন না একদিন এই অপরাধের জন্য দারুণ মনস্তাপ সহ্য করিতে হইবে তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা যিনি বিশ্বাস করেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোককে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম আলোক বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভাব যিনি প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কখনই সাধারণ লোকের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে জীবন কাটাইতে পারেন না, তিনি কখনই শুষ্কভাবে উপাসনা ও দুই চারিটী সৎকর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট হইল মনে করিতে পারেন না। তিনি যতক্ষণ আপনার প্রাণে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন, সেই প্রাণের দেবতার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারেন, আপনার আত্মায় তাঁহার শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করিতে না পারেন, ততক্ষণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। শুষ্কজ্ঞান, নিষ্ক্রিয় ভাবুকতা ও প্রেমহীন সৎকর্ম্মশীলতা ইহার কোনও একটীতে তাঁহার প্রাণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ঈশ্বরের সহিত প্রাণযোগে যুক্ত হইয়া জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের একত্রে সাধন করাই তাঁহার আদর্শ। যিনি অচঞ্চল চিত্তে এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম।

সত্যানুরাগ।

উন্নতির একটী প্রধান কারণ সত্যানুরাগ। যেখানে সত্য পাইব সেখানে ছুটিব, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থা না হয়, ততক্ষণ অল্পাধিক পরিমাণে কুসংস্কার থাকিবেই থাকিবে। যেখানে সত্যানুরাগ সেখানেই উন্নতিশীলতা, যেখানে সত্যানুরাগের অভাব সেইখানেই রক্ষণশীলতা। আমাদের প্রকৃতিই এরূপ উপাদানে গঠিত, যে সত্যের প্রতি অনাদর যেমন আসে অমনি অধোগতি হয়।

সত্যানুরাগ বিজ্ঞানবিৎদিগের একটী প্রধান লক্ষণ। এক একটী সত্যের জন্য লোকে প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিতেছে, কখনও বা প্রাণই দিতেছে। তাই আজ বিজ্ঞানের এত উন্নতি। সত্যানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই গালিলিও কারাবাস অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, যদি তিনি সত্যানুরাগী না হইতেন, তাহা হইলে আজি জ্যোতির্ব্বিদ্যার অবস্থা কিরূপ হইত? বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই অদ্য উন্নতি দেখিতেছি, কেননা ফল নিরপেক্ষ হইয়া সকল বিজ্ঞানবিদেরাই সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উন্নতিশীলতাই মানব জীবনের গৌরব ও সর্ব্বোচ্চ অধিকার। এই উন্নতিশীলতার জন্যই জন্তুতে ও মনুষ্যে প্রভেদ। বিশ্বে বিশ্বপতির প্রকাশের ইহা একটী উৎকৃষ্ট দৃশ্য। অনন্ত ঈশ্বরের সান্ত জগতে এইরূপ প্রকাশ হওয়াই সম্ভব। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রতম বালুকা কণা হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত কেবলই ক্রম বিকাশ—আবার সেই সান্ত মানবের কেবলই অনন্তের দিকে ক্রমশঃ উন্নতি। এ সকল কথা যখন ভাবি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত ও বিকম্পিত হয়।

সত্যানুরাগের কথা বলিতে আর এক কথায় গিয়া পড়িয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণ বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের সত্যপ্রিয়তা। আমরা এখন বলিতে চাই যে ধর্ম্মজগতের অবনতির কারণ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের সত্যানুরাগের অল্পাধিক অভাব। সার্ব্বভৌমিক ক্ষেত্রের উপর কেহই দাঁড়াইতে চান না। আপন শাস্ত্র, আপন মত লইয়া সকলেই ব্যস্ত—আপন শাস্ত্র ও আপন মত ব্যতীত যে অন্যত্র সত্য থাকা সম্ভব, একথা সহজে ধর্ম্মাচার্য্যগণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উন্নতি তাই এত স্বল্প।

পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। ইউরোপে প্রাচ্য শাস্ত্র চর্চ্চার আরম্ভ হওয়ায় ও ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উদ্ভব। এখন লোকে—অন্ততঃ শিক্ষিত লোকে স্বীকার করেন যে সকল দেশের শাস্ত্রেই সত্য আছে। শিক্ষিত খৃষ্টিয়ান এখন বাইবেল অপেক্ষা সত্যের অধিক আদর করেন—শিক্ষিত হিন্দু এখন বেদ অপেক্ষা সত্যের গৌরব করেন, শিক্ষিত মুসলমানও আশা করি কোরাণ অপেক্ষা সত্যের অধিকতর সম্মান করেন। কয়েক মাস হইতে "নর্থ আমেরিকান রিভিউ" নামক পত্রিকাতে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম সম্বন্ধে করণেল ইঙ্গর্সল নামক একজন আমেরিকানবাসী নাস্তিক, ডাক্তার ফিল্ড নামক একজন প্রেসবিটিরিয়ান প্রচারক ও মহামতি গ্লাডষ্টোনের তুমুল বিতণ্ডা চলিয়াছে। এই বিতণ্ডার উপসংহারে উক্ত পত্রিকাতে যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বাইবেল পূজার দিনের অবসান হইয়াছে,এবং বাইবেলকে সত্যের উপরে স্থান দিলে নাস্তিকের সমালোচনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিক কোন পুস্তক বা কোন মনুষ্যের অধীন হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষণ করিলে মানবাত্মার উন্নতির সম্ভাবনা অনেক অধিক। অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্ম্ম ভাব সম্বন্ধেও মানব জাতির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। আর সকল বিষয়েই উন্নতি হইল, অথচ ধর্ম্মে উন্নত হইল না, ইহা অসম্ভব। মানবের প্রকৃতির এক দিক্ উন্নত করিতে গেলে অপর দিক্ গুলির প্রতি অল্প বা অধিক হউক মনোযোগ দিতে হইবে। দিন দিন যে বিজ্ঞান, সভ্যতা ও শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্ম ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন লোকের গোঁড়ামি ও অনুদারতা অনেক অল্প ইহা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা ধর্ম্ম বিভাগের উন্নতি অপেক্ষাকৃত অল্প ইহাই আমরা বলিয়াছি। (ক্রমশঃ)

প্রকৃত ধর্ম্ম।

প্রকৃত ধর্ম্ম বাহিরের ব্যাপার নহে। পৃথিবীর লোকে সাধারণতঃ বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া বিচার করে বলিয়া, যাহার জীবনে ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি দেখিতে না পায়, তাহাকেই ধার্ম্মিক শব্দে অভিহিত করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যের অভিধানে ধার্ম্মিক শব্দের অর্থ অন্যরূপ। প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত প্রাণযোগে যুক্ত হওয়া—বিশ্বাস চক্ষে তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিয়া হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি তাঁহার চরণে অর্পণ করা এবং বিনীত ভাবে তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রাণ পণে তাহা পালন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। এবং যিনি ইহাকে জীবনের লক্ষ্য জানিয়া অনন্যদৃষ্টিতে এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। এক প্রকার চলন সই নিষ্ঠা, সাধুতা ও উপাসনাশীলতা আছে পরমেশ্বরের সহিত যাহার প্রত্যক্ষ কোনও সম্বন্ধ নাই। অনেকের ধারণা এই যে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনুপস্থিত ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া আরাধনা ও প্রার্থনাব্যঞ্জক ভাষা মুখে অথবা মনে মনে ব্যবহার করিলেই এবং মোটামুটি সচ্চরিত্র থাকিয়া সমাজসংস্কার ও পরোপকারাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই যথেষ্ট ধর্ম্ম সাধন করা হইল। তাঁহারা মুখে ঠিক্ এই কথা বলুন আর না বলুন, তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় না যে তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে ধর্ম্মের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কোনও আদর্শ আছে। যাঁহারা এইভাবে ধর্ম্ম সাধন করেন তাঁহাদের জীবনে বড় একটা জোয়ার ভাঁটা দেখিতে পাওয়া যায় না; তাঁহাদের হৃদয় গভীর ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা উদ্বেলিতও হয় না এবং শুষ্কতার কঠোর যন্ত্রণায় দগ্ধও হয় না। ধর্ম্মজীবনে যে সরসতা ও শুষ্কতা বলিয়া কোনও জিনিস আছে তাহা তাঁহারা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। ইহাদের মতে ভাবোচ্ছ্বাসের বিশেষ কোনও মূল্য নাই। ইহারা কলের ন্যায় যথা সময়ে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু ইহারা ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার যে প্রত্যক্ষ কোনও সম্বন্ধ আছে, পরমাত্মা অনন্তস্বরূপ হইয়াও যে ক্ষুদ্র মনুষ্যকে নিজ শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করেন, সরল সাধকের প্রাণে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া তাহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া ফেলেন, তাহা বিশ্বাস করেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে ইহারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরাদেশ উপলব্ধি করিতে পারেন না, অথবা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না। ইহারা নিষ্ঠাবান্, সচ্চরিত্র ও কর্ত্তব্য পরায়ণ লোক হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের যাহা লক্ষণ, প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা ইহাদের জীবনে নাই।

আর এক প্রকারের ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় যাহা কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। উচ্ছ্বাসেই তাহার জীবন, উচ্ছ্বাসের অভাবেই তাহার লয়। এইরূপ ধর্ম্মে যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা ভাবোচ্ছ্বাস, ক্রন্দন ও চীৎকারাদিকেই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব মনে করেন। ইহারা সঙ্কীর্ত্তনাদিতে সহজে উন্মত্ত ও অধীর হন, কিন্তু গভীর ধর্ম্মসাধনের নাম শুনিলে সরিয়া পড়েন। একদিকে যেমন সহজে ইহাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, অপরদিকে তেমনি সহজে ইহাদের প্রাণের ভাবস্রোত শুষ্ক হইয়া যায়। ইহারা নিষ্ঠার সহিত কোনও সাধন অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন না। আজি যাহা ধরিলেন, কালি যদি তাহা ভাল না লাগিল তবে অমনি তাহা ছাড়িয়া দিয়া অন্য একটা কিছু গ্রহণ করিলেন। সাধনের জন্য যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তাহা ইহাদের জীবনে নাই। ইহাদিগকে ধর্ম্ম-বিলাসী বলিলে কোনও দোষ হয় না। ইহারা ধর্ম্মরাজ্যের আদুরে ছেলে; যেখানে কষ্ট আছে তাহার দিক্ দিয়াও যান না, কেবল মধুকরের ন্যায় এখানে সেখানে ধর্ম্মের মধুটুকু অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। ইহারা কেবল ঈশ্বরের আনন্দ ও প্রেমের দিক্ দেখিতে চান, তাঁহার অন্যান্য স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা তত সুবিধা জনক মনে করেন না; কারণ, তাহা করিতে গেলে অনেক সময় সুখের ব্যাঘাত হয়। স্থূলদর্শী লোকে ইহাদিগকে ধার্ম্মিক মনে করিতে পারে, এবং অনেক সময় করিয়াও থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে ইহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হয়েন না। কারণ, ধার্ম্মিকের যাহা প্রকৃত লক্ষণ, ধর্ম্মজীবনের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক তাহা ইহাদের জীবনে নাই।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের লোককে বরং একদিন ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে, আর এক শ্রেণীর লোককে ধর্ম্ম সমাজে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় যাঁহাদিগকে কি বাহ্যিক কি আধ্যাত্মিক কোনও ভাবেই ধার্ম্মিক বলা যায় না। ইহারা এক সময় কোনও কারণে নিজের পূর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্মে বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন, তাহার পর ধর্ম্মের সহিত, সৎকর্ম্মের সহিত, উপাসনার সহিত, সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া পূর্ণ মাত্রায় সংসার সাধন করিতেছেন। ইহারা দিনান্তে একবার ঈশ্বরের বিষয় চিন্তাও করেন কিনা সন্দেহ। ইহাদের অধিকাংশ সময় সংসারচিন্তা এবং অনর্থক ক্রীড়াকৌতুক বা আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হয়। এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা ধর্ম্ম সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়া থাকে। নিতান্ত ক্ষোভের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজরূপ জীবন্ত ধর্ম্মবিধানের মধ্যেও এরূপ লোকের অভাব নাই। এরূপ লোক যাহাতে সমাজে প্রশ্রয় না পায়, ধর্ম্মসমাজে আসিয়া নিরীশ্বর ভাবে জীবন কাটাইলেও কোনও অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না এ বিশ্বাস যাহাতে লোকের মনে স্থান না পায়, তাহার জন্য বিশেষ উপায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য সাধন যদি প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, ভাবোচ্ছ্বাস যদি প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, তবে প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ কি? পূর্ব্বোক্ত দুইটীর কোনওটিই যদি ধর্ম্মের জন্য অত্যাবশ্যক নহে, তবে ধর্ম্মের জন্য অত্যাবশ্যক কি?—বিশ্বাস ও অনুরাগ, যে বিশ্বাসে মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার হয়, যে বিশ্বাসে মানুষ দিব্যচক্ষু পায়, যে বিশ্বাসে মানুষ নবজীবন লাভ করে, যে বিশ্বাসে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎভাবে সম্মিলন হয় এবং ক্ষুদ্র মানুষ আপনাকে ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া অনুভব করে, যে বিশ্বাসে প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয় সেই বিশ্বাস, এবং যে অনুরাগে

মানুষকে ঈশ্বরের চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ করে, যে অনুরাগে মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া কেবল প্রভুর আদেশ পালনের জন্যই ব্যস্ত হয়, যে অনুরাগে মানুষের ক্ষুদ্র ইচ্ছা সেই অনন্ত স্বরূপের ইচ্ছার সহিত মিলিয়া যায়, যে অনুরাগে সমস্ত সংসারকে পবিত্র প্রীতির চক্ষে দেখা যায়, যে অনুরাগে প্রভুর নাম, সহবাস ও আদেশপালন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম হয়, সেই অনুরাগ—এই দুইটী ধর্ম্মের প্রাণ, এই দুইটী প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ। এই বিশ্বাস ও অনুরাগ যিনি পাইয়াছেন তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন লাভ করিয়াছেন। তিনি আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন না, অথচ তাঁহার জীবনের প্রভাবে শত শত আত্মা নবজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। ইনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম প্রচারক। ইনি ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের সহিত প্রাণযোগে যুক্ত হইয়া জীবন্ত ধর্ম্মের উৎস প্রাণে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্বাস ও অনুরাগ যাঁহার নাই তাঁহাকে যিনি ধার্ম্মিক বলিতে চান বলুন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শ অনুসারে তিনি কখনই ধার্ম্মিক পদবাচ্য হইতে পারেন না।

উপলব্ধি সূত্র।

আমাদের দুঃখ এই যে যাহা পাই, তাহা থাকে না। যাহা পাই তাহা তবে কোথায় যায়? জড়জগতে এক বিন্দু শক্তি বৃথা নষ্ট হয় না, যাহা এখন জলাকারে আছে, তাহা বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে,কিন্তু জলান্তর্গত শক্তির একেবারে লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আধ্যাত্মিক জগতে কি এই রূপ শক্তি সংরক্ষণী (Conservation of Energy) কোন নিয়ম কার্য্য করে না?

উপাসনা করিলাম, মন ভাবে ও তেজে পূর্ণ হইল। খানিক পরে দেখি মন খালি খালি হইয়া গিয়াছে। কোথায় গেল সেই উপাসনালব্ধ ভাব ও তেজ? সাধকমাত্রেই এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। লোকে বলে শ্রী চপলা, সাধক বলেন, ভাব সুন্দরী চঞ্চলা। "কে বাঁধে বিতংসে কেশরীকে" কে বাঁধে ভাব ও তেজকে? বায়ুর মত, প্রবৃদ্ধ জলোচ্ছ্বাসের মত হুড় হুড় করিয়া ভাব আসিল, কোথা হইতে আসিল, কেহ জানে না—কিঞ্চিৎ পরে সমীরণ নিবৃত্ত হইল, ভাবোচ্ছ্বাস সরিয়া গেল, কোথায় গেল কেহ জানে না।

তার পর দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, সে অতীত ভাব ও তেজের চিহ্ন মাত্র নাই। একদিন দেখি যে সহসা তাহার স্মৃতি প্রবলভাবে জাগ্রৎ হইল, আর ঐ জাগ্রৎ স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব ও তেজ ফিরিয়া আসিল। সে ভাব ও তেজ তবে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কতক তৎকালীন ব্রতপালন, সৎপ্রতিজ্ঞা ও সাধুকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল, আর অবশিষ্টকে আকাশ গ্রাস করে নাই, উহা প্রাণের নিভৃত এক কন্দরে প্রচ্ছন্নভাবে সুবিধা অপেক্ষা করিতেছিল, সুবিধা পাইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং প্রাণকে ভাসাইয়া দিল। ভাবোচ্ছ্বাস প্রেমোচ্ছ্বাস তবে হয় ও যায়, একথা ঠিক সত্য নহে—হয় ও লুকাইয়া থাকে, দেখিতেছি এই কথাই সত্য।

কবে সুবিধা হইবে—কবে লুক্কায়িত ভাব ও তেজোরাশি বাহির হইবে, কে তদ্দিন অপেক্ষা করে? আমার এখনি চাই যে উহা ফিরিয়া আসুক। আমার বার মাস বন্যা ও উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন। আমি ত নিম্নভূমি নই যে বর্ষাকালে একবার জল আসিলেই এত জলে পূর্ণ হইব যে সম্বৎসর কাটিয়া যাইবে। আমি যে উচ্চডাঙ্গা আমাতে ঘন ঘন বন্যার প্রয়োজন।

কেহ চরকা ঘুরান কি দেখিয়াছেন? ঠাকুর মায়া ছেনর ছেনর করিয়া চরকা ঘুরাইতেন, বোধ হয় অনেকেরই মনে থাকিবে। চরকা বন বন করিয়া ঘুরিতেছে, কিছুতেই চরকা থামে না। চরকা যিনি ঘুরাইতেছেন তিনি নীরবে সূত্র ধরাইয়া দিতেছেন চরকার গতি অবিরাম চলিতেছে। যেই যেইন সূত্র ছিঁড়িয়াছে অমনি চরকা থামিয়া গেল। আবার সূতা না পরাইয়া দিলে, চরকা ঘুরান কেবল ঘুরানই সার হইবে, কাজ হইবে না।

উপাসনায় উপলব্ধি সূত্রের জন্য। জীবন চরকা ঘুরিতেছে, উপলব্ধি সূত্র তাহার উপর জড়ান রহিয়াছে সূত্র যেই ছিঁড়িয়া যায় অমনি জীবন চরকা বন্ধ হয়—কেননা উপলব্ধি সূত্র না থাকিলে জীবনকে ঘুরাইবে কে? উপলব্ধি সূত্র বিনা জীবন নির্ব্বাহ সূত্রহীন চরকা তাড়নের মত নিষ্ফল। আধুনিক সেলাইয়ের যন্ত্র সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য।

তুলা যথেষ্ট। সময়ে সময়ে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে ভাব তেজ রূপ তুলা যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। সেই তুলা হইতে আমরা উপলব্ধি সূত্র প্রস্তুত করি। অভাব কেবল দৃষ্টি রাখার। কখন সূত্র ছিঁড়িয়া গেল সে দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। তীক্ষ্ণ চক্ষু চাই। যেই সূত্র ছিঁড়িয়াছে অমনি নূতন সূত্র পরাইয়া দিতে হইবে। যাই উপাসনার ভাব মলিন হইয়া যাইতেছে, অমনি সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা উজ্জ্বল করিতে হইবে। উপলব্ধি বা যোগ সূত্র যাই ছিন্ন হইল, অমনি প্রাণ দিয়া আবার নূতন সূত্র লাগাইয়া দিতে হইবে। ভক্ত, সাধক বা যোগী যাঁহারা তাঁহারা সূত্র ছিঁড়িলে পরাইয়া দেন, আমরা দিই না। ভক্ত সাধকের ও আমাদের মধ্যে তাই এত প্রভেদ।

এই সূত্র যে রাখিতে পারে তাহার বার মাস বসন্ত, সকল রজনীই পূর্ণিমার রজনী। ভাব আসিবামাত্র তাহার ঘরে বন্দী হইয়া যায়। তেজ আসিবামাত্র তাহার অন্তরস্থ হয়। ঈশ্বর সংস্পর্শে যাই তাড়িতের উৎপত্তি হইল, অমনি সে তাহাকে প্রাণের রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া লইল। আর কোথায় পলাইবে?

লোকে বলে কর্ম্মসূত্র ছাড়ে না, কর্ম্মবন্ধ স্বর্গেও কর্ম্মীর অনুসরণ করে, আমরা বলি যে যোগসূত্রই প্রকৃত নিত্য সঙ্গী। ভাল করিয়া যদি লাগান যায়, তাহা হইলে কার সাধ্য উহা ছিন্ন করে? এক ভক্তির তরঙ্গ লাগিয়া ভববন্ধন ছিন্ন হয়—যোগসূত্র ভাল করিয়া বাঁধিতে পারিলে শত সংসার তরঙ্গের উপর দিয়া জীবন তরণী চালান যাইতে পারে।

সাধনার অবস্থায় সূত্র বারবার ছিঁড়িবে, তাহাতে চিন্তিত হইবে না। এই ছিন্ন হওয়াই শিক্ষা ও সাধন। শিক্ষা হইলে ভাব তেজ ও তাড়িতশক্তি তোমার সাধন ঘরে বাঁধা থাকিবে।

পূজার আয়োজন।

হে পরম পূজনীয়, যতদিন তোমার পূজা অধ্যাত্ম শরীরের অন্ন পান না হইতেছে, তত দিন কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? পূজার পূর্ব্বে অনেক সময় দেখি, যে মন চঞ্চল ও অসার সংসার চিন্তা ও কল্পনায় পূর্ণ রহিয়াছে। চেষ্টা করিয়া সে সকল জঞ্জাল দূর করিতে হয়। পূজা অনেক সময়ে কর্ত্তব্যের অনুরোধে হয়। অনুরাগের উচ্ছ্বাসে যে সহজ পূজা আপনা হইতে উঠে, সে পূজা কয় দিন জীবনে ঘটে? কঠোর কর্ত্তব্যানুরোধের পূজায় প্রাণ তৃপ্ত হয় না। আবার যদি বা সরস পূজা হইল, সে পূজার ভাব অল্পক্ষণ পরেই অন্তর্হিত হয়। পূজার ভাবে বিভোর হইয়া দিবা নিশি থাকিতে পাওয়া আজও ভাগ্যে ঘটে নাই। হে পরমারাধ্য! তোমার জগৎপাবনী পবিত্রতা প্রাণে জাগ্রৎ কর যে পূজা স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া উঠুক। বসিতে না বসিতে প্রাণ তোমার প্রকাশে যদি পূর্ণ, কম্পিত ও মুগ্ধ না হইল, তবে কি পূজা হইল? মন প্রাণ অষ্ট প্রহর যদি তোমার দিকে ঝুঁকিয়া না রহিল, তোমার পদানত না হইল, তবে কি পূজার ভাব পাইলাম? যে ভাবে তোমার পূজা করি, তোমার পূজক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। তোমার প্রেমিক ভক্ত বৃন্দ যেমন করিয়া তোমার পূজা করেন, তেমনি করিয়া আমাকে পূজা করিতে শিখাও। তোমার পূজারূপ সূর্য্য প্রকাশিত হইলে হৃদয়রূপ কুসুম নিশ্চয়ই ফুটিয়া উঠিবে। তুমিও সে কুসুম লইবার জন্য ব্যস্ত, আমি তাহা ফুটে না বলিয়া ক্লিষ্ট। তোমার ইচ্ছা ও আমার মনোরথ উভয়ই পূর্ণ হউক।

প্রভু, অসার চিন্তা বড় পীড়ন করিতেছে। উচ্চতর অবস্থায়ও আমার অজানিত ভাবে উহারা আমার মনে প্রবেশ করিয়া যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দেয়। আমি সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে উহারা আমার ঘরে চুরী করিয়া প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করে। এ শত্রুকুলকে কিরূপে ধ্বংস করি? ইহারা ক্ষুদ্র শত্রু বটে, কিন্তু ইহাদের দংশনে আমি অস্থির হইয়াছি। উপাসনার সময়ে যখন আমি তোমার কাছে বসি, তখন কেন সংসার আসিয়া আমাকে জ্বালাতন করিবে? প্রভু সংসারের অনিত্যতা ও অসারত্ব আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেও, সংসারের আধিপত্য তাহা হইলে অচিরে বিনাশ পাইবে। "আমি কার, কে আমার, কারে দেখিব স্বপন"? "মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং" কেন আশু প্রবেশ করি না! তুমি সকলের মূলাধার ও কারণ, তুমি সকলের আশ্রয় ও অস্তিত্ববিধাতা। তোমাকে ছাড়িয়া কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক নাই। কার সংসার? আমি মনে করি আমার কিন্তু আমার ত নহে। তোমার সংসারের জন্য ভাবিতে হয় তুমি ভাবিবে আমি কেন ভাবিব? বৈরাগ্য অনল জ্বাল। হে বৈরাগীর চূড়ামণি, নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার পরমেশ্বর! বৈরাগ্যের মন্ত্র তন্ত্র শিখাও যে বিলাস প্রিয় মন বিষবৎ বিলাস ও অযথা সুখ কামনা পরিহার করুক।

আমার ভাই ভগিনীর অভাব কি? জগতের তাবৎ নর নারী আমার ভাই ভগিনী—আমার পিতার পুত্র কন্যা, তবে কেন আমি আমাকে একাকী মনে করি? বিশ্বময় আমার নিকট কুটুম্ব, আত্মীয় ও পরিবার রহিয়াছে, আর আমি কেবল আমারই কিসে ভাল হইবে তাহাই ভাবিতেছি। জগতের তাবৎ নরনারী যে তোমার বিরহে অল্লাধিক পরিমাণে কষ্ট পাইতেছে, সে জন্য আমার ভাবনা হয় না কেন? জগতের নর নারীকে পর করিয়া মনের বাহিরে রাখিয়াছি বলিয়া তোমার পিতৃত্ব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না! শত সহস্র লোক ও ভাবিবার বিষয় থাকিতে আমি যে কেবল আমার বিষয় ভাবিব ইহা অতিশয় অন্যায়। এই অন্যায়ের জন্য প্রেমস্রোত প্রমুক্ত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে না। দয়াল পিতা, দয়া কর, তোমার বিশ্বব্যাপী উদার প্রেমের কণিকা মাত্র আমাকে দাও, সেই কণিকা সিন্ধু হইয়া আমাকে জগদ্বাসী নরনারীর দ্বারে লইয়া যাইবে। পর যতদিন না আপনার হয় ততদিন আপনি আপনার পর থাকিব। "স্বার্থোন্নতির জঘন্য গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাও, যেন আমি তোমার ন্যায় তোমার বিশ্বের জন্য জীবিত থাকি।

হে অমৃত, যাহা যায় তাহা যাউক, তোমার অবর্ণনীয় সহবাস সুধা হইতে আমাকে ত কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তবে আমার চিন্তা কি? তুমি যে আমাকে মাঝে মাঝে স্বর্গে লইয়া যাও আমি কি তাহা অস্বীকার করিতে পারি? যখন আমার অসাধু রসনা তোমার পবিত্র কথামৃত বিকীর্ণ করে, এবং অন্ততঃ দুই একটী আত্মাও তাহা সাদরে গ্রহণ করে, তখন আমি নিরাশ হইব কেন? আমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমার যতটুকু করা উচিত, আমি যেন ততটুকু করিতে পারি। আমার সময় অল্প, সংসারের কাজ করিতে আমার অধিকাংশ সময় কাটে—আমি সেই অল্প সময়েরই যেন পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারি। সেই সময়ের মধ্যে তোমার দিকে ও তোমার পুত্র কন্যাদিগের দিকে যতদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে ততদূর যেন অগ্রসর হইতে পারি। সময়ের অল্পতার দোহাই দিয়া যেন আলস্য ও বিশ্রাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করি। আমাকে সহিষ্ণু হইয়া সাধন করিতে দাও, তোমার কাছে যাহা পাই, বিনীত মস্তকে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে দাও। যে প্রাপ্ত দান সামান্য বলিয়া অনাদর ও অবহেলা করে সে নিশ্চয়ই সে দানের উপযুক্ত নহে। তুমি যাহা দিয়াছ তাহাই যথেষ্ট, তাহার জন্য আমার আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর অধিক দান দেওয়া না দেওয়া তোমার হাতে। ব্যস্ত ও নিরাশ হইয়া কেন আমি অকৃতজ্ঞতা অপরাধে আত্মাকে কলঙ্কিত করি?

তোমার নিকট আমার আর মান অপমান কি? শতবার আমার দৃপ্ত মস্তককে তুমি ভূতলে লুণ্ঠিত করিয়াছ, সহস্র

বার তুমি আমাকে ধূলি চুম্বন করাইয়াছ। তোমার হাতে যাঁর জীবন মরণ তোমার কাছে তার আর অপমান কি? আমি চির দিনই তোমার সহবাসের কাঙ্গাল, তোমার সংস্পর্শের ভিখারী। তোমার অঞ্চলের তাড়িত বায়ুর এক ক্ষুদ্র হিল্লোলেই আমার প্রাণ বিকম্পিত হইয়া উঠে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব কোথায়? আমি তোমার একান্ত অধীন, তোমা হইতে বিচ্যুত হইলে আর আমাতে আমি থাকি না। আমি তোমার কাছে কোন্ মুখে মর্য্যাদা ভিক্ষা করিব? আমি চাই না যে তুমি আমাকে বড় লোক কর আমাকে গৌরবান্বিত কর, আমি চাই যে আমার দাসত্ব অনন্ত কালের জন্য হউক—আমার মস্তক চিরদিনের জন্য ধূলি চুম্বন করুক। উহাই আমার গৌরব, উহাই আমার মর্য্যাদা। আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে তোমার নিকৃষ্টতম ভৃত্যবর্গের মধ্যে যেন আমি গণ্য হইতে পারি। আমার কি এমন বিদ্যা বুদ্ধি, সাধন ও শক্তি আছে, যে উচ্চ সাধকদিগের পদবীতে আরোহণ করিতে পারিব?

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ছাত্র সমাজ।

ঢাকার পূর্ব্ব বাঙ্গলা ছাত্র সমাজের সপ্তম বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।—২১শে ভাদ্র অপরাহ্ণ ৫ টার সময় প্রচারক নিবাসে ও সমাজ প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপরে ৭ টার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন "ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সর্ব্ব প্রথমে তিনি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বহুল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের মত উল্লেখ করেন। এই উৎসবের প্রারম্ভে সকলকে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়া বলেন, ব্রহ্ম না আসিলে কাহাকে লইয়া উৎসব করিব? তিনিই যে সব, তিনি ব্রহ্মোৎসবের দেবতা। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

২২শে ভাদ্র—প্রাতে ৬॥ টার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। উপাসনা অতি মধুর হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে ৫টার সময়প্রচারক নিবাসে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল; বৃষ্টির জন্য সংকীর্ত্তনের ব্যাঘাত হইয়াছিল। তৎপরে সন্ধ্যার সময় বাবু রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি বাইবেলের Bridegroom এর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে,কখন তাঁহার সহিত দর্শন হয় তাহার ত কিছুই স্থিরতা নাই।

২৩শে ভাদ্র প্রাতে পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। অপরাহ্ণে ৫ টার সময় সমাজ প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন "ভক্তি ও ভক্ত" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ভক্তিতত্ত্বের সমস্ত বিষয় গুলি সুন্দররূপে বিবৃত করেন। এই দিন অপরাহ্ণে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের উৎসবে আগমন করেন।

২৪শে ভাদ্র—প্রাতে বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অপরাহ্ণে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হইয়াছিল, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় এ বেলাও উপাসনার কার্য্য করেন।

২৫শে ভাদ্র—সমস্ত দিন উৎসব। সকলেই বিশেষ ভাবে উৎসব ভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই ছাত্রগণ ও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সমাজে সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। প্রত্যুষে ৫ টার সময় সমাজ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। তাহাতে সকলের প্রাণকে সেই পূর্ণ হৃদয়েশ্বরের দিকে তুলিয়া দিতে লাগিল। যতই সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল ততই ভাব গাঢ় হইতে লাগিল। তারপর রামকুমার বাবু উপাসনা করিলেন। উপাসনা ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। উপাসকদিগের প্রাণও সেই পরিমাণে আর্দ্র হইতে লাগিল। প্রায় ৯॥ টার সময় উপাসনা সমাপ্ত হইল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যত দিন মানুষ কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করে তত দিন তাহা প্রকৃত উপাসনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কল্পিত উপাসনায় কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু যখন তাহার সত্য উপাসনা হয়, যখন সে প্রাণে সত্য সত্যই পরমেশ্বরকে অনুভব করে তখনই তাঁহাকে চিনিতে পারে। সত্য উপাসনা হইলে সে কৃতার্থ ও ধন্য হয়।

তাহার পর অনেকগুলি ছাত্র একত্র হইয়া বসিলে কবীরের গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। তৎপরে সকলে আহারের জন্য গৃহে গমন করিলেন। ১ টার সময় পুনরায় সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে ছাত্র ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণ দ্বারা গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় মাধ্যাহ্নিক উপাসনার কার্য্য করিলেন। তৎপরে বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃত ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে শ্লোক সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহার পর কবীরের গ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইল। একটি সঙ্গীত হইলে পর ছাত্রসমাজের জনৈক সভ্য নীতিশিক্ষা বিষয়ে একটি রচনা পাঠ করেন। তদনন্তর "ছাত্রসমাজের জীবন" সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র রচনা পঠিত হয়। রচনা পাঠের পর ঢাকা ছাত্রসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বাবু শিবনাথ দত্ত,ছাত্রসমাজের সভ্যগণ ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। বর্ত্তমান সময়ে সকল স্থানের ছাত্রদের মধ্যে যে একটা সৎকার্য্যের প্রতি ঘৃণার ভাব আসিয়াছে যে একটা "Scoffing Tendency" আসিয়া পড়িয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ সতর্ক হইবার জন্য তিনি সভ্যগণকে অনুরোধ করেন। অপরাহ্ণে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

প্রথম কয়েকটি সংকীর্ত্তন হইলে পর পরদিন যে নগর সঙ্কীর্ত্তনটি হইবে সেইটি গাওয়া হইল। গাইতে গাইতে সকলে উন্মত্ত হইয়া গেলেন। শত শত কণ্ঠে ভগবানের নাম ধ্বনিত হইতে লাগিল, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। রাত্রে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনা অতি গভীর হইয়াছিল। উপদেশে তিনি কয়েকটি সুন্দর কথা বলেন।—ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে কি চাই?—প্রেম?—ভক্তি?—না তাহা নয়। তাহাই যদি হইল তবে আবার ধর্ম্মসাধন করিব কিসের জন্য? প্রেম ভক্তি লাভের জন্যই ত ধর্ম্ম সাধন করি। তবে এখন চাই কি?—চাই ব্যাকুলতা। প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা না হইলে ধর্ম্ম সাধন হওয়া অসম্ভব কথা। তাঁহাকে লাভ করার জন্য বিশেষ আগ্রহ চাই। এই ব্যাকুলতা হইলেই প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে। প্রার্থনা কি? কতক গুলি সাজান সুন্দর সুন্দর কথা? না তাহা নয়। প্রার্থনা প্রাণের জিনিস। প্রার্থনার জন্য বাক্যের দরকার নাই। প্রাণ ব্যাকুল হইলে, প্রাণের মধ্য হইতে যে এক নির্ব্বাক্ আন্তরিক প্রার্থনা উঠে তাহাতেই ধর্ম্ম সাধন হয়। তাহা না হইলে সাজান মুখস্থ প্রার্থনায় কিছু হয় না। প্রার্থনা কথার জিনিস নহে। ভগবানের নামের অতি আশ্চর্য্য মহিমা। সেই নাম যদি একবার প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত করিতে পারি তবেই উদ্ধার পাই।

সোমবার ২৬ শে ভাদ্র—অপরাহ্ণ ৪।। টার সময় সমাজ মন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। বাঙ্গালা বাজার, দিক্‌বাজার, আগুাঘরের ময়দান, নবাবপুর, মালিটোলা, বংশাল, তাঁতিবাজার, ইসলামপুর, পটুয়াটুলী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আবার সমাজে প্রত্যাগমন করা হয়। সংকীর্ত্তন অতি মধুর হইয়াছিল। একটি হৃদয় ও সেদিন কঠিন ছিল না। যখন শত শত কণ্ঠে দয়াল নাম গীত হইতে লাগিল তখন বোধ হইল যেন ভগবানের কৃপা আজ সকলের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। সকলে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমরা ধন্য হইলাম। সমাজে প্রত্যাগমনের পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নাম কীর্ত্তন, ও সঙ্গীত, উপাসনা প্রভৃতি হইয়াছিল।

মঙ্গলবার ২৭শে ভাদ্র। অদ্য অপরাহ্ণ ৭টার সময় সমাজ গৃহে নগেন্দ্র বাবু "ধর্ম্মের খোসা ও শাঁস" বিষয়ে একটি অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শত শত লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছে তজ্জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন; জাতিভেদের কুপ্রথার প্রতিবাদ করেন ও ভারতের বর্ত্তমান নীতিহীনতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, এই সময়ে যে নীতিহীনতার ভাব আসিয়াছে তাহার নিরাকরণের জন্য হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলেরই উচিত। সকলেরই পবিত্রতাকে নীতিকে পুনরায় ভারতে [illegible] স্থাপন করিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

এবারকার উৎসবে সকলেই পরমেশ্বরের কৃপা অতি গভীর ভাবে সম্ভোগ করিয়াছেন।

এবারের উৎসবের সুচারুরূপ বন্দোবস্তের জন্য ছাত্র সমাজের সহকারী সভাপতি ও সহকারী সম্পাদক এবং সভ্যগণ যে অশেষ যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ।

নিম্ন লিখিত প্রণালীতে বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

৯ই আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ণ সাত ঘটিকার সময়ে সমাজ মন্দিরে স্থানীয় প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় "জীবন্ত ও মৃত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে আশাতীত লোক আহ্লাদিত হইয়াছিল। বক্তৃতাটী বেশ উপযোগী হইয়াছিল। বক্তৃতার পরে সঙ্গীত ও প্রার্থনা করা হয়।

১০ই আষাঢ় শনিবার— বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম দিন। এই দিন প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা ও সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন হয়। প্রত্যূষ সময় হইতেই বর্ষা হওয়াতে এখানকার অনেক উপাসক যোগ দিতে পারেন নাই। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পরেও সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হয়। স্থানীয় প্রচারক বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১১ই আষাঢ় রবিবার।—অদ্য অপরাহ্ণ তিনটার পরে সমাজ মন্দির প্রাঙ্গণে অন্ধ, খঞ্জ এবং অসমর্থদিগকে (১২৫ জনের ও অধিক হইবে) যথোপযুক্ত রূপে পয়সা দান করা হয়। এই দানের অধিকাংশ অর্থ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাতে এবং বৈকালে সমাজ মন্দিরে নিয়মিত রূপে সাপ্তাহিক উপাসনা এবং সঙ্গীত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বিগত ১৭ই ভাদ্র বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষ সময়ে মন্দিরে স্থানীয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সমবেত হয়েন। প্রচারক বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বৈকালে সন্ধ্যার পরেও অনেক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম বন্ধু সমবেত হয়েন। প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুই বেলাই আচার্য্যের উপাসনার পরে গিরিশ বাবু পিতৃদেবের স্নেহ মমতা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে গদগদ ভাবে প্রার্থনা করেন। উপস্থিত অনেকেই তাঁহার প্রার্থনার সরলতা ও জীবন্ত ভাবে বিশেষ রূপে তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮ই ভাদ্র মধ্যাহ্নে স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা বালক বালিকা এবং অনেক ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে জলাহার করান হয়। উপাসনা

এবং ফলাহার প্রভৃতি কার্য্য বেশ সুন্দরও পরিপাটী রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

নারায়ণ গঞ্জ।

"বরিশাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও অপর জনৈক ভদ্রলোক ভাদ্র মাসের প্রথমে ঢাকা হইতে বাটী প্রত্যাগমন করেন। তাঁহারা নারায়ণগঞ্জে আসিয়া ষ্টিমার পাইলেন না। পুনরায় ঢাকা প্রত্যাগমন না করিয়া অত্রত্য স্কুলের জনৈক শিক্ষক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এখানেই তাঁহার বাসাতে ২।৩ দিবস অবস্থিতি করেন। মনোরঞ্জন বাবুকে অত্রত্য ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; এবং ইতি পূর্ব্বেই তাঁহাকে ঢাকা হইতে আনাইবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু বাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান্ অভাবনীয় রূপে তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি অত্রত্য স্কুল গৃহে দুই দিবস বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম দিন অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য লোক সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিবস স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়, ছাত্রবর্গ ও অপরাপর লোক দ্বারা গৃহ প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহার সরল, সুমধুর, সারগর্ভ বক্তৃতা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। ইহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসেন। তাঁহার বক্তৃতাতেও সকলে অত্যন্ত প্রীত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণার্থ এপর্য্যন্ত যাঁহারা দান করিয়াছেন বা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল। এখনও অনেক অর্থের প্রয়োজন। সকলে এবিষয়ে সাহায্য করেন এই প্রার্থনা।

নিবেদক

৩২এ শ্রাবণ
১৫ই আগষ্ট, ১৮৮৮। } শ্রীকেদারনাথ কুলভি
বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ।

দাতৃগণের নাম।

নাম	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীল	২৫৲
„ প্রতাপ নারায়ণ সিংহ	১০৲
„ রাজেন্দ্রকুমার বসু	১০৲
মৌলবি আবদুল সামেদ	৫৲
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব ও অম্বিকা দেবী	৭৲
„ শিবচন্দ্র কুলভি	১৲
„ কেদারনাথ কুলভি	৪৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ	৫০৲
„ মনোমহন রায়	৪০৲
„ ক্ষেত্রমোহন সেন	১৫৲
„ গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	৪৲
„ কুলদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২৲
„ হরিহর মুখোপাধ্যায়	২৲
„ বিনোদবিহারী মণ্ডল	২৲
„ বসন্তকুমার নিয়োগী	১৲
„ উপেন্দ্রকুমার মিত্র	৪৲
„ রাজনারায়ণ রায়	১৲
„ ননিলাল ঘোষ	৫৲

মোট ৩৩৯ টাকা

সংবাদ।

ব্রাহ্মসমাজ।

জাতকর্ম্ম;—গত ১১ই ভাদ্র হরিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়ের প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীশবাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী;—ইনি ইঁহার কোনও বন্ধুর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে মেসেঞ্জার পত্রিকার নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে:—

"গত রবিবার আমি লণ্ডনের দক্ষিণস্থ ব্রিক্স্‌টন্ নামক স্থানের ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম যাজক রেভারেণ্ড মিঃ এন্‌স্‌ওয়ার্থের গির্জায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলাম। আমার পূর্ব্বে বাবু কেশব চন্দ্র সেন ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও এই গির্জাতে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। দুর্গামোহন বাবু ও পার্ব্বতী বাবু ও আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমি উপনিষদ্ হইতে তিনটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া তৎপরে ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী উপদেশ প্রদান করি। তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজের মত সকল বিশদ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। মিঃ এন্‌স্‌ওয়ার্থ এই উপলক্ষে আমাকে ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে বলিয়াছেন,—'আপনার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী ও ওজস্বী হইয়াছিল। অনেকেই আমার নিকট আপনার বক্তৃতার প্রশংসা করিতেছেন।'

প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস;—ইনি মধ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং ২৫ এ ভাদ্র প্রাতঃকালে মাসিক সমাজে ও সেই দিন সায়ংকালে সাপ্তাহিক সমাজে উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন।

ব্রাহ্ম বন্ধু সভা,—গত ২১ এ ভাদ্র বৃহস্পতি বার

ব্রাহ্মবন্ধু সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে বাবু হীরালাল হালদার "ব্রাহ্ম সমাজে হিন্দুভাবের প্রত্যাবর্ত্তন" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ;—ইনি ঢাকা ছাত্র সমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ঢাকায় গিয়াছেন।

মৃত্যু ;—সুবোধ পত্রিকা হইতে মেসেঞ্জার নিম্নলিখিত ঘটনাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে মিষ্টার বিনায়েক বাপুজী ভাণ্ডারকার বিগত ১০ই ভাদ্র পুনায় মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন পাইতেন এবং অনেক দিন ধরিয়া পুনা প্রার্থনা সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।"

দান ;—প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত বগুড়া হইতে লিখিয়াছেন যে কাকিনিয়ার রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর বগুড়া ব্রাহ্ম সমাজে এক শত টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য বগুড়া সমাজের সভ্যেরা রাজা বাহাদুরের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়াছেন।

চাঁদা আদায় ;—তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জারের বাকী চাঁদা আদায় করিবার জন্য বাবু হরিমোহন ঘোষাল সাধারণ সমাজের আফীস হইতে উত্তর বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছেন।

মেসেঞ্জার ;—সহযোগী মেসেঞ্জার ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে সহযোগী চিরজীবী ও সাধারণের অধিকতর প্রীতিভাজন হউন।

এজেণ্ট রংপুরের বাবু গোবিন্দ চন্দ্র গুহ মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। রংপুরস্থ বন্ধুগণ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কীয় আপন আপন সমস্ত দেয় তাঁহার নিকট প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

বিবিধ

ম্যাথিউ আর্নোল্ড বলিয়াছিলেন "পৃথিবীতে এমন দশ বর্গ মাইল দেখাও, যেখানকার লোক খৃষ্টান নহে অথচ যেখানে মানুষের জীবন ও রমণীর সতীত্ব নিরাপদে রক্ষা পায় তবে আমি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব।

আহমেদাবাদে মিষ্টার সেরারামনিধুমল যে সমাজ সংস্কার সভা সংস্থাপন করিয়াছেন তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সভা রেজেষ্টরি হইয়াছে এবং সভাগণের এখন পতিত সভ্যদিগকে শাসন করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। সহযোগী মিরর বলেন, যে বঙ্গদেশস্থ সমাজ সংস্কার সভা সকল আহমেদাবাদ সভার অনুকরণ করেন, ইহা প্রার্থনীয়। উক্ত সভা সকল যতদিন না রেজেষ্টরী হইবে ততদিন পতিত সভ্যদিগকে শাসন করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিবে না।

ল্যানসেট বলেন, যে আহারের পরই কাহারও নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। নিদ্রার সময় শরীরস্থ সকল যন্ত্রেরই ক্রিয়ার শৈথিল্য উপস্থিত হয়। হৃদয়ের রক্ত সঞ্চালনের গতি মন্দীভূত হয়, এবং মস্তিস্কের কতক কতক কার্য্য স্থগিত থাকে। পাকস্থলীও পরিপাক কার্য্যে বিশেষ শৈথিল্য করে। আহারান্তে চক্ষু মুদ্রিত করা যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহারা এই বেলা সাবধান হউন।

টাইমস নামক পত্রে সম্প্রতি তামাকু সেবনের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। অনেকের মত যে কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন্য, আলস্য, শিথিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি অনেক গুলি দোষ তামাকু সেবনের ফল। জর্ম্মেণিতে এবিষয়ে লোকের এত দৃষ্টি যে ষোড়শ বয়স্ক বালকদিগের রাজপথে ধূমপান করা রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ।

ব্রেজিলে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ব্রেজিলের সম্রাট দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া জগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সত্যের এইরূপে চিরকালই জয় হইয়া থাকে। এখন আমাদের দেশ হইতে দাসত্ব প্রথার সমান ক্লেশকর যে কুলি ধরার প্রথা আছে তাহা উঠিয়া গেলেই বাঁচা যায়।

(আর কারে ডাক্‌ব মা গো:—এই সুর)

তুমি গুরু আমি পড়ো, তুমি শিখাও আমি শিখি ;
তুমি বলাও আমি বলি, তুমি দেখাও আমি দেখি।
আমি যদি লিখি একা, আঁখর সব যে হয় বাঁকা,
বোঝা যায় না লেখা জোকা, শিব আঁকিতে বানর আঁকি।
হাতের ভিতর নিয়ে হাতে, লিখাও একবার জগৎ পাতে,
কাঁটাস্তরে বুলাও মোরে, আমি তোমার নামটী লিখি।
নর নারীর হৃৎ প্রস্তরে, লিখি লোহার কলম ধরে,
দয়াল নামে পাপী তরে, জন্মের মত লিখে রাখি॥

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিরচিত।

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে বাগআঁচড়া বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ নিম্নলিখিতরূপ মাসিক ও এককালীন দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি—

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ১৮৮৮।

বাবু কেদারনাথ কুলতি — খাঁকুড়া
শ্রীমতী সুমাজ মোহিনী রায় — মাণিকদহ

বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	২৲
,, রামচরণ পাল	রাঁচি	১৲
,, ত্রিপুরাচরণ রায়	ঐ	১৲
,, কালীশঙ্কর শুকুল	কলিকাতা	॥০
,, উমেশচন্দ্র দত্ত	ঐ	॥০
,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	ঐ	॥০
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	।০
,, বিপিনচন্দ্র পাল	ঐ	১৲
,, গুরুচরণ মহলানবীশ	ঐ	॥০
,, ভুবনমোহন ঘোষ	ঐ	॥০
,, নিবারণচন্দ্র গুপ্ত	রাঁচি	।০
,, অভয়চরণ বসু	ঐ	।০
,, বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠি	ঐ	॥০
,, নবকৃষ্ণ রায়	ঐ	১৲
,, সুখরাম সিংহ	ঐ	১৲
,, দীননাথ দত্ত	ঐ	১৲
,, মধুসূদন সেন	কলিকাতা	॥০
,, কানাইলাল সাহা	তিল্লী	২৲
,, জগদীশ্বর গুপ্ত	কুষ্টিয়া	৫৲
,, শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	১০৲
শ্রীমতী অম্বিকাদেব	ঐ	৫৲

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ্চ ১৮৮৮—গত প্রকাশিতের পর।)

বাবু অতুলচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, বিনোদবিহারী মজুমদার	ঐ	১৲
সম্পাদক ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন	টেঘরিয়া	৫৲
বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত	ফরিদপুর	৫৲
,, হরনাথ বসু	কলিকাতা	১৲
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু	ঐ	১৲
,, অভয়চন্দ্র নাগ	ময়মনসিংহ	৫৲
,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়	রাজারামপুর	৩৲
,, মোহিনীমোহন রায়	কলিকাতা	১॥০
,, নন্দলাল মিত্র	ঐ	১॥০
,, কৈলাসচন্দ্র সেন	ঐ	৭৲
জে, বন্দ্যোপাধ্যায়	কামান	৭৲
বাবু শ্যামলাল ঘোষ	কলিকাতা	২॥০
,, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী	নোয়াখালি	৩৲
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র পাল	শিলং	৪৲
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	কলিকাতা	২৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	বাঘ আঁচড়া	৩৲
বাবু চণ্ডিচরণ সিংহ	মুঙ্গের	৩৲
,, কালীনারায়ণ রায়	চাঁচল	৩৲
মিসেস এম্ মুখর্জী	জামুই	১৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	শিলেট	৬৲
বাবু নৃসিংহ মুরারি পাজা	বর্দ্ধমান	৩৲
,, গোকুলচন্দ্র মণ্ডল	ঐ	।০
,, পার্ব্বতীনাথ সেন	দিনাজপুর	২৲
,, আনন্দচন্দ্র সেন	মাহিগঞ্জ	৩৲
,, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডিব্রুগড়	৪॥০
,, পরেশনাথ বিশ্বাস	হরিপাল	৩৲
,, কেদারনাথ চৌধুরী	শিমলা	৩৲
,, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মজফরপুর	৩৲
,, হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	কলিকাতা	২॥০
,, গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার	ঐ	১৲
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত	ঐ	॥০
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	॥০
,, শিবচন্দ্র দাস	ভবানীপুর	১৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	গিরিধি	১১৲
বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী	কলিকাতা	২॥০
,, ভুবনমোহন রায়	ঐ	২॥০
,, মনোমোহন বিশ্বাস	ঐ	১৲
,, প্রতাপচন্দ্র নাগ	হাবাসপুর	৮৲
,, দ্বারকানাথ ঘোষ	কলিকাতা	১॥০
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী রায়	মানিকদহ	২৲
বাবু প্রকাশচন্দ্র দে	দেরাধুন	৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	রাঁচি	৩৲
বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রাঁচি	৬৲
,, মন্মথনাথ দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, শ্রীশচন্দ্র দে	ভবানীপুর	২৲
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, অদ্বৈতচরণ মল্লিক	ঐ	।।০
,, রজনীকান্ত তপাদার	টালিগঞ্জ	১৲
,, মোহিনীমোহন বসু	কলিকাতা	১॥০
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	॥০
,, রোহিণীকুমার দত্ত	শ্যামনগর	৩৲
,, কেদারনাথ মিত্র	কলিকাতা	২॥০
,, কালীপ্রসন্ন দাস	ঐ	১॥০
,, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালিয়া	৩৲
,, গঙ্গাদাস বসু	কলিকাতা	৩৲
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত	ঐ	॥০
,, শম্ভুচন্দ্র নাগ	খুলনা	৩৲
,, ভবানীনাথ বাগছী	বল্লা	৩৲
,, বাণীকান্ত রায় চৌধুরী	সকর	৬৲
,, দ্বারকানাথ মল্লিক	কলিকাতা	১॥০
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, শরচ্চন্দ্র বসু	ময়মনসিংহ	৬৲
শ্রীমতী জ্ঞানদাপ্রভা দে	ঐ	৩৲
বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	কলিকাতা	৬০

১৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৫ই আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিকপত্রিকা।

১১শ ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন সোমবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

তোমার(ই) আদেশে এ বিদেশে রই,
তব অনুরোধে সব জ্বালা সই,
মাঝে মাঝে কিন্তু গিয়া তব ঠাঁই
প্রেম কোলে মুখ লুকাইতে চাই।
বিবাদ প্রভেদ তুচ্ছ কথা ধরে
দেখি আজি হায় তব পুণ্য ঘরে,
তব মুখ পানে কেহ নাহি চায়
পুত্র হয়ে ভুলে আপন পিতায়।
কি হবে উপায় বিপদ সময়,
তুমি যদি রাখ তবে রক্ষা হয়;
কোলে চাপি' শির ধরহ সবার,
ঢাল পুণ্য শান্ত প্রেম অনিবার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

স্বর্গ কোথায়—খৃষ্টিয়ান লাইফ নামক সংবাদ পত্র বলেন, যে কিছু দিন পূর্ব্বে ফ্রান্স দেশস্থ রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি কার্ড বিতরিত হইয়াছিল।

স্বর্গগামী পথিকদিগের প্রতি উপদেশ—ছাড়িবার সময়—প্রত্যেক ঘণ্টা, উপস্থিত হইবার সময়—যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা, ভাড়া—প্রথম শ্রেণী,—প্রেম ও একখানি ক্রুশ; দ্বিতীয় শ্রেণী,—বাসনা ও বিবাদ; তৃতীয় শ্রেণী,—ভয় ও অনুতাপ। ডাকগাড়ী—প্রথম শ্রেণী, দৈন্য, শুদ্ধি ও বাধ্যতা। সাধারণ গাড়ী—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী, ধর্ম্মভাব, সাধনা ও অনুষ্ঠান, ঘোড়ার গাড়ী—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী, আদেশ পালন ও সামাজিক কর্ত্তব্য সাধন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন—যাতায়াতে টিকিট দেওয়া হয়। আমোদ আহলাদ করিবার জন্য কোন গাড়ী ছাড়া হয় না। যে সকল বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, ধর্ম্মসমাজরূপ মাতার কোলে তাহারা যদি যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে ভাড়া দিতে হয় না। সদনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যাদি যেন কেহ সঙ্গে না লইয়া যান। প্রথম ষ্টেসনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরও কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে গাড়ী এই জন্য ছাড়া হয় যে, সকল আরোহীই গাড়ীতে উঠিতে পারেন। সকল পথ দিয়াই গাড়ী চলে ও পথিকদিগকে লইয়া যাওয়া হয়।

স্বর্গ যে বাহিরে নয় ভিতরে, স্বর্গে যাইতে হইলে গাড়ীতেও চড়িতে হয় না, সিঁড়িতেও উঠিতে হয় না, একথা অনেকেরই মনে থাকে না। স্বর্গরাজ্য সংস্থাপকগণের একথা সর্ব্বদাই স্মরণ করা উচিত যে, উক্ত রাজ্য এই পৃথিবীতে স্থাপন করাই দেবতার আদেশ ও অভিপ্রায়।

ত্রিনীতিবাদ ও প্রায়শ্চিত্ত—ডাক্তার গ্রীনলীফ বলেন, যে "ত্রিনীতিবাদ একটী স্ববিরোধী স্থূল রকমের কল্পনা, এবং মানব চরিত্রের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভাবের মিশ্রণ।" বাস্তবিক উহাতে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা ও পুত্র, দেবতা ও মানবের অভিন্নতা কিরূপে সম্ভব জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত মতের পক্ষপাতীরা রহস্য বলিয়া উহা উড়াইয়া দেন। আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল বটে কিন্তু অনন্ত উন্নতিশীল বলিলে কালে উহা পরমাত্মাতে লীন হইবে ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। সান্ত কিরূপে অনন্ত হইবে? সসীম যদি অসীম হইতে পারিল, তবে অসীমের অসীমত্ব কোথায় রহিল? ঈশ্বর সন্তান মানব কিরূপে ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে? পিতার ক্রোধশান্তির জন্য পুত্ররূপ পরিগ্রহ কল্পনা। পরমাত্মা সদানন্দ ও পরম কৃপাময়, তাঁহাতে ক্রোধোদয়ের সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং পিতার পুত্রত্ব কল্পনা কেবল মানুষের কোপন স্বভাব ঈশ্বরে আরোপণ করা। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ অসঙ্গতি ও অসম্ভাবনা দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি অপরাধ করিলাম, আর এক জন তাহার কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিবে?

গোবধের বিরুদ্ধে আন্দোলন—কিছুদিন হইতে এখানে এই বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে। গত ৩১এ ভাদ্র

এক সভা হয়। অক্সফোর্ড মিসনের রেবরেণ্ড মেঃ টাউনসেণ্ড তথায় সভাপতির কার্য্য ও শ্রীমান স্বামী বক্তৃতা করেন। পেট্রিয়ট বলেন "আমরা বালককাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে গোবধ ব্রাহ্মণবধের ন্যায় মহাপাতক। আমরা গাভীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি। গাভী মা ভগবতী, আমরা তাঁহাকে পূজা করি—ইত্যাদি।" ইতর জন্তুদিগকে ভক্তি করি, পূজা করি, শিক্ষিত লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিতে কেমন বাধ বাধ বোধ হয়। বক্তা শ্রীমান স্বামী কিন্তু পেট্রিয়টের মত গোবধ ব্রাহ্মণবধের তুল্য তর্ক তুলিয়া গোবধ নিবারণ করিতে চান না। তিনি দেখাইয়াছেন যে গোবধ করিলে যখন লোকসান বই লাভ নাই, তখন গোহত্যা নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ঠুর কার্য্য। যে আন্দোলনের ভিত্তি এমন উদার ও অসাম্প্রদায়িক সকল সম্প্রদায়ের লোকই অবাধে এমন আন্দোলনে যোগ দান ও উহার সাহত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন। এদেশের প্রায় সকল গৃহস্থই গরু বাছুর লইয়া ঘর করেন। সকলেরই গরুর দরকার। শ্রীমান স্বামীর কথা কতদূর প্রামাণিক ও যুক্তি সিদ্ধ সকলেরই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট কি এবিষয়ের তদন্তের জন্য কিছুই করিতে পারেন না। প্রজাদিগের অধিকাংশই যখন কৃষিজীবী তখন গবাদি কৃষিকার্য্যের সহায় জীবের রক্ষা কিসে হইতে পারে রাজার দেখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রঙ্গভূমি—রঙ্গভূমির নৈতিকশক্তি সম্বন্ধে মেঃ মনক্রিফের লিখিত একখানি পুস্তিকা সম্বন্ধে, সেণ্টিনেল পত্রিকা বলেন ;—"রঙ্গভূমির দ্বারা চরিত্র উন্নত হয়, একথার আদৌ কোন মূল্য নাই। বরং দেখা যায় যে ইহার দ্বার সুরাপান ও ব্যভিচারাদি দোষের স্রোত প্রমুক্ত হয়। রঙ্গভূমি অভিনেতাদিগেরও বিশেষ অনিষ্ট করে, অভিনেত্রী ও রঙ্গভূমিতে যে সকল অল্পবয়স্ক যুবক কার্য্য করে তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়। অভিনেতৃবৃন্দ এবং গুণী ও জ্ঞানিবর্গ একবাক্যে রঙ্গভূমির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। যাঁহারা রঙ্গভূমির পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহারা কেবল অভিনয়ের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের ইষ্টানিষ্ট হইল কি না বিচার করিয়া থাকেন। শ্রোতৃবর্গেরও যে ইষ্টলাভ হইয়া থাকে তাহা নহে ; অনেক সময়ে দেখা যায় যে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট হয়। কিন্তু রঙ্গভূমির নৈতিকশক্তি আলোচনা কালে দেখা উচিত যে উহা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের ইষ্ট অনিষ্ট সাধন করে কি না। যে আমোদে লাভ না হইয়া পূর্ণ ক্ষতি হয় সে আমোদ কখনই অনুমোদন করা উচিত নহে।" এই নগরীর মধ্যে যে সকল রঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনার দ্বারা অভিনয় কার্য্য সমাহিত হয় সে সকল রঙ্গভূমির সম্বন্ধে এ সকল কথা যে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু শাস্ত্রের উৎকৃষ্টতর ভক্তিরসাত্মক আখ্যায়িকা সকল শ্রোতৃবর্গ কিরূপে বারনারী দ্বারা অভিনীত হইতে দেখিতে পারেন তাহা বুঝিয়া উঠা দুর্ঘট। মানিলাম যে রঙ্গভূমিতে গেলে আমোদ হয়, মানিলাম যে মাঝে মাঝে আমোদ আবশ্যক। কিন্তু যে আমোদে ইষ্টলাভের সম্ভাবনা অল্প, অনিষ্ট লাভের সম্ভাবনা অধিক এবং যাহাতে অনেকগুলি (অর্থাৎ অভিনয়ভূমি সংশ্লিষ্ট) লোকের অনিষ্ট নিশ্চিত, তখন এরূপ আমোদে যোগদান করা বা ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অবিবেচনার কার্য্য বই আর কি বলা যাইতে পারে ?

অশ্লীল ছবি ও পুস্তক—মেসেঞ্জার বলেন কিছু দিন হইল লিভরপুলে অশ্লীল (ফটো) প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় করা অপরাধে তিনজন লোকের দুই বৎসর করিয়া মেয়াদ ও একশত পাউণ্ড অর্থদণ্ড হইয়াছে। মেয়াদ অন্তে বিচারক আরও সাত বৎসরের জন্য জামীন লইয়াছেন। এইরূপ কয়েকটী মোকদ্দমার কঠিন শাস্তি দিলেই এ পাপ একেবারে উঠিয়া যাইবে। বোম্বে এ বিষয় কলিকাতা হইতে কতকটা ভাল বলিতে হয়। ১৮৮৭ সালে বোম্বাই সহরে যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মেজিষ্ট্রার কেবল দুইখানিকে মাত্র অশ্লীল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকলে যদি এ সম্বন্ধে একটু সতর্ক ও দৃঢ় হন, তাহা হইলে অশ্লীল পুস্তক ও ছবির ব্যবসায় উঠিয়া যায়। অনাবৃত শরীরের ছবি আগে বড় একটা দেখা যাইত না, এখন প্রায় প্রতি দোকানেই দু একখান দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাই যে বিলাতে ঐরূপ ছবি যথেষ্ট। বোধ হয় সেখান হইতেই ঐ সব ছবি এখানে আসিয়া থাকে। এই সকল ছবি সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ আছে। আমাদের নিকট উহা কিন্তু বিশুদ্ধ রুচিবিরুদ্ধ ও অনিষ্টকারী বলিয়া বোধ হয়। বালক ও যুবকদিগের পক্ষে উহা বিশেষ অনুপকারী।

বর্ত্তমান যুগের ক্রুসেড—কার্ডিনাল লাভিগেরি মধ্য অফ্রিকার দাসত্ব প্রথা নিবারণের জন্য একটী নূতন ক্রুসেডের যোগাড় করিতেছেন। এই কার্ডিনাল মধ্য আফ্রিকার একজন সুবিখ্যাত প্রচারক ভ্রমণকারী। জেরুসালাম উদ্ধারের জন্য পিটর নামক যোগী যেরূপ ক্রুসেডের আয়োজন করেন ইনি সেইরূপ একটী সৈন্যদল সংগ্রহে যত্নবান আছেন। ব্রসেল নগরে তিনি সম্প্রতি একটী বক্তৃতা দেন, বক্তৃতা স্থলে সমস্ত নগরের লোক উপস্থিত ছিল। পাঁচ ছয় শত সৈন্য ইহার মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। কার্ডিনাল আশা করেন সৈন্য সংখ্যা শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইবে। পোপ ত্রয়োদশলিয়ো এই বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। মধ্য আফ্রিকার দাসত্ব প্রথা উঠিয়া যায় ইহা আমাদের আন্তরিক বাসনা। কিন্তু রক্তপাত ভিন্ন ব্যাপারটী সম্পন্ন হইলেই ভাল হয়। আমেরিকার ভীষণ গৃহযুদ্ধ কাহার না স্মরণ আছে ?

দাসত্ব প্রথা নিবারণ—আপন রাজ্য হইতে দাসত্ব প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া পোপ ত্রয়োদশলিয়ো ব্রেজিলের সম্রাটকে একটী স্বর্ণ গোলাপ পাঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। কেবল পোপ কেন, জগৎ শুদ্ধ লোকই ব্রেজিলের সম্রাটকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আড়কাঠির অত্যাচার—ডুয়ারের চাকরেরা ছোট-লাটের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহা পাঠে বুঝা যায় যে আড়কাঠিদিগের অত্যাচার অমূলক নহে। ডুয়ারের, চাবাগানের কুলীরা স্বাধীন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ডুয়ারের চাবাগানের জন্ম যথেষ্ট কুলী পাওয়া যাইত। সেখানে বেতনও অধিক। কোনও রূপ এগ্রিমেন্টও নাই। সুতরাং কুলীর অভাব হইত না—কিন্তু আড়কাঠিরা ডুয়ারের দিকে যে সকল কুলী যায় তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া আসামে চালান দেওয়াতে এখন বিষম গোলযোগ ঘটিয়াছে। প্রকাশ পাইয়াছে যে ডুয়ারের কুলী ভাঙ্গাইয়া আসামে পাঠাইবার জন্ম বিশেষরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে। আশা করি ছোট লাট সাহেব বিশেষ করিয়া এ বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিবেন। আড়কাঠির অত্যাচার নিবারণ হইলে যে কুলীরা নিস্তার পাইবে এমন নহে ক্রমে চাবাগান সমূহেরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অশ্রু মাহাত্ম্য।*

এই বেদী হইতে শ্রদ্ধের বন্ধু সকল অনেকবার জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দী জ্ঞান প্রধান শতাব্দী। চারিদিকেই জ্ঞানের আলোচনার স্রোত প্রবাহিত। ফ্রান্স দেশীয় প্রসিদ্ধ দর্শনবেত্তা অগস্ত কোম্‌ত Positive অর্থাৎ প্রামাণ্য দর্শন আবিষ্কার করিবার সময়ে বলেন, যে এই দর্শন প্রচারের বলে, ধর্ম্মের আলোচনা ক্রমশঃই হ্রাস পাইয়া যাইবে। তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়া দূরে থাকুক, ঠিক্ উহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে। দর্শনবেত্তা ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ধর্ম্মের ভিত্তি আক্রমণ করায় ধর্ম্ম ভিত্তি রক্ষকগণ তাঁহাদের সহিত তুমুল আলোচনা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সংগ্রামের শেষফল কি হইবে, কে বলিতে পারে? বিশ্বাসীর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সত্যের জয় হইবেই হইবে। ধর্ম্মের ভিত্তি যদি সত্য হয়, এই সংগ্রামে তাহার বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবে না; প্রত্যুত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে যে সকল কল্পিত ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, আলোচনার তীব্র আঘাতে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সনাতন ও মৌলিক ভিত্তি বাহির হইয়া পড়িবে। জ্ঞানপ্রধান বর্ত্তমান শতাব্দীর জ্ঞানালোচনায় আমি দোষ দেখিতেছি না; আমার বিশ্বাস যে এই জ্ঞানালোচনা বিধাতার অনন্ত বিশ্বব্যাপী বিধানের অন্তর্গত। ইহাতে সুফল বই কখন কুফল ফলিবে না। ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তি সকল সুদৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত হইলে, ভবিষ্যতে ধর্ম্ম হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা হইবে ইহা আমার বিশ্বাস।

কিন্তু কেবল জ্ঞানালোচনায় প্রাণ তৃপ্ত হয় না। মানব প্রকৃতি কেবল জ্ঞান উপাদানে গঠিত নহে। আমাদের প্রকৃতিতে জ্ঞান ভিন্ন আরও অন্য উপাদানের নিদর্শন পাই। জ্ঞানালোচনা করিতে গিয়া মন যদি কঠিন হয়, সহানুভূতি হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কি লাভ হইল? জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গিয়া শুষ্কতা আসিয়া আত্মার কোমলতা বিনাশ করিল, ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? জ্ঞানালোচনার সঙ্গে ভাবের শিক্ষা চাই, জ্ঞান ও ভাবের সমঞ্জসীভূত উন্নতিই আত্মার যথার্থ কল্যাণসম্পাদনে সমর্থ। ইহা নূতন কথা নহে সত্য, কিন্তু পুরাতন কথারও মাঝে মাঝে অবতারণা করা আবশ্যক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অশ্রু ভাবোন্নতির একটী সাধন। এই অশ্রু মাহাত্ম্যের বিষয় কিঞ্চিৎ অদ্য আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

অশ্রু অতি মূল্যবান্ বস্তু। অশ্রু মাহাত্ম্য বর্ণনা করি আমার এমন বাগ্মিতা বা প্রতিভা নাই। আপন জীবনে কিন্তু আমি দেখিয়াছি, আপনারাও আপনাদের জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমার কথায় সায় দিবেন যে, অশ্রু দ্বারা মানবাত্মার বিবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। অশ্রু দ্বারা পূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বাহির হয়, অশ্রু দ্বারা কঠিন হৃদয় কোমল হয়, দৈত্যের ন্যায় বিকট প্রাণকে অশ্রু তৃণের মত দীন করে, অশ্রু দ্বারা অনুর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্র উর্ব্বরত্ব লাভ করে, অশ্রুই শুষ্ক তরুকে মুঞ্জরিত ও পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত করে। অশ্রুর এই গুণরাশি সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যে জীবনে অশ্রুপাত করে নাই তাহাকে ভাগ্য হীন বলিব না তো আর কি বলিব? সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য-ভাসিত মোহন বিশ্বে, প্রেম ও কোমলতা রঞ্জিত পরিবারে বাস করিয়া যে অশ্রুপাত করিতে না পারিয়াছে, সে আপনার জীবন কত সুন্দর হইতে পারে তাহা আজিও বুঝিতে পারে নাই।

এমন মূল্যবান্ মহার্ঘ বস্তুকে যে অপাত্রে দান করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত কৃপাপাত্র! এমন উৎকৃষ্ট সামগ্রীকে যে ধন মানাদি নিকৃষ্ট বস্তুর উদ্দেশে উৎসর্গ করে, সে শাখামৃগের গলদেশে মুক্তাহার দেয়। যাহা আজি আছে, কাল নাই, যাহা দ্বারা কখনও জীবনে স্থায়ী সুখ বা শান্তি লাভ করা যায় না, তাহার জন্য এমন মহামূল্য বস্তু ব্যয় করা একান্ত বিড়ম্বনা।

ইংলণ্ড দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার "পরী ও পরদেশ" নামক কবিতাতে অশ্রুমাহাত্ম্য অতি মনোহর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত কবিতা একটী রূপক। রূপকটী এই:—কোন কারণে একবার এক পরী "পরদেশ" বা স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। মেঘদূতে লিখিত স্বর্গ তাড়িত যক্ষের মত সেই পরীর ও নিতান্ত দুর্দ্দশা হয়। অতীত সুখ সৌন্দর্য্য ও সম্পদ্ স্মরণ করিয়া সে সর্ব্বদাই হা হতোস্মি করিয়া বিলাপ করিত। ও স্বর্গের দ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন পরী স্বর্গের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বিলাপ করিতেছে আর বলিতেছে "হে স্বর্গ! তোমার শোভন দ্বার কি কিছুতেই খুলিবে না, এ হতভাগিনী কি কিছুতেই আর তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না?"—এমন সময়ে স্বর্গ দ্বার রক্ষক অনেক স্বর্গচ্যুত পরীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিল, "পরী! এই স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হইতে পারে

* বিগত ১৫ই আশ্বিন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কলিকাতাস্থ উপাসনা মন্দিরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় যে উপদেশ দেন তাহারই সারাংশ এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইল।

কিন্তু তোমাকে একটী অতি কঠিন কার্য্য করিতে হইবে।" পরী ব্যগ্র হইয়া কি কার্য্য জিজ্ঞাসা করায় স্বর্গদূত বলিল, "দেবতার আদেশ আছে যে সর্ব্বাপেক্ষা যে সুন্দর বস্তু আনিতে পারিবে সেই এখানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে।" এই কথা শুনিবামাত্র পরী সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে উপস্থিত হইয়া এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইল। দেখিল এক যুবক তাহার দেশের স্বাধীনতাপহারী দুর্বৃত্ত আক্রমণকারীর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। যুবকের সৈন্য সামন্ত সকলই গিয়াছে, হস্তে আর আয়ুধও নাই, সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া বীর শ্রান্ত হইয়াছে অথচ শত্রুর বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। হস্তে একমাত্র তীর। শত্রু লক্ষ্য করিয়া যুবক সেই তীরত্যাগ করিল। তীর ব্যর্থ হইল, শত্রুকে লাগিল না, শত্রুপক্ষ হইতে কিন্তু এক তীর আসিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল। যুবক গতাসু হইয়া ভূপতিত হইবামাত্র তাহার বক্ষোঃ শেষ রক্তবিন্দু লইয়া পরী স্বর্গ দ্বারোদ্দেশে উড়িয়া গেল। পরী মনে করিল 'স্বাধীনতার জন্য যে প্রাণ দিল তাহার শোণিত অপেক্ষা আর কি সুন্দর বস্তু আছে? অবশ্যই এবার আমি স্বর্গে প্রবেশ করিব।' স্বর্গের নিকট গিয়া কিন্তু দেখিল স্বর্গের স্বর্ণ কবাট খুলিল না। বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরী আরও উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখে, যে এক স্থানে মুমূর্ষু স্বামীর পার্শ্বে পতিপ্রাণা সতী বসিয়া রহিয়াছে। পত্নী বৎসল স্বামী পত্নীর মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, পতিগতপ্রাণা সতী বহু বিলাপ ও আর্তনাদ করিয়া শেষে স্বামী শোকে প্রাণত্যাগ করিল। পরী অমনি তাহার শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস হরণ করিয়া স্বর্গ দ্বারোদ্দেশে উড়িয়া গেল। স্বর্গ দ্বার কিন্তু এবারেও মুক্ত হইল না। পরী আবার পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে ফিরিতে ফিরিতে অবশেষে এক বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে পাইল। এক দুরাচার নৃশংস পামর ও এক সুন্দর বালক একত্র এক স্থানে রহিয়াছে। নানা পাপ অনুষ্ঠানে দুরাচারী রাক্ষসের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়াছে। সে হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবে স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে না। এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় বালক জানুপাতিয়া ঈশ্বরের আরাধনা প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইল। বালকের কোমল প্রকৃতির সহবাসে, কালের গুণে, অথবা অন্য কি কারণে জানি না, দুরাচারের হৃদয় বিগলিত হইল। ক্রমে দরদরিত ধারে তাহার উভয় গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনুতাপের প্রবল ঝটিকা শেষে প্রাণে উত্থিত হইয়া পাতকীকে অস্থির করিয়া ফেলিল। অনুতাপ বিদ্ধ সেই দুরাচারের পবিত্র ও সুন্দর অশ্রু লইয়া পরী উপস্থিত হইবামাত্র স্বর্গের স্বর্ণ কবাট উন্মুক্ত হইল এবং দ্বাররক্ষক স্বর্গদূত পরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "স্বর্গবাসিনি! স্বর্গে যাও, জানিও যে অনুতাপাশ্রুর তুল্য সুন্দর বস্তু জগতে সুদুর্লভ।"

অশ্রু অনেক প্রকার। এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা তাহার আভাস পাইয়াছি। ধন মান লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া লোকে যে অশ্রু ফেলে তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে অশ্রুর মূল্য অতি সামান্য। পার্থিব প্রেম জনিত অশ্রু মূল্যবান্ বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। যে প্রণয়ের বস্তু অস্থায়ী তাহার মিলনে বা বিরহে যে অশ্রু পতিত হয় তাহার স্থায়ী মূল্য অতি স্বল্প। তাহার উপরে অনুতাপের অশ্রু। পিতার নিকটে যথার্থই অনুতপ্ত সন্তানের অনুতাপাশ্রুর বিশেষ আদর। পুত্র সমাগমের জন্য যে পিতা সদাই ব্যস্ত, কবে সন্তান সুশীল ও সজ্জন হইয়া পিতৃ গৃহে প্রত্যাগমন করিবে সেই জন্য যিনি দিবস গণনা করিতেছেন, অনুতাপাশ্রু যে তাঁহার নিকট অতি সুন্দর বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই অনুতাপের অশ্রুও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের সামগ্রী। আমাদের মত নিম্নশ্রেণীর সাধকেরা কদাচ ইহার উপরে উঠিতে পারেন। আমাদের অশ্রু অধিকাংশ সময়েই অনুতাপের অশ্রু হইয়া থাকে। আমরা আপনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র এত অপরাধ ও অপূর্ণতা দেখি যে আপনা হইতে অনুতাপাশ্রুর বন্যা উথলিয়া উঠে।

প্রেমাশ্রু সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্রু। বিশ্বপতির বিশ্বমোহন সৌন্দর্য্য দর্শনে এই অশ্রুর উদয় হয়। ইহার জন্ম বৃত্তান্তের সহিত প্রকৃতির অশ্রু উৎপাদনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। পাতলা মেঘে বৃষ্টি হয় না, মেঘের উপর মেঘ আসিয়া যখন ঘনমেঘাকার ধারণ করে, শীতল বায়ু আসিয়া তাহাতে লাগিবামাত্র বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়। তেমনি যখন সাধকের হৃদয়ে অনুরাগের উপর অনুরাগ আসিয়া ঘনীভূত প্রেমাকার ধারণ করে, তখন ব্রহ্মদর্শনরূপ শীতল সমীরণের সংস্পর্শ হইবামাত্র প্রেমাশ্রু ঝরিতে থাকে। ব্রহ্ম আমার এত উপকার করিয়াছেন, অত উপকার করিয়াছেন, ইহা গণনা বা স্মরণ করিতে হয় না প্রাণ অনুরাগোদ্বেলিত ও রসপূর্ণ থাকে বলিয়া দর্শনমাত্র সাধকের নয়নে প্রেম বৃষ্টির আবির্ভাব হয়। ভাগ্যবান সেই মহাজন, যাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে দর্শন মাত্রে তাঁহার প্রেমাশ্রু পতিত হয়।

কেবল উপাসনাশীল হইলে চলিবে না, উপাসনা যাহাতে সরস হয়,যাহাতে দিন দিন উপাসনার ও উপাস্য দেবতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। উপাসনা যদি কেবল নিয়ম রক্ষা ও কতকগুলি মন্ত্রোচ্চারণে পরিণত হয়, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয়। উপাস্য দেবতার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহা দিন দিন গভীর ও মধুর হইতেছে কিনা সে দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনুরাগ যত ঘন ও গভীর হইবে, ততই আমরা প্রেমাশ্রুর নিকটবর্ত্তী হইব। ধর্ম্ম জীবনের বাল্যকালে মনে হইত যে উপাসনায় অশ্রুপাত নাই সে উপাসনা উপাসনাই নহে। এত দিন ধর্ম্ম সাধনের পরও আজি সেই কথায় যাথার্থ্য অনুভব করিতেছি। অশ্রুপাত চাই সত্য, কিন্তু অসার অশ্রুপাত চাই না। সত্যং শিবং সুন্দরং রূপ দেখিয়া সহজ স্বাভাবিক যে অশ্রুপাত তাহাই বাঞ্ছনীয়। দয়াময় আশীর্বাদ করুন আমরা শীঘ্র প্রেমিকের পদবী লাভ করিয়া প্রেমাশ্রু ফেলিবার অধিকারী হই।

কল্পনার পূজা।

বহির্জগতে যে কেবল কল্পনার পূজা হইয়া থাকে এমন নহে, অন্তর্জগতেও অনেক সময়ে কল্পনার আধিপত্য দেখা যায়। বহির্জগতের মত অন্তর্জগতেও অনেক আলনাস্কর মিলে। অনুকূল অবস্থা আসিলে আমি এ সাধন ও সাধন করিব এমন কল্পনা যে সকল সাধক দূরে পরিহার করেন,সেরূপ সাধক অতি বিরল ও দুর্লভ। সাধারণ সাধক কেবল ভবিষ্যৎ লইয়াই ব্যস্ত, ভবিষ্যতে তিনি কিরূপ সাধন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিবেন, মনে মনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছেন। উপস্থিত বর্ত্তমানে ভাবী সাধন হর্ম্ম্যের ভিত্তি সংস্থাপিত না করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ অসম্ভব হইবে একথা বিস্মৃত হইয়া উপস্থিত বর্ত্তমান ও ভাবী ভবিষ্যৎ উভয় দিকই তিনি নষ্ট করেন।

সন্তোষ এক দিকে দেখিতে অতি সুন্দর বটে, কিন্তু অন্তেতে যিনি সন্তুষ্ট তাঁহার দ্বারা মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সূক্ষ্মরূপে যদি মনের প্রকৃতি আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে অসন্তোষই উন্নতির কারণ। যে বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট সে ভবিষ্যতের জন্য কেন আপন মস্তক বিলোড়িত করিবে? বর্ত্তমানে তৃপ্তি পাইয়াও যে তৃপ্ত হয় না, সেই ভবিষ্যতে উচ্চতর তৃপ্তির জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে। পরমাদর্শ পরমেশ্বর সদাই আমাদের চক্ষের সমক্ষে আদর্শের উপর আদর্শ প্রকাশ করিতেছেন। উন্নতিশীল আত্মা সেই আদর্শ পরম্পরা দর্শনে প্রলুব্ধ হইবামাত্র আন্তরিক চেষ্টা ও সংগ্রাম জন্মে; নিম্ন আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শে যাইবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হয় ও ব্যগ্রতার অনুরূপ শ্রম করে।

কিন্তু দুর্ব্বল সাধকদিগের পক্ষে সময়ে সময়ে আদর্শের আকর্ষণ এত প্রবল হইয়া উঠে যে বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য তাহারা বিস্মৃত হইয়া যায়। আদর্শের অবস্থায় উপনীত হইলে উচ্চতর আদর্শ কিরূপে সাধন করিবে সেই কল্পনাতে তাহাদের মন পূর্ণ হইয়া যায়। এই কল্পনাতে তাহারা এত আনন্দ পায়, যে নিম্ন আদর্শে উপস্থিত হইবার জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক সেই পরিশ্রমের কষ্ট সহিবার ইচ্ছা তাহাদের হয় না। এই সকল লোককে এক প্রকার ধর্ম্মবিলাসী বলা যাইতে পারে। আদর্শ সম্ভোগ করিতে ইহারা খুব পটু; কিন্তু আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার ক্লেশ সহ্য করিতে তত সম্মত নহেন।

এই ধর্ম্ম বিলাসিতা অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেরই মধ্যে রহিয়াছে; ইহা আছে বলিয়া আমরা আদর্শ হইতে এত দূরে পড়িয়া রহিয়াছি। সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই এই ধর্ম্ম বিলাসিতা ও কল্পনার পূজাকে বিনাশ করিয়া ফেলিতে হইবে। কল্পনার অন্য প্রয়োজন আছে; কি প্রয়োজন সেকথা এখানে বলিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু যখনই দেখিবে কল্পনা আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ও বর্ত্তমানকে অবহেলা করিবার কুমন্ত্রণা দিতেছে, তখনই কল্পনার উপর আরোহণ করিতে হইবে। সম্ভোগের পূর্ব্বে দেখা উচিত যে আমি সম্ভোগের অধিকারী হইয়াছি কি না? যে প্রাণবায় করিয়া সংগ্রাম ও ভ্রমণের ক্লেশ সহিয়াছে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া আরাম করিবার তাহারই অধিকার। গন্তব্য স্থানে যে উপস্থিত হয় নাই, সে কেন সেস্থানের সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকিবে?

মানব চরিত্রের ইতিহাস অধ্যয়নেও দেখা যায় যে যাহারা অনুকূল অবস্থার জন্য অপেক্ষা করে, অনুকূলতা কখনই তাহাদিগকে দর্শন দেন না। অলস লোকের প্রতি অনুকূল অবস্থা কখনই সদয় হয় না। বরং যতই দিন যায় ততই প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পায়। আজ যদি একটী বাধা থাকে দশ দিন পরে তাহা দশ গুণ অধিক বিঘ্নকারী হইয়া দাঁড়ায়, একটী বাধার পরিবর্ত্তে দশটী বাধা আসিয়া ভ্রুকুটী সঞ্চালন পূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে। আর যে শ্রমশীল, যে বর্ত্তমানের কেশ ধরিয়া তাহার উপর আরোহণ করে, তাহার গতির পথ মুক্ত হইয়া যায়, বাধা বিঘ্ন পথে যাহা থাকে সব সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

কল্পনার পূজা পরিহার ভিন্ন আমাদের নিস্তার নাই। আমাদের মধ্যে যিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই তাঁহার কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া লউন, স্থির করিয়া অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত তাহা পালন করিতে প্রবৃত্ত হউন, অচিরে দেখিবেন যে নূতন ও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা কি আমাদের অবস্থোচিত কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি? যিনি পারেন তিনি ধন্য, তিনি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হন। যিনি পারেন না, তিনি যেন নিরাশ না হন, পুনঃ পুনঃ বিফল হইয়াও তিনি আপন কটিবদ্ধ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন, অবশ্যই সফল হইবেন।

যখন ভাবি যে আমাদের দ্বারা কত হইত, আর কি হইতেছে তখন একেবারে বিষম গ্লানি উপস্থিত হয়। সম্ভাবনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের তুলনা করিলে ঘৃণায় লজ্জায় অধোবদন হইয়া পড়ি। আমরা মুষ্টিপ্রমেয় লোক বটি, আমাদের মধ্যে তাদৃশ প্রতিভা ও শক্তি নাই বটে, তথাপি যদি আমরা প্রত্যেকে আপন আপন অবস্থোচিত কর্ত্তব্য সকল সাবধান হইয়া পালন করি তাহা হইলে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া যায়।

চেষ্টা করিয়া দেখিলে হানি কি? আমাদের মধ্যে দশজন লোকও যদি চেষ্টা করিয়া দেখেন তাহা হইলেও অনেকটা সুফল ফলে। কথাটা কঠিন নহে যিনি যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় তিনি যতটা করিতে পারেন ততটা করা মাত্র। অসম্ভব সাধনের কথা নহে, ক্ষমতার অতিরিক্ত সাধন নহে, যিনি যতদূর পারেন ততদূর তিনি করিতে চেষ্টা করিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা কি এতটুকু করিয়া উঠিতে পারিব না? যদি ভাল অবস্থায় আসি তাহা হইলে কি করিব এ চিন্তাটাকে প্রবল হইতে দিব না। বর্ত্তমানকে ডাকিয়া বলিব, তোমার ভিতরে যাহা আছে সব আমার চাই, তোমার দ্বারা আমার যতদূর হওয়া সম্ভব ততদূর তোমাকে আমার জন্য করিতে হইবে। ভ্রমকল্পনাকে বর্ত্তমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া

ভবিষ্যতে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের কল্পনা পরিহার পূর্ব্বক যদি জীবন তরী চালাইতে পারি তাহা হইলে যে গন্তব্য আদর্শরূপ শোভন শৈলশিরে উপস্থিত হইব তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাজের বেলায় কাজ, স্বপ্ন দেখিবার সময় স্বপ্ন দেখা। কাজের সময়ে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিবেন? জীবন পথে চলা উপন্যাসের ব্যাপার নয়। জীবন সৎ, সার ও গম্ভীর। জীবনের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে কল্পনাকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব কেন? কল্পনা আদর্শ সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে চায় করুক, কিন্তু আদর্শলাভের জন্য যে প্রাণপণ করিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে কল্পনাকে তাহা হইতে আমাকে বিরত করিতে দিব কেন? সত্য স্বরূপের সন্তান আমরা সত্য, পথে আরোহণ করিতে কল্পনার সাহায্য কেন গ্রহণ করিব? সত্যস্বরূপ ব্যস্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহার প্রসাদে আমরা বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের সদ্ব্যবহার করিতে শিখি, আলস্যকে দূরে পরিহার করিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ হই।

চিন্তা-কণিকা।

কি সৌন্দর্য্য! চক্ষু আর ফিরাইতে পারি না। তুঙ্গ গিরিশির তুষার উষ্ণীষ পরিয়া হে মহান্ তোমার বন্দনা করিতেছে। গিরি শিরের উচ্চতা ও আমার ক্ষুদ্রতা তুলনা করিয়া মাটিতে মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।

গিরিগাত্র শূন্য নহে, অতি সুদীর্ঘ সরল দ্রুম বসনে আপাদবক্ষ মণ্ডিত। গিরিগাত্রস্থ বনস্পতিগণের সারল্যের সঙ্গে আত্মহৃদয়ের কুটিলতার যখন তুলনা করি, তখন আর সত্যের আবহ দেব দেবের নিকট দণ্ডায়মান হইতে সাহস হয় না।

যে দিকে চাহি সেইদিকেই গিরি, উন্নতাবনত শৈল প্রদেশ স্তরে স্তরে সুসজ্জিত, যেন গিরি সমুদ্রে শৈল তরঙ্গ উঠিয়াছে। এই গিরি তরঙ্গের গম্ভীর অথচ মধুর শ্রী দেখিয়া আপনার ভিতর দৃষ্টিপাত করি, সেখানকার কুৎসিত ভাব দেখিয়া কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই।

গিরি শোভাকারী বিবিধ বর্ণাভ (Dahlia) ডালিয়া কুসুমেরই বা কি অপরূপ শোভা! বর্ণের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া নয়ন ঠিক্ রাখিতে পারি না। দল সমাবেশের চারু নৈপুণ্য দেখিয়া হে গিরি নির্ম্মাতা তোমার নির্ম্মাণ কৌশলের মনে মনে অবিশ্রান্ত প্রশংসা করি। আমার মত লোকের প্রশংসাতে গিরি কুসুম নির্ম্মাতার লাভই বা কি? নিন্দাতে ক্ষতিই বা কি? কিন্তু স্বর্গীয় কুসুম নির্ম্মাতার এমনই শক্তি ও আকর্ষণ যে কুকবিকে তিনি সুকবি করেন, কঠিন হৃদয়কে বিগলিত করিয়া শিরীষ পুষ্পাধিক কোমল করিয়া ফেলেন।

যেখানে সেখানে নির্ঝরিণী নিনাদ। বিরাম নাই—ধীরে ধীরে মৃদু মধুর গতিতে শত সহস্র ধারে নির্ঝরিণী প্রবাহ, আপন শুভ্র সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছে। শব্দেরও বিরতি নাই, বারিরও বিরাম নাই, সে শব্দ যখনি কর্ণে যায় তখনই আলস্যপূর্ণ জীবনকে ধিক্কার দিই। অবিশ্রান্ত প্রবহমাণ বারিস্রোতের সৌন্দর্য্য যখনই দেখি তখনই মনে হয় কেন আমি নির্ঝরিণী হইলাম না? কেন আমি তাহার মত দিবারাত্রি জগতের জন্য বহিয়া গেলাম না? তাহা হইলে হয়তো মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারিত। নির্ঝরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রিয়পাত্র হইতাম।

প্রাচীন গিরিবর অনেক দেখাইলে, অনেক শিখাইলে। আশীর্ব্বাদ করি, যুগযুগান্তর ভ্রান্ত জীবকে এমনই করিয়া মোহিত কর ও শিক্ষা দেও। বিলাসের স্রোত রুদ্ধ হউক, পুরাতন আর্য্য ঋষিরা তোমার উপরে বসিয়া যে ধ্যান যোগ ও উপলব্ধির স্রোত বহাইয়াছিলেন, পুনরায় সে স্রোত প্রবাহিত হউক।

বিজ্ঞাপন।

বিগত ২য় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছেন। ইহা সভ্য মহাশয়দিগের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল। আগামী জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক অধিবেশনে এই সকল নিয়মের বিচার হইবে। যে সকল সভ্য এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে কোনও সংশোধন প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমার নিকট আগামী ৭ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবেন। ইহার পর আর কোন সংশোধন গ্রহণ করা হইবে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২৪শে অক্টোবর ১৮৮৮।

শ্রীশশিভূষণ বসু।
সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মসমূহ নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

১। এক মাত্র সত্য স্বরূপ নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধনদ্বারা তাঁহার উপাসনা করা, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, ব্রাহ্মমণ্ডলীর ও জন সাধারণের আধ্যাত্মিক ও অপরাপর উন্নতি ও হিত সাধনে সহায়তা করা এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য সকল সম্পাদন করা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

২। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতিতে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপর দিকে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান কিম্বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী (mediator) জ্ঞান অথবা কোন ব্যক্তিকে বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সভ্য হইবার যোগ্যতা।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

(ক) ব্রাহ্মধর্ম্মের উল্লিখিত মূল সত্যে বিশ্বাস এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি থাকা উচিত এবং অষ্টাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক হওয়া উচিত।

(খ) চরিত্রের উন্নতি সাধনে ও নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে যত্নশীল হওয়া উচিত।

(গ) ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সমুদয় অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

(ঘ) অর্থদান ও অন্যান্য উপায় দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত।

সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী।

৪। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কোন সভ্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধানান্তর তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পত্রে (form) স্বাক্ষর করিবেন এবং সুবিধা হইলে তাঁহাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে বা অন্য কোন স্থানীয় উপাসনালয়ে নিয়মিত বা বিশেষ উপাসনার দিনে সর্ব্ব সমক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

সহযোগী (Associate)।

৫। যাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস আছে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি আছে এবং যাঁহারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থ দান এবং অন্য প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মনে করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বা অধ্যক্ষ সভা সহযোগী (associate) রূপে মনোনীত করিতে পারিবেন।

সম্মানিত (Honorary) সভ্য।

৬। ৫ম পংক্তিতে "অধ্যক্ষ সভা" স্থলে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভা" ও ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" স্থলে "অধ্যক্ষ সভা" হইবে।

সভ্যের অধিকার লোপ।

৮। যদি কোন সভ্যের ৩য় নিয়মোক্ত কোন যোগ্যতার অভাব হয় কিম্বা অন্য কোন গুরুতর কারণ বশতঃ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করিলে তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিবেন ও উক্ত সভ্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ প্রদান করিবেন। যদি উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তাহাতে সভ্যের যোগ্যতার অভাব কিম্বা তাঁহার ত্রুটি প্রমাণিত হয় কিম্বা তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থদান যদি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে দুই বৎসরের অধিক কাল অনাদায় থাকে তাহা হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন ¾ অংশের মতানুসারে তাঁহারা যেরূপ উচিত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন (অর্থাৎ এরূপ স্থলে অবস্থা বিশেষে তাঁহাকে সতর্ক করিতে, অনুযোগ করিতে, বা সভ্যের অধিকার হইতে সাময়িকরূপে স্থগিত রাখিতে কিম্বা অন্য কোনরূপ বিধান করিতে পারিবেন) অথবা একেবারে সভ্য পদ হইতে রহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে উক্ত সভ্যের অধ্যক্ষ সভার নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচার মন্তব্য বা নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে তিনি সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাহার অভিপ্রায় জানাইবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কোন অধিবেশনে ¾ অংশ সভ্যের মত দ্বারা উপযুক্ত কারণে কোন সহযোগীকে সাময়িকরূপে কিম্বা একেবারে উক্তপদ হইতে চ্যুত করিতে পারিবেন কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোনও রূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু এইরূপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্মপক্ষসমর্থন করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে।

এই নিয়মোক্ত কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কি অধ্যক্ষ সভা স্বয়ং কিম্বা কোন কমিটি দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

সভ্য শ্রেণীতে পুনঃ প্রবেশ নিয়ম।

৯। ২য় পংক্তিতে "তিনি প্রার্থী হইলে" উঠিয়া যাইবে এবং তাহার পর "কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উচিত মনে করিলে ও তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মাধীন হইয়া চলিতে সম্মত হইলে তিনি" এই পদ সন্নিবিষ্ট হইবে। ৩য় পংক্তিতে "কিন্তু তাঁহার নাম" হইতে শেষের সমস্ত অংশ পরিত্যক্ত হইবে।

সভ্যদের অধিকার।

১০। এই নিয়মের ৩য় পংক্তির "প্রস্তাব" শব্দ স্থানে "বিষয়" ও ৪র্থ পংক্তিতে "বিচারার্থ" স্থানে "বিবেচনার্থ" হইবে।

(ক) সহযোগীগণ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন বিষয় অধ্যক্ষ সভা বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন।

১১। ৩য় পংক্তিতে "কার্য্য বিবরণ" এই কথার পর "মুদ্রিত হইয়া" এই কথা বসিবে। ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "এতদ্ভিন্ন" ইত্যাদি সমস্ত শেষাংশ উঠিয়া যাইবে ও তৎপরিবর্ত্তে "এতদ্ভিন্ন কোন অবিসম্বাদি অর্থাৎ যে বিষয়ে কোন মত দ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ formal বিষয় উত্থাপিত হইতে পারিবে।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন।

১২। ১৩শ পংক্তিতে "সম্পাদক" হইতে সমস্ত অংশ পরিত্যক্ত হইয়া তৎস্থানে "কিন্তু সম্পাদক বা সভাপতি যে কারণে সভা আহ্বানে বিরত হইলেন, তদ্বিষয়ে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আহ্বানকারীদিগকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিবেন এবং সেই মন্তব্য অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিচারাধীন হইয়া তৎসম্বন্ধে অনুকূল বা প্রতিকূল মত প্রকাশ হইতে পারিবে।" এই পদ সন্নিবিষ্ট হইবে।

অনুপস্থিত সভ্যগণের অধিকার।

১৩। নিয়মের প্রথমেই "কোন সভ্য পীড়া কিম্বা মফস্বলে অবস্থিতির জন্য" পদ সন্নিবিষ্ট হইবে এবং ২য় পংক্তিতে "অনুপস্থিত সভ্যগণ" স্থানে "উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলে" এই পদ বসিবে।

কর্ম্মচারী।

১৫। এই নিয়মের শেষভাগে "উপরোক্ত কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত অধ্যক্ষ সভা আবশ্যক বোধ করিলে স্থায়ীরূপে বা কিয়ৎকালের জন্য অপর একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ম্মচারিদিগের অর্থানুকূল্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।" এই কথাগুলি বসিবে।

কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য।

সম্পাদক।

১৭। ১ম পংক্তির "বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রস্তুত করিবেন" এই পদ উঠিয়া যাইবে ও ৪র্থ পংক্তিতে "সংগ্রহ করিবেন" পদের পর "সমাজের নিয়মিত নির্দ্ধারিত ব্যয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আদেশানুযায়ী অপর ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এবং সমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সংশোধন পক্ষে সবিশেষ যত্নবান থাকিবেন।" এই কথাগুলি সন্নিবিষ্ট হইবে।

অধ্যক্ষ সভা।

২২। ২য় পংক্তিতে "মনোনীত" কথার পরিবর্ত্তে "নিয়োজিত" কথা বসিবে। এবং প্রথম প্যারার শেষে "উপরোক্ত সভ্যগণ আবশ্যক বোধ করিলে অনধিক পাঁচ জনকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন।

সভ্যগণের বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর এবং তিন বৎসরকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য থাকা আবশ্যক। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপস্থিত ⅔ অংশ সভ্য অনুমোদন করিলে ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে"। এই কথাগুলি বসিবে।

প্রতিনিধি নিয়োগ।

২৩। এই নিয়মের ১ম প্যারার শেষে "প্রতিনিধিগণ নিয়োগকারী সমাজের সভ্য হওয়া আবশ্যক।" এই পদ সন্নিবিষ্ট হইবে।

প্রতিনিধির নাম প্রেরণ।

২৪। এই নিয়মের ৪র্থ পংক্তির "যদি বার্ষিক" হইতে "গ্রহণ করা যাইবে" পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে "এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উক্ত সমাজ সকলের নিকট আগামী বর্ষের প্রতিনিধির নাম বার্ষিক অধিবেশনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে চাহিয়া পাঠাইবেন। বৎসরের মধ্যে প্রতিনিধি নিয়োগ বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে সেই নিয়োগ বা পরিবর্ত্তন জানিত হইবে।" এই কথাগুলি বসিবে।

প্রতিনিধি নিয়োগের যোগ্যতা।

২৬। ২য় পংক্তিতে "মাসে" কথার পরিবর্ত্তে "সপ্তাহে" হইবে।

অধ্যক্ষসভার বিশেষ অধিবেশন।

২৭। ৪র্থ পংক্তিতে "সম্পাদক" কথার পর "প্রস্তাবকারী অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে কিম্বা অনুরোধ পত্র পাইবার পর দুই সপ্তাহ মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার না করিলে তিনি প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন ইহা স্থিরীকৃত হইবে।" এই পদ বসিবে।

অধ্যক্ষসভার সভ্য বর্জ্জন ও শূন্যপদ পূরণ।

৩০। ১ম পংক্তিতে "সাধারণ" ইত্যাদি হইতে ২য় পংক্তির "সভার" পর্য্যন্ত সমস্ত পরিত্যক্ত হইবে ও তৎস্থানে "প্রতিনিধি ব্যতীত অধ্যক্ষ সভার" পদ বসিতে ও নিয়মের শেষে "মৃত্যু বা পদ পরিত্যাগ বশতঃ অধ্যক্ষ সভার কোন সভ্যের পদ শূন্য হইলে প্রয়োজন মতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঐ পদ পূরণ করিতে পারিবেন" পদ সন্নিবিষ্ট হইবে।

পুরাতন ২৮ (ক) নিয়ম পরিত্যক্ত হইবে।

অবান্তর নিয়ম করিবার ক্ষমতা।

৩২। ১ম পংক্তিতে "আপনাদিগের" হইতে ২য় পংক্তির "কর্ম্মচারীগণের" পর্য্যন্ত কথাগুলি উঠিয়া যাইবে তৎপরিবর্ত্তে "সমাজের" এই পদ বসিবে।

৩৩। এই নিয়মের পর নিম্ন লিখিত পদ বসিবে "এতদ্ব্যতীত প্রচারকগণ অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে অপর এক ব্যক্তিকে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।"

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সংগঠন।

৩৪। ২য় পংক্তিতে একের স্থানে দুই হইবে। "দেওয়া হইবে" এই পদের পর "এই নিয়োগের তিন দিবসের মধ্যে প্রচারকগণ কর্তৃক নিয়োজিত অপর সভ্য নিযুক্ত হইবেন।" এক কথা গুলি বসিবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কর্ত্তব্য।

৩৫। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। প্রচার কার্য্যের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্বন্ধীয় উপাসনা, আচার্য্য নিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধারণ করিবেন। সামাজিক বিশুদ্ধতা ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমবেত হইবেন এবং সম্পাদিত কার্য্যের বিবরণ অধ্যক্ষ সভার অর্পণ করিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তুত করিবেন এবং অধ্যক্ষ সভার অধীন থাকিবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে কার্য্য চলিতে পারিবে।

৩৬ শং নিয়মের হেডিং "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ" ইহার পরিবর্ত্তে "অঙ্গীভূত সমাজ" হইবে।

এই নিয়মের প্রথম পংক্তির "সাধারণ ব্রাহ্ম মণ্ডলীর" এই কয়টী কথা উঠিয়া যাইবে।

বর্ত্তমান ৩৪ নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

প্রচারক নিয়োগ বা বর্জ্জন।

৩৭। এই নিয়মের ৩য় পংক্তিতে "অপসৃত" কথার পূর্ব্বে "স্থগিত বা" এই পদ বসিবে ও প্রথম প্যারার শেষে এই কথাগুলি বসিবে "কোন প্রচারক কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক প্রচারক পদ হইতে স্থগিত বা অপসৃত হইলে তাঁহার অধ্যক্ষ সভার নিকট কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচার মন্তব্য বা নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হইবার এক মাসের মধ্যে প্রচারক মহাশয় সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জানাইবেন এবং শেষ প্যারা অর্থাৎ "প্রচারকগণ হইতে—থাকিবেন" পর্যান্ত উঠিয়া যাইবে। ইহার পরিবর্ত্তে "প্রচারকগণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিবেন।" এই কথাগুলি বসিবে।

৩৮। নিয়মের পরিবর্ত্তে "কর্ম্মচারীগণ, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ এবং অধ্যক্ষ সভার অন্ততঃ ২০ জন সভ্য সচরাচর কলিকাতা বা তৎসন্নিহিত স্থানবাসী হওয়া চাই।" এই কথাগুলি বসিবে।

৪০। এই নিয়মের ৪র্থ পংক্তির "আবশ্যক হইবে না" এই পদের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি বসিবে "উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের (Quorun) অনুপস্থিতিতে যদি কোন সভার অধিবেশন না হয় তাহা হইলে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহারা এই সভায় অধিবেশনের জন্য তৎপরবর্ত্তী যে কোন সময় নির্দ্ধারণ করিবেন। উক্ত সময় প্রকাশ্য পত্রে বা অন্য উপায়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।" "পরদিবসীয় অধিবেশনে" এই কথার পরিবর্ত্তে "উপরোক্ত উভয় স্থলে" এই কয়টী কথা বসিবে।

নিয়ম পরিবর্ত্তনাদি করিবার রীতি।

৪১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার যে কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্যও এরূপ প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের অনূ্যন পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট বিজ্ঞাপন দিয়া উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিবেন।

যদি কোন প্রস্তাব বা তাহার সংশোধিত প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার উপস্থিত সভ্যদিগের অনূ্যন ⅔ এবং তৎসম্বন্ধে মতপ্রকাশকারী সভ্যদিগের অধিকাংশ দ্বারা গৃহীত হয় এবং যদি তাহা পুনরায় অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপরোক্তরূপে অনুমোদিত হয় তাহা হইলে উক্তরূপে গৃহীত প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কোন অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবে। যদি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কোন অধিবেশনে অনূ্যন ⅔ সভ্যের দ্বারা প্রস্তাব অপরিবর্ত্তিতরূপে অনুমোদিত হয় তাহা হইলে তাহা চূড়ান্ত রূপে গৃহীত হইবে।

যদি এইরূপ সংশোধন প্রস্তাব ২য় নিয়মে উল্লিখিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলসত্য সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপর্য্যুপরি দুই বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব অপরিবর্ত্তিতরূপে ⅔ সভ্যের দ্বারা গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

৪২ শং এই "এই নিয়মাবলীর লিখিত" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে "কোন রূপ বিশেষ বিধি না থাকিলে" এই কথা গুলি বসিবে। এই নিয়মের শেষ প্যারা উঠিয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভা প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মসমূহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। সভ্যদিগের অবগতির জন্য ইহা প্রকাশিত হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২৪ শে অক্টোবর ১৮৮৮

শ্রী শশিভূষণ বসু
সহকারী সম্পাদক।

প্রচারক নিয়োগ এবং তাঁহাদিগের শিক্ষাদির ৪৫নং অনন্ত নিয়মসমূহ।

১। প্রচারণ সভা নামে একটী সভার হস্তে, প্রচারার্থীগণের নির্ব্বাচ, তাঁহাদিগের পাঠ্য, অধ্যাপক ও পরীক্ষক নির্দ্ধারণ ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যক নিয়ম ব্যবস্থাপনাদির ভার থাকিবে। এই সভা সর্ব্বদা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

২। প্রচার সভা ৪ বৎসরের নিমিত্ত সংগঠিত হইবে। যে বৎসর প্রচার সভা সংগঠন করিতে হইবে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সেই বৎসর অধ্যক্ষ সভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বে এই সভা সংগঠন করিবেন।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্য ভিন্ন অপর কেহ প্রচার সভার সভ্য হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।

৪। অনূ্যন ২ বৎসর কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্য না থাকিলে কেহ প্রচারার্থী বলিয়া গৃহীত হইবেন না।

৫। কেহ প্রচারার্থী হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততঃ ৫জন সভ্য, সেই আবেদনকারী অনূ্যন ২ বৎসর কাল তাঁহাদের পরিচিত (personally known), তিনি ধর্ম্মানুরাগী, উপাসনাশীল, বিশুদ্ধচরিত্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে, এবং শিক্ষা ও প্রকৃতিতে প্রচারক হইবার উপযুক্ত, এই সকল বিবরণ লিখিয়া জ্ঞাপন করিবেন।

৬। এই বিবরণ প্রাপ্ত হইলে প্রচার সভা অনূ্যন তিন মাসকাল তাঁহার উপরোক্ত রূপে উপযুক্ততা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে প্রচারার্থী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু এইরূপ গ্রহণ কালে প্রচার সভার অনূ্যন ⅔ অংশ সভ্যের এই প্রস্তাবের পক্ষে মত দেওয়া চাই। প্রচার

সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিলে সভ্যেরা পত্র দ্বারা এ সম্বন্ধে আপনাদিগের মতামত জ্ঞাপন করিবেন।

৭। দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রচারার্থীদিগকে বিভিন্ন প্রণালীতে শিক্ষাদান করিয়া প্রস্তুত করা হইবে; (১) যাহাতে তাঁহারা জনসাধারণের (masses) মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন এবং (২) যাহাতে তাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন।

৮। প্রচারার্থীদিগকে অন্যূন দুই বৎসর কাল শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে।

৯। প্রচারার্থীগণ নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় সন্তোষজনকরূপে উত্তীর্ণ হইলে এবং অন্য প্রকারে প্রচারসভার নিকট আপনাদিগের যোগ্যতার পরিচয়দান করিতে পারিলে উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের পর উক্ত সভা তাঁহাদিগকে প্রচারব্রতে প্রবেশার্থী বলিয়া নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০। প্রবেশার্থীগণ অন্যূন ২ বৎসর এক বা ততোধিক প্রচারকের সঙ্গে কার্য্য করিবেন এবং তৎপরে, প্রচার সভা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মনে করিলে, অন্যূন ২ বৎসর স্বাধীনভাবে প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আবশ্যক মনে করিলে তাঁহাদিগকে এতদ্ভিন্ন অন্য কার্য্যের ভারও দিতে পারিবেন। এই শেষোক্ত সবিশে তাহারা সহকারী প্রচারক বলিয়া অভিহিত হইবেন।

১১। প্রবেশার্থী বা শিক্ষাধীন অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য দান ও তাহার পরিবর্ত্তন বা রহিত করা আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; এবং কোন গুরুতর কারণ বশতঃ যথাযথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় পদ হইতে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে উক্ত সভ্যের অধ্যক্ষ সভার নিকট কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচারের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিবার অধিকার থাকিবে এবং পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিচার মন্তব্য বা নির্দ্ধারণ তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে তিনি সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা তাহার অভিপ্রায় জানাইবেন।

১২। প্রবেশার্থীদিগের কার্য্য, শিক্ষা ও চরিত্র সন্তোষজনক বিবেচনা করিলে প্রচার সভা তাঁহাদিগকে প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু এইরূপ প্রস্তাবের পক্ষে প্রচার সভার অন্যূন ⅔ অংশের মত হওয়া আবশ্যক। প্রচার সভার অধিবেশনে উপস্থিত। হইতে না পারিলে সভ্যেরা পত্র দ্বারা এসম্বন্ধে আপনাদের মতামত জ্ঞাপন করিবেন। প্রচারকের বয়স অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর হওয়া আবশ্যক।

১৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা উপযুক্ত মনে করিলে প্রচার সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে প্রচারকরূপে নিয়োগ সম্বন্ধে প্রকাশ্যরূপে বিজ্ঞাপন করিবেন। নিয়োগার্থী সম্বন্ধে কোন ব্রাহ্মসমাজ বা ব্যক্তি বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহা বিবেচনাস্থলে গ্রহণ ও আবশ্যক মতে তাহার অনুসন্ধান করিয়া নিয়োগ বিষয় স্থির করিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপন দিবস ও নিয়োগ করিবার দিবসের মধ্যে ন্যূনকল্পে ৪ মাসের ব্যবধান থাকিবে।

১৪। প্রচার সভার অনুরোধ ক্রমে বিশেষস্থলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগ বিষয়ক ১৩ নিয়ম ব্যতীত অন্য কোন নিয়ম বা নিয়মাবলীর প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন। যে সভাতে এই নির্দ্ধারণ হইবে তাহাতে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অন্যূন ৯ জন সভ্য উপস্থিত থাকা এবং নির্দ্ধারণ পক্ষে অন্ততঃ ⅔ অংশের মত হওয়া আবশ্যক। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এইরূপ ব্যতিক্রমের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা অধ্যক্ষ সভার গোচর করিবেন।

১৫। প্রবেশার্থীগণ ও প্রচারকগণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৬। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি বা অনুমোদন ক্রমে প্রচারকগণ (ক) প্রচার ব্যতীত কল্যানকর বা দেশহিতকর অন্যবিধ কার্য্যেরও ভারগ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং (খ) আবশ্যক বোধ করিলে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন প্রকার বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

১৭। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আবশ্যক মতে প্রচারকদিগের অর্থানুকূল্য সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবেন।

১৮। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর প্রচারকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব পদে পুনর্নিযুক্ত হইবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্তৃক এই পুনর্নিয়োগ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। উক্ত সভাতে অন্যূন ৯ জন সভ্য উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

১৯। যদি কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপস্থিত সভ্যদিগের অধিকাংশ সভ্য কোন প্রচারকের পুনর্নিয়োগের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উক্ত বিষয় বিচারার্থ অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত করা হইবে। অধ্যক্ষ সভায় ১৫ জন সভ্য উপস্থিত না থাকিলে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবেনা। যদি অধ্যক্ষ সভার অধিকাংশও তাঁহার পুনর্নিয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে সেই প্রচারক স্বপদে পুনর্নিযুক্ত হইবেন না। উক্ত অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণের অন্ততঃ ৩ মাস পরে হওয়া আবশ্যক।

২০। কোন প্রচারক পুনর্নিযুক্ত না হইলে এই নির্দ্ধারণের এক বৎসর কি ততোধিক কাল পরে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে পুনরায় প্রচারক রূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় ৯ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে এই বিষয়ের বিচার হইবে না এবং তাহাকে পুনর্নিয়োগ করিতে হইলে ⅔ অংশ সভ্যের এই প্রস্তাবের সপক্ষে মত থাকা আবশ্যক।

২১। চরিত্র দোষ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে অবিশ্বাস অথবা অন্য কোন গুরুতর কারণে আবশ্যকবোধ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কোন প্রচারককে প্রচার কার্য্য হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

২২। এ প্রকার নির্দ্ধারণ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত প্রচারককে আত্ম সমর্থন জন্য যথোচিত সুযোগ প্রদান করা

হইবে। কোন প্রচারকের পদচ্যুতি বিষয়ক প্রস্তাব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পরবর্ত্তী দুই অধিবেশনে সমর্থিত না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এই দুই অধিবেশনের দ্বিতীয়টী, মূল প্রস্তাব যে অধিবেশনের দিবস গৃহীত হইবে তাহার অন্যূন তিন মাস পরে হওয়া আবশ্যক।

২৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমোদন ক্রমে প্রচার সভা সময়ে সময়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীর সহিত অসংলগ্ন না হয়, এ প্রকার অবান্তর নিয়ম সকল প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ

বিগত ২৭এ জুলাই হইতে ৩০এ জুলাই পর্য্যন্ত পুরুষকাম অন্বেগন্ত সহোদর ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২৭এ জুলাই শুক্রবার উক্ত সমাজের প্রচারক শ্রীমান্ পণ্ডিত পি বাসুদেব পিলাই অবরগল "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি" এই বিষয়ে একটী উপদেশ দেন।

২৮এ জুলাই শনিবার ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তক এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ হয়, তাহাতে অনেকেই এমন কি যাঁহারা অব্রাহ্ম তাঁহারাও আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৪টা হইতে ৫॥টা পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীমান্ এন, তুরায় স্বামী মুদেলিয়ার অবরগল সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে বক্তা সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান্ প্রস্তাব করেন। ৫॥টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা, ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উপাসনা। দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীমান্ এ, এস, পেনাগাপানি মুদালিয়ার উপাসনার কার্য্য করেন এবং "মানবের কর্ত্তব্য" বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ দেন।

২৯এ জুলাই রবিবার প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ত্তন হয়। ঐ সময়ে গোলাপজল, ফুলের তোড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি পুস্তিকা বিতরণ করা হয়, এবং গরীবদিগকে চাউল এবং পয়সা দেওয়া হয়। শ্রীমান্ ভি, রাঙ্গানাথাম নায়ডু প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা। ৩টা হইতে ৫টা সাংবৎসরিক সভা। ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত প্রচারক শ্রীমান্ পণ্ডিত পি বাসুদেব পিলাই অবরগল তামিল ভাষাতে "ধর্ম্মসাধন বিষয়ে" একটী বক্তৃতা করেন। ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমান্ এ, সি, পার্থ সারথী নায়ডু গরু জাতীয় সমিতি এবং ইহার উদ্দেশ্য ও ধর্ম্মের সহিত ইহার যোগ বিষয়ে একটী ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

পূজার আয়োজন।

হে হিমালয়ের দেবতা, তোমাকে দেখিব না তোমার প্রতিষ্ঠিত রজতোজ্জ্বল হিমগিরির মোহন সৌন্দর্য্য দেখিব? যখন অভ্রভেদী হিমরঞ্জিত শৃঙ্গমালার দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, তখন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে প্রাণ মগ্ন হইয়া যায়। মনে হয় "তোমারই এ রাজ্য শোভা সুখ পূর্ণ।" কি মনোহর তপস্যা ও সাধন স্থানই স্বহস্তে রচনা করিয়া রাখিয়াছ! ধন্য হে সৌন্দর্য্য রচয়িতা, সুন্দর বিশ্বস্রষ্টা! সাধ্য কি আমার তোমার সৃষ্টিকৌশলের নিগূঢ় ও পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করি? যতই দেখি, ততই আরও দেখিতে ইচ্ছা করে; যতই দেখি, ততই আরও তোমাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। তোমার শুভ্র সৌন্দর্য্যের নিকট কোথায় লাগে, হিমগিরির তুষারমণ্ডিত শিখরদেশের সৌন্দর্য্য? আমার আকাঙ্ক্ষা যে শুদ্ধ হইয়া তোমার শুদ্ধতায় গা ঢালিয়া দিই। দিন রাত দোষের পরিচয় লইতে বা দিতে আর ভাল লাগে না। শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ হৃদয় লইয়া তোমার শুভ্র সৌন্দর্য্যের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকি, ইহাই মনের আন্তরিক ইচ্ছা।

হে মহান্, অনন্ত ভূমা দেবতা, সাধ্য কি তোমাকে আমার সান্ত হৃদয়ে ধারণ করি? যতবারই তোমাকে ধরিতে যাই, লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসি। তোমার অনন্ততা প্রতিবারই আমার দর্প চূর্ণ করে। আমার অসারত্ব ও ক্ষুদ্রতা স্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। এত বড় প্রকাণ্ড গিরি তোমারই রচনা। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই গিরিমালা ও উপত্যকা-বৃন্দ—গিরিসাগর যেন চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। তুমি এই বিস্তৃত গিরিসাগর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাণ ও শক্তিসঞ্চারণ করিতেছ। দূর হইতে দূরে তুমি, আমার জ্ঞান আর তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে পারে না। নমস্কার, নমস্কার হে মহা মহিমান্বিত পরম দেবতা! কে আমি যে তোমাকে নমস্কার করিব? কোথাকার তুচ্ছ কীট আমি যে তোমার পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করিয়া জীবন ধন্য করিব? এত বড় দেবতা, এত অপার তোমার মহিমা, আমি যে তোমাকে ডাকি, সে আমার প্রগলভতা। মহান্! তোমার মহত্ত্বে আমাকে মগ্ন কর। আমি যেন আমার মস্তক ভুলিয়াও তোমার সমক্ষে আর উত্তোলন করিতে না পারি। ধূলিকণা হইতেও হীন হইয়া যে তোমার উপাসক বৃন্দ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি, এ সৌভাগ্যের জন্য যেন তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকি।

কতভাবে কতরূপে তুমি আমার মনে লীলা করিতেছ! কখনও দেখি তোমার রাজবেশ, কখনও দেখি জননী বেশ, কখনও দেখি সখার সাজ। নিত্য নূতন নূতন ভাবে লীলাময় হরি! আমাকে লইয়া লীলা করিতেছ। আমি যে সব সময়ে চিনিতে পারি না, এই আমার দুঃখ। কতবার তুমি আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেলে, আমি শুনিতে পাইলাম না—কতবার তুমি হৃদয়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থান করিলে, আমি

জানিতে পারিলাম না। প্রভু! কি জন্য স্মৃতিশক্তি দিয়াছ? কি জন্য জ্ঞান দিয়াছ? তোমাকেই যদি চিনিতে পারিলাম না, তবে আমার জ্ঞান কোন্ কাজে আসিল? তোমাকেই যদি মনে না পড়িল, তবে স্মৃতিশক্তিতে কি প্রয়োজন? নিদ্রিত প্রাণকে হে নিত্য জাগ্রৎ দেবতা সর্ব্বদা জাগ্রৎ রাখ। তোমাকে দেখিব, অথচ চিনিতে পারিব না, এ আক্ষেপ রাখিবার স্থান নাই। আর যাহা যাহা জানি ও চিনি বরং তাহা ভুলি সেও. স্বীকার কিন্তু তোমাকে যেন কদাপি না চিনিতে অসমর্থ হই।

ব্রাহ্মসমাজ।

এজেন্ট—বাবু রাজকুমার ঘোষ ফরিদপুরের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ফরিদপুরস্থ বন্ধুগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কীয় আপনাপন সমস্ত দেয় তাঁহার নিকট প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

নামকরণ—বিগত ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার দিবসে বাবু কালীশঙ্কর শুকুলের তৃতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে; বালকের নাম অরুণচন্দ্র রাখা হইয়াছে, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এবং গত ২০এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবসে বাবু দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে বালকের নাম প্রফুল্ল চন্দ্র রাখা হইয়াছে,বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমাদের বন্ধু বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী—ইনি বাঁকুড়াতে অতি সুন্দররূপে কার্য্য করিতেছেন। দোকানদার,ব্যবসাদার এবং অন্যান্য লোকদের বাড়ীতে উপাসনা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নীলমণি বাবুর কার্য্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অহ্লাদিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা আশা করেন যে তিনি যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন যেন সেইভাবে কার্য্য করিতে থাকেন।

তত্ত্ববিদ্যা সভা—বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় ১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভবনে তত্ত্ববিদ্যা সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার প্রসন্ন কুমার রায় "ধর্ম্ম এবং দর্শন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন। এবং উক্ত অধিবেশনে বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল, বাবু মথুরা মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু উমাচরণ সেন বি, এ, এবং বাবু পার্ব্বতী নাথ দত্ত বি, এস, সি, সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—আমরা আহ্লাদের সহিত আমাদিগের পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এক্ষণে বিলাতে অতি সুস্থশরীরে বাস করিতেছেন। এবং তথায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

অসবর্ণ বিবাহ—কলিকাতার ১৩নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভবনে বিগত ২২এ সেপ্টেম্বর শনিবার দিবসে ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে একটী অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু গোপালচন্দ্র নন্দী বয়স ২৬ বৎসর, জাতিতে কায়স্থ, পাত্রীর নাম কুমারী জ্ঞানদা রায় বয়স ১৬ বৎসর জাতিতে ব্রাহ্মণ; পাত্র পাত্রী উভয়েরই এই প্রথম বিবাহ।

রাজা রাম মোহন রায়—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবসে মহাত্মা রাম মোহন রায়ের পঞ্চপঞ্চাশৎ মৃত্যু সাংবাৎসরিক উপলক্ষে টাউন হলে এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল, ডাক্তার অনারেবেল মহেন্দ্র লাল সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজার জীবন এবং কার্য্য সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রায় সকল সম্প্রদায়ের দুই সহস্র লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং ঐ তারিখে ঐ উপলক্ষে পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজে প্রাতঃকালে উপাসনা হইয়াছিল এবং অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় আনার কালি ব্রাহ্ম মন্দিরে বাবু যোগেন্দ্র নাথ বসু এম, এ, বি, এল, রাজার জীবন এবং কার্য্য সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন প্রত্যেক ব্রাহ্ম সমাজেই বৎসর বৎসর রাজার মৃত্যু দিবস উপলক্ষে কিছু হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ আমরা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইব।

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভার নিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মাবলীর ২য় নিয়মানুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২১শে নবেম্বর তারিখের মধ্যে তাঁহাদের নাম, ধাম, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ সকল আমার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ তারিখের পর আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না।

সাঃ ব্রাঃ কার্য্যালয়
৮ই অক্টোবর, ১৮৮৮।

শ্রীশশিভূষণ বসু।
সহঃ সম্পাদক।

পঞ্চোপনিষৎ।

অর্থাৎ তলবকার, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য—

এই পাঁচ খানি উপনিষৎ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করেন,আমি তাঁহার কৃত ঐ অনুবাদ ও ভাষ্য সহ ঐ পাঁচ খানি উপনিষৎ ক্ষুদ্রাকারে (পকেট এডিশন) মুদ্রিত করিয়াছি। ইহাতে উপনিষদের মূল সংস্কৃত শ্লোক কিছু বড় হরপে এবং সেই শ্লোকের নিম্নেই ঐ অনুবাদটী মাঝারি হরপে এবং স্থানে স্থানে তিনি যাহা ভাষ্য করিয়াছেন তাহা ক্ষুদ্র হরপে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৯২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা ডাকমাশুল ১০;

আদি ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিসে এবং নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় ডাকের টিকিট. ইত্যাদি দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইতি

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।
ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসের ম্যানেজার

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১১ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিকপত্রিকা।

১১শ ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

প্রভুর জগদীশ্বর, করুণাসাগর,
জয় জয় অমৃতনিকেতন হে;
অনন্ত, সুন্দর, মঙ্গল-আকর,
পবিত্র, পাপবিনাশন হে।
তব পরকাশে ত্রিভুবন হাসে,—
স্থল, জল, প্রান্তর, কানন হে;
তব পরকাশে, হৃদয়াকাশে,
নাশে পাপদুরিতঘন হে।
হে করুণাময়! দেহি পদাশ্রয়,
যাচে দীন অকিঞ্চন হে;
তব পদ সেবনে, তব গুণকীর্ত্তনে,
সার্থক হয় যেন জীবন হে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নির্জ্জনবাস—মাঝে মাঝে কোলাহল ও গোলযোগ হইতে পলাইয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করা বড়ই আবশ্যক। আমাদের এক জন বন্ধু বেশ ভাল কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে তিনি এখন কবিতা লেখেন না কেন, তিনি উত্তর দিলেন, নির্জ্জনবাস করিতে পান না বলিয়া। বাস্তবিক কি কবিত্ব, কি গভীর গবেষণা সকলই নির্জ্জন বাসের উপর নির্ভর করে। হর্বর্ট স্পেন্সরকে সবাই জানেন। তাঁহার মত চিন্তাশীল লোক দুর্লভ। তিনি বলিয়াছেন যে কয়েক বৎসর তিনি বাটীর বাহির হন নাই, ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। কর্ম্মশীল লোকদিগের এই নির্জ্জন-বাস সম্বন্ধে বিশেষ ত্রুটি দৃষ্ট হয়। সমস্ত দিনই তাঁহারা কাজে ব্যস্ত, বাহিরের গোলযোগের মধ্যে তাঁহাদিগকে দিবানিশি বাস করিতে হয়। নির্জ্জন-বাসের অভাবে তাঁহাদের মন ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়, অর্জ্জিত সম্পত্তির ব্যয় হওয়ায় মন ক্রমশঃ শূন্য হইয়া পড়ে। মনের জীর্ণসংস্কারের জন্য,শূন্য চিন্তাধার পূর্ণ ও শুষ্ক প্রাণ সরস করিবার জন্য মাঝে মানুষে তাই নির্জ্জনে যাওয়া উচিত। যাঁহারা বিষয় কাজ করেন, তাঁহাদের অবকাশ পাওয়া দুর্লভ। যখন পান তখন সেই অবকাশ বৃথা আমোদ প্রমোদে নষ্ট না করিয়া যদি সেই সময়ে তাঁহারা নির্জ্জনবাস করেন তাহা হইলে তাঁহাদের আত্মার পক্ষে বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে।

ইংরেজদিগের নির্জ্জনপ্রিয়তা—শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এক পত্রে ইংরেজদিগের নির্জ্জনপ্রিয়তার কথা লিখিয়াছেন। এপিফেনী নামক পত্রিকা এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা সম্পূর্ণরূপে ঠিক্ না হউক অনেকটা যে ঠিক্ তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষী ইংরেজ অপেক্ষা ইংলণ্ডবাসী ইংরেজ অনেক পরিমাণে নির্জ্জনতা সম্ভোগ করেন। ইংরেজের গৃহ তাঁহার দুর্গ স্বরূপ। এরূপ ভাবে বাস করাতে বন্ধুগণকে আপ্যায়িত করার কিছু ত্রুটি হইতে পারে কিন্তু নির্জ্জনতা ভিন্ন জগতের উন্নতিকারক কোনও কার্য্য কুত্রাপি নিষ্পন্ন হয় নাই। কোন জাতি যদি মহদনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হন, তবে সেই জাতির লোককে যে অল্পাধিক পরিমাণে নির্জ্জনতা অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক আমরা আমাদের সামাজিক জীবন আলোচনা করিলে দেখিব সাড়ে পনর আনা সময় গোলমাল ও কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে কাটে। বন্ধুদিগের উৎপাতে আমরা অস্থির, আমাদের উৎপাতে বন্ধুরা অস্থির। অসময়ে বন্ধুগৃহে গিয়া সময় নষ্ট করিতে আমরা যেমন পটু এমন আর কি জগতে মিলে? আমাদের বিশ্বাস যে আমরা নির্জ্জনে আমাদের উপাস্য দেবতার নিকট যতটুকু বসি, তাহা যদি দ্বিগুণ করি তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়।

মিলন—আমরা জন পাঁচ ছয় লোক, তাহার ভিতরে দলাদলি কেন? মতভেদ হইলেই যে দলাদলি করিতে হইবে এমন কি কথা? বিলাতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকের সম্মিলনীর বৃত্তান্ত পাঠ করি আর লজ্জিত হই কি কথা লইয়া আমরা ভিন্ন হই! কেহ কাহারও সম্বন্ধে অনুকম্পা করিতে সম্মত নহেন। আমার মত অন্য লোকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত পারে, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা জানিতাম যে

অন্যের স্বাধীন মতের প্রতি সম্মান না দেওয়া সভ্যতা বিরুদ্ধ। এখন দেখিতেছি বিশেষ প্রেম সাধন না করিলে অন্যের মতের প্রতি দয়া করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ভাঙ্গিতে অধিকক্ষণ লাগে না, কিন্তু গড়িতে একযুগ লাগে, এই প্রবাদ বাক্য আমরা বিস্মৃত হই। মতভেদ হইলে শান্তভাবে মতভেদের বিষয় আলোচনা করিয়া যতদূর সম্ভব মিল করিতে চেষ্টা করার দিকেও আমরা যাই না। দেবতার মন্দিরে দেবপূজকদিগের আপনাআপনির মধ্যে এত কোলাহল, এত দ্বন্দ্ব ও প্রভেদ কেন? এখন মিলের সময় মিলের যুগ, মিলের হাওয়া, এখন মিল যদি না হইল তবে কি হইবে? যে দেবতাকে ভালবাসে অথচ দেবতার পুত্র কন্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহার ভালবাসার কোন অর্থ নাই।

পৌত্তলিকতা।—কয়েক দিন হইতে পৌত্তলিকতার স্রোতে এই দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। কিন্তু এই পৌত্তলিকতা বন্যার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবে কয় জন জীবন কাটান? কয় জন লোক অন্তরের সহিত পৌত্তলিকতায় যোগ প্রদান করিবে? সত্য গোড়ার কথা। বিদ্যালাভ করিয়া যদি সত্য পরায়ণতা না পাওয়া গেল, তবে বিদ্যা লাভ বৃথা হইয়াছে বলিতে হইবে। যাহা মানিবে তাহা করিবে। পুতুল মান আচ্ছা—পূজা করিতে পার। কিন্তু পুতুল না মানিয়া যদি আমোদের জন্য পুতুলকে জীবন্ত দেবতা বলিয়া পূজা কর, তাহা হইলে তুমি গুরুতর পাপে লিপ্ত হইলে। কি দুর্ভাগ্য! আমাদের দেশের শত শত লোক এই অবস্থায় রহিয়াছে। এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। সকল সম্প্রদায়েরই দেখা উচিত যে সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে কপটতা না বৃদ্ধি পায়। সরল ভাবে কল্পিত দেবতার উপাসনায় কোনও ফল আছে কিনা তাহা পৃথক্ কথা, কিন্তু বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করিতে সকলে যে বাধ্য ইহা বোধ হয় জানিতে কাহারও অবশিষ্ট নাই। আমাদের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। বাহিরের পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছি বলিয়া গর্ব্বিত হইব না বা ঘৃণার চক্ষে পৌত্তলিককে দেখিব না—আমাদের উচিত যে আমরা ভিতরের পৌত্তলিকতার উন্মূলন করিতে দিবানিশি ব্যস্ত থাকি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি।—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি হিন্দু ধর্ম্ম, কি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম হইতে এ প্রশ্নের মীমাংসা ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্তকারের পক্ষে গুরুতর কথা। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মের ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর বিষয় ভাবিবার আছে। সে গুরুতর বিষয় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে অনুষ্ঠান করা। ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দু কি খৃষ্টীয়ান ভাব আসিয়া পড়িতেছে এ বিষয় লইয়া মস্তক বিঘূর্ণিত না করিয়া, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিধি পালনের দিকে আমাদের অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। সত্য সাধারণ সম্পত্তি—সত্য চুরী হইবে কিরূপে? আর সত্য যদি চুরিই হয় তাহা হইলে সত্য চোরের কি দণ্ড হইবে? স্বর্গীয় কেশব চন্দ্রকে এক জন পাদরী খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে সত্য অপহরণের অপবাদ দেন। কেশব চন্দ্র তাহাতে বলেন যে ব্রাহ্মগণ যদি সত্য চুরি করিয়া থাকে তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাদিগকে মুক্তি কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিবেন। উৎপত্তি ছাড়িয়া স্থিতির দিকে আমাদিগের অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব রক্ষা পাইবে, বাক্য, বিষয় ও চিন্তায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমা কিরূপে প্রচারিত হইবে যে ব্যক্তি ইহা সতত অনুধ্যান করে তাহার মুক্তি সন্নিকট। ইতিবৃত্তে তাহার অধিকার তাদৃশ না থাকিলেও সে ব্যক্তি ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। অতীতের অনুসরণ করা অপেক্ষা বর্ত্তমানের সাধ্যমত সদ্ব্যবহার করা সুবুদ্ধি লোকের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্র।

গত কল্য ২৭এ সেপ্টেম্বর গিয়াছে। ২৭এ সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন। ঐ দিনে তাঁহার কবরের নিকট কয়েক ঘণ্টা যাপন করিবার জন্য এবং তাঁহার স্মরণার্থ একটী সভা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। পরলোক গত সুবিখ্যাতা কুমারী কার্পেণ্টারের একজন ভগিনীপতি হার্বাট সাহেবের বাড়ীতে অতিথি হইয়া রহিয়াছি। ইনি এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তি। ইঁহাদের আতিথ্যের ভাব অতি চমৎকার। যাহা হউক গত কল্য প্রাতে, রামমোহন রায়ের সমাধিক্ষেত্রে গিয়া উপাসনা, প্রার্থনা ও আত্মচিন্তায় কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়াছি। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের আর কোন ব্যক্তি আমার সঙ্গে আসেন নাই। আমি কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আসা ব্যয়সাধ্য ও রামমোহন রায়ের প্রতি ভারতবাসীদের সে ভাব এখনও জন্মে নাই। বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস মহাশয় পীড়িত হইয়া ত্বরায় এদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন, নতুবা তাঁহার আসিবার বড় ইচ্ছা ছিল। যাহা হউক আমি একাই রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ করিলাম। কবরে বসিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছি তাহার মর্ম্ম এই :—

প্রার্থনা।

হে পরাৎপর পরম পুরুষ! হে বিধাতা! আজ বিদেশে বন্ধুবান্ধব বিহীন স্থানে একাকী রামমোহন রায়ের সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া তোমার দিকে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিতেছি। যাঁহার সমুদায় জীবন তোমার সেবাতে অতিবাহিত হইয়াছিল, যিনি যথাজ্ঞান, যথাসাধ্য তোমার নাম প্রচার করিতে ও তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতে ত্রুটি করেন নাই, যিনি স্বদেশের ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনা করিতে এক দিনের জন্য ক্ষান্ত ছিলেন না, যিনি স্বজাতির উদ্ধার সাধনে কোন প্রকার শ্রমকে শ্রম, কোনপ্রকার ব্যয়কে ব্যয় বলিয়া গণনা করেন নাই, আমি তাঁহার আত্মার জন্য তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব? তুমি তাঁহার সকল ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিয়া,

তাঁহাকে তোমার শান্তিধামে স্থান দিয়াছ। আজ আমাদের জন্ম প্রার্থনা করিবার আছে। তিনি যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহা রক্ষা করিতে পারি, সেই নিঃস্বার্থ পরোপকারস্পৃহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরাও যেন দেহ মন জীবন সেই ব্রতে উৎসর্গ করিতে পারি; সেই উদার প্রেমের সহিত আমরাও যেন মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিতে পারি; সেই প্রবল অনুরাগের সহিত আমরাও যেন সত্যানুসন্ধানে রত থাকিতে পারি, সেই ধৈর্য্যের সহিত আমরাও যেন সকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারি; স্বদেশের সকল প্রকার উন্নতি সাধনে সেই প্রকার মনোযোগী হইতে পারি; দরিদ্রের দুঃখে সেইরূপ কাতর হই; অত্যাচারের প্রতি সেইরূপ খড়্গহস্ত হই; ভারতবাসীর দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া সেইরূপ কাঁদ। আর আমি তোমাকে কি বলিব? প্রিয় ব্রাহ্ম সমাজকে সতেজ কর, বিশ্বাস ও প্রেমের বলে বলী কর। রাজার অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষিত হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যাহা হউক আমি একাকী নিতান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞানে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অতিশয় উপকৃত হইয়াছি—জগদীশ্বর আমাকে অতিশয় করুণা করিয়াছেন; আমি কল্য হইতে এক অপূর্ব্ব তৃপ্ত অন্তরে অনুভব করিতেছি; দুঃখ এই ভাগ করিয়া দিবার লোক নাই। আমরা ৫০০ লোকে মিলিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেইরূপ ৫০০ শত লোকে যদি আসিতাম, কি ব্যাপারই হইত!

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন, রামমোহন রায়ের কবরটীর মেরামত শেষ হইয়াছে। আবার কি সুন্দর দেখাইতেছে! স্বর্ণাক্ষরগুলি জল্ জল্ করিতেছে! দলে দলে পুরুষ স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া বড় বড় করিয়া সেইগুলি পড়িতেছে। সুখের বিষয় এই—এই মেরামত কার্য্যের ব্যয় প্রায় ৪৫০৲ টাকা রাজার পৌত্রগণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং দুর্গামোহন বাবুর নিকট সেই অভিপ্রায় জানাইয়া লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। এখন অন্ততঃ বিশ বৎসরের মত গোরটী মেরামত হইয়া রহিল।

সমস্ত দিনত রামমোহন রায়ের চিন্তাতেই গেল, রাত্রে এখানকার এক স্কুল গৃহে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে আমি রামমোহন রায়ের জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। হলটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এখানে রামমোহন রায়ের স্মৃতি যেমন জাগ্রৎ এমন ভারতবর্ষের কোনও স্থানেও দেখি নাই। ইহা কেবল কুমারী কার্পেণ্টারের জন্ম। কুমারী কার্পেণ্টার যদিও পরকালে গিয়াছেন, তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে সকল হৃদয়ে লেখা রহিয়াছে। সভাস্থলে সভাপতি যেই তাঁর নাম করিয়াছেন অমনি চারিদিকে আনন্দসূচক করতালি। আমার মনে কি সুখই হইল! মানুষ নিজে যাহা হউক সাধুতার কথা ভোলে না। এই রমণী ব্রিষ্টলবাসীদিগের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছেন, রামমোহন রায়ও তাহার সঙ্গে জীবিত রহিয়াছেন। সভাস্থলে অনেক প্রাচীনা স্ত্রীলোক অঙ্গের যষ্টিতে ভর করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রামমোহন রায়কে দেখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছেন, তাঁহার নিকট উপহার পাইয়াছেন, আমাকে এই সব বলিতে আসিয়াছিলেন। সভাস্থ লোকেরা আমাকে পদে পদে কত উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। আমি বলিতে বলিতে মনে করিলাম, ইহারা দেখি যে আমার অপেক্ষা রামমোহন রায়কে ভাল বাসেন। সভার কার্য্যটী অতি চমৎকার হইয়া গিয়াছে। আমার দুঃখ এই আমি ভাল করিয়া সকল কথা বলিতে পারি নাই; আমার সে শক্তি নাই। যাহা হউক আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি।

গত কল্য আমি সুপ্রসিদ্ধ প্রোফেসার নিউম্যানের ভবনে যাইতেছি। তাঁহার সহিত দুই দিন বাস করিব। এই দুই দিন কি বিমল আনন্দেই যাইবে! তৎপরে আগামী বৃহস্পতিবারে ফিরিব।

ব্রিষ্টল।
২৮এ সেপ্টেম্বর } শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

পুনশ্চ কুমারী এস্লিন্ যাঁহার পিতা রামমোহন রায়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে রাজার অনেক চিহ্ন ছিল। তিনি এতদিন যত্ন করিয়া সেগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি নিজে বৃদ্ধ হইয়া সে সকল বিদায় করিতেছেন। রাজার পাগড়ী যাহা তাঁহার নিকটে ছিল তাহা আমাকে দিয়াছেন, আমি রাজার পাগড়ী লইয়া দেশে যাইতেছি।

ব্রাহ্ম সমাজে হিন্দু প্রতিক্রিয়ার ভাব। *

(ব্রাহ্মবন্ধু সভায় শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার, এম, এ, কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ)

মানুষ স্বভাবতঃই হুজুগপ্রিয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের লোকের এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পটুতা দেখা যায়। বিগত কয়েক বৎসর হইতে এ দেশে শিক্ষিত মহলে এক নূতন হুজুগের আমদানি হইয়াছে। হুজুগের বিষয় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ। আর্য্যদিগের ন্যায় সভ্য আর কেহ হইতে পারে নাই—পারবেও না, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সহিত তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু তাহা ভারতবর্ষের একচেটে, এবম্বিধ নানাপ্রকার বাক্যাবলি চতুর্দ্দিক্ হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সকলেই বলে আমাদিগের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আজ পর্য্যন্ত কেহ হইতে পারে নাই। প্রবীণের যে কথা বিদ্যালয়ের ছাত্রেরও সেই কথা; আশ্চর্য্যের বিষয় ব্রাহ্ম সমাজেও অনেকে এই স্রোত হইতে আপনাদিগকে সম্যক্রূপে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এই সকল দেখিয়া সময়ে সময়ে আমার একটা গল্প মনে পড়ে। তাহা এই;—

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোনও এক প্রদেশে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজবাটীতে অনেক অমাত্য ও ভৃত্য থাকিত। একদিন রাজার একজন ভৃত্য বাজারে কোনও এক দ্রব্য ক্রয়

* এই প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকই দায়ী।

করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিতে পাইল পথিপার্শ্বে বসিয়া এক জন লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। ভৃত্য তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কাতরস্বরে উত্তর করিল—"হায় হায় গরিবহোসেনের মৃত্যু হইয়াছে।" ভৃত্য এই কথা শুনিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার আর বাজারে যাওয়া হইল না। সে রোদন করিতে করিতে রাজবাটীতে ফিরিল। রাজবাটীর অন্যান্য ভৃত্যেরা তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল, "হায় হায় গরিবহোসেনের মৃত্যু হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাজবাটীর অন্যান্য ভৃত্যেরাও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে চতুর্দ্দিক্ হইতে মহাক্রন্দনের রোল উঠিল। সেই শব্দ রাজার কর্ণে উপস্থিত হইল। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন এমন সময়ে মন্ত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রী ব্যাপার কি, কি হইয়াছে, সকলে ক্রন্দন করিতেছে কেন? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, মহারাজ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, গরিবহোসেনের মৃত্যু হইয়াছে। রাজা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—গরিবহোসেন কে? মন্ত্রীর তখন সহসা চৈতন্য হইল। ক্রন্দন পরিত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাইত গরিবহোসেনই বা কে? এই প্রশ্ন ক্রমে সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারিল না; সকলেই অবাক্—ক্রন্দন থামিয়া গেল। যে ভৃত্য প্রথমে এই মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসে সে সেই পথিপার্শ্বস্থ রোদনকারীর নিকট ছুটিয়া গেল—গিয়া বলিল ওহে ভাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। গরিবহোসেন লোকটা কে? সে ব্যক্তি উত্তর করিল—আমি একজন রজক—গরিবহোসেন নামক আমার একটা গর্দ্দভ ছিল—তাহার মৃত্যুতে আমার ব্যবসায়ের বড় ক্ষতি হইয়াছে, সেই জন্য কাঁদিতেছি। উত্তর শুনিয়া ভৃত্য লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া রাজবাটীতে ফিরিল।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতমণ্ডলীরও এই দশা ঘটিয়াছে। বিদেশ হইতে আসিয়া Colonel Olcott ও Madame Blavatsky বলিলেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যেরা জগতের উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন; কথা শুনিয়াই শিক্ষিত বাবুর দল আহ্লাদে উন্মত্ত হইলেন ও সেই সুর ধরিলেন। Ueberweg এর প্রকাণ্ড লজিক ও মিলের Inductive Logic রসাতলে গেল। সময়ের গতি দেখিয়া বিনা আয়াসে জীবিকা উপার্জ্জন উদ্দেশ্যে কোনও চতুর ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, আমাদের গল্প সকলের মধ্যেও গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে—অমনি শিক্ষিত মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। অনুসন্ধান নাই—বিচার নাই—যুক্তি নাই, কেবল আর্য্য আর্য্য শব্দ। ব্রাহ্ম সমাজেও কতকগুলি কথা বিনা আপত্তিতে চলিয়া আসিতেছে ও সমাজের মধ্যে রক্ষণশীলতার মূল দৃঢ়ীভূত করিতেছে। যেমন, প্রায় সকল ব্রাহ্মের মুখেই শুনা যায় উপনিষদের একেশ্বরবাদই ব্রাহ্মধর্ম্ম। কথাটী যে একেবারেই অমূলক তাহা ভাবিয়া দেখিবার লোক নাই। ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা একেশ্বরবাদ বলিতে যাহা বুঝেন, তাহা ভারতবর্ষে কস্মিনকালেও ছিল না—ব্রাহ্মধর্ম্মের একেশ্বরবাদ খৃষ্টধর্ম্মের একেশ্বরবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কথাটা কিছু দাম্ভিক গোছের হইল। এমন হয়ত কেহ কেহ এখানে আছেন, যাঁহারা বলিলেন—আঃ রকম দেখ, সংস্কৃতের কোনও ধার ধারেন না—শাস্ত্রের এক পাতাও পড়েন নাই, অথচ বলিতে বসিয়াছেন প্রাচীন ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ ছিল না। আমার উত্তর—শাস্ত্র পড়িলেও এই বিষয়ের কোনও মীমাংসার সম্ভাবনা নাই। হিন্দু শাস্ত্র ইণ্ডিয়ান রবারের (India rubber) রূপান্তর মাত্র। যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই টানা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের মধ্যে একেশ্বরবাদ দেখিতে পাইয়াছেন। আবার যদি John Stuart Mill সংস্কৃত জানিতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি উপনিষদকে নাস্তিকতার স্তম্ভস্বরূপ মনে করিতেন।* শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে মহাত্মা হেগেলের দর্শন দেখিতে পান অথচ হেগেল নিজে হিন্দু দর্শন ও হিন্দু শাস্ত্র সমূহকে কতকগুলি বালস্বভাব সুলভ কল্পনার সমষ্টি বলিয়া মনে করিতেন। কেবল শাস্ত্রের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া যিনি সত্য আবিষ্কার করিতে চাহেন তাঁহার চেষ্টা বৃথা। এই বিষয় মীমাংসার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বৈজ্ঞানিক উপায় আছে—তাহা ক্রমে ক্রমে বিবৃত হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজে আর একটি সংস্কার নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাহা এই;—পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম সাধন প্রণালী আছে তন্মধ্যে প্রাচীন আর্য্যদিগের প্রদর্শিত প্রণালীই শ্রেষ্ঠ। গভীর ধ্যান ও আরাধনা ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কথাটার মূলে যে কিছু সত্য আছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ধ্যান ও আরাধনাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন প্রণালী বলা যায় না। বিশেষতঃ যে ভাব হিন্দু ধ্যান বা আরাধনার মূলে বিদ্যমান তাহা কোন ক্রমেই অনুমোদনীয় হইতে পারে না।

ইংরাজীতে একটী কথা আছে "Rome was not built in a day"—রোম নগর এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই। জগতের সভ্যতা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। হঠাৎ ও বিনা নিয়মে জগতের কোনও স্থানে সভ্যতার অভ্যুদয় হয় নাই—হইবেও না। যে সভ্যতা প্রাচীন ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, তাহাই কাল সহকারে বিকসিত, বিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে যাহা আছে অতীতে তাহা পাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা বালকে কদাচই পাওয়া যাইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল সভ্যতার গতিকে সূর্য্যের গতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। সূর্য্য যেমন পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, সভ্যতাসূর্য্যও সেইরূপ পূর্ব্ব দেশে উদিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় ও চৈন সভ্যতাকে শৈশবাবস্থার সহিত, প্রাচীন পারসিক

* জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহার (Schopenhauer) উপনিষদকে তাঁহার জীবনের আরাম (solace) বলিয়া গিয়াছেন, অথচ শোপেনহার আস্তিক ছিলেন না।

সভ্যতাকে বাল্যাবস্থার সহিত, গ্রীক্ সভ্যতাকে যৌবনাবস্থার সহিত, রোম দেশীয় সভ্যতাকে প্রৌঢ়াবস্থার সহিত ও জার্ম্মান সভ্যতাকে বার্দ্ধক্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই সকল তুলনার অর্থ কি তাহা বিবৃত করা আমার অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হেগেলের উপমা আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ও আমি এখন পর্য্যন্ত মূল বিষয়ে তাঁহার কোনও ভ্রম দেখিতে পাই নাই। ভারতীয় সভ্যতাকে কিজন্য সভ্যতার শৈশবাবস্থা বলা যাইতে পারে তাহা কিঞ্চিৎ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, কারণ ভারতশিশুর নিকট বর্ত্তমান শতাব্দীর শিখিবার প্রায় কিছুই নাই, এ কথা বলিবার পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতা যে সভ্যতার শৈশবাবস্থা মাত্র, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক।

শিশুর প্রধান লক্ষণ অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও ব্যক্তিত্ব বোধের অভাব। শিশু অন্যায় কার্য্য করে না, তাড়নার ভয়ে—ভাল কার্য্য করে—পিতা, মাতা, অভিভাবক ও অন্যান্য সকলের প্রশংসার লোভে। শিশুর ব্যক্তিত্ব-বোধ মোটেই নাই। সে যে একজন স্বাধীন জীব—একজন পুরুষ (person) শিশু তাহা জানে না। তাহার জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা সকলই অপরের হাতে। অপরে যাহা ভাল বলে, সে তাহাই করে—অপরে যে বিষয়ের নিন্দা করে সে তাহা হইতে বিরত হয়। নিজের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিয়া, নিজের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া কোনও কার্য্য করিবার ক্ষমতা শিশুর নাই। দায়িত্ব কাহাকে বলে, পুরুষত্ব ও স্বাধীনতা কি, শিশু তাহার কিছুই জানে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রতি দৃক্‌পাত করিলে ঠিক্ এই দুটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি দর্শন সকল বিষয়েই ভারতবর্ষের পরমুখাপেক্ষা ও ব্যক্তিত্ববিহীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক একটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে এই বিষয় আরও স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। অপেক্ষাকৃত যে বিষয়গুলি সহজ প্রথমে তাহাই লইয়া আরম্ভ করা যাইতেছে।

ন্যায়ান্যায় ভেদ প্রায় সকল দেশেই আছে—ভারতবর্ষেও আছে। কিন্তু নীতির মূলভিত্তি কি? যে সকল জাতির মধ্যে ব্যক্তিত্বের ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে—তাঁহারা উত্তর দিবেন, নীতির ভিত্তিমূল বিবেক। নীতির মূল বাহিরে নয়—ভিতরে। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর কি? উত্তর—নীতির ভিত্তিমূল পরাশরসংহিতা, মনুসংহিতা, বেদ, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র। ইহা অপেক্ষা শৈশবাবস্থার প্রমাণ আর কি হইতে পারে? যাহা হৃদয়ের বস্তু তাহার ভিত্তি—অনুমোদন (sanction) বাহিরে—শাস্ত্রে। ভিতরের অনুমোদন (sanction) বাহিরে অন্বেষণ করা পরমুখাপেক্ষা, সুতরাং ব্যক্তিত্ববোধবিহীনতার প্রমাণ। যাঁহারা হিন্দুভাবের পক্ষপাতী, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষে নীতিবিজ্ঞানের (Moral Scence) সম্পূর্ণ অভাব। বস্তুতঃ conscience এর যথার্থ সংস্কৃত অনুবাদ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ; বিবেক যে conscience নয় শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহার ব্যক্তিত্ববোধ জন্মিয়াছে সে আপনার উপর নির্ভর করিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করে। কি ভাল, কি মন্দ, কি ন্যায়, কি অন্যায়, সে আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানিতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষে সে ভাব মোটেই ছিল না। ন্যায়ান্যায়, সদসৎ নির্ণয়ের ভার বাহিরের শাস্ত্রের উপর ছিল। বাস্তবিক সভ্যতার নিতান্ত নিম্নসোপানস্থ জাতির মধ্যেই ব্যবস্থা ও নীতির (legality ও morality) মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবস্থা ও নীতির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যবস্থা নীতির অনুমোদন নহে—নীতিই ব্যবস্থার অনুমোদন। ভারতবর্ষের ভাব ইহার ঠিক্ বিপরীত। ব্যক্তিত্বজ্ঞান ও আত্মনির্ভর না থাকাতেই প্রাচীন আর্য্যগণের নিকট নীতিবিজ্ঞান অপরিজ্ঞাত ছিল। ব্যক্তিত্ববিহীনতা ও পরমুখাপেক্ষা শৈশবাবস্থার প্রমাণ, সুতরাং বলিতে হইবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সভ্যতার শৈশবাবস্থা মাত্র।

তাহার পর সমাজনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। এখানেও দেখিতে পাওয়া যাইবে ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ব বোধের অভাব ভারতবর্ষীয় সমাজনীতির মূল। বাটীর কর্ত্তা সমস্ত পরিবারের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা (Patriarch)। তিনি যে কেবল পরিবারের সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে কর্ত্তা তাহা নহে, তিনি পরিবারস্থ সকলের বিবেকেরও ভাণ্ডারী। তাঁহার পরিবারস্থ সকলের পক্ষে ন্যায়ান্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি তাহার মীমাংসার ভার তাঁহার হস্তে। ঈশ্বর অপেক্ষাও পিতা মাতা বড়। পিতা মাতার প্রতি সম্মানের ভাবের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা বলিবার নাই—থাকিতেও পারে না। কিন্তু পিতা মাতার নিকট বিবেক ও ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দেওয়ার নাম সম্মান প্রদর্শন নহে। হিন্দু সমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার মূল এই পুরুষত্বহীনতা। আপনার কার্য্য—আপনার পরিশ্রমের ফলভোগী আপনি কেহ নহে, কিন্তু অপরে—বাটীর নিষ্কর্ম্মা ও অলস আর দশজনে, ইহাই একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার মূলগত ভাব। এরূপ অবস্থায় হিন্দু পরিবারে যে ব্যক্তিত্বের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারেনা তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহার পর জাতিভেদ। ব্যক্তিত্ববোধ বিহীনতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ যদি কিছু থাকে, "Be a person and respect others as persons"—আপনি ব্যক্তি হও ও অপর সকলকে ব্যক্তি মনে করিয়া সম্মান কর—নীতির এই মূল সূত্রের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রমাণ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এই অস্বাভাবিক জাতিভেদ প্রথা। মানবাত্মার আভ্যন্তরিক মূল্য (inherent worth) যেন কিছু নাই—মানবাত্মা যেন বাহ্যিক অবস্থার দাস। ব্রাহ্মণ দার্শনিক গণ্ডী দিয়া ঠিক্ করিলেন, এই জাতির অধিকার এই পর্য্যন্ত, অমনি যেন আত্মার ঈশ্বরদত্ত অধিকার ও মহত্ত্ব চলিয়া গেল। মানবাত্মা যেন কাদার তাল—যেন ইহাকে যেরূপে ইচ্ছা সেই রূপে গঠন করা যাইতে পারে। মূল কথা প্রাচীন ভারতের ব্যক্তিত্বের জ্ঞান (sense of personality) আদৌ ছিল না, যদি থাকিত তাহা হইলে মনুষ্যবন্দ্যোপাধ্যায় আর্য্যঋষিগণ মানবাত্মা

লইয়া এরূপ ছেলেখেলা করিতে পারিতেন না। হতভাগ্য শূদ্র জাতির ব্যক্তিত্ব ও মর্য্যাদা মহাপণ্ডিত আর্য্যগণ কর্ত্তৃক যেরূপে পদদলিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এখানে বসিয়া হয়ত কেহ কেহ উত্তরে বলিবার সঙ্কল্প করিতেছেন যে জাতিভেদ ত সকল দেশেই আছে—ইউরোপেও আছে, তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে ইংলণ্ডের লোকের ব্যক্তিত্ববোধ নাই? ধনী গরিব, জ্ঞানী অজ্ঞানী প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য পাশ্চাত্য সভ্য দেশে আরও অধিক। আমার উত্তর—হাঁ, এবং এরূপ জাতিভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু ইউরোপে আজি যে মুচি কালি সে লর্ড হইতে পারে—আজি যে নিরক্ষর কৃষক কালি সে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার হইতে পারে। তাহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের বার্ম্মিংহাম নগরের সামান্য লৌহব্যবসায়ী Joseph Chamberlain আজ এক জন প্রধান রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি শূদ্র তপস্যা করিল ত রাজ্যে মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। সেই শূদ্রের মুণ্ডচ্ছেদ না করিলে আর কিছুতেই নিস্তার নাই। ক্ষমতাগত অধিকারের সঙ্গে কাহারও কোনও বিরোধ হইতে পারে না; ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিরোধ জন্মগত অধিকারের সঙ্গে। যে দেশে জন্মভেদে অধিকারভেদ, সে দেশে ব্যক্তিত্ববোধ, পুরুষার্থ ও দায়িত্বজ্ঞান কদাচই থাকিতে পারে না—ভারতবর্ষেও ছিল না। তাই বলি ভারতীয় সভ্যতা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। স্ত্রীজাতির যে অধিকার আছে তাহাও জগতের সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যঋষির নিকট অজ্ঞাত ছিল। যে দেশে অধিকার কাহাকে বলে তাহাই অবিদিত ছিল, সে দেশের লোকে স্ত্রীজাতির অধিকার উপলব্ধিই বা কিরূপে করিবে? স্ত্রীজাতিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, এমন কি মাতা ও ভগ্নীকেও বিশ্বাস করিবে না, এই শিক্ষা আর্য্য শাস্ত্রের অনেকস্থলে বিদ্যমান। ইহাতেও যদি কেহ আর্য্যমহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হন হউন, আমি কিন্তু আর্য্যপদে নমস্কার করিয়া দূরে প্রস্থান করিয়া হাঁপ ছাড়িতে পারিলে বাঁচি। যাঁহারা আর্য্যপক্ষের উকীল তাঁহাদিগেরও অনেকে স্বীকার করেন যে ভারতীয় সমাজনীতিতে ব্যক্তিত্ববোধের স্থান নাই—বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্য্যমহিমায় মুগ্ধ, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে এই কথা স্বীকার করেন—সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সমাজনীতির অবস্থা যেরূপ রাজনীতিরও তদ্রূপ। রাজাই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা—প্রজার ধন, মান, প্রাণ সমস্তই রাজার হস্তে। সাম্যবাদ, প্রজার অধিকার, প্রভৃতির গন্ধ মাত্রও আর্য্য রাজনীতিশাস্ত্রে বিদ্যমান ছিল না। প্রজাসাধারণের যেরূপ ব্যক্তিত্ব ছিল না—রাজারও সেইরূপ কিছু দায়িত্ব ছিল না। সাধারণ মতের (Public opinion) নিকট যে রাজা দায়ী এই জ্ঞান তাঁহার ছিল না। ভারতে প্রজাতন্ত্র (Democracy) যেরূপ ছিল না Imperialism এরও তদ্রূপ অভাব ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যদি ভারতে Imperialismও থাকিত, একপ্রাণতার লেশ মাত্রও থাকিত, তাহা হইলে শত মহম্মদ ঘোরিও হিন্দু রাজ্যের বিনাশ সাধন করিতে পারিত না। ভারতের স্বাধীনতা মুসলমান অপহরণ করে নাই—আপন নির্ম্মিত ফাঁদে ভারতবর্ষ আপনি জড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় রাজনীতির মূলভিত্তি Patriarchal system এবং সকল পণ্ডিতের মতে Patriarchal system সভ্যতার নিম্নতম সোপানের পরিচায়ক।

এক্ষণে আমরা একেশ্বরবাদ বলিতে যাহা বুঝি ভারতবর্ষে তাহা ছিল কিনা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাউক। একেশ্বরবাদ বলেন জগতের আধার ও প্রাণ এক জ্ঞানময়, চিরজাগ্রৎ, চেতন ও ক্রিয়াশীল ঈশ্বর। ঈশ্বর কেবল আধার নহেন—তিনি পুরুষ (God is not only a substance but also a subject)—ঈশ্বর জ্ঞানময় এ জ্ঞান ভারতবর্ষে যে ছিল না, আমি নিশ্চয়রূপে তাহা বলিতে পারি না। ঈশ্বর যে জ্ঞানস্বরূপ তাহার উল্লেখ উপনিষদে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তবে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে জ্ঞানস্বরূপ এই কথার নানারূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে।* আর ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ এই কথা বলিলেই একেশ্বরবাদ হইল না। পৌত্তলিকদিগেরও বিশ্বাস যে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে। ঈশ্বর পুরুষ (god is person) এই বিশ্বাস একেশ্বরবাদের মূল ভিত্তি। যে স্থানে ঈশ্বরের পুরুষত্বের জ্ঞান নাই সেখানে একেশ্বরবাদও নাই। ইচ্ছা পুরুষত্বের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ, কিন্তু সকল ভারতবর্ষীয় ঋষিরাই ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিতেন। শাস্ত্রের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না যে আর্য্য ঋষিরা "ঈশ্বর পুরুষ" এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দু শাস্ত্রও যাহা ইণ্ডিয়ান রবারও (India rubber) তাহা। জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে যে ভাব আধিপত্য করে ধর্ম্মমতেও তাহারই আধিপত্য দেখা যায়। জাতীয় চরিত্র দেখিয়া অব্যর্থ রূপে বলিয়া দিতে পারা যায় সেই জাতির ধর্ম্মমত কি ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের কি ধারণা। জাতীয় ভাব ও চরিত্র ধর্ম্মমত গঠন করে ও ধর্ম্মমতের প্রভাব জাতীয় ভাব ও চরিত্রের উপর দেখা যায়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কি নীতি, কি রাজনীতি, সকল বিষয়েই ভারতবর্ষে ব্যক্তিত্বের অভাব দৃষ্ট হয়। ব্যক্তিত্ব প্রাচীন ভারত সমাজের কোনও বিভাগে ছিল না। যাহা জাতীয় চরিত্রে ছিল না তাহা তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে থাকিতে পারে না। যে জাতি ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে তাহা জানিত না, তাহারা কখনও "ঈশ্বর পুরুষ" এই তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে জাতীয় চরিত্রে তাহার প্রভাব লক্ষিত হইত। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তিত্ব বোধ ছিল না কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে ছিল একথা বলাও যাহা, কোনও অশিরস্ক ব্যক্তির মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া হইত এ কথা বলাও তাহা। "যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" শাস্ত্রের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া আর্য্য ঋষি "ঈশ্বর পুরুষ" এই কথা জানিতেন ইহা প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে যাহা জাতীয় চরিত্রে ছিল না, তাহা তাহাদের

* জ্ঞানময় বলিলেই চেতন বলা হইল না। বাম বিভাগের হেগেল শিষ্যগণ (Hegelian left) বিশ্বের আধাররূপী জ্ঞানে চৈতন্য আরোপ করেন না। তাঁহাদের মতে চৈতন্য জ্ঞানের অবস্থা মাত্র। বিশ্বব্যাপী জ্ঞান (Universal Reason) মনুষ্যে প্রথমে চৈতন্য লাভ করে।

ধর্ম্ম হইতে কেমন করিয়া থাকিতে পারে আমি আর্য্য পক্ষ সমর্থন কারীর নিকট এই প্রশ্নের উত্তর চাই। ইংরাজ চরিত্রের মহত্বের কারণ কি, এবং ভারতবর্ষ মৃতপ্রায় কেন, ইহার কারণ শ্রদ্ধের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার একখানা বিলাত হইতে লিখিত পত্রে যাহা দর্শাইয়াছেন,তাহা আমার নিকট অত্যন্ত ঠিক্ বলিয়া বোধ হয়;—"There is not that vague and indefinite sense of the Divine personality, which is such a characteristic feature of the Pantheistic philosophy of our country, the spirit of which permeates even the lowest strata of society. The conception of God, as one interested in their affairs, lends considerable intensity to the moral convictions of the English people."

আমার উত্তরে হয়ত কেহ বলিবেন,কেন সমঞ্জসীভূত উন্নতি ত না হইতেও পারে। এক বিভাগে যাহা ছিল না অপর বিভাগে তাহা থাকিতে পারে। ইহা উত্তরই নয়। এখানে সমঞ্জসীভূত উন্নতির কথা হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের এক কালে সম উন্নতি না হইতে পারে, যথা জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকসিত হইতে পারে। কিন্তু জাতীয় ভাব (spirit of the people) একই বস্তু। একই ভাব—একই ধারণা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। আশা করি সকলে হঠাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে পার্থক্যটি বিশেষ রূপে অনুভব করিবেন। যদি অনেকে এই বিষয়ে ভ্রমে না পতিত হইতেন তাহা হইলে ইহার উল্লেখেরই প্রয়োজন ছিল না।

এখন ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব। অনেকে বলেন ধ্যান ও আরাধনার ভাব ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমি আহ্লাদের সহিত এ কথার অনুমোদন করিতেছি। কিন্তু আমার কয়েকটী "কিন্তু" আছে। যাঁহারা প্রাচীন আর্য্যগণ ধ্যান ও আরাধনাশীল ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মাথায় তুলিয়া ধরেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার কিছু বিবাদ আছে। ধ্যান ও আরাধনাই কেবল জীবনের কর্ত্তব্য নহে। কেবল ধ্যান ধারণা করিলেই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হইল আমি তাহা মনে করি না। জীবনের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। প্রত্যেক মনুষ্যই জগতে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। জীবনের ব্রত পালনই প্রকৃত ধর্ম্ম ও মহত্ব। যিনি জগৎকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার পক্ষে কিছুমাত্রও সাহায্য না করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন, তিনি অত্যন্ত ধ্যান পরায়ণ হইলেও, সহস্র বার ভক্তি দ্বারা বিগলিত হইয়া অশ্রুত্যাগ করিয়া থাকিলেও আমি তাঁহাকে ধার্ম্মিক মনে করি না। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে নাস্তিক হইলেও, ধ্যানশীল, অতি ধার্ম্মিক, পর্ব্বতগুহা আশ্রয়কারী আর্য্যঋষি অপেক্ষা আমি John Staurt Mill কে অধিক শ্রদ্ধা করি। ইহাতে যদি আপনারা আমাকে শুক নাস্তিক ও পাষণ্ড মনে করেন, করুন—আমি সকলই সহ্য করিব। জগৎ দুঃখের মূল ও মায়া, জন্মগ্রহণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল, এই সকলে বিশ্বাসকারী আর্য্যঋষি ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তিনি কেমন করিয়া একজন রাজের অনুকরণের পাত্র হইতে পারেন তাহা আমি আমার সামান্য বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারি না।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ভারতবর্ষের সভ্যতা যে সভ্যতার নিম্নতম অবস্থা মাত্র তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনে উপমা যুক্তির কার্য্য সম্পন্ন করে।জগৎ কিরূপে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল, না মাকড়সা যেমন করিয়া জাল সৃজন করে—ব্রহ্ম কিরূপে জগৎরূপে পরিণত হইলেন, না দুগ্ধ যেরূপে বিকৃত হইয়া দধির আকার ধারণ করে। Professor Caird যথার্থই বলিয়াছেন দর্শন শাস্ত্রের প্রাথমিক অবস্থাতেই উপমা যুক্তির কার্য্য করে। আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক শ্রদ্ধের ও শিক্ষিত ব্যক্তিও হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রের মধ্যে নিত্যানিত্য বিবেক, Absolute Idealism প্রভৃতি উচ্চতত্ত্ব সকল দেখিতে পান। হইতে পারে, হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে যাহা হইতে সেই সকলের উচ্চভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে তাঁহারা পাশ্চাত্য দার্শনিক দিগের নিকট হইতে সংগৃহীত সত্য সকল আর্য্যঋষি প্রণীত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে দেখিতে পান। তাঁহারা সবুজ চসমা চক্ষে দিয়া সমস্ত জগৎ সবুজ দেখেন।

পরিশেষে আর দুই একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কোনও জাতির মধ্যে কি ছিল, কি ছিল না, ও তাহাদের সভ্যতা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় মাক্ষ্মূলার আমলে রচিত, কীটদষ্ট ও ইংরাজীনবিস বাবু কর্ত্তৃক বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যাত,শাস্ত্র সমূহের শ্লোক নহে কিন্তু জাতীয় চরিত্র। সভ্যতার উচ্চতম সোপানে উপনীত হইয়া থাকিলেও, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেও অতি ধার্ম্মিক হইলেও,আর্য্যঋষি প্রণীত হিন্দুধর্ম্মের কী[illegible]কি? কিছুই নহে। বিশাল ভারতবর্ষ বিংশতি কোটী সন্তান লইয়া প্রকাণ্ড তিমিমৎস্যের ন্যায় অচল হইয়া পড়িয়া আছেন, না আছে সাড়া, না আছে শব্দ। অদৃষ্টবাদ ও উদ্যমবিহীনতা, ব্যক্তিত্ব বোধবিহীনতার ফলস্বরূপ হইয়া সমগ্র দেশকে অতল জলে ডুবাইয়াছে। জাতিভেদ দেশকে চিরকাল নিষ্পেষিত করিয়াছে, স্ত্রীজাতির ঈশ্বর দত্ত অধিকারের বলিদান হইয়াছে। "পরদাস খতে সমুদায় দিয়ে" ভারত যেন সুখে ও শান্তিতে বিরাজ করিতেছে। জাতীয় চরিত্র যাহাকে বলে তাহার নাম গন্ধও দেশমধ্যে নাই। আর খৃষ্টধর্ম্মের জলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিতে চাও, ঐ পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি কিছু ইউরোপকে উন্নতির সোপানে অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকে তবে তাহা খৃষ্টধর্ম্মের মহীয়ান্ ভাব সমগ্র ইউরোপকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। দাসত্বের বিলোপ, রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, নারীজাতির উন্নতি, শিক্ষা-বিস্তার, দুঃখী দারিদ্রের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা—যাহাই বলনা কেন, সমস্তই খৃষ্টধর্ম্মের তেজের ফল। যদি দেশকে উদ্ধার করিতে হয়, যদি মৃত ভারতে নবজীবনের সঞ্চার করিতে হয়, তবে মৃত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শবের চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পৈশাচিক নৃত্য করিলে চলিবেনা—জীবন্ত [illegible] চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে—মহাত্মা খৃষ্টের ধর্ম্মের

দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। হিন্দুয়ানীর যশোগান করিলে, আর্য্যঋষির স্তুতিবাদ করিলে, চক্ষু দুটী পশ্চাৎ দিকে ফিরাইলে, আমাদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য হইবেনা। আমরা সঙ্গীত করিবার সময় বলি "সম্মুখে অনন্ত পথ পশ্চাতে চেওনা ফিরে" অথচ কার্য্যের সময় তাহার অন্যথাচরণ করি। যদি মানুষ হইতে ও অপরকে মানুষ হইবার পক্ষে সাহায্য করিতে চাও ত জীবন্ত বর্ত্তমানে বাস কর, মৃত অতীতকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিও না। ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে যিনি হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামি করিবেন তাঁহাকে আমি অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্ম সমাজের অনিষ্টকারী ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। ঈশ্বর আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন!

প্রতিমা বিসর্জ্জন। *

আজি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পৌত্তলিক ভ্রাতৃগণের শারদীয়া মহাপূজার প্রতিমাবিসর্জ্জনের দিন। তাঁহারা তিন দিন তিন রাত্রি মহাসমারোহে যে দেবতার পূজা করিলেন, অদ্য সেই দেবতার প্রতিমূর্ত্তি জলগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই তিন দিন তিন রাত্রি দেবতা তাঁহার উপাসকদের গৃহে বিরাজ করিয়া অদ্য সম্বৎসর কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুর্গার প্রকৃত ভক্ত যাঁহারা আজি তাঁহারা আপন আপন হৃদয় শূন্য বলিয়া অনুভব করিতেছেন। গত তিন দিবস যে সকল গৃহ আনন্দোৎসবে হাস্য করিতেছিল, আজি সেই সকল গৃহে কেমন একটা নিরানন্দের ছায়া পতিত হইয়াছে। এই তিন দিন তিন রাত্রি যে পূজাগৃহ দেব প্রতিমায় বিভূষিত ও আলোকমালায় সুসজ্জিত ছিল, সম্বৎসর কালের জন্য হয়ত তাহা শূন্য পড়িয়া থাকিবে; রজনীর অন্ধকার দূর করিবার জন্য সেখানে একটী আলোকও জ্বলিবে না; হয়ত স্থলবিশেষে ঐ গৃহ পরবৎসর পর্য্যন্ত মূষিকাদি জন্তুগণের আবাস ভূমি হইবে। ভাগ্যলক্ষ্মী যদি সুপ্রসন্ন থাকেন তবেই আবার আগামী বর্ষে দেবতা আসিয়া অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিবেন, শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবেন, বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন করিবেন। নতুবা হয়ত এই শূন্য ও বিষণ্ণ ভাব লইয়াই বৎসরের পর বৎসর কাটাইতে হইবে।

ব্রাহ্ম জীবনেও অনেক সময় ইহার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মও অনেক সময় তাঁহার ইষ্টদেবতার বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। মাঘোৎসব আসিল, ব্রাহ্ম মাসার্দ্ধকাল ধরিয়া আনন্দোৎসব করিলেন, সাধ মিটাইয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিলেন, উচ্ছ্বসিত ভাবতরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন, প্রেমের স্রোতে একেবারে ভাসিয়া গেলেন। উৎসব শেষ হইল ব্রাহ্মও ইষ্টদেবতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সম্বৎসরকালের জন্য সংসারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হৃদয় একেবারে শূন্য হইয়া গেল, এত যে ভাবের তরঙ্গ, এত যে প্রেমের স্রোত সম্বৎসরের জন্য শুকাইয়া গেল, এত যে আনন্দোচ্ছ্বাস, সাংসারিক নানা প্রকার দুর্ভাবনা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল, যে হৃদয়গৃহ পুণ্যময়ের প্রকাশে পূর্ণ ও আলোকিত হইয়াছিল তাহা শূন্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল অথবা নানাবিধ কুভাবের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। প্রভুর কৃপায় যদি আগামী বর্ষে আবার পাষাণমন বিগলিত হয় তবেই সৌভাগ্য। নতুবা কত দিন যে এইরূপ শূন্য ভাবে কাটাইতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। উৎসবের অব্যবহিত পরেই না হউক, অল্পাধিক বিলম্বে আমরা যে অনেকেই এইরূপে আমাদের ইষ্টদেবতার বিসর্জ্জন করিয়া থাকি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যে উৎসবের পরে ক্রমে ক্রমে পূজা অর্চ্চনা একেবারে ছাড়িয়া দিই তাহা নহে, কিন্তু অনেকের জীবনেই উৎসবের পর হইতে উপাসনার ভাব ক্রমে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং স্থলবিশেষে উপাসনা কেবল নিয়ম রক্ষা মাত্র হইয়া পড়ে।

আমাদের দৈনিক জীবনেও এই দেবতা বিসর্জ্জনের ভাব সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে বোধ হয় সকলেই প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উপাসনা শেষ করিয়া যখন আমরা সংসারে যাই তখন আর উপাস্য দেবতার সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা উপাসনার পর ঈশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, ইষ্ট দেবতার পূজা শেষ হইলে কিয়ৎকালের মত তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিই। আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপও যে উপাসনার অঙ্গীভূত তাহা আমাদের মনে থাকে না। সমস্ত দিন নানা কার্য্যের মধ্যেও যে সেই প্রাণের দেবতাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে হইবে সংসারে প্রবেশ করিয়া আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই। বাস্তবিক দেখিতে গেলে আমাদের দেবতার বিসর্জ্জন নাই। আমরা যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁহার পূজার জন্য দেশকালের অপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে দেখা দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। তিনি সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে ডাকিবার অধিকার আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার আবাহনও নাই বিসর্জ্জনও নাই। যিনি সর্ব্বদা নিকট হইতে নিকটতর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহার আবার আবাহন বিসর্জ্জন কি? কিন্তু আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রাণের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারি না। নানাবিধ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাই। আমরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সংসারের পথে ভ্রমণ করি না, সর্ব্বদা তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে চেষ্টা করি না। ব্রাহ্মজীবনে ইহাই দেবতাবিসর্জ্জন।

এই কলিকাতা নগরের পথে আমি দুইবার একটী দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। এ জীবনে সে দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারিব না। একদিন দেখিলাম এক জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পথ দিয়া যাইতেছেন। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তাঁহার শরীর কুব্জভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটী গাঁটরি এবং একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহাসন। সেই কাষ্ঠ সিংহাসনে তাঁহার উপাস্য একটী শালগ্রাম শিলা। কয়েক

* আশ্বিন শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের বেদী হইতে যে উপদেশ দেন তাহার ভাব লইয়া লিখিত।

মাস পরে ঐ ব্রাহ্মণকে পুনরায় ঠিক্ ঐ ভাবে পথ দিয়া যাইতে দেখিলাম। ব্রাহ্মণ যেখানেই যান ঠাকুরটী সঙ্গে সঙ্গে রাখেন। তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল আমাদের ইষ্টদেবতা সম্বন্ধেও আমাদের এইরূপ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা আমরা পারি না বা করিতে চেষ্টা করি না। ব্রাহ্মণ জড়োপাসক, কাজেই তিনি তাঁহার দেবতাকে কাষ্ঠের সিংহাসনে বসাইয়া লইয়া যাইতেছেন। আমাদিগের দেবতাকে ঠিক্ এভাবে না হউক ইহার অনুরূপ ভাবে সঙ্গে সঙ্গে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সেই চৈতন্য স্বরূপকে সর্ব্বদা প্রাণের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সংসারের পথে ঘুরিতে হইবে। আমাদের ইষ্ট দেবতা সর্ব্বক্ষণ আমাদের প্রাণের নিকটে রহিয়াছেন। তিনি দূরস্থ নহেন যে উদ্দেশে তাঁহার পূজা করিব। তিনি মৃত বা নিদ্রিত দেবতা নহেন। জীবন্ত ভাবে প্রাণের সহিত তাঁহার পূজা করিতে হইবে। কেবল মুখের কথায় তাঁহার আরাধনা বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে চলিবে না। তাঁহার স্বরূপ সকল উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা সে উপাসনা উপাসনাই নয়। উজ্জ্বল উপলব্ধি ভিন্ন উপাসনা সরস ও জীবন উন্নত হইতে পারে না। এই উপলব্ধিই প্রকৃত বিশ্বাসের পরিপোষক। স্বরূপের উপলব্ধি যত উজ্জ্বল হইতে থাকিবে, উপাসনা যত গভীর ও সরস হইতে থাকিবে ঈশ্বরের সহিত আমাদের যোগ তত দৃঢ় হইতে থাকিবে, আমাদের বিশ্বাস তত প্রগাঢ় হইতে থাকিবে।

দৈনিক জীবনে উপাসনা সরস করিবার জন্য আমাদের তেমন আগ্রহ নাই বলিয়া আমরা শুষ্ক ও মৃতভাবে জীবন কাটাইতেছি। সরস উপাসনার প্রতি দৃষ্টি নাই বলিয়াই আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে দিন দিন আমাদের অধোগতি হইতেছে। অনেকের মতে ভাবোচ্ছ্বাসের বিশেষ কোনও মূল্য নাই। প্রকৃত উপলব্ধি ছাড়িয়া শুদ্ধ ভাবের জন্য যে ভাবোচ্ছ্বাস তাহা যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার পরিমাণ করা যায় না, উজ্জ্বল উপলব্ধি ব্যতীত ভাবোন্মত্ততা হইতে পারে, ইহা সত্য। কিন্তু ভাব যে প্রকৃত উপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সৌন্দর্য্য দেখিলাম অথচ হৃদয়ে আনন্দোদয় হইল না, উন্নত চরিত্র দেখিলাম অথচ মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না, ভালবাসা পাইলাম অথচ প্রাণে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইল না, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব। ঈশ্বরের স্বরূপ সকল প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করিলে প্রাণে তাহার অনুরূপ ভাবের উদয় হইবেই হইবে। যদি তাহা না হয় তবে জানিতে হইবে যে প্রকৃত উপাসনা হয় নাই, কেবল মুখে আরাধনা ও প্রার্থনার বাক্য উচ্চারণ করা হইয়াছে মাত্র। সর্ব্বশক্তিমানের উপাসনা করিলে অথচ তোমার প্রাণে বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইল না, আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিলে অথচ তোমার প্রাণ শীতল ও আনন্দিত হইল না; রসস্বরূপের সংস্পর্শে আসিলে অথচ তোমার প্রাণ সরস হইল না, প্রেমময়ের প্রেম সম্ভোগ করিলে অথচ তোমার প্রাণ বিগলিত হইল না, অনন্ত স্বরূপের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিলে অথচ তোমার প্রাণে ভক্তির উদয় হইল না, নিজের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া তোমার গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইল না, পবিত্র স্বরূপের সৌন্দর্য্য দেখিলে অথচ তোমার প্রাণ পবিত্র হইল না, নিজের কদর্য্যতা দেখিয়া তুমি অনুতপ্ত হইলে না, এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। হয় তুমি উপাসনা কর নাই, না হয় কল্পনার উপাসনা করিয়াছ। ঈশ্বরের স্বরূপ সকলের প্রকৃত উপলব্ধি হইলে হৃদয়ে তদনুযায়ী ভাবের সঞ্চার হইবেই হইবে। এক একটী স্বরূপের অনুযায়ী ভাব যদি প্রাণে উদিত না হয় তবে সে স্বরূপের উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া জানিতে হইবে।

আমরা আজিও প্রকৃত ভাবে উপাসনা করিতে শিখি নাই; আমরা উজ্জ্বল ভাবে পরমেশ্বরের স্বরূপ সকল উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি না, সেই জন্য আমাদের উপাসনা সরস হয় না। পরমেশ্বরের এক একটী স্বরূপ এক একটী মহাসাগর বিশেষ। ইহার মধ্যে ডুবিতে না পারিলে ইহার গভীরতা বুঝিতে পারা যায় না। আমরা অনেক সময় এই স্বরূপ সাগরে কেবল ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াই, তাই ইহার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই সর্ব্বশক্তিমানের উপাসক হইয়াও আমরা জড় ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছি, তাই পরমেশ্বরের সহিত আমাদের আত্মা স্থায়ী যোগে নিবদ্ধ হইতে পারিতেছে না; তাই আমাদের জীবনে দেবতাবিসর্জ্জনের ভাব ঘুচিতেছে না। যদি এই ভাবে আর কিছু দিন যায় তাহা হইলে আমাদের জীবন একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবে, উপাসনার জীবন্ত ভাব আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইবে, আমাদের বিশ্বাস ক্ষীণ ও ধর্ম্ম জীবন নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। যদি প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিতে হয়, যদি পরমেশ্বরের সহিত স্থায়ী যোগ সংস্থাপন করিতে হয়, যদি সেই প্রাণের দেবতাকে প্রাণের সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সরস উপাসনা সাধন করিতে হইবে, ঈশ্বরের স্বরূপ সকল উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যিনি নিজ জীবনে সরস উপাসনা সাধন করিতে পারিয়াছেন, যিনি নিত্য পরমেশ্বরের স্বরূপের মধ্যে নিমগ্ন হইতে পারেন, যিনি সরস উপাসনারূপ বন্ধন দ্বারা পরমাত্মার সহিত আপনার আত্মাকে স্থায়ী যোগে নিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য! তিনি ইষ্ট দেবতাকে প্রাণে লইয়া সমস্ত দিন সংসার পথে বিচরণ করেন। সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে তিনি জীবনব্যাপী উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার জীবনে আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

"মহাশয়! বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম ট্রষ্টী এবং

ধনাধ্যক্ষ ডাক্তার জগচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় প্রায় দুই মাস কাল জর, পেটের অসুখ, এবং কাশি প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। বিগত ৩০এ ভাদ্র শনিবার রাত্রি ২ ঘটিকার সময়ে তিনি এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-শান্তিধাম আশ্রয় করিয়াছেন। রোগশয্যাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। মৃত্যুর ৫।৭ মিনিট পূর্ব্বেও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে সেই দিবসই তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন! ভিতরে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা, কিন্তু বাহিরে আমরা তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন পাই নাই। তিনি যেন বেশ আরামে আছেন বোধ হইত। মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এবার নিশ্চয়ই তাহাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে; এই জন্যই বোধ হয় তিনি সুন্দর ও শান্তভাবে কেমন এক গভীর চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। মৃত্যুর ১১২ দিবস পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—"বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে উপস্থিত হইলে দূরস্থিত গ্রামের বৃক্ষলতাদি যেরূপ দেখা যায় আমিও যেন সেইরূপ পরকালের অনেক ছবি দেখিতেছি।" "আমার জন্য তোমাদের চেষ্টা বৃথা আমাকে আর তোমরা রাখিতে পারিবে না।"

চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা তিনি উপযুক্তরূপ অর্থ এবং ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিনটী পুত্র; তিনটীই নাবালক! ধর্ম্মজীবন লাভ, চরিত্রগঠন, লেখাপড়া শিক্ষা এবং সাংসারিক আয় ব্যয় সম্বন্ধে তিনি পুত্রদিগকে সুন্দর সুন্দর অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সামাজিক, বৈষয়িক এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ একজন উপযুক্ত পরামর্শদাতা, সহায় এবং চিকিৎসক হারাইয়া যথেষ্ট অভাব অনুভব করিতেছেন। যাউক সে সব বিষয়। এখন পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহাকে অনন্ত কাল শান্তি বিধান করুন ইহাই প্রার্থনীয়।

১লা আশ্বিন প্রত্যূষে জগৎবাবুর শব স্নান করাইয়া যথাবিধি নব বস্ত্র ও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা, সজ্জিত করিয়া পারলৌকিক প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদির পরে ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এখানকার ব্রাহ্মদিগের পৃথক্ শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়! জাতি নির্ব্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বালকে প্রায় ২০০ শত লোকেরও অধিক শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানেও যথাবিধি প্রার্থনা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং কাঙ্গালদিগকে যথোপযুক্তরূপে পয়সা বিতরণ করা হইয়াছিল। বেলা প্রায় ২টার সময়ে বন্ধুগণ ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গম্ভীর ভাবে সকলে ভবনে প্রত্যাগত হয়েন।

আমি বাস্তবিকই সে দিবস সুন্দর রূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার এরূপ সুপ্রণালী ও সুবন্দোবস্ত দ্বারা কি বালক কি বৃদ্ধ অনেকেরই মনে মৃত্যুর ভয়াবহ ছবি ও শ্মশান বৈরাগ্য স্থান পায় নাই। জন্মে মৃত্যুতে, রোগে শোকে, সুখে সম্পদে প্রত্যেক ঘটনাতেই যাহাতে ব্রাহ্মদিগের "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারিত ও প্রচারিত হয় ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

বিগত ৭ই আশ্বিন শনিবার জগৎ বাবুর আদ্য শ্রাদ্ধ নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতে তাঁহার ভবনে এখানকার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সমবেত হয়েন, আচার্য্য বাবু গিরিশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি অতীব গভীর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে এখানকার প্রায় ৩০০ শত কাঙ্গালী ও অন্ধ আতুরদিগকে চিড়া, দধি, মিঠাই এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য জিনিষ দ্বারা ভোজন করান হয়।

সন্ধ্যার পরে পুনরায় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এবং ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সমবেত হইলে স্থানীয় প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এ বেলাও উপাসনা ও সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি হৃদয়গ্রাহী ও গভীর হইয়াছিল। উপাসনান্তে মনোরঞ্জন বাবু বালকত্রয়কে ধর্ম্মজীবন ও সংসার এবং পিতৃগুণ-অধিকার সম্বন্ধে অতীব সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। দুই বেলাই আচার্য্যের কার্য্যের পরে জগৎ বাবুর পুত্রত্রয় দণ্ডায়মান হইয়া পিতার পরলোকগত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল।

৮ই আশ্বিন রবিবার বরিশালস্থ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা বালক বালিকা এবং বাহিরের ব্রাহ্মবন্ধু ও অনেক খৃষ্টানগণ জগৎ বাবুর ভবনে ফলাহার করেন।

পূজার আয়োজন।

প্রেমময়, তুমি যে আমাকে এত ভালবাস আমি তাহার কি প্রতিশোধ দিতে পারিয়াছি? না পারিলাম তোমার ভাল বাসিতে, না পারিলাম তোমার বাধ্য হইয়া চলিতে। তোমার প্রতি যে সামান্য একটু টান আছে, তাহাকে ভালবাসা বলিতে লজ্জা বোধ হয়। কাজের হিসাব করিতে গিয়া দেখি, যে অনেক কর্ম্ম বৃথা কর্ম্ম হয়—না তোমাকে, না কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক কাজ করিয়া থাকি। তোমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ জানিয়াও মোহ ও অভ্যাস বশে কতক কাজ করিয়া থাকি। ভালবাসা ও বাধ্যতা ইহার কিছুতেই আমি তোমার মনোমত হইয়া চলিতে পারি না—অথচ দিবসের পর দিবস ক্রমাগত তোমার করুণাবৃষ্টি লইতেছি। কিছুতেই কি তোমার এই অজস্র করুণা বর্ষণের অণুমাত্র শোধ দিতে পারিব না? তোমার ছেলে মেয়েদিগকে যদি মন খুলিয়া ভাল বাসিতে পারি, আমার আপনার আত্মা অপেক্ষা যদি তাঁহাদিগকে অধিক ভাল বাসিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয়, তোমার ধার কিঞ্চিৎ শোধ করা হয়। কিন্তু হতভাগ্য নিষ্ঠুরপ্রকৃতি আমি, জগতের নরনারীকে ভাল বাসিতে পারিতেছি না। তোমার প্রতি আমার সে কিরূপ অনুরাগ, যাহা আমাকে তোমার পুত্র কন্যার জন্য ব্যস্ত করিয়া না তুলিল? আমাকে কঠিন আঘাত কর, আমার হৃদয়ের কঠিনতা তিরোহিত হইয়া প্রেমের উৎস উৎসারিত হউক। হৃদয় ভরিয়া নরনারীকে যখন ভাল বাসিতে পারিব, তখন আমার মনের সাধ মিটিবে।

চিন্তামণি, বিশ্বস্রষ্টা! তুমি কি চিন্তা কর আমাকে বলিতে পার? তোমার প্রকৃতির ভিতরে অবতরণ করিয়া তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে আমার বাসনা হইয়াছে। হে জ্ঞানরূপী! তুমি দিবানিশি কি ভাবিয়া থাক? সে কি এতই গুহ্য কথা যে আমি শুনিতে পাই না? এই যে তুষারমণ্ডিত গিরিশির যাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত হয় না, এই যে বিবিধ সুষমাপূর্ণ মনোহর পর্ব্বত কুসুম, যাহার বর্ণ ও দলসন্নিবেশের কৌশল দেখিয়া অবাক্ হই, এই যে তুঙ্গ সরলক্রমরাজি যাহার সরলতা, দৈর্ঘ্য ও বেধ দেখিয়া নিজের ক্ষীণত্ব অনুভব করত লজ্জিত হই, এসকলই কি তোমার চিন্তা? নিরাকার, অনন্ত উন্নতশীল বিচিত্র মানবাত্মাও কি তোমার এক একটী চিন্তা? আমি তবে জগতে একটী নহি। তোমার চিন্তাচয় চারিদিকে আমাকে বেড়িয়া রহিয়াছে, আমি তোমার চিন্তোদ্যানের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। তুমি যখন দিবানিশি আমার মঙ্গল ধ্যান করিতেছ, তখন আমার অমঙ্গল করে কাহার সাধ্য? তোমারই হাতে তবে আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিই। তুমি আমাকে আপন সহবাসে সনাথ ও সজন করিয়াছ, নিশ্চিন্ত ও নির্ভাবনা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হই, ও কায়মনোবাক্যে তোমার উপর নির্ভর করি।

এ জীবন আমার না তোমার? জীবন যদি তোমার গচ্ছিত ধন হয়, তবে আমি জীবন লইয়া যথেচ্ছাচার করিতে পারি না। জীবন তোমার ধন, অনন্ত উন্নতির জন্য তুমি উহা আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছ। সাফল্য কি বৈফল্যের দিকে আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমার উচিত যে সদাই আমি গচ্ছিতের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করি এবং অনন্ত উন্নতি সাধনের দিকে অগ্রসর হই। প্রতিকূলতা সানুকূলতার হিসাব রাখিবার প্রয়োজন কি? অনন্ত উন্নতি যখন সাধন করিতেই হইবে, তখন বাজে বিষয়ের হিসাব কেন রাখিব? অনুকূলতাই আসুক আর প্রতিকূলতাই আসুক, আমার কর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণ রহিল। আমি অগ্রসর হইতেছি কি না, ইহারই হিসাব আমাকে সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। যদি দেখি পশ্চাৎপদ হইতেছি, অমনি দ্বিগুণ বল ও উৎসাহের সহিত সাধনে লাগিতে হইবে।

হে শিব! তুমিই আমার উদ্দেশ্য, তুমি আমার শিব নিশ্চয়ই করিবে। সত্য মঙ্গল ও প্রেমই আমার উদ্দেশ্য; অসত্য, অপবিত্রতা ও অপ্রেম আমার উদ্দেশ্য নহে। কেন তবে আমি লক্ষ্যের বিপরীতে চলিয়া বৃথা সময় নষ্ট করি? অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া কে জয়ী হইতে পারে? বিধাতার লিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি যখন আমাকে জগতে পাঠাও, তখন আমার ললাটে অনন্ত উন্নতি ও মুক্তির কথা লিখিয়া দিয়াছিলে। আমি তোমার লেখার বিরুদ্ধে এতদিন লড়িয়াছি, তাই আমার এমন দুর্দ্দশা, এমন হীনাবস্থা। আমার অদৃষ্ট স্বর্গ, আমি তাহার বিরুদ্ধে জীবনরথের অশ্ব চালনা করিয়াছিলাম, বিফলতা, ও পতনের কূপে পড়িয়া তাই আজ হাহাকার করিতেছি। অদৃষ্ট চক্রের পথে যেন দণ্ডায়মান না হই। যেদিকে আমার অদৃষ্ট লইয়া যায় সেই দিকে লইয়া যাউক। অদৃষ্টের হাতে আত্মাকে যদি ফেলিয়া দিই, সত্য মঙ্গল প্রেম যে তুমি তোমাতে নিশ্চয়ই উপনীত হইব।

আর কত দিন, আর কত দিন প্রভু এ দুঃখ দুর্দ্দিন সহিতে হইবে? দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। বালকের মত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, সামান্য প্রলোভনেও আত্ম-সংযম করিতে পারি না। তোমার আলোক ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, মনে হইতেছে, বুঝি বিষম বিরহ নিশা সমাগত প্রায়। লোকে বলে আমার সব আছে, আমার ভাবনা কি? আমি দেখি আমার কিছুই নাই, আমি ভাবিব না তো কে ভাবিবে? সংসারিক সুখ, স্বচ্ছন্দতা, সুবিধায় মন কখনই প্রবোধ মানে নাই, এখনও মানিতেছে না। তুমি এমনই প্রকৃতি দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছ, যে আমি তোমার সঙ্গে নিকট যোগ ভিন্ন কিছুতেই সুখ পাই না। বিয়োগ দুর্দ্দিন সহ্য করা আমার পক্ষে কি যন্ত্রণা তাহা তোমার অবিদিত নাই। সহিষ্ণুতা আর থাকে না, ধৈর্য্য বসন ছিন্ন প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় যে আরও দশ গুণ যন্ত্রণা আমাকে সহিতে হইবে, তাহাই হউক, কেবল আমাকে তাহা সহিবার শক্তি দাও।

কি আর তোমাকে মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জানাইব? অন্তর্যামী! অন্তরের তত্ত্ব সকলই তোমার জানা আছে। তবে যে তোমাকে মনের বেদনা বলি সে কেবল প্রাণের ভার কমাইবার জন্য। আমার মত হীন আর কি কেহ আছে? তোমাকে জানিয়াও যে জানিল না, তোমার সহবাসের মধুরতা আস্বাদন করিয়াও যে তোমার চরণে প্রাণ ঢালিয়া দিল না, তাহার অপেক্ষা দীন হীন কৃপাপাত্র আর কে আছে? এত কাল মনের সারথ্য করিয়া আসিতেছি কিন্তু মন চালাইতে আজও নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিলাম না। মনের বেগ, মনের গতি কখন, কত ও কোন দিকে তাহা যখন জানিতে পারিলাম না, তখন সারথ্য করিব কিরূপে? হে যোগিকুলের অগ্রগণ্য পরম দেবতা, যে বলে যোগী আপন চিত্ত সংযত করিয়া অবশেষে তাহার উপর আরোহণ করেন, সেই বলের কিঞ্চিৎ দয়া করিয়া এই দুর্ব্বলের হৃদয়ে সঞ্চার কর। আমার কথায় ও কাজে কি চিরকালই অনৈক্য থাকিবে? আমার উপাসনা কি চিরকালই জীবনের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে? আমার জীবনের অসামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া দাও। নিজে রাজত্ব করিতে গিয়া আমি তোমার রাজ্য অরাজক করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমাকে দূর করিয়া দিয়া তুমি নিজে তোমার সিংহাসন অধিকার কর। কৃপা কর দেব, তোমার মধুর রাজ্য সত্বর আমার চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত হউক।

একজন অভিনেতা ভক্ত অঙ্ক অভিনয় করিতে গিয়া যতটুকু ভাব দেখান, আমার এমন ভক্তি নাই যে তত টুকু ভাব সম্ভোগ করি, ধিক্ আমাকে! এতদিন কেবল বাহিরে বাহিরে বেড়াইলাম, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভক্তিতত্ত্বের

মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিলাম না। কতকাল আর অভক্ত, অপ্রেমিক ও তোমার রাজ্যের কলঙ্ক হইয়া থাকিব? কাহার জন্য ভাব করিবার, ভাল বাসিবার শক্তি ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিতেছি!—তোমাকেই যদি ভাল বাসিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার ভাল বাসিবার শক্তিতে লাভ কি হইল? ভক্ত জীবনের প্রবৃদ্ধ অনুরাগের সহিত যখন আমার ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর প্রেমের তুলনা করি—তখন আর প্রেমিক বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে না। প্রভু ক্রমাগতই কি মরুতে বাস করিব? শীতল প্রস্রবণের শব্দ শুনিয়াও জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণে নিবৃত্ত থাকিব? তোমার প্রতি ভক্তি, ভক্তের প্রতি ভক্তি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হউক। ভাবের উচ্ছ্বাসে প্রাণ উথলিয়া তোমার চরণে ভাসিয়া যাউক। তাহা হইলে হয়ত মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার সহবাসের যে গভীর সুখ তাহা আস্বাদন করিতে পারিব।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কিছু দিন হইল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় "পৌত্তলিকতা ও ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা" সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

অধ্যক্ষ সভা—উপস্থিত সভ্য সংখ্যা অল্প হওয়ার বিগত ২৮এ আশ্বিন উক্ত সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইতে পারে নাই। আগামী ২২এ কার্ত্তিক ঐ সভার অধিবেশন হইবে।

১৮৮৯ সালে যাঁহারা অধ্যক্ষ সভার সভ্যের কার্য্য করিতে সম্মত আছেন, তাঁহারা যেন ৭ই অগ্রহায়ণের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিসে আপন নাম পাঠান। উক্ত তারিখের পর আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না।

মৃত্যু—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, গত ১৯এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের সহধর্ম্মিণী বিষর্পরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বালিকা বয়সেই ইনি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাত বৎসর মাত্র হইল ইনি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া স্বামীর সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল বলিয়া ইনি এতদিন স্বামীর নিকট আসেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে আগমনের পরেও ইঁহার জীবনে বিশ্বাসের ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং ইনি ইঁহার স্বামীকে তাঁহার জীবনের উচ্চ ব্রত পালনে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। ইঁহার অসাধারণ সহিষ্ণুতা, সরল ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সদ্বিবেচনার জন্য ইনি ইঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরিচিত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা মাত্রেই এই শোকাবহ ঘটনায় জন্য অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পক্ষে ইঁহার মৃত্যু একটী গুরুতর দুর্ঘটনা বলিতে হইবে, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত এই শোকভার বহন করিতেছেন। বিশেষ কষ্টের বিষয় এই যে আনন্দ দেবী চারিটী মাতৃহীন সন্তান রাখিয়া গিয়াছিলেন, ইঁহার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠটীর বয়স একমাস মাত্র হইয়াছিল, মাতার মৃত্যুর কিছু দিন পরেই, তাহারও মৃত্যু হইয়াছে। বিদ্যারত্নমহাশয় শোকের উপর শোক পাইয়াছেন। অবশিষ্ট সন্তানগুলির লালন পালনের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। দয়াময় পরমেশ্বর এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে শোকার্ত্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ও তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয়ে রক্ষা করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—বিগত ২৭এ ভাদ্র ব্রাহ্মবন্ধু সভায় বাবু হীরালাল হালদার এম এ, "ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুভাবের প্রত্যাবর্ত্তন" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ পাঠের পর প্রবন্ধ লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় বাবু সীতানাথ দত্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম এ, কালীশঙ্কর সুকুল এম এ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যান্য অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারি জন প্রবন্ধের বিরুদ্ধে ও শেষোক্ত দুই জন প্রবন্ধের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা আলোচনার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলাম।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস—দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বড়াল লিখিয়াছেন, "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় ৯ই আশ্বিন এখানে আসিয়া নিম্নলিখিত মত কার্য্য করিয়াছিলেন;—১০ই আশ্বিন মঙ্গলবার, পুরাতন সমাজ গৃহে উপাসনা করেন। ১১ই বুধবার সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাদি করেন। ১২ই পুরাতন সমাজ গৃহে মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৩ই শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ সেন মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা করেন। ১৪ই রাত্রে সমাজ গৃহে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। নবদ্বীপ বাবু তাহাতে যোগ দান করেন এবং বক্তৃতার পর উক্ত রাজা সম্বন্ধে তাঁহার মত উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকটে ব্যক্ত করেন। ১৫ই সমাজমন্দিরে সঙ্গীত ও উপাসনা করেন এবং বর্ত্তমান সময়ে কোন্ পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা আবশ্যক তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেন।"

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভার নিয়োগ সম্বন্ধীয় অধ্যক্ষ নিয়মাবলীর ২য় নিয়মানুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২১শে নবেম্বর তারিখের মধ্যে তাঁহাদের নাম, ধাম, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ সকল আমার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ তারিখের পর আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না।

সাঃ ব্রাঃ কার্য্যালয়
কলিকাতা।

শ্রীশশিভূষণ বসু
সহঃ সম্পাদক

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিকপত্রিকা

১১শ ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶•

আক্ষেপ।

দুরন্ত বালক যবে মাতৃ-অঙ্ক ছাড়ি'
ক্রীড়ায় উন্মত্ত হয় ধূলায় পড়িয়া,
মা তাহারে কোলে তুলি' লয়ে তাড়াতাড়ি
অঞ্চলে তাহার অঙ্গ দেন মুছাইয়া।
তেমতি আমারে মাগো! তুলিয়া আনিলে
পৃথিবীর ধূলি হ'তে, দেখি' নিরুপায়,
স্বহস্তে পাপের মলা মুছাইয়া দিলে,
সাদরে বলিলে, "পুত্র! আয় কোলে আয়।"
মন্দমতি আমি, হায়! তোমার সে বাণী
তুচ্ছ করি' পাপপথে গেনু কতবার!
ধন্য সহিষ্ণুতা তব, জগত জননি!
স্নেহভরে "আয়" বলি' ডাকি'ছ আবার!
নারিনু ও পদে তবু সঁপিতে পরাণ!
প্রেমের অযোগ্য তব আমি কুসন্তান।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উপাসনা ও জীবন;—যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তিনি ঈশ্বরোপাসনাকে জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিতে পারেন না। আমার জীবন যেমন হউক না কেন, উপাসনা ভাল হইলেই হইল, অথবা আমার উপাসনা যেমন হউক, জীবন ভাল হইলেই হইল, ইহার কোনও কথাই তিনি বলিতে ইচ্ছুক নহেন। কর্ত্তব্যের দিক্ দিয়া দেখিলে উপাসনা ও বিশুদ্ধ চরিত্রলাভ উভয়ই গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বাসী আরও উচ্চতর ভূমিতে দণ্ডায়মান হন। তিনি বলেন, উপাসনা ভিন্ন বিশুদ্ধ চরিত্র লাভ একেবারে অসম্ভব না হউক, অতীব দুরূহ। উপাসনাশীল লোকেরই যখন আদর্শের সহিত খুঁট মিলাইয়া চরিত্র রাখা কঠিন, উপাসনাবিহীন লোকের নির্ম্মল চরিত্র লাভ করা তখন যে এক প্রকার অসম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নাস্তিক লোকে যে আদৌ সচ্চরিত্র হইতে পারে না, এমন কথা বলি না—কোমতবাদীরা মানবপ্রেমের উপর আপনাদের ধর্ম্ম ও চরিত্র স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু সে প্রয়াস সফল হওয়া সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম উভয় প্রেম লইয়া যখন আপনার নীচ "আমি"কে বশীভূত করিতে কষ্ট বোধ হয়, তখন কেবল মানব প্রেমে সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে এমন আশা করা যায় না। আমাদের আপন আপন জীবন এ বিষয়ে প্রমাণ। যতক্ষণ উপাসনার তেজ থাকে, ততক্ষণ চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে; যখন সে তেজ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়, তখন চরিত্রের দৃঢ়তাও কমে। আমাদের আরও ইহা স্মরণ করা উচিত, যে কতকগুলি নৈতিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে ধর্ম্মসমাজ হয় না। ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ধর্ম্মাবহ পরম দেবতার পূজা চাই—দেব পূজা ভিন্ন কি আত্মার পূর্ণবিকাশ, কি চরিত্রোৎকর্ষের উচ্চতর ভূমি লাভ কিছুই সম্ভব নহে।

দীর্ঘ উপাসনা;—উপাসনা দীর্ঘ হইলেই যে সরস হইবে, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। বরং অনেক সময় দেখা যায়, যে উপাসনায় বসিতে না বসিতে উপলব্ধির আলোকে প্রাণ মন আলোকিত হইয়া উঠিল, আবার অনেক সময় এরূপও ঘটে যে অনেকক্ষণ বসিয়াও কিছুই উপলব্ধি হইল না। উপাসনার সংখ্যা ও সময়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া উপাসনার কার্য্যকারিতা ও গভীরতার দিকে মনোযোগ রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে ক্ষতিলাভ গণনা অবিধেয় নহে। আমি যদি দেখি যে উপাসনায় কিছু হইতেছে না, আমার মন সরস, বিনীত ও শিষ্যভাবাপন্ন হইতেছে না, আমার ইচ্ছা দিন দিন সরল ও শুদ্ধ হইতেছে না, তখনই মনে করিব যে দীর্ঘই হউক আর সংক্ষিপ্তই হউক, আমার উপাসনায় কিছু গোলযোগ আছে। কিন্তু আমার চরিত্র উন্নত হইতেছে কি না, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ কত দূর গভীর হইল, এ বিষয়ে যেন দৃষ্টি না কমিয়া যায়। কেন না ঈশ্বরের সহিত যোগের গভীরতা ও বাস্তবিকতার উপরে চরিত্রের উন্নতি ও অধোগতি নির্ভর করিতেছে। তাই বলিয়া উপাসনার সময় যে ক্রমাগতই কমাইতে হইবে, ইহা অতি অবিবেচনার কথা। অবস্থা ও অধিকারভেদে সময়ের তারতম্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নূতন সাধনজগতে প্রবেশ করিতেছে, তাহাকে উপাসনা ও সাধনের জন্য নিশ্চয়ই অধিক সময় দিতে হইবে। লেখা পড়া, অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি সাংসা-

রিক বিষয়ে নিপুণতা লাভ করিবার জন্ম যদি অধিক সময় আবশ্যক হয়, সাধন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে যে সহস্র গুণ অধিক সময় দিতে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সাধনে সবে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার বিশেষ পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। তাহাকে প্রথম প্রথম উপাসনাদিতে অধিক সময় দিতে হইবে। উদয়াস্ত নিরীশ্বর কার্য্য অপেক্ষা উদয়াস্ত অনুতাপ ও প্রার্থনা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ—কেন না নিরীশ্বর কার্য্য ঈশ্বর হইতে আত্মাকে দূরে লইয়া যায়। দীর্ঘকাল অনুতাপ ও প্রার্থনায় আপাততঃ কর্ম্মের হানি হইতে পারে বটে, কিন্তু শেষে হিসাব করিয়া দেখিলে লাভই অধিক বোধ হইবে। অনুতাপ ও প্রার্থনায় আত্মা স্বাস্থ্য ও বল লাভ করিয়া ভবিষ্যতে কর্ম্ম করিবার বিশেষ উপযোগিতা লাভ করে।

উপাসনা সমুদায় কর্ত্তব্যের মূল কেন?—১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে এই বিষয়ে একটী অতি গভীর ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"মানুষ মনে করে, আর পাঁচটী কর্ত্তব্য যেমন উপাসনাও জীবনের তেমনি একটী কর্ত্তব্য। কিন্তু উপাসনা যে সমুদায় কর্ত্তব্যের মূল, উপাসনা ভিন্ন যে কর্ত্তব্যের পরিধি বিস্তীর্ণ হয় না, ইহা অতি অল্প লোকেরই চিন্তাপথে সমুদিত হয়। * * মানবপ্রকৃতিনিহিত কতকগুলি নৈতিক কর্ত্তব্য সহজে অভিব্যক্ত হয়, যাঁহারা নীতিমান্, তাঁহারা সেইগুলি অনুসরণ করিয়া চলেন। যেখানে দুই বা তিন প্রকারের কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে তাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং যে দিকে ভাবের ঝোঁক বেশী থাকে, সেই দিকে নত হইয়া পড়েন, সুতরাং বুদ্ধি হৃদয়ের দাস হইয়া তাহারই অনুসরণ করে। * * এই হৃদয় আবার যে তাহাকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে তাহার দাস। সুতরাং বুঝিতে হইবে, হৃদয়কে এমন কাহারও দাস করিতে হইবে, যাঁহার দাসত্বে বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হয় না, বুদ্ধি সতেজ ও স্বাধীন হয়। * * যেখানে কর্ত্তব্যদ্বৈধ উপস্থিত হয়, সেখানে লোক দৃষ্টতঃ বুদ্ধির অনুসরণ করে, বস্তুতঃ হৃদয় যাহার দাস, সেই দাসত্ব অনুসারে বুদ্ধি সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই জন্ম যে বিষয়ে হৃদয়ের আনুগত্য, উহাই লোকের কার্য্যের পরিচালক। কর্ত্তব্যের মূল ঈশ্বরের ইচ্ছা, সেই ঈশ্বরেতে যাহার আনুগত্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কখন কর্ত্তব্য হইতে স্খলন হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের উপাসনা অনুগতভাবে তাঁহার নিকটে থাকা, কখন তাঁহা হইতে দূরে গমন না করা এইরূপে অবস্থিতি হইতে যে কর্ত্তব্যপালন সমুপস্থিত হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং উপাসনা যে সকল কর্ত্তব্যের মূল, তাহা সহজে নিষ্পন্ন হইল।"

সকল সাধক জগতেরই এই কথা। কর্ত্তব্যের মূল ঈশ্বরে। মন যখনই তাঁহার অনুগত হইতে শিথিল, তখনই তাহার কর্ত্তব্য হইতে স্খলনের সম্ভাবনা কমিয়া গেল। নিয়মের অনুরোধে নিয়ম রক্ষাতে ও প্রেমের অনুরোধে ব্রত পালনে অনেক প্রভেদ। কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ত্তব্য সাধন এক প্রকার—প্রেমের বাধ্য হইয়া ত্যাগ স্বীকার আর এক প্রকার।

শেষ বিধান;—১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকীয় স্তম্ভের এক স্থানে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে শেষ বিধান বলিয়াছিলাম; ইহাতে আমাদের বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি শেষ বিধান বল, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বিধান ও উন্নতির পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইল। আমরা কিন্তু যে ভাবে মুসলমানেরা মহম্মদকে শেষ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্মকে শেষ ধর্ম্মবিধান বলেন সে ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে শেষ বিধান বলি নাই। সকল বিধানের শেষে এই বিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে সেই জন্যই উহাকে শেষ বিধান বলিয়াছি; ভবিষ্যতে আর বিধান হইবে না—এরূপ অর্থে উক্ত শব্দ প্রয়োগ করি নাই। আর এক কথা, ব্রাহ্মধর্ম্ম একদিকে যেমন অনন্ত উন্নতিশীল, আর একদিকে ইহা তেমনই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রচারিত সত্যের সমবায়। যাহা কিছু সত্য সকলই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত, সুতরাং এভাবে দেখিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বাহিরে নূতন সত্য বিধানের স্থান নাই। যে সকল মূল সত্যের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম নিহিত সে সকল সত্য নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অখণ্ড ও অবিনাশী। তাই বলিয়া আমরা অবশ্য একথা বলি না যে ভবিষ্যতে নূতন সত্যের আবিষ্কার অথবা পুরাতন সত্যের সংস্কার হইবে না।

ব্রাহ্মসমাজের অবনতি;—শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইনটারপ্রেটার নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করিতেন, কিছুদিন হইল তাহা উঠিয়া গিয়াছে। প্রতাপ বাবু বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজের অবনতিই এই পত্রিকা উঠিয়া যাইবার কারণ। ব্রাহ্মসমাজে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর থাকিত তাহা হইলে গ্রাহকাভাবে পত্রিকার অকালমৃত্যু ঘটিত না। নববিধান সমাজের অবনতি ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ বলিলেই কেবল নববিধান সমাজ বুঝায় না। কেশব বাবুর মৃত্যুর পর হইতে নববিধান সমাজে নানা প্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় আমাদের সমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে পরিচালিত হইতেছে। উৎসাহী সাধকবৃন্দ ক্রমে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন। গত দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের প্রচারক ও অন্য কার্য্যকারকদিগের সংখ্যা বাড়িয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যে আমরা দিন দিন যেন প্রকৃত উন্নতির দিকে অবাধে চলিতে পারি।

আর্য্য সঙ্গীত সঞ্জীবনী সভা—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত সভার একখণ্ড বিজ্ঞাপন আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সঙ্গীতের উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্যে সভা প্রথমতঃ একটী পত্রিকা প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই পত্রিকায় ইংরাজী ও

হিন্দিভাষায় প্রবন্ধ ও দেশ বিদেশ হইতে গান আহৃত হইয়া স্বরলিপিতে প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ সভা একটী সঙ্গীত সমাজ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। এই সঙ্গত প্রতি বৎসরে পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরীতে বড় বড় গায়ক বাদকদিগের মিলন ও সঙ্গীতোৎসব করিবেন। এরূপ সভা সংস্থাপিত হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের লুপ্ত সঙ্গীতের উদ্ধারও যেমন আবশ্যক, নূতন সঙ্গীত প্রথা প্রণয়নও তেমনই প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত শাস্ত্র ও আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বিদ্যায় মিল ও পার্থক্য কোথায়, পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিদ্যা হইতে সুর ও সঙ্গীত প্রথা লইয়া মিশ্রিত করিলে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের উন্নতি কি অবনতি হইবে, হ্যাণ্ডেল, মোজার্ট, মেণ্ডলসন প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যদিগের নিকট রত্ন আহরণ করিয়া আমাদের সঙ্গীত ভাণ্ডার পূর্ণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা প্রস্তাবিত সভার দ্বারাই হওয়া সম্ভব। পত্রিকা দ্বারা সভার অনেক কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। সঙ্গীত এখন অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ, পত্রিকা দ্বারা সঙ্গীতবিদ্যা অন্ততঃ সাধারণের আয়ত্ত হইবে। পত্রিকা পাঠক ও উৎসাহদাতা প্রস্তুত করিয়া লইবেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত বিশারদদিগকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগের গীতবাদ্য সাধারণের শ্রুতিগোচর করিবার ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিৎদিগকে সম্মান সূচক উপাধি দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে ইহাও আমরা সঙ্গত মনে করি। যাঁহারা এই সভা সংস্থাপনে উদ্যোগী তাঁহারা সাধারণের যে বিশেষ ধন্যবাদার্হ তাহাতে সংশয় নাই। আশা করি এই সভা স্থায়ী হইয়া অটল ভাবে আপন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। স্বরলিপি সম্বন্ধে সভা বিশারদদিগের মত সংগ্রহ করুন। কোন্ স্বরলিপি ভারতে প্রচলিত হইবার বিশেষ উপযোগী এ বিষয় নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য স্বরলিপি কিয়ৎ পরিমাণে এখানে প্রচলিত করা যায় কিনা সভা বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিবেন। সমগ্র পৃথিবীতে এক প্রকার স্বরলিপি প্রণয়নের যে সকল সুবিধা ও উপকার সভা যেন তাহা বিস্মৃত না হন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান।

(১)

আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির অভাব, আত্মজ্ঞানের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা না জানা—বহুল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের হেতু। আমরা এই বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব। পাঠকের গাঢ় মনোনিবেশ ভিক্ষা করি; পাঠকের সঙ্গে নিভৃত স্থানে যাইয়া আত্মধ্যানে নিযুক্ত হইতে চাই। পাঠক যত দূর পারেন, মনকে বাহ্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তরে লইয়া যাউন; যত দূর পারেন, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিন; দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন হইতে বিরত হউন। বাহ্য বিষয়ের সমুদয় চিন্তাও দূর হউক, মন স্থির, গম্ভীর হউক। অন্য সমুদায় বিষয় মন হইতে দূর হইলেও বোধ হয় একটি দূর হইবে না, সেটী অন্ধকার। যাহা হউক, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। এখন এই নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকারপূর্ণ স্থানে, এই স্থির গম্ভীর অবস্থায় আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। বাহ্য বিষয়ে মগ্ন হইয়া যাহাকে প্রায় ভুলিয়া যান, তাহাকে এখন বিশেষ ভাবে দর্শন করুন। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখুন, বাহিরের সমুদায় জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আত্মজ্যোতি নির্ব্বাপিত হয় নাই। আত্মা নিজের আলোকে নিজে প্রকাশিত রহিয়াছে, আর অন্ধকারকেও প্রকাশ করিতেছে। আত্মা নিজেকে জানিতেছে, আর অন্ধকারকে জানিতেছে। আত্মা জানিতেছে "আমি আছি," আর "অন্ধকার আছে"; আত্মা জ্ঞান রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার এই যে জ্ঞান স্বরূপ, এই স্বরূপের উপর বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করুন। আত্মার আরও স্বরূপ আছে, কিন্তু অন্যান্য স্বরূপ এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞানের আলোকেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞানই আত্মার প্রাণ, আত্মা জ্ঞানরূপী, আত্মা জ্ঞান বস্তু। এখন পাঠক দেখুন যে, এই যে আত্মার মূলস্বরূপ জ্ঞান, ইহার ভিতরে আবার একটু মূল ও শাখার প্রভেদ আছে, একটু আশ্রয় আশ্রিতের প্রভেদ আছে। এই যে আত্মজ্ঞান ইহাই মূল জ্ঞান, অন্ধকার-জ্ঞান ইহার আশ্রিত। নিজেকে না জানিয়া আত্মা অন্ধকারকে জানিতে পারে না। এরূপ বলিতেছি না যে আত্মা অগ্রে নিজেকে জানে, আর তার পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে অন্ধকারকে জানে। আত্মা নিজেকে আর অন্ধকারকে একই কালে, একই অখণ্ড জ্ঞান দৃষ্টিতে জানে, কিন্তু বাস্তবিক আত্মজ্ঞান অন্ধকার-জ্ঞানের অপরিহার্য্য আশ্রয়, অপরিহার্য্য ভিত্তি। অন্ধকার জ্ঞানের ভিতরে আত্মজ্ঞান আশ্রয়ও অবলম্বন রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্ধকারকে জানিতে গিয়া অপরিহার্য্যরূপে আত্মাকে জানিতে হয়, আত্মাকে না জানিলে অন্ধকারকে জানা হয় না। কেবল মাত্র অন্ধকারের জ্ঞান সম্ভব নহে; অন্ধকারকে জানিতে গেলেই সমগ্র জ্ঞানের বিষয়টী এই দাঁড়ায়—"আমি অন্ধকারকে জানিতেছি"; "আমি"র জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারের জ্ঞান সম্ভব হয় না। এই কথাতে যদি পাঠকের সন্দেহ হয়, পাঠক ভাবিয়া দেখিতে পারেন, নিজের জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারকে ভাবিতে পারেন কি না। যদি পাঠক বলেন, 'হাঁ, আমি নিজেকে না জানিয়াও অন্ধকারকে জানিয়াছি, যখন অন্ধকারকে জানিতেছিলাম তখন কেবল অন্ধকারকেই জানিতেছিলাম, তখন নিজেকে জানিতেছিলাম না'—তবে পাঠককে দুই একটী প্রশ্ন করিব। আপনি বলিতেছেন যে আপনি যখন অন্ধকারকে জানিতেছিলেন তখন নিজেকে জানিতেছিলেন না, জ্ঞাতাকে জানিতেছিলেন না, "আমি জানিতেছি" এই তত্ত্বটী তখন আপনার জ্ঞানের বিষয় ছিল না; আচ্ছা, আপনার কথাই যেন মানিলাম; এখন জিজ্ঞাসা করি আপনি যে তখন অন্ধকারকে জানিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? আপনি অবশ্য স্মৃতির প্রমাণ দিবেন, অবশ্যই বলিবেন

যে আপনি তখন অন্ধকারকে জানিতেছিলেন ইহা যে আপনার স্মরণ হইতেছে ইহাই আপনার অন্ধকার দর্শনের প্রমাণ। আচ্ছা, তবে আপনার স্মৃতির বিষয়টী হইল এই—"আমি তখন অন্ধকারকে জানিতেছিলাম" অর্থাৎ "আমি জানিতেছিলাম—অন্ধকার" এই দুটী অবিভাজ্য তত্ত্ব আপনার স্মৃতির বিষয়। আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে যাহা কোনও কালে জানা যায় না, তাহা স্মরণও করা যায় না, কেবল জ্ঞাত বিষয়ই স্মৃতির বিষয় হইতে পারে; যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা অবশ্য এক কালে জানা হইয়াও থাকিবে। সুতরাং "আমি জানিতেছিলাম" ইহা যখন আপনার স্মরণ হইতেছে তখন ইহা আপনি জানিয়াও থাকিবেন; অর্থাৎ অন্ধকারকে জানিবার সময় "আমি জানিতেছি" ইহা আপনার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবে; কিন্তু আপনি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই বলিয়াছেন যে আপনি কেবল অন্ধকারকেই জানিতেছিলেন, অন্ধকারকে জানিবার সময়ে আপনার আত্মজ্ঞান ছিল না—"আমি জানিতেছি" ইহা আপনার জ্ঞানের বিষয় ছিল না। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন যে আত্মাকে না জানিয়াও অন্ধকারকে জানা যায় এরূপ মনে করা কেবল অনবধানতার ফল। অন্ধকারকে জানিতে গেলেই অপরিহার্য্যরূপে আত্মাকে জানা চাই; আত্মজ্ঞান অন্ধকার-জ্ঞানের আশ্রয় ও অবলম্বন, অন্ধকার-জ্ঞান আত্মজ্ঞানকে ছাড়িয়া কোনও প্রকারেই থাকিতে পারে না।

এখন আর একটু অগ্রসর হওয়া যাউক। পাঠক চক্ষু মেলিয়া কোনও বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন; মনে করুন যেন সম্মুখে এক খণ্ড শাদা কাগজ দেখিতেছেন; কাগজের শুভ্র বর্ণ অন্ধকারের স্থান অধিকার করিয়াছে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে চক্ষু মেলিবা মাত্রই, কাগজ খণ্ড দেখিবা মাত্রই একেবারে বাহ্য জগতে উপস্থিত হইলাম, অন্তর রাজ্য, আত্মরাজ্য সম্পূর্ণ রূপে ছাড়িয়া আসিলাম। কিন্তু বাস্তবিক কথা তাহা নহে; আত্মজ্ঞানের অনতিক্রমণীয় অধিকার এক তিলও ছাড়াইতে পারেন নাই। অন্ধকার-জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এই বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে সেই সমস্ত কথাই খাটে। ভাবিয়া দেখুন, এই বর্ণকে জানিতে গিয়াও অপরিহার্য্যরূপে তাহার জ্ঞাতা যে আত্মা তাহাকে জানিতেছেন। আত্মজ্ঞান যেমন অন্ধকারজ্ঞানের অপরিহার্য্য আশ্রয়, ইহা বর্ণজ্ঞানেরও তেমনি অপরিহার্য্য আশ্রয়; বর্ণজ্ঞান অন্ধকারজ্ঞানাপেক্ষা এক তিলও স্বাধীন, নিরবলম্ব নহে। "আমি জানিতেছি" এই তত্ত্বটীকে অবলম্বন না করিয়া বর্ণজ্ঞান সম্ভব হয় না। বর্ণকে জানিতে গেলেই সমগ্র জ্ঞানের বিষয়টী এই দাঁড়ায় "আমি বর্ণকে জানিতেছি"। এই বিষয়ে যদি পাঠকের সন্দেহ হয়, পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আত্মজ্ঞানকে আশ্রয় না করিয়াও বর্ণ জ্ঞান হইতে পারে এরূপ কল্পনা করা কেবলই অনবধানতার ফল।

এই বর্ণজ্ঞান সরাইয়া পাঠক ইহার স্থলে অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞানকে বসাইতে পারেন; দেখিবেন বিষয় যাহাই হউক না কেন, আত্মজ্ঞান সমুদায় বিষয়কেই সমানভাবে অধিকার করে। বিষয়-জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; আত্মজ্ঞান কোনও বিশেষ বিষয় জ্ঞানের অপেক্ষা করে না, ইহা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বিষয়কে আশ্রয় করে, প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ইহার অস্তিত্বকে সম্ভব করে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল বিষয়-জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান সাধারণতত্ত্ব, ইহাকে অবলম্বন না করিয়া অন্য কোনও তত্ত্বই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। "আমি জানিতেছি" ইহা না জানিয়া অন্য কোনও বিষয়ই জানিতে পারি না, "আমি জানিয়াছিলাম" ইহা স্মরণ না করিয়া কোনও বিষয়ই স্মরণ করিতে পারি না, "আমি জানিব" ইহা না ভাবিয়া কোনও ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভের আশা করিতে পারি না। সমুদায় জ্ঞান আত্মজ্ঞানরূপ সূত্রে জড়িত, জ্ঞানের সমগ্র অট্টালিকা আত্মজ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এই তত্ত্বের যে সকল বিশেষ বিশেষ উদাহরণ দিলাম, কেবল সেই সকল বিশেষ উদাহরণেই এই সত্য আবদ্ধ নহে। এই সত্য বিশেষ বিশেষ স্থলে আবদ্ধ একটী বিশেষ সত্য নহে, ইহা একটী বিশ্বজনীন অলঙ্ঘনীয় সত্য। বিশেষ বিশেষ বৃত্তে যেমন সমুদায় বৃত্তের সাধারণ গুণ প্রকাশিত, বিশেষ বিশেষ ত্রিভুজে যেমন ত্রিভুজ মাত্রেরই সাধারণ গুণ প্রকাশিত, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান মাত্রেই তেমনই জ্ঞানের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত। বৃত্ত মাত্রই যেমন কেন্দ্রাপেক্ষী, যেমন কেন্দ্র না থাকিলে বৃত্ত সম্ভব হয় না, তেমনি আত্মজ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া কোনও জ্ঞানই সম্ভব হয় না।

পাঠক এখন সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন, জগতের নানা বস্তুর প্রতি জ্ঞানদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন। চাহিয়া দেখুন, জ্ঞানের সমুদায় বিষয় আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ। সমুদায় জ্ঞানের উপরে আত্মজ্ঞানের আলোক পড়িয়াছে, সমুদায় বস্তু আত্মজ্ঞানের আলোকেই প্রকাশিত হইতেছে। যাহা কিছু দেখিতেছেন, সমুদায়ের সঙ্গে "আমি দেখিতেছি," যাহা কিছু শুনিতেছেন, সমুদায়ের সঙ্গে "আমি শুনিতেছি," যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছেন, সমুদায়ের সঙ্গে "আমি স্পর্শ করিতেছি," এক কথায়—যাহা কিছু জানিতেছেন, সমুদায়ের সঙ্গে "আমি জানিতেছি" এই মূলতত্ত্ব জড়িত রহিয়াছে। এই সত্যটী পাঠক বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। সত্যটীকে সম্প্রতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমেই দেখিবেন, এই সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিমূল।

ত্যাগ ও লাভ। *

পৃথিবীর ও ধর্ম্মরাজ্যের গণিতশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। পৃথিবীর অঙ্কশাস্ত্র বলে খরচের নাম করিও না, কেবল জমা করিয়া যাও, শেষে ধনীর পদবীতে আরোহণ করিতে পারিবে। ধর্ম্মরাজ্যের অঙ্কশাস্ত্র বলেন যে জমার নাম করিও না, কেবল খরচ করিয়া যাও শেষে ধর্ম্মধনে ধনীর পদ লাভ করিতে

* বিগত ৬ই কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে যে উপদেশ দেন তাহার ভাব লইয়া লিখিত।

পারিবে। পৃথিবীর অঙ্কশাস্ত্রে যোগের বাহুল্য, ধর্ম্মের গণিতশাস্ত্রে বিয়োগের প্রাধান্য। এই প্রভেদের তাৎপর্য্য কি? এই প্রভেদের কারণ বস্তুর প্রভেদ। পৃথিবীর গণিতের বস্তু বাহিরের বিষয়, ধর্ম্মের গণিতের বস্তু অন্তরের বিষয়। বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে সুতরাং যোগেরই প্রয়োজন, অন্তরের বস্তু সম্বন্ধে বিয়োগই যোগের হেতু। মনোরাজ্যে যে যত খরচ করে সেই তত পায়। যে যত প্রেম বিতরণ করে সে তত প্রেম করিতে সমর্থ হয়, যে যত বুদ্ধি খরচ করে সে তত সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাভ করে, যে যত দীন হয় ও আত্মবিসর্জ্জন করে সে তত মহত্ত্ব ও পরমাত্মসঙ্গ লাভ করে। ধর্ম্মরাজ্যে সুতরাং যিনি ধনী হইতে চান, তাঁহাকে ত্যাগের শাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি ধর্ম্মকে জীবনের সকল বিভাগে বসাইতে চান এবং ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমাত্মাকে মনোরাজ্যের অধীশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে ত্যাগের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। ত্যাগের মন্ত্র শিখিলে লাভের রহস্য উদ্ভেদ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

কি ত্যাগ করিতে হইবে? সব। ধর্ম্মরাজ্যে অর্দ্ধত্যাগ কোনও কার্য্যেরই হয় না। ধর্ম্মরাজ্যে রফা বলিয়া কোন শব্দই নাই। আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক তাঁহার গ্রন্থাবলীর একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যশোলাভের জন্য প্রাণ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা সঙ্গত হউক বা না হউক, ধর্ম্মরাজ্যে দেখিতে পাই যে সর্ব্বস্ব ত্যাগের এক বিন্দু ত্রুটি হইলে ধর্ম্ম দর্শন দেন না। একজন পাশ্চাত্য প্রচারক দেবতার নাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন; মস্তক রক্ষা করেন, তাঁহার এমন স্থান ছিল না; তাঁহার সাংসারিক দুঃখ দেখিয়া একজন ধনী লোক তাঁহাকে একখণ্ড ভূমি দান করিলেন, কিয়দ্দিবস পরে প্রচারক ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার ভূমি আপনি প্রতিগ্রহণ করুন, আপনার ভূমি গ্রহণাবধি আমি আপনার নিরাশ্রয়তা অনুভব করিতে পারি নাই, ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়াছি।" মহর্ষি ঈশার নিকট একজন সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পবিত্র জীবন দেখিয়া ও জীবন্ত উপদেশ শুনিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হন যে, তাঁহার অনুসরণের ইচ্ছা তাঁহার মনে উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য! অমরত্ব লাভের জন্য আমি কি করিব?" ঈশা বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরের দশ আদেশ জান, তাহাই পালন কর" জিজ্ঞাসাকারী পুনরায় বলিলেন, "বাল্যকাল হইতে আমি সেই সকল বিধি মানিয়া আসিতেছি—পালন করিতেছি", আচার্য্য প্রীত হইয়া বলিলেন, "ভদ্র! একটী বিষয়ের তোমার অভাব আছে, সেইটী দূর করিতে হইবে; যাও তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করত আমার অনুসরণ কর স্বর্গের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে।" সনাতন যখন নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁহার গাত্রে একখণ্ড ছোট কম্বল মাত্র ছিল। চৈতন্যদেব তাঁহার দিকে বার বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করায় সনাতন বাহিরে গিয়া কম্বলখানি একজন দরিদ্র কাঙ্গালীকে দিয়া তাহার কন্থা লইয়া চৈতন্যসদনে ফিরিয়া আসিলেন। চৈতন্যদেব তখন প্রীত হইয়া কহিলেন, "সনাতন, বেশ করিয়াছ, বিষয় পরম শত্রু, শত্রুর শেষ পর্য্যন্ত বিদায় দিয়া ভালই করিয়াছ।"

এই যে দৃষ্টান্তত্রয়ের উল্লেখ করিলাম, ইহাতে দেখা যায় যে সকল কালের আচার্য্য ও উপদেষ্টারা ত্যাগের অপরিহার্য্যতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বিলাস ও ভোগের সঙ্গে ধর্ম্মের চিরবিবাদ। ধার্ম্মিক লোক আপনার আধ্যাত্মিক জীবন, অনন্ত উন্নতিশীল আত্মা ও মানবজীবনের স্বর্গীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া তুচ্ছ পার্থিব সুখ লইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। প্রথম ধর্ম্মভাব সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ভোগ বাসনা ত্যাগের কামনা উদয় হইয়া থাকে। এ ত্যাগের অর্থ অবশ্য ইহা নহে, যে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে হইবে। সময়ে সময়ে লোকালয় ত্যাগ করিয়া অরণ্য বা নির্জ্জন স্থানে গমন আত্মার কল্যাণের জন্য আবশ্যক হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু একেবারে লোকালয় ত্যাগ কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যিনি স্বয়ং পরিবার ও লোকালয় রচনা করিয়া তাহার মধ্যে নিজে বাস করিয়া থাকেন তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সময়ে সময়ে যেমন স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সময়ে সময়ে আত্মার নির্জ্জন ও অজ্ঞাতবাসের আবশ্যকতা হয়, কিন্তু লোকালয় চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ফকীর হইয়া বেড়াইলে যে আত্মা স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, এ কথা মানিতে পারি না। নির্জ্জনবাস বা সজনবাস ইহার কোনটীই উদ্দেশ্য নহে, উভয়ই উপায়। নির্জ্জনবাস আত্মাকে সজনবাসের উপযোগী করিবে, সজনবাসও আত্মাকে মাঝে মাঝে অজ্ঞাতবাসে পাঠাইয়া দিবে।

ত্যাগের অর্থ লোকালয় ত্যাগও নহে, ভোগ্য বিষয় ত্যাগও নহে। ভোগ্যবিষয়ত্যাগের আতিশয্য ক্রমে বিকৃত আকার ধারণ করিয়া কিম্ভূত কিমাকার হইয়া যায় ও পরে তাহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়—ইংলণ্ডের ইতিহাসের Puritanism ও তাহার পরবর্ত্তী প্রমুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা এই কথা সপ্রমাণ করে। নির্দ্দোষ আমোদ অন্বেষণ করা আমাদের প্রকৃতি। সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অমৃতময় পিতা তাঁহার পুত্র কন্যাকে দিন রাত্রি অশ্রুজলে ভাসিতে ও কঠিন গাম্ভীর্য্যে মগ্ন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, ইহা হইতেই পারে না। পুষ্প হাসে, পত্র হাসে, পক্ষী সঙ্গীতের লহরী তুলে, পৌর্ণমাসীর চন্দ্রিকাবিভাসিত বিশ্ব হাসে, আর অনন্ত অমৃতের অধিকারী ঈশ্বরসন্তান দিন রাত্রি কাঁদিবে, ইহা কখনই আনন্দময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না—কাঁদিবার আবশ্যকতা আছে সত্য, কাঁদিয়াও অনেক সময়ে সুখ, অপার সুখ লাভ হয়, কিন্তু দিবানিশি কাঁদিতে হইবে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে হইবে, ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন কথা নাই। ফুল যদি পিতার হাসি হয়, তবে ফুল দেখিয়া পিতার পুত্র আমি হাসিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? বিহঙ্গের সঙ্গীত পবিত্র পিতার বস্তু, সে সঙ্গীত শুনিয়া কেন আহ্লাদ করিব না?

তবে ত্যাগের অর্থ কি? ত্যাগের অর্থ কর্ম্ম ত্যাগও নহে।

ত্যাগের অর্থ কর্ম্মফলকামনা ত্যাগ; সদনুষ্ঠানে অযথারূপে আপনাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপ না করা। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে নিষ্ক্রিয় যোগ, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যদি কর্ম্মই ত্যাগ করিলে তবে ধর্ম্মসাধন করিবে কিরূপে? ধর্ম্ম ত কেবল সম্ভোগের রাজ্য নহে, ধর্ম্মজগতে বীরত্ব, সংগ্রাম, অলৌকিক ক্রিয়ার বাহুল্য চাই। তবে বিষয়ীর কর্ম্মে ও ধার্ম্মিকের কর্ম্মে অনেক প্রভেদ, বিষয়ীর কর্ম্ম তমোগুণাক্রান্ত—ধার্ম্মিকের অনুষ্ঠান সাত্ত্বিক লক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে অহঙ্কার বা স্বার্থপরতার গন্ধমাত্র নাই, দেবতার উদ্দেশে সে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত ও দেবতাকে সে কর্ম্ম অর্পিত হইয়া থাকে। ত্যাগের মন্ত্র তবে স্বার্থত্যাগ। আপনাকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, দেবতাকে প্রভুত্ব করিতে দিতে হইবে— নিজের ইচ্ছা ও প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলেও দেবতার অনুমোদিত বলিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এই ত্যাগ দুই প্রকার—জ্ঞানমূলক ও প্রেমমূলক। জ্ঞানমূলক ত্যাগ অধম ও অপকৃষ্ট। বস্তুর স্বরূপ জানিয়া বিরক্ত হইয়া যে বিষয় ত্যাগ, সেই ত্যাগকেই জ্ঞানমূলক ত্যাগ বলি। আমাদের দেশে ও ইউরোপে মধ্যযুগে যে বৈরাগ্য প্রচলিত ছিল, তাহার অনেকটা জ্ঞানমূলক। মোহমুদ্গরকার তাই বলিয়াছেন—

"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা"

এই সমস্ত জগৎ যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর ও ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদনীয়—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ"

অতএব এ সকল অসার, ক্ষণভঙ্গুর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে ভোগ কর "তেন ত্যক্তেন ভু" সৌন্দর্য্যসঙ্গীতময় এই যে বিচিত্র বিশ্ব দেখিতেছি, সকলই অসার ও মিথ্যা। এই ভাবেই আমাদের দেশের যোগী ভক্তেরা ভাবিয়া আসিয়াছেন। এই বিশ্ব যে সৎ, সার, এই জীবন স্বপ্ন নয়, ইহা সার, সৎ ও গম্ভীর, এই যে ভাবপ্রণোদিত হইয়া আমেরিকা দেশস্থ প্রসিদ্ধ কবি জীবনসঙ্গীত গান করিয়াছেন, এ ভাব এ দেশে বড় একটা চলিত নাই। এরূপ চক্ষে জীবনকে দেখিয়াও অসার ও অপদার্থ বিষয় ত্যাগ করা সম্ভব। যে জীবনকে ক্রীড়ার বস্তু মনে করে না, বরং উহার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া কর্ত্তব্যপালনে সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকে, অসার বস্তু, নিকৃষ্ট আমোদ, ত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার নহে—অতি সহজ।

কিন্তু জ্ঞানমূলক ত্যাগ নিরাপদ নহে জ্ঞানমূলক ত্যাগ অনেক সময়ে নীরস ও শুষ্ক হইয়া যায়। সেই জন্য উহার সঙ্গে প্রেমের যোগ চাই। ভক্তেরা সর্ব্বদা প্রেমমূলক ত্যাগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। ত্যাগ এখানে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। প্রেমের বস্তু এতই সুন্দর, এতই গুণালঙ্কৃত যে তাহার জন্য কিছু ত্যাগ না করিয়া থাকা যায় না। বিশুদ্ধ প্রেম এমনই পদার্থ যে উহা স্বার্থত্যাগ আপনা হইতেই ডাকিয়া আনে। 'স্বার্থত্যাগ কর' 'স্বার্থত্যাগ কর' বলিয়া প্রেমপরায়ণকে শিক্ষা দিতে হয় না। প্রবুদ্ধ প্রেমপ্রযুক্ত হইয়া অথবা প্রেমের বস্তুর খাতিরে বা অনুরোধে প্রেমিক অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করেন। আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন যেন তাঁহার কোন মতেই তৃপ্তি নাই। আপনাকে তিনি একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া আপনার কবরের উপর আপন প্রেমাস্পদের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ঈশ্বরের প্রতি যখন আমাদের প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার হয় তখন যথার্থই ত্যাগের ইচ্ছা সহজেই উদয় হয়। সরস উপাসনা বা সুন্দর উৎসবে যখন উজ্জ্বল উপলব্ধির সৌন্দর্য্যে প্রাণ নিমুগ্ধ হয় তখন মনে হয় যে যাহা হয় একটু কিছু ত্যাগ করিয়া ফেলি। মনে হয় কেবলই ঈশ্বরের করুণা দান গ্রহণ করিব, কখন প্রতিদান করিতে পারিব না? যিনি জন্ম দিলেন, যিনি পাপ হইতে স্বয়ং হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করিলেন, যিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া হীন মানবকে আপন সহবাসের অমৃতসম্ভোগ করাইতে কুণ্ঠিত বোধ করিলেন না, যিনি সংসারের তাবৎ রত্ন অপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন যে উপাসনা তাহার অধিকারী করিলেন, যাঁহার বলে নিশ্বাস ফেলি, চিন্তা করি, বাঁচিয়া আছি, যিনি প্রত্যেক শোণিত বিন্দুতে আপন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতেছেন, কেবল তাঁহার করুণা দান গ্রহণই করিব, কিছুই তাঁহাকে দিতে পারিব না? এই ভাবিতে ভাবিতে স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা আপনা হইতেই মনে উদিত হইয়া থাকে। প্রথমে অপ্রিয় বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রিয়তম বস্তু পর্য্যন্ত সাধক অকাতরে দান করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তখন পুত্রও বিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠেন।

বাস্তবিক ত্যাগেই ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরীক্ষা ও উন্নতি। মুখে মানিলে কি হইবে? মৌখিক বিশুদ্ধ মত পোষণ করিয়া কোনও কালে কেহ উদ্ধার পায় নাই, কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারে নাই। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি, নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারি, তাহা হইলে ধর্ম্ম বিশ্বাস সার্থক হইল। যে ধর্ম্ম প্রিয় উপাস্য দেবতার জন্য ত্যাগ করিতে না শিখাইল, সে অসার ধর্ম্ম জাহ্নবী জলে নিক্ষিপ্ত হউক তাহাতে কাহারও কিছু উপকার হইবে না। বাহিরের অনুষ্ঠান দুরস্ত থাকিলে চলিবে না, বাহিরের পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না। আবশ্যক হইলে প্রভুর তৃপ্তির জন্য প্রভুর পুত্র কন্যার মঙ্গলার্থ আপনার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি যদি বলি দিতে পারি, তবেই ধর্ম্ম বিশ্বাস দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে।

এই ত্যাগ ভক্ত অভক্ত, সাধক অসাধক সকলেরই পক্ষে সম্ভব। সমাজে বাস করিয়া স্বার্থত্যাগ, আপনার সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিবার সুবিধা উপস্থিত হয় না, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। মনে করিলে সকলেই উপাস্য দেবতা বা ভাই ভগ্নীর জন্য আপনাকে বলি দিতে পারেন। প্রত্যেকে যদি আপন আপন স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া অন্যের স্বার্থের দিকে অধিক মনোযোগ দেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা ঈশ্বরের অধিকতর প্রিয় ও নিকটস্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

শত্রু কয়জন ?

চলিত কথায় বলে, মানুষ কাম ক্রোধাদি ষড় রিপুর অধীন। কিন্তু বস্তুতঃ মানুষের রিপু কয়জন ? প্রকৃতপক্ষে মানুষের শত্রু একজনের অধিক নহে। সে শত্রু 'আমি'। এই 'আমি'ই সকল পাপের মূল ; এই 'আমি'ই সাধন পথের একমাত্র কণ্টক ; এই 'আমি'ই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইয়া উভয়ের যোগের ব্যাঘাত উৎপাদন করে; এই 'আমি'ই দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মকৃপা-স্রোতের পথ অবরুদ্ধ করে ; এই 'আমি'ই মানবাত্মার উন্নতির একমাত্র অন্তরায় ; জীবাত্মার প্রকৃত শত্রু যদি কেহ থাকে, তবে সে এই 'আমি'। আমার সুখস্বার্থ, আমার মানমর্য্যাদা, আমার ধনসম্পদ, আমার বিদ্যা বুদ্ধি, আমার শরীর মন, আমার স্ত্রী পুত্রকন্যা, এই মমতা হইতেই সকল পাপের উৎপত্তি। আমি একজন, আমাকে কেহ এক কথা বলিবে কেন ? আমার মতের বিরুদ্ধে অমুক দণ্ডায়মান হইল কেন ? আমি যাহা বুঝি, তাহাই ঠিক্, আমি অন্যের কাছে খাট হইব কেন ? অমুক এই কাজ করিয়াছে, আমি হইলে এই করিতাম, আমার সম্বন্ধে কে কি ভাবে ? অমুক আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে কেন ?—এই অহং বুদ্ধিই যাবতীয় বিবাদ বিসম্বাদ, হিংসাদ্বেষ ও অহঙ্কার অপ্রেমের কারণ। প্রলোভন কোথায় ? প্রলোভন বাহিরের বস্তুতে নহে ; প্রলোভন আমার দূষিত প্রবৃত্তিতে। এই জন্যই সাধকগণ চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন যে, আমিত্ব-বিনাশ না হইলে, আপনাকে ভুলিতে না পারিলে, ব্রহ্মকৃপা লাভ করা যায় না, পরমেশ্বরের সহিত স্থায়ীযোগে নিবদ্ধ হওয়া যায় না। যতদিন আমিত্ব প্রবল থাকে, ততদিন সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আমিত্বই যে সকল পাপের মূল, তাহা আমরা নিম্নে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কাম আত্মসুখেচ্ছারই প্রকার ভেদ মাত্র। যখন এই সুখ-স্পৃহা মানুষকে অপরের সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া ফেলে, মানুষকে তাহার জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য ভুলাইয়া দেয়, তাহার দেবভাব মলিন করিয়া দেয়, লজ্জাভয় দূর করিয়া দেয়—তখনই সে আপনার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া পশুবৎ ব্যবহার করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না। যতদিন এই আত্মসুখ-স্পৃহার দমন না হয়, যতদিন এই সুখেচ্ছা সম্বন্ধে আপনাকে ভুলিতে না পারা যায়, ততদিন নরনারীর সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং আমাদের পশুত্বও বিদূরিত হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমিত্ববিনাশ না হইলে, আপনার উপর জয়লাভ করিতে না পারিলে ইন্দ্রিয়-লালসাজনিত পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। প্রলোভন বাহিরে নয়, অন্তরে। যাহা দেখিয়া আমার মনে কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহাই যখন আমা অপেক্ষা উন্নততর আত্মার পক্ষে ঈশ্বরলাভের সহায় হয়, তখন কিরূপে বলিব যে বাহিরের বস্তু আমাকে পাপের পথে লইয়া যায় ? আমি কুপ্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া যেরূপ ভাবকে যে বস্তুর চিন্তার সহগামী করিয়াছি, সেই বস্তু দেখিলে বা তাহার বিষয় স্মরণপথে উদিত হইলে অভ্যাসের বলে মনে সেইরূপ ভাবেরই সঞ্চার হয় ; আবার যাঁহারা ঐ সকল বস্তুর সহিত পবিত্রভাবের যোগ সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে উহাদের দর্শন বা স্মৃতি অভ্যাসের বলে পবিত্র ভাবেরই সঞ্চার করিয়া দেয়। যদি বাহিরের বস্তুকে পাপের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল পদার্থে এরূপ শক্তি আরোপ করা হয়, যাহা উহাদের নাই ; এবং তাহা হইলে বাহ্যবস্তুকেই পাপের জন্য দায়ী করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ করা যে নিতান্ত অসঙ্গত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যদি বল অভ্যাসই পাপের মূল, তাহা হইলে দেখিতে হইবে অভ্যাসের মূল কোথায় ? অভ্যাসের মূল আমার ইচ্ছাতে। আমি ইচ্ছা করিলে ভাল অভ্যাসও করিতে পারিতাম। যে অভ্যাসের দোষে পদার্থ বিশেষ দেখিয়া বা স্মরণ করিয়া আমার মনে কুভাবের সঞ্চার হয়, সেই অভ্যাসের গুণেই ত সাধু-ব্যক্তির অন্তঃকরণে ঐ বস্তু দেখিয়া বা স্মরণ করিয়া পবিত্র ভাবের উদয় হয় ? আমাকে ছাড়িয়া, আমার ইচ্ছাকে অতি-ক্রম করিয়া আমার অভ্যাস থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয় লালসাজনিত পাপের মূল আমাতে। আমিত্ব বিনাশ না হইলে এই পাপের উপর সম্পূর্ণ জয় লাভ অসম্ভব।

কাম সম্বন্ধে যাহা বলা হইল সকল প্রকার ভোগবাসনা সম্বন্ধেই তাহা প্রযুজ্য। ভোগবাসনা হইতেই লোভের উৎ-পত্তি। অতএব লোভের মূলও আমাতে, এবং আমিত্ব বিনাশ না হইলে লোভের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না।

ক্রোধ, পরনিন্দা প্রভৃতির মূল আত্মাভিমানে। অন্যায়, অত্যাচার, পাপ দেখিয়া তাহার উপর যে স্বাভাবিক অসন্তোষের উদয় হয় এবং উহা দূর করিবার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা হয়, অপরের দোষ দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাহার সংশোধনের জন্য সরলভাবে তাহার দোষের যে উল্লেখ করা হয়, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না। কিন্তু সুখস্বার্থ, মানমর্য্যাদা প্রভৃতিতে আঘাত পড়িলে যে ক্রোধের উদয় হয়, অপরকে লোকের চক্ষে আপনা অপেক্ষা হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার দোষের যে উল্লেখ করা হয় এস্থলে তাহারই কথা বলা হই-তেছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে নিজের অহঙ্কার বা সুখস্বার্থের ব্যাঘাত হইলেই মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। পরের নিন্দা করিয়া যে ঘৃণিত সুখের উদয় হয় তাহা আত্মশ্লাঘারই রূপান্তর মাত্র। আত্মদোষ দেখিয়া যে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত ও অনুতপ্ত, অপরের চরিত্র বা কার্য্যের সমালোচনা করিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। যখন অন্তর্দৃষ্টি কমিয়া যায় এবং নিজের দোষের দিকে চক্ষু থাকে না তখনই লোকে পরনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়। অন্যের দোষ বর্ণন করিয়া আমার যে সুখ হয় তাহার কারণ এই যে অমুকের এই দোষ আছে, আমার নাই, এই ভাব গূঢ়রূপে আমার প্রাণকে অধিকার করিয়া আছে। আপনাকে অপরাধী বলিয়া যদি তোমার বিশ্বাস থাকে তবে কোন্ মুখে তুমি অপরের অপরাধের সমালোচনা করিতে যাও ? আমাদের অন্তর্দৃষ্টি তেমন প্রবল নয় বলিয়াই আমাদের

মধ্যে পরচরিত্র সমালোচনার এত বাড়াবাড়ি দেখা যায়। এই জন্যই আমরা অপরের কার্য্য ভাল চক্ষে দেখিতে পারি না, এবং সহজে অন্যের কার্য্য সম্বন্ধে মন্দ অভিপ্রায় আরোপ করিয়া বসি। অপরে যে সরলভাবে ও সদভিপ্রায়ে কার্য্য করিতে পারে, অনেক সময় তাহা যেন আমরা ভুলিয়া যাই। সুসভ্য সমাজে যাহা সাধারণ ভদ্রতার বিরুদ্ধ, আমরা ধর্ম্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ও ধর্ম্মজীবন লাভের প্রয়াসী হইয়াও সেই সকল দূষিত ভাব পোষণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না। ইহার কারণ এই যে আমাদের মধ্যে আমিত্বের ভাব এখনও অত্যন্ত প্রবল। এই আমিত্ব, এই আত্মাভিমানই সকল প্রকার অপ্রেম অশান্তির কারণ। ইহারই জন্য আমরা জীবন্ত ধর্ম্মবিধানের অঙ্গীভূত হইয়াও, পরমেশ্বরের কৃপাস্রোতের মধ্যে পড়িয়াও, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিতেছি না; তাঁহার কৃপা স্থায়ী ভাবে ধরিতে পারিতেছি না; আমরা সেই কৃপাস্রোতের পথে আমিত্বের প্রাচীর উত্থাপিত করিয়া তাহার গতিরোধ করিতেছি। কোথায় সকলে এক প্রাণ হইয়া প্রভুর বিধানের গৌরব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব, ব্রাহ্ম-সমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিব, প্রভুর নামের মহিমা মহীয়ান্ করিতে চেষ্টা করিব, তাহা না করিয়া আমরা অনেক সময় নিজের প্রাধান্য বজায় করিবার জন্য, নিজের মত চালাইবার জন্য পরস্পরের সহিত অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভুর গৃহে অশান্তি আনয়ন করিয়া থাকি; অমুক এই কাজ করিল, এই কার্য্যের অভিপ্রায় এই, অমুক আমা অপেক্ষা উচ্চ অধিকার পাইবে কেন?—ইত্যাদি নীচ ভাব পোষণ করিয়া ও অপরের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া প্রভুর বিধানকে কলঙ্কিত ও লোকের চক্ষে হেয় করিয়া ফেলি; অকারণে অথবা সামান্য কারণে আপনাকে উপেক্ষিত মনে করিয়া হিতকারী বন্ধুর উপরেও বিরক্ত হই ও চারিদিকে অপ্রেম অশান্তির বীজ বপন করি। ব্যক্তিগত প্রাধান্য বজায় করিবার জন্য আমাদের যত আগ্রহ, প্রভুর কার্য্য কিসে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, তাঁহার ধর্ম্মবিধানের গৌরব কিসে সুরক্ষিত হইবে তাহার জন্য আমাদের তত আগ্রহ দেখা যায় না। কেবল 'আমি', 'আমি', 'আমি' করিয়াই আমরা আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতেছি। যতদিন না আমরা এই 'আমিত্ব' বিস্মৃত হইয়া প্রভুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব, যত দিন না আমরা আপনার গৌরব সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া প্রভুর বিধানের গৌরব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব, ততদিন আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিব না।

মোহ, অহঙ্কার ও পরশ্রীকাতরতা যে আমিত্বমূলক তাহা দেখাইবার জন্য অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার সংসার, আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার, আমার ধনমান, আমার সুখ সম্পদ ইত্যাকার ভাবের প্রাবল্য বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হওয়া, সংসার ধন জন যে প্রভুর ন্যস্ত সামগ্রী, প্রভুর গৃহে যে আমরা দাসত্ব করিতে আসিয়াছি তাহা ভুলিয়া যাওয়া—ইহাই মোহ। অহঙ্কার শব্দের মৌলিক অর্থই 'আমি, আমি করা'। আমি একজন, আমার এই গুণ আছে, আমি এই করিয়াছি, আমি যাহা বুঝি তাহাই ঠিক্, এই আত্ম গরিমার ভাব ও অপরের প্রতি অবজ্ঞা—ইহারই নাম অহঙ্কার। অপরের সুখ বা প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং আমি তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি ভাবিয়া মনে মনে যে ক্লেশ হয় তাহারই নাম মাৎসর্য্য বা পরশ্রীকাতরতা। আমরা যে এই সকল দোষের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি এমন কথা কি আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি? আমরা যে ঘোর সংসারিক ও অহঙ্কারী এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? আমরা যে সংসারে ব্যস্ত হইয়া অনেক সময় প্রভুকে বিস্মৃত হই, আমরা যে আত্মগরিমায় অন্ধ হইয়া ভাই ভগিনীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি, তাঁহাদের প্রাণে আঘাত করিতে সঙ্কুচিত হই না, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। পরশ্রীকাতরতার হস্ত হইতেও যে আমরা সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত এরূপ কথা বলা যায় না। আপনার আপনার হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই একথা যথার্থ কিনা সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমরা যে আজিও এই সকল কুৎসিত ভাবের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে আমিত্বের ভাব এখনও অত্যন্ত প্রবল। আপনাকে না ভুলিতে পারিলে, প্রভুর ইচ্ছাপালনের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতা ও আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে—এককথায়, আমিত্ববিনাশ না হইলে মোহ, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যজনিত পাপের হস্ত অতিক্রম করা অসাধ্য।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমিত্বই সকল পাপের মূল। যতদিন নিজের ভোগবাসনা, সুখস্বার্থ বা প্রাধান্য প্রতিপত্তিলাভের ইচ্ছা, ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি বা সাধুতার অভিমান প্রভৃতি ঈশ্বরের আদেশপালনের ইচ্ছা অপেক্ষা প্রবল থাকিবে, যতদিন আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন না হইবে, ততদিন প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করা কোনও মতেই সম্ভব নহে। ষড়রিপু বলিয়া যে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি শত্রু আছে, তাহা নহে। আমিই একা আমার শত্রু। এই শত্রুকে বিনাশ করিতে না পারিলে স্বর্গরাজ্যের পথ নিষ্কণ্টক হইবে না।

মানিলাম তোমার সাধু ইচ্ছা আছে, মানিলাম তোমার হৃদয়ে পবিত্র আকাঙ্ক্ষা আছে, মানিলাম তুমি উন্নত ও পবিত্র হইতে চাও, মানিলাম তুমি প্রভুর কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর। কিন্তু তাহাতে কি? সাধু ইচ্ছা ত অনেকেরই মনে আছে। ঘোর পাষণ্ড, পাপাসক্ত ব্যক্তির চিত্তেও অবস্থা-বিশেষে সাধু ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে। তবে সকলের জীবন তেমন উন্নত হয় না কেন? সৎকার্য্য ত অনেকেই করিয়া থাকে। কিন্তু কে বলিবে যে সকল সৎকার্য্যই প্রভুর নিকট আদরণীয়? পরমেশ্বরের সহিত ইচ্ছার যোগ না হইলে, তাঁহার প্রেমের অনুরোধে সৎকার্য্য করিতে না পারিলে তাঁহার কার্য্য করা হয় না। প্রশংসালাভের ইচ্ছায় যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা সৎকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, ধর্ম্মের চক্ষে তাহা নিন্দনীয়। শুদ্ধ উৎসাহে পড়িয়া অথবা কার্য্যের জন্য যে কার্য্য

স্বর্গরাজ্যে সে কার্য্যেরও কোনও মূল্য নাই। ঈশ্বরানুরাগই প্রকৃত সৎকার্য্যের পরিচালক। এবং এই অনুরাগ, এই ইচ্ছা-যোগ আমিত্ব বিনাশব্যতীত একেবারেই অসম্ভব। দীনাত্মা না হইলে প্রাণে প্রেমসঞ্চার হয় না। আপনার জঘন্যতা ও অসারতা অনুভব করিতে না পারিলে স্থায়ীভাবে ব্রহ্মকৃপা ধরিতে পারা যায় না। আমি যে ভাল হইতে চাই, প্রেমিক হইতে চাই, সৎকার্য্য করিতে চাই, আমি কি আত্মপরীক্ষা করিয়া সরলভাবে বলিতে পারি যে আমি 'আমিত্ব' বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত? যখন দেখিতেছি আমার জীবনে সাংসারিকতা, প্রশংসা লাভের ইচ্ছা, অপরের প্রতি অবজ্ঞা অপ্রেম, এমন কি গূঢ়ভাবে হিংসাদ্বেষ পর্য্যন্ত রহিয়াছে; যখন দেখিতেছি অন্যে আমার সম্বন্ধে কি ভাবিতেছে, কি বলিতেছে বা বলিয়াছে এই লইয়াই আমি অস্থির; যখন দেখিতেছি আমি অপরের সরল বিশ্বাসকে সম্মান করিতে শিখি নাই, সামান্য ভদ্রতার চক্ষে যাহা দূষণীয় আমার নিকট তাহা অঙ্গের আভরণ; যখন দেখিতেছি অন্যের কার্য্য সমালোচনা করিতে গিয়া আমি তাহার মধ্যে সদভিপ্রায় দেখিতে পাই না, আমার "আমিত্ব" অন্যের অভিপ্রায়ের মধ্যেও প্রতিফলিত দেখিতে পাই; যখন দেখিতেছি আমার বিরুদ্ধে কেহ কোনও কথা বলিলে, আমাকে কেহ সামান্য পরিমাণেও উপেক্ষা করিলে, কেহ আমার কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে আমি মর্ম্মাহত হই; তখন কেমন করিয়া বলিব যে আমি "আমিত্ব" বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত? এবং তাহাই যদি না হইলাম তবে শুদ্ধ সাধু ইচ্ছা থাকিয়া লাভ কি? আমার শত্রু যতদিন না বিনষ্ট হয় ততদিন ভদ্রস্থতা নাই।

মন! বৃথা কেন বাহিরে শত্রু অন্বেষণ কর? শত্রু তোমার ভিতরে। বৃথা কেন এক দুই করিয়া শত্রু গণনা করিতেছ? শত্রু যে একজন মাত্র—তোমার শত্রু তুমি। বৃথা কেন অপরের চরিত্র সমালোচনা করিয়া বেড়াইতেছ? আপনার সমালোচনা করিতে শিক্ষা কর। বৃথা কেন মনে করিতেছ যে অন্যে তোমাকে প্রভুর কার্য্য করিতে দিতেছে না? তুমি আপনিই আপনার উন্নতির পথে, সৎকার্য্যের পথে অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছ। প্রভুর গৃহে কার্য্যের অভাব কি? আগে আপনাকে বিস্মৃত হও তবে ত প্রভুর কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে?

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

কুমারখালী।

কুমারখালী ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বুধবার ২রা কার্ত্তিক—প্রাতে এবং সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সমাজ গৃহে উপাসনা করেন।

৩রা „ বৃহস্পতিবার—উৎসবের দিন প্রত্যূষে গ্রামবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে সংকীর্ত্তন। প্রাতঃকালে সমাজ গৃহে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং উৎসবে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে—ধর্ম্মালোচনা, এবং অন্ধ, খঞ্জদিগকে বস্ত্র এবং দুঃখী দরিদ্রদিগকে চাউল দান করা হয়। অপরাহ্নে—নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে সমাজ গৃহে উপাসনা ও কীর্ত্তন।—নবদ্বীপ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন এবং "নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কি প্রকারে হইতে পারে" তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সরকার মহাশয় সমাগত ব্রহ্মোপাসক এবং দর্শকগণকে নিজগৃহে আহ্বান করিয়া মহানন্দে প্রীতি ভোজন করান।

৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার—প্রাতে উপাসনান্তে নিম্নলিখিত প্রশ্ন আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়।

১। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রণালীতে প্রচারিত হইতেছে তাহাতে ইহা একতাসূত্রে পৃথিবীর নর নারীকে আবদ্ধ করিতে পারিবে কিনা?

২। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এত বিভিন্নতা ও মতভেদ দেখা যাইতেছে ইহার কারণ কি?

৩। সকল ব্রাহ্মের একরূপ মত ও বিশ্বাস হইতে পারে কি না?

সমাজে উপাসকমণ্ডলীর যতগুলি সভ্য উপস্থিত ছিলেন সকলেই আগ্রহের সহিত স্বাধীন ভাবে প্রশ্নত্রয়ের আলোচনা করেন এবং সকলেই নিম্নলিখিত মীমাংসায় উপনীত হন। ব্রাহ্ম সমাজ ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, তবে যে আশানুরূপ ফল হইতেছে না তাহা আমাদের চরিত্রের বল এবং বিশ্বাসের অভাব। যে যে প্রণালীতে কার্য্য চলিতেছে তাহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী। ক্রমেই উন্নতির সঙ্গে নূতন প্রণালীর আবশ্যকতা অনুভূত হইলে অবশ্যই তাহা অবলম্বিত হইবে। প্রত্যেক লোকের মুখশ্রী যেমন পৃথক্ সেইরূপ আমাদের মতের ও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীগত যে মতভেদ আছে তাহা নিরাশার বিষয় নহে। মূল সত্যে বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া সামান্য বিষয়ে একটু মতভেদে ভীত হইবার কারণ নাই, সত্যের জয় অবশ্যই হইবে, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

অপরাহ্নে,—বাজারে প্রকাশ্য স্থানে বহু লোকের সম্মুখে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সাকার নিরাকার উপাসনার মধ্যে নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সহজ ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন, বক্তৃতান্তে "প্রাণ ভরে আজ গান কর" এই গান কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সায়ংকালে সমাজ গৃহে উপনীত হন, এবং শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। রূপসনাতন যবন হইয়াও ভগবানের নামে কেমন উন্নত হইয়াছিলেন, কুক্রিয়াসক্ত বিল্বমঙ্গল মঙ্গলময়ের অপার কৃপায় কেমন করিয়া সুপথ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পাষাণ হৃদয় কি অপার প্রেমে গলিয়া গেল, জগাই মাধাই কেমন করিয়া উদ্ধার হইয়া গেল, এই ভাবে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বাবু এমন জলন্ত ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন যে উপস্থিত সভ্যগণের হৃদয় কঙ্কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল, মহাপাপীর হৃদয়েও আশার সঞ্চার হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে সকলেই প্রাণ ভরিয়া ভগবানের নাম গান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

উৎসবের কয়দিন সমাজগৃহে এত গ্রামবাসিনী ভদ্র মহিলার

সমাবেশ হইয়াছিল যে সমাজ গৃহে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বিশেষ দুঃখের কারণ ঘটিয়াছিল।

৫ই কার্ত্তিক শনিবার—প্রাতে কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় সভ্য ও বালক বৃন্দ হিজলাবটে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চাঁদ মোহন মৈত্র মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন, এবং মধ্যাহ্নে তাঁহার উদ্যানস্থ বৃক্ষতলে এবং অপরাহ্নে তাঁহার বাসগৃহে উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়।

৬ই কার্ত্তিক রবিবার—প্রাতে সমাজ গৃহে মাসিক উপাসনা এবং সায়ং কালে নিয়মিত উপাসনার কার্য্য হইয়া উৎসব শেষ হয়।

বোলপুর শান্তিনিকেতন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথঠাকুর মহাশয় তাঁহার বোলপুরস্থ "শান্তিনিকেতন" নামক পরম রমণীয় উদ্যান বাটী, বহু অর্থব্যয়ে উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া সাধারণের আধ্যাত্মিক কল্যাণোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন। এবং এই শান্তিনিকেতনে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা, ধর্ম্মবিচার,ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন,পুস্তকালয় ও অতিথি সেবার অভিপ্রায়ে বার্ষিক ১৮০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল ধর্ম্মার্থে ট্রাষ্টিগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখানে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। রাজা জমিদার হইতে দরিদ্র সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকল অবস্থার লোকের উপযোগী সাজ সজ্জা আহারাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় একসভা আহূত হয়। উপাসনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, যিনি ধর্ম্মালোচনার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স্, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইঁহারা দুই জনে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মোহিনী বাবুর বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান পাঠ এবং রবীন্দ্র বাবুর প্রাণস্পর্শী সমধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ও ২।৪টি সঙ্গীত করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সব্ব শেষে মোহিনী বাবু শান্তিনিকেত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত বন্ধুগণকে এই স্থানে আসিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন। বোলপুর, রাইপুর, সুরুল প্রভৃতি স্থান হইতে সকল শ্রেণীর প্রায় ২৫০ জন লোক এই কার্য্যে যোগ দিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ভক্তিভাজন শ্রীমান্ প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের নামে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই যোগ দিয়াছেন, ইহা মহর্ষির প্রতি সাধারণের অল্প ভক্তির পরিচয় নহে।

শ্রীমান্ প্রধানাচার্য্য মহাশয় এদেশের ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত সততই ব্যাকুল। এই শান্তিনিকেতন আশ্রম দ্বারা এতদ্দেশের আধ্যাত্মিক কল্যাণের সূচনা হইল। এই আশ্রম পূজ্যতম মহর্ষিমহাশয়ের সাধন ভূমি। বহুকাল তিনি এখানে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার সাধনদ্বারা এই আশ্রম পুণ্যক্ষেত্র হইয়াছে। এই নির্জ্জন পবিত্রতাময় আশ্রম সাধকের অতি প্রিয়বস্তু। এই স্থানের যেমন পবিত্রতা, তেমনি রমণীয়তা। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত প্রান্তর। আম, জাম, নারিকেল শাল প্রভৃতি তরু শ্রেণীপূর্ণ উদ্যান কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীত নিনাদে সততই প্রফুল্ল। যাঁহারা বিষয় কোলাহলে উত্ত্যক্ত হইয়া আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, যাঁহারা ধর্ম্ম পিপাসু, পাপ তাপের যন্ত্রণা দূর করিতে যাঁহারা যত্নশীল, তাঁহারা পবিত্র হৃদয়ে মহর্ষিপ্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে আগমন করিলে, বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। যথার্থ ঋষিজীবন যাপন করিতে শিক্ষা করিবেন। পরিশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে অটল অনুরাগ ও গভীর উৎসাহ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে এই আশ্রমের দিন দিন উন্নতি হউক।

শ্রীখণ্ড।

বর্দ্ধমান হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিকে কাটোয়ার নিকটে শ্রীখণ্ড গ্রাম। এই গ্রামটী অতি পুরাতন। আজি চারি শতাব্দী পূর্ব্বে এই গ্রামে মহাত্মা চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই গ্রামের তৎকালীন কোন বৈষ্ণব সাধুর সাধন-পীঠ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখন এ গ্রামের ধর্ম্মজীবন শিথিল ও মৃতকল্প। এবার এই প্রাচীন পল্লীতে আবার জীবন্ত ধর্ম্মের বিজয়নিশান উড়িতে চলিল।

আমাদের বন্ধু বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় এই গ্রামের অধিবাসী। বিগত অবকাশের সময় জগদীশ্বর বাবু ও কলিকাতা হইতে আমন্ত্রিত দুইটী বন্ধু বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও বাবু বিনোদবিহারী রায় কয়েকদিন নিম্নলিখিত প্রণালীতে ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়াছেন;—

২৮এ আশ্বিন শনিবার—জগদীশ্বর বাবুর গৃহে সাধন-কুটীর প্রতিষ্ঠা। একবেলা জগদীশ্বর বাবু ও অপর বেলা বাবু বিনোদবিহারী রায় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

২৯এ আশ্বিন রবিবার—স্নানান্তে কুটীরে উপাসনা; বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বিজয়া উপলক্ষে সম্মিলিত জনতার মধ্যে বাবু বিনোদবিহারী রায় ও বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রভুর নাম ঘোষণা করেন।

৩০এ আশ্বিন সোমবার—প্রভাতে ঊষা-কীর্ত্তন। স্নানান্তে কুটীরে উপাসনা; জগদীশ্বর বাবু উপাসনার কার্য্য করেন, ও অপরাহ্নে স্থানীয় স্কুলগৃহে বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য শেষ হইলে "ধর্ম্মজীবন" লাভ বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা করেন। বাবু হরিমোহন ঘোষাল অতি সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রকেই মোহিত করিয়াছিলেন।

১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার—স্নানান্তে কুটীরে উপাসনা ; জগদীশ্বর বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে বাবু উমানারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও সঙ্কীর্ত্তন। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত সকল ধর্ম্মের মূল যে এক তাহা সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন। বাবু হরিমোহন ঘোষাল ধর্ম্মসাধন বিষয়ে অনতিদীর্ঘ আর একটী বক্তৃতা করেন। অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

২রা কার্ত্তিক বুধবার—প্রভাতে উষা কীর্ত্তন। প্রাতে স্থানীয় মোহান্ত মহাশয়দিগের আশ্রমে ধর্ম্মালাপ। স্নানান্তে কুটীরে উপাসনা, বাবু বিনোদবিহারী রায় উপাসনার কার্য্য করেন। সায়াহ্নে জগদীশ্বর বাবুর গৃহে "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্" (যাহা দ্বারা আমি অমর না হই তাহা দ্বারা আমি কি করিব?) উপনিষদের এই বচনটী অবলম্বন করিয়া বাবু বিনোদবিহারী রায় ব্যাখ্যান করেন। অদ্য পুরুষগণ অপেক্ষা স্থানীয় হিন্দুমহিলাগণই অধিক উপস্থিত ছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, এ গ্রামের মহিলাগণ এ সকল তত্ত্ব অতি সুন্দররূপ ধারণা করিতে পারেন। তাঁহাদিগের কোমলহৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ ও উদার সত্য সকল অতি সহজে মুদ্রিত হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে একটী বিশেষ প্রশ্ন উঠিয়াছে। তাহা এই যে, দেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য এক শ্রেণীর রমণী প্রচারিকা আবশ্যক। রমণীগণ ভিন্ন এই সুমহৎ ব্রতপালন করিবার শক্তি পুরুষদিগের নাই। আজি কালি জড়বাদ ও সন্দেহবাদের যে ভীষণ ব্যাপার বঙ্গদেশকে অধঃপাতে লইয়া চলিয়াছে, তাহাতে যাহাতে দেশীয় রমণী সম্প্রদায় এই ভয়ানক সময়ে ধর্ম্মের উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন, তাহার সাহায্য করা ব্রাহ্মসমাজের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আমাদের ব্রাহ্মিকা ভগিনীদিগের নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা প্রভুর নামে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করুন এবং আপনারা নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহাদের দেশীয় ভগিনীদিগকে নবজীবনের সুসমাচার প্রদান করুন।

পূজার আয়োজন।

প্রার্থনা।

আমি চেতন হইয়া যে অধিকাংশ সময় অচেতন হইয়া থাকি, ইহাতে আমার বড়ই দুঃখ হয়। হে স্রষ্টা! অচেতন, উদ্ভিদ, শ্বাপদাদি সকলের উপরে আমার স্থান, অথচ আমি সর্ব্বাপেক্ষা হীন পদার্থ যে জড় তাহার মত হইয়া জীবন যাপন করি, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। যখন তোমার কৃপায় আমার সে জড়ভাব দূর হয়, তখনই কেবল আমার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। তোমার উপাসক হইয়া, তোমার উপলব্ধির জাগ্রৎ ভাবের আস্বাদন পাইয়া যে মাঝে মাঝে মরিয়া থাকি, ইহা অতিশয় লজ্জার কথা। হে চিরজাগ্রৎ, হে নিদ্রিত আত্মার প্রবোধ কারী, তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, তুমি আমাকে সর্ব্বদা সচেতন রাখ। যখনই আমি জড়ত্বের দিকে নামিতে থাকিব, তখনই তুমি আমাকে এমন আঘাত করিবে, যে একই আঘাতে যেন আমার চৈতন্য-লাভ হয়। অচেতন অবস্থায় আমি না পারি উপাসনা করিতে, না পারি তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে। সে অবস্থাকে যেন বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে পারি। যে পথ দিয়া সে অবস্থায় যাওয়া যায়, সে পথের দিকে যেন ভ্রমেও দৃষ্টি নিক্ষেপ না করি।

(২)

কাজের জ্বালায় আশ মিটাইয়া উপাসনা করিতে পারিলাম না। কাজের পায় জীবন, যৌবন, উৎসাহ, ও তেজ সকলই বিসর্জ্জন করিলাম। সকালে উঠি আর ভয় করে যে আবার সেই কাজের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। কাজ যখন শেষ হয়, তখন আর আমাতে আমি থাকি না, ভাড়াটিয়া গাড়ীর অর্দ্ধ মৃত অশ্ব ও আমাতে বড় প্রভেদ থাকে না। সাধক ভক্ত লোক রজনীকে সাধন ভজনের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর রজনী আমার কাছে সাধনের বড়ই অপ্রশস্ত কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সকাল বেলা যদি কাজ দয়া না করেন তাহা হইলেই সাধনের একটু সময় পাই। হায়! সে কতটুকু সময়! অগাধ সাধন সমুদ্র সম্মুখে বিস্তৃত, আমি তীরে বসিয়া কি তর্পণ করিতেছি? এই যে কাজের জন্য এত খাটি, সহি ও মরি, সেই কাজের ভিতরে যখন প্রবেশ করি, তখন দেখি সমস্তই ভুয়া। কাজের ভিতরে প্রভু তুমি নাই। শত কাজের ভিতর যদি একটায় তুমি থাক তবে যথেষ্ট হইল। অধিকাংশ কাজই অভ্যাস ও একটা অস্পষ্ট কর্ত্তব্যজ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হইয়া করি। কাজেই ফল শূন্য হইয়া থাকে। প্রাণপতি করিয়া এই পুণ্য সঞ্চয় করিতেছি। প্রভু দয়া কর, এ বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা কর। কেমন করিয়া স্বকর্ণে তোমার কথা শুনিয়া আনন্দ মনে তোমার কাজ করিতে হয়, তাহা একবার দেখাইয়া দেও।

(৩)

আপনার ভাবনা লইয়াই দিন চলিয়া গেল, সে ভাবনা ফুরাইতে পারিলাম না, লোকের ভাবনা ভাবিব কবে? আপনার ভাবনা ভাবি বলিয়া গভীর কূপের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, প্রমুক্ত আকাশ ও প্রমুক্ত ময়দান পাইতেছি না বলিয়া আত্মা ইচ্ছামত বাড়িতে পারিতেছে না। যেমন দেখিতেছি, ইহাতে যে আপনার ভাবনা কখনও কমিবে, এমন তো বোধ হয় না। যদি নামি, তবে তো কথাই নাই, যদি উঠি, তাহা হইলেও আত্মদৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভাবজ্ঞান তীক্ষ্ণ ও বর্দ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই। আপনার ভাবনা যদি কখনই ঘুচিবে না, তবে কি চিরকাল স্বার্থপর হইয়া থাকিব? যে স্বার্থপর, সে যে তোমার মুখ দেখিতে পায় না। যে আপনাকে ত্যাগ করিতে না পারিল, ধর্ম্মরাজ্যে তাহার যে প্রবেশের অধিকার নাই। আপনার সঙ্গে অপরের ভাবনা ভাবিতে শিখাও। কেমন

করিয়া তাহা হইবে জানিনা, কিন্তু তোমার কৃপায় সকলই সম্ভব। আমি যখন তোমার নাম গ্রহণ করিতে পারি তখন আর কি অসম্ভব সম্ভব হইতে বাকী আছে? তাই মিনতি করিতেছি, কিরূপে অপরের জন্য প্রাণ ধারণ করিতে হয় সে মন্ত্র শিক্ষা দাও।

চিন্তা।

সবাই মনে করে আমি বড় লোক। আমিও অবশ্য সেই সবাইয়ের একজন। এই বড় লোক জ্ঞান আছে বলিয়া মিল হয় না। যদি সবাই বড় তবে ছোট হইবে কে? আর ছোট না হইলে মিলই বা হইবে কেন? ছোট চৌকাটের মধ্য দিয়া যদি কোন দীর্ঘাকৃতি পুরুষকে যাইতে হয় তাহা হইলে সে অবশ্যই মাথা হেঁট করিবে। উচ্চ ধর্ম্মভাবরাজ্যের চৌকাটও অতি ছোট। এখানে হেঁট না হইলে নিস্তার নাই। সমসাধকের সঙ্গে জীবন তুলনা করি আর মনে মনে স্ফীত হইয়া উঠি। সাধন রাজ্যের যাঁহারা শিরোমণি ও স্তম্ভ স্বরূপ তাঁহাদিগের দিকে চাই না, তাঁহাদের সঙ্গে তুলনা করিলে বুঝিতে পারি যে আমরা কোন ছার কীট। আমরা মনে করি যে আমরা মুখেত অবিনয় দেখাই না, তবে কেন আমরা অহঙ্কারী বলিয়া খ্যাত হইব?

ব্রাহ্ম সমাজ।

রাজা রামমোহন রায়—বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিনে নানা স্থানে সভা হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে উক্ত দিবস বরাহনগরে, বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে মহিলাদিগের জন্য যে আবাস আছে, তথায় প্রাতে রাজার স্মরণার্থে সভা হয়, সেখানে প্রথমে উপাসনাদি হইয়া পরে তাঁহার জীবনের নানা বিধ ঘটনা মহিলা ও বালিকাগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, রাজার মস্তকের কেশ ও তাঁহার সমাধি মন্দিরের ফটোগ্রাফ দেখান হয়। তৎপরে ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যার্থে কিঞ্চিৎ অর্থও সংগৃহীত হয়। মহিলা ও বালিকারা যে কিছু কিছু দান করিয়াছেন, তাহাতে ৫৶০ হইয়াছে এবং তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(এপ্রিল, মে—১৮৮৮ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নাম	স্থান	টাকা
বাবু রামকৃষ্ণ সাহ	কটক	২৲
„ সীতানাথ দত্ত	কলিকাতা	২।৶১০
„ এককড়ি সিংহ রায়	বানিক্যা	১৲
„ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১৲
„ জহরিলাল পাইন	ঐ	১৲
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী মুখোপাধ্যায়	কাঁথি	৩৲
বাবু শারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	যোরহাট	৬৲
„ শ্যামাচরণ দত্ত	ইন্দোর	৩৲
„ ঈশানচন্দ্র দেব	দেরাধুন	১৸৵০
„ রজনীনাথ রায়	কলিকাতা	২॥০
„ অদ্বৈতচরণ মল্লিক	ঐ	১৲
„ হেমচন্দ্র দাস	ঐ	১॥০
„ গগনচন্দ্র সেন গুপ্ত	জামালপুর	৩৲
„ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৶১০
„ দুর্গাকুমার বসু	শ্রীহট্ট	৩৲
„ অক্ষয়কুমার রায়	কলিকাতা	১৲
লালা দেবীচাঁদ গুপ্ত	লাহোর	৫৲
বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ	বাঁকুড়া	৩৲
„ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	॥৶১৫
„ মন্মথনাথ লাহিড়ি	শ্রীরামপুর	৩৲
„ প্রকাশচন্দ্র দাস	দেরাধুন	১।০
„ শিবনাথ সাহা	ঐ	৩৲
„ বিপিনবিহারী বসু	লক্ষ্ণৌ	৩৲
„ বিহারীলাল চৌধুরী	বরিশাল	৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	ঐ	৪॥০
বাবু ভোলানাথ দাস	চন্দননগর	৬৲
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ শ্রীশচন্দ্র দে	ভবানীপুর	॥০
শ্রীমতী বিনোদিনী সেন	চট্টগ্রাম	৩৲
বাবু বেণীমাধব পাল	কলিকাতা	২॥০
„ গোবিন্দচন্দ্র বসু	ঐ	১৲
„ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	ঐ	১৸০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	মেদিনীপুর	৩৲
বাবু শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	
„ শশিভূষণ বসু	ভবানীপুর	
„ বিনোদবিহারী মজুমদার	কলিকাতা	
„ শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১।০
„ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	দিঘাপাতিয়া	৬৸০
„ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ	কলিকাতা	১৲
„ গোপালচন্দ্র নন্দী	শিবপুর	১৸০
„ হেমচন্দ্র শূর	ছাপরা	৪৲
„ মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	২॥০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	টাঙ্গাইল	২৲
বাবু উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র	বাঁকুড়া	৫৲
„ জগদীশচন্দ্র রায়	কলিকাতা	২৲
„ রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী	বরিশাল	৩৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী বসু	ঐ	১॥০
বাবু অযোধ্যানাথ চৌধুরী	ঢাকা	৪৲
„ হরিশ্চন্দ্র সরকার	কড়াইল	৪৲
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ	রাধাবল্লভ	২।০
„ কালীনাথ নন্দী	কালীকচ্ছ	৩৲
„ গোবিন্দনারায়ণ সিংহ	ডিব্রুগড়	৬৲
সম্পাদক ধর্ম্মনৈতিক সমাজ	জনাই	১॥০
বাবু উপেন্দ্রনাথ মজুমদার	সৈয়দপুর	৩৲
„ গৌরলাল রায়	কাকিনীয়া	৩৲
„ নবদ্বীপচন্দ্র সরকার	জলপাইগুড়ি	২৲
„ ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	॥০
„ মোহিনীমোহন রায়	ঐ	॥০
„ হরনাথ বসু	ঐ	২৲

(ক্রমশঃ)

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৩ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিকপত্রিকা

১১শ ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। ১লা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴০

প্রাণফুল ডালি দিব।

দিন দিন বহুদিন গেল যে কাটিয়া
ফিরাইলে কই নাথ! জীবনের গতি?
ভবারণ্যে কতদিন বেড়া'ব ঘুরিয়া?
আঁধার করিবে দূর কবে জ্ঞানজ্যোতিঃ?
কবে ঘুচাইবে মম বাসনা বন্ধন?
পুণ্যালোকে কবে প্রাণ হইবে বিমল?
পবিত্র হইবে কবে এ পাপজীবন,—
অতীতের পাপজ্বালা ভুলিব সকল,
প্রকাশিবে তব মুখ হৃদয়ে আমার,
উথলিবে প্রেমসিন্ধু তোমারে হেরিয়ে,
চিরদিন তরে নাথ! চরণে তোমার
প্রাণফুল ডালি দিব বিমোহিত হ'য়ে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশ্বাসের বল,—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হামবর্গ নগরের সাত জন বিনামানির্ম্মাতা বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর কৃপা করুন, দীন দুঃখী ভাইদিগের মধ্যে যাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হয়,আমরা সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিব।" পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ঐ সাতজন লোক, আপনাদের ব্যয় বহনে সমর্থ পঞ্চাশটী সমাজ সংস্থাপন, দশ সহস্র লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত, চারি লক্ষ বাইবেল ও আশী লক্ষ পুস্তিকা বিতরণ ও পাঁচ কোটী লোকের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলেন। "ইণ্ডিয়ান উইটনেস" বলেন, যে এইরূপ পঞ্চাশ জন লোক হইলে, পঁচিশ বৎসরে তাবৎ পৃথিবীবাসীর নিকট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যাইতে পারে। মহর্ষি ঈশা অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন, যে তোমার যদি সর্ষপকণার মত বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতকে বলিবে, তুমি স্থানান্তরিত হও, পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইবে, এই কথার বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই। এই মহা প্রবচনের প্রত্যেক বর্ণ সত্য। বাস্তবিক বিশ্বাস ও নির্ভরের অসাধ্য কি আছে? আজ আমরা হীনবল ও অল্পসংখ্যক আছি, আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভর বর্দ্ধিত হউক, আমরা দেখিব যে অচিরে ভারতবাসীর গৃহে গৃহে আমাদের প্রিয় দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

খৃষ্ট সেনা,—Salvation army অর্থাৎ খৃষ্ট সেনার কথা আমাদের পাঠকবর্গের বোধ হয় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। এখন তিন লক্ষ লোক এই খৃষ্ট সেনা ভুক্ত। বত্রিশটী প্রদেশে এখন ইহাদের কার্য্য চলিতেছে। ইহাদের দৈন্য, দারিদ্র্য ও বৈরাগ্য দেখিয়া বৈরাগ্য প্রিয় ভারতবাসীকেও লজ্জিত হইতে হয়। অন্যান্য খৃষ্টধর্ম্মসমাজভুক্ত একজন প্রচারক ইংলণ্ড হইতে আনিতে দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হয়। তাঁহাকে এখানে রাখিবার বাৎসরিক ব্যয়ও দুই সহস্র টাকা। খৃষ্টসেনাভুক্ত একজন প্রচারককে বিলাত হইতে আনিতে হইলে কেবল সাত আট টাকা মাত্র ব্যয় হইয়া থাকে। খৃষ্ট সেনার একজন প্রচারকের এখানে থাকিবার বাৎসরিক খরচ পঞ্চাশ ষাইট টাকার অধিক পড়ে না। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকল ইহাদের কার্য্যে সহানুভূতি করিয়া সাহায্য করিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে রেলপথে গমন করিতে হইলে অন্য লোক অপেক্ষা ইহাদিগকে অল্প ভাড়া দিতে হয়। অষ্ট্রেলিয়া দেশস্থ ভিক্টোরিয়া প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের কার্য্যের সাহায্যের জন্য প্রায় সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে উদ্ধার করা সম্বন্ধে ইহারা বিশেষ উদ্যোগী। ইংলণ্ডে পতিত স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া রাখিবার জন্য ইহারা দ্বাদশটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। পতিত রমণী সকল অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া ইহারা তাহাদিগের পিতা মাতার নিকট অর্পণ করেন। এই সেনাভুক্ত কতকগুলি রমণী দীনসেবাব্রত বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দীন দুঃখী লোক যে সকল অস্বাস্থ্য ও মলিন স্থানে বাস করে, এই রমণীগণ তাহাদের সঙ্গে সেই সকল মলিন স্থানে থাকেন। কেবল তাঁহারা যে একস্থানে থাকেন, তাহা নহে, নানাপ্রকারে ঐ দীন লোকদিগের সেবা করেন। কেহ রোগীর সেবা করেন, কেহ কাহারও গৃহকর্ম্ম করিয়া দেন, কেহবা কোন মুমূর্ষ

দরিদ্র লোকের নিকটে গিয়া মৃত্যুকালে আশার কথা বলেন ও সান্ত্বনা প্রদান করেন। লাইমহাউস নামক স্থানে ইঁহারা একটী অনাথাশ্রম খুলিয়াছেন, এখানে একজন গরিব লোক এক পয়সা দিয়া খাইতে পায়, দুই পয়সা দিয়া ভাল খাবার এবং তিন আনায় দুইবার খাইতে ও থাকিতে পায়। ঈশ্বর করুন আমরা যেন খৃষ্ট সেনার মত দৈন্য, বৈরাগ্য ও দীনসেবা জীবনে দেখাইতে পারি। শত সহস্র লোক দিবসের মধ্যে একবারও খাইতে পাইতেছে না, জানিয়া শুনিয়া কাহার মুখে বিলাসের অন্ন উঠিবে? শত সহস্র লোক শীত বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া শুনিয়া কোন্ নির্দ্দয় আপনার গাত্র বিলাসের বস্ত্র দিয়া আবরণ করিবে? যে দীন সেবা করে নাই, সে ঈশ্বরের প্রেমের মাহাত্ম্যের অতি অল্পই বুঝিতে পারিয়াছে।

অনন্ত নরক।—চর্চ্চ কংগ্রেসের একটী অধিবেশনে পরকাল ও শাস্তি বিষয়ে আলোচনা হয়। ঐ অধিবেশনে আর্চডিকন ফ্যারার উক্ত বিষয়ে যে প্রবন্ধ পড়েন তাহাতে, বলিয়াছেন, যে এই গুরুতর বিষয়ে অনেক খৃষ্টীয়ান নরনারীর মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর্চডিকনের মতে নিউটেষ্টমেন্টের কোন স্থানেই এমন কথা লেখা নাই যে মানুষ অনন্তকাল নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। এই অনন্ত নরকের ভীষণ মত খৃষ্টীয়ান সমাজের একটী কলঙ্ক স্বরূপ। এত বিজ্ঞান ও যুক্তির ছড়াছড়ি সত্ত্বেও যে এই ভীষণ মত কিরূপে খৃষ্টীয়ান সমাজকে এতদিন অধিকার করিয়া আছে, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। নিউইয়র্কের "সূর্য্য" নামক পত্রিকায় একজন খৃষ্টীয়ান প্রচারক লিখিয়াছেন, "এই অনন্ত নরকের মতের জন্য জাপান দেশীয় কনভর্টদিগের বড়ই যন্ত্রণা হয়। মৃত সন্তান, আত্মীয় ও পিতা মাতার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই রোদন করে। তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, যে প্রার্থনা দ্বারা তাহাদিগকে কি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত করা যায় না, আমি বাধ্য হইয়া উত্তর দিই—"না"। আমার এই উত্তরে তাহারা অতিশয় ব্যথিত হয়, মনের কষ্টে শুকাইয়া যায়। সর্ব্বদাই তাহারা জিজ্ঞাসা করে, যে ঈশ্বর কি তাহাদের পিতা মাতাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না? তাহাদের এই দারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না।" ঈশ্বরের প্রেম আমাদের প্রেম হইতে ক্ষীণ একথা কিরূপে লোকে মনে স্থান দেয় বুঝিতে পারা যায় না। প্রত্যেক নিশ্বাস, প্রত্যেক রবিকিরণে যাঁহার করুণা, তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে অনন্ত নরকে দগ্ধ করিয়া মারিবেন, ইহা কিরূপে ঈশ্বরপরায়ণ লোকে বিশ্বাস করে বুঝিয়া উঠা কঠিন। পার্থিব পিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সন্তানকে দণ্ড দেন, আর স্বর্গীয় পিতা সন্তানের বিনাশের জন্য সন্তানকে অনন্ত দণ্ড দিবেন ইহা কি কখন সম্ভব?

সুরাপান নিবারণ।—কিছুদিন হইল ওয়ারউইক সেসনে একজন অপরাধীকে শ্রমসহ কারাদণ্ড দিবার সময়ে জষ্টিস উইল্‌স্ বলেন, যে শ্রমজীবী লোকদিগের ইহা স্মরণ করা উচিত, যে চারিভাগের তিন ভাগ দুষ্ক্রিয়া শনিবার রাত্রি ও রবিবার প্রাতঃকালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দুষ্ক্রিয়ার কারণ সুরাপান। উক্ত অপরাধী মত্ত অবস্থায় নর হত্যা করিয়াছিল। ৯ই অক্টোবর মাঞ্চেষ্টর নগরে এক সভায় সুরাপান নিবারণ সমর্থন করিয়া সার উইলিয়ম হারকোর্ট যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "পাঁচ বৎসর হোম সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়া আমি সুরাপান নিবারণের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। পাঁচ বৎসর ইংলণ্ডের ফৌজদারী শাসন ভার একজনের হাতে থাকিবে অথচ তিনি সুরাপানের বিষময় ফল দেখিতে পাইবেন না, ইহা আমি অসম্ভব মনে করি। উন্মত্ততা, দারিদ্র্য, দুঃখ ও অপরাধের বীজ স্বরূপ এই সুরাপানকে উঠাইয়া দিতে পারিলে লোকের স্বাস্থ্যের কতই উন্নতি ও কতই ধনবৃদ্ধি হয়।" ১৮৮৭-৮৮ সালের আবকারী শাসনের বিবরণে আসামের এক জন কমিসনর বলিয়াছেন যে খোলাভাঁটীর জন্য মদের কাটতি ও মত্ততা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলিসম্যান পত্রিকা আসামের কমিসনরের এই উক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে মত্ততা নিবারণের জন্যই খোলাভাঁটীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইংলিসম্যান যাহাই বলুন কি খোলাভাঁটী কি সদরভাঁটী উভয় প্রকার বন্দোবস্তেই মদের কাটতি বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। খোলাভাঁটীর তো কথাই নাই, অনেকের ধারণা যে সদর ভাঁটীতেই বুঝি মদের কাটতি কমিয়া থাকে। ইহা একটী ভ্রম। কলিকাতা নগরীতে বহুকাল হইতে সদর ভাঁটী চলিত আছে, অথচ দেখিতে পাই যে মদের কাটতি এই নগরে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিভাগের কাটতি আশী হাজার গ্যালনের কম ছিল, আজ কাল এই কাটতি দুই লক্ষ গ্যালন অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ অধিক। আরও বিশবৎসর পরে যদি ঐ হিসাবে বাড়ে তাহা হইলে এখানকার মদের কাটতি ছয় লক্ষ গ্যালন হইবার সম্ভাবনা। মদের কাটতি বেশী হইতেছে অথচ মত্ততা বাড়িতেছে না, ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার এসলি ইডেন এই কথা প্রচার করিয়া যান। কোনও বুদ্ধিমান্ লোকই কিন্তু একথার সারবত্তা স্বীকার করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে যত ব্যগ্র, সুরাপান নিবারণের জন্য যদি তাঁহাদের তাহার সিকি ব্যগ্রতা থাকিত, তাহা হইলে দেশের লোক বাঁচিয়া যাইত। স্থানীয় লোকের মত না লইয়া দোকান খোলা হইবে না, যতদিন না এই নিয়ম সংস্থাপিত হয়, ততদিন এবিষয়ের স্থায়ী কোন মীমাংসা হওয়ারই সম্ভাবনা কম। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক বদ্ধ পরিকর হইয়া যদি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে কোথাও মদের দোকান খুলিতে দিব না তাহা হইলে রাজপুরুষেরা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মতে মত দিতে বাধ্য হন। আর কিছু হউক না হউক, প্রচলিত নিয়মানুসারে নূতন দোকান হওয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে রহিত করিতে পারেন। আমরা কি এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছি?

জাতিভেদ,—বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ কতকগুলি বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিছুদিন হইল ডাক্তার ভাণ্ডারকার প্রথম বক্তৃতা দেন। ভারতবর্ষের নৈতিক উন্নতি ঐ বক্তৃতার বিষয় ছিল। ডাক্তার বলিয়াছেন যে কুটুম্বদিগের প্রতি প্রীতি, অতিথিসেবা, ইতর প্রাণীরপ্রতি দয়া প্রভৃতি কতক গুলি গুণ সম্বন্ধে হিন্দুজাতি পৃথিবীর তাবৎ জাতির শীর্ষ স্থানীয় হইয়া সত্য প্রিয়তা ও ন্যায়পরতার সম্বন্ধে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক হীন হইয়া পড়িয়াছিল। শাস্ত্রোক্ত নীতির আদর্শের তুলনায় বর্ত্তমান যুগের হিন্দুজাতির চরিত্রের বিশেষ অবনতির কথা উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন যে এই নৈতিক অবনতির ত্রিবিধ কারণ আছে। প্রথম কারণ জাতিভেদ, দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুদর্শনের বৈরাগ্যভাব, যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুরা ইহজীবনকে অসার বিবেচনা করিত সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন; তৃতীয় কারণ নিয়মিত ধর্ম্মশিক্ষার অভাব। এই শিক্ষার অভাবে হিন্দুধর্ম্মে নানাবিধ কুসংস্কার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রার্থনা সমাজ ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে এই বিকৃতভাব বিদূরিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমাদের সমাজের উদ্দেশ্য ঐরূপ। যাহাতে আমরা ঐ উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই, সে জন্য আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। ঐ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলে হিন্দুসমাজের বিশাল সর্ব্বগ্রাসী কবলে যে আমরা অচিরে কবলিত হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে পেট্রিয়ট সারউইলিয়ম হণ্টরের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মেরই শাখা, অন্যান্য একেশ্বরবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ের ন্যায় কালে উহা হিন্দুধর্ম্মে মিশাইয়া যাইবে। এই কথা আমাদের সর্ব্বদাই মনে পড়ে। জাতিভেদ সম্বন্ধে আমরা যদি দৃঢ় না থাকি তাহা হইলে আমাদের ঘোর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এবিষয়ে অণুমাত্র শিথিলতার প্রশ্রয় দেওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ চান তাঁহারা যেন জাতিভেদ সম্বন্ধে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান।

(২)

প্রথমসংখ্যক প্রবন্ধে আমরা জ্ঞানের একটি মূলনিয়ম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি; নিয়মটী এই যে আমরা যাহাই জানি না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে জ্ঞাতা রূপে জানিতেই হইবে; আত্মজ্ঞান ব্যতীত বিষয়জ্ঞান সম্ভব নহে।

এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং আমরা ইহার ব্যাখ্যা মাত্র করিলাম, ইহাকে সপ্রমাণ করিবার কোন প্রয়াসই পাইলাম না। যে সত্য সমুদায় সত্যের মূল, সমুদায় সত্যের প্রমাণস্থল, তাহাকে আবার কোন মূলের উপর, কোন্ প্রমাণের উপর দাঁড় করান যাইবে? এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য অস্বীকার করিতে গেলে কিরূপ অসঙ্গতিতে পড়িতে হয়, কিরূপ স্ববিরোধিতা দোষে দূষিত হইতে হয়, একটা কথা অস্বীকার করিয়া কিরূপে আবার পরক্ষণেই তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয়, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এই বিষয়ে আর অধিক বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কোন একটা বিষয় জানি, অথচ তার সঙ্গে নিজেকে জ্ঞাতারূপ জানি না, ইহা বলিলে এই কথাই বলা হয় যে একটা জ্ঞানলাভ করি, অথচ সে জ্ঞানটাকে নিজের জ্ঞান বলিয়া জানি না। যিনি এই কথা বলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যদি জ্ঞান লাভের সময় জ্ঞানটাকে নিজের জ্ঞান বলিয়া না জানেন, তবে পরক্ষণেই উহাকে নিজের জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করেন কেন? আর উহাকে নিজের জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেই বা চেষ্টা করেন কেন? যাহা নিজে জানেন নাই, যাহার পরোক্ষ জ্ঞানও পান নাই এবং পাওয়াও সম্ভব নহে, সে বিষয় সম্বন্ধে এত অটল বিশ্বাস কিরূপে জন্মিল? আপত্তিকারীকে যদি আমরা বলি যে আপনি আত্মজ্ঞান-বিচ্যুত হইয়া যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন তাহা আপনার জ্ঞান নহে, তবে আপত্তিকারী কি উত্তর করিতে পারেন? এই কথা বলিলে আমাদের কোন অপরাধ হয় না, কেননা আপত্তিকারী নিজেই বলিতেছেন যে জ্ঞানলাভের সময়ে এই সকল জ্ঞানকে তাঁহার নিজের জ্ঞান বলিয়া বোধ ছিল না; এখন নিজের জ্ঞান বলিয়া স্মরণ হইতেছে ইহাও বলিতে পারেন না, কেননা যাহা আদৌ জানাই হয় নাই তাহার স্মরণ সম্ভব নহে, যাহা খাওয়া হয় নাই তাহার রোমন্থন সম্ভব নহে। আমরা যে আমাদের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস ও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে প্রত্যেক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উহাকে নিজের জ্ঞান বলিয়া জানিয়াছি; আত্মজ্ঞান-বিচ্যুত হইয়া আমরা এককণা জ্ঞানও লাভ করি নাই, লাভ করা সম্ভবও মনে করি না।[1]

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সমুদায় জ্ঞানের সঙ্গেই আত্মজ্ঞান থাকে, আমরা সজ্ঞানাবস্থায় কখনও আত্মজ্ঞান-বিহীন হই না, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে ইহার বিপরীত কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় কেন? কেন এরূপ মনে হয় যে আমরা সময়ে সময়ে কোন বিশেষ বিষয়জ্ঞানে মগ্ন হইয়া আত্মাকে একবারে ভুলিয়া যাই? এই ভ্রমের কারণ এই—কোন বিষয় জানা, আর জানি বলিয়া ভাবা, জানি বলিয়া বুঝা,—এই দুই স্বতন্ত্র। জানাটা অনেকস্থলেই সাক্ষাৎ দৃষ্টি-ঘটিত, সাক্ষাৎ অনুভব বা আত্মজ্ঞানের ফল; বুঝাটা সকল সময়েই ভাবনা-ঘটিত, পরীক্ষা-ঘটিত। আমরা দেখাইয়াছি যে নিজেকে জ্ঞাতা বলিয়া না জানিলে, প্রত্যেক জ্ঞানকে "আমার জ্ঞান" বলিয়া না জানিলে কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। এই যে আত্মজ্ঞান, যাহা প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানের আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ জ্ঞান। কিন্তু এই তত্ত্বটী

[1] See Ferrier's *Institutes of Metaphysic*, Proposition I.

যে পরিষ্কাররূপে ভাবা, বুঝা,—ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের ফল নহে, ইহা ভাবনার ফল, আত্মপরীক্ষার ফল, চিন্তার ফল। এই আত্মপরীক্ষা অতি কঠিন ব্যাপার; অনেকে ইহা আদৌ করিতেই পারেন না। মনটাকে স্থির গম্ভীর করিয়া জ্ঞানের উপকরণগুলির দিকে সমস্ত মনোযোগটা দেওয়া, এই সমুদায়কে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বর্ণনা করা, এই কার্য্য অনেকের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। আবার যাঁহারা এই কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারাও কিছু সকল সময়ে ইহা করেন না। গম্ভীর চিন্তাশীল দার্শনিকও কিছু সকল সময়ে আত্ম-পরীক্ষারূপ অনুবীক্ষণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকেন না; কাজে কাজেই, আত্মজ্ঞানরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিলেও আত্মপরীক্ষার ফল যে আত্মোপলব্ধি, তাহা সকল সময়ে ঘটে না। পাঠক আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির এই প্রভেদ বুঝিলেই বুঝিতে পারিবেন আমাদের আলোচিত সত্যটী কেন সকল সময়ে সত্য বলিয়া বোধ হয় না। আত্মজ্ঞান মৌলিক, সহজ, সুলভ, সাধারণ; ইহা চিন্তাশীল ও চিন্তাহীন সকলেরই হস্তগত; ভাবনাযুক্ত ও ভাবনাশূন্য সকল সময়েই ইহা প্রকাশিত। কিন্তু আত্মোপলব্ধি ভাবনার ফল, আত্মপরীক্ষার ফল; ইহা কেবল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই প্রাপ্য; ইহা কেবল ভাবনাযুক্ত সময়েই আয়ত্ত হয়। আমরা অধিকাংশ সময়ই ভাবনাশূন্য থাকি, অধিকাংশ সময়ই আত্মপরীক্ষা হইতে বিরত থাকি, তাহাতেই বোধ হয় যেন অধিকাংশ সময়ই আত্মজ্ঞান-বিরহিত হইয়া থাকি, যেন অধিকাংশ সময় কেবল বিষয়জ্ঞানেই মগ্ন থাকি। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে, সেই সেই সময়ে আমাদের আত্মোপলব্ধিই হয় না, আত্মজ্ঞান অবশ্যই থাকে। "আমি জানিতেছি," "জ্ঞানটা আমার" এই তত্ত্ব মূলে না থাকিলে কোন তত্ত্বই জানিতে পারিতাম না।

অন্তর রাজ্য।

"তরবোঽপিহি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনোযস্য মননেহি জীবতি॥"

বৃক্ষগণও জীবন ধারণ করে, পশু পক্ষীরাও জীবন ধারণ করে, কিন্তু যাহার মন মননদ্বারা জীবিত থাকে সেই প্রকৃত পক্ষে জীবিত।

আমেরিকান কবি লংফেলো তাঁহার সুবিখ্যাত 'জীবন সঙ্গীত 'Psalm of Life' নামক কবিতার প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"The soul is dead that slumbers."

'যে আত্মা নিদ্রিত তাহা জীবনবিহীন'। গভীর চিন্তাশীল এমার্সন বলিয়া গিয়াছেন, "The man who thinks is king; all else are journeymen."—'যে ব্যক্তি চিন্তা করে সেই মনুষ্যের রাজা; আর সকলে ঠিকা মজুর মাত্র।

সকল কালের ও সকল জাতির জ্ঞানী মহাপুরুষগণই চিন্তার মহত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চিন্তাশক্তি আছে বলিয়াই, অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি আছে বলিয়াই, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। নতুবা মনুষ্য ও পশুতে প্রকৃতিগত প্রভেদ কোথায়? চিন্তার দিকটা ছাড়িয়া দিলে মানুষ ও ইতর জন্তুর মধ্যে কেবল আকারগত ভিন্ন অন্য কোনও রূপ বিভিন্নতা থাকে না। উচ্চ ধর্ম্মভাবই বল, সুমিষ্ট কবিতাই বল, সুন্দর আলেখ্যই বল আর তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি মনুষ্য জাতির সুখস্বুবিধা জনক বিবিধ ব্যাপারই বল—এ সকলেরই জন্ম অন্তর রাজ্য। কথিত আছে পুরাকালের ঋষিগণ তপস্যা করিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করিতেন। তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, তাঁহারা চিন্তা করিয়া মনুষ্যজাতির সুখবর্দ্ধক বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন। চিন্তাতেই আমার প্রকৃত আমিত্ব; যে চিন্তা করেনা সে মানুষই নয়।

এই চিন্তার বিষয় দুই প্রকারের হইতে পারে—বহির্বিষয় ও অন্তর্বিষয়। মনেকর দুই ব্যক্তি একটী সুন্দরপুষ্প দেখিলেন, তাহার মধ্যে একজন ভাবিতে লাগিলেন, এইরূপ কতকগুলি ফুলের তোড়া বাঁধিয়া ঘরে রাখিতে পারিলে ঘর কেমন সুন্দর দেখাইত; পাঁচজন বন্ধুবান্ধব আসিয়া আমার রুচির কেমন প্রসংশা করিত! আর একজন সেই পুষ্পের সৌন্দর্য্যের মধ্যে পুষ্পের সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই দুই ব্যক্তিই পুষ্প সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন বটে, ইঁহাদের মধ্যে একজনের চিন্তা বাহিরের ব্যাপারেই বদ্ধ রহিল, আর একজনের চিন্তা প্রাণের গভীর স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে মাতাইয়া তুলিল। এইরূপ চিন্তাসম্বন্ধেই এমার্সন বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি চিন্তা করে সেই মনুষ্যের রাজা।' নতুবা বহির্বিষয়ের চিন্তাত মনুষ্য মাত্রেই করিয়া থাকে। তাহাতে আর বিশেষত্ব কি?

অনেকে কতকগুলি বাহিরের অনুষ্ঠান করিয়া মনে করেন যে তাঁহারা ধর্ম্মসাধন করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্ম বাহিরের বস্তু নহে; প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তরের ব্যাপার। অন্তররাজ্যে প্রবেশ না করিলে ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় হয় না। আমরা বহির্বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত যে অন্তরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের নাই। পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা চিন্তা ধ্যান ধারণাদিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিকরাজ্যের অনেক গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, যে সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আত্মচিন্তা ও ধ্যান ধারণার ভাব প্রবল ছিল, তখনই বিশ্বাস ভক্তি প্রেম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাব সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তর্দৃষ্টির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব সমূহও ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করিলে সেখানেও ইহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই আমরা নির্জ্জনসাধনে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় দিই, যখনই বাহির ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করি, যখনই আত্মার গভীর অভাব সকলের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, তখনই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই প্রাণ অনুতপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয় এবং বিশ্বাস প্রেম ও পবিত্রতার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তখন জীবনের লঘুত্ব ঘুচিয়া যায়, অসার চিন্তাদি অন্তর্হিত হয় এবং

হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে থাকে। আত্মায় আত্মায় সংস্পর্শ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার; ইহার মধ্যে বাহ্যাড়ম্বর নাই, অন্তরে প্রবেশ না করিলে ইহার অণুমাত্রও আভাস পাওয়া যায় না, এমন কি প্রাণের ভিতরে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যদি হঠাৎ আত্মার মুখ বাহিরের দিকে ফিরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ যোগভঙ্গ হয়।

বহির্দৃষ্টি যে পরিমাণে প্রবল হয়, বাহিরের ব্যাপার লইয়া মন যে পরিমাণে ব্যস্ত থাকে, অন্তর্দৃষ্টি সেই পরিমাণে ম্লান হয়, আত্মা সেই পরিমাণে বহির্মুখ হইয়া পড়ে। আত্মাকে যতই লঘু ও অসার চিন্তায় পূর্ণ করিবে, ততই তাহার ব্রহ্মরূপসাগরে ডুবিবার শক্তি কমিয়া যাইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মনুষ্য-জীবনকে যে চক্ষে দেখিতেন আমরা সে চক্ষে দেখি না। তাঁহারা মানবজীবনকে মায়াময় ও দুঃখের কারণ বলিয়া ভাবিতেন; সংসার তাঁহাদের নিকট স্বপ্নবৎ অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইত। এই জন্য তাঁহারা সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, মানবসমাজের সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া কেবল পারমার্থিক চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেন। আমাদের চক্ষে মনুষ্যজীবন পরমেশ্বরের লীলাভূমি, সুতরাং অসার স্বপ্নবৎ নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে জনসমাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত পদার্থ নহে। ইহা তাঁহারই কার্য্যক্ষেত্র। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে ঈশ্বরের প্রভুত্ব সংস্থাপন করাই, সত্যেররাজ্য, প্রেমেররাজ্য, পুণ্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ধ্যান ধারণাদিদ্বারা ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের পরিবর্ত্তে যখন সমগ্র সমাজের উৎকর্ষসাধন পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য, তখন আমরা সংসারের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করিয়া বনগমন করিতে পারি না। নির্জ্জনবাস করিতে হইলে সংসারের মধ্যে থাকিয়াই তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে বলিয়া, আত্মাকে বহির্মুখ হইতে দেওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আত্মা বহির্মুখ হইলে যে কেবল উহা ধ্যান ধারণাদি সাধন পালনে অসমর্থ হইয়া পড়ে এমন নহে, প্রকৃতভাবে সমাজের সেবা করিবারও যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। সমাজসেবার যে সকল উপকরণ আবশ্যক আত্মা অন্তররাজ্যে তাহা সংগ্রহ করে। সেই সকল উপকরণ যত অধিক ও যত মূল্যবান্ হয়, সংসারের সেবা ততই উচ্চ ও ঈশ্বরের চক্ষে আদরণীয় হয়। অতএব আত্মার অন্তর্মুখত্ব রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। উচ্চতর অবস্থায় আত্মার বহির্মুখ হইয়া যাওয়াই মহাপাপ। কেননা ঐ বহির্মুখত্ব হইতে অন্তর্দৃষ্টি হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং অন্তর্দৃষ্টির হ্রাসের সঙ্গে আত্মাতে এমন শিথিলতার সঞ্চার হয় যে, ক্ষুদ্রতম পাপ বা প্রলোভনের আকর্ষণে আত্মা আপনার রাজত্বে জলাঞ্জলি দিয়া রিপুর বশ্যতা স্বীকার করে। বিশ্বাস, প্রেমভক্তি, উপাসনা, প্রার্থনা প্রভৃতি ধর্ম্মের সমস্ত ব্যাপারই আন্তরিক। সৎকার্য্যের উৎসও অন্তরে। যিনি অন্তর ছাড়িয়া কেবল বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান তিনি কথনই ধর্ম্মকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না।

গ্রহণ ও ধারণ।

আমরা দুই শ্রেণীর ছাত্র দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, তাহারা যেমন শীঘ্র শিখে, তেমনই শীঘ্র ভুলিয়া যায়। আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, তাহারা বিলম্বে শিখে বটে, কিন্তু সহজে বিস্মৃত হয় না। ধর্ম্ম জগতেও এইরূপ দুই শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর সাধকেরা এমন ভাবপ্রবণ, যে উপাসনা একটু মধুর হইলেই তাঁহারা বিচলিত হন, উপদেশ একটু ওজস্বিতাপূর্ণ হইলেই তাঁহারা চঞ্চল হন; অথচ উপাসনার অল্পক্ষণ পরেই সে মধুরতা অন্তর্দ্ধান করে এবং উপদেশের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। এই শ্রেণীর সাধকের সাধ্যে দেবতাকে সহজেই গ্রহণ করেন, কিন্তু যেমন সহজে গ্রহণ করেন, পরিত্যাগও তেমনি সহজে করিতে পারেন, পরিত্যাগ করিলে বড় অধিক ক্ষতি বোধ করেন না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। সামান্য উপদেশ বা উপাসনায় ইঁহাদের মন বিক্ষোভিত হয় না, কিন্তু উপদেশে যদি কখনও ইঁহাদের প্রাণে আঘাত লাগে অমনি জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বড় বিলম্বে ও অতি ধীরে ধীরে তাঁহারা সাধ্য দেবতাকে গ্রহণ করেন, কিন্তু একবার গ্রহণ করিয়া আর কখনও পরিত্যাগ করেন না। আমাদের পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কোন শ্রেণীর সাধক হইলে লাভ আছে। বিলম্বে সিদ্ধি হয়, তাহাতে তত দুঃখ নাই। যদিও বিলম্বের জন্য অনেক সহিতে হয়, পরিণামে পরিণত সিদ্ধি লাভ করিয়া পথের কষ্ট ও যন্ত্রণা মোচন হয়। কিন্তু সিদ্ধি লাভ করিয়া পরে পতন হওয়া বড় ভয়ানক এবং অতিশয় শোচনীয়। তুঙ্গ শৈল শিখরে বিশুদ্ধ ও মুক্ত বায়ুতে বিচরণের সুখ ও স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া নিম্ন সমতল ক্ষেত্রের দূষিত বায়ুতে ফিরিয়া আসা বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা।

সাধক জগৎ চিরকালই বলিয়া আসিতেছেন যে গ্রহণ করা সহজ কিন্তু ধারণ করা কঠিন। ধারণ করিতে ইচ্ছা থাকিলে বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রহণের প্রথম কথা, অধিকার নির্ণয়। যাহা গ্রহণ করিতেছি সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে তাহাতে আমার অধিকার জন্মিয়াছে কি না। আমি উপাসনার সময় মন স্থির করিতে পারি না, অথচ যদি প্রেম ভক্তির জন্য চেষ্টা করি, বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টার ন্যায় আমার চেষ্টা বিফল হইবে সংশয় নাই। প্রথম দ্বিতীয়, আগে পরে, জীবনের অন্য বিভাগে যেরূপ ধর্ম্ম বিভাগেও সেই প্রকার। এ অবস্থার প্রধান শত্রু অহঙ্কার। যিনি মনে করেন, "উনি আমার অপেক্ষা আর কি অধিক জানেন?" উচ্চ জীবনের অধিকার লাভে তাঁহার অনেক বিলম্ব হয়। যিনি মনে করেন, 'আমি নিম্ন সাধনের কথা লইয়া কেন থাকিব? উচ্চ সাধনের আলোচনা করিব' অথচ নিম্ন সাধনে তিনি পরিপক্কতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার বিষম বিপদ্। আপনাকে হীন মনে করিতে পারাই একটী প্রধান ও উচ্চ সাধন। উপস্থিত মত সাধন বা ভাব সামান্য হইলেও উজ্জ্বল আত্মদৃষ্টির

আলোকে দেখিতে হইবে, উহা আত্মার উপযোগী কি না। যদি উপযোগী বলিয়া বোধ হয় তখন গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মিবে। অধিকার নির্ণয়ের পর আরাধনা; যে সত্য বা ভাবকে গ্রহণ করিলে, তাহার আরাধনা করিতে হইবে। এস্থলে আরাধনা অবশ্য প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইল না আরাধনার অর্থ এস্থলে সাধনা। সত্য সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত, যদি আত্মার উপযোগী না হইল তবে নমস্কার করিয়া সত্যকে বিদায় দিয়া অন্য সময়ে আসিতে বলিতে হইবে, যদি উপযোগী হইল তবে নিকটে আসিতে অনুরোধ করিতে এবং সাধিতে হইবে। সাধনা ভিন্ন কোন সত্য বা ভাব প্রাণে বাস করিতে সম্মত হয় না। এই সত্য বা ভাব বার বার আলোচনা ও জীবনে বদ্ধ মূল করার নামই আরাধনা। এই দ্বিবিধ উপায়েই সত্য বা ভাব আত্মার বশীভূত হইয়া পড়ে। অন্যান্য বিষয় আলোচনায় যেমন গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন, সত্য ও ভাব আলোচনায় সেইরূপ একাগ্রতার আবশ্যক। বিরলে বসিয়া অথবা ধর্ম্মবন্ধুর সহিত একমন হইয়া আলোচনা করিতে করিতে এবং প্রাণপণে উহা আপন জীবনে পরিণত করিতে ও অন্যের জীবনে পরিণত দেখিতে যখন চেষ্টা করি তখন আমাদের সত্যের উপর বিশ্বাস হয়, সত্য আসিয়া আমাদের হৃদয়কে চিরদিনের জন্য আশ্রয় করে।

উপরে যাহা বলা হইল, ঈশ্বর উপলব্ধি সম্বন্ধেও ঐ সকল কথা খাটে। ঈশ্বরকে প্রথমে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, ও পরে প্রথম পুরুষ" অর্থাৎ "তিনি" এবং শেষে "মধ্যম পুরুষ" অর্থাৎ "তুমি" বলিয়া আত্মা গ্রহণ করিতে পারে। যে ঈশ্বরকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, ঈশ্বরকে "তিনি" বলিয়া গ্রহণ করিতে যাওয়া তাহার ধৃষ্টতা মাত্র; সেইরূপ যে ঈশ্বরের সঙ্গে "প্রথম পুরুষের" সম্বন্ধও সংস্থাপন করিতে পারে নাই, তাহার তাঁহাকে "তুমি" বলিয়া ডাকা অবৈধ ও অনধিকার চর্চ্চা। এই অনধিকার চর্চ্চায় সুফল হওয়া দূরে থাকুক, স্পষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উচ্চ সত্য শুনিয়া আমরা অকাল পক্বতা প্রাপ্ত হই, এবং ক্রমে উহার স্বরূপের গভীরতার মধ্যে ডুবিবার ইচ্ছা চলিয়া যায়। অন্যলোক সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিই। উন্নতির দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। যে ভাবেই কিন্তু ঈশ্বরকে গ্রহণ করি, সেই ভাব মনে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ না হইলে সে গ্রহণ ব্যর্থ হইবে। বারবার চিন্তা ও আলোচনা না করিলে পৃথিবীর তুচ্ছ বিষয়ে সফলতা লাভ করাযায় না, আর ধর্ম্ম জগতে উচ্চ ভাব বা সত্য লাভ করিয়া অনুক্ষণ চিন্তা ও আলোচনা ভিন্ন তাহা জীবনে বদ্ধমূল হইবে এরূপ আশা করা অন্যায়। এই পুনঃ পুনঃ আলোচনাকেই ঋষিরা সেকালে নিদিধ্যাসন বলিতেন। এই নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হয়। আমাদের দেবতার দয়া অপার। আমাদের অক্ষমতা ও মালিন্য দেখিয়াও তিনি মাঝে মাঝে বিবিধ বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হন। কখনও তাঁহাকে আমরা জড় জগতের প্রাণ বলিয়া দেখি, কুসুমের সুগন্ধে তাঁহার অঙ্গবাস আঘ্রাণ এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় তাঁহার মুখমণ্ডলের কান্তি অন্বেষণ করি। কখনও বা তাঁহাকে অন্তররাজ্যের নেতা, রাজা বা পরিচালক-রূপে প্রকাশিত দেখিতে পাই, প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহার অনন্ত চৈতন্য সাগরের তরঙ্গ এবং প্রত্যেক ভাবে তাঁহার নিরন্তর প্রবাহিত প্রেম ঝটিকার শক্তি অনুভব করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমরা সেই ভাব রাখিতে পারি না। আমাদের দৈনিক উপাসনায় আমরা স্বর্গের ভাণ্ডারের কত রত্ন আহরণ করি, কিন্তু কতক্ষণ সে রত্ন রাখিতে পারি? সাবধানে সে সকল রাখি না বলিয়া হারাইতে হয়। উপাসনার ভাব সমস্ত দিন রক্ষা করিতে যদি বিশেষ যত্নবান্ না হই, তাহা হইলে দিনান্তে শুষ্ক কাষ্ঠের মত নীরস ও শূন্য হইব, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

মানব প্রেম সম্বন্ধেও ঐ কথা। যে আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে প্রেম করিতে পারে না, সে স্বদেশবাসীকে কিরূপে ভাল বাসিতে পারিবে? আবার যে স্বদেশবাসীকে প্রেম করিতে পারে না, সে কিরূপে বিশ্বকে প্রেম করিতে পারিবে? সাধকের অবস্থানুসারে এ বিষয়ে সাধন লওয়া বিধেয়। যে সাধনই কিন্তু লওয়া হউক, সাধ্য বিষয় বারবার আলোচনা না করিলে সে সাধন কখনই স্থায়ী হইবে না। সরস উপাসনার পরেই মন বিনীত ও কোমল হয় এবং যুগপৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার উপর প্রেম আসিয়া পড়ে। তখন প্রধানতম শত্রুর চরণে লুণ্ঠিত হইতে অথবা তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়। আমাদিগের পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা উপাসনাশীল, তাঁহারা এই কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, ঐ প্রেমের ভাব অতি অল্পক্ষণস্থায়ী হয়। উহা যে স্থায়ী হয় না, তাহার কারণ এই যে উহা স্থায়ী করিবার জন্য আমরা বিশেষ প্রয়াস পাই না। বিনা আরাধনায় ভাব কেন জীবনে বদ্ধমূল হইবে?

সাধক মাত্রেরই এই গ্রহণ ও ধারণের শাস্ত্র বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা করা উচিত। স্থূল কথা এই যে গ্রহণ করিবার সময় খুব সাবধান হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে, আর যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে প্রাণান্তে তাহা পরিত্যাগ করা হইবে না। ব্রহ্মলাভ ও ব্রহ্মধারণের মন্ত্র, "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু" অর্থাৎ "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।" সত্য ও ভাব লাভ ও ধারণের মন্ত্রও ঐরূপ। যিনি সত্য বা ভাবকে পরিত্যাগ করেন সত্য ও ভাব কিরূপে তাঁহার নিকট থাকিবে? দেবদত্ত প্রসাদ শিরোধারণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে তাহা রক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে সে প্রসাদ আত্মার অন্নপানে পরিণত হইবে। উচ্চভাব ও সত্য আকাশবিহারী বিহঙ্গের ন্যায়; প্রেমরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ না করিলে তাহারা যে উড়িয়া পলায়ন করিবে ইহাতে বিচিত্র কি? যাহা পাইয়াছি ও যাহা গ্রহণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা, এবং অনাদর ও অযত্নের জন্য হারাইয়াছি, যদি তাহার হিসাব করিয়া দেখি, তাহা হইলে আক্ষেপের সীমা থাকে না। এত পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব, এত বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণা, অথচ সামান্য জমা খরচ ভুলিয়া যাই!

*কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

যোগ।

অকূল সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দুইটী বিপরীত ভাব তাহাতে চির-বর্ত্তমান দেখিবেন—একটী ব্যস্ততা, অপরটী অচলা শান্তি। এবং এই দুয়ের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে।

যদি কেবল সাগরের উপরিভাগের প্রতি লক্ষ্য করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, সে প্রবল ঝটিকা, উত্তাল তরঙ্গমালা, এবং তুষারশুভ্র ফেণরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া, দর্শকের অন্তরে, মহা ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছে। এ অবস্থায় তাহাকে কেবল উন্মত্ত, দুর্দ্দান্ত দানব বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

কিন্তু একবার এই ভয়ঙ্কর বাহ্য দৃশ্যের নিম্নে চলুন, দেখিবেন, সেখানে তাহার ভাব এমনই প্রশান্ত যে, উর্ণনাভের ক্ষীণ, সূক্ষ্ম সূত্রও তথায় অচ্ছিন্ন থাকিতে পারে। যে তরঙ্গের মহাশক্তি, প্রকাণ্ড লৌহ-জলযানকে, বালকের পুত্তলিকার ন্যায়, অনায়াসে উৎক্ষিপ্ত ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সে ভীষণ ভাবের লেশও] সেখানে নাই। নিস্তরঙ্গ, গভীর, নিম্নতম প্রদেশে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ভাব ব্যতীত, উত্তেজনার নিশ্বাসও প্রবাহিত হয় না।

এবং এই দুই আপাততঃ-অসম্ভব অবস্থাতেই, পবিত্রতা চিরবর্ত্তমান। সংকীর্ণ জলস্রোতে যে মলিনতা দৃষ্ট হয়, সেখানে তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব; এই অকূল,অতলস্পর্শ সুনীল জলরাশি যতদূর প্রসারিত, রোগ ও জরাজীর্ণতার অধিকার ততদূর নাই। পৃথিবীর দূষিত বায়ুরাশি তাহার সংস্পর্শে বিশুদ্ধতা লাভ করে। এই কারণেই সর্ব্বদেশীয় রোগশীর্ণ হতভাগ্যগণ,নবজীবনপ্রদ স্বাস্থ্য লাভের আশায়, সাগরের বিশুদ্ধ হিল্লোলের জন্য লোলুপ।

পবিত্রতামণ্ডিত এই দুই ভাবের সামঞ্জস্যই সাগরের প্রকৃত লক্ষণ। একের অভাব হইলে, সাগরের আর সাগরত্ব রহিল না। নিম্নস্থ এই শান্তভাববিহীন বাহিক তরঙ্গক্রীড়া, উন্মত্ততা বই আর কিছুই নহে। এবং ব্যস্ততাশূন্য অচলভাব, মৃত অসাড়তা মাত্র—একা কেহই সমুদ্রের পরিচায়ক নহে। কিন্তু এই দুইয়ের সমাবেশই প্রকৃত সমুদ্র। এবং এই গভীরতা ও ক্রিয়াশীলতাই পাবনী-শক্তির চির আবাসভূমি।

কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই,সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, সাগরের এই দুই বিপরীত ভাবের সমন্বয়ই, আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ আভাস, ও পবিত্রতার চির আবাস। বাহ্য জীবনে সেই শুদ্ধমপাপাবিদ্ধম্ প্রেমময়ের প্রিয় কার্য্যের ব্যস্ত তরঙ্গ, এবং গভীর জ্ঞান ও অচলা ভক্তি দ্বারা অন্তরে তাঁহার সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্মিলনই আমাদের ধর্ম্ম। ইহাই আমাদের দেবভাব ও পবিত্রতার প্রস্রবণ। ক্রিয়া ও ভক্তিদ্বারা আত্মা পরমাত্মার এই মিলনকেই আমরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ বলিয়া স্বীকার করি। পবিত্রভাবে হিতানুষ্ঠান, ও নিঃশঙ্ক ভক্তি-যোগ ভিন্ন, আর কোন প্রক্রিয়াকে যোগ বলিয়া বুঝিতে পারি না—স্বীকারও করি না। ইহার একের অভাবে, অপরকে, আমরা যোগ বলি না—তাহা কেবল সেই অখণ্ড প্রেম ও পবিত্রতা হইতে বিয়োগ মাত্র। এই যোগসাধনার পক্ষে বিশুদ্ধ অনুষ্ঠান যেমন অপরিহার্য্য, গভীর ধ্যানধারণাও তেমনি অবশ্য প্রয়োজনীয়। যে প্রণালীতে কেবলই ধ্যান,কিন্তু পবিত্র হিতানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন,তাহা যেমন আত্ম-প্রতারণা ও জড়তা, তেমনি যেখানে কেবলই পরহিতানুষ্ঠান ও বাহ্য সংস্কার, কিন্তু নিভৃত আত্মসংযম ও সমাধির অভাব, তাহা কেবল উন্মাদের অহঙ্কার মাত্র—একা কোনটীই আমাদের ধর্ম্ম নহে। আমরা বলি—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" সুতরাং যে ধর্ম্মে যুগপৎ অনুষ্ঠান ও ধ্যান তাহাই আমাদের পূর্ণ ধর্ম্ম। এবং ইহাকে ব্রাহ্মসমাজ যোগ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

তবে সাধনার প্রথম অবস্থায়, এই যোগ এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার মনে হয়, বটে। ভ্রম-কুসংস্কারের সহিত ঘোর সংগ্রামের নিম্নে, অন্তরের প্রচ্ছন্ন বাসনানিচয়ের বশীকরণ দ্বারা, চঞ্চল মনকে সেই শান্তি-সাগরে নিমজ্জিত করা অতীব আয়াসসাধ্য, সন্দেহ নাই। সুতরাং অধ্যবসায়শূন্য, অসহিষ্ণু নব যোগীর মনে, নিরাশা নিজের ভীষণ মূর্ত্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু "মন্ত্রের সাধন, কি শরীর পতন," এই সংকল্প করিয়া, কিছু কাল তিষ্ঠিয়া থাকিলে, ব্রহ্মকৃপাবলে, অচিরে এমন স্থানে উপনীত হই,যেথানে এই ঘোর তরঙ্গগর্জ্জন ও ঝঞ্ঝা বায়ু উপনীত হইতে পারে না। সে বিজন প্রদেশে উত্তেজনার নাম গন্ধও নাই—সেথানে কেবলই শান্তি। বিকসিত প্রীতির শুভ্র জলকুসুম সকল অচঞ্চলভাবে ও উর্দ্ধমুখে সেই প্রেমসাগরের পানে, স্থির নয়নে, অবাক হইয়া, তাকাইয়া রহিয়াছে। আত্মার সমুদয় কামনা এখানে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। তখন কেবল এক ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া—নয়ন অনিমেষভাবে সেই শান্তির আধারে চির উন্মীলিত থাকে। সে যোগানন্দের কণামাত্র যাঁহারা একবার এ জীবনে আস্বাদন করিয়াছেন, সংসারের সমুদয় চাকচিক্য তাঁহাদের চক্ষে অন্ধকারপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় ধর্ম্মানুষ্ঠান কষ্ট সাধ্য না হইয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া যায়। পূর্ণিমা রাত্রির অবসানে, স্বাভাবিকও তরুণ ভানুর বিমলরশ্মির সম্মুখে,চন্দ্রমা যেমন হীনপ্রভ ও ক্রমে অচিহ্ন হইয়া যায়, আত্মারও ঠিক সেই দশা উপস্থিত হয়—তাহার নিজের ইচ্ছা সেই পূর্ণ মঙ্গলের ইচ্ছা-সাগরে বিলুপ্ত হইয়া, তাঁহারই ইচ্ছার জয় ঘোষণা করে।

বর্ত্তমান সময়ে কৃচ্ছ্রসাধনলভ্য, ঐন্দ্রজালিক যোগের ভ্রান্ত প্রণালী দ্বারা প্রতারিত না হইয়া, আমরা যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদর্শিত, এই কর্ম্ম ও জ্ঞান-ভক্তি-যোগ—এই সাগরের আভাস—সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মকৃপাবলে, মুক্তি পথে দিন দিন অগ্রসর হই।

ব্রহ্ম-কৃপা।

নয়নের অশ্রুরাজি গিয়া
রাজ রাজ চরণ ধেরিল,
করুণার প্রস্রবণ এক
স্বর্গ হতে নামিয়া আসিল।

হু হু করি প্রাণের মরুতে
বিষাদের বায়ু বহি'ছিল,
নিরাশার অগ্নিময় তাপে
হৃদি খানি পুড়িয়া গেছিল।

আজি দেখি সেই মরুভূমে
কুলু কুলু কি বহিয়া যায়;
'ব্রহ্ম-কৃপা স্বর্গ হতে বুঝি
উদ্ধারিতে এসেছে হেথায়!

আয়রে পরাণ তবে মোর,
কৃপা-স্রোতে ঢালিবিরে প্রাণ;
আয়তবে চলিয়া ত্বরিত;
লভিবি লভিবি পরিত্রাণ।

প্রাণ যে ভরিয়া গেল অই,
হৃদয়ের বাঁধ টুটে যায়;
পরাণের গূঢ় দেশ দিয়া
ব্রহ্ম-কৃপা উথলিয়া ধায়।

কৃপা তুমি বুকের মাঝারে
যাহা সাধ যাও পূরাইয়া,
বিশ্বাধিপে দিও সমাচার,
পাপী তাঁর গিয়াছে তরিয়া।

মরুভূমি হয়েছে কানন,
ফুটেছে আশার কলি গুলি;
প্রাণ-ভরা প্রেম-রাশি সাথে
ও চরণে দিবে তাহা তুলি'।

নির্জ্জন চিন্তা।

১। ক্রীতদাসদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তাহারা যখন কোথাও যায়, তখন তাহাদের প্রভুর নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। তাহাদের পরিবার পরিজন ও সন্তানাদির উপরও দাবি দাওয়া চলিয়া থাকে—মানুষ মানুষকে এরূপে আপনার সেবায় নিযুক্ত করিতেছে দেখিলে প্রাণে ক্লেশ হয় সত্য, কিন্তু ক্রীতদাস হইয়া—স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া পরম প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিলে—সংসারে আমার বলিবার যাহা কিছু আছে, তাহা তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিতে পারিলে—আমার আমিত্বের উপর তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখিলে প্রাণে যে সুখ ও আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হয়, তাহার কণা মাত্রের মূল্যও এ সংসারে হয় না। দীনবন্ধু! আমার ভাগ্যে কি এমন দিন হবে যে তোমার ক্রীতদাস হইতে পারিব?

২। আমি কি মূর্খ! আমার হাতে আমার যে দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহা দেখিতেছি—দেখিয়া বিষণ্ণ হইতেছি—যিনি নিজের ভার নিজের স্কন্ধে না লইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অভি-ভাবক—পিতা মাতা পরম সহায় সেই পরম প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন—তাঁহার জীবনপুষ্পের সৌরভ ও আমার অহঙ্কৃত জীবনের দুর্গন্ধ এই দুইয়ের এত দূর পার্থক্য অনুভব করি-তেছি—তবুও কেন সেই জগজ্জননীর ক্রোড়ে ঝাঁপ দিতে পারি না? মা ঐ হাত বাড়াইয়া তাঁহার সন্তানকে ডাকিতেছেন, আর শিশুর ন্যায় সরল ও মায়ের উপর নির্ভরশীল লোক চক্ষু মুদিয়া জননীর হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছেন, শান্তি ও সুখভোগ করিতে করিতে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন—আমি অবিশ্বাসী—মূর্খের ন্যায় বসিয়া দেখিতেছি—ইহাইত আধ্যাত্মিক মৃত্যু।

৩। আমাদের প্রকৃতির ভিতর এমন কি একটু খুঁত আছে, যে জন্য আমরা সর্ব্বদাই একটী অন্যায় কাজ করিয়া থাকি—সেটী এই যে কাহাকেও, বুদ্ধির অভাববশতঃ অথবা অজ্ঞতানিবন্ধন কোন কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে অপারগ দেখিলে কিম্বা কোন কথা শৃঙ্খলাপূর্ব্বক কহিতে অসমর্থ দেখিলে আমরা বিদ্রূপ করিয়া থাকি—সে ব্যক্তিকে এমন ভাব দেখাই যে সে বেচারি একবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে—ইহাতে তাহার আত্মার যে কি ঘোর অপকার সাধন করা হয়, তাহা আমরা ভাল করিয়া অনুভবই করি না। এমন ব্যক্তির জ্ঞানলাভের ও উপযুক্ত হইবার সরল আকাঙ্ক্ষাকে অঙ্কুরে বিনাশ করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত নহে। ধীরভাবে অনুপযুক্তকে উপযুক্ত করিতে প্রয়াস পাওয়া এবং তাহাকে সহজ পথ দেখাইয়া দেওয়াই প্রেমিকের লক্ষণ। এরূপ ব্যক্তির সাধু চেষ্টার উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি নিরন্তর নিপতিত থাকে—তাঁহার প্রেমবারি-সিঞ্চিত সরল হৃদয় কখন পরিহাসপটুতা দেখাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয় না! আমার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিই কণ্টকের ন্যায় আমার আত্মাকে বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—হে প্রেমময়! আমাকে এই সকল নীচ ভাবের হাত হইতে উদ্ধার কর—তাহা না হইলে আমি তোমার কৃপার উপযুক্ত হইতে পারিব না।

পূজার আয়োজন

(১)

প্রভু, আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি? তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র; তোমার যাহাতে প্রীতি হয়, এমন আমি কি করিতে পারি? আমার শক্তি অতি অল্প, আমি কিরূপে বৃহৎ অনুষ্ঠান করিব? আর বৃহৎ অনুষ্ঠান করিবার সুবিধাই বা সচরাচর কই উপস্থিত হয়? আমার ছোট ছোট দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি ভাল করিয়া পালন করি, ইহাই তবে আমার পক্ষে তোমার বিধান। এই ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য পালনই কিন্তু আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার। জীবনে এমন অতি অল্প দিনই হয়, যে দিন সব কর্ত্তব্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। অধিকাংশ দিনই দু চারিটা কর্ত্তব্য অবশিষ্ট রহিয়া যায়। প্রভু আমাকে এমন বল দাও, যে আমার সকল কর্ত্তব্য আমি এমন করিয়া সাধন করি, যাহাতে তোমার সন্তোষ জন্মে।

---

(২)

তোমার সকলই নিয়মিত; নক্ষত্র জগতের গতি হইতে ক্ষুদ্রতম বালুকা কণার স্থিতি পর্য্যন্ত সকলই অখণ্ড্য নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট। জগতের যে দিকে চাই সেই দিকেই নিয়মের রাজ্য, সে দিকেই নিয়মের প্রতাপ। দিনের পর দিন কি নিয়মিত ভাবে ভানু উদিত হইয়া জগতে জীবন বিতরণ করিতেছে! নিশির পর নিশিতে গগনবিহারী জ্যোতির্মালা কি নিয়মিত ভাবে আপন আপন কক্ষে ভ্রমণ করিয়া জ্যোতি বিতরণ করিতেছে! জল স্থল বিচিত্র নিয়মে রক্ষিত হইতেছে; জীবজাত অখণ্ড্য নিয়মে উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও বিলীন হইতেছে। মনোরাজ্যেও নিয়মের প্রতাপ। অখণ্ড্য নিয়মে মানব দিন দিন জ্ঞানলাভ করিতেছে, ভাবযোগের নিয়মে ভাবরাজি তাহার মনে বিকসিত হইতেছে। তোমার সকলই সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা। অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা কেবল আমাতে। প্রাণান্তে আমি নিয়মের অধীন হইতে চাই না। এত বয়স হইল, দৈনিক জীবনটা এখনও নিয়মিত হইল না, এই আমার আক্ষেপ। খুসীর উপর অমূল্য জীবন, অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। বিধাতা, জীবনকে বিধিবদ্ধ কর। বাল্যকালে হিন্দুশাস্ত্রের অধীন ছিলাম, এখন তোমার আদেশরূপ অভ্রান্ত শাস্ত্রের অধীন হইয়াছি বলিয়া কি স্বেচ্ছাচার করিব?

(৩)

দু চারিটা যে কর্ত্তব্য সাধন করি, তাহাও যেমন ভাবে করা উচিত তেমন ভাবে করি না। কর্ত্তব্য করিতে করিতে বিরক্ত হই। কর্ত্তব্য সাধনের পর তাই দেখি, না হইয়াছে তোমাতে প্রেম, না পাইয়াছি মনের সুখ। প্রভুভক্ত দাস প্রফুল্ল প্রাণে প্রভুর আদেশ পালন করে, আমি বিরক্ত মনে তোমার কাজ করি। যে কয়টা কর্ত্তব্য করিলাম, তাহাও সেই জন্য বিফলে গেল। কর্ত্তব্য পালন কেবল কষ্টভোগের কারণ হইল। যদি ভাল করিয়া দৈনিক কাজগুলি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজি কি তোমা হইতে এত দূরে থাকিতাম, না প্রাণ এত নীরস ও অনুন্নত থাকিত? সে কর্ত্তব্য পালন কষ্টভোগ বই আর কি, যাহাতে প্রাণকে তোমার নিকট অগ্রসর করিয়া দেয় না? প্রভুভক্ত লোকে হাসিতে হাসিতে যেমন তোমার কাজ করেন, হীনতম কাজ করাকেও যেমন গৌরবের কর্ম্ম মনে করেন, আমি যেন তেমনই করিয়া আমার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারি।

(৪)

আমার আর একটা মহৎ দোষ যে অধিকাংশ সময় অন্ধভাবে কাজ করি। সচেতন হইয়া তোমাকে দেখাইয়া কাজ করিতে অল্প সময়ই পারিয়া থাকি। তোমায় সাক্ষী না রাখিয়া কাজ করি বলিয়া কাজে তোমার সঙ্গে যোগ হয় না। তুমি মাথার উপর বা প্রাণের ভিতর বাসয়া দেখিতেছ, তোমাকে ভাল করিয়া হিসাব ও নিকাশ দিতে হইবে মনে করিয়া কাজ করি না বলিয়া কাজে ততটা দায়িত্ব অনুভব করি না। কাজ করিতেছি, স্পষ্ট অন্যায় না হইলেই চলিল। এই ছোট আদর্শ লইয়া জীবন গড়ি, জীবন সেই জন্য বিকৃতরূপে গঠিত হয়। অন্ধ অচেতন হইয়া অভ্যাস ও সংস্কার বশে কাজ করিলে প্রাণের কেন উপকার হইবে? প্রভু তোমাকে সাক্ষী রাখিয়া যাহাতে জীবনের ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিতে পারি, তুমি আমাকে এমন শুভমতি ও শক্তি প্রেরণ কর।

(৫)

প্রেমসিন্ধু, তোমার প্রতি আমার যে টুকু প্রেম আছে তাহাতে আমার প্রাণ বশীভূত হয় না। সে প্রেমে আমার প্রাণে এমন শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই যে তাহাতে আমি আমার চরিত্রের দোষ অনায়াসে সংশোধন করিতে পারি। আদর্শ অনুসারে কার্য্য করা আমার পক্ষে কতই কঠিন। যদি তোমার প্রতি আমার প্রেম প্রগাঢ় হইত তাহা হইলে আদর্শ সাধন কখনই এত কঠিন বোধ হইত না। তোমার ভক্তেরা শুনিয়াছি তোমার প্রেমে একেবারে উন্মত্ত হন, সে প্রেমোন্মত্ততা হইতে আমি বহু দূরে রহিয়াছি। প্রেমিক লোকে দিবানিশি প্রেমাস্পদের চিন্তা লইয়া থাকে। কিন্তু আমি সমস্ত দিনের মধ্যে কতক্ষণ তোমার বিষয় ভাবি? আর যতক্ষণ ভাবি তাহার মধ্যে কতটুকুই বা সরস ভাবে ভাবা হয়? গভীর প্রেমের অভাবে প্রাণ শুকাইয়া গেল, প্রেমময় কৃপা করিয়া প্রেমামৃত বর্ষণ কর, দীন অভক্ত প্রাণে ভক্তি রস সঞ্চার কর। তোমার জন্য অস্থির হইলাম কবে? মাঝে মাঝে একটু আধটু অস্থির হই সে অস্থিরতা কতক্ষণই বা থাকে? তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিব, তুমিই নয়নমণি, জীবনধন হইবে, এমন প্রেম কবে আমি লাভ করিব? আমার কঠিন মনে কঠিন আঘাত কর। বিকট প্রাণ বিমল ও বিনীত হউক আর আমি তোমার প্রেমে উন্মনা হই।

(৬)

হে প্রাণ জ্যোতিঃ! তুমি প্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছ তবে কেন আমি সর্ব্বদা তোমাকে দেখিতে পাইনা? তুমি দিবারাত্রি আমার দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভিক্ষা করিতেছ তবে কেন আমি তোমাকে প্রাণ দিতে পারিতেছি না? বুঝিয়াছি প্রভু, আমার প্রাণ তোমাকে চাহে না। আমার প্রাণ সংসারের ধূলির জন্য ব্যস্ত। মোহ অন্ধকার আসিয়া আমার প্রাণকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে সেই জন্যই তোমার বর্ত্তমানতা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি না। এখন যদি কৃপা করিয়া আমার প্রাণকে বল পূর্ব্বক অধিকার না কর তাহা হইলে আমার আর উপায় নাই।

(৭)

দীনবন্ধু! এ দিনের উদ্ধারের জন্য এ কি তোমার ব্যবস্থা। এই জগতের যে দিকে চাই সেই দিকেই তোমার দূত সকলকে আপন রাজ্যের সুসমাচার প্রদানের জন্য নিযুক্ত

করিয়া রাখিয়াছ। প্রাতঃকালে যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠি, সুগন্ধ প্রাতঃসমীরণ তোমার রাজ্যের সংবাদ লইয়া আমাকে জাগাইয়া তুলে। ওদিকে আকাশ বিহারী বিহঙ্গমগণ মহানন্দে তোমার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে আমার প্রাণ মধ্যে প্রেম স্রোত প্রবাহিত করিয়া তোমার সহিত মিলন করিয়া দেয়। আবার যখন জনকোলাহলের মধ্যে যাই তখনও তোমার গম্ভীর সত্তা উপলব্ধি করিয়া প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। প্রভু! আমিত তোমাকে চাই না, তথাপি তুমি আমাকে ছাড় না। আমার পরিত্রাণের জন্য তোমার যে এত ব্যবস্থা তাহা আমি আগে জানিতাম না। এখন যদি কৃপা করিয়া জানাইলে তবে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন দিবারাত্রি তোমার ডাক শুনিয়া তোমার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি।

(৮)

আমি গৃহ শূন্য হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি; চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর অগ্রসর হইবার সামর্থ নাই; অরিকুলের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিয়া হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি, আর যুঝিবার শক্তি নাই। মেঘ উঠিয়াছে, ঝটিকার লক্ষণও দেখিতেছি, এখন প্রাণ বিহঙ্গ কোথায় যায়, কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়? হে স্বর্গীয় তরু, তুমি কি এই শ্রান্ত বিহঙ্গকে আশ্রয় দিবে? এ যে তোমার পবিত্র শাখার ঘন পল্লবদলের অন্তরালে কুলায় নির্ম্মাণ করিতে চায়। সংসার অরণ্যে কুলায় নির্ম্মাণের উপযুক্ত একটিও বৃক্ষ দেখিলাম না। সকল বৃক্ষেরই মূল শিথিল, সামান্য ঝটিকাতেই ভূমিশায়ী হয়। সেই জন্য হে জীবন তরু! প্রাণপক্ষী তোমার আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ সংসার প্রবাসে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়াস পাইয়া বৃথা কেন সময় নষ্ট করিব? যে চরণে চিরদিন থাকিতে হইবে সেই খানেই একেবারে কুলায় প্রস্তুত করিব। বিশ্বপতি, তোমার প্রেমই আমার অবিনাশী গৃহ, অনন্তকাল স্থায়ী আশ্রয়। তোমার প্রেমেরই উপর আমি নিরাপদে বিশ্রাম করিব। উহাই আমার ভগ্নমন সম্পূর্ণ ও জীর্ণ হৃদয় নবীন করিয়া দিবে।

(উদ্ধৃত।)

সুরাপানের বিরুদ্ধে মত।

শত শত বা সহস্র সহস্র বীর, সাধু, পণ্ডিত, সমাজ-সংস্কারক, শাস্ত্র-প্রণেতা, রাজনীতিজ্ঞ, শাসন-কর্ত্তা, চিকিৎসক, প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের লোক সুরাপানের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের অতি অল্প-সংখ্যক লোকেরই মত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইল;—

মদ্যমপেয়মদেয়মনিগ্রাহ্যম্। —বেদ।

অর্থ। সুরা পান করিবে না; দান করিবে না, এবং দান গ্রহণ করিবে না।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমম্।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক।

অর্থ। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণ-চুরি, গুরু-পত্নী-গমন এবং এতদনুষ্ঠাতাদিগের সহিত সংসর্গ, এ গুলিকে মহাপাতক কহে।

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাৎ ততঃ॥
গোমূত্রমগ্নিবর্ণম্বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাৎ গোশকৃদ্রসমেব বা॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯১, ৯২ শ্লোক।

অর্থ। দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য মোহ-প্রযুক্ত সুরা পান করিলে, তাহার অগ্নিবর্ণ, অর্থাৎ জলন্ত সুরা পান করা উচিত। এরূপ করিয়া সশরীরে দগ্ধ হইলে, পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে; অথবা অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, গব্য ঘৃত, কিম্বা গোময়-জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে।

সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯৪ শ্লোক।

অর্থ। সুরা অন্নের মল, পাপকেও মল বলা যায়; এইহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কদাচ সুরা পান করিবে না।

যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ।

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯৬ শ্লোক।

অর্থ। মদ্য, মাংস, সুরা এবং আসব; যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচের খাদ্য। এই হেতু, দেবতার হবির্ভোজী ব্রাহ্মণের ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত নয়।

অমেধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং বাপ্যুদাহরেৎ।
অকার্য্যমন্যৎ কুর্য্যাদ্বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯৭ শ্লোক।

অর্থ। ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া অশুচি স্থানে পড়িতে পারে, বেদবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ব্রহ্মহত্যাদি অন্য কোন অকার্য্য করিতে পারে; (অতএব, ব্রাহ্মণের মদ্য পান করা উচিত নহে)।

যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ সগচ্ছতি॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯৮ শ্লোক।

অর্থ। যে ব্রাহ্মণের দেহগত বেদ মদ্যে এক বারও সংসৃষ্ট হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়, তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

————কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্॥
অসম্ভোজ্যা হ্যসংযোজ্যা অসংপাঠ্যা বিবাহিনঃ।
চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥
জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্ত্বেতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।
নির্দয়া নির্ন্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্॥

—মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯ শ্লোক।

অর্থ। (যাঁহারা কথিতমত প্রায়শ্চিত্ত না করিবেন, রাজা তাঁহাদিগকে নিম্ন-লিখিত প্রকারে দণ্ড দিবেন।) সুরাপান

করিলে (ললাটে তপ্ত লৌহ দ্বারা) সুরাপানের চিহ্ন দেওয়া হইবে, সুবর্ণাপহারে কুক্কুর-পদচিহ্ন দেওয়া হইবে, এবং ব্রহ্মহত্যার ললাটে এক কবন্ধ পুরুষের চিহ্ন দেওয়া হইবে। উহাদের সহিত ভোজন ও যাজন ক্রিয়া করিবে না, উহা-দিগকে অধ্যয়ন করাইবে না, উহাদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিবে না। উহারা সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া দীনভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিবে। জ্ঞাতিবর্গ ও মাতুলাদি এই সকল কৃতচিহ্ন ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ করিবে, দয়া করিবে না, এবং নমস্কার করিবে না; ইহাই মনুর অনুশাসন।

অজ্ঞানাদ্বারুণীং পীত্বা পাশ মূত্র পুরীষয়োঃ।
পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥—মনুঃ।

অর্থ। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের লোক যদি না জানিয়া সুরাপান করে, তাহা হইলে, মূত্র ও বিষ্ঠা খাইয়া পুনঃসংস্কার লাভ করিবে।

তস্মান্নপেয়ং বিপ্রেণ সুরাং মদ্যং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণ্যাপি নপেয়া বৈ সুরা পাপভয়াবহা॥

—ভবিষ্য পুরাণ।

অর্থ। অতএব, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সুরা মদ্য কখনই পান করা উচিত নয়; কারণ, সুরা পাপ ও ভয়ের আধার।

মদ্যং দত্বা ব্রহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।

—কালিকা পুরাণ।

অর্থ। যে ব্রাহ্মণ মদ্য দান করে, সে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয়।

বামকামোব্রাহ্মণোহি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।

—ভৈরবতন্ত্র।

অর্থ। উৎকর্ষলাভেচ্ছু ব্রাহ্মণ মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করিবে না।

কলৌ তু ভারতে বর্ষে লোকো ভারতবাসিনঃ।
গৃহে গৃহে সুরাং পীত্বা বর্ণভ্রষ্টা ভবন্তি হি॥

—উৎপত্তি তন্ত্র, ৬৪ পটল।

অর্থ। কলি কালে ভারতবর্ষে ভারতবাসীরা গৃহে গৃহে সুরা পান করিয়া বর্ণ ভ্রষ্ট হয়।

কামাৎ পীত্বা সুরাং বিপ্রো মরণান্তিক মাচরেৎ।

—শ্রীমৎস সূক্ত মহাতন্ত্র, চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রে ৩৬ পটল।

অর্থ। ব্রাহ্মণ লোভবশতঃ সুরাপান করিলে, প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

সুরাপস্ত ব্রাহ্মণস্ত উষ্ণাম সিঞ্চেয়ুঃ সুরাম্ আস্যে মৃতঃ শুধ্যেত।

—গোতম।

অর্থ। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ সুরা সিঞ্চন করিবে, এইরূপে মৃত হইলে, সে শুদ্ধ হইবে।

অগম্যাগমনং কৃত্বা মদ্যগোমাংসভক্ষণং।
শুদ্ধ্যেচ্চান্দ্রায়ণাদ্বিপ্রঃ প্রাজাপত্যেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ সান্তপনাচ্ছূদ্রঃ পঞ্চাহোভির্বিশুদ্ধতি॥

—গারুড় পুরাণ, ২২ অধ্যায়।

অর্থ। বিপ্র অগম্যাগমন কিম্বা মদ্য বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিয়া শুদ্ধ হয়। ঐরূপ পাপ করিলে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, বৈশ্য সান্তপন ব্রত অবলম্বন করিয়া, এবং শূদ্র পঞ্চাহ ব্রত অবলম্বন করিয়া, শুদ্ধি লাভ করে।

অগ্নেয়ত্বাদপেয়ত্ব ত্বথৈবাস্পৃশ্যমেব চ।
দ্বিজাতীনামনালোচ্যং নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতং॥
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
পীত্বা পততি কর্ম্মভ্যস্ত্বসম্ভাষ্যো দ্বিজোত্তমঃ॥

—শ্রীকূর্ম্ম পুরাণ, উপবিভাগ, ১৬ অধ্যায়।

অর্থ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পক্ষে মদ্য সর্ব্বদাই অগ্রেয়, অপেয়, অস্পৃশ্য কিম্বা অনালোচ্য, ইহাই স্থির কথা; এ জন্য, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে মদ্য বর্জ্জন করা উচিত। ব্রাহ্মণ মদ্য-পান করিলে, কর্ম্ম হইতে পতিত হয়, এবং সম্ভাষণের অনুপযুক্ত হয়।

যা ব্রাহ্মণী সুরাপী স্যান্ন তাং দেবাঃ পতিলোকং নয়ন্তি।

—ইতি শ্রুতিঃ॥

পতত্যর্দ্ধশরীরেণ ভার্য্যাং যস্ত সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধ শরীরস্ত নিষ্কৃতির্নোপপদ্যতে॥

অর্থ। ব্রাহ্মণী সুরাপান করিলে, দেবতারা তাঁহাকে পতি-লোকে লইয়া যান না। যাহার স্ত্রী সুরাপান করে, তাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয়, এবং অর্দ্ধ শরীর পতিত হইলে, সেই ব্যক্তি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

সুরাপানে বিকলতা স্খলনং বচনে গতৌ।
লজ্জামানচ্যুতিঃ প্রেমাধিক্যং রক্তাক্ষতা ভ্রমঃ॥

—কবিকল্পলতা, ১ম স্তবক, ৩ কুসুম।

অর্থ। সুরাপান করিলে, বাক্য এবং গতিতে বিকলতা ও স্খলন উপস্থিত হয়; মানলাভেচ্ছা ও লজ্জাশীলতা দূরে যায়; ভ্রম জন্মায়; এবং প্রেমের আধিক্য ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

চতুর্ব্বর্ণৈরপেয়া স্যাৎ সুরা স্ত্রীভিশ্চ নারদ।—বায়ুপুরাণ।

অর্থ। হে নারদ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং স্ত্রীলোক, ইঁহাদের সুরাপান করা উচিত নহে।

সুরাপানে ব্রাহ্মণো রূপতাম্রসীসকাংস্যমং
অগ্নিকল্পং পীত্বা শরীরত্যাগাৎ পূয়তে!　—দেবল।

অর্থ। ব্রাহ্মণ মদ্য পান করিলে, শুদ্ধ হইবার জন্য রোপ্য, তাম্র বা সীসা দ্রব করিয়া পান করিয়া, প্রাণত্যাগ করা উচিত।

সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষেপৎ।
মুখে তয়া বিনির্দগ্ধে মৃতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥—বৃহস্পতি।

অর্থ। কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরাপান করিলে, তাহার মুখের ভিতর জ্বলন্ত সুরা ঢালিয়া দেওয়া উচিত। তাহার এই রূপে মৃত্যু হইলে সে শুদ্ধ হয়।

সুরাপশ্চার্দ্রবাসসা চাগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।

—অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং বৈঠিনসি।

অর্থ। সুরাপায়ী আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অগ্নিসম সুরা পান করিবে।

সুরাম্বুঘৃতগোমূত্রপয়সামগ্নিসন্নিভম্।
সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥—যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থ। সুরাপায়ী, সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র বা দুগ্ধ অগ্নি-

তুল্য উষ্ণ করিয়া, পান করিয়া মরিলে পর, শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যো ব্রাহ্মণোঽদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিন্
মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহাচৈব স স্যাৎ
অস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ।

—শুক্রাচার্য্যের শাপ, মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৯ অধ্যায়।

অর্থ। অদ্য হইতে পৃথিবীতে যে কোন মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ, কোন দিন সুরাপান করিবেক, তাহাকে ধর্ম্মচ্যুত ও ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। সে ইহলোকে ও পরলোকে ঘৃণিত হইবে।

বিষস্য যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাত-প্রকোপনাঃ।
ত এব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষেতুবলবত্তরাঃ॥ —চরক।

অর্থ। বিষে সন্নিপাত-প্রকোপনকারী যে সকল গুণ দেখা যায়; মদ্যরূপ বিষে সে সকল অধিকতর পরিমাণে দেখা যায়।

ওজঃ নামক শারীর ধাতু জীবনী শক্তির সাক্ষাৎ আধার। সেই ধাতুর দশটি গুণ আছে; আর মদ্য-পদার্থে ঐ দশ গুণের বিপরীত দশটি গুণ আছে; সুতরাং, মদ্যপানদ্বারা জীবনীশক্তির সর্ব্বতোভাবে, অন্ততঃ, আংশিক রূপে আনষ্ট হইবেই হইবে। —চরক, চিকিৎসিত স্থান, ১২ অধ্যায়।

মদ্য সেবনে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ এবং মৃত্যু উপস্থিত হয়। ইহাতেই উন্মাদ, মদ, মূর্চ্ছাদি, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতির মধ্যে অন্যতম উপস্থিত হওয়াতে, স্মৃতি বিভ্রংশ ও তাবৎ নিকৃষ্ট লক্ষণ জন্মায়। এই হেতু, মদ্যদোষজ্ঞ ব্যক্তিরা মদ্যকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। —চরক, চিকিৎসিত স্থান, ১২ অধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা চরক, সুশ্রুত, বাভট প্রভৃতি মহর্ষিগণ মদ্যকে শরীর ও মনের ঘোরতর অহিতকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

—"সুরাপান বা বিষপান।"

ব্রাহ্মসমাজ।

সভ্য মনোনয়ন—বিগত ৬ই নবেম্বর অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে বাবু সীতানাথ দত্তের প্রস্তাবে এবং বাবু কালীশঙ্কর শুকুলের পোষকতায় ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু; এবং ডাক্তার মোহিনী মোহন বসুর প্রস্তাবে ও বাবু জগদীশচন্দ্র বসুর পোষকতায় বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। বাবু হরিমোহন ঘোষাল ঘোড়াঘাট ব্রাহ্মসমাজের, এবং বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী নলহাটী ব্রাহ্মসমাজের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিবাহ—বিগত ২৬ অক্টোবর শুক্রবার দিবসে কোইম্বাটুর ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে অতি সমারোহে একটী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রী পালঘাট ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমান এন, অর্জুন নাইডু গুরুর কন্যা শ্রীমতী লছমী আম্মা বয়স ২০ বৎসর বিধবা; পাত্র মহিসুর সিমোগা গবর্ণমেণ্ট কলেজের সহকারী শিক্ষক শ্রীমান্ টি, গাঙ্গিয়া নাইডুগুরু। পাত্র পাত্রী উভয়েই কোইম্বাটুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য; এই বিবাহে শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী পিলাই আস্তল আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—বিগত ২৭ অক্টোবর বিলাতের ১৪ নং মেনার মেনসন বেলসাইজ গ্রোভে "ব্রাহ্মসমাজ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন।

নূতন ব্রাহ্মসমাজ—ঈশ্বর কৃপায় খালোড়ে একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক এবং সভ্য সংখ্যা ৭ সাত জন। প্রতিষ্ঠার দিবস বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে এই নব প্রতিষ্ঠিত সমাজটী স্থায়ী হইয়া প্রভুর পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হউক এবং ইহার সভ্যদিগের প্রাণে জীবন্ত ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ হউক।

আমাদিগের মান্দ্রাজ সহযোগী ফেলোওয়ার্কার পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে, হায়দ্রাবাদ হইতে তিন মাইল দূরে গিডবান্দার নামক স্থানে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে একটী নূতন ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নামকরণ—বিগত ২রা নবেম্বর বেনারসে বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকারের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম সংচিৎ কুমার রাখা হইয়াছে, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১১নবেম্বর রবিবার হইতে ১৫ নবেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পাবনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে আমাদের কয়েক জন বন্ধু গিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী কয়েক দিন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং "জীবন্ত ও মৃতধর্ম্ম" বিষয়ে পাবনা টাউনহলে একটী বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মৈত্র কয়েক দিন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে সাধু এবং গূঢ়তত্ত্ববাদী বিষয়ে একটী ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, উভয় বক্তৃতাতেই অনেক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে হিন্দু সমাজের অনেকেই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং ইহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উৎকুল—খুলনার অন্তর্গত উৎকুল গ্রামে কয়েকটী ব্রাহ্ম যুবক ও বালক মিলিত হইয়া, বিগত ৩০শে আশ্বিন ও ১লা কার্ত্তিক নিম্নলিখিত প্রকারে একটী উৎসব করিয়াছেন।

প্রথম দিবস সন্ধ্যার পর হইতে দীর্ঘকাল ব্যাপী উপাসনা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। পর দিবস প্রত্যূষে বাড়ী বাড়ী একটী সঙ্কীর্ত্তন করার পর বৈকালে একটী সভার অধিবেশন হয়; উক্ত সভায় বাবু অমৃতলাল গুপ্ত ও বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন "আমাদের গন্তব্য পথ কি?" ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যান্য কয়েকটী বিষয় লইয়া দুইটী বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি বাবু রাসবিহারী সেন সভার আলোচ্য বিষয় মীমাংসা করিয়া সমাগত সভাবৃন্দকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া 'গারফীল্ডের জীবনী' হইতে তাঁহার কয়েকটী উপদেশ পাঠ করেন। ইহার পর কয়েকটী সঙ্কীর্ত্তন হইয়া উৎসব শেষ হয়।

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮ই পৌষ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিকপত্রিকা

১১শ ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৶০

প্রার্থনা।

আমি অপরাধী সাজা দাও মোরে,
চুম্বন তোমার শ্রীকর আদরে ;
আমি স্বেচ্ছাচারী বন্দী কর মোরে,
চিরদিন গা'ব আমি তব নাম ;
নিজে রাখি' প্রাণ হয়েছি নাকাল
তব হাতে দিয়ে ঘুচা'ব জঞ্জাল,
তবে ছিন্ন হবে ভবমায়াজাল,
নিরখিবে আঁখি তব প্রেমধাম।
উঠা নামা আর, কত সহা যায় ?
ভগ্ন জীর্ণ প্রাণ, তব পানে ধায়,
প্রেমের নিগড়, পরাইয়া পায়
বেঁধে রাখ মোরে ; যা'ক সব দুখ ;
তুমি জ্বলে উঠ, নিভে যাই আমি,
আমি দাস হই তুমি হও স্বামী
কি বলিব আর ? ওহে অন্তর্যামী !
পরাণে জাগুক তব প্রেম মুখ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সত্যের জয় ;—কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা কল্পিত বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা হা হতোহস্মি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত যে নিরাশা পোষণ করা ও সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করা একই কথা। আমাদের মনে মাঝে মাঝে যে নিরাশা আসে, উহা আমাদের পাপের শাস্তি। পাপের লক্ষণই এই যে উহা ঈশ্বরের দয়াতে অবিশ্বাস আনয়ন করে। কিন্তু যখনই নিরাশা আসিবে, তখনই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য, কেননা নিরাশার অর্থ সত্যের সত্যতাতে অবিশ্বাস। "আমাদের কিছু হইল না" যখন বলি, তখন তাহাতে এই বুঝায় যে আমরা যে ঈশ্বরের কাছে এতদিন কাঁদাকাটি করিতেছি সে সকলই অরণ্যে রোদন হইয়াছে, ঈশ্বর তাহা শুনিয়াও শুনেন নাই, অথবা প্রতিকারের শক্তির অভাবে বাধ্য হইয়া উদাসীন আছেন, কিম্বা আমাদের কাঁদাকাটি কপট ও অসরল হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি বিশ্বাস করেন তিনি প্রাণান্তে এ কথাকে মনেও স্থান দিতে পারেন না যে পারেন না বলিয়া ঈশ্বর আমাদের দুরবস্থা দূর করেন না। আমাদের সমস্ত কাঁদাকাটিই যে কপট একথা সত্য নহে। সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমরা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তি-মত্তাতে অবিশ্বাস করি। নতুবা কাহারও কাহারও মুখে এরূপ কথা শুনা যায় কেন, যে ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া গেলে, যাহাতে হিন্দুসমাজে ফিরিয়া যাওয়া যায় তাহার উপায় রাখা বিধেয়। আমাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই, আমাদের চেষ্টার অভাবে তাহার অণুমাত্রও ক্ষতি হইবে না। যাঁহার সমাজ তিনি স্বয়ং তাহা রক্ষা করিবেন, যুগে যুগে তিনি উহাই করিয়া আসিতে-ছেন, এখনও করিবেন। লাভের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্য আমরা মারা যাইব।

মিলনের শত্রু ;—"একাকী যাইলে পথে নাহি পরি-ত্রাণ রে" একথা খুব সত্য। কেহ কেহ প্রথমে একা সাধনা করিয়া পরে পাঁচজনকে লইয়া স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, কেহ বা পাঁচজনকে না লইয়া সাধনাই করিতে পারেন না। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক। যখন একা একা সাধনা করি, তখন বিলম্বে ফল পাই। কিন্তু যখন দেখি আমরা ঈশ্বরোন্মুখ আত্মাদলে পরিবৃত হইয়াছি তখন জানিনা কি অলৌকিক শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, দশদিনের সাধনার ফল এক দণ্ডে হাতে পাই। ঈশ্বরপিপাসু লোকের সঙ্গের বড়ই গুণ। তবে যে সে সব লোকের সঙ্গে মিলিনা তাহার কারণ এই যে, আমাদের মনে মনে ধারণা যে আমরাও ঈশ্বরপিপাসু দলের মধ্যে মান্য গণ্য লোক। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, যে আমাদের মধ্যে যে মিল নাই তাহার প্রধান কারণ অহঙ্কার। আমরা মুখে যত বিনয়ই দেখাই না কেন, মনে মনে আদৌ একটুও অহঙ্কার নাই একথা কি বলিতে পারি, কাহারও জ্ঞানের অহঙ্কার, কাহারও কার্য্যের অহঙ্কার, কাহারও ধর্ম্ম ভাবের অহঙ্কার আছে। লতার মত নুইয়া পড়ার ভাব সমাজে অতি অল্পই দেখিতে পাই। কাজেই মিল হয়

না। এই অহঙ্কাররূপ মহাশত্রুর শিরশ্ছেদ ভিন্ন মিলনের আশা নাই। যাহাকে যিনি খুব হীন মনে করেন, তাঁহার কাছে তিনি যদি অবনত হইতে পারেন তবেই তাঁহার অহঙ্কার খাট হইয়াছে স্বীকার করিব। যে ঈশ্বর আমাদের সর্ব্বস্ব, সবাই ঈশ্বরের সন্তান এই ভাব প্রাণে যদি অনুক্ষণ জাগ্রৎ থাকে তাহা হইলে অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে বিনীত প্রেম সঞ্চারিত ও প্রেমরাজ্য অচিরে সংস্থাপিত হইতে পারে।

নিষ্ঠা ;—আমরা জানিনা সকলে তাঁহাদের দৈনন্দিনে জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন কিনা। যাঁহারা না করেন, তাঁহারা করিয়া দেখিবেন, আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, যে তাঁহারা সত্বর বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। যাঁহারা দৈনিক লেখেন, তাঁহারা প্রথমেই দেখিতে পান যে তাঁহাদের জীবনের প্রধান অভাব নিষ্ঠা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য। যত প্রতিজ্ঞা করি, তাহার অতি অল্পই পালন করি, আবার যে কয়েকটী পালন করি, তাহাও বেশ ভাল রকম হয় না। দিনের পর দিন এইরূপে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি বা অসম্পূর্ণরূপে পালন করি বলিয়া ক্রমে প্রতিজ্ঞার বল হ্রাস পাইয়া যায়, নূতন প্রতিজ্ঞাও আসিয়া উপস্থিত হয় না, জীবন শৈথিল্য ও স্বেচ্ছাচারিত্বে ভরিয়া থাকে। নিষ্ঠা বা নিয়মপালন ঈশ্বরে একটী প্রধান লক্ষণ, তাঁহার অটল অবিনাশী ইচ্ছা জড়জগতে প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবিত্ব বলিয়া পরিচিত। যিনি ব্রহ্মোপাসক হইতে আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহারও সুতরাং নিয়ম পালনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। উপাস্যদেবতা তাঁহার সকল অঙ্গীকার পালন করিতেছেন, উপাসক হইয়া আমরা কোন্ মুখে আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব? প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর সমীপে অঙ্গীকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন না, তিনি ঈশ্বরের নিকট মিথ্যাবাদী হন। পাশ্চাত্য জাতিবর্গ এ সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল। হিন্দুসমাজের শাসনের অধিকার ছাড়িয়া আসিয়া এখন আমরা কোনও শাসনের অধিকারে থাকিতে চাই না, আপনাদের ইচ্ছার উপরে জীবন রাখিতে যাই। সে স্থান বিশুদ্ধ নহে, অন্ততঃ অধিকাংশ সময় বিশুদ্ধ থাকে না, সুতরাং জীবনও ভাল থাকে না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিষ্ঠা ও নিয়ম পালন ভিন্ন দুরন্ত দুষ্ট মনকে কিরূপে জয় করিব?

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ ;—মান্দ্রাজের মেঃ জে মার্ডক ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য আধুনিক সমন্বয়বাদী (eclectic) "ধর্ম্মসম্প্রদায়" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রচুর প্রতিকূল সমালোচনার পর লেখক বলিয়াছেন যে উক্ত সমাজের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বে তাঁহার মনে গুরুতর সন্দেহ হয়। তিনসহস্র বৎসর চেষ্টা করিয়া পৃথিবী যাহা করিতে পারে নাই মার্ডক সাহেবের মতে আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি, সুতরাং আমাদের চেষ্টা যে বিফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন যে বুদ্ধিমত্তা, গভীরতা ও উৎসাহে গ্রীকদিগের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না। খুব অনুকূল অবস্থা ও সুবিধা লইয়া তাহারা একেশ্বরবাদিত্ব সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহারা সফল হয় নাই। মার্ডক সাহেবের এই দুই কথাই অমূলক। আমরা যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এখন প্রচার করিতেছি, পৃথিবীতে ঠিক্ তাহাই কখনও ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তিনসহস্র বৎসর চেষ্টা হইয়াছে একথা অপ্রামাণ্য; বরং এ তিনসহস্র বৎসর অবতারবাদ এবং অন্যান্য উপধর্ম্মের পরীক্ষা হইয়া ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে, যে উহাতে পৃথিবীর পূর্ণ উন্নতি হওয়া অসম্ভব। উপনিষদে, কোরাণের প্লেটোতে ঠিক্ ব্রাহ্মধর্ম্ম ছিল একথার প্রমাণাভাব। তবে ইহা বলিতে হইবে যে প্রাচীন কালের একেশ্বরবাদিগণ এমন কতকগুলি সত্য ধরিতে পারিয়াছিলেন, যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিতেছেন। আমরা আরও মনে করি মহাত্মা ঈশা স্বয়ং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেকটা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান জগৎ কেবল সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মহর্ষি ঈশাপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে।

মোরেভিয়ান ভ্রাতৃসমিতি—এই সমিতির ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। যখন এই সমিতি সংস্থাপিত হয়, তখন ইহাদের সভ্য সংখ্যা ছয়সাত জন মাত্র ছিল। পনর বৎসর ধরিয়া ইহাঁরা গ্রীনলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলেন, অথচ একটীও লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল না। সমিতি কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না, সহিষ্ণু হইয়া ও অটল বিশ্বাসের সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন। আজ সেই প্রচারের আশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছে। যে স্থানে তাঁহাদের প্রচার ক্ষেত্র, সেখানে এখন এমন একজনও লোক নাই, যিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। হটেণ্টটদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম যে কখনও প্রচারিত হইবে, কেহ স্বপ্নে ও ভাবে নাই। সমিতি উক্ত জাতিদিগের মধ্যে প্রচারের সুন্দর বীজ বপন করিয়াছেন। তিব্বতের সীমান্ত ভাগে ইহারা আপনাদের কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছেন। সেখানে ইহাদের তিনটী ছোট ছোট মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার একটীতে আঠার বৎসর পরিশ্রম করিয়া আটজন লোককে ইহারা খৃষ্টান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাকেই ত বলে কাজ। যে ঈশ্বরের ভৃত্য সে কি কখনও বিপদ দেখিয়া ভীত হয়? দেশের গণ্য মান্য লোক আমাদের দিকে হইল না, লোক বল ধন বল সকল বিষয়েই আমরা হীনবল, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া যে আধখানা প্রাণের সঙ্গে প্রভুর কার্য্য করে, সে কার্য্যে না হয় তাহার ভাল, না হয় ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন। এরূপ কার্য্য সফল হইবে কেন? কবে পাপীর মন ফিরিবে, ঈশ্বর সেই জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন, আর আমরা সদ্য সদ্য স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিরক্ত হই। মোরেভিয়ান ভ্রাতৃসমিতির নিকট আমাদিগকে বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা শিখিতে হইবে।

বেলসাইজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা—

"ব্রাহ্ম সমাজ নূতন জিনিস নয়। রামমোহন রায় ইহার সংস্থাপক, তাঁহার মৃত্যু অবধি ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। রামমোহন একজন ধনী লোকের সন্তান। তাঁহার পিতা তাঁহাকে আরবী শিখিতে পাটনায় এবং সংস্কৃত শিখিতে বারাণসীতে পাঠাইয়াছিলেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস জন্মে, এবং পিতার সঙ্গে সেই উপলক্ষে ভাবান্তর হওয়ায় রামমোহন বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিতে তিব্বত দেশে গিয়া দিন কতক বাস করেন। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ইংরাজী শিক্ষা করেন, এবং রাজস্ববিভাগে কোম্পানির অধীনে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং সেখানে কয়েকটী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। রামমোহন এক জন কর্ম্মশীল সংস্কারক ছিলেন, সকল দিকেই তাঁহার চক্ষু ছিল। তিনি একটী বিদ্যালয় খোলেন, পুস্তক প্রকাশিত করেন, এবং সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। জাতিভেদ প্রথা উন্মূলনের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ১৮৩১ সালে তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া সমাদরে গৃহীত হন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি, ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা উইলিয়মের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় করিয়া দেন। পরে তিনি ফ্রান্স দেশে গমন করিয়া তত্রত্য প্রেসিডেণ্ট লুইফিলিপ কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। লুইফিলিপের সঙ্গে তিনি একত্র আহার করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশেই তাঁহার জীবন ও জীবনের কার্য্য শেষ হইল, ব্রিষ্টল নগরস্থ আর্ণোর উপত্যকায় এখন তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু সতীদাহ নিবারণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার চেষ্টাই উক্ত নিদারুণ প্রথা উঠাইয়া দিবার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকারী হয়। তিনি যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তাহা আজিও জীবিত রহিয়াছে, কেবল যে তাহা জীবিত আছে তাহা নহে তিনি কলিকাতায় সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান এখন সমস্ত দেশে সমাজ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যখন রামমোহন রায় সত্য ঈশ্বরের পূজার জন্য একটী সমাজ সংস্থাপিত করিলেন, তখন সমস্ত কলিকাতা এই ভীষণ ধর্ম্ম বিপ্লব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল।

রামমোহনের মৃত্যুর পর আর একজন ভারতবাসী তাঁহার কার্য্য করেন। তিনি পূর্ব্বে বিলাসে জীবন কাটাইতেন কিন্তু একজন সহচরের মৃত্যুতে তাঁহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করত একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন, ধর্ম্ম পুস্তিকা প্রচার ও বঙ্গদেশের নানা স্থানে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করেন। ১৮৫৬ সালে কেশবচন্দ্র সেন এই সমাজে যোগ দেন। এক বৃহৎ যুবকদল, তাঁহার সঙ্গে সমাজে আসেন। ইহাদিগকে লইয়া কেশবচন্দ্র এরূপ কার্য্য করেন, যে ১৮৬৫ সালে একাশীটী স্থানে সমাজ সংস্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র তাঁহার সমস্ত সময় ও অর্থ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অর্পণ করেন। এখন আমাদের দুই শত কুড়িটী সমাজ। আমরা চল্লিশ খানি পত্রিকা প্রচার করি। তেরটী ভাষায় আমাদের কার্য্য হয়। আমাদের দুইটী বৃহৎ কলেজ আছে, তন্মধ্যে একটীতে এক সহস্র ছাত্র বিদ্যালাভ করে। আমরা তিনখানি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকা, দুইখানি বাঙ্গালা পাক্ষিক পত্রিকা এবং দুইখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি। আমরা স্ত্রীলোক ও বালকদিগের জন্য বিশেষ পত্রিকা প্রকাশ করি। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ; কেননা ভারতে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা এখনও শোচনীয়। আমাদিগের কতকগুলি স্ত্রী ছাত্রী বি, এ, উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা ঈশ্বর বলিতে এক অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম পূর্ণ পুরুষ বুঝি, তাঁহাকেই আমরা বিশ্বাস করি, এবং যদিও তাঁহাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি না, তিনি প্রেমের পাত্র ইহা বিশ্বাস করি। আমাদের মধ্যে গোপ নাই, আমরা বেদের অভ্রান্ততা ছাড়িয়া দিয়াছি। মানুষ দুর্ব্বল ও ভ্রমের অধীন বলিয়া মানি, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছেন ইহা স্বীকার করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষ এখনও তাঁহার প্রেমময় স্বর্গীয় পিতার সমক্ষে রহিয়াছে। হিন্দুরা মনে করেন যে এই জগৎ কারাগার স্বরূপ, এবং এই কারাগারে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিবার জন্য মানব আসিয়া থাকে। খৃষ্টীয়ানেরা মনে করেন, যে ইহা পরীক্ষার অবস্থা। আমরা বিশ্বাস করি যে জগৎ একটী বিদ্যালয় স্বরূপ, এবং এই বিদ্যালয়ে মানব, ঈশ্বর সহবাসের যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে। আমরা প্রার্থনা ও প্রত্যাদেশ মানি, স্বর্গ নরক আমাদের মতে স্থান নহে, মনের অবস্থা মাত্র। আমরা অনন্ত নরক মানি না, আমাদের মতে ঈশ্বর দত্ত যাবতীয় দণ্ডের উদ্দেশ্য জীবের পরিত্রাণ। সকল স্থান হইতে আমরা সত্য আহরণ করি, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমরা যে কেবল কুসংস্কার ও অসত্য ধর্ম্ম বিনাশের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছি, এমন নহে উহাদের স্থানে সত্য ও সত্য বিশ্বাস সংস্থাপিত করাও আমাদের উদ্দেশ্য।"

লণ্ডনে বেলসাইজে শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই বক্তৃতা দেন। ইহার আকার ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ইহার প্রত্যেক পংক্তি সার গর্ভ। অল্পের মধ্যে সকল কথা এমন গুছাইয়া আর কাহাকেও বলিতে আমরা পূর্ব্বে শুনি নাই। ইহার অপেক্ষা উচ্চতর ও পূর্ণ ধর্ম্মের আদর্শ যদি আরও কেহ আমাদের দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। যাঁহারা দুর্ব্বল ও দোদুল্যমান, তাঁহারা এই বিবরণ শুনিয়া নবোৎসাহ ও নবোদ্যমের সহিত সাধন ভজন ও স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত হউন। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দুই শতের উপর ভজনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা সাধারণ কথা নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ক্ষুদ্র বক্তৃতা মেঃ মার্ডকের ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিকূল সমালোচনার সুন্দর উত্তর। ব্রাহ্ম সমাজের ভবিষ্যৎ জগতের ধর্ম্মসমাজের ভবিষ্যৎ। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ধর্ম্মাবহ, ধর্ম্মসমাজপাত, তাঁহার জগৎ হইতে ধর্ম্ম সমাজ উঠিয়া যাইবে? আগে মানুষের প্রকৃতি

পরিবর্ত্তিত হউক, আগে প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মের বিপর্য্যয় হউক তবে এরূপ কথা মুখে আনিও। ব্রাহ্ম বা বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আশাপূর্ণ, প্রচলিত কুসংস্কার পূর্ণ খৃষ্ট ধর্ম্মেরই ভবিষ্যৎ কুজ্ঝটিকাময়।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

বিনীত প্রেম।

(একজন ব্রাহ্মের জীবনের কথা)

একদিন উপাসনা করিতে বসিয়াছি, উপাস্য দেবতার প্রেম আসিয়া আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, বলপূর্ব্বক আমার মনে প্রবেশ করিল। আমি কোনও মতেই তাঁহাকে বারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। কোনও কথা না শুনিয়া, কোনও মানা না মানিয়া সেই প্রেম আমাকে এরূপ বিকল করিল, যে আর উপাসনা করিতে পারি না। যে স্বরূপের ধ্যান করিতে যাই, সেই স্বরূপের ভিতর প্রেমের কথা আসিয়া পড়ে। সে দিন কাজে কাজেই কেবল প্রেমস্বরূপের আরাধনা হইল।

সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানস্বরূপের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন সময়ে মনে হইল যে পৃথিবীতে যাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন, তাঁহাদের নিকট না থাকিলে তাঁহারা কত ক্ষুব্ধ হন! পরমেশ্বরের প্রীতি মানব প্রীতি হইতে অনন্ত গুণে অধিক; তাঁহার কাছে থাকি না বলিয়া কি তাঁহার প্রেমের অবমাননা করা হয় না? মানব হৃদয় যত আমাকে চায়, দেবতা কি তদপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক পরিমাণে আমার হৃদয় চান না? আমি অধম, আমাকে যে তিনি চান, ইহাই আমার সৌভাগ্য। তিনি এক গুণ চাইলে আমার শত গুণ দেওয়া উচিত, অথচ আমি অধিকাংশ সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি। কেবল ভুলিয়া থাকি, তাহা নহে, আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করি। নর নারীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করা বা নরনারী সম্বন্ধে মনে মনে অসদ্ভাব পোষণ করা দেবতার অঙ্গে আঘাত করা বই আর কি? আমি তাঁহাকে আঘাত করিতেছি, তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতেছি অথচ তিনি আমাকে নিরন্তর ব্যাকুলভাবে চাহিতেছেন, আমাকে তাঁহার কাছে থাকিতে অনুনয় বিনয় করিতেছেন। আমি মানব, তিনি দেবতা; আমি কলঙ্কিত, তিনি জ্যোতির্ম্ময় তবুও তিনি আমার কাছে মিনতি করিয়া আমার সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন "সন্তান বারমাস অষ্টপ্রহর ত সংসারের কাছে আছই, আমার কাছে না হয় একটু থাকিলে? আমি ত আর তোমাকে যন্ত্রণা দিব না? তোমার যখন যাহা অভাব তাহা মোচন করিতেছি, তুমি না চাহিলেও বিবিধ ধনরত্ন দিয়া তোমার সুখ বৃদ্ধি করিতেছি; আমি তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার দিকে ফিরিয়া দেখ না—আমার কাছে থাকিতে চাও না?" স্বর্গের রাজা, অনন্ত মহিমার আকর, আনন্দ—অমৃত-শান্তির খনি পরম কারুণিক পরমাত্মার এইরূপ মিনতির কথা যখন মনে পড়িল, তখন কোন মতেই আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলাম না। নীরবে অশ্রুপাত করিয়া দেবতার নিরাকার চরণ ধৌত করিলাম এবং ভিক্ষা করিলাম "হে প্রভু, আর যেন তোমাকে আঘাত না করি, তুমি আমার পরিবার পুত্র কন্যাকে যেমন অনন্ত-প্রেম দানে কুণ্ঠিত হও না, আমিও যেন তোমার পুত্র কন্যাকে তেমনই আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত প্রেমটুকু দিতে পারি। আর যেন প্রভু পাপে প্রাণ কলঙ্কিত না করি। তোমা হইতে দূরে থাকা, তোমাকে ভুলিয়া যাওয়া বা তোমাকে নীরসভাবে চিন্তা করা রূপ মহা পাপ হইতে তুমি আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। প্রত্যেক পাপ তোমার কোমল পবিত্র অঙ্গে নিষ্ঠুর আঘাত, সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে তুমি আমাকে মুক্ত কর।"

যথার্থই যখন দেবতার বিনীত প্রেমের কথা স্মরণ করি তখন এই জড়ের মত প্রাণও বিচলিত হয়। যদি বিশ্বাস করিতাম যে দেবতা দিবানিশি ব্যস্ত ভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমার হীন ও অপদার্থ সঙ্গ চাহিতেছেন, তাহা হইলে কি আত্ম সংবরণ করিতে পারিতাম? ভক্ত মহাজনেরা এই বিনীত প্রেমে বিশ্বাস করেন বলিয়া আত্ম সংবরণে অসমর্থ। দেবতার সহবাসে সুখ শান্তি, অমৃত পাইয়াছি, বক্ষে হস্ত রাখিয়া কিরূপে তাহা অস্বীকার করিব? সেই দেবতার এত বিনীত প্রেম যাচ্ঞা, এত কাতর প্রেম ভিক্ষা, তবু আমি উদাসীন হইয়া থাকি, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি হইতে পারে?

সন্তান মনের মত হইল না ইহা অপেক্ষা আর অধিক ক্লেশ কি আছে? চক্ষের উপর যখন দেখি, সন্তান দিন দিন পাপে অবসন্ন, রিপুর দৌরাত্ম্যে জর্জ্জরিত ও কুঅভ্যাসের দাসত্বে নিরাশ হইয়া পড়িতেছে, তখন মনে হয় যে প্রাণটা ভাঙ্গিয়া গেল। Sacred anthology গ্রন্থে এই বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। জাপান দেশে একটী সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধলোক বাস করিতেন, তাঁহার একটী পুত্র ছিল। বৃদ্ধেরপুত্র হইলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছিল। পিতামাতার অতিরিক্ত আদরে পুত্রটী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল। সে কিছুতেই তাঁহাদের কথা শুনিত না, তাঁহারা তিরস্কার বা ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলে সেই দুর্ব্বৃত্ত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিত "আমার সঙ্গে অমন করিও না, কে তোমাদিগকে আমায় জন্ম দিতে বলিয়াছিল?" পুত্রের এই নিদারুণ কথায় পিতা মাতা নিরুত্তর হইতেন। পুত্র গ্রামের যত দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল যুবক ছিল, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ্যপান ও অন্যান্য অসদাচরণ করিত। সে যে কেবল পিতা মাতার অবাধ্য হইয়াছিল এমন নহে, তাহার উৎপাতে প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে। শেষে সকলে তাঁহার দণ্ডের জন্য যুক্তি করিয়া তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "মহাশয় আপনার পুত্রের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি, আর এ গ্রামে বাস করা আমাদের দায় হইয়াছে, আপনি আপনার পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র করুন ও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিন, তারপর আমরা উহাকে গ্রাম হইতে বিদায় করিয়া দিই। পুত্রের অসদাচরণের কথা

শুনিয়া বৃদ্ধপিতা নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, এবং সহসা প্রতিবেশীদের কথায় সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি সন্তানকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন কিন্তু সে পাষণ্ড কিছুই বুঝিল না, মাও অনেক বলিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের মন কিছুতেই বিগলিত হইল না। বৃদ্ধ ত্যাজ্য পুত্র করিতে প্রথমে স্বীকার পান নাই, কিন্তু যখন প্রতিবেশীরা বলিল যে তিনি যদি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহা হইলে, তাঁহাকে তাহারা জাতিচ্যুত করিবে, তখন বৃদ্ধ অগত্যা সম্মত হইলেন। দিন স্থির হইল, পুত্রকে ত্যাজ্য করিবার দলীলও প্রস্তুত হইল। স্থিরীকৃত দিনে প্রতিবেশী সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে ত্যাজ্যপুত্র করার দলীলে আপন নাম স্বাক্ষর করিলেন, এমন সময় সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের জননী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া সভায় আসিয়া বলিলেন, "স্বামিন্, এই চল্লিশ বৎসর তোমার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, আমি একদিনও তোমার কাছে কিছু চাহি নাই, আজ আমার একটী বিনীত ভিক্ষা আছে সেই ভিক্ষা তোমাকে রাখিতে হইবে। তুমি এই ত্যাজ্যপুত্র করা রহিত কর। যদিও এ আমাদিগকে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছে, যদিও ইহার দুর্ব্যবহারে প্রতিবেশীদিগের নিকট আমাদের মস্তক হেঁট হইয়াছে, যদিও এ আমাদের প্রাণে নিদারুণ আঘাত করিয়াছে, তথাপি ইহার উপর আমার কোন মতেই ক্রোধ হয় না। তুমি এই ভয়ানক কার্য্য হইতে বিরত হও।" পত্নীর এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিলেন। সভাস্থ লোকের কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না। সেই দুর্ব্বৃত্ত সন্তান ত্যাজ্যপুত্র করার সংবাদ পাইয়াছিল, সে সভাস্থলে আসিয়া লুকাইয়া ছিল। তাহার হস্তে তীক্ষধার ছুরিকা। সে মনে মনে ভাবিতেছিল, "আমি কি অমনি ত্যাজ্যপুত্র হইব? বিদেশে যাইবার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ আগে দিন, তবে আমি গৃহ পরিত্যাগ করিব।" জননীর উপরি উক্ত বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া তাহার হস্ত হইতে ছুরিকা পড়িয়া গেল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে সভায় গিয়া সমবেত প্রতিবেশীদিগের নিকট বিনীত ভাবে বলিল, "আপনাদিগের উপর আমি অনেক উৎপাত করিয়াছি, পিতা মাতার মস্তক আমা হইতেই আপনাদিগের নিকট হেঁট হইয়াছে, আপনারা আমাকে আর এক মাস সময় দিন, যদি তাহার মধ্যে আমি আপনাদিগকে আপন ব্যবহারে সন্তুষ্ট না করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে যে শাস্তি দিবেন, আমি তাহা আনন্দে বহন করিব।" সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্র শেষে কুলপাবন সৎপুত্র হয় এবং তাহার মাতা হাসিতে হাসিতে পরলোকে গমন করেন।

এই আখ্যায়িকায় আমরা বিনীত প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। উহার প্রত্যেক বর্ণ অনন্ত গুণে বাড়াইলেও ঈশ্বরের বিনীত প্রেমের সঙ্গে তুলনা হয় না। আখ্যায়িকার উক্ত দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের অপেক্ষা আমাদের দুর্ব্বৃত্ততা কোটি গুণে অধিক; আখ্যায়িকার পিতা মাতার বিনীত, সহিষ্ণু ও অপরাজিত প্রেম অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রেম অনন্তগুণে অধিক। ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা ও প্রেম আমাদের এত দুর্ব্বৃত্ততা সত্ত্বেও যে বিচলিত হয় না, ইহাত আশ্চর্য্যই, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও অধিক আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে এমন সহিষ্ণু ও বিনীত প্রেমের পরিচয় পাইয়াও আমরা আপন প্রাণ আপনার হাতে রাখিতে পারি। নিরুপম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনন্তগুণাধার এক মহা-পুরুষ আমাদিগকে চাহিতেছেন, একথাটা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। একজন লোক আমাকে চায় শুনিলেই কেমন কোমল প্রেমের উদয় হয়, আর স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে চান একথা শুনিয়া আমার মন চঞ্চল হইবে না, আমি ঠিক থাকিব, তা কি কখন হইতে পারে? নিরাকার প্রভু, নিরাকার ভাবেই তাঁহার এই অতুলনীয় স্বর্গীয় প্রেমের পরিচয় দিবানিশি দিতেছেন। যতদিন এ প্রেমের দাবী বুঝাইয়া দিতে না পারিতেছি, ততদিন উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভের আশা দুরাশা মাত্র। ডালে ডালে, পাতায় পাতায় বেড়াইয়া, একটা একটা পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া কি হইবে? মূলে গিয়া বিনীত প্রেমের অনুসন্ধান করিতে হইবে। "নাম রসে না মাতিলে, প্রেমে পাগল না হ'লে, কিছুতেই কিছু হবে না," একথা খুব সত্য। ঈশ্বরের বিনীত অপরিসীম প্রেম প্রাণে যতক্ষণ না জাগ্রৎ হইতেছে, ততক্ষণ পাপ উন্মূলিত হইবে না, উপাসনা ও ধর্ম্ম জীবন সহজ ও স্বাভাবিক হইবার কোন আশা করা যাইতে পারে না। "আমি দেখিলাম অনেক করে, কিছুতেই পাপ যায় নারে (প্রেমে মত্ত না হইলে)।"

সিন্দূরিয়াপটী-ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

(সায়ংকালে বিবৃত।)

প্রভাসযজ্ঞ ও যশোদার গোপাল।

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে, গোকুলে, গোপগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সেখানে ক্রীড়ার উপকরণ—পৃথিবীর ধূলি; স্থল—যমুনাতট, কদম্বমূল; আহারীয়—ক্ষীর, নবনীত; পরিচ্ছদ—চীর বসন; এবং ব্যবসায়—গোচারণ। নগরের কৃত্রিম বাহ্য সভ্যতা হইতে দূরে, এই স্বাস্থ্যপ্রদ গ্রাম্যক্রীড়া, সামান্য আহার পরিচ্ছদ, এবং নির্দ্দোষ পশুপালনে, কৃষ্ণের বাল্যজীবন, পরমসুখে অতিবাহিত হইল। সে সময়ে মায়ের সর্ব্বস্বধন গোপাল; এবং গোপালের কামনার বস্তু, প্রাণারাম মাতৃক্রোড় ও রাখালবালক শ্রীদাম সুবল।

কিন্তু অচিরে এ সুখের ব্যাঘাত ঘটিল। মায়ের প্রাণে শেল হানিয়া, অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ প্রলোভনপূর্ণ মথুরানগরে প্রস্থান করিলেন। দুর্ম্মতি কংস হত হইল। এবং গোতাড়নদণ্ডের পরিবর্ত্তে, শ্রীকৃষ্ণ রাজদণ্ড ধারণ করিলেন।—সেই সময় হইতেই তাঁহার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। প্রভুত্বের গরিমা—ধনরত্নের চাকচিক্য—এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর অশেষ সুখসম্ভোগে তিনি মাকে ভুলিয়া গেলেন।

কিন্তু বিষয়সুখে তৃপ্তি কতকাল? সুখের আশায়, যে মোহন দৃশ্যের অনুসরণে, তিনি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া, তাহা অন্তর্হিত হইল। সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ, শ্মশান তুল্য হইয়া উঠিল। তখন সুদূরস্থ—পরিত্যক্তা—রোরুদ্যমানা স্নেহময়ী মা যশোদার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিল।

মহর্ষি নারদ উপনীত হইলেন। রাজার এই ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন,মাতৃবিচ্ছেদ যন্ত্রণাই এ অশান্তির মূল। নারদ ব্রহ্মলোকে এই সমাচার লইয়া গেলেন, এবং ব্রহ্মার উপদেশমত রাজাকে যজ্ঞারম্ভের পরামর্শ দিলেন। বলিলেন, প্রভাসে মাতৃসন্দর্শনে মনস্তাপের শান্তি হইবে।

যজ্ঞের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যশোদার নিকট দূত প্রেরিত হইল। জননীর প্রাণ আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেল—সন্তান ডাকিয়াছে! তাঁহাকে আর কে ধরিয়া রাখে? তিনি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক, স্বহস্তে গোপালের প্রিয়ভক্ষ্য নবনীত প্রস্তুত করিলেন। এবং সহস্র নিষেধসত্বেও, সদলে, পদব্রজে মথুরায় উপনীত হইলেন। পুত্রসন্দর্শন-লালসায়, "কোথায় গোপাল, কোথায় গোপাল" বলিয়া, পুরী প্রবেশার্থ ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু দৌবারিক পথরোধ করিল। ধনলোলুপ দ্বারবান্ কাঙ্গালিনীভ্রমে,মাকে দ্বারান্তরে প্রেরণ করিল। সেখানেও এই ব্যাপার—প্রবেশ করিতে দিল না। একে একে সকল দ্বার ঘুরিলেন—সর্ব্বত্রই আরক্তলোচন, দুর্দ্দান্ত প্রহরীর বাধা ও উপহাস। তখন এ বাধা না মানিয়া প্রবেশোদ্যত হইলেন। কিন্তু রক্ষিগণের হস্তে অপমান ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইল।

অপমানে সঙ্গিগণ প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিল। মা কিন্তু ফিরিবেন না। তিনি ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া,নবনীতপাত্র হস্তে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন—

"আয়রে গোপাল, আয় কোলে;
মারে রে তোর দ্বারের দ্বারী, কাঙ্গালিনী বলে।"

মায়ের ক্রন্দনধ্বনি,সেই বহুজনকোলাহল অতিক্রম করিয়া, অন্যের অশ্রুতভাবে, মাতৃবিচ্ছেদ-কাতর সন্তানের প্রাণে প্রতিঘাত করিল। শ্রীকৃষ্ণ কান্দিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"দাদা শীঘ্র চল, মা বুঝি দ্বারে ক্রন্দন করিতেছেন।" তখন কোথায় বাহ্যিক যাগযজ্ঞ, কোথায় প্রভুত্বের অভিমান, আর কোথায় রাজ্যগরিমা!—শ্রীকৃষ্ণ নিমেষ মধ্যে সপ্তপ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া,ধরাশায়িনী মায়ের কোলে মস্তক লুক্কায়িত করিলেন! মাতা পুত্রে মিলন হইয়া গেল। মাতৃস্নেহের অকুল জলধিতে, সন্তানের প্রেমনদী মিশিয়া, একাকার হইয়া উঠিল। প্রাণে আহ্লাদ ধরে না! এত যে পথশ্রম—এত অপমান—এত নির্য্যাতন, হারাধন কোলে পাইয়া মা সে সব ভুলিয়া গেলেন! রোরুদ্যমান বালকের অশ্রুবিন্দু, আকস্মিক আনন্দোৎফুল্ল মুখশ্রীতে, যেমন মুক্তাফলের শোভা ধারণ করে, মা যশোদার আজ সেইরূপ ঘটিল; এবং এই মাতাপুত্রের মিলন হইতে, প্রভাস হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ স্থান হইল।

ভাই ব্রাহ্ম! তুমি কি মনে করিতেছ, এই পবিত্র ব্রহ্মোৎসবে, আমি নরপূজা ও পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতেছি? ভারতের তেত্রিশ কোটি দেবতার অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, আবার কি সেই জীর্ণ কুসংস্কারের পূতিগন্ধ শব তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি? সত্য বটে, আমরা পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রতিপালিত। হিন্দুভাব আমাদের অন্তরতমপ্রদেশে শৈলশ্রেণীর ন্যায় অতি কঠিন স্তররাজি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু চাতক যেমন ডিম্বের পরিমিত আবরণ মধ্যে পূর্ণ-অবয়ব-সম্পন্ন হইয়া, কালে তাহা বিদারণপূর্ব্বক, অনন্ত আকাশের ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে উড়িয়া যায়, ব্রহ্মকৃপাগুণে,আমাদেরও যে সেই অবস্থা। সেই অনন্তের বিশাল রাজ্যে বিচরণ করিয়া, আর কি সে কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণ খোলসে পুনঃপ্রবেশ সম্ভবে? অতএব ভাই, সে বিষয় সমর্থনের আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্ম্মনীতির পক্ষপাতী ভাই! যে মহাগ্রন্থ, তোমার আদর্শস্থানীয়, জ্ঞান ও সভ্যতাবিমণ্ডিত ইউরোপীয় ধর্ম্মাত্মাগণের শিরোভূষণ,তাহার উজ্জ্বলতম রত্ন, "উচ্ছৃঙ্খলের পিতৃগৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের" সঙ্গে, ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন,কল্পিত "যশোদার গোপালের" তুলনা করিয়া দেখ দেখি?

এ যশোদা ও গোপাল কে?—"দুই সুন্দর পক্ষী প্রণয়যোগে, সখ্যভাবে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছে। আর একজন অনশন থাকিয়া, তাহা দর্শন করিতেছেন।" প্রথমটী জীবাত্মা; এবং অপরটী, সর্ব্বসুখদাতৃ, বিশ্বজননী ব্রহ্ম। এই নবনীত তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মসুধা। শ্রীদাম সুবল আপনারা,এই ব্রাহ্মমণ্ডলী। মথুরা আমাদের ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, সংসারাসক্ত জীবন। দ্বাররক্ষী ভৃত্য, এই দুর্জ্জয় রিপুদল। ইহারাই মাকে সন্তান হইতে দূরে রাখিয়াছে। এবং এই পবিত্র ব্রহ্মোৎসব সেই কল্পিত প্রভাস। এখানে বিশ্বজননীর সন্দর্শনে আমাদের মনস্তাপ দূর হয়।

ধর্ম্মজীবনের বাল্য অবস্থায়, আমরা ভোগলালসা হইতে বহুদূরে, সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে, পরম সুখে জীবন যাপন করিতাম। সে সুখের দিনে মা আমাদের সকল কামনার বস্তু ছিলেন। তাঁহারই শান্তিপূর্ণ ক্রোড় আমাদের শান্তির আগার। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে প্রাণ তৃপ্ত হইত। তখন সংসার-জ্ঞানবিবর্জ্জিত, সুখ-দুঃখের সমভাগী, এই সরলমতি ধর্ম্মবন্ধুগণই প্রাণের দোসর ছিল।

দুর্দ্দিনে বিষয়-বাসনার প্ররোচনা, সুখদানের আশ্বাস দিয়া, আমাদিগকে এই ঘোর রাজসিক অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। এখন ধনমানের প্রলোভন—প্রভুত্বের গরিমা—এবং ভোগসুখের আপাতমধুর স্বাদে আমাদিগকে অসাড়প্রায় করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু আর তৃপ্তিদান করিতে পারিতেছে না। এত সৌভাগ্যের মধ্যেও প্রাণ দীন ভাবাপন্ন হইয়াছে। রিপুদল, সময় বুঝিয়া, বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ছিল আজ্ঞাবহ ভৃত্য, আজি তাহারা প্রভুর পদবী লাভ করিয়াছে। সুতরাং মা বল, ভাই বল, কেহই আর কাছে আসিতে পান না। মা ব্যতীত এ অশান্তি আর কেহই দূর করিতে পারে না। তাই আমাদের এ উৎসব। এখানে মাকে পাইব। কিন্তু আমরা মায়ের ঘরে গেলাম না। কাকের মুখে সংবাদ পাইয়া মা নিজে এই উৎসবে আসিয়াছেন—অমৃতপাত্র হস্তে ঐ দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া বেড়াইতেছেন। রিপুগণ ছাড়িতেছে না। কাঙ্গালিনী বলিয়া উপহাস করিতেছে—নির্য্যাতন করিতেছে। মা কিন্তু আজি ফিরে যাবেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—এই উৎসবের মধ্যে সন্তানকে কোলে

লইবেন—লইবেন। কর্ণ কি নাই—শুনিতে পাইতেছ না? এই যজ্ঞের—এ উৎসবের দ্বারে মা চীৎকার করিতেছেন—"আয়রে গোপাল আয় কোলে।" তবে "থাকুক যথায় আছে ধনজন." চল ভাই দৌড়িয়া যাই—পুত্র-পাগলিনীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি। ভয় কি? লজ্জা কি? এত কাল যে ভুলিয়া আছি—এত যে মাকে কাঁদাইয়াছি—এত অপমান, নির্যাতন করিয়াছি—সে সব তিনি ভুলিয়া যাইবেন। অঞ্চল দ্বারা পাপধূলি ঝাড়িয়া হারাণ ধন কোলে লইবেন। দুঃখ যাবে—মনস্তাপ যাবে। এই মাতাপুত্রের মিলনের সঙ্গে সঙ্গে, ভাইকেও চিনিবে। এ যজ্ঞ, এ উৎসব সফল হইবে। ব্রহ্মোৎসব পবিত্র তীর্থ হইবে—এখানে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ মিলিবে। তবে চল দৌড়িয়া যাই।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

মাণিকদহ।

নিম্ন লিখিত প্রণালীতে মাণিকদহ ব্রাহ্ম সমাজের শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২৬ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার, উৎসবের উদ্বোধন; বাবু শশি ভূষণ বসু উপাসনার কার্য্য করিয়া ছিলেন।

২৭ এ আশ্বিন শুক্রবার প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা; ঢাকার বাবু রজনীকান্ত ঘোষ উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। মাধ্যাহ্নিক উপাসনা, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস উপাসনার কার্য্য করিয়া ছিলেন। সায়ংকালীন উপাসনা, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

২৮ এ আশ্বিন শনিবার প্রাতঃকালে বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। বৈকালে বালক বালিকাদিগের সম্মিলন। তদুপলক্ষে বাবু শশিভূষণ বসু বালক বালিকাদিগকে অতি সরলভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন।

২৯ এ আশ্বিন রবিবার উপাসনা, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকালে নগর সংকীর্ত্তন, এবং এই সময়ে বাবু শশীভূষণ বসু, মৌলবি আবদুল আজিজ এবং বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সাধারণ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে প্রায় দুই তিন সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—ইনি বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর (১২ই আশ্বিন) ইয়োরোপের বৃষ্টল নগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তথায় অনেক ইয়োরোপীয় ভদ্র পুরুষ এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ—বিগত ৫ই কার্ত্তিক, শনিবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা মন্দিরে, ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পাত্রের নাম বাবু নীলরতন সরকার বি, এ, এম, বি, বয়স ২৭ বৎসর, অবিবাহিত, ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার একজন সভ্য; এবং পাত্রীর নাম কুমারী শ্রীমতী নির্ম্মলা মজুমদার, বয়স ১৮ বৎসর কয়েক মাস; ইনি বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদারের প্রথমা কন্যা, কন্যার মাতা শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার বিবাহে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ৭ই কার্ত্তিক সোমবার দিবসে উক্ত মন্দিরে ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে উপরোক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী বিমলা মজুমদারের সহিত বাবু সুরেশচন্দ্র সরকারের [illegible] ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পাত্রের বয়স ২১ বৎসর ইনি অবিবাহিত; পাত্রীর বয়স প্রায় ১৬ বৎসর, এই বিবাহেও কন্যার মাতা উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ—বিগত ১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবসে ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভবনে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মোপাসনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক বিবরণ।

এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৩টী অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাত গমন করাতে বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় তাঁহার স্থানে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

অধ্যক্ষ সভার সভ্য অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পদত্যাগ করায়, রটলামের বাবু নবীনচন্দ্র রায়, পাবনার বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী, কলিকাতার বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বি, এ, ও মোহিনীমোহন রায় অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা স্থির করেন যে, মাসের প্রথম রবিবার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এবং অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া কলিকাতার নিকটস্থ কোন উদ্যানে গমন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদির আলোচনা এবং সৎপ্রসঙ্গে যাপন করিবেন। তদনুসারে গত সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানির বাগানে যাওয়া হইয়াছিল। মাসের শেষ অধিবেশনে সমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যের সমালোচনা করা স্থির হয়। তদনুসারে কার্য্য চলিয়াছে। অন্যান্য অধিবেশনে বৈষয়িক কার্য্যের আলোচনা হয়।

এবার আমাদের একটী বিশেষ কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচারার্থ বাঘআঁচড়ায় উপস্থিত হইয়া তথাকার ব্রাহ্মদিগের অবস্থা দেখিয়া সেখানে কিছুকাল থাকিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার ইচ্ছার অনুমোদন করিলে, তিনি সেখানে একটী স্থায়ী প্রচারকার্য্যালয়

সংস্থাপন চেষ্টা করিতেছেন। উক্ত প্রচার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মিকা সমাজের উপাসনা,ইংরাজী ও বাঙ্গালা বালক ও বালিকা বিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে এবং তথায় বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা হইবে। এনিমিত্ত একজন প্রচারক তথায় স্থায়িভাবে অথবা অধিকাংশ সময় থাকিবেন। সম্প্রতি বালক ও বালিকাদিগের উপযোগী একটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। তাহার কার্য্য ঈশ্বর কৃপায় একরূপ ভালরূপ চলিতেছে। এই প্রচার কার্য্যালয়ের নিমিত্ত জমী ক্রয় করা হইয়াছে এবং ঘরের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। মাসিক খরচের জন্য একটী সবকমিটীর হস্তে চাঁদা তুলিবার ভারও দিয়াছেন। এই সময়ে ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট হইতে বিশেষ ভাবে সাহায্য না পাইলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। আমাদের আশা হয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এ সময়ে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না।

বগুড়াস্থ বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উন্মাদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার নিরাশ্রয় সন্তানগণের ভরণপোষণের ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের জন্য মাসে প্রায় ৪৫৲ টাকা ব্যয় হইতেছে। এই টাকা কলিকাতা এবং মফস্বলের বন্ধুগণের সাহায্য দ্বারাই সংগৃহীত হইতেছে।

বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে টাউন হলে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক মহতী সভা হয়। তথায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজার জীবনচরিত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

প্রচারক মহাশয়েরা নিম্নলিখিত রূপে এই কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—টাঙ্গাইল ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে উপাসনা এবং বক্তৃতাদি করেন। ৩।৪ দিন উৎসব হইয়াছিল। এই সময়ে আকুরটাকুর গ্রামে নগরকীর্ত্তন এবং প্রার্থনাদি হয়। তৎপরে কুমুল্লি নামক গ্রামে একজন ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে উপাসনা এবং উপদেশাদি হয়। এ স্থান হইতে ইনি করটীয়া ব্রাহ্ম সমাজে যান। তথায় সমাজে উপাসনা ও উপদেশাদি হয় এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাও হইয়াছিল। এ স্থান হইতে পুনরায় টাঙ্গাইলে আসেন। পরে বাঘিল গ্রামে গিয়া উপাসনাদি করেন। তথা হইতে পিঙ্গলা নামক স্থানে যান। এখানে উপাসনা উপদেশ, আলোচনা, নগরসংকীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদি হয়। এস্থান হইতে পুনরায় টাঙ্গাইলে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমন কালে আলিসাকান্দা নামক স্থানে এক বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি হয়। তৎপরে বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে তাঁহার নিজের বাড়ী যান। তথায় অবস্থিতিকালে নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাদি হয়। একদিন মৈসামুড়া নামক গ্রামে কয়েকটী বন্ধুর সহিত উপাসনাদি করেন। আর একদিন মির্জ্জাপুর নামক গ্রামে হরিসভাতে বক্তৃতা করেন। তৎপরে সিরাজগঞ্জে যাইয়া তথাকার সমাজে উপাসনা, উপদেশ, ও আলোচনা করেন এবং দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন এবং ইহার নিকটবর্ত্তী মছিমপুর চটের কলের কর্ম্মচারী ভদ্র লোকদিগের গৃহে উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। তৎপরে তথা হইতে পাবনা যাইবার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু ঝড় বৃষ্টির জন্য তথায় যাইতে না পারিয়া কুষ্টীয়ায় উপস্থিত হন। সেখান হইতে বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসেন। এখান হইতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যস্থান উত্তর বাঙ্গালায় গিয়াছেন। তাঁহার এবার উড়িষ্যায় যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সময় অল্প থাকাতে তিনি সে দিকে যাইতে পারিতেছেন না, আসামের স্থানে স্থানে যাইবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—ইনি ফরিদপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া উপাসনা, উপদেশ, আলোচনা, ও বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। মধ্যে বর্ষা অধিক হওয়াতে তিনি এখানে ফিরিয়া আসেন এবং পরে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া আবার ফরিদপুরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—বিগত ৫ই জুলাই তারিখে ইনি Devizes নামক স্থানে "The BrahmoSomaj Movement in India; principally in its Social Aspects" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। মধ্যে ইনি বিলাতপ্রবাসী ভারতবাসীদিগকে এক সভায় আহ্বান করিয়া "Child Marriage, and what the Brahmo Somaj has done for its Abolition" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। পরে Brixton নামক স্থানে Rev. Mr. Ainsworth সাহেবের উপাসক মণ্ডলীতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক ভারতহিতৈষী বন্ধু ও ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতেছেন। সম্প্রতি ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়নে ব্যস্ত আছেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিস্থানে গিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—কার্য্য নির্ব্বাহক সভা পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ইঁহার কার্য্য স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন, এ জন্য ইনি প্রধানতঃ ঢাকায় থাকিয়া কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছেন। একবার ময়মনসিংহ শাখা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়াছিলেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—বাগুড়ী, কুলবেড়িয়া, শঙ্করপুর ও বাঘআঁচড়া এই চারি গ্রামে, চারিটী ব্রাহ্ম সমাজ ও চারিটী ব্রাহ্মিকা সমাজে নিয়মিত উপাসনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মদিগের সমাজে প্রাতে ও ব্রাহ্মিকাদিগের সমাজে বৈকালে অথবা সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিয়াছেন। সপ্তাহের অন্যান্য দিন প্রাতে ব্রাহ্মদিগের গৃহে এবং সন্ধ্যার সময় বাঘআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকে লইয়া উপাসনা করিয়াছেন। উপাসনায় সকলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন সেরূপ চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তথাকার ব্রাহ্মদিগের সহিত আলাপাদি হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা গতিকে ধর্ম্মালাপ ব্যতীত ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে সকল দোষ দৃষ্ট হয়, তাহাই দূর করিবার জন্য তদ্বিষয়ক আলাপাদিই

অধিক হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের অসদ্ভাব দূর করিবার চেষ্টাও করা হইয়াছে এবং কোন কোন ব্যক্তির কিছু কিছু উপকারও হইয়াছে। বৈষয়িক গোলযোগও কিছু কিছু দূর করিবার চেষ্টা করিয়া অল্পাধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান গুলি সম্পন্ন করিয়াছেন;—

১।৭।৮৮ দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ব্রাহ্মদিগের, তৎপরে বালক বালিকাদিগের উৎসব হয়, তৎপরে সামাজিক বিষয়ের উন্নতি বিষয়ক আলাপ ও নির্দ্ধারণ। সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন উপাসনা ও উপদেশ হয়।

৬।৭।৮৮ বাগুড়ীর পরলোকগত বাবু মতিলাল মল্লিকের কন্যা কুমারী জলদবরণীর সহিত বাঘআঁচড়ার বাবু শশিভূষণ মল্লিকের ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ। এই বিবাহের একদিন পূর্ব্বে ও একদিন পরে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় উপাসনা।

১১।৭।৮৮ কুলবেড়িয়ায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়।

১৩।৭।৮৮ শঙ্করপুরে ঐ ঐ ঐ

১৪।৭।৮৮ বাগুড়ীতে ঐ ঐ ঐ

১৮।৭।৮৮ একটী ব্রাহ্মপরিবারের বিবাদ মিটাইবার নিমিত্ত ঝিকরগাছি সব্ রেজিষ্টারের নিকট যাইয়া একটী বিষয়ে কার্য্যের মীমাংসার সহায়তা করেন। তথায় একদিন থাকিয়া পারিবারিক উপাসনা করেন।

২৪।৭।৮৮ বাঘআঁচড়ার বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিকের পরলোকগত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপাসনা করেন।

২৬।৭।৮৮ বাঘআঁচড়ার বাবু রাধানাথ মল্লিকের পরলোকগত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপাসনা করেন।

২৭।৭।৮৮ শঙ্করপুরের যদুনাথ মল্লিকের পরলোকগতা মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপাসনা করেন।

১।৮।৮৮ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে একটী ইং বাং স্কুল খোলা হয়। এ দিন কেবল তিনি নিজে ভগবানের কৃপা নির্জ্জনে ভিক্ষা পূর্ব্বক এই কার্য্য আরম্ভ করেন, স্থানের বন্দোবস্ত পরে হয়।

১২।৮।৮৮ কুলবেড়ীয়ার বাবু তিনকড়ি মল্লিকের পরলোকগতা পিতৃস্বসার আদ্যশ্রাদ্ধে উপাসনা করেন।

১৬।৮।৮৮ শঙ্করপুরের বাবু মৃত্যুঞ্জয় মল্লিকের বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপাসনা করেন।

১।৯।৮৮ বাঘআঁচড়ার বাবু ভগবতীচরণ মল্লিকের শিশু সন্তানের পরলোক হয়, সেই উপলক্ষে তাঁহার গৃহে বিশেষ উপাসনা করেন।

৬।৯।৮৮ শঙ্করপুরের পরলোকগত চাঁদমোহন মল্লিকের বার্ষিক মাতৃ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপাসনা করেন।

১৮।৯।৮৮ বাঘআঁচড়ার বাবু কুড়নচন্দ্র মল্লিকের ১ম কন্যা কুমারী প্রভাতীর পীড়াশান্তি উপলক্ষে, উপাসনা করেন।

এতদ্ব্যতীত স্কুল হওয়া অবধি পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত সমস্ত দিবস ইংরাজী অধ্যাপনা ও স্কুল সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন;—

৭ই আষাঢ়, খৈপাড়া গ্রামে, 'ব্রহ্মকৃপা ও ব্রহ্মদর্শন' বিষয়ে আলোচনা।

৮ই হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনা।

এই সময়ে মাসাবধি কাল ইহাঁকে বাতরোগে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। গৃহে সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথাবার্ত্তা ভিন্ন অন্য কোন রূপ প্রচার কার্য্য হয় নাই।

৮ই শ্রাবণ, বংশবাটী ব্রাহ্মমন্দিরে, উপাসনা, এবং 'ব্যাকুলতা' বিষয়ে উপদেশ।

১১ই তারিখে ঐ স্থানে "বিষয়ভোগ ও বিষয় বাসনার সহিত সংগ্রাম" বিষয়ে আলোচনা।

১৫ই তারিখে ঐ স্থানে ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য।

১৮ই তারিখে ঐ স্থানে "দৈব ও পুরুষকার" বিষয়ে আলোচনা।

১৯এ তারিখে ঐ স্থানে "নিষ্কামধর্ম্ম" বিষয়ে আলোচনা।

২২এ তারিখে ঐ স্থানে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও ঈশার একটি উপদেশবাক্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ।

২৮এ তারিখে কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, গার্‌ফিল্ডের জীবনী সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

২৯এ তারিখে ঐ স্থানে উপাসনা এবং "প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য" বিষয়ে উপদেশ।

১লা ভাদ্র বংশবাটী গ্রামে "আধ্যাত্মিক উন্নতির সহজ উপায় কি?" এবং "সামাজিক উপাসনায় উপকার কি?" এই দুটি বিষয়ের আলোচনা।

২রা ভাদ্র বাঁশবেড়িয়া গড় বাটীতে উপাসনা, সঙ্গীত ও একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকার ব্যাখ্যা।

৩রা ভাদ্র বংশবাটী গ্রামে, পৌত্তলিকতা বিষয়ে আলোচনা।

৪ঠা ভাদ্র বংশবাটী গ্রামে ছাত্র সভার সভাপতির কার্য্য এবং "বিলাস প্রিয়তা" বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা।

৮ই তারিখে ঐ স্থানে অবতারবাদ বিষয়ে আলোচনা।

১০ই তারিখে ঐ স্থানে পরমেশ্বরের ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্য এবং অনন্ত নরক বিষয়ে আলোচনা।

১১ই তারিখে ঐ স্থানে ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা ও "বিশ্বাস" বিষয়ে উপদেশ।

১৮ই রবিবার বাঁশবেড়িয়া ছাত্র সমাজে সভা পতির কার্য্য এবং "উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের বলাধিক্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা।

২৫এ তারিখে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা। এবং "ব্যাকুলতা" বিষয়ে উপদেশ।

২৭এ তারিখে ঐ স্থানে সমাজে "ধর্ম্মের খোসা ও শাঁস" সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

২৯এ তারিখে ঢাকানগরে কোনও ভদ্র লোকের বাটীতে উপাসনা।

১লা আশ্বিন রবিবার পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা এবং "আধ্যাত্মিক উন্নতি" বিষয়ে উপদেশ।

৩রা আশ্বিন, মঙ্গলবার, সাধন বিষয়ে আলোচনা।

৪ঠা "কোন শাস্ত্র মানিব?" এই বিষয়ে সমাজ গৃহে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

৫ই কোন ভদ্র লোকের বাটীতে উপাসনা।

৭ই সমাজগৃহে "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

৮ই প্রাতে গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা; সন্ধ্যার পর সমাজে উপাসনা ও উপদেশ।

১০ই "ধর্ম্মবল বৃদ্ধি" বিষয়ে আলোচনা।

১১ই "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল—নেলফামারি, ঢাকা।

স্থায়ী প্রচারফণ্ড—এই ফণ্ডে এখন ২০১৬৷৫ টাকা আছে।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—এই সভায় নিম্নলিখিত সভাগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। (৫ই শ্রাবণ) বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; বিষয়, "ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মপরিবার"। (২৬এ শ্রাবণ) বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়; বিষয়, "গার্হস্থ্য জীবন গঠন"। ১৫ই ভাদ্র বাবু বিপিনচন্দ্র পাল; বিষয়, "ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুভাব"। (১৯এ ভাদ্র) বাবু হীরালাল হালদার; বিষয়, "ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুপ্রতিক্রিয়ার ভাব"।

পুস্তকালয়—ইহা সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। সহকারী সম্পাদকের হস্তেই এখন ইহার ভার রহিয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—ইহার কার্য্য যথানিয়মে চলিতেছে। যাঁহারা ইহার শিক্ষকতার ভার লইয়াছিলেন, বিশেষ উৎসাহের সহিত তাঁহারা শিক্ষা দান করিতেছেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর ৪৫ জন নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছেন, কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছে। সম্প্রতি উচ্চতর শ্রেণীতে (Senior Class) ৩১ জন, মধ্যম শ্রেণীতে (Junior Class) ৩২ জন ও নিম্ন শ্রেণীতে (Primary Class) ১৩ জন ছাত্র (ছাত্রী সমেত) আছেন।

তত্ত্ববিদ্যা সভা—বিগত ২১এ সেপ্টেম্বর তারিখে ডাঃ পি, কে, রায় "ধর্ম্ম ও দর্শন" বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে। মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়।

নূতন সমাজ—আমাদের প্রচারক বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহে বাঘআঁচড়ার নিকটস্থ কুলবেড়িয়া, শঙ্করপুর ও বাগুড়ীতে ৩টি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিয়াছি যে এই তিন মাসের মধ্যে ৭টী নামকরণ ও জাতকর্ম্ম ও ২টী আদ্যশ্রাদ্ধ ও ২টী বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

সিটী কলেজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাত গমন করাতে তাঁহার স্থানে বাবু ছকড়ি ঘোষ মহাশয় সিটী কলেজ কাউনসিলের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

মৃত্যু—বিগত বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য আমাদের বন্ধু বাবু আশুতোষ বসু মহাশয় কার্য্য উপলক্ষে ব্রহ্ম দেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বিসূচিকা রোগে গত জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উৎসাহেই সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উন্নতি হয়। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের অনেক দিনের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন উৎসাহী ও কার্য্যক্ষম লোক হারাইয়াছি।

উপাসকমণ্ডলী—এই তিন মাস উপাসকমণ্ডলীর নিয়মিত সামাজিক উপাসনা যথা নিয়মে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপরই সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিবার বিশেষ ভার অর্পিত আছে এবং এই তিন মাসের অধিকাংশ সময় তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মন্দিরে প্রতি রবিবার প্রাতে উপাসনা ও অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনা এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সঙ্গতের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসালয়ে উপাসনা ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসে 'সাথী' ও 'ফুলের মালা' নামক দুই খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মসংগীত ১ম ভাগের ৫ম সংস্করণ হইতেছে।

ছাত্র সমাজ—গ্রীষ্মাবকাশের পরে ছাত্র সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করিয়াছেন—(১৬ই জুন) বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র; বিষয়, "ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য"; (৭ই জুলাই) বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র; বিষয়, "সেণ্ট অগষ্টাইন"; (১৪ই জুলাই) বাবু সীতানাথ দত্ত; বিষয়, "প্রকৃত বিশ্বাস"; (২১এ জুলাই) বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র; বিষয়, "জীবন্ত মানুষ"; (২৮এ জুলাই) বাবু সীতানাথ দত্ত; বিষয়, "পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণ ধর্ম্ম"; (৪ঠা আগষ্ট) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; বিষয়, "গারফিল্ড"; (১৮ই আগষ্ট) বাবু কালীশঙ্কর সুকুল; বিষয়, "বিশ্বাসী মানব"; (২৫এ আগষ্ট) বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র; বিষয়, "আমাদের অধঃপতনের কারণ"; (১লা সেপ্টেম্বর) বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র; বিষয়, "জীবনের 'প্রধান সম্বন্ধ'"; (৮ই সেপ্টেম্বর) বাবু কালীশঙ্কর সুকুল; বিষয়, "বড় বড় কথা"; (১৫ই সেপ্টেম্বর) বাবু বিপিনচন্দ্র পাল; বিষয়, "জীবনের প্রধান সম্পাদ্য"; (২২এ সেপ্টেম্বর) বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র; বিষয়, "প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি"। ছাত্র সমাজের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ১৮৫ জন, ইহার মধ্যে ৭জন মহিলা আছেন।

তৃতীয় ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৩৩৫৷৷০	প্রচার ব্যয়	৫১৬৶০
বার্ষিক	৩০২৲	কর্ম্মচারীর বেতন	১৬০/১৫
মাসিক	৩৩৲	ডাকমাসুল	৪৸১০
এককালীন	৷৷০	কমিশন দাম	১৷০

প্রচার ফণ্ড		২৬৪৸/৫	পাথেয় হিঃ	২৪৲
বার্ষিক	১৯৲		মুদ্রাঙ্কণ	৬৯৲
মাসিক	২০২৷০		প্রচারক গৃহের ব্যয়	৩২৭॥১৫
এককালীন	৪১৷৵০		বিবিধ ব্যয়	৮৶১০
প্রাপ্ত চাউ-			সিটি কলেজে ছাত্রদের	
লের মূল্য	২৶৫		বেতন দান	১০৬॥০
প্রচারক গৃহ হিঃ		৩৮৯॥/০		
ভাড়া	৮১৲			১১১৭৸/১০
জমি বিক্রয়ের			হাওলাত শোধ	৫৯৲
টাকা হইতে				
গৃহীত	৩০৮॥/০			১২৭৬৸/১
কর্ম্মচারীর বেতন			স্থিত	২১৭॥/১
প্রাপ্ত (তত্ত্বকৌমুদী				
ও পুস্তকের ফণ্ড				১৪৯৪৷৶৫
হইতে)	৬০৲			
শুভকর্ম্মের দান প্রাপ্ত	৩৪৲			
কমিশন প্রাপ্ত	/০			
বিবিধ হিঃ প্রাপ্ত	১০৲১০			
পাথেয় প্রাপ্ত	২৲			
পরলোকগতা সরলা				
মহলানবিশের ফণ্ড	৫৲			
সিটি কলেজ হইতে				
দরিদ্র ব্রাহ্মছাত্রদিগের বেতন				
দিবার জন্য প্রাপ্ত	১০৬॥০			
	১১১০৶১			
হাওলাত	৮৩৲			
গচ্ছিত	৬৷১০			
	১২৯৯৸৫			
পূর্ব্বের স্থিত	১৯৪॥৶০			
	১৪৯৪৷৶৫			

তত্ত্ব-কৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	৩১৪৲৫	ডাকমাশুল	৪৪৵৫
নগদ বিক্রয়	৵০	বিবিধ হিঃ	১০৵০
সুদ	৫॥/১০	কাগজ	৪১০
		কমিশন	২৲
	৩১৯॥৶১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	
পূর্ব্বের স্থিত	১১৮৭/০	(আগষ্ট পর্য্যন্ত)	৩৩৲
		মুদ্রাঙ্কণ	৮১৲
	১৫০৬৸১৫		
			২১১৸৫
		স্থিত	১২৯৫৲১০
			১৫০৬৸১৫

পুস্তক ফণ্ড।

আয়		ব্যয়	
বাকী মূল্য আদায়	১৬৭৶০	কর্ম্মচারীর বেতন	২১৲
নগদ বিক্রয়	১১৬৵১৫	কাগজ	১৯০৷৵১৫
সমাজের ৮২৸/১০		ডাকমাশুল	/১০
অপরের ৩৩॥/৫		পুস্তকের ডাকমাশুল	৫৸০
পুস্তকের ডাকমাশুল	২৷৶০	বিবিধ হিঃ	৫৲১১
কমিশন	২২৷৶১৫	কমিশন	৩৬॥/৫
		অপরের পুস্তকের	
	৩০৮॥১০	মূল্য শোধ	১১৮৸৶০
গচ্ছিত	॥/১০	পুস্তক বাঁধাই	২০৲
	৩০৯৵০		৩৯৭৸/০
পূর্ব্বের স্থিত	২২৯৯৷১৫	গচ্ছিত শোধ	৵১০
	২৬০৮৷৵১৫		৩৯৭৸৶১০
			২২১০৷৶৫
			২৬০৮৷৵১৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	৪৪৩৶০	ডাকমাশুল	১৪০৲৫
বিজ্ঞাপন হিঃ	২৯৲	বিবিধ হিঃ	১৪৷/১৫
দান (মিঃ বজরং		কাগজ	১০৩৵০
বিহারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঘড়ি		মুদ্রাঙ্কণ	১১৮৲
বিক্রয় দঃ)	২৫৲	কর্ম্মচারীর বেতন	[illegible]৮॥০
নগদ বিক্রয়	/১০	কমিশন	১৲
	৪৯৭৸১০		৪৩৫৲
পূর্ব্বের স্থিত	১৬৯৸৶০	স্থিত	২৩২৷৶১০
	৬৬৭॥৶১০		৬৬৭॥৶১০

মেসেঞ্জারের দেনার জায়
মেসেঞ্জার প্রথম বাহির
হইবার সময়ঃ—

পুস্তক ফণ্ড হইতে	৪০৭॥০
তত্ত্বকৌমুদী হইতে	১৭০৲
বিল্‌ডিং ফণ্ড হইতে	২৫০৲
	৮২৭॥০
পরে পুস্তকফণ্ড হইতে	২২৪৲
প্রেস্ (মুদ্রাঙ্কণ বাবত)	৮৩৮৲
	১৮৮৯॥০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ই জানুয়ারি ১৮৮৯ সোমবার দিবস বেলা ৫টার সময় সিটী কলেজ ভবনে অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংশোধিত নিয়মাবলীর ৩য় নিয়মের (গ) অংশের পুনর্বিবেচনা। (১৬ই আশ্বিনের তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশিত।)

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৯

শ্রীশশীভূষণ বসু
সহঃ সম্পাদক।

আগামী ৭ই জানুয়ারি ১৮৮৯ সোমবার দিবস বেলা ৫॥টার সময়ে সিটী কলেজ গৃহে অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ও আয়ব্যয় হিসাব।

২। ভোট গণনাকারী-সবকমিটি।

৩। সভ্য মনোনয়ন।

৪। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয় } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ } সম্পাদক।

আগামী ১২ই জানুয়ারি শনিবার তারিখে বেলা ৫টার সময় সিটী কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলীর আলোচনা। (১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত)

উক্ত নিয়মাবলী সকল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে।

বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল ও হরকিশোর বিশ্বাস প্রস্তাব করিবেন,—৩য় নিয়মের (গ) অংশের স্থানে "পৌত্তলিকাতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে সমুদয় গার্হস্থ অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।" এইরূপ হওয়া উচিত। বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রস্তাব করিবেন,—ঐ নিয়মের ঐ অংশের পূর্ব্বে "জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া" এই কথাগুলি যোগকরা হউক এবং যে যে স্থানে "হওয়া উচিত" আছে সেই স্থানে "হওয়া আবশ্যক" হউক।

বাবু বানীকান্ত রায়চৌধুরী ও বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিবেন, ২য় নিয়মের ৬ষ্ঠ পংক্তি "স্বীকার করেন না" ইহার পর "এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করেন" এই কথাগুলি যুক্ত হইবে। ৩য় নিয়মের ক, খ, গ ও ঘ শেষে "উচিত" উঠিয়া গেলে ভাল হয়।

৫র্থ নিয়ম পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। সভ্য নিয়োগ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হস্তে থাকা ভাল নয়।

ঐ নিয়মের ২য় প্যারার ১ম লাইনে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভা" স্থানে "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" হইবে।

৫ম নিয়মের ৫ম পংক্তিতে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বা" উঠিয়া যাইবে।

৬ষ্ঠ নিয়ম যেমন ছিল তাহাই থাকা উচিত।

৮ম নিয়মের ১১, ১৪, ও ১৫ পংক্তিতে "পারিবেন" উঠিয়া যাইবে এবং ১৫ পংক্তির "রহিত করিতে" কথার পর "অধ্যক্ষ সভাকে অনুরোধ করিবেন" এই কথাগুলি বসিবে। ১৬ পক্তির "এরূপ স্থল......জানাইবেন" পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে। তাহার স্থলে "এরূপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবেক" এই কথা বসিবে।

৯ম নিয়মের ৩য় পংক্তিতে "তাঁহাদের স্থানে "সমাজের" এই কথা বসিবে। কিন্তু তাঁহার নাম" ইত্যাদি শেষ অংশ পরিত্যক্ত হইবে।

২২শ নিয়মের ৫ম পংক্তিতে "২৫" স্থানে "২২" হইবে এবং ৬ষ্ঠ পংক্তির "কোন বিশেষ কারণ" ইত্যাদি সমস্ত উঠিয়া যাইবে।

৪১শ নিয়মের ৫ পক্তির "দ্বিতীয়" স্থানে "তৃতীয়" হইবে। "যদি কোন প্রস্তাব" ইত্যাদি ২য় প্যারার উঠিয়া যাইবে।

Bábu Bipin Behary Bose of Lucknow will propose.

(1) That the designation "President of the S. B. Samaj" be abolished and it should be replaced by the words "Chairman of the Committee."

(2) That a distinct function be given to the existing General Committee and its name be changed into the "General Committee of Elders." All persons, Brahmos, can be members of it, who are 30 years old or upwards and the ordained missionaries would be ex-officio members of it. The members may be limited to 40 or so. The distinct function of it would be to decide all questions of discipline, spiritual and moral, and to prescribe all ceremonial forms. It will be the chief director of the Samaj in matters social. Other matters connected with the above will be at the disposal of the Committee. Any decision of the Committee of the exofficio cannot be set aside unless there is a majority of 2 3rds in the General meeting of the Semaj.

(3) The Samaj will formulate its creed i.e., its articles of faith and the Committee of Elders will have nothing to do with it and its worldly business &c.

(4) The Executive Committee will be recruited equally from the Committee of Elders and from general members at the Annual Meeting—half the members allotted to each.

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয় } শ্রীশশীভূষণ বসু
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ } সহঃ সম্পাদক।

আগামী ২১শে জানুয়ারি ১৮৮৯ সোমবার বেলা ৬টার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ১১শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১ বার্ষিক রিপোর্ট।

২ সভাপতির বক্তৃতা।

৩ কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৪ অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।

৫ সভ্য মনোনয়ন।

৬। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয় } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ } সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগের জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ ভোটিং পত্র সভ্যগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যে সকল সভ্য তাহা পান নাই তাঁহারা আবেদন করিলে আমার নিকট হইতে পাইবেন। আগামী ৬ই জানুয়ারির পর আর ভোটিং পত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয় } শ্রীশশীভূষণ বসু
১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ } সহঃ সম্পাদক।

১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা পৌষ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিকপত্রিকা

১১ ভাগ। ১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ শনিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে পবিত্র, প্রেমাস্পদ, হৃদয়ের স্বামী!
ঘরে ঘরে কর তব রাজত্ব বিস্তার;
প্রাণের অভাব যাবে, ধনী হ'ব আমি,
প্রত্যেক হৃদয় হবে যে দিন তোমার।

সকলে তোমার নয়—ভাবিতে আমার,
অন্তরে সহস্র শেল বিদ্ধ যেন হয়;
পৃথ্বীময় তব পূজা কর না প্রচার,
প্রকাশ প্রভাব, দাও আত্মপরিচয়।

যথা চাহি, তোমা তরে ব্যস্ত কেহ নয়,
ধনরত্ন লাভে কিন্তু আগ্রহ কেমন!
কৃপানলে দ্রব কর সবার হৃদয়,
গলায়ে তুষার হৃদি কর হে নূতন।

—মাদাম গেঁও।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ধর্ম্মের পূর্ণতা;—প্রকৃত ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ হইলে, যে জীবনের সকল বিভাগে দৃষ্টি পড়ে তাহার প্রমাণ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে পাওয়া যায়। "খৃষ্টীয়ান লাইফ" বলেন যে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার সভ্যতার উন্নতি হয়। সম্প্রতি প্রচারকদিগের এক সমিতিতে রেবরেণ্ড উইটিণ্ড খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া ঐ কথা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ পদার্পণ করা অবধি আফ্রিকা দেশের বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। প্রচারক মেঃ সা দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম বিভাগে একখানি লাঙ্গল লইয়া যান এবং একজন উক্ত দেশীয় খৃষ্টীয়ানের ভূমিতে উহা ব্যবহার করিতে অনুমতি পান। ঐ কথা উক্ত দেশস্থ রাজার কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি দলবল লইয়া লাঙ্গলরূপ বিচিত্রকলের কার্য্য দেখিতে আসেন। উহারা এতদূর অসভ্য ও যন্ত্র প্রয়োগে অনভিজ্ঞ যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া মাঠের নিকটে আসিতে কাহারও সাহস হইল না, সকলেরই ভয় পাছে ঐ বিচিত্র কলে সকলের প্রাণ নষ্ট হয়। কিন্তু শেষে এই ফল হইল যে সকলেই লাঙ্গল ব্যবহার করিতে লাগিল। দেশও সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিল। আর একটী আশ্চর্য্য ফল হইল যে, তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বে পুরুষের দাসী ছিল, এ সমাজে তাহাদের যে স্থান অধিকার করা উচিত এখন তাহারা সেই স্থান অধিকার করিতে লাগিল। বাস্তবিক কথা ধর্ম্মপরায়ণ লোকের নানা দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমি সুসভ্য হইয়া থাকিব আর আমার সহস্র সহস্র ভ্রাতা অসভ্য হইয়া থাকিবে ইহা কিরূপে প্রাণে সহিবে? এই জন্য আমরা অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচারের আবশ্যকতা সমর্থন করি; এই জন্য আমরা ব্রাহ্মের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করি। দেশের লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, আমি ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া উপাসনা করিব? আপনার ভাবনা ভাবিতে পারি না—আপনার ভার বহিতে পারি না সত্য, কিন্তু কি করিব, উপাস্য দেবতার আদেশে, উপাস্য দেবতার প্রীত্যর্থে প্রাণপণে অন্যের ভার বহিতে আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে।

শাস্ত্র ভক্তি;—পূর্ব্ব কালের লোকের জীবনে যে শাস্ত্র ভক্তি লক্ষিত হইত, বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিগত ভাবের অস্বাভাবিক বিকাশ বশতঃ সে ভক্তির ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। লোকে সমালোচনার খড়্গ তুলিয়া বসিয়া আছে, কুসংস্কার মিশ্রিত শাস্ত্র আসিবে, কি অমনি তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিবে। এতকাল ধরিয়া লোকে যে অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ মানিয়া আসিতেছিল, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে শাস্ত্র প্রমাণ ছিল, শাস্ত্র পূজা হইত, এখন শাস্ত্র প্রমাণ বা পূজা হওয়া দূরে থাকুক উহার আংশিক উপকারিতাও অনেকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যদিও মানি যে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা শাস্ত্র চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু ইহা অবশ্য আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে শাস্ত্র চর্চ্চায় আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের যেরূপ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা ছিল, এখন

তাহার কিছুই দেখা যায় না। শাস্ত্রসকল জাতীয় ধর্ম্ম ভাবের বিকাশ। যিনি ইতিহাসে ঈশ্বরের হস্ত মানেন, জাতীয় ধর্ম্মভাব বিকাশক শাস্ত্রে তিনি অবশ্য ঈশ্বরের অঙ্গুলি সঙ্কেত দেখিতে পান, শাস্ত্রকে তিনি কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারেন না। শাস্ত্রে অসত্য ও কুসংস্কার আছে বলিয়া যে সেই অসত্য ও কুসংস্কারকে সম্মান করিতে হইবে এমন কথা বলিতেছি না। অসত্য ও কুসংস্কার শাস্ত্রেই হউক আর যেখানেই হউক পাইলেই বিনাশ করিতে হইবে। সে সম্বন্ধে সমালোচকের পদবী অবলম্বন করাই ঠিক; কিন্তু সমালোচনা দ্বারা কুসংস্কার ও অসত্যরূপ কণ্টকের উচ্ছেদ করিতে গিয়া সাবধান হইতে হইবে যেন জীবনপ্রদ সত্যতরু উন্মুলিত না হয়। শাস্ত্র অধ্যয়নে অন্ধ গোঁড়ামি আনিলে চলিবে না, বিনীত শিষ্যভাব ও সত্যানুসন্ধান স্পৃহাদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। অধ্যাপক ম্যাকনেয়ার "বাইবেলকে ছাত্রদিগের কি ভাবে দেখা উচিত" এই সম্বন্ধে কিছুদিন হইল এক বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "অন্ধ পক্ষপাত লইয়া আমরা শাস্ত্রের নিকট যাইব না। নিরপেক্ষ অধ্যয়নের উপর আমাদের সিদ্ধান্ত সকল সংস্থাপিত হওয়া চাই। বাইবেল না পড়িয়াই অনেকে বাইবেল সম্বন্ধে একদেশদর্শী মত পোষণ করেন, কিন্তু উক্ত পুস্তকের প্রত্যেক অংশের গুণাগুণ স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা আবশ্যক। অভ্রান্তবাদ ও প্রত্যাদেশ দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ, একটী না থাকিলেও আর একটী অনায়াসে থাকিতে পারে। ঈশ্বরানুপ্রাণন বা প্রত্যাদেশের ন্যূনাধিক্য হইতে পারে, কিন্তু অভ্রান্তবাদের ন্যূনাধিক্য অসম্ভব। যাহা অভ্রান্ত তাহা অল্প বা অধিক অভ্রান্ত এরূপ বলা যায় না। যদি কোন পুস্তক অভ্রান্ত থাকে, তবে তাহা ইউক্লিডের জ্যামিতি। মেঃ স্পার্জিয়ন অভ্রান্তবাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কেবল তাঁহার গোঁড়ামি প্রকাশ পাইয়াছে।" অধ্যাপক তাঁহার বক্তৃতায় আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে "নীতির জন্য বাইবেল পড়িতে হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাইবেলের সকল স্থানের নীতি সমান নহে এবং সমানরূপে ঐশ্বরিকভাবদ্বারা প্রণোদিত নহে। নূতন ও পুরাতন টেষ্টমেণ্টের নীতিতে স্পষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। দুই প্রকার নীতিই কি একচক্ষে দেখিতে হইবে? কোন্ নীতি খাটে, কোন্ নীতি খাটে না, ইহা স্থির করিতে গিয়া কি সকলে বাইবেলের নীতির এক প্রকার বিচার করেন না? যাঁহারা বাইবেল আদ্যোপান্ত ঈশ্বরানুপ্রাণিত বলিয়া মানেন, তাঁহারাও বাইবেলের নীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে স্বীকার করেন। বাইবেলের নীতি সকল স্থলে সমান ইহা ভয়ানক কথা। ক্রমবিকাশ মানিলে, ঈশার নীতিই বাইবেলের নীতি বলিয়া মানা কর্ত্তব্য।"

জাপানে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি;—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের ইয়োকোহামা ও টোকিওতে পাঁচটী বালিকা বিদ্যালয় ছিল, এখন ঐ দুই স্থানে ত্রিশটীর অধিক বিদ্যালয় হইয়াছে, এবং স্থানীয় লোকেরা সকল বিদ্যালয়েরই সাহায্য করিতেছেন। আমাদের দেশে কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি আশানুরূপ হইতেছে না। খৃষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রচার সমিতি সকল অন্তঃপুরে প্রচার করিয়া আশানুরূপ ফল পাইতেছেন না। আমরা যদি ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, তাহা হইলে আমরা ঈশ্বর প্রসাদে অনেক পরিমাণে কি কৃতকার্য্য হইতে পারি না?

করদ ও মিত্ররাজ্যে শিক্ষা—ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের খরচ কমাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন, কিন্তু করদ ও মিত্ররাজ্যের রাজপুরুষগণ ভারত গবর্ণমেণ্টের কুদৃষ্টান্ত অনুকরণ না করিয়া শিক্ষার অর্থ সাহায্যের বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। মহীসুর গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছেন, ফলও হাতে হাতে ফলিয়াছে। গত দুই বৎসরের মধ্যে উক্ত রাজ্যে শিক্ষার্থীনের সংখ্যা শতকরা বিশ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেওয়ান বাহাদুরের ইচ্ছা যে দূরস্থিত পল্লীর লোকদিগের মধ্যেও শিক্ষার আলোক বিস্তৃত হয়। ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানেরা বলিয়াছেন যে শিক্ষিত লোকেরা অত্যল্প সংখ্যক তাহাদিগকে অশিক্ষিত বহুসংখ্যক ভারতবাসীদিগের প্রতিনিধি কিরূপে বলিতে পারি? তাঁহাদিগের অভাবকে সমুদায় অশিক্ষিত ভারতবাসীর অভাব বলিয়া কিরূপে গণ্য করিতে পারি? তাঁহাদিগের অভাব মোচন করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে ইহাদ্বারা অশিক্ষিত ভারতবাসীদিগের অনিষ্ট না হয়। মান্দ্রাজের ব্যারিষ্টর মেঃ নর্টন এই কথার সদুত্তর দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, যে শিক্ষিত লোকেরা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও রাজপুরুষদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক, তাঁহারা যদি অশিক্ষিত লোকদিগের প্রতিনিধি না হইতে পারেন, তবে জন পাঁচছয় রাজপুরুষ কিরূপে তাহাদের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন? দেশীয় অশিক্ষিত লোকদিগের হিতাহিতের ভার দেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের হস্তে, না মুষ্টিমেয় সহানুভূতিশূন্য বৈদেশিক সরকারী কর্ম্মচারীদের হস্তে রাখিলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা? নর্টন সাহেবের উত্তর সাংঘাতিক হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে শিক্ষিত লোকদিগের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই কঙ্গ্রেসের প্রার্থনার গুরুত্ব রাজপুরুষেরা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। রাজনৈতিক উন্নতি লাভের জন্য সাধারণ লোকদিগের মধ্যে আরও বহুল পরিমাণে জ্ঞান-প্রচার হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া শিখিবার বিধি অর্থাৎ Compulsory Education যতদিন না প্রচলিত হয় ততদিন আশানুরূপ ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যতদিন তাহা না হয় ততদিন দেশস্থ সমস্ত সমিতির ও আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য যে আমরা সাধ্যমত শিক্ষাক্ষেত্র বিস্তৃত করি। আমাদের চেষ্টায় সম্পূর্ণ ফল না হউক, অনেক দূর হইতে পারে। অন্ততঃ আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা জন্মাইতে পারি।

মাঘোৎসব।—মাঘোৎসব আগত প্রায়। আমরা আমাদের পাঠকদিগকে বিনীত ভাবে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবার আবশ্যকতা স্মরণ করাইয়া দিতেছি! বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, উৎসবের পর উৎসব বহিয়া যাইতেছে, অথচ জীবন যাহা ছিল তাহাই আছে, অথবা বিশেষ কোনও উন্নতি হইতেছে না ইহা বড় গুরুতর ও শোচনীয় কথা। ইহাতে কেবল এই বুঝায় যে আমার জীবন নাই। মৃত ব্যক্তির উপরে উৎসবই আসুক আর বিশেষ কৃপাই বর্ষিত হউক, কোনও ফলই ফলে না। আমাদের স্মরণ করা উচিত যে দান গ্রহণ করা সম্বন্ধেও অধিকার ভেদ আছে। আমরা সবাই দুঃখী বটে কিন্তু সকলেরই ভিক্ষা লইবার অধিকার আছে কি না সন্দেহ। ভিক্ষা-লব্ধ ধন, যিনি রক্ষা করিতে অসমর্থ বা অপ্রস্তুত, ভিক্ষায় তাঁহার অধিকার নাই। যিনি রাখিতে পারেন না, তিনি পাইয়া কি করিবেন? বৃথা ঈশ্বরের নাম লইলে নামাপরাধ হয়, ঈশ্বরের দান পাইয়া সদ্ব্যবহার না করিলে দানাপরাধ হয়। উৎসব সুখের সময় বটে, কিন্তু উৎসবের সুখ-সমুদ্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে দায়িত্ব বোধ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। গত মাঘোৎসবের পর যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে সকল প্রতিজ্ঞার কয়টী পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছি? আবার এই অনুতাপদগ্ধ লজ্জিত প্রাণ লইয়া নূতন উৎসবে যোগ দিতে উদ্যত হইয়াছি। এবার যেন দেবতার দিকে চাহিয়া আমরা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারি যে উৎসবের পর আমাদের জীবন নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। নূতন প্রতিজ্ঞা ও নূতন ব্রত গ্রহণ করিবার শুভ সময় উপস্থিত; যিনি সুচতুর সাধক আশাকরি তিনি এখন অলস ও নিষ্ক্রিয় থাকিবেন না।

"ব্রহ্মসেনা"—নামক একখানি পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুস্তিকার ভূমিকাতে লিখিত আছে যে বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া আমাদের কয়েকটী ভ্রাতা ব্রহ্মসেনা নামে একটী মণ্ডলী সংস্থাপন করিয়াছেন। মণ্ডলীর উদ্দেশ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। মণ্ডলী কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন, পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত নিয়ম পাঠে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

১। ব্রহ্মসেনা বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার অর্দ্ধঘণ্টা করিয়া উপাসনা করিবেন।

২। ব্রহ্মসেনা প্রতিদিন আত্মচিন্তা করিবেন এবং কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ করিবেন।

৩। ব্রহ্মসেনা প্রতিদিন তাঁহার দৈনিক কার্য্যবিবরণ লিখিবেন।

৪। ব্রহ্মসেনা প্রতিমাসে সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিবেন।

৫। ব্রহ্মসেনা প্রতি মাসে অন্ততঃ একআনা করিয়া "ব্রহ্মসেনা" ফণ্ডে দান করিবেন।

৬। ব্রহ্মসেনা পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ অথবা পত্রাদির দ্বারা যোগ স্থাপন করিবেন এবং সৎপরামর্শ প্রভৃতির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবেন।

(ক) স্থানীয় ব্রহ্মসেনাগণ প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার সম্মিলিত হইবেন।

১২। ব্রহ্মসেনাদলের একজন সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদক থাকিবেন। প্রয়োজন বোধ করিলে কর্ম্মচারীর পদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে।

১৩। ব্রহ্মসেনাদলের কর্ম্মচারীগণ প্রতি বৎসর সম্মিলনের সময় নির্ব্বাচিত হইবেন।

১৪। বৎসরের মধ্যে কোন কর্ম্মচারী স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলে কলিকাতাস্থ ব্রহ্মসেনাগণ তাঁহার পদ পূরণ করিতে পারিবেন।

১৫। কলিকাতা ব্রহ্মসেনাদলের কেন্দ্রস্থান হইবে।

মণ্ডলীর উদ্দেশ্য গুরুতর। যাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ও ব্রহ্মসেনার দায়িত্ব জীবনে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল মণ্ডলীতে গৃহীত হইবার উপযুক্ত। মণ্ডলীর কর্ত্তব্য যে বিশেষ বিবেচনা ও সাবধানতার সহিত নূতন সেনা গ্রহণ করেন। সেনাদলের সম্পাদক বাবু শশিভূষণ বসু ও সহকারী সম্পাদক বাবু হরিমোহন ঘোষাল। শশী বাবু আমাদের সমাজের একজন প্রচারক। আমরা আশা করি যে তিনি কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সহিত পরামর্শ করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা ভাল হয় তাহা করিবেন। মণ্ডলীর মূলমন্ত্র জীবন্ত বিশ্বাস ও সমবেত চেষ্টা। মণ্ডলীর স্বর্গীয় সেনাপতি মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যের প্রাণে প্রকৃত বিশ্বাস ও জীবন্ত ভ্রাতৃভাব জাগ্রৎ করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উচ্চধর্ম্ম জীবন ও ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য পালন।

অনেকে মনে করেন, উপাসনাশীল লোকদিগের দ্বারা জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সকল সুচারুরূপে পালিত হয় না। তাঁহাদের মতে উপাসনাশীল লোকদিগের দৃষ্টি কূপপতিত জ্যোতির্ব্বেত্তার ন্যায় সদাই উচ্চদিকে স্থাপিত। উচ্চতর বিষয়ের অনুধ্যানে নিয়ত নিরত বলিয়া তাঁহারা তুচ্ছ পার্থিব বিষয়ে আবশ্যক মত মনোযোগ দিতে পারেন না, বিষয়ী লোকেরা ভক্তদিগের নামে সর্ব্বদা এই অভিযোগ আনিয়া থাকেন। উঁহারা মানেন, যে ভক্তেরাই ভক্তি এবং তত্ত্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন! কিন্তু উঁহাদের মত এই যে ভক্তেরা সংসার বজায় রাখিতে পারেন না।

ভক্ত মহাজন দিগের জীবনে এই অভিযোগের প্রতিবাদ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই যে একদিকে তাঁহারা যেমন তপস্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তেমনই আর একদিকে তাঁহারা সুবিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ সংসারীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহারা যেমন কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন, এমন তোমার

আমার মত লোকের দ্বারা কদাপি হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য প্রেমোন্মত্ত বৈরাগীর আদর্শ ছিলেন, অথচ এরূপ মাতৃভক্তি ও সাম্যভাব দেখাইয়া গিয়াছেন যে সামান্য লোকের জীবনে তেমন কদাপি পাওয়া যায়। মহাত্মা ঈশা উৎকৃষ্টতম ধর্ম্মোপদেশ দিয়া উচ্চতর ধর্ম্ম জীবনের আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহার জীবনী পাঠে জানিতে পারা যায় যে আবশ্যক হইবামাত্র অকাতরে তিনি দীন দুঃখী অনাথ বিধবার সেবা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসহন্তা নৃশংস জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ করিয়াও স্বহস্তে তাহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এই সকল মহাপুরুষগণ যেরূপ উচ্চভাবে সংসার পালন করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ সাধারণ লোকে কখনই করিতে পারে না।

জীবনের সকল বিভাগেই দেখিতে পাই যে, যেখানে পারদর্শিতা, যেখানে উচ্চভাব, সেই স্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য উৎকৃষ্টরূপে পালিত হয়। অনেকে মনে করেন, যে যাঁহারা অল্প লেখা পড়া জানেন, তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা হীনশিক্ষাপন্ন লোকদিগকে অনায়াসে বেশ শিক্ষা দিতে পারেন, অর্থাৎ যাঁহারা ফার্ষ্ট আর্টস পাস করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়াইতে পারেন। আমাদের দেশের অনেকের এই বিশ্বাস। অর্থাভাব, লোকাভাব আদি নানা কারণে দেশের লোকে ঐরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার ফলও আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। আমাদের দেশে প্রকৃত পণ্ডিতের সংখ্যা অত্যল্প, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই অপরিপক্ক ও অসার। ইহার মত ভ্রান্ত মত আর নাই। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে ইহা সহজে প্রতীত হইবে যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে পারদর্শী, সেই কেবল সে বিষয়ে ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে পারে। যে অধিক পড়িয়াছে, সে অল্প পাঠীকে যে সাহায্য করিতে পারে ইহা অস্বীকার করিতেছি না। যে যে বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া সে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে, সেই সেই বিঘ্নের স্মৃতি উজ্জ্বল থাকায় শিক্ষার্থীদিগের বিঘ্ন ও বাধার সহিত সে ব্যক্তি সহানুভূতি করিতে পারে, কিন্তু পারদর্শীর ন্যায় সে নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারে না, শিক্ষার্থীদিগের বুদ্ধি ও শক্তির উপযোগী করিয়াও সে শিক্ষার বিষয় উপস্থিত করিতে সমর্থ হয় না। মেঃ টিণ্ডেল ও হক্সলি যেমন সহজে ও সুন্দর ভাবে পদার্থ বিদ্যার সত্য সকল তাঁহাদের শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিবেন, পদার্থ বিদ্যায় এম, এ পাশ দেওয়া একজন ছাত্র তাহার শতাংশের একাংশ সুন্দরভাবে শিক্ষা দিতে পারিবে না।

ভাবরাজ্যেও দেখিতে পাই, যাহারা নীচভাবদ্বারা পরিচালিত, তাহাদের অপেক্ষা উচ্চভাবপরিচালিত লোকেরা জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ আদি ইতর ভাব যে গৃহে রাজত্ব করে সেখানে ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য পালন দেখিবার আশা দুরাশা মাত্র। যেখানে সকলেই আপনার লইয়া ব্যস্ত, সেখানে অন্যের সেবা কেন হইবে? কিন্তু যেখানে প্রেম, সহানুভূতি ও সুরুচির মিলন, সেখানে কোন কর্ত্তব্যে অবহেলা হয় না। বরং যথাসময়ে, সহজে, ও সুন্দররূপে সেই সকল কর্ত্তব্য সংসাধিত হয়। যেখানে অহঙ্কার নাই, দীনতা আছে, যেখানে পরস্পর পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত তথায় কাহারও কোনও কষ্ট হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, যে সাধারণ লোকেরাই গৃহের ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য ভাল করিয়া পালন করে। ইহা নিতান্ত ভ্রম। সংসারে বিরক্তি ও অসন্তোষের শত শত কারণ বর্ত্তমান, প্রতিবন্ধক ও আশা ভঙ্গও পদে পদে ঘটিয়া থাকে। নীচ কামনা ও তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি লোভ সদাই মনকে অসৎপথে আকর্ষণ করে। অনেক সময়ে দেখি যে সামান্য সুবিধার জন্য আত্মার অমঙ্গল সঞ্চয় করি, এবং তুচ্ছ লাভের জন্য গুরুতর বিষয় হারাইয়া ফেলি। এই সকল বিপদ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া চারিদিকে দৃষ্টি রাখা এবং সামাজিক বা গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যনিচয় সরস ভাবে পালন করা সামান্য হৃদয়ের কর্ম্ম নহে। দয়ার কার্য্যও দীন সেবা সম্বন্ধে আমরা দেখি, যে যাঁহারা পরকাল ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা নাস্তিক ও জড়বাদী অপেক্ষা এবিষয়ে অধিক পটুতা দেখান। যাঁহারা ইহকালকে সর্ব্বস্ব মনে করেন, যাঁহাদের বিশ্বাস মৃত্যুই মানব জীবনের পরিণাম, শারীরিক ক্লেশমোচন করিতে তাঁহারা যে বিশেষ তৎপর হইবেন, ইহা সহজেই মনে হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। যাঁহারা পার্থিব জীবনকে অসার ও ক্ষণস্থায়ী মনে করেন, পার্থিব জীবনের ক্লেশ ও অসুবিধা দূর করিতে তাঁহাদিগকেই বিশেষ উদ্যোগী দেখা যায়। বৌদ্ধেরা বেদান্তবাদীদের মত জগৎকে মায়াময় বলিয়া স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন যে, তাহার তুলনা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডে সে দিন একজন নাস্তিক জগতে নাস্তিকতা ও সামাজিক সাম্য সংস্থাপিত হইলে জগৎবাসী সকলে কি সুখে থাকিবে বর্ণনা করিতেছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি বলিলেন যে জগতে নাস্তিকতা ও সাম্য সংস্থাপিত হইলে অনাথাশ্রম সকলের কি দশা হইবে, বক্তা একেবারে নিরুত্তর হইলেন।

মানব জীবনের উচ্চতর বিভাগেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের ধর্ম্মজীবন গভীর নহে, তাহারা কত যুক্তি করে, কত দৈনিক লিখে, কত পরামর্শ ও কত প্রতিজ্ঞা করে, কিছুতেই জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য করিয়া উঠিতে পারে না। আর যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রাণে বিশ্বাস দৃঢ় ও প্রেম ঘনীভূত হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সকল অনায়াসে ও যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে নিয়ম করিয়া কর্ত্তব্যের দিকে প্রাণকে ঠেলিয়া দিতে হয় না, ঘনীভূত প্রেম ও বিশ্বাসের অটল নিয়মে, যে কর্ত্তব্য যেমন করিয়া সম্পন্ন করা উচিত তেমনই করিয়া তাঁহারা তাহা সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের কথা আশীর্ব্বাদ বিকীর্ণ করে, তাঁহাদের কার্য্য শান্তি ও প্রেমের জ্যোৎস্না বিতরণ করে। নিম্নশ্রেণীর সাধকদিগের মনে যে উদ্বেগ ও ব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া যায়,

তাঁহাদিগকে সেসকল দায় পোহাইতে হয় না। ঘনীভূত প্রেম ও বিশ্বাস সকল ভাবনা চিন্তা দূর করিয়া তাঁহাদের মন চির শান্তি ও গভীর আনন্দে ডুবাইয়া রাখে, সর্ব্বশক্তিমানের পাদপদ্ম হইতে নিরন্তর শক্তিস্রোত তাঁহাদের প্রাণে প্রবাহিত হয়, কর্ত্তব্যসাধন তাঁহাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমাদের মত প্রাণপাত করিয়া, মাথা বকাইয়া, সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি বলপূর্ব্বক প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপালন করিতে হয় না, কর্ত্তব্য আপনাআপনি পালিত হইয়া যায়। কর্ত্তব্য ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই করিতে পারেন না, ভাবিতেও পারেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সুদূরব্যাপী মনের কোনও দিক্ তাঁহাদের দ্বারা অদৃষ্ট থাকে না, কোনও দিকের কর্ত্তব্যই অপালিত থাকে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে উপাসনাশীলতা অথবা ধর্ম্মের উচ্চভাব লাভ করিলে কার্য্যকুশলতার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। বাস্তবিক প্রকৃত উপাসনাশীল লোক যেমন কাজের লোক হইতে পারেন এমন আর অন্য লোকে হইতে পারে না। পিউরিটানদিগের ইতিবৃত্ত ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ। উপাসনায় অধিক মনোযোগ দিলে, উচ্চধর্ম্মসাধনে প্রাণপণ করিয়া প্রবৃত্ত হইলে আমাদের সংসার ডুবিয়া যাইবে, এই অমূলক আশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক, উচ্চতর ধর্ম্মভাবের সোপানে আরোহণ করিবার জন্য আমাদের বিশেষ প্রয়াস পাওয়া আবশ্যক। অগ্রে ধর্ম্মাচরণ কর, সংসার বজায় থাকিবে, অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, সংসারের আবশ্যক দ্রব্যাদি দুর্লভ রহিবে না।

ব্রহ্মসাধন।

(কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।)

উত্তর-পশ্চিমবাসী কোন নবাগত দরিদ্র, পথশ্রান্তি ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া, বাঙ্গালার এক গৃহস্থাশ্রমে উপনীত হইল। গৃহস্বামী তাহাকে শাঁস ও জলপূর্ণ একটী ডাব নারিকেল প্রদান করিলেন। ফলের বৃহৎআকার ও নয়ন-রঞ্জন হরিদ্বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া, কৃতজ্ঞ পথিক, শ্রান্তিদূর করিবার জন্য সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইল। এ ফলের আস্বাদ সে কখনও পায় নাই—তাহার দেশে নারিকেল দুষ্প্রাপ্য। সে প্রথমে ছালের উপরিভাগে জিহ্বা প্রয়োগ করিল। কিন্তু বাহ্য-শোভায় নয়নের তৃপ্তিসাধন ব্যতীত, আস্বাদের কিছুই মিলিল না। তখন সে বিচার করিল, ছাল উন্মোচন করিলেই, আহারীয় মিলিবে; এবং অতি যত্নে হরিদংশ উন্মোচন পূর্ব্বক, নিম্নস্থ শুভ্র পদার্থ চর্ব্বণ করিয়া, স্বাদশূন্য যে কথঞ্চিৎ রস পাইল, ক্ষুৎ-পিপাসা-শান্তি মানসে, নারিকেল-ভ্রমে, তাহাতেই উদরপূরণ করিল। এই দ্বিতীয় আবরণপ্রচ্ছন্ন, যে দুর্ভেদ্য কোষ মধ্যে, প্রকৃত নারিকেল—সুমিষ্ট, পুষ্টিকর শাঁসজল—সঞ্চিত রহিয়াছে, ক্রমে তাহা বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু দন্তে বিদারণ অনায়াস-সাধ্য নহে দেখিয়া, সেই অবোধ এই সিদ্ধান্ত করিল—ইহাই ফলের বীজ; সুতরাং অনাহার্য্য-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিল।

গৃহস্বামী উপস্থিত হইলেন। আবরণমুক্ত নারিকেল দূরে পতিত দেখিয়া, আগন্তুককে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে, সে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। তখন গৃহস্থের উপদেশ মত, উপর্য্যুপরি অস্ত্রাঘাতে, কঠিন মালা বিদীর্ণ করাতে, সুমিষ্ট শাঁসজল বাহির হইয়া পড়িল। পথিক অবাক্! পানভোজনে সে পরম পরিতোষ লাভ করিল। সে আপন মূর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইল।

এ কল্পনা যে আমাদেরই জীবনের প্রতিবিম্বমাত্র, তাহা কি আর বলিতে হইবে? পৌত্তলিকতা ও ভ্রম-কুসংস্কারে আমাদিগকে, নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ও মুমূর্ষু দেখিয়া, সেই বিশ্বপাতা কৃপাপরবশ হইয়া, কবিগণের "ফলেষু শ্রেষ্ঠঃ" নারিকেল—"সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম্ মধুঃ" স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। আমরা যদি ইহার উপযুক্ত ব্যবহার জানিতাম, তাহা হইলে, আত্মার এ ঘোর অশান্তি ঘুচিয়া, নবজীবন ও পবিত্র প্রেমলাভে সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়া যাইত—ব্রাহ্মসমাজ সুখের আগার, পরম প্রলোভনের বস্তু হইত। এবং এই বিজাতি পদদলিত হতভাগ্য দেশের শান্তিহারা অগণ্য নরনারী, স্থায়ী সুখআশায়, দলে দলে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।

কিন্তু সেরূপ ব্যবহার কি আমরা করিয়াছি?—এ ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া, আমরা জীবন দ্বারা,—কেবল বাক্‌পটুতায় নহে—জগতের নিকট কি প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, ইহাতে অপবিত্রতা, রিপুর উত্তেজনা, হিংসা দ্বেষ, দূর হইয়া, জীবন পবিত্র ও বিশ্বপ্রেমে প্লাবিত হইয়া যায়? আমরা অনেকেই ইহার বাহ্য শোভায়—ইহার মধুর সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন, ও উপদেশ প্রার্থনা শ্রবণে—কেবল মোহিত হইয়া রহিয়াছি। কোন প্রকারে অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছি না। এ জীবন লাভের বাহ্য সাধন যে কুরীতির পরিবর্জ্জন ও সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন, তাহার যথাকথঞ্চিৎ রসেরও আস্বাদ পাই নাই। মনে করিতেছি, কেবল উপরিভাগে জিহ্বার প্রয়োগ দ্বারা—সঙ্গীত ও সাধন-প্রণালী কর্ণে ধারণ করিয়াই—অন্তর প্রদেশের সেই সুমিষ্ট, পুষ্টিকর পদার্থ, সাধনের ক্লেশ বিনা, অনায়াসে গ্রহণ করিব। বুঝিতে পারিতেছি না যে "বিনা দুঃখে হয় না সাধন, সেই যোগীজনার অমূল্য রতন।" সুতরাং ধর্ম্মের কোন আস্বাদই পাইতেছি না।

অল্প সংখ্যক কয়েকটী লোক, কেবল বাহ্য শোভায় মোহিত না হইয়া, এই নয়নরঞ্জন আবরণের নিম্নস্তর চর্ব্বণে—কুসংস্কার বর্জ্জনে ও সংস্কৃত রীতি নীতির প্রবর্ত্তনে—পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। অবশ্যই এ সামান্য রসে ধর্ম্মপিপাসার কিঞ্চিৎ শান্তি হইয়াছে—আমাদের ক্রিয়াকলাপের অবিশুদ্ধতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া, ধর্ম্মলাভের পথ কতক সুগম হইয়াছে; এবং তাহাও প্রথমে প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহাতে আর ক্ষুধা মিটিতেছে না, পুষ্টিসাধনও হইতেছে না,—কারণ ইহা কেবল অভাব পক্ষের বস্তু। আত্মসংযম ও নির্জ্জন-সাধনের যে কঠিন তৃতীয় স্তরমধ্যে, সেই সুমিষ্ট পানাহার সঞ্চিত রহিয়াছে, সেইখানেই আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেছি—সেই অজ্ঞান পশ্চিমদেশীয়ের ন্যায়, অখাদ্য বীজ ভ্রমে, ফলের সারভাগ—প্রকৃত ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ

করিতেছি। সুতরাং এত সংস্কৃত পদ্ধতির প্রচলন সত্ত্বেও,আত্মার অপুষ্ট অবস্থার পরিচায়ক শুষ্কভাব, অহঙ্কার, ধর্ম্মাভিমান, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি অশেষ অশান্তিতে আমাদের সুখের ঘর ব্রাহ্মসমাজ, পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ছোবড়ার রসে স্থায়ী তৃপ্তি ও বলাধান কোথায় হইয়া থাকে?

অতএব আমরা যদি প্রকৃত ধর্ম্মের সুমিষ্ট ও জীবন-পোষক সার পদার্থ লাভে আপ্তকাম হইতে, ও ভারতের কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম-ক্লান্ত অসংখ্য নরনারীর নিকট এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ শ্রেষ্ঠ ফলকে প্রলোভনের বস্তু করিতে চাহি, তাহা হইলে আর এখানে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিতেছে না। এখন সংযতচিত্ততা পূর্ব্বক ধ্যানধারণা ও নিভৃতসাধন দ্বারা, বাসনার এই কঠিন তৃতীয় আবরণে—আত্মস্থ এই "হিরণ্ময়ে পরে কোষে,"—যে-খানে নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম, সুধাসম, জীবনতোষক, অমৃত-পানাহার-হস্তে, সাধকের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহাতে ক্রমাগত আঘাত করিতে হইবে। সেই দুর্ব্বলশরণের কৃপায়, অচিরে এ কোষ বিদীর্ণ হইয়া পড়িবে—পানাহারে বল পাইব, এবং পরিপুষ্ট ও তৃপ্ত হইব। তখনই এ ফলের প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। এ সমুদয় অশান্তির পরিবর্ত্তে, ব্রাহ্মসমাজ মধুরভাব ধারণ করিবে—লোকের প্রলোভনের বস্তু হইয়া উঠিবে। এ সাধনায় ভয় পাইও না, নিরাশ হইও না—ঐ শুন, মহাত্মা ঈশা আশ্বাস দিতেছেন—"আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইবে? কারণ যে আঘাত করে, তাহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হয়।" অতএব আসুন, এই দুই স্তর অতিক্রমপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট না হইয়া, এ সংস্কার প্রবর্ত্তনের আশু সুখে প্রতারিত না হইয়া—হৃদয় বাসনার এই তৃতীয় দ্বারে, নিভৃত যোগবলে, বারম্বার আঘাত করি; তাহা হইলেই সে প্রাণারাম ধর্ম্ম লব্ধ হইবে।

চিন্তা-কণিকা।

অশক্তের পরোপকার।

চন্দ্র নিজে আলোক-বিহীন। সূর্য্যের নিকট হইতে যাহা পায়, তাহাই তাহার একমাত্র সম্বল। কিন্তু অন্যের উপদ্রব করাই নাকি তার সংকল্প, তাই সুশীতল জ্যোৎস্না দানে, সে চিরকাল জগৎবাসীকে স্নিগ্ধ করিতে পারিতেছে। অতএব নিঃসম্বলতা পরতাপ হরণের অন্তরায় নহে। বরং ভিক্ষালব্ধ ধন, পরোপকার-ব্রতকে অশেষ সুখের আস্পদ করিয়া তুলে। ঈশ্বর করুন, পরতাপহরণের নিষ্কাম বাসনা, আমাদের হৃদয়ে যেন বলবতী হইয়া উঠে। কারণ ইহাতে পরের ও নিজের শান্তিলাভ যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্রন্দনের বল।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণে, রাম লক্ষ্মণ, অনন্যোপায় হইয়া, সেই বিজন অরণ্যে এমন মর্ম্মভেদী ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন যে, যে রাক্ষস প্রভাবে বজ্রপাণি দেব সদা সশঙ্ক, তাহার বিনাশসাধনে, বানর-ভল্লুক মহাবল যোদ্ধা, ও পর্ব্বত বৃক্ষ শাণিত বাণ হইল; এবং শিলা সকল তুলারাশির ন্যায়, অগাধ সলিলে ভাসিতে থাকিল।

এই উপন্যাস ধর্ম্মরাজ্যের কেমন অভ্রান্ত সত্য! বিশ্ব-বিজয়ী রিপু রাক্ষস, আমাদের হৃদয়-রত্ন পবিত্রতা-রূপিণী সীতাকে হরণ করিয়া, কতবার এই আকুল ক্রন্দনের অলৌকিক বলে, সবংশে ধ্বংস হইয়াছে, এবং তাহার স্থানে দেবভাব পুনঃস্থাপিত হইয়াছে।

অতএব অশ্রুধারাকে যেন এই ছদ্মবেশী রাক্ষসপূর্ণ সংসারা-রণ্যে, চিরসম্বল করিয়া রাখিতে পারি।

গুরু।

যিনি আলেয়াকে পথপ্রদর্শক করেন, তিনি প্রতারিত হয়েন। সে ক্ষণস্থায়ী, অবিশ্বাসী আলোক, মানুষকে বিপথে লইয়া, কত সময়ে মহাপঙ্কে ডুবাইয়া মারিয়াছে। কিন্তু যিনি ধ্রুব তারাতে দৃষ্টি স্থির রাখেন, ও তাহার নির্দ্দেশমত চলেন, তিনি নিরাপদে গমাস্থানে উপনীত হয়েন।

সংসার-প্রান্তরে ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ, স্বার্থপর মনুষ্য-গুরু এই আলেয়া; এবং অন্তরাকাশে চিরপ্রকাশিত, ঈশ্বর-প্রতিনিধি বিবেক এই ধ্রুবতারা। ভারতে গুরুর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া, অবোধ মানুষ নানাপ্রকার দুর্নীতি ও মহাপাপ-পঙ্কে কতবার ডুবিয়া মরিয়াছে। কিন্তু ধ্রুবতারার নির্দ্দেশে দিক্-নির্ণয় করিলে যেমন ভ্রমপ্রমাদের আশঙ্কা থাকে না, তেমনি বিবেকের সঙ্কেতমত চলিয়া, কখনই প্রতারিত হইতে হয় না। ইহা চিরকালই মনুষ্যকে অভ্রান্ত সত্যের পথ প্রদর্শন করিতেছে।

প্রার্থনা।

ধর্ম্মরাজ্যে চাওয়ায় পরিচয় পাওয়া। যে পায় নাই, সে নিশ্চয়ই চায় নাই। এ ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই—এ জীবনে চাওয়া—প্রার্থনা, অতি অল্পই হইয়াছে। প্রার্থনার ভাণ করিয়া, যে বাগাড়ম্বর করিয়া থাকি, তাহা ধর্ম্মাভিমান-সম্ভূত, ছলনা মাত্র। ইহাতে যে কেবল জীবন অপুষ্ট থাকে, এমন নহে; কিন্তু উজ্জ্বলচক্ষুসম্পন্ন, মুদ্রিতনয়ন প্রতারকের যাজ্ঞার ন্যায়, ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করা হয়। প্রকৃত প্রার্থনা বাক্যের বিষয় নহে। ইহা জীবনব্যাপী, রাবণের চিতার ন্যায়, চিরজ্বলন্ত অপূর্ণতার অনুভূতি, ও তাহা দূরীকরণের প্রবল লালসা, সুতরাং ভাষার অতীত। গ্রীষ্মের নিদারুণ রৌদ্রে ধরণীবক্ষ বিদীর্ণ হইলে, আষাঢ়ের জলধারা যেমন অবশ্যম্ভাবী, প্রার্থনার ফলও ঠিক্ সেইরূপ। ইহাতে যে কেবল আত্মার শুষ্ক ভাব টুকুই দূর হয়, এমন নহে; কিন্তু প্রাণ একবারে শান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। এবং প্রীতি ভক্তির অসংখ্য প্রেম-কুসুমে আত্মাকে একেবারে ছাইয়া ফেলে। ঈশ্বর করুন, অভ্যস্ত জল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক, এই ভাবে তাঁহার নিকট একটী কথাও যেন বলিতে পারি।

অশক্তের কাজ।

সীতা-উদ্ধারের জন্য সেতু নির্ম্মাণ-কার্য্যে মহাবীরগণ পর্ব্বত পাহাড় লইয়া অবিশ্রান্ত ছুটিতেছেন দেখিয়া, হীনবল কাঠ-বিড়ালেরও,সেই মহৎ ব্যাপারে সহায়তা করিবার ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু তাহার অঙ্গুলি-প্রমাণ শরীর দ্বারা কি হইতে পারে—পাহাড় পর্ব্বত বহিবার শক্তি তাহাতে কোথায়? সে সাগর তীরের বালুকা মধ্যে অবলুণ্ঠিত হইয়া,শরীর-সংলগ্ন কণিকাদ্বারা, সেতুর অসমতা দূর করিতে চেষ্টা করিল। হনুমান এই হাস্যকর ব্যাপারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক,তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইল। অসহায় কাঠবিড়াল প্রাণভয়ে শ্রীরামের পদতল আশ্রয় করিয়া বলিল—"প্রভো! বাসনা এই,আমার ক্ষুদ্রদেহের যেটুকু বল, তাহা এই মহৎ কার্য্যে নিয়োগ করি। কিন্তু বীর হনুমান আমার প্রাণবধে উদ্যত; এ বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

রাম সস্নেহে তাহার মস্তক ও পৃষ্ঠে পদ্মহস্ত স্থাপনপূর্ব্বক,অভয় প্রদান করিলেন। এবং হনুমানকে বলিলেন,—"আমার নিকট দুর্ব্বল সবলের প্রভেদ নাই। যাহার যে টুকু শক্তি, সে তদনুরূপ কার্য্য করিলেই, আমার প্রিয় সেবক হয়।"—জনশ্রুতি এই, প্রভুর সেই অভয়প্রদ অঙ্গুলি-চিহ্ন অদ্যাপি কাঠবিড়ালের শরীরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

অতএব নিজের ক্ষুদ্রতায় হতাশ না হইয়া, কাঠবিড়ালের ন্যায়, আমরা যেন দেহমনের যে কথঞ্চিৎ শক্তি, তাহা প্রভুর কার্য্যেই নিয়োগ করিতে পারি। এবং বীরকর্ম্মা, আত্মাভিমানীর অবজ্ঞা ও অত্যাচার মধ্যে, তাঁহারই চরণতলে আশ্রয় করি; এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদচিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে, তাঁহার কার্য্যে চিরপ্রবৃত্ত থাকিতে পারি।

দলের অহঙ্কার।

রাক্ষসক্ষয়ে নিঃশঙ্ক হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্র, রামকে অভিলষিত বর যাচ্ঞা করিতে বলিলেন। তিনি মৃত সৈন্যের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। তখন ইন্দ্রাদেশে মেঘগণ রণক্ষেত্রে অমৃতবর্ষণ করিল। বিগতপ্রাণ বানরগণ তাহাতে পুনর্জীবিত হইল। কিন্তু একটী রাক্ষসও প্রাণ পাইল না দেখিয়া, বিস্মিত ভাবে, রাম ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইন্দ্র উত্তর করিলেন, বানরগণ রামসেবক হইয়াও, দিবা রাত্রি রাক্ষস-চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। সুতরাং কেবল পক্ষগুণে স্বর্গভোগ ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু রাক্ষস দুরাচারে প্রতিপালিত হইয়াও, রামনাম অন্তর ও রসনার ভূষণ করিয়াছিল। তাহাদের শয়ন স্বপন, জীবন মরণ, এই রামভাবপূর্ণ ছিল। সুতরাং জীবনান্তে, অমরত্ব লাভ করিয়া, দিব্যধামে, গমন করিয়াছে।

আমরা যেন স্মরণ রাখিতে পারি যে, ভোগ বিলাসের রাক্ষসী চিন্তায়, হৃদয় পূর্ণ রাখিয়া, কেবল ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বনে, মুক্তিলাভ হয় না। কিন্তু জীবনের সমুদয় অবস্থার মধ্যে, সেই মঙ্গলময়ে নিমজ্জিত থাকিলেই, স্বর্গদ্বার চিরমুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

অপ্রিয়বাদী।

কোকিলের রব শ্রুতিমধুর হইলেও, ইহাতে নিদ্রাকর্ষণ হয়। আর কাকের রব নিতান্ত কর্কশ হইলেও, ইহাতে নিদ্রিত লোককে জাগাইয়া দেয়। এই কাক-কোকিল ধ্বনির পার্থক্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার ভয়ের বিষয় অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়াছে। তিনি মিষ্টভাষীর আপাত-মধুর প্রশংসাবাদে প্রতারিত না হইয়া, অপ্রিয় সত্যের দর্পণে আত্মপ্রকৃতি অবিকৃত ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেক বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে দিন দিন পাপমুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই জন্যই প্রাতঃস্মরণীয় সাধুজন, অপ্রিয়-ভাষীর উক্তিকে, মুক্তি পথের পরম সহায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং তদভাবে আপনাকে অসহায় জ্ঞান করিয়া, বহু বিলাপ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব আমরা যেন নিজগুণগান শ্রবণে বধির হইয়া, অপ্রিয়বাদীকে মুক্তিপথের পরম বন্ধু করিয়া লইতে পারি।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

শিলং।

শিলং ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্দ্দশ বার্ষিক উৎসব বিগত ১১ই নবেম্বর তারিখে শেষ হইয়া গিয়াছে। এস্থানে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা অল্প; ৫।৬টী মাত্র ব্রাহ্ম পরিবার এখানে বাস করেন। সমাজের সভ্য সংখ্যা ২৫।২৬ জন মাত্র। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সর্ব্বদা নিয়মিত রূপে সমাজের উপাসনাদিতে যোগ দান করিয়া থাকেন। ছয় দিন ব্যাপিয়া এবারের উৎসবের কার্য্য হয়। প্রায় প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সমাজে উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি হয়। ৭ই তারিখে অপরাহ্ন ৬॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র চৌধুরী উৎসবের উদ্বোধন করেন। ৮ই তারিখে প্রাতঃকালে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ দত্ত "সারধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় সমাজের সভ্যগণ ভিন্ন অন্য লোক বড় বেশী উপস্থিত ছিলেন না। শিবনাথ বাবুর বক্তৃতাতে সমবেত সভ্যদের মধ্যে অনেকেই প্রীতি লাভ করিয়াছেন। অনেকের মনে শিবনাথ বাবুর অনেক গুলি কথা বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়াছে। বিশ্বাস এবং আচরণ (Belief and conduct) সম্বন্ধে তিনি যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং জীবনের উন্নতি ও চরিত্রশোধন কল্পে নিরতিশয় উপকারী। "সার ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যের অনুসরণ না করা বাস্তবিক ভীরুতা নে চুপ চয়; ইহা যে কেবল নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে এ

এরূপ কার্য্যে স্পষ্টরূপে বিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যে বিশ্বাসের ক্ষীণ রেখা প্রাণের অন্তরালে বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে তাহাও পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়া ক্ষীণবল এবং স্তিমিত-তেজ হইয়া যায়। সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিয়া আমরা দুষ্কর্ম্মান্বিত এবং অসত্য ব্যবহারে লিপ্ত হইতে পারি না; যখনই দেখি সুরেন, নরেন তাহাদের নিজ দুষ্ক্রিয়া ভদ্রতার চাকচিক্য ও বাক্যজালের মনোহারিত্বে লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা পাইতেছে তখনই বুঝিতে পারি তাহারা সত্য স্বরূপ, প্রাণ স্বরূপের মহান্ সত্তা কখনই দেখে নাই। আনন্দস্বরূপকে জানিয়া নিরানন্দের বিষণ্ণ ভাব প্রাণে বহন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব—প্রেমময়ের পূজা করিয়া অপ্রেম ও অশান্তির আবাহন করিলে আমাদের পূজাও ব্যর্থ হয়। যে পরিমাণে আমাদের প্রাণে অপ্রেম ও অশান্তি, অপবিত্রতা ও পাপ সেই পরিমাণে আমরা "সারধর্ম্মে" অবিশ্বাসী। যেমন আমরা পরম বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারি না—সারধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া আমরা তেমনি তাহাতে না ডুবিয়া থাকিতে পারি না। যত দিন আমাদের বিশ্বাস সন্দেহাচ্ছন্ন থাকে তত দিন আমরা তাহার অনুমোদিত কার্য্য সাধনে সঙ্কুচিত থাকি। অস্থির ও টলায়মান বিশ্বাস কোন রূপ কার্য্য করিতে অপটু। যখন আমরা দেখি "ধর্ম্মসার" ইহা মানুষ বুঝিতে পারিয়া মাটির দেহ ক্রুশ-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়াছে—যখন দেখি শরীর অর্দ্ধেক পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল তবুও ঊর্দ্ধ মুখে মানুষ একেশ্বরের পূজায় নিরত তখনই বুঝি বিশ্বাসের মহিমা কি। চারিদিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে সকলেই পারে—একটু চাতুরী, একটু সাংসারিকতা, একটু অসত্যের আশ্রয়, একটু প্রবঞ্চনার বহিরাবরণ মূলধন লইয়াই এসংসারের মহাবানিজ্য সুসম্পাদন করা যাইতে পারে; অসম্পূর্ণ মানব জীবদ্দশায় কিছুই জানিবে না, সমাধিক্ষেত্রও আমার চাতুরীর বীজ অঙ্কুরিত করিতে সমর্থ হইবে না। যিনি অন্তর্যামী ও সর্ব্বদর্শী তিনিই দেখিবেন—কেবল মাত্র তাঁহার হস্ত অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপনই ধর্ম্ম সাধনের মূল।" শিবনাথ বাবুর বক্তৃতাতে অনেকেরই মনে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। ৯ই তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র পাল সমাজ গৃহে উপাসনা করেন। ১০ই শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মৌপার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সঙ্কীর্ত্তন এবং তৎপরে খাসিয়া ভাষায় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন উপাসনা করেন।

১১ই তারিখ রবিবার প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপিয়া উৎসবের কার্য্য হয়। প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সমাজ গৃহে দয়াময় ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ হয়। সকলেরই প্রাণে উৎসাহ ও ব্যাকুলতা, সকলেই ভিক্ষুকের বেশে রাজরাজেশ্বরের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্তবাবু লালমাধব বসু ও তারক নাথ রায় উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। অনেকের প্রাণে ব্যাকুলতা ও সরলভাবের উদ্রেক হয়। অনেক সাধু ভক্ত সন্তান মাতৃ ক্রোড় অধিকার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মা আনন্দময়ী প্রিয় সন্তানের প্রাণ নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়া সে দিন অনেককে পরম প্রীত করিলেন। অনেকে আবার বিগত দুঃখ, দুর্দ্দিন এবং অকার্য্য কাহিনী চিন্তা করিয়া কষ্টে অধীর হইলেন। সে দিন নিরাকার ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। ঐ দিবস ২ ঘটিকার সময় নগরসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে শিলংএর প্রায় সকল লোকই উপস্থিত ছিলেন। যিনি শ্রীমান্ চৈতন্যকে কীর্ত্তনে উন্মত্ত করিতেন, তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। সমুদয় সম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া কীর্ত্তনে যোগদান করাতে এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য হইয়াছিল। বালক বৃদ্ধ সমস্বরে নগরের দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিয়া সে দিন সকলেই প্রাণে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। মন্দিরের দ্বারে আসিয়া অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হয় এবং গৃহ প্রবেশের পরেও অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া সেই কীর্ত্তনের উপসংহার হয়। তাহাতে লোকের প্রাণে প্রেমময়ের প্রেমের লীলা বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয়। পরে শিবনাথ বাবু ও শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র চৌধুরী হৃদয়গ্রাহী উপাসনা করেন। ভগবানের কৃপা অনেক সময় জীবনে উপলব্ধি করা যায়। মানুষ মাত্রেরই জীবনে পরমেশ্বর অনুক্ষণ ক্রীড়া করেন। আমরা হতভাগা, চক্ষু চাহিয়া দেখি না, কখনও একটু দেখিলেও তাহা প্রাণে রাখিতে যত্ন করি না। প্রাণ ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বোধিত হয় না। অনুক্ষণ দেবতার আবাহন কে করিয়া থাকে?

একটী সুদীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে কে কিরূপ ধর্ম্মসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন পরম দেবতার চরণ প্রান্তে বসিয়া তাহার আলোচনা বড়ই প্রীতিদায়ক। ইহাতে ভয় আছে সন্দেহ নাই—আমরা কোথায় প্রাণ সাগরের অতি নিভৃত নিলয়ে একটু পাপের পুটলী লুক্কায়িত রাখিয়াছি, উৎসবের দিনে পবিত্র স্বরূপ তাহা দেখিয়া ফেলিবেন, কি জানি তাহাতে কি শাস্তি হইবে, এই কথা স্মরণ করিয়া ভয়ে অস্থির হইতে হয়; কিন্তু ভয় করিলে কি হয়? তিনি ত আর আমাদের এসকল পাপ ও অপবিত্রতা না দেখেন এমন নহে। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদর্শী; আমার কার্য্য তিনি দেখিতেছেন, আমার বাসনা তিনি প্রকৃতির অন্তরালে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহার দয়া অনন্ত, তাই তিনি তবুও আমার মুখের গ্রাস ও পিপাসার জল প্রতিনিয়ত মুখে তুলিয়া দিতেছেন। দয়াময়ের কৃপায় আমাদের কবে সে দিন হবে যেদিন আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রাণ মাঝে বিরাজিত দেখিতে শিক্ষা করিব? বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমাদের উৎসবের প্রেম ও একপ্রাণতা, ভক্তি ও সরল বিশ্বাস অধিক দিন স্থায়ী হয় না। জানিনা কত দিন আর আমরা এইরূপ ক্ষণিক উৎসাহের প্ররোচনায় উৎসাহিত হইব এবং পবিত্র স্বরূপের প্রেম চপলার ন্যায় দেখিয়াই শান্ত থাকিব।

এবার আর একটী শুভকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে। এজন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে আমরা প্রথমে ভক্তিভরে প্রণাম করি। এস্থানে অনেক দিন হইল একটী সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত

ছিল; নানা কারণে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এবার সকল বন্ধুগণ সমবেত হইয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন প্রতি রবিবার প্রাতে এই সভার অধিবেশন হইবে। ইহাতে সকলেই নিয়মিত রূপে পাঠ এবং প্রার্থনা করিবেন। বাস্তবিক তর্ক, যুক্তি করা অপেক্ষা ভগবানের চরণে স্বীয় জীবনের জন্য বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া প্রার্থনা করা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে এরূপ আশা করা যায়। ভগবানের চরণে ভিক্ষা করি তিনি আমাদিগকে সরল এবং স্বাভাবিক প্রার্থনা শিক্ষা দিবেন এবং প্রাণের ব্যাকুলতা ও উৎসাহ সংবর্দ্ধনার্থে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

পূজার আয়োজন।

প্রভু! তোমার প্রকাশ আরও ঘন ও গভীর হউক। তোমার প্রকাশই আমার অদ্বিতীয় সম্বল ও ভরসা। চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, চেষ্টায় কিছুই হয় না, চেষ্টাই সার হয়। ব্যস্ত হইয়া দেখিয়াছি, যে ব্যস্ততায় কিছু হয় না, ব্যস্ততাই সার হয়। প্রকাশের এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, যে প্রকাশের ইতর বিশেষে জীবনের ইতর বিশেষ হয়, প্রকাশ তরল ও ক্ষণস্থায়ী হইলে জীবন চালান কঠিন হয়। প্রকাশের তেজ ক্ষীণ হইলে অল্পক্ষণ সংসার সহবাসে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; আর সে তেজ ক্ষয় পাইলে, আমি অপদার্থ ও জঘন্য হইয়া পড়ি। মনের উপর আমার কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাকে না, সামান্য সমীর হিল্লোলে আমাকে চঞ্চল করে, তুচ্ছ বিপৎপাতে আমাকে অস্থির করিয়া তুলে। সমস্ত দিনের যাহাতে খোরাক হয় উপাসনার সময় তুমি এমন মধুরতা ও তেজ দিও। এক সময় ছিল, যখন একটু চক্ষের জল পড়িলেই, একটু প্রাণ বিগলিত হইলেই তৃপ্তি পাইতাম, আর সেদিন নাই। উপাসনায় এখন নবজীবনসঞ্চার, নূতনবললাভ না হইলে, উপাসনা উপাসনা বলিয়াই মনে হয় না। তোমার ঘন প্রকাশই আমার অভেদ্য বর্ম্ম চর্ম্ম। উহাতে আমাকে সর্ব্বদা আচ্ছাদিত করিয়া রাখ।

করুণা করিতে তুমি আর কি বাকী রাখিলে? দেবদুর্ল্লভ হইয়াও এই অধম হীনদিগের নিকট সুলভ হইলে। নিরাকার হইয়াও জীবন্ত জাগ্রৎ ভাবে এই হীন মনে প্রকাশিত হইলে। না আমরা এই প্রকাশের উপযুক্ত, না আমরা তোমার সহবাসের যোগ্য। কিন্তু তোমার প্রতি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহার আজিও অনুসন্ধান লইলাম না। তুমি দেবতা হইয়া কীটস্য কীট আমাদের সেবা করিলে, আর আমরা তোমার সেবায় ধন্য হইয়াও তোমার পুত্র কন্যার সেবারূপ প্রতিদান করিতে পারিলাম না। ঘোর স্বার্থপরতার গণ্ডী আমাদিগকে ঘেরিয়াছে, তাহার বাহিরে আসিতে পারিতেছি না। কষ্টে যদি সংসারের স্বার্থপরতার হাত হইতে মুক্তি পাই, ধর্ম্মের স্বার্থপরতার বন্ধনে জড়াইয়া পড়ি। একা একা ধর্ম্ম সাধন করিতে, নির্জ্জন উপাসনা করিতে ভালবাসি, পাঁচজনকে লইয়া যে ধর্ম্ম সাধন ও উপাসনা তাহার দিকে সহজে মন অগ্রসর হইতে চায় না। যদি তোমার প্রেমের মহিমা বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে কি তোমার প্রিয়, তোমার দুঃখী পুত্র কন্যাকে অনাদর বা অবহেলা করিতে পারিতাম? তোমার দিক্ তুমি খুব করিলে, আমাদের দিক্ কাণা হইয়া রহিল। জীবে প্রেম করিতে শিখিলাম না, ধর্ম্মবন্ধুদিগের জন্য প্রাণপণে খাটিতে শিখিলাম না, জীবন বৃথাই গেল। প্রভু দয়া করিয়া তোমার সেবা চাতুর্য্যের কথা আমাদের প্রাণে সংক্রামিত কর!

প্রভু ঘড়ি ত আমার কথা শোনে না, সহস্র সাধ্য সাধনায় এক মিনিটও অপেক্ষা করে না। আমি মনে করি, আমি সাধন ভজন করিবার উপযুক্ত নই, আমার সাধন ভজনের সময় উপস্থিত হয় নাই। কাজেই বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করি না। ফল এই হয়, যে আমি পড়িয়া থাকি, আমার সহযাত্রীরা চলিয়া যায়। সময় আমাকে তিরস্কার করিতে করিতে বহিয়া যায়। সুবিধা, অবসর কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। যদি তাহাদের কেশে ধরিয়া কাজে লাগাইতে পারি, কাজে লাগিবে, না পারি যে পারে সেই কৃতার্থ হইবে, তাহার কাজে লাগিবে। কত অমূল্য সময়, সুবিধা ও অবকাশ আমি অবহেলা করিয়া নষ্ট করিয়াছি! জীবনেরও দুর্দ্দশার সীমা নাই। দীননাথ! সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে শিখাও। সর্ব্বদা যেন প্রস্তুত ও সচেতন থাকি, সুবিধা ও সময় পাইবা মাত্র তাহাকে ধরিয়া তোমার কাজে লাগাইয়া দিতে পারি। সামান্যতম অনুপলও যেন আমার ব্যর্থ না যায়, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন জীবন গঠনের কাজে লাগাইতে পারি। মাহেন্দ্রক্ষণ কি সব সময় আসে? যখন আসে তখন কিন্তু অনাদরে যেন তাহা না হারাই।

আমি যে অল্পে সন্তুষ্ট হই, ইহাই আমার মহা দোষ যে অল্প চায় সে অল্প পায়, একথা আমি অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। যে তৃতীয় শ্রেণীতে "পাস" হইতে চেষ্টা করে সে যে "ফেল" হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? আমার উপাসনার আদর্শ অতি হীন, কাজেই ফল খুব সামান্য পাই। মাঝে মাঝে এক একবার উপাসনা সরস হইলেই আমি তুষ্ট থাকি, কাজেই অনেক সময় আমার উপাসনা নীরস হয়। লোকের প্রতি অন্যায় না করিলেই হইল, অসত্য না বলিলেই হইল, আমার এইরূপ লক্ষ্য থাকে বলিয়া অনেক সময়ে আমার প্রতি ব্যবহার কর্কশ হয় ও আমি অনেকবার স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি। হে চিরআদর্শ, আমার প্রাণে দিন দিন নূতন আদর্শ প্রতিভাত কর, যেন অনেক দিন আমাকে এক স্থানে চুপ

করিয়া থাকিতে না হয়। মাঝে মাঝে কেমন বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়, কেমন জড়ত্বের আবল্য আসিয়া পড়ে, যে নূতন আদর্শ অবলম্বনের পরিশ্রম লইতে ইচ্ছা করে না। প্রভু, আমাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা কর। অল্পেতে যেন আমি সন্তুষ্ট না হই, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ অভিলাষ সদাই আমার প্রাণে জাগ্রৎ কর।

আমার দেখা শুনা কি কেবল উপাসনার সময়েই হইবে? আমি সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে কত অল্প সময় উপাসনায় দিই! দিনের অবশিষ্ট অধিকাংশ সময়ের মধ্যে কি একবারও তোমাকে জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব না? না করিলে কিরূপে জীবন চলিবে? দেখাশুনা কিরূপেই বা স্বাভাবিক হইবে? উপাসনার সময়ে বিশেষ উদ্যোগ, বিশেষ মনসংযোগ করিয়া উপলব্ধি লাভের চেষ্টা করি, ফল যাহা পাই তাহা কতকটা অস্বাভাবিক ও শ্রম দ্বারা আর্জ্জিত। তাহার উপর কি জীবন দাঁড় করান যায়? আমি চাই যে বাহ্যবস্তুর দর্শন শ্রবণের ন্যায় উপলব্ধি ও বিবেকোজ্জ্বলতা সহজ ও স্বাভাবিক হইবে; আয়াস করিতে হইবে না, আপনাআপনি তোমার প্রেমমুখ প্রাণে জাগ্রৎ হইয়া উঠিবে। যতদিন তুমি কষ্ট সাধ্য থাকিবে ততদিন আমার নিস্তার নাই, আমি নিরাপদও হইতে পারিব না। প্রাণস্বরূপ, তুমি সর্ব্বমূলাধার, তুমি জ্ঞানের মূল ও আত্মজ্ঞানের কারণ। তুমি আমাকে আমি বলিয়া জানাইতেছ তাই আমার আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতেছে বলিয়া অন্যবিধ জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে। তোমার সঙ্গে যখন এতদূর ঘনিষ্ট ও নিকট সম্বন্ধ তখন তুমি নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ ও স্বাভাবিক না হইলে কি আত্মার নিস্তার আছে?

প্রভু, আমার প্রাণ ক্ষুদ্র, জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যসমূহ সাধন করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আমি সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারি না। উপাসনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া জীবনের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারি না; আবার জীবনের এক বিভাগের উপর দৃষ্টি রাখিতে গিয়া অন্য দিকের উপর দৃষ্টি হারাইয়া ফেলি। তোমার জন্য আমার প্রাণ সেরূপ ব্যাকুলই হইতেছে না, আমি কিরূপে তোমার আদেশ পালনের পরিশ্রম সহিতে সমর্থ হইব? সাধন ভজন কে করিবে, নিয়ম কে প্রতিপালন করিবে? শিথিল মন যে সহজে জাগিতে চায় না। তোমার জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হইলে প্রাণের শিথিলতা ঘুচিবে কেন, পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কবে আমি তোমাকে প্রাণের সকল বিভাগে বসাইতে পারিব? কবে আমি নির্ম্মল ও শুদ্ধ হৃদয়ে তোমার নাম গান করিয়া জীবন সার্থক করিব? আমাকে আঘাত কর, আমার জড় প্রাণে উৎসাহ তড়িৎ সঞ্চার কর, আমি নবোদ্যম ও নবানুরাগের সহিত তোমার সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হই।

হে সারবস্তু, আমি অতি ক্ষুদ্রমতি ও অন্ধ, বাহিরের কার্য্য, বাহিরের জীবন লইয়া আমার দিন কাটে, বাহির ছাড়া ভিতরে যে তোমার আর এক রাজ্য রহিয়াছে, তাহা আমি দেখিতে চাহি না, অধিকাংশ সময় বাহির লইয়া ব্যস্ত থাকি, তাই ভিতরের বিষয় ভাবিতে পারি না, দেখিতে পাই না। কেন আমি জগতে আসিলাম, এ জীবনের উদ্দেশ্য কি, কেনই বা এই সুন্দর উদার ধর্ম্মসমাজে আসিয়াছি, এসকল চিন্তা আমার মনে অতি অল্প সময়ই আসে। আমার উপাসনা সাধন এখন ত বাহিরের ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। জীবনে এখনও বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিতেছে না। তোমার কার্য্য সাধনের জন্য আমি জগতে আসিয়াছি একথা যদি আমার মনে জাগ্রৎ থাকিত, তাহা হইলে কখনই তোমাকে ভুলিয়া বাহিরের বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারিতাম না। তোমার জন্য আমার জীবন একথা মুখে স্বীকার করি বটে, কিন্তু কাজে মানি না। তুমি জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ব্বদা মনে রাখিতে না পারিলে জীবনে পরিবর্ত্তন আসিবে না ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নিজে চেষ্টা করিয়া ত আমি উহা মনে রাখিতে পারি না, আমার চঞ্চল বিস্মৃতিশীল মন কেবলই বাহিরের বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া আসল কথা ভুলিয়া যায়। তুমি দয়া করিয়া, 'তুমিই আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য' এই কথা আমার প্রাণে উজ্জ্বল অক্ষরে এমন করিয়া লিখিয়া দাও যে আমি শত চেষ্টা করিয়াও যেন তাহা মুছিতে না পারি, শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাহা ভুলিতে না পারি।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসবের কার্য্য প্রণালী।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আগামী মাঘোৎসবের নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন।

৪ঠা মাঘ, বুধবার, প্রাতে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্ম পরিবার সকলে প্রার্থনা। সায়ংকালে উদ্বোধন।

৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

৬ই মাঘ, শুক্রবার, প্রাতে ছাত্রোপাসক মণ্ডলীর উৎসব। সায়ংকালে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের বক্তৃতা।

৭ই মাঘ, শনিবার, প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা।

৮ই মাঘ, রবিবার প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে সঙ্গত সভার উৎসব। সায়ংকালে উপাসনা।

৯ই মাঘ, সোমবার, ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা-সমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ, মঙ্গলবার প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১১ই মাঘ, সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই মাঘ, প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ, শুক্রবার প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তত্ত্ববিদ্যা-সভার উৎসব।

১৪ই মাঘ, শনিবার প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।
১৫ই মাঘ, রবিবার প্রাতে উদ্যান-সম্মিলন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ;—ইনি ঢাকায় গিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ;—ইনি শিবসাগর ব্রাহ্ম-সমাজের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিতে তথায় গিয়াছেন।

মৃত্যু ;—আমরা গভীর দুঃখ সহকারে লালা নন্দন বিহারির মৃত্যু সংবাদ দিতেছি, তিনি একজন অতি কর্ম্মশীল লোক ছিলেন। তিনি বৎসরাধিক কাল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সাংঘাতিক ক্ষয়কাশ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই শোকাবহ ঘটনা যে ঘটিবে ইহা অনেক পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিলেও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত ছিলেন ঈদৃশ জীবনের অকাল পরিসমাপ্তিতে মর্ম্মাহত হইবেন। কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মভাব ও ভগবৎ সেবার উৎসাহের প্রাবল্য অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যদিও অধিককাল উচ্চৈস্বরে কথা কহা তাঁহার ন্যায় রোগীর পক্ষে সাংঘাতিক, তথাপি তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়তম বিষয় সকল সম্বন্ধে অপর লোকের সঙ্গে আলাপ কালে তিনি তাঁহার হৃদয়ের উৎসাহ দমন করিতে পারিতেন না। তিনি গবর্ণমেণ্টের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে আপনাকে সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গেলেন, ইঁহাদের তত্ত্বাবধান করা আমাদের কর্ত্তব্য।

পুনা প্রার্থনা সমাজ ;—পুনা প্রার্থনা সমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে আরম্ভ হইয়া ২৫এ অগ্রহায়ণ শেষ হইয়াছে। উৎসব নিম্ন লিখিতরূপে সম্পন্ন হইবার কথা ছিল।

১৭ই শনিবার অপরাহ্ন ৭ টা ; সাধারণ সভা ও বাৎসরিক বিবরণ পাঠ।

১৮ই রবিবার বিশেষ উৎসবের দিন, পূর্ব্বাহ্ন ৮ টার সময় উপাসনা, অপরাহ্ন সাড়ে ৩ টার সময় বালক বালিকা সম্মিলন, সাড়ে ৭ টার সময় উপাসনা।

১৯এ সোমবার অপরাহ্ন ৮ টার সময় ইংরেজীতে বক্তৃতা।

২০এ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৮ টার সময় পুরাণ পাঠ।

২১এ বুধবার অপরাহ্ন ৮ টার সময় সঙ্গত সভা এবং তৎপরে বাবু দীননাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক "সাধু কবীরের জীবন ও উপদেশ" বিষয়ে বক্তৃতা।

২২এ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন সাড়ে ৩ টার সময় মহিলা সম্মিলন, ৮ টার সময় মহারাষ্ট্রীতে বক্তৃতা।

২৩এ শুক্রবার অপরাহ্ন সাড়ে ৮ টার সময় কীর্ত্তন।

২৪এ শনিবার ও ২৫এ রবিবার—সহরের বাহিরস্থ কোন স্থানে সাধন ভজনার্থ যাত্রা।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার স্থগিত তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

৫ই নবেম্বর অপরাহ্ন ৫টার সময় সিটিকলেজ ভবনে অধ্যক্ষ সভার স্থগিত তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কেদারনাথ রায়, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মথুরা মোহন গাঙ্গুলি, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু মোহিনী মোহন রায়, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, এবং সহকারী সম্পাদক বাবু শশিভূষণ বসু সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সভার কার্য্য বিবরণ প্রস্তুত হইলে অধ্যক্ষ সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উহা পঠিত হইয়া গৃহীত হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হইল।

তৎপরে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হয়।

বাবু কালীশঙ্কর শুকুল প্রস্তাব করেন যে কার্য্য বিবরণ গৃহীত হউক এবং আয় ব্যয়ের হিসাব কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় পুনঃপ্রেরিত হউক। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

বাবু হরকিশোর বিশ্বাস প্রস্তাব করেন যে নিম্নলিখিত কথা গুলি যোগ করিয়া প্রস্তাবটীকে সংশোধন করা হউক।

"কি কি কারণে বাঘআঁচড়ায় ব্রহ্মমন্দির ও স্কুল নির্ম্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হয় তাহা প্রদর্শনার্থ অনুরোধ পূর্ব্বক।" বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সংশোধিত প্রস্তাবের পোষকতা করেন। তৎপরে এই সংশোধন সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করা হয়, তাহাতে সংশোধিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া আদিম প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

বাবু সীতানাথ দত্ত প্রস্তাব করেন, দেওঘরের বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসুকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত করা হউক। বাবু কালীশঙ্কর শুকুলের পোষকতায় ইহা গৃহীত হয়।

ডাক্তার এম্ এম্ বসু প্রস্তাব করেন, বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত করা হউক। মেঃ জে, সি বসুর পোষকতায় প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

সহকারী সম্পাদক সভাকে জ্ঞাপন করেন যে বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া ; বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের সম্পাদক বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজ উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া ; ঘোরাঘাট ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু হরিমোহন ঘোষালকে অধ্যক্ষ সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ; এবং নলহাটী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু কুঞ্জলাল ঘোষকে অধ্যক্ষ সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

নির্দ্ধারিত হইল যে পত্রগুলি কার্য্য বিবরণভুক্ত করা হউক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৫এ পৌষ রবিবার সায়ংকালীন উপাসনার পর (অনুমান রাত্রি ৮টার সময়)—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনালয়ে—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথা সময়ে সভায় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

১৭ই পৌষ } আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২৯৫ } উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক।

বিবেচ্য বিষয়।

১ম। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।
২য়। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ।
৩য়। ঐ ঐ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন।
৪র্থ। আচার্য্য নিয়োগ।
৫ম। ধ্যানের উদ্বোধন এবং সময় সম্বন্ধে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের পত্র সম্বন্ধে মীমাংসা।
৬ষ্ঠ। সভ্য মনোনয়ন।
৭ম। বিবিধ।

আগামী ৭ই জানুয়ারি ১৮৮৯ সোমবার অপরাহ্ন ৫টার সময় সিটী কলেজ ভবনে অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংশোধিত নিয়মাবলীর ৩য় নিয়মের (গ) অংশের পুনর্বিবেচনা। (১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত।)

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৯

শ্রীশশিভূষণ বসু
সহকারী সম্পাদক।

আগামী ৭ই জানুয়ারি ১৮৮৯ সোমবার অপরাহ্ন ৫॥টার সময়ে সিটী কলেজ গৃহে অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ও আয়ব্যয় হিসাব।

২। ভোট গণনাকারী-সবকমিটি নিয়োগ।

৩। সভ্য মনোনয়ন।

৪। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৯

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।
সম্পাদক।

আগামী ১২ই জানুয়ারি শনিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় সিটী কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলীর আলোচনা। (১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত)

উক্ত নিয়মাবলী সকল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে।

বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রস্তাব করিবেন,—৩য় নিয়মের (গ) অংশের স্থানে "পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে সমুদয় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।" এইরূপ হওয়া উচিত। বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রস্তাব করিবেন,—ঐ নিয়মের ঐ অংশের পূর্ব্বে "জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া" এই কথাগুলি যোগকরা হউক এবং যে যে স্থানে "হওয়া উচিত" আছে সেই স্থানে "হওয়া আবশ্যক" হউক।

বাবু বাণীকণ্ঠ রায়চৌধুরী ও বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিবেন, ২য় নিয়মের ৬ষ্ঠ পংক্তি "স্বীকার করেন না" ইহার পর "এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করেন" এই কথাগুলি যুক্ত হইবে। ৩য় নিয়মের ক, খ, গ ও ঘ শেষে "উচিত" উঠিয়া গেলে ভাল হয়।

৪র্থ নিয়ম পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। সভ্য নিয়োগ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে থাকা ভাল নয়।

ঐ নিয়মের ২য় প্যারার ১ম লাইনে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভা" স্থানে "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" হইবে।

৫ম নিয়মের ৫ম পংক্তিতে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বা" উঠিয়া যাইবে।

৬ষ্ঠ নিয়ম যেমন ছিল তাহাই থাকা উচিত।

৮ম নিয়মের ১১, ১৪, ও ১৫ পংক্তিতে "পারিবেন" উঠিয়া যাইবে এবং ১৫ পংক্তির "রহিত করিতে" কথার পর "অধ্যক্ষ সভাকে অনুরোধ করিবেন" এই কথাগুলি বসিবে। ১৬ পংক্তির "এরূপ স্থল......জানাইবেন" পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে। তাহার স্থলে "এরূপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে" এই কথা বসিবে।

৯ম নিয়মের ৩য় পংক্তিতে "তাঁহাদের স্থানে "সমাজের" এই কথা বসিবে। "কিন্তু তাঁহার নাম" ইত্যাদি শেষ অংশ পরিত্যক্ত হইবে।

২২শ নিয়মের ৫ম পংক্তিতে "২৫" স্থানে "২২" হইবে এবং ৬ষ্ঠ পংক্তির "কোন বিশেষ কারণ" ইত্যাদি সমস্ত উঠিয়া যাইবে।

৪১শ নিয়মের ৫ পংক্তির "দ্বিতীয়" স্থানে "তৃতীয়" হইবে। "যদি কোন প্রস্তাব" ইত্যাদি ২য় প্যারায় উঠিয়া যাইবে।

Babu Bipin Behary Bose of Lucknow will propose.

(1) That the designation "President of the S. B. Samaj" be abolished and it should be replaced by the words "Chairman of the Committee."

(2) That a distinct function be given to the existing General Committee and its name be changed into the "General Committee of Elders." All persons, Brahmos, can be members of it, who are 30 years old or upwards and the ordained missionaries would be ex-officio members of it. The members may be limited to 40 or so. The distinct function of it would be to decide all questions of discipline, spiritual and moral, and to prescribe all ceremonial forms. It will be the chief director of the Samaj in matters social. Other matters connected with the above will be at the disposal of the Committee. Any decision of the Committee of elders cannot be set aside unless there is a majority of two-thirds in the General meeting of the Samaj.

(3) The Samaj will formulate its creed i.e., its articles of faith and the Committee of Elders will have nothing to do with it and its worldly business &c.

(4) The Executive Committee will be recruited equally from the Committee of Elders and from general members at the Annual Meeting—half the members being allotted to each.

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

শ্রীশশিভূষণ বসু
সহকারী সম্পাদক।

আগামী ২১এ জানুয়ারি ১৮৮৯ সাল সোমবার বেলা ৬॥টার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ১১শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক রিপোর্ট।

২। সভাপতির বক্তৃতা।

৩। কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।

৫। সভ্য মনোনয়ন।

৬। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ ভোটিং পত্র সভ্যগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যে সকল সভ্য তাহা পান নাই তাঁহারা আবেদন করিলে আমার নিকট হইতে পাইবেন। আগামী ৬ই জানুয়ারির পর আর ভোটিং পত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

শ্রীশশিভূষণ বসু
সহকারী সম্পাদক।

১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২০শে পৌষ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিকপত্রিকা।

১১ ভাগ।
১৮শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ রবিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৵০

ধরে রাখ।

শীতল ছায়াতে জুড়া'তে হৃদয়,
ঢালিতে পরাণে অমৃত ধার,
কেগো বসেছিলে প্রেমকোল পেতে,
ঘুচা'তে আমার দুখের ভার?
জননী আমার? চিনেছি তোমারে
তুমি বিনা কেবা হবে এমন?
পাতকী সন্তানে তুমি বিনা আর
কেপারে করিতে এত যতন?
অপরাধী ব'লি' তাড়া'য়ে না দিয়ে
লইলে যদি গো স্নেহের কোলে,
ধরে রাখ, আর দিওনা যাইতে,
ভুলিতে দিওনা মোহের ছলে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার; ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় একজন ছাত্র ঢাকার ঈষ্ট নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন; "আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এখানকার ইংরাজেরা ভারতবর্ষস্থ ইংরাজের সদৃশ কিনা? ইংরাজ চরিত্র বিচার করিবার যে সকল সুবিধা থাকা আবশ্যক আমার এপর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠেনাই, কিন্তু যতদূর ঘটিয়াছে, তাহাতে এখানকার ইংরাজেরা অনেক ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছে। ভারতবাসী ইংরাজের ব্যবহারে যে কর্কশভাব দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানে কি ছোট কি বড় কেহই আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেন না, যাহাতে তাহারা রাজ জাতীয় ও আমি হীন স্থানের লোক এরূপ মনে হইতে পারে। সত্য কথা বলিতে কি রেলওয়ে ষ্টেসনে ও রেলগাড়ীতে এখানে আমি যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছি, সেরূপ ভারতবর্ষে দেশীয় কর্ম্মচারীর নিকটও প্রাপ্ত হই নাই। এখানকার পাহারাওয়ালারা দেশের পাহারাওয়ালাদের মত নহে; ইহারা বড় ভদ্র ও ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষা করিয়া থাকে। সকল স্থানে ভদ্রতা দেখি, কোথাও উহার অভাব দেখিতে পাই না"। "বোম্বে গারজেন" এই পত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "কতকগুলি ইংরাজ কেন যে লোহিত সমুদ্রের অপর পারে তাঁহাদের ভদ্রতা রাখিয়া আসেন বলিতে পারি না। বিলাতে ইংরাজ প্রভুরা তাহাদের ভৃত্য দিগের প্রতি বড়ই সদয় ইহা প্রসিদ্ধ, এখানেও সকল স্থলে সেই নিয়ম কেন প্রচলিত হইবে না?" এখানে ইংরেজেরা তাঁহাদের ভৃত্যদিগের উপর যেরূপ ব্যবহার করেন, যাঁহারা তাহার অনুকরণ করেন, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে উক্ত ব্যবহার কখনই আদর্শস্থানীয় নহে। ভৃত্যদিগের সম্বন্ধে আমাদের যে গুরুতর কর্ত্তব্য আছে, তাহা আমরা অনেক সময়ে বিস্মৃত হই। উহারা আমাদের আশ্রিত ও কৃপাপাত্র, এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা অশিক্ষিত বলিয়া আমাদের বিশেষ কৃপাপাত্র। উহা দিগের মঙ্গলের জন্য আমরা যে অনেক পরিমাণে দায়ী সে বিষয় আমরা অনুধাবন করিয়া দেখিনা।

"আহার তত্ত্ব"; আমরা "আহার তত্ত্ব" নামক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রথম চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানি 'কলিকাতা নিরামিষ ভোজি সভা' কর্তৃক প্রকাশিত। সভার উদ্দেশ্য নিরামিষ ভোজন প্রচার ও আমিষ ভক্ষণ নিবারণের চেষ্টা করা; এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থই এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন এম্, এ, বি, এল্ এই সভার সভাপতি; রায় বদ্রিদাস মকিম বাহাদুর, রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর, ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ প্রভৃতি ১৩ জন গণ্য-মান্য ভদ্রলোক ইহার সহকারী সভাপতি; শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন এল্, এম্, এস্, ইহার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ; এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু ইহার সহকারী সম্পাদক। আমরা "আহার তত্ত্ব" পত্রিকার যে কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে নিরামিষ ভোজনপ্রতিপাদক অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতি হইতে অনুবাদিত। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'অধ্যয়নশীল ছাত্রের আহার', ও 'ব্রথের (Broth) আদ্যশ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ' নামক প্রবন্ধ দুইটী বিশেষ দ্রষ্টব্য। স্থানাভাব না হইলে আমরা পাঠকবর্গের অবগতির

জন্য উক্ত প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। এই পত্রিকাতে নিরামিষ ভোজন যে বিজ্ঞান সম্মত তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিরামিষ ভোজন দ্বারা শরীর রক্ষা হয় কি না তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু তথাপি ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নিরামিষ ভোজীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমিষ ভোজন ব্যতীত শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক কার্য্যকারিতা সুরক্ষিত হয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাদ্বারা যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে নিরামিষ ভোজন সকল লোকের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। যাঁহারা সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে শরীর রক্ষার জন্য আমিষ ভক্ষণ আবশ্যক তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় শুদ্ধ রসনার তৃপ্তির জন্য জীব হত্যার প্রশ্রয় দেওয়া পাপ।

দীন ভোজন ; এবৎসর লণ্ডনে লর্ড মেয়রের (Show) তামাসা হয় নাই। প্রতি বৎসর এই তামাসা উপলক্ষে বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে, এবং অনেক দিন হইতে এই তামাসা দেখান প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তামাসায় খরচ না করিয়া দীন দুঃখীদিগকে কোন না কোন আকারে দিতে পারিলে অর্থের সদ্ব্যবহার করা হয় মনে করিয়া বর্ত্তমান লর্ড মেয়র এবৎসর তামাসা রহিত করিয়া দ্বাদশ সহস্র দরিদ্র লোককে খাওয়াইছেন। মেঃ চ্যারিংটনের প্রচার কার্য্যালয় হইতে আর এক সহস্র লোকের খাবার খরচ দেওয়া হইয়াছে। নগরের প্রচারকদিগের দ্বারা টিকিট বিলি হয়। সকল সম্প্রদায়ের দরিদ্র লোককেই নিমন্ত্রণ করা হয়। বেকার, বিধবা, আতিরিক্ত শ্রম করিতে হয় অথচ পেট ভরিয়া খাইতে পায় না এরূপ বালিকা,এবং যাহাদের বৃহৎ পরিবার, অথচ সকলকে খাওয়াইবার উপযুক্ত অর্থ নাই,বাছিয়া বাছিয়া এরূপ লোক নিমন্ত্রণ করা হয়। তিন শত ভৃত্য ইহাদের পারিচর্য্যা করে। বাটটী টুকরী করিয়া খাদ্য দ্রব্য আনীত হয়। তিন সহস্র মাংসের পিষ্টক (Pie) সত্তর পাউণ্ড অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ সের চা, সাড়ে তিন মণ চিনি, আড়াই মণ, মাখন, চৌত্রিশ মণ দুধ, আঠার মণ এক সের পিঠা, আট শত রুটী এবং বার পিপা আপেল ফল সে দিন খরচ হয়। আহারান্তে মেঃ রিচার্ডসন ছায়াবাজি দেখান, আর দুই জন ভদ্রলোক সিপাহী বিদ্রোহের গল্প বলিয়া অতিথিবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। কি সুন্দর দৃশ্য! তামাসা ও ধূমধাম উপলক্ষে এখানকার রাজপুরুষ ও ধনীরা অনেক অর্থ অপব্যয় করেন। সেই অর্থে কত লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী অনাথ ও বিধবা প্রতিপালিত হইতে পারে একবার যদি তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে এই দরিদ্রদেশের অনেক উপকার হইতে পারে।

জাতিভেদ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য কিনা ; অনেক দিন পূর্ব্বে যেসকল কথার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, আমরা দেখিতে পাই যে সমাজে মধ্যে মধ্যে সেই সব কথা উঠিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। জাতিভেদ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য কিনা, সম্প্রতি এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে। এবিষয়ের আলোচনা আবশ্যক, যুক্তি তর্ক করিয়া এটী আবার বুঝাইতে হইবে, ইহা আমাদের ধারণা ছিল না। নিরাকার উপাসনা ভারতবর্ষে যে কখনও ছিল না তাহা নহে। উপনিষদকারগণ বিশ্বস্রষ্টাকে নিরাকার আত্মরূপী বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি জন্য আসিয়াছেন? কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং প্রচার করিবার জন্য নহে, একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াও ভারতের দুঃখ ও সম্প্রদায়বিদ্বেষ বিদূরিত হয় নাই। একমেবাদ্বিতীয়ং জীবনে প্রচার করিবার জন্যই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুদয়। যিনি ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্রদিগের মধ্যে কিরূপে বর্ণভেদ করিবেন? জ্ঞান, অর্থাদি বিষয়ে ভেদাভেদ থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু যে জঘন্য বর্ণভেদ আমাদের দেশে প্রচলিত থাকিয়া আমাদের জাতীয় মিলনের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে, যাহা বিদ্বেষ ও অসদ্ভাবের গরল বর্ষণ করিয়া পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করিয়াছে, সেই বর্ণভেদ ঈশ্বর বিশ্বাসী বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হীন জাতিতে জন্ম বলিয়া আমি কি ঈশ্বর সন্তানকে পরিত্যাগ করিব? ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব উভয়ই স্বীকার করিতে হইবে, অথবা উভয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া মানি অথচ আমি গুণবান্, ধর্ম্মশীল, হীন জাতিজাত পাত্রে কন্যা দান করিতে অসমর্থ ইহা কিরূপ কথা? ব্রাহ্মধর্ম্মের এক দিক্ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রেম, আর এক দিক্ ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি প্রেম। যিনি ঈশ্বরকে মানিতে প্রস্তুত কিন্তু জাতিনির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের পুত্রকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তিনি কিরূপে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচিত করিবেন?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আগমনী।

মা আসিতেছেন, ভাই ভগ্নীগণ মাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। যে মা আমাদের ও বিশ্বসংসারের প্রাণ যাঁহার জ্যোতিতেই কেবল আমাদের আত্মজ্যোতির উপলব্ধি, যিনি আমাদের প্রবাহ ও পরিবর্ত্তন পূর্ণ আত্মার স্থিতিশীল ও অপরিবর্ত্তনীয় আধার, আমাদের জ্ঞান ভাব ইচ্ছাময় জীবন যাঁহার অসীম চিন্তা-সাগরের তরঙ্গ মাত্র, যিনি অবিরত জাগ্রৎ থাকিয়া প্রেমপুণ্য বিধানে আত্মার মধ্যে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই মা আসিতেছেন। যাঁহার দয়া ও দানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অকৃতজ্ঞতা ও কৃপণতার কথা স্মরণ করিলে অতি কঠিন ও পাষাণ সমান প্রাণও বিগলিত হয়, তাঁহারই বাৎসরিক পূজার দিন আগত প্রায়। আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই। আসুন সকলে সেই মহা পূজার জন্য প্রস্তুত হই, সেই মহা পূজার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করি। আমাদের মা চিন্ময়ী,

তাঁহার পূজার জন্য সুতরাং বাহিরের উপকরণ চাই না। পূজার সময় হৃদয় মন্দিরে যখন জননীর মুখচন্দ্র বিকাশিত হইবে, তখন সেই প্রকাশ যাহাতে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহারই জন্য আমাদিগকে এখন হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে। পাপী পুণ্যবান, সাধু অসাধু সকলেই তাঁহার দয়া-স্রোতে ভাসিবেন সত্য, যিনি যে পরিমাণে আপনাকে প্রস্তুত করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে সেই দয়াস্রোত প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন। কত মহাপূজার দিন চলিয়া গেল, আনন্দময়ী মা তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে কত ধন রত্ন দিলেন, উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত হই নাই বলিয়া তাহার অতি যৎকিঞ্চিৎই আমরা রক্ষা করিতে পারিয়াছি। এখন কঠোর আত্ম পরীক্ষার অগ্নিতে আপনাদিগকে দগ্ধ না করিতে পারিলে কিরূপে মাকে গ্রহণ করিতে, মার সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ হইব? এখন অশ্রুপাত করিয়া যদি প্রস্তুত হওয়ার বীজ না বপন করি তবে পূজার সময় প্রকাশের আনন্দরূপ শস্য কিরূপে সংগ্রহ করিব?

উপরে বলা হইল মা আসিতেছেন। মা আসিতেছেন বলি কেন? যিনি দিবানিশি প্রাণে থাকিয়া বিবিধ লীলা করিতেছেন, তিনি আসিতেছেন বলি কেন? ইহার নিগূঢ় অর্থ আছে। যখন আমরা গতিশীল রেল গাড়ী বা নৌকায় থাকি তখন মনে হয় না যে গাড়ী বা নৌকা চলিতেছে, মনে হয় যে রেল পথের পার্শ্বস্থ বা নদী তীরস্থ তরুরাজি আমাদের বিপরীতদিকে চলিতেছে যখন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি দেখিতে পাই যে, সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্রই চলিতেছে, পৃথিবী স্থির রহিয়াছে। সেইরূপ আধ্যাত্ম রাজ্যে যখন আমরা চলি তখন মনে করি যে আমরা চলিতেছি না, ঈশ্বর আমাদিগের দিকে চলিয়া আসিতেছেন। যিনি অপাণিপাদ তিনি চলিবেন কিরূপে? যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার চলিবার প্রয়োজনই বা কি? আমাদিগকে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। তিনি ত প্রাণে প্রকাশিত হইয়াই আছেন। আমাদিগকে সেই প্রকাশবান্ সচ্চিদানন্দরূপী পরমাত্মার প্রকাশ মণ্ডলের মধ্যে উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা উপাসনার পূর্ব্বে "এসহে প্রাণ সখা" বলিয়া সঙ্গীত করি বলিয়া তাহার অর্থ ইহা নহে, প্রাণসখা আমাদের হৃদয়ে নাই, হৃদয়ে নূতন করিয়া আসিবেন, ইহার অর্থ এই যে, আমরা প্রাণসখার নিকট যাইব—আমারা তাঁহা হইতে দূরে রহিয়াছি, চেষ্টা করিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইব। এই দূরত্বেরই বা অর্থ কি? নিকট ও দূর কথা কেবল জড়ীয় বস্তু সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, অধ্যাত্ম রাজ্যে নৈকট্যও দূরত্ব কি? ইহারও গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সেই তাৎপর্য্য এই যে আমরা যখন তুলনা করিয়া অন্য আত্মার ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ দেখি তখনই বলি আমরা উহা হইতে দূরে আছি। যখন আমাদের ও উক্ত আত্মার মধ্যে সাদৃশ্য দেখি তখনই মনে হয় আমরা উহার নিকটস্থ হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধে ঠিক তাহাই, তাঁহার পবিত্র পূর্ণস্বরূপের সহিত যখন আমাদের অপবিত্র অপূর্ণ প্রকৃতির সাদৃশ্যের অভাব দেখিতে পাই তখন প্রাণ আপনা হইতে বলিয়া উঠে "প্রভু দূরে, দূর সুদূরে পড়িয়া রহিয়াছি, কবে নিকটস্থ হইব"? পরমাত্মার ও জীবাত্মার চিরদিনই প্রভেদ থাকিবে, যতই কেন জীবাত্মা প্রেমপুণ্যে অগ্রসর হউক না! কখনই অনন্ত প্রেমপুণ্যের আধারের পূর্ণরূপে সদৃশ হইতে পারিবে না। কিন্তু সাদৃশ্য যতই বৃদ্ধি পাইবে জীবাত্মা ততই পরমাত্মার নৈকট্য অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। অধ্যাত্ম রাজ্যের ভাষা অবাক্, পার্থিব রাজ্যের ভাষায় অধ্যাত্ম রাজ্যের সত্য প্রকাশ করিতে হইলে, জড় বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োজ্য ভাষা প্রয়োগ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। মা আসিতেছেন অথবা মার দিকে আমরা যাইতেছি একই কথা।

মা দিবানিশি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত, উপাসনার সময় বিশেষ উজ্জ্বল ভাবে এবং উৎসবাদির সময় আরও বিশেষ উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়েন, ইহা সত্য কথা। সকল উপাসকই এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন, কিন্তু তথাপি আমরা উৎসবাদিতে স্থায়ী উপকার পাই না কেন? বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখি যে এই স্থায়ী ফলের অভাবের কারণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, বিশ্বাস সম্বন্ধে ত্রুটি; দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ত্রুটি; মাকে প্রাণে উপলব্ধি করিলাম, অথচ আমার সমস্ত সাধুভাব জাগ্রৎ হইয়া উঠিল না, মার আগমন অনুভব করিলাম অথচ প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল না, ইহা একেবারে অসম্ভব। ঈশ্বরোপলব্ধি সহজ ব্যাপার নহে। ভক্তদের জীবনের অভিজ্ঞতা ইহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়, আমাদের অভক্ত জীবনেও এবিষয়ে যে সামান্য অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতার উপলব্ধি অতি গুরুতর ব্যাপার। ঈশ্বর আমাদের প্রাণ ধরিয়া রহিয়াছেন, ইহা যখন যথার্থ উপলব্ধি হয়, তখন প্রাণের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। অগ্নিতে হাত দিলাম, অথচ হাত পুড়িল না, ইহা যেমন অসম্ভব, আনন্দময়ী মা আনন্দের পাত্র লইয়া আমাদের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, পাষণ্ড সন্তান তাঁহার অপমান ও লাঞ্ছনা করিতেছে, জননীর অপরাজিত, সহিষ্ণু প্রেম সকলই সহ্য করিতেছে, ইহা মনে ধারণা হইল আর প্রাণ বিগলিত হইল না, ইহা তেমনি অসম্ভব, বিশ্বজননীর মধুর প্রেম অনুভব করিবামাত্র তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার অভিলাষ জন্মিবেই জন্মিবে। মা আসিতেছেন বা মা আছেন, মা আনন্দ দিবার জন্য প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া ডাকিতেছেন, এ সকল কল্পনা, কবিত্ব বা অলঙ্কার নহে, প্রকৃত সত্য। আমরা যদি ইহা অনুভব করিতে না পারি তবে সে মার দোষ হইতে পারে না, আমাদের দোষ। দর্শনশাস্ত্র বলিতেছে এক জীবন্ত, জাগ্রৎ, মহাশক্তিময়ী অনন্ত চৈতন্য প্রাণের মূলে, জীবনের অভিজ্ঞতা বলিতেছে, এক প্রেমময়ী মা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ কোলে করিয়া রহিয়াছেন, ইহাতেও যদি বিশ্বাস না হইবে, তবে আর কিসে বিশ্বাস হইবে? উপাসনাই কর আর উৎসবই কর, যদি মাকে সত্য বলিয়া জানিতে ও ধরিতে না পারিয়া থাক তবে সকলই পণ্ডশ্রম। সত্য মাকে জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করিবামাত্র, আমাদের এই অসার মৃতভাবাপন্ন প্রাণে মার প্রেম ও পবিত্রতার সাদৃশ্যলাভের স্পৃহা জন্মে। উপাসনা ও উৎসবে সত্যভাবে যোগ দিলেই, মার নিকটতর হইতে বাসনা জন্মিবেই জন্মিবে। মার প্রকাশ সত্যভাবে

উপলব্ধি করিবার এমনই গুণ যে, প্রাণ কোনও মতেই উদাসীন থাকিতে পারে না। আবার মার প্রেম সত্যভাবে অনুভব করিবামাত্র তাঁহার নিকটস্থ হইবার বাসনা দৃঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। মা আমাকে সুখী করিবার জন্য এত ব্যস্ত, দিনরাত্রি আমার কুশল চিন্তা করিতেছেন,দিনরাত্রি আমার উদ্ধারের জন্য উপায় উদ্ভাবন ও কৌশল চিন্তা করিতেছেন, মধুরভাবে ডাকিয়া, মধুরতর ভাবে প্রকাশিত হইয়া প্রাণকে মোহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবামাত্র মনে হইবে যে আর আপনার হাতে প্রাণ রাখিব না, প্রাণের প্রাণের হাতে দিয়া ভবসিন্ধু পারে যাইব ও নিশ্চিন্ত হইব।

উপরে যাহা বলা হইল প্রত্যেক উপাসনা সম্বন্ধে তাহা প্রযুজ্য, উৎসব সম্বন্ধে আরও বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য। মা আসিতেছেন বা মা আছেন ইহা সত্য বলিয়া জীবনের মর্ম্মস্থানে উপলব্ধি করি না, মা আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য পাগলিনীর মত প্রেম বাহু বিস্তার করিয়া আছেন,ইহা সত্য বলিয়া অনুভব করি না বলিয়াই উপাসনা ও উৎসব পরিত্রাণপ্রদ ব্যাপার না হইয়া কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাবপ্রদ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। উপাসনা উৎসবের পরে তাই মার আনুগত্য করিবার স্পৃহা থাকে না, জীবন যেমন ছিল, তেমনিই থাকিয়া যায়। এবার আসুন সকলে, বিশেষভাবে প্রাণকে প্রস্তুত করিয়া উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করি। বাইবেলে বর্ণিত নির্ব্বোধ কুমারীদের মত যেন আমাদের দুর্দ্দশা না হয়। তাহাদের প্রদীপে তৈল ছিল না, তাহারা তৈল আনিতে গিয়াছিল ইতিমধ্যে বর আসিয়া উপস্থিত। যে সকল কুমারী পূর্ব্ব হইতে তৈল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া ছিল, বরের আগমনের বার্ত্তা শুনিয়া তাহারা আপনাদের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। বর তাহাদিগকে লইয়া তাহাদিগের সহিত প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইলেন, তাঁহার মন্দিরের দ্বারে রুদ্ধ হইল। মার করুণার স্রোত অচিরে প্রবাহিত হইবে। যাহারা সাবধানতার সহিত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে তাহারাই কৃতার্থ হইবে।

ইচ্ছাযোগ।

(কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।)

পক্ষী হইয়াও গরুড় সাধন বলে বিষ্ণুর বাহন হইলেন। তাঁহারই পৃষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক, নারায়ণের সর্ব্বত্র আবির্ভাব। এক দিবস লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, বহুলোক তিনদলে বিভক্ত হইয়া এক গৃহস্থের বাটীর সম্মুখে বাগ্বিতণ্ডা করিতেছে। প্রতি দলেই বিবাহবেশধারী এক এক বর। লক্ষ্মী ইহার মর্ম্মজিজ্ঞাসু হওয়ায়, নারায়ণ বলিলেন, "অদ্য গোধূলি লগ্নে, গৃহস্থের কন্যার বিবাহ। সহধর্ম্মিণী, উপার্জ্জনশীল এক পুত্র, এই কন্যা, এবং আপনাকে লইয়া, তাহার পরিবার। পিতার ইচ্ছা, শ্রেষ্ঠবংশে কন্যাদান করিয়া, নিজ মর্য্যাদা বর্দ্ধন করেন। মাতার ইচ্ছা কিন্তু অন্যরূপ—তিনি কুলশীলের তত পক্ষপাতিনী নহেন; তিনি কন্যাকে প্রচুর অলঙ্কারদানে সক্ষম এক ধনবান্, কিন্তু নিরক্ষর বর আনিয়াছেন। আবার পুত্রের ইচ্ছা, এ দুয়ের বিপরীত—শিক্ষিত, সচ্চরিত্র স্বামীর সহবাসে, শাকান্ন আহার করিয়াও, ভগ্নী মনের সুখে কালযাপন করে,এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং তিনি সেই আদর্শানুরূপ অসঙ্গতিপন্ন পাত্র উপস্থিত করিয়াছেন। —এবং ইহাতেই পিতা পুত্র ও মাতার মধ্যে এই ঘোর কলহ। পিতা বলিতেছেন—কন্যা তাঁহারই, সুতরাং তাঁহারই আনীত পাত্রে সম্প্রদান করিবেন। মাতা বলিতেছেন—কন্যা সন্তানের প্রধান ভার মায়ের; সুতরাং তাঁহার মনোনীত পাত্রের সহিত বিবাহ হইবে। আবার পুত্র বলিতেছেন—তাঁহারই উপার্জ্জিত অর্থে সকলের ভরণ পোষণ; সুতরাং তাঁহার আনীত পাত্রই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।"

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের কে তবে এই কন্যাকে বিবাহ করিবে?" নারায়ণ বলিলেন, "কেহই নহে—দূরে দণ্ডায়মান ঐ চতুর্থ যুবককে, নির্দ্দিষ্ট লগ্নে, কন্যা পতিত্বে বরণ করিবে, এই আমার ব্যবস্থা।"

বাহন গরুড়, অদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। কিন্তু নারায়ণের এই ব্যবস্থা তাঁহার অনুমোদিত হইল না। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—প্রভুর ইচ্ছা সফল হইতে দিবেন না। এবং লক্ষ্মীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই, বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, নখরদ্বারা যুবককে ধারণ করিয়া, নিমেষমধ্যে, সুদূর হিমাচলে লইয়া গেলেন। এবং তাহাকে ভয়ে অভিভূত, ও ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া, আশ্বাস দান পূর্ব্বক, তাহার জন্য আহারান্বেষণে বহির্গত হইলেন।

পাত্র নির্ব্বাচন বিষয়ে, পিতাপুত্র ও মাতার মধ্যে মতভেদ হইলেও, কন্যা মায়েরই নিকট ছিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, কৌশলক্রমে, তাহাকে আপন অভিপ্রেত বরে সম্প্রদান করিবেন। তদনুসারে কন্যাকে সঙ্গোপনে বিবাহবেশে সজ্জিত করিয়া বলিলেন,"যাহার নিকট তোমাকে প্রেরণ করিব তাহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান পূর্ব্বক, পতিত্বে বরণ করিও। বৃদ্ধ বা দরিদ্র স্বামীর সহবাস অশেষ ক্লেশদায়ক।" এই বলিয়া আহারীয় পূর্ণ ডোলের মধ্যে,কন্যাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন, এবং স্বামী ও পুত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "তিন পাত্রের যাহার সহিত হয়, বিবাহ হইতে পারিবে। কিন্তু তিনি যাহাকে বিবাহার্থিরূপে আনিয়াছেন, তাহার সহচরদিগকে অনাহারী রাখা অকর্ত্তব্য;—অতএব তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত আহার সামগ্রী প্রেরণ করি।" পিতা পুত্রের ইহাতে আপত্তি হইল না। তখন মাতা মিষ্টান্ন মধ্যে লুক্কায়িত তনয়াকে, বাহকদ্বারা, নিজের আনীত বরের নিকট প্রেরণ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গরুড় যুবকের জন্য আহারান্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি এই মিষ্টান্ন পাত্র দেখিতে পাইলেন; এবং চঞ্চুদ্বারা বহনপূর্ব্বক,অবিলম্বে ক্ষুধার্ত্ত যুবকের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

প্রচুর মিষ্টান্ন লাভে তাঁহাকে আনন্দিত ও আহারে উদ্যোগী দেখিয়া, গরুড় দূরে ভ্রমণ করিতে করিতে গোধূলির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে আহ্লাদ ধরে না। আত্মাভিমান তাঁহার পক্ষরাজি ফুলাইয়া তুলিয়াছে। তিনি প্রভুর ইচ্ছা

বিফল করিয়া, নিজ ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন—বরকে এত দূরে আনিয়াছেন যে, বহুকালেও তাহার সন্ধান পাওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত! কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা কি, একবার দেখুন!

* ক্রমে গোধূলি অতীত হইল। তখন যুবকের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন মানসে, তাহার নিকটস্থ হইয়া, গরুড় যাহা দেখিলেন, তাহাতে আত্মগৌরব ও আহ্লাদের কিছুই মিলিল না। মিষ্টান্নের আধারের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া, মায়ের উপদেশমত, কন্যা যুবকের গলে বরমালা প্রদান করিয়াছে! গরুড় দেখিলেন,তাঁহার ইচ্ছা পরাজিত হইয়া, প্রভুর ইচ্ছাই জয়যুক্ত হইল! এবং তাহার যন্ত্র তিনিই আপনি।

এ গল্প সম্ভব কি অসম্ভব তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। কিন্তু যে প্রদীপ্ত সত্যের অনল,এই কল্পনা-ভস্মে পচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই আমাদের গ্রহণীয় বস্তু। সর্ব্বশক্তিমানের কৃপাকণাই আমাদের বল ও সর্ব্বসিদ্ধির মূল। যতক্ষণ আমরা এই অগণনীয় মঙ্গল ইচ্ছার সহিত নিজ ক্ষীণ ইচ্ছার যোগ রক্ষা করি, ততক্ষণই আমাদের জয়। কিন্তু এ যোগ ছিন্ন করিয়া স্বার্থপূর্ণ অভিসন্ধি সকলের কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, জয় তাহারই চির অনুগামী। আমাদের বিদ্রোহী ইচ্ছার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সেই মঙ্গল ইচ্ছার বিজয় ঘোষণার যন্ত্র, কত সময় আমাদিগকেই হইতে হয়। তখন আমাদের অকিঞ্চিৎকরতা অন্যান্তরূপেও অনায়াসে প্রতিপন্ন হইয়া যায়। ক্ষুদ্র, জীর্ণ তরী, যেমন অনুকূল স্রোতে, অনুকূল বায়ুতে, সামান্য পাল তুলিয়া, ক্ষণমধ্যে বিপদসঙ্কুল জলধি উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি সেই মহানের অনিবার্য্য, অনুকূল ইচ্ছাবায়ুর সহিত, আমাদের ক্ষীণ ইচ্ছার যোগ হইলে, সংসারের এই ভয়াবহ তরঙ্গ তুফান, আমরা অনায়াসে পার হইয়া যাই। ইহার প্রতিকূলাচরণে, ক্ষুদ্র জীবনতরী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দিনের ইতিহাস, কতবার এ সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছে! এই ইচ্ছাযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। ইহাতে দুর্ব্বল মানব, মহাবলশালী হইয়া, নিজের ও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনের হেতু হইয়া যায়।

অতএব আমরা যেন তাঁহার কৃপাবলে বলী হইয়া, আত্মবিস্মৃত না হই। কিন্তু চিরকাল নিজ ইচ্ছাকে তাঁহার মঙ্গলেচ্ছার অনুগামী করিয়া, তাঁহারই মহিমাপ্রচারের যন্ত্র হইয়া থাকিতে পারি।

চিন্তা-কণিকা।

নিরীশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

অন্ধকার ও জড়তা দূর করার চেষ্টা মানবের কেমন স্বভাব সিদ্ধ! মানুষ শস্য, জীবদেহ ও ভূগর্ভ হইতে তৈল; ও মৃদঙ্গার হইতে বাষ্প বাহির করিয়াছে; অবশেষে আকাশের সৌদামিনীকেও তাহার দীপাধারে বন্দী হইতে হইয়াছে। কিছুতেই কিন্তু কিছুই হইল না। দিগন্ত-ব্যাপী গাঢ় অন্ধকারের অতি অল্পই এই কৃত্রিম আলোকে তিরোহিত হইয়াছে। এবং জড়তা ও ভীতিভাব, যেমন তেমনই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাতঃসূর্য্যের অতুল জ্যোতিঃসাগরে যখন জগৎ প্লাবিত হয়, তখন মানববুদ্ধি-সম্ভূত এই সহস্র আলোকমালা লজ্জায় মুখ লুকাইয়া রাখে। এবং তখনই অগণ্য জীবজন্তুর আনন্দরবে জল-স্থল-শূন্য সচেতন হইয়া উঠে।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহারা কেবল নীতি ও সমাজ-শৃঙ্খলার খদ্যোতালোকে অন্তর্জগতের অন্ধকার ও নির্জীবভাব দূর করিতে চাহে, তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। ঘোর দুরাচারের গাঢ় অন্ধকার-মধ্যে, নীতি ও সমাজ-শৃঙ্খলার কঠোর শাসন, অতি কষ্টে কথঞ্চিৎ উপকার সাধন করিতে পারে বটে; কিন্তু সেই মঙ্গলময়ের সহবাসে, অন্তর্নিহিত পাপের অন্ধকার, ও জড়তা দূরীকরণ-চেষ্টা দ্বারা, মানবাত্মা যে পুণ্যজ্যোতি ও নবজীবন লাভ করে, তাহা আর কোথায় মিলিবে? অতএব, জনসমাজে এই পবিত্র জীবন্ত ভাব আনয়নের আশায়, আমরা যেন কেবল কৃত্রিম, অশ্রেষ্ঠ উপায়ের উপর নির্ভর না করিয়া, সেই জীবন্ত শুদ্ধ প্রেমাধারের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করি।

ব্যাকুলতা।

জলস্রোত যখন সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন কোনও বস্তুতেই আর তাহাকে বাধা দিতে পারে না। সে কঠোর মৃত্তিকাকে দ্রব করে; গগনস্পর্শী মহাবৃক্ষকে তৃণবৎ ভাসাইয়া লইয়া যায়; এবং পর্ব্বতও যদি তাহার পথ রোধ করে,তবে "নায়াগ্রার" প্রপাতের ন্যায়, তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, দুর্জ্জয় পরাক্রমে, গম্যস্থানাভিমুখে ছুটিয়া যায়। মানুষেরও ঠিক্ এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যখন বাস্তবিকই সেই মহানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তখন আর কেহই তাহাকে ফিরাইতে পারে না। প্রতিকূলতা বরং তাহার প্রচ্ছন্ন পরাক্রমের অধিকতর বিকাশই করিয়া দেয়। সে লোকের নিন্দা, তিরস্কার, অত্যাচার, মায়া মমতা, এবং মৃত্যু,—এ সকলকেই উপহাস করিয়া, সেই অনন্তের উদ্দেশে ছুটিতে থাকে। এই ব্যাকুলতাই ধর্ম্মের প্রাণ। ঈশ্বর করুন, যেন তাঁহার সঙ্গ-লাভের লালসা, আমাদিগকে এইরূপ উন্মত্ত করিয়া দেয়!

নির্ভর।

বাল্যকালে আমার অতি প্রবল ভূতের ভয় ছিল। আত্মীয়গণের প্রতি বিরক্ত হইয়া, একদিন রজনীশেষে, কোন দূর স্থানে পলায়ন-মানসে, গ্রাম-পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হইতেছিলাম। চারিদিক্ জনশূন্য ও অন্ধকারাবৃত। দূর হইতে বোধ হইল,শুভ্র বসনাবৃত ভূত, কর সঞ্চালনপূর্ব্বক, আমাকে আহ্বান করিতেছে। ভয়ে প্রাণ আকুল! পলায়নের কিন্তু উপায় নাই—প্রান্তরের প্রায় অর্দ্ধাংশ পার হইয়াছি। তখন 'ভাগ্যে যাহাই থাকে, ঘটুক', বলিয়া, ভূতভয়হারী রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভূতের উপর লম্ফ দিয়া পড়িলাম। এবং সংজ্ঞাবিহীন হইয়া, ভূতলশায়ী হইলাম। সূর্য্যোদয়ে চৈতন্যলাভ

করিয়া দেখিলাম, প্রাতঃসমীরণ-আন্দোলিত, সুকোমল, শুভ্র কাশপুষ্প মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। তখন বুঝিতে পারিলাম, মূর্ত্তিমানতঃ যাহাতে মৃত্যুর প্রাকৃতি ভূতভ্রম হইয়াছিল, তাহা প্রেমময়ের পবিত্রতা ও প্রীতির ভৌতিক বিকাশ, দোদুল্যমান, বিকশিত, মখমল-কোমল শুভ্রপুষ্প বই আর কিছুই নহে।

আত্ম জীবন পরীক্ষা করিলেও আমরা ইহার অনুরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাই। যতদিন নিজের সংকীর্ণ ফলাফল-চিন্তা দ্বারা চালিত হই, ততদিন পরম হিতকর বিষয়েও বিভীষিকাভ্রমে আকুল হইয়া পড়ি। কিন্তু যখনই সেই বিপদভঞ্জনের নাম করিতে করিতে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছি, তখনই সহস্র ভূতের ভীষণ ভাব দূর হইয়া, সেই অভয়-ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছি। ভগবান করুন, সেই শিশুবৎ নির্ভরের ভাব যেন জীবনে আবার উপস্থিত হয়!

জাগ্রৎ ভাব।

এইরূপ প্রবাদ যে, ব্যাঘ্রকে যতক্ষণ চক্ষে চক্ষে রাখা যায়, ততক্ষণই প্রাণের আশা। পলক পড়িলেই কিন্তু সে দুর্দ্দান্ত শত্রু, গ্রীবা ভঙ্গ করিয়া, শোণিত পান করে। অন্তর্দৃষ্টিকে চিরজাগ্রৎ রাখিতে পারিলে, ঘোর প্রলোভনের মধ্যেও, কত সময়ে আমরা অক্ষত থাকিতে পারি। অতএব নিদ্রিত বা অর্দ্ধজাগ্রৎ ভাবে, যেন কখনই বিপদপূর্ণ সংসারারণ্যে বিচরণ না করি।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

টাঙ্গাইল।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিগত অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগে টাঙ্গাইলে আসেন। তিনি ৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার সন্ধ্যার পর অত্রস্থ উকীল শ্রদ্ধেয় বাবু শশিভূষণ তালুকদার মহাশয়ের বাসাবাটীতে উপাসনার কার্য্য করেন ও উপাসনান্তে "ঈশ্বর লক্ষ্য" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। ১১ই অগ্রহায়ণ রবিবার টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার দিন ছিল। ঐ দিন তিনি সামাজিক উপাসনার কার্য্য করেন ও উপাসনান্তে একটী সারগর্ভ উপদেশ দেন। নিশ্চয় ধারণা না থাকাতে উপদেশের বিষয়টীর উল্লেখ করা হইল না। তৎপরে কিছুকাল খুব জমাট সঙ্কীর্ত্তনের পর সমাজের কার্য্য শেষ হয়। ১২ই অগ্রহায়ণ সোমবার কুসুমী গ্রামে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহের বাটীতে সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনার পর "সংসারের অনিত্যতা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উপাসনা কার্য্যে এমন অনেক গ্রাম্য লোক যোগ দিয়াছিলেন, যাঁহাদের ধর্ম্ম সভা ইত্যাদিতে সচরাচর যাওয়ার অভ্যাস নাই। কয়েকটী ভদ্র মহিলাও উপাসনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। উপাসনার কার্য্যে ও সারগর্ভ উপদেশটীতে ইহাঁদের মনে বেশ ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া দিয়াছিল। তৎপর কয়েকটী সঙ্কীর্ত্তন হইলে উপাসনার কার্য্য শেষ হয়। ১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার করটীয়ার সামাজিক উপাসনার দিন ছিল। ঐ দিন সন্ধ্যার পর করটীয়ার সমাজ গৃহে শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে "ঈশ্বর লাভে আমিই আমার প্রতিবন্ধক" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। তিনি ১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন্ধ্যার পর আবার টাঙ্গাইল আসিয়া শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার মহাশয়ের বাসাবাটীতে উপাসনার কার্য্য করেন।

স্থানীয় অবস্থা অনুসারে আমরা এরূপ প্রচার কার্য্যের অভাব সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি। পল্লীগ্রামের সরল ও ধর্ম্ম-পিপাসু লোকের নিকট এরূপ প্রচার কার্য্য বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। যাহাতে এই অভাব দূর হইতে পারে এরূপ প্রচার কার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য আমরা অনেকদিন হইতে ময়মনসিংহ প্রচার সভার প্রতি আশা নেত্রে চাহিয়া আছি। দেশের কয়েকটী প্রধান নগরে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আবদ্ধ থাকিলে যে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না ও এখন পল্লীতে পল্লীতে ধর্ম্মপ্রচারের উপযোগী সময় আসিয়াছে এই ধারণা হইতেই বোধ হয় ময়মনসিংহ প্রচার সভার সংগঠন। তাই প্রচার সভার নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে যাহাতে এপ্রদেশের নগর ও পল্লীতে রীতিমত ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারে যত শীঘ্র সম্ভবে তাহার সুব্যবস্থা করিয়া এপ্রদেশে ধর্ম্মোন্নতির পথ খুলিয়া দেন।

শিব সাগর।

অত্রত্য নূতন ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় নিম্ন লিখিত মত কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইনি ১লা ডিসেম্বর রবিবার প্রায় ৩টার সময় এখানে পঁহুছিয়া সায়ংকালে সমাজে উপাসনা করেন, সোমবার হইতে দুই বেলা সমাজে এবং কখন কোন ভদ্রলোকের বাসায় উপাসনা করেন।

৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে উপাসনার পর কার্য্য প্রণালী স্থিরীকৃত হয় এবং সকলের মতে রবিবার গৃহ প্রতিষ্ঠার দিন নিরূপিত হয়। সন্ধ্যাকালে বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহে "মুক্তি ও তৎসাধনের উপায়" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় মুক্তি কি, এবং সাধন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রধান প্রধান আপত্তি কিরূপে খণ্ডন করা যায়, কিরূপ নির্ভরের সহিত যত্ন চেষ্টা করিয়া সাধন করিতে হয় তাহা অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় বর্ণনা করেন। বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় সমাজ গৃহে উপাসনা করেন। সায়ংকালে এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত প্রাচীন ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত দীননাথ শর্ম্মা বেজবড়ুয়া মহাশয়ের উদ্যোগে অত্রত্য আমলাপটী নামঘরে (যাঁহারা শঙ্কর দেবের ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা এইসকল স্থানে নামসংকীর্ত্তন ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন) "ভগবানের নাম মাহাত্ম্য" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন তৎপরে সংকীর্ত্তন হয়। উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীর মধ্যে সকলেই অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

৭ই ডিসেম্বর শনিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ দে মহাশয়

সমাজে উপাসনা করেন এবং বেলা ২টার সময় নৈতিক বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় বালক ও যুবক দিগকে নীতির ঘেরার ভিতর থাকিতে উপদেশ দেন। সায়ংকালে পুরাতন সমাজ গৃহে উদ্বোধন হয় এবং "উপাসকের প্রাণ জাগিলেই জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রাণে অনুভব করিতে পারে" এই বিষয়ে উপদেশ ও তাহার পর সংকীর্ত্তন হয়।

৮ই ডিসেম্বর রবিবার; অদ্য গৃহ প্রতিষ্ঠার দিন। প্রত্যুষ হইতে না হইতেই উপাসকগণ পুরাতন মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রার্থনা করিয়া "গা তোল পুরবাসী" এই ভোর কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে নগরে বাহির হইলেন ও বাঙ্গালীপটী ও কতক আসামীপটী ও বাজার ভ্রমণ করিয়া ৯॥ টার সময় মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রচারক মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলেন তৎপরে প্রতিষ্ঠা পত্র বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় পাঠ করা হইল, প্রতিষ্ঠাপত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাপত্রের অনুরূপ। পরে, গৃহের দ্বার খুলিয়া সকলকে সাদরে উপবেশন করান হইল এবং প্রতিষ্ঠাপত্রে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের স্বাক্ষর লওয়া হইল। বোতলের অভাবে উহা সে সময় পুতিয়া রাখা হয় নাই। তাহার পর প্রচারক মহাশয় উপাসনা করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা "জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ২ টার সময় শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপাসনা করেন এবং "প্রাণে আকাঙ্ক্ষা চাই" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। পরে শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ দাস মহাশয় শিবসাগর ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করেন এবং যাঁহারা যে কোন রূপে এই ব্রাহ্মসমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিসনর শ্রীযুক্ত এণ্ডারসন সাহেব বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট হইতে এই স্থানটী দিয়াছেন এবং অত্রত্য ভদ্রমণ্ডলী যাঁহারা অর্থদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান হয় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয় উক্ত বিষয়ে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান হয়। অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন হয় এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন এবং "ব্রাহ্মসমাজ বিধাতার কল" এই বিষয়ে উপদেশ দেন; তৎপরে প্রীতিভোজন হয়।

৯ই ডিসেম্বর সোমবার প্রাতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপাসনা করেন "এবং আমরা যে জীবন্তস্বরূপের উপাসক জীবনদ্বারা তাহার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে চিত্ত সংযম করিতে না পারিলে উপাসনা করা যায় না ইহা সুন্দররূপ আলোচিত হয়। বেলা দুইটার সময় শতাধিক স্কুলের ছাত্র এবং কতিপয় ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া নদীর অপরপারে রাজবাড়ী ও রংঘর দেখিতে যাওয়া হয়, তথায় রাজার ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন গৃহের দ্বিতল ছাদের উপর বনের মধ্যে বসিয়া সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা করা হয় এবং ছোট ছেলেদিগকে "কেবল দেখিলে হয় না, কিছু গ্রহণ (appreciate) করা চাই" এই সম্বন্ধে প্রচারক মহাশয় সংক্ষেপে উপদেশ দেন। তাহার পর বালকগণসহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজ গৃহে উপস্থিত হওয়া যায়। সমাজে উপাসনার পর প্রচারক মহাশয় উপাসকদিগকে দুইটী কথা স্মরণ রাখিতে বলেন,—উৎসবে কিছু পাই নাম শুধু ইহাতে হইবে না; নিত্য এইরূপ উপার্জ্জন করিতে হইবে এবং যাহা পাওয়া যায় তাহা আদরপূর্ব্বক প্রাণে রাখিতে হইবে। এইরূপে প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এবার উপাসকগণ বহুকালের পর নিজের সমাজ গৃহ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবন্ত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ সঞ্জীবতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সমাজ গৃহে দুই বেলা উপাসনা হয়। ১১ই বুধবার প্রাতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয় এবং সায়ংকালে সমাজ গৃহে প্রার্থনার পর আলোচনা হয়।

১২ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় সংকীর্ত্তনাদি হয়। এই রাত্রিতেই শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় ডিব্রুগড় যাত্রা করেন। ইঁহার কার্য্যে শিবসাগরস্থ সকল লোকই অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি নিবেদন।

শ্রীভগবতীচরণ দে, বেনারস। আপনার দ্বিতীয় পত্রখানি প্রকাশিত হইল। প্রথম পত্রে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রকাশ্য পত্রিকায় না ছাপাইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে জানাইলে অথবা বন্ধুভাবে প্রচারকদিগের সহিত তাহার আলোচনা করিলে অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। এই জন্য আপনার পত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সভার গোচরার্থ প্রেরণ করিলাম।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়; যোড়াসাঁকো, কলিকাতা। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাঁহার সকলই সত্য। ব্রাহ্মসমাজে বোধ হয় এমন লোক অল্পই আছেন, যাঁহারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করেন, অথবা তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা না জানেন। আমাদের একথা বলিবারও যথেষ্ট কারণ আছে যে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বিশেষভাবে ভক্তি করিয়া থাকেন। তথাপি যে তাঁহার বেলসাইজের বক্তৃতায় মহর্ষির নাম উল্লেখ নাই তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, যে ব্যক্তি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন তিনি মহর্ষির নামটী ভাল করিয়া লিখিতে না পারিয়া ঐরূপে লিখিয়া থাকিবেন। অপর দুইটী নাম সুপরিচিত বলিয়া লিখিতে পারিয়াছেন। কারণ, শাস্ত্রী মহাশয় যে মহর্ষিকে "আর একজন ভারতবাসী" বলিয়া বর্ণন করিবেন ইহা সম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ

মহর্ষি মহাশয়ের নির্ব্বেদের যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়া থাকিবেন "কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে" ইংরাজ লেখক করিয়াছেন "সহচরের মৃত্যুতে," শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়া থাকিকিবেন "তিনি সম্পদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন" ইংরাজ লেখক করিয়াছেন "ইনি বিলাসের জীবন কাটাইতেন।" অতএব আমরা অনুরোধ করি আদি সমাজের বন্ধুগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেলসাইজের বক্তৃতার বিবরণে মহর্ষির নাম উল্লেখ না থাকাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না। তাঁহারা বিবরণটী আর একবার পড়িয়া দেখিবেন যে তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নাম উল্লেখও নাই। ইহাতেই বুঝিবেন কাহারও কার্য্যের লাঘব করিয়া অপর কাহাকেও বাড়ান বক্তার উদ্দেশ্য ছিল না। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষির স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে যখন আপনার সহিত কাহারও, বিশেষতঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের, কোনও প্রকার মত ভেদ নাই এবং মহর্ষির প্রতি তাঁহার কখনও ভক্তির বৈলক্ষণ্য দেখি নাই, তখন আর এ বিষয় লইয়া অধিক আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

ব্রাহ্মেরা মুখে যাহাই বলুন না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব সকল এখনও যে বিশদরূপে মীমাংসিত হয় নাই, তাহা এখনও যে অতি জটিল অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য বটে ব্রাহ্মেরা কতকগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম মতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সে বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস—গুরু ইহা সত্য বলিয়াছেন অতএব আমিও বিশ্বাস করি ইহা সত্য; এই মতকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিলে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য হওয়া যায় না অতএব আমি বিশ্বাস করি এই মত সত্য—তাঁহাদের সে বিশ্বাস এই প্রকার অন্ধ বিশ্বাস। যদি তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক নহে ২।১ টা প্রশ্ন করা যায়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া উঠে, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। আমরা নিজে ব্রাহ্ম হইয়া কেন এত গুলি কথা বলিলাম? আমাদের রোগ সকল গোপন না করিয়া প্রকাশ্য ভাবে তাহার চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য।

গত ১৮০৯ শকের আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত "ধর্ম্ম ও সুখ" শীর্ষক প্রস্তাবটী পাঠ করিতে করিতে এই পত্র খানি লিখিতে আমাদের ইচ্ছা হইল। উক্ত প্রস্তাব লেখক স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন যে "শরীর, মন ও আত্মা লইয়া মনুষ্য গঠিত।" "মন জ্ঞান, বিজ্ঞান, আলোচনা, দয়ামায়া, স্নেহ মমতা, সহানুভূতি, প্রেমভক্তি, সুখের ইচ্ছা, দুঃখ পরিবর্জ্জনের বাসনা লইয়া ব্যতিব্যস্ত।" "আত্মা আবার ইহলোকের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য অশরীরী অনন্ত মহানের উদ্দেশে এখানকার যশোমান, প্রভূত ধনৈশ্বর্য্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই প্রেম নিবদ্ধ করিবে," পুনশ্চ, "মনুষ্য এই ত্রিমাত্রা (শরীর, মন ও আত্মা) পথে তিনটী বলের কেন্দ্র স্থানে বর্ত্তমান। শরীর, মন ও আত্মা তিন জন বিভিন্ন পথে লইয়া যাইবার জন্য ইহাকে তিন দিক্ হইতে আকর্ষণ করিতেছে।" অপরন্তু, "শরীর সাধারণের ভিত্তি, শরীরের নাশে মন বিনষ্ট, আত্মা আশ্রয় বিহীন (হয়)" এক্ষণে পাঠকেরা একবার প্রণিধান করিয়া বলুন দেখি প্রস্তাব লেখক মহাশয় মন ও আত্মা লইয়া এক বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন কি না। তাঁহার লেখনভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, শরীরের মধ্যে আত্মা ও মন নামে দুইটী পৃথক্ পদার্থ আছে; বাস্তবিকই কি তাহা ঠিক? আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই মন ও আত্মা দুইটী পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য কি না? যদি না হয়, তাহা হইলে মন পদার্থ টা কি? যদি উহা সু ও কুপ্রবৃত্তি সকলের সমষ্টি মাত্র হয়, আর যদি শরীরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে উহারও ধ্বংস হয় তবে উহা জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিতে হইবে কি না? যদি তাহাই বলা সঙ্গত হয়, যদি সত্য সত্যই জড় পদার্থ হইতে জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়, তবে আর মিছামিছি একটা আত্মার কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা, দয়ামায়া, স্নেহ মমতা প্রভৃতি বৃত্তি নিচয়ের সঙ্গে পূজেচ্ছা বৃত্তিটা যোগ করিয়া দিয়া বলিলেই তো হয় যে, জড় পদার্থ হইতে মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক হইতে জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তি—এক কথায় আমাদের মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে? আমাদের বিবেচনায় কিন্তু মন ও আত্মা একই পদার্থ, দুই নহে এবং শরীরনাশের সঙ্গে সঙ্গে মনই বলুন, আর আত্মাই বলুন, তাহার নাশ হয় না। আমরা কেন এরূপ বিবেচনা করি, তাহা এখানে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমরা তবে ইহাই বলিতে চাহি যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্ম সমাজের এক খানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়াও তাহারই এরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতেই এমন ভ্রান্ত বা জটিল মত অবাধে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

এখানে আরও দুই একটী ধর্ম্মমতের উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতেছি না। প্রথমতঃ ইতর প্রাণীদিগের আত্মা আছে কি না ব্রাহ্মেরা সাহস করিয়া তাহা কিছু বলিতে পারেন না। সত্য বটে বহুকাল পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক পশুর এক একটী করিয়া আত্মা আছে। কিন্তু তিনি সেই সকল আত্মার উন্নতি ও পরকাল প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই বলিতে সাহস করেন নাই। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, পশুদিগের যদি আত্মা থাকে তবে মৃত্যুর পরে সে আত্মার গতি কি হয়? সে আত্মা স্বাধীন ইচ্ছা ও ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি উচ্চতম অধিকার হইতে বঞ্চিত কেন? যদি মৃত্যুর পরে সে আত্মার অস্তিত্ব থাকে তবে তাহা চিরকাল পশুভাবেই থাকিবে অথবা ক্রমে মনুষ্যের উচ্চ অধিকার সকল প্রাপ্ত হইবে? আর পশুদিগের যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার

করা না হয় তবে তাহাদের জ্ঞান, চিন্তা, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, স্মরণ শক্তি, মায়া, দয়া প্রভৃতি বৃত্তি সকল কোথা হইতে আসিল ? জড়পদার্থ হইতে কি? ব্রাহ্ম ভাই সকল! ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন কি ?

দ্বিতীয়:—ব্রাহ্মেরা মনুষ্যের পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। কেন করেন না তাহার কোন সদুত্তর দিতেও পারেন না। তাঁহাদের বিবেচনায় তাঁহাদের যুক্তি অকাট্য কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অতি অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, আত্মা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করে তাহা কিছুতেই লোপ পাইবার নহে। কিন্তু যখন আমাদের পূর্ব্বজন্মের কোন কথা,কোন জ্ঞানই আমাদের স্মরণ থাকে না, তখন পুনর্জ্জন্ম হয় না ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বাল্যকালের সকল কথা যৌবনকালে, এবং যৌবনকালের কথা বৃদ্ধকালে, বিশেষতঃ ভীমরথীর অবস্থায় আমাদের কি স্মরণ থাকে ?* যখন আমরা আমাদের শরীরের এই সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদের পূর্ব্ব কথার অধিকাংশ ভুলিয়া গিয়া থাকি. তখন মৃত্যুরূপ শরীরের মহা পরিবর্ত্তনে আমরা যে আমাদের পূর্ব্বজন্মের সকল কথা, সকল জ্ঞান বিস্মৃত হইব ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি বলেন এখানে আত্মা শরীরের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে,তাই শরীরের রোগ শোকে আত্মারও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য প্রভৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পরে আত্মা শরীর হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বার্জ্জিত সমস্ত জ্ঞান লাভ করিবে, সমস্ত কথা তাহার স্মরণে আসিবে। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? আপনার মুখের কথা, বা কল্পনা বা অন্ধ বিশ্বাস তো আর প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না? অপর, ব্রাহ্মদিগের এই যে একটী কথা যে, ঈশ্বর যখন আমাদিগকে যে পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করেন তখন আমাদের সে পাপের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়; কেননা ন্যায়বান্ ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবেন অথচ কি দোষে আমরা শাস্তি পাইব তাহা আমাদিগকে জানাইবেন না—এমন অন্যায় ও অবিচার তাঁহাদ্বারা হইতেই পারে না। অতএব এজন্মে যখন আমাদের পূর্ব্বজন্মের কোন কথাই স্মরণ থাকে না, পূর্ব্বজন্মকৃত কোন্ পাপের কি শাস্তি বা কোন্ পুণ্যের কি পুরস্কার পাইতেছি তাহা যখন আমরা কিছুই জানিতে পারি না, তখন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, আমাদের পুনর্জ্জন্ম নাই। ব্রাহ্মদিগের এই যে একটা কথা, ইহা নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, আমরাতো এই জন্মে সদা সর্ব্বদা শারীরিক রোগ যন্ত্রণাতে কষ্টভোগ করিতেছি, শরীরিক নিয়ম লঙ্ঘনরূপ পাপের শাস্তি পাইতেছি, কিন্তু বলুন দেখি, কোন্ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য কোন্ পীড়া হইতেছে, কোন্ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনরূপ পাপের জন্য কোন্ শাস্তি ভোগ হইতেছে তাহা কি আমরা বিশেষ করিয়া কিছু জানি, বা কিছু বলিতে পারি ?† যখন এজন্মে অপরাধ না জানিয়াও অপরাধের জন্য আমরা শাস্তি পাইতেছি, তখন পরজন্মেও সেইরূপ অপরাধ না জানিয়াও কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি পাইব তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? যদি বলেন, শারীরিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোন শরীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের কি ফল, কি কারণে কোন্ রোগের উৎপত্তি হইতেছে তাহা আমরা ক্রমশঃই জানিতে পারিতেছি, ভবিষ্যতে আরো অধিক জানিব; তাহা হইলে আমরাও একথা বলিতে পারি যে, জটিল ও কঠিন আধ্যাত্মবিজ্ঞানের এই অতি শৈশবকাল, তাহার বয়োবৃদ্ধি অনুসারে, তাহার উন্নতি অনুসারে আমরাও পূর্ব্বজন্মের কোন্ পাপের জন্য পরজন্মে কি শাস্তি হইতেছে তাহা ক্রমেই বুঝিতে পারিব। যদি বুঝিতে পারায় প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিব; যদি প্রয়োজন না থাকে কখনই বুঝিতে পারিব না। আসল কথা এই, ব্রাহ্মদিগের যুক্তি অপেক্ষা পূর্ব্বজন্মবাদীদিগের যুক্তি অধিকতর বলবান্ ও সারবান্। কিন্তু সে সকল কথা এখন থাকুক। কেন না ব্রাহ্মেরা কিরূপ অন্ধবিশ্বাসী তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য।

তৃতীয়:—ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মনুষ্যের স্বাধীনতার সমন্বয় করিতে ব্রাহ্মেরা অক্ষম। জ্ঞানিপ্রবর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকাতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তিনি উক্ত সমন্বয় সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং আজ আমি যাহা কিছু করিব, তাহা তিনি কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে জানিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যাহা জানিয়া রাখিয়াছেন তাহার অন্যথা করিবার কাহারও সাধ্য নাই; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞানা অনুসারেই আমাকে আজ ঠিক তাহাই করিতে হইতেছে, ইহাতে আমার স্বাধীনতা কৈ? আর যদি আমার স্বাধীনতা মানি তবে বলিতে হয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন। কিন্তু ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মনুষ্যের স্বাধীনতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। এ বিশ্বাস কি অন্ধ বিশ্বাস নহে ?

অদ্য আর অধিক বলিতে চাহি না। কেবল ইহাই বলিয়া শেষ করি যে, একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। ব্রাহ্মেরা নিজে অন্ধ,ব্রাহ্মদিগের মধ্যে,তাঁহাদের প্রচারকদিগের মধ্যে উপযুক্ত উপদেষ্টা, উপযুক্ত প্রচারক নাই, তাই ক্রমেই ব্রাহ্ম সমাজের অধোগতি হইতেছে, তাই আর বড় একটা কেহ ব্রাহ্ম হন না, যাঁহারা ব্রাহ্মআছেন তাঁহারাও ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিতেছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মের এই অনিষ্ট নিবারণের উপায় চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

বেনারস
২২ এ ডিসেম্বর ১৮৮৮ } শ্রী ভগবতী চরণ দে

* নিজের পূর্ব্ব অস্তিত্ব (self-identify) সম্বন্ধে এরূপ বিস্মৃতি হয় না। —ত, স,

† শারীরিক রোগ ও পাপের শাস্তি ঠিক্ এক প্রকৃতির জিনিস নহে। —ত, স,

পূজার আয়োজন।

আমি বুঝিতে পারি না তোমার পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি। গত জীবনের সহিত তুলনায় দেখি যে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি না। তোমার প্রকাশিত আদর্শের তুলনায় তাহা কিছুই

নহে। যখন আদর্শের দিকে চাই, তখন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, নানা অভাব জাগ্রৎ হইয়া উঠে, কি চাহিব কি করিব, বুঝিতে পারি না, কখনও প্রেম চাই, কখনও বৈরাগ্য চাই, কখনও তোমার দর্শন চাই; নানা ভাবের সমাগমে প্রাণে একটা তরঙ্গ উঠে, দুর্ব্বল প্রাণ সে তরঙ্গের বেগ সহিতে পারে না ; দুই দিনে ক্লান্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ঠিক্ জিনিস চাহিতে পারি না, কাজেই ঠিক্ জিনিস পাইলাম কিনা বুঝিতে পারি না। আমার কখন কি চাই, কখন কোন্ জিনিস পাইলে আমার আত্মা নিরাপদে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারে তাহা আমা অপেক্ষা তুমি অধিক জান। আমি আপনার জন্য ব্যস্ত হইয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারি না। তাই তোমার উপর আমার ভার দিতেছি গ্রহণ কর। আমার আত্মার পক্ষে কখন কোন্ বস্তু উপযোগী তাহা তুমি যদি দয়া করিয়া দাও, তাহা হইলে আমার আর কোনও ভয় থাকিবে না, আমি ঠিক্ সরল ভাবেও সহজে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব।

প্রভু! তৃণ কি বাতাসের সম্মুখে স্থির হইয়া থাকিতে পারে? আমি যে তৃণ অপেক্ষাও দুর্ব্বল ও লঘু। সামান্য কারণে আমার মন অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে; একটু কাজের চাপ পড়িলেই আমার মন চঞ্চল ও বহির্মুখ হইয়া পড়ে। আমি তোমার উপাসনা করিতে বসিয়াও অসার চিন্তার হাত এড়াইতে পারি না। আমি কার্য্যব্যস্ততার মধ্যে, চারিদিকের নানা গোলযোগের মধ্যে কেমন করিয়া চিত্ত স্থির রাখিব? আমি যে নিজের বলে দাঁড়াইয়া থাকি এমন শক্তি আমার নাই। বুঝিয়াছি তোমার হাতে জীবনের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে না পারিলে, আমি কিছুতেই শান্তি পাইব না। কিন্তু তাহাও ত পারিতেছি না। কেমন করিয়া তোমার হাতে প্রাণ ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহাই ভাল করিয়া বুঝি না। আমি কি করিব বল। তুমি আমার প্রাণে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত কর। হৃদয়ের মলিনতা, জঞ্জাল দূর করিয়া দাও। স্বার্থ, অহঙ্কার, যশোলিপ্সা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আমিত্বের ভাব বিনাশ করিয়া তুমি নিজের শক্তি প্রকাশ কর। তোমাকে সম্মুখে বসাইয়া আমি পশ্চাতে চলিয়া যাই। তোমার শক্তিতে তৃণও কতদূর শক্তিমান্ হইতে পারে তাহা একবার দেখাও। লোকে দেখিয়া তোমার দিকে আকৃষ্ট হউক।

হে সারাৎসার! আমি কিছুই না, আমি নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাতে মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গল হয়। আমি তোমার শক্তি-ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। আমার যাহা কিছু অহঙ্কার করিবার আছে সে সকলই তোমা হইতে। আমার শরীর মন, আমার আত্মীয় জন, আমার ধন মান, আমার বিদ্যাবুদ্ধি, আমার বিশ্বাস ভক্তি সকলই তোমার দত্ত, আমার প্রাণের যে কিছু উচ্চভাব তাহা তোমারই প্রকাশ। আমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি না, তাই 'আমি', 'আমি' করিয়া মরি। তোমাতেই আমার প্রকৃত আমিত্ব। আমি তোমার মহিমা, তোমার স্বরূপ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি না, নিজের অনুপযুক্ততা ও অসারতা দেখিতে পাই না তাই অহঙ্কার করিয়া মরি। অবিশ্বাসী আমি, ক্ষুদ্র আমি, আমি তোমার মহিমা কি বুঝিব? তুমি আমাকে হীনপ্রভ করিয়া নিজে উজ্জ্বল ভাবে আমার প্রাণে প্রকাশিত হও। আমার 'মন্দ আমি' কে বিনাশ করিয়া তোমার শক্তি, সৌন্দর্য্য ও জ্ঞান আমার প্রাণে প্রকাশিত কর। এ অধম জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

উনষষ্ঠী মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

গত ১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে মাঘোৎসবের যে কার্য্যপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশের কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৪ঠা মাঘ, বুধবার, প্রাতে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্ম পরিবার এবং ব্রহ্ম ছাত্রাবাসসকলে প্রার্থনা। সায়ংকালে উদ্বোধন।

৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৬ই মাঘ, শুক্রবার, প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৭ই মাঘ, শনিবার, প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

৮ই মাঘ, রবিবার প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে সঙ্গত সভার উৎসব। সায়ংকালে উপাসনা।

৯ই মাঘ, সোমবার, ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা-সমাজের উৎসব। অপরাহ্নে খিদিরপুরে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ, মঙ্গলবার, প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১১ই মাঘ, বুধবার, সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে আলোচনা, বিষয়—"মিসন্ ফণ্ড"। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব এবং বক্তৃতা। বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৩ই মাঘ, শুক্রবার, প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন। সায়ঙ্কালে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব।

১৪ই মাঘ, শনিবার, প্রাতে উপাসনা। ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসব।

১৫ই মাঘ, রবিবার, প্রাতে উদ্যান-সম্মিলন।

শ্রাদ্ধ;—মজঃফরপুরস্থ রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টের অন্যতম কর্ম্মচারী বাবু উমানাথ মজুমদারের পিতা টাকীর নিকটবর্ত্তী সৈদপুর নিবাসী পরলোকগত বাবু যদুনাথ মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধ গয়ার বাবু ইন্দুভূষণ রায়ের বাসাতে ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে। বিগত ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্নে শ্রাদ্ধের উদ্বোধন হয়। রবিবার প্রাতঃকালে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। বাবু ইন্দুভূষণ রায় উপাসনা করেন। রাত্রিকালে স্থানীয় ব্রাহ্মগণের সমবেত উপাসনা হয়। সোমবার প্রাতঃকালে কয়েকজন অন্ধ ও খঞ্জ ভিক্ষুককে কম্বল দান করা হয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, ব্রিষ্টল মার্কুরী তাহার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন।

ভারতের সভ্যতার এই পথপ্রদর্শকের পঞ্চপঞ্চাশৎ মৃত্যু দিন উপলক্ষে গত রাত্রিতে লিউইন্‌স্ মীড্ স্কুল গৃহে এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন। মেঃ হারবার্ট টমাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে রেভারেণ্ড এ, এন্, ব্লেচফোর্ড বি, এ, এফ্ স্মিথ্ এম, এ এবং অনেক ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে মেঃ টমাস্ রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বদেশের হিতার্থে যেমহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ইউনিটেরিয়ান-দিগের ধর্ম্মমতের সহিত তিনি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, এবং ডাক্তার কার্পেণ্টারের সঙ্গে তাঁহার যে সৌহার্দ্য ছিল তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন। তিনি আরো বলেন যে ডাক্তার কার্পেণ্টারের কন্যা মিস্ মেরী কার্পেণ্টার রাজার জীবনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই হিন্দুদিগের, বিশেষতঃ, হিন্দুরমণীদিগের উন্নতি সম্পাদনে স্বীয় জীবন নিয়োগ করিবার জন্য উৎ-সাহিত হইয়াছিলেন। তৎপর মেঃ টমাস্ সংক্ষেপে সেই সভার বিশেষ বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিচয় প্রদান করেন। উপস্থিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা শেষ হইলে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সংক্ষেপে রাজার জন্মকালে ভারতবর্ষের লোকেরা সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অন্ধকারে কতদূর নিমজ্জিত ছিল তাহা বর্ণনা করেন। তৎ-পরে তিনি কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে রাজার শৈশব ও যৌবনকালের বৃত্তান্ত বলেন। বক্তা উদাহরণে রাজার সম্বন্ধীয় অনেক গল্প উল্লেখ করিয়া জীবনচরিতটীকে অতি হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মেঃ প্রাইস্ বলেন যে রাজা ১৮৪০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাটের দুঃখ কাহিনী ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া এদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। স্থানীয় ইতিবৃত্ত সকলে বিবৃত এই বিষয় অনেক ব্রিষ্টলবাসী অবগত আছেন। এদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করেন। তিনি ১৮৩১ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে লণ্ডন নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার আগমন যে শুদ্ধ মহানগরীর লোকদিগের মনো-যোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, এমনং নহে, সাধারণভাবে দেশের সর্ব্বত্র লোকের মনোযোগ আকর্ষং করিয়াছিল। পরে তিনি অনেক প্রাদেশিক নগরও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিষ্টল অপেক্ষা অধিককাল অন্য কোথাও অবস্থিতি করেন নাই, এবং অন্য কোথাও এখান অপেক্ষা অধিকতর সম্মান লাভ করেন নাই। তাঁহার মৃতদেহ ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর প্রথমতঃ ষ্টেপলটনগ্রোভ নামক স্থানে কবরস্থ করা হয়; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃতদেহাবশেষ আরনোসুভেল্ সিমে-ট্রিতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁহার স্মরণার্থ ভারতীয় স্থাপত্য প্রণালীতে নির্ম্মিত এক সমাধিমন্দির গঠিত হইয়াছে, তদুপরি নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে;—"১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। পার্কষ্ট্রীটস্থ ব্রিষ্টল ইনিষ্টিটিউসনে রাজার একখানা লাইফ্ সাইজ্ পেইণ্টিং দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে।

১৮৮৮—জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

প্রচার ফণ্ড, বার্ষিক।

বাবু রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ঘোড়াঘাট ১৲। ক্ষেত্রমোহন দত্ত কলিকাতা ৩৲। দ্বারকানাথ বসু দিনাজপুর ৩৲। চাঁদ মোহন মৈত্র কুমারখালি ১০৲। শ্রীমতী বিধুমুখী রায় কলিকাতা ৩২॥০। বাবু উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পুর্ব্বনপড়া ১॥০। কামিনীকুমার গুপ্ত কাকিনিয়া ২৲। তারাধন বন্দ্যো-পাধ্যায় কলিকাতা ১৲। বঙ্কুবিহারী বসু কলিকাতা ২৲। কেদারনাথ কুলভি বাঁকুড়া ২৲। দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী পার্ব্বতীপুর ৩৲। শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কলিকাতা ২৲। বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী দার্জ্জিলিঙ্গ ২৵০। বাবু চণ্ডিচরণ বন্দ্যোধ্যায় কলিকাতা ২৲। রামলাল সাহা পাবনা ২৲। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশাল ৬৲। অনাথবন্ধু রায় কাকিনিয়া ৬৲। হরিচরণ মল্লিক জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর ১৲। আনন্দচন্দ্র রায় শিলিগুড়ি ১২৲। কালীপ্রসন্ন বসু রঙ্গপুর ৯৵০। কানাইলাল সাহা তিলি ৫৲। বিনোদবিহারী বসু কালনা ৩৲। কৃষ্ণদয়াল রায় ময়মনসিংহ ৬॥০।

প্রচার মাসিক।

বাবু ভুবনমোহন ঘোষ কলিকাতা ১৲। কালীশঙ্কর সুকুল কলিকাতা ৫৲। ব্রাহ্মসমাজ বরাহনগর ৪৲। ব্রাহ্মসমাজ রামপুর হাট ৬॥৶১৫। বাবু মাধুসূদন সেন কলিকাতা ১৩৲। বাবু অভয়চরণ দাস কলিকাতা ১৩৲। রসিকলাল পাইন কলিকাতা ৬॥০। ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ৮৲ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ২৲। উমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা ৬৲। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ৩২৲। বাবু শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর ২৪৲। শ্রীমতী অম্বিকাদেবী কোন্নগর ২৲। ১৬ নং রাজার লেনস্থ ছাত্রগণ৭৲। বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ৭৲। আদিত্য-কুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৪৲। ডাঃ পি, কে, রায় কলি-কাতা ২৪৲। বাবু তুকড়ি ঘোষ কলিকাতা ৪৲। অদ্বৈতচরণ মল্লিক কলিকাতা ৭৲। আনন্দমোহন বসু কলিকাতা ১:২৲। বিপিনবিহারী রায় মানিকদহ ১২০৲। দুর্গামোহন দাস কলিকাতা ১০৲। কেদারনাথ রায় কলিকাতা ১৭৲। ফণীন্দ্র মোহন বসু কলিকাতা ৩৷০। শ্যামলাল ঘোষ কলিকাতা ৮॥০। ভবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ২৷০। ভুবনমোহন দাস কলি-কাতা ৯৬৲। পরেশনাথ সেন কলিকাতা ৭৲। হরকুমার রায়চৌধুরী কলিকাতা ৩৬০। ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু কলিকাতা ৭৲। বাবু হেমচন্দ্র দাস কলিকাতা ৭৲। গুরু-চরণ মহলানবীস কলিকাতা ১৭৲। মজুমদার কোম্পানী কলি-কাতা ২৪৲। শ্রীমতী কামিনী সেন কলিকাতা ১২৲। বাবু উমাপদ রায় কলিকাতা ॥০। দ্বারকানাথ সেন ধুবড়ি ২৲। শম্ভুচন্দ্র মিত্র কলিকাতা ৩০৲। রাধানাথ দেব কলিকাতা ২৲।

কুঞ্জবিহারী সেন কলিকাতা ৪।৵০। বেণীমাধব মিত্র সমস্তিপুর ২, সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ নলহাটী ১, । কুমারী সাধারাণী লাহিড়ী কলিকাতা ৫, । বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কলিকাতা ৫, । ভুবন মোহন সেন ফরিদপুর ২, ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

অর্থাৎ "আত্মানাত্ম-বিবেক", "নিত্যানিত্য-বিবেক", দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক", ও "পূর্ণাপূর্ণ-বিবেক" নামক অধ্যায়চতুষ্টয় সম্বলিত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক। শ্রীসীতানাথ দত্ত-প্রণীত। মূল্য ডাকমাশুল বাদে আট আনা। এই পুস্তক পুরাতন প্রবন্ধ সমষ্টি নহে; ইহার অধিকাংশই নূতন লিখিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে ও লেখকের বাটীতে (২১০।৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) প্রাপ্তব্য।

আগামী ১২ই জানুয়ারি শনিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় সিটী কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলীর আলোচনা। (১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত)

উক্ত নিয়মাবলী সকল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে।

বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রস্তাব করিবেন,—৩য় নিয়মের (গ) অংশের স্থানে "পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে সমুদয় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।" এইরূপ হওয়া উচিত। বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রস্তাব করিবেন,—ঐ নিয়মের ঐ অংশের পূর্ব্বে "জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া" এই কথাগুলি যোগ করা হউক এবং যে যে স্থানে "হওয়া উচিত" আছে সেই স্থানে "হওয়া আবশ্যক" হউক।

বাবু বাণীকান্ত রায়চৌধুরী ও বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিবেন, ২য় নিয়মের ৬ষ্ঠ পংক্তি "স্বীকার করেন না" ইহার পর "এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করেন" এই কথাগুলি যুক্ত হইবে। ৩য় নিয়মের ক, খ, গ ও ঘ শেষে "উচিত" উঠিয়া গেলে ভাল হয়।

৪র্থ নিয়ম পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। সভ্য নিয়োগ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে থাকা ভাল নয়।

ঐ নিয়মের ২য় প্যারার ১ম লাইনে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভা" স্থানে "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" হইবে।

৫ম নিয়মের ৫ম পংক্তিতে "কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বা" উঠিয়া যাইবে।

৬ষ্ঠ নিয়ম যেমন ছিল তাহাই থাকা উচিত।

৮ম নিয়মের ১১, ১৪, ও ১৫ পংক্তিতে "পারিবেন" উঠিয়া যাইবে এবং ১৫ পংক্তির "রহিত করিতে" কথার পর "অধ্যক্ষ সভাকে অনুরোধ করিবেন" এই কথাগুলি বসিবে। ১৬ পংক্তির "এরূপ স্থল......জানাইবেন" পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে। তাহার স্থলে "এরূপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে" এই কথা বসিবে।

৯ম নিয়মের ৩য় পংক্তিতে "তাঁহাদের স্থানে "সমাজের" এই কথা বসিবে। "কিন্তু তাঁহার নাম" ইত্যাদি শেষ অংশ পরিত্যক্ত হইবে।

২২শ নিয়মের ৫ম পংক্তিতে "২৫" স্থানে "২২" হইবে এবং ৬ষ্ঠ পংক্তির "কোন বিশেষ কারণ" ইত্যাদি সমস্ত উঠিয়া যাইবে।

৪১শ নিয়মের ৫ পংক্তির "দ্বিতীয়" স্থানে "তৃতীয়" হইবে। "যদি কোন প্রস্তাব" ইত্যাদি ২য় প্যারায় উঠিয়া যাইবে।

Babu Bipin Behary Bose of Lucknow will propose.

(1) That the designation "President of the S. B. Samaj" be abolished and it should be replaced by the words "Chairman of the Committee."

(2) That a distinct function be given to the existing General Committee and its name be changed into the "General Committee of Elders." All persons, Brahmos, can be members of it, who are 30 years old or upwards and the ordained missionaries would be ex-officio members of it. The members may be limited to 40 or so. The distinct function of it would be to decide all questions of discipline, spiritual and moral, and to prescribe all ceremonial forms. It will be the chief directer of the Samaj in matters social. Other matters connected with the above will be at the disposal of the Committee. Any decision of the Committee of elders cannot be set aside unless there is a majority of two-thirds in the General meeting of the Samaj.

(3) The Samaj will formulate its creed i.e., its articles of faith and the Committee of Elders will have nothing to do with it and its worldly business &c.

(4) The Executive Committee will be recruited equally from the Committee of Elders and from general members at the Annual Meeting—half the members being allotted to each.

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

শ্রীশশিভূষণ বসু
সহকারী সম্পাদক।

আগামী ২৩এ জানুয়ারি ১৮৮৯ সাল সোমবার বেলা ৬টার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ১১শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক রিপোর্ট।
২। সভাপতির বক্তৃতা।
৩। কর্ম্মচারী নিয়োগ।
৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।
৫। সভ্য মনোনয়ন।
৬। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক।

১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৫শে পৌষ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিকপত্রিকা।

১১ ভাগ।
১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ রবিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রবোধ।

হে অবোধ মন, হ'ওনা নিরাশ,
চিরদিন নাহি রহিবে আঁধার,
তুমি তাঁর দাস কৃপায় যাঁহার,
নিশি শেষে হয় প্রভাত প্রকাশ।
সম্বর সম্বর রোদন বিলাপ,
আনন্দ লহরী উঠিবে এখনি,
ব্রহ্ম নাম গানে, মাতিবে অবনী
তুমিও গাইবে ঘুচিবে সন্তাপ।
আনন্দে ভাসিবে হৃদয় তোমার,
প্রভু, পুণ্য কোলে লইবেন তুলে,
দুঃখ মর্ম্মব্যথা যাবে সব ভুলে,
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে করিবে বিহার;
প্রেমময়ী, যিনি মোদের জননী,
তিনি কি পারেন, মোদের ত্যজিতে?
ডাকিছেন সবে প্রেম অন্ন দিতে,
নিতে যাই ভাই, সকলে এখনি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

"শ্মশান ভস্ম"—ইহা একখানি নূতন পুস্তক, ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য চারি আনা; লেখকের নাম নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে পুস্তক খানি উপহার দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি ইহা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমরা ইতিমধ্যে এই পুস্তকের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে লেখক অনেক গভীর আধ্যাত্মিক সত্য মনোজ্ঞ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ইহা পাঠ করিলে সকলেই উপকৃত হইবেন।

উৎসবের সদ্ব্যবহার,—গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে আমরা আগমনী নামক প্রবন্ধে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। পূজার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হওয়ার প্রথা সকল ধর্ম্মেই আছে। বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জাগরণ সংযমাদি প্রস্তুত হওয়ার বিধিও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়েও দেখা যায়। আমাদের পাঠক বর্গও যে এ কথা নূতন শুনিলেন তাহা নহে, বৎসর বৎসর উৎসবের পূর্ব্বে এই কথার আলোচনা হয়। তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে উৎসবে যোগদান করিয়া সকলে আশানুরূপ ফল পাইতেছেন না। ইহার অনেক গুলি কারণ, তন্মধ্যে প্রস্তুত হওয়ার অভাব একটী প্রধান কারণ। আর একটী কারণ, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না লইয়া উৎসবে প্রবেশ করা। দশ পনর দিন মাতামাতি করাই যদি কেবল আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রস্তুত হই আর না হই, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু যদি আমরা স্থায়ী ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগের বিশেষ ভাবে চিন্তা করা উচিত, যে কোন্ বিষয়ে আমরা বিশেষ ফল পাইতে ইচ্ছা করি। আমাদের অনেক অভাব, তন্মধ্যে কোন্টী মোচন করা অত্যাবশ্যক। হিন্দুরা তীর্থে গিয়া এক একটী প্রিয় খাদ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া আসেন, আমরাও যদি তাহার অনুকরণ করিয়া যাঁহার যাহা প্রিয় পাপ আছে তাহা পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প লইয়া উৎসবে প্রবেশ করি, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বাহিরের মাতামাতির দিকে ততটা মনোযোগ না করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে ভিতরটা কিসে মাতিয়া উঠে, ভিতর মাতিয়া উঠার অর্থ আর কিছুই নহে, ঈশ্বরের জন্য সর্ব্ব প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন। প্রিয় পাপ পরিত্যাগ, প্রাণ প্রমত্ত করা ও সম্বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করা এই ত্রিবিধ সঙ্কল্প লইয়া উৎসবে যোগ দিলেই উৎসবের মর্য্যাদা প্রকৃতরূপে রক্ষা করা হয়।

রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ের ১৮৮৬ সালের মুদ্রিত একখণ্ড বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় ১৮৭৯ সালে সংস্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য একটী সভা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে এই সভার একজন সভাপতি ও দুইজন সম্পাদক। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতি ও বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী ও শশিভূষণ বসু ইহার সম্পাদক। বিদ্যালয়ের বিবরণ আশা করি ভবিষ্যতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে। আমাদের সমাজে নৈতিক বিদ্যালয়ের বিপুল প্রচারের বড়ই আবশ্যক। এবিষয়ে

খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিকটেও আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই।

শুভ সংবাদ;—ইংরাজী নববর্ষ শান্তির সংবাদ লইয়া কালসাগরে অবতরণ করিয়াছেন। ইটালির রাজা, তাঁহার রাজান্ত বৈদেশিক রাজদূতদিগের নববর্ষোপলক্ষে অভিনন্দন লইবার সময় বলিয়াছেন, যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ১৮৮৯ সালে ইউরোপের শান্তি ভঙ্গ হইবে না। অষ্ট্রিয়ার মেঃ টিজা, ডায়েটের উদারনৈতিক সভ্যদিগকে নববর্ষোপলক্ষে বলিয়াছেন যে যতদিন অষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া ও ইতালীর বর্ত্তমান সন্ধি থাকিবে ততদিন কোনরাজ্যই শান্তি ভঙ্গ করিতে সাহস করিবে না, ফ্রান্স দেশের সভাপতিও বৈদেশিক রাজদূত সকলকে অভ্যর্থনা করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে আগামী ফরাসীদেশীয় প্রদর্শনী শান্তিসূচক।

নির্ভরের ফল;—মহাজনেরা প্রাণ খুলিয়া যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করেন, তাহার ফলও অতি আশ্চর্য্য দেখা যায়। কলিকাতায় এখন একজন মহাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার জীবনে নির্ভরের অতি আশ্চর্য্য ফল দেখা যায়। ইহাঁর নাম জর্জ্জ মূলর। ১৮০৫ সালে ইনি প্রুসিয়ার অন্তঃপাতী ক্রপেনষ্টেট নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া হ্যালের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন; তেইশ বৎসর পরে য়িহুদীদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সভা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডনে উপস্থিত হন; পাঁচবৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ প্লাইমাউথ ভ্রাতৃ মণ্ডলীর সংস্থাপক ফ্র্যাঙ্ক গ্রোভসের ভগিনীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি ১৮৩৫ সালে ব্রিষ্টল নগরে প্রথম অনাথাশ্রম খুলেন। ক্রমশঃ তিনি একটীর পর আর একটা অনাথাশ্রম খুলিতে লাগিলেন, অথচ কাহারও নিকট কিছু চাহিলেন না। ১৮৫৬ সালে সকলে শুনিয়া অবাক্ যে মেঃ মূলার কাহারও কিছু না চাহিয়া এগার লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৮৭৫ সালে ইংলণ্ডের লোক দেখিল যে তাঁহার আশ্রমে দুই সহস্র বালক প্রতিপালিত হইতেছে অথচ সিকি পয়সা সঞ্চিত নাই যে তাহার সুদ হইতে খরচ চলে। এই অর্থ-সংগ্রহের তিনি এক অতি বিচিত্র উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে উপায় প্রার্থনা। তিনি প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার আশ্রম হইতেও প্রার্থনা উঠিত। তিনি বলিয়াছেন, যে প্রার্থনার উত্তর স্বরূপ অযাচিত দান সমূহ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত। আমরা যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য ও ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করি, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেও কত ফলাফল গণনা করি। ঈশ্বর সাধু সঙ্কল্পের সহায় ইহা আমাদের মনে থাকে না। আমরা ভাবি না যে, বিশ্বাস ও নির্ভরের অসাধ্য কিছুই নাই। সেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব সম্বন্ধে আমাদের বড়ই অভাব। নতুবা আমরা এই যে পাঁচছয় জন লোক আছি, আমাদের প্রত্যেকেই জ্বলন্ত অগ্নিকণা হইয়া ঈশ্বরের কৃপায় জগতে এমনই অগ্নিকাণ্ড করিতে পারি, যে পাপতাপ সকলই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব ও একত্ব;—ডাক্তার মার্টিনোর তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় নূতন পুস্তক সমালোচনা করিয়া বাবু সীতানাথ দত্ত মেসেঞ্জার যে প্রবন্ধ লেখেন, অধ্যাপক নিউম্যান তাহার দুইটী বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। অধ্যাপক বলেন (১) ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে এবং আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে স্থানবিষয়ক জ্ঞান জন্মে। উহা সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য্য, ঈশ্বর স্থান সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে কিছুই বুঝায় না। কার্য্যগত ধর্ম্মের সহিত উহার কোনই সম্পর্ক নাই। (২) অনেকত্বের প্রমাণাভাবই, ঈশ্বরের একত্বের প্রমাণরূপ যে যুক্তি ডাক্তার মার্টিনো দেখাইয়াছেন সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরই সে বিষয়ে একমত আছে। যদি সকল ঈশ্বর পূর্ণ ও সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে একাধিক ঈশ্বর মানিলে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সীতানাথ বাবু ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, ঈশ্বর স্থানের স্রষ্টা তিনি এমন কথা বলেন নাই, ডাক্তার মার্টিনো বলিয়াছেন যে স্থান ঈশ্বর নিরপেক্ষ, তিনি তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্থানসম্বন্ধে তাঁহার মত মোটামুটি কাণ্টের মত। এমন কয়েকজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত আছেন, অনেকত্বের প্রমাণাভাবই যাঁহারা একত্বের প্রমাণ, এই যুক্তির যথেষ্টতা স্বীকার করেন না। ধর্ম্মের অর্থ যদি ধর্ম্মাচরণ হয় তাহা হইলে ঈশ্বর একই হউন বা একসহস্র হউন তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি না হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের দুই দিক্ আছে। এক দিকে ধর্ম্ম যেমন জীবন, আর এক দিকে ধর্ম্ম তেমনি দর্শন। মত ও জীবন দুইই ধর্ম্মে আছে। একের অধিক ঈশ্বরের সম্ভাবনা যদি রহিল, তবে আমি নিশ্চন্তরূপে কিরূপে প্রার্থনা করিব? আমাদের মনে হয় যে একের অধিক ঈশ্বরের প্রমাণাভাব বলিয়া ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপন্ন হইল একথায় পৌত্তলিকের মুখবন্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু সংশয়ের দ্বার রুদ্ধ হয় না। আর যদি বল যে ঈশ্বর একই হউন আর বহু হউন তাহাতে কার্য্যগত জীবনে কিছু আসে যায় না, তাহা হইলে পৌত্তলিককে কিরূপে নিরস্ত করিবে।

ব্রহ্মোৎসব।

যে কার্য্য প্রথমে কঠিন বোধ হয়, অভ্যাস দ্বারা ক্রমে তাহা সহজ হইয়া আসে। এবং যে কার্য্য একবার অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করা যায় না। কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় যে পরিমাণ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়, কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর সে পরিমাণ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন থাকে না, এমন কি অনেক অভ্যস্ত কার্য্যে ইচ্ছাশক্তির বর্ত্তমানতা একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। অভ্যাসের এই গুণ থাকাতে একদিকে পাপ-পথ পরিত্যাগ করা যেমন কঠিন হয় আর একদিকে উহাকে সৎপথে চালিত করিতে পারিলে সৎকার্য্য করাও সেই রূপ সহজ হয়।

অভ্যাসের এই উপকারিতা সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় অভ্যস্ত কার্য্যে মানুষের উৎসাহ থাকে না। নূতন পথে চলিতে নূতন কার্য্য করিতে যেমন অনুরাগ ও উৎসাহ দেখা যায় পুরাতন পথে চলিতে, পুরাতন কার্য্যপ্রণালীর

অনুসরণ করিতে তেমন অনুরাগ ও উৎসাহ দেখা যায় না। প্রত্যহ একই ভাবে কার্য্য করিতে করিতে, একই পথে চলিতে চলিতে মন কেমন শিথিল হইয়া আসে, আর মনের সে তেজ থাকে না। এই জন্য এমন কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন যাহাতে আমাদের নির্ব্বাণপ্রায় উৎসাহানল আবার জ্বলিয়া উঠিতে পারে, যাহাতে আবার নূতন বল ও তেজের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাইতে পারে। জড় পদার্থকে উষ্ণ রাখিতে হইলে যেমন তাহাতে মধ্যে মধ্যে উত্তাপ প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়, মনকে সতেজ রাখিতে হইলে সেই রূপ মধ্যে মধ্যে উৎসাহানল জ্বালাইয়া তুলা প্রয়োজনীয়।

মানব জীবন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যাহা বলা হইল, ধর্ম্ম জীবনের পক্ষেও ঐ সকল কথা সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত। আমাদের দৈনিক কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাতঃকালে আমরা যেরূপ উৎসাহ ও যে সকল প্রতিজ্ঞা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করি সংসারের সংঘর্ষণে আসিয়া ক্রমেই তাহা ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইতে থাকে, প্রাতঃকালীন উপাসনায় যে বল লাভ করা গিয়াছিল ক্রমেই তাহা হ্রাস পাইতে থাকে। এই জন্য সাধক একবার মাত্র উপাসনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি দেখিতে পান যে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র উপাসনা, প্রার্থনা, নামজপাদি দ্বারা নির্ব্বাণপ্রায় উৎসাহানলকে পুনঃ-প্রদীপ্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। প্রদীপ ক্রমাগত জ্বালিয়া রাখিতে হইলে তাহা মধ্যে মধ্যে উস্‌কাইয়া দেওয়া ও সর্ব্বদা সতৈল রাখা যেরূপ প্রয়োজনীয়, সমস্ত দিন মনকে সতেজ রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র প্রার্থনাদি সেইরূপ প্রয়োজনীয়। এই জন্য দেখা যায় যে মানুষ ধর্ম্মজীবনে যত অগ্রসর হইতে থাকে ততই সে উপাসনা ও প্রার্থনার সংখ্যাবৃদ্ধির আবশ্যকতা অনুভব করিতে থাকে, এবং এই জন্যই মহর্ষি পল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "Pray without ceasing" অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর।

উৎসাহপ্রদীপ সতেজ রাখিবার জন্য দৈনিক উপাসনাদি ব্যতীত বিশেষ ভাবে উপাসনা ধর্ম্মালোচনাদিও একান্ত প্রয়োজনীয়। নবজীবন লাভ করিয়া নূতন বল, উৎসাহ ও মঙ্গলভাবের সহিত জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমরা উৎসব করিয়া থাকি। সম্বৎসর কার্য্য করিতে করিতে আমাদের উৎসাহাগ্নি যখন নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসে তখন উৎসবরূপ বীজনের সাহায্যে আমরা সেই অগ্নি পুনরায় উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করি। উৎসব দ্বারা যদি এই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ না হয়, প্রত্যেক উৎসবে যদি আমরা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত বল লাভ না করি, প্রত্যেক উৎসব যদি আমাদিগকে স্বর্গরাজ্যের দিকে খানিকদূর তুলিয়া না দেয় তবে উৎসব করা অনর্থক বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থকে।

ডাক্তার মার্টিনো বলিয়াছেন, ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় আমাদের প্রাণে পরমেশ্বরের প্রকাশ সাময়িক মাত্র। যখন মানবাত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারে তখনই তাহার সহিত পরমাত্মার স্থায়ী যোগ হয়, তখনই পরমেশ্বর মানবাত্মায় স্থায়িভাবে অধিবাস করেন ;—বাস্তবিক পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত পরমেশ্বরের সহিত চিরযোগে নিবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত আমাদের প্রাণে স্থায়িভাবে ঐশী শক্তির কার্য্য আরম্ভ হয় না। এই যে পরমাত্মার সহিত স্থায়ী যোগ, এই যে ঐশী শক্তিদ্বারা মানবাত্মার অনুপ্রাণন, ইহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মত্যাগ—আমিত্ব বর্জ্জনই এক মাত্র পথ।

ব্রহ্মোৎসবের সহিত একথার সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক উৎসবে যদি আমরা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে আত্মত্যাগ করিতে, আমিত্ব বর্জ্জন করিতে না পারি তবে আমরা উৎসব হইতে কোনও প্রকার চিরস্থায়ী উপকার লাভ করিতে পারিব না। এরূপ অবস্থায় আমরা একটু সাময়িক উৎসাহ ও সরসভাব উপলব্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ তৃপ্তি ও সুখ লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মার গভীর অভাব দূরীকরণের পক্ষে, ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে কিছুমাত্র সাহায্য হয় না। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বদাই বলিতেন যে উৎসবে কিছু বিশেষ সঙ্কল্প লইয়া যাওয়া, কোনও না কোন বিশেষ পাপ পরিত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা উৎসব করিয়া কোনও ফললাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে হিন্দুগণ যেমন তীর্থ বিশেষে দুই একটী সুখের সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া আসেন, উৎসবরূপ মহাতীর্থে আমাদেরও সেইরূপ দুই একটী প্রিয় পাপ পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা যদি এইরূপে একটু একটু করিয়া আত্মত্যাগ করিতে অভ্যাস না করি, পরমেশ্বরের প্রেমের অনুরোধে তাঁহার বিরোধী ও আমাদের যত্নপোষিত প্রিয় পাপ সকল পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা না করি, তবে কেমন করিয়া আমরা সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের দিকে অগ্রসর হইব? এবং কেমন করিয়াই বা পরমাত্মার সহিত চির যোগে নিবদ্ধ হইতে সমর্থ হইব?

এইজন্য আমরা ব্রাহ্মভাই ও ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি যে উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যেন তাঁহারা প্রত্যেকে কোনও না কোন প্রিয় পাপকে ঈশ্বর চরণে বলি দিবার জন্য সঙ্কল্প করেন, এবং পূর্ব্ব হইতে বিশেষ ভাবে চিন্তা প্রার্থনাদি দ্বারা তাহার জন্য প্রস্তুত হন। এইরূপ করিতে করিতে যখন আমরা ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইব, তখন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে, আমাদের ইষ্টদেবতা আমাদের প্রাণে চির অধিবাস করিবেন, আমরা তাঁহাকে লইয়া নিত্য উৎসব করিতে ও তাঁহার শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নির্ভয়ে সংসার পথে চলিতে সমর্থ হইব।

চিন্তা কণিকা।

নদী।

জল-স্রোতের প্রকৃতি—চির বিনয়াচরণ; ব্রত—জীবের হিত-সাধন; এবং লক্ষ্য—অনন্ত সাগর। যে জীব অশেষ ঋণে তাহার নিকট আবদ্ধ, মস্তক ছাড়িয়া, নদী চিরকালই

তাহার পদতল আশ্রয় করে। আবার উপকারের পরিবর্ত্তে, দুর্গন্ধ, অপকৃষ্ট পদার্থ, অক্ষুব্ধ মনে, নিজ মস্তকে বহন করে। এবং তাহা হইতেও, জীবের কল্যাণকামনায়, তাহার বাসোপযোগী দ্বীপমালা নির্ম্মাণ করে। কিছুতেই সে নিঃশব্দ হিতব্রত ভঙ্গ করে না। এবং কঠোর প্রস্তর, পঙ্কিল ভূমি, বা কণ্টকপূর্ণ অরণ্য ভেদ করিয়া, অবিরামগতিতে সেই মহান্ সাগরের অভিমুখে ধাবিত হয়।

এই বিশাল প্রকৃতি-গ্রন্থে, নদীই, ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ-শ্লোক। ভগবান করুন, এই অভ্রান্ত শ্লোক পাঠ করিয়া, ইহার নির্দ্দেশমত, জীবন-স্রোত, অবিরাম-গতি, সেই মহানের উদ্দেশে ছাড়িয়া দিই; অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া, নিঃশব্দ হিতব্রত পালন করি; অবিচলিত মনে, অপমান ও অত্যাচার শিরোভূষণ করিয়া, তাঁহাকেই বলি, যেন সে সকল হইতেও জীবের মঙ্গল সাধিত হয়; এবং নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, তাঁহারই কৃপায়, অন্তে তাঁহাতেই চির-বিশ্রামলাভে সমর্থ হই।

বৃক্ষ।

বৃক্ষ যতই সহস্র মূলদ্বারা জীবনাধার মেদিনীকে আলিঙ্গন করে, ততই তাহার শোভা ও সমৃদ্ধি। সে শীতল ছায়াদানে জীবের উত্তাপ ও শ্রান্তি দূর করে; সুসৌরভ, সুন্দর পুষ্পে দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, ও সুমিষ্ট ফলদানে, রসনার তৃপ্তি-সাধন করে; এবং আশ্রিত গায়ক পক্ষীর মধুর সঙ্গীতে, বনস্থলী আনন্দ-বাজার করিয়া তুলে। শিশু যেমন মাতৃ-অঞ্চলের অন্তরালে, স্তন্য পানে পরিপুষ্ট হয়, বৃক্ষও সেইরূপ লোকচক্ষের অন্তরালে, গভীররূপে ভূগর্ভ-প্রচ্ছন্ন হইয়া, তাহারই শক্তিতে, ফুলফলে সুশোভিত হয়; এবং অশেষ প্রকারে জীবের হিতসাধন করে।

গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে, বৃক্ষ কেমন সুন্দর আদর্শ! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমরা যদি জীবনাধারের সহিত, নিভৃত, গভীর যোগ সংস্থাপন করিতে পারি, তবে যে কেবল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাই, এমন নহে; আমাদের প্রাণ সরস ও চির-তৃপ্তিপূর্ণ হয়। সংসার-শ্রান্ত, দীপ্তশিরা নরনারী, আমাদের সংসর্গে স্নিগ্ধ হয়; সন্তান সন্ততি, ফুলফলের ন্যায়, জগতে কতই আনন্দ বিস্তার করে; এবং অগণ্য দুঃখিত প্রাণীকে আলিঙ্গন করিয়া, আমাদের ক্ষুদ্র মস্তক দিন দিন অনন্তের দিকে উত্তোলন করিতে পারি।

কিন্তু আমাদের সংসারাসক্ত আত্মার সহিত, মহানের সে নিভৃত যোগ কোথায়? এ মধুর যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অন্তরাত্মাকে নানা কোলাহলে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি! এবং কৃত্রিম, অস্বাভাবিক যোগের নিষ্ফল আশ্বাসে, জীবন্মৃত হইয়া পড়িতেছি।

তিনি কৃপা করুন, এই অভ্রান্ত প্রকৃতি-গ্রন্থের যোগ-ফল লাভ করিয়া, আমরা যেন গোপনে তাঁহারই সহিত যুক্ত হইতে পারি। এবং নিজের তৃপ্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অগণ্য সন্তানের অশেষ কল্যাণের কারণ হইতে পারি।

ধর্ম্মোপদেষ্টা

মোগলরাজত্ব-কালে, সঙ্গীত-বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণের অতি অপূর্ব্ব রীতি প্রচলিত ছিল। সম্রাটের পশুশাল-প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, সঙ্গীত-বেত্তাদিগকে যন্ত্র ও কণ্ঠের আলাপ করিতে হইত। যদি হিংস্র ব্যাঘ্র, সিংহগণ, আপন আপন উগ্র প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া, শান্তভাব ধারণ করিত, তাহা হইলেই তাঁহাদের পারিদর্শিতা প্রতিপন্ন হইয়া যাইত। রাজা এরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ সঙ্গীতজ্ঞদিগকে, আপন গায়ক-মণ্ডলীভুক্ত করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন। দুর্দ্দান্ত পশু প্রকৃতি বশীকরণ-শক্তি ব্যতীত, শাস্ত্রের সামান্য জ্ঞানে, কেহই রাজ-সমীপে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না।

কি আশ্চর্য্য পরীক্ষা! স্বার্থপূর্ণ মনুষ্যের মতামতের কোনও প্রয়োজন থাকে না। ফলই এখানে বৃক্ষের একমাত্র পরিচায়ক। ধর্ম্মপথের তিনিই প্রকৃত সহায়—বরণীয় আচার্য্য—যাঁহার জীবন ও রসনার মধুর আলাপে, মণ্ডলীর দুর্দ্দান্ত পাশব প্রকৃতি, শান্ত সমাহিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজ সুখ ও শান্তির আলয় হইয়া যায়। এ ধর্ম্ম-সমন্বিত বশীকরণ-শক্তি—এই মধুর জীবন-সঙ্গীতই—আচার্য্য মনোনয়নের শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষা।

আশা।

পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন, হস্তপদ-রহিত জড়পিণ্ড মাত্র। কিন্তু আলোক-পিপাসা তাহার এমনি প্রবল যে, সে গড়াইয়া গড়াইয়া অনন্ত আকাশে অবিরামগতি, সূর্য্যেরই চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই তরুণভানু তাহার মুখে এত অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করে। তাহার মৃতবৎ অগণ্য পশুপক্ষীকে নবজীবন দানে মাতাইয়া দেয়; এবং জলস্থল-শূন্য আনন্দরবে প্রতিধ্বনিত হইয়া পড়ে।

পাপের অন্ধকার ও অসাড়তার মধ্যেও, আমরা যদি আশায় বুক বাঁধিয়া ঈশ্বরের পশ্চাতে ছুটিতে পারি, তবে অচিরে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেমজ্যোতি আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃতবৎ আত্মাতে বিমল পুণ্যালোক বিকাশ করেন; এবং অন্তর্নিহিত নির্জ্জীব ভাব সকলকে অলৌকিক শক্তি ও নবজীবন প্রদান করেন। অতএব আমরা যেন আশাকে চিরকাল হৃদয়ে পোষণ করি।

প্রচার।

তুত পোকা সুন্দর বস্ত্রদানে, মানবদেহের কতই শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণজলে জীবন বলিদান না করিলে সে কখনই এরূপ করিতে পারিত না; নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন যে অপরের শোভা বর্দ্ধনের একমাত্র পথ, একথা স্বপ্নেও যেন বিস্মৃত না হই। আমরা মানবাত্মাকে যদি স্বর্গীয় পরিচ্ছদে ভূষিত করিতে চাই, তবে জন্মের মত নিজ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, প্রাণটী মুষ্টি মধ্যে রাখিয়া, এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে; যেন আবশ্যক হইলেই, "এই লও" বলিয়া, প্রাণদাতাকে প্রত্যর্পণ করিতে দ্বিধা না করি।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

সৈদপুর।

ভগবৎ কৃপায় সৈদপুর সমাজের বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৬এ কার্ত্তিক শনিবার সন্ধ্যারপর শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস একটী সরল প্রার্থনা করিলে পর সম্পাদক মহাশয়ের বাসা বাটী হইতে "চল ভাই সবে মিলে যাই" এই সঙ্কীর্ত্তনটী করিতে করিতে সকলে উপাসনা মন্দিরে গমন করিলেন। অদ্য উৎসবের উদ্বোধন। নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করিলেন। তাঁহার উদ্বোধনের ভাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'অতি বড় শত্রু একজন যাহার সহিত সর্ব্বদা মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে তাহাকে যদি বিনয়ের সহিত বলি, "ভাই এসনা একবার আমাদের বাড়ীতে" তাহার সহিত ভয়ানক শত্রুতা থাকিলেও সে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। বিনয়ের সহিত ডাকিলে যখন ভয়ানক শত্রুও আসে তখন আমাদিগের প্রাণের প্রভু, ইহকাল ও পরকালের একমাত্র সঙ্গী কি আমাদের উৎসবে আসিবেন না; তাঁহার মত আত্মীয় আর কে আছে? তাঁহাকে ব্যাকুল প্রাণে ডাকিলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি দীন দয়াল। তিনি ভিন্ন কাঙ্গালের আর কে আছে? তাঁহার দয়া ব্যতীতই বা কাঙ্গালের আর কি সম্বল আছে? তবে এস সকলে কাতর প্রাণে প্রভুকে ডাকি। বলি, "প্রভু একবার কৃপা করিয়া পাপীদের প্রাণে প্রকাশিত হও, তুমি না আসিলে কাহাকে লইয়া উৎসব করিব? এস, কৃপাময় এস।" কাঙ্গালশরণ কখনও কাঙ্গালদের ডাকে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি অনেকবার বলিয়াছেন, "আমার ভক্তেরা আমাকে যেখানে ডাকেন আমি সেখানেই প্রকাশিত হই।" যদি আমরা সকলে ভক্তিভাবে ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে ডাকি, তিনি কৃপা করিয়া আমাদের দ্বারা তাঁহার উৎসব করাইয়া লইবেন।' আরাধনা ধ্যান এবং সাধারণ প্রার্থনারপর পুনরায় শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ দিলেন।

'গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সমুদয় বৃক্ষ জন্মে শীতপ্রধান দেশে তাহারা পাতা মেলিতে পারে না, জড়াইয়া থাকে। তাহাদের ফুল হয় না, ফল হয় না, তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সেই সকল বৃক্ষ শীতপ্রধান দেশে জন্মাইবার জন্য ইংলণ্ডে এক প্রকার উপায় করা হইয়াছে। বড় একখানি ঘরের মধ্যে সেই সকল বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া, যতটুকু পরিমাণে গরম না হইলে তাহারা জন্মিতে পারে না, সেই পরিমাণে গরম করিয়া তাহাদিগকে জন্মান হয়। সেই প্রকার মানবাত্মা যখন শোক তাপ, অবিশ্বাস সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া দিন দিন নির্জ্জীব হইতে থাকে, তাহার ধর্ম্মভাব, জীবন্ত উৎসাহের ভাব দূরে যাইয়া যখন অসাড়তা নির্জ্জীবতা দিন দিন তাহাকে শুষ্ক করিতে থাকে তখন ব্রহ্ম কৃপার আগুণ জ্বালাইয়া মুহুর্মুহঃ ব্রহ্ম নামের বাতাস দিতে হয়। ব্রহ্মকৃপাগ্নি সকলের আত্মাতেই আছে সেই আগুণ কেবল নামের বাতাস দিলেই প্রবল হইবে। যখন আগুণ ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে তখন তাঁহার অসাড়তা, নির্জ্জীবতা দূরে পলায়ন করিবে। প্রাণের ধর্ম্মভাব স্ফূর্ত্তি পাইবে, জীবন্ত উৎসাহের ভাব বর্দ্ধিত হইবে। সে প্রেমে পুণ্যে সুশোভিত হইয়া ব্রহ্মকৃপাগ্নির তেজের সাক্ষ্য প্রদান করিবে।'

২৭এ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় উপাসনা করেন এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন ও একটী উপদেশ দেন। অপরাহ্নে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটী সভা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু কালীপ্রসন্ন বসু এবং অন্যান্য দুই একজন কিছু কিছু বলেন। রাত্রিতে শ্রদ্ধেয় বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন ও একটী উপদেশ দেন।

২৮এ কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। বৈকালে বাজারে প্রচারার্থ গমন করা হয়। "মনরে তুই ডাক" এই কীর্ত্তনটীর পর বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় একটী সরল প্রার্থনা করিয়া সাধারণ লোকদিগকে উল্লেখ পূর্ব্বক সরল ভাষায় উপদেশ দেন। "আমার মন পাগলারে হরদমে আল্লাজির নাম লয়ো" এই কীর্ত্তনটীর পর "প্রাণ ভরে আজি গান কর ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়" এই পদটী কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্ম মন্দিরে সকলে উপস্থিত হইলে "মনুষ্যত্ব লাভের উপায়" সম্বন্ধে নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় একটী সরল, হৃদয়গ্রাহী উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। 'ঈশ্বর প্রেমে চালিত হইয়া কার্য্য করা মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম উপায়। কর্ত্তব্যজ্ঞানদ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিলেও মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করিতে করিতে পরিশেষে ঈশ্বর প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়।' ইহাই বক্তৃতার মূলভাব। ২৯এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে শ্রদ্ধেয় বাবু হরনাথ দাস মহাশয় উপাসনা করেন।

কলিকাতা, রংপুর, নিলফামারী ও জলপাইগুড়ি হইতে বন্ধুগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। মঙ্গলময়ের কৃপায় এবারকার উৎসব সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর।

বিগত ১৯এ ডিসেম্বর বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে বাবু এককড়ি সিংহ রায় মহাশয়ের সঙ্গে এখানে আসিয়া যে সমস্ত কার্য্য করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯এ ডিসেম্বর, বুধবার রাত্রিতে মাধবপুরের বাবু রক্তিকান্ত সিংহ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা, উপদেশ; উপদেশের বিষয়—"সাংসারিক বিষয়ের জন্য আমাদের যত ভালবাসা আছে, ঈশ্বরের জন্য তাহার শতাংশের এক অংশ আছে কি?"

২০এ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার; রাত্রে কৃষ্ণ নগরের তারিণী চরণ কুণ্ডু মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন, ও উপদেশ;

উপদেশের বিষয় —"মানব জীবন যতক্ষণ ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ সুন্দর।"

২১এ ডিসেম্বর শুক্রবার; জাঙ্গাপাড়া কৃষ্ণনগরের মধ্য ইংরাজী স্কুলের পরীক্ষা গ্রহণ। রাত্রে বাবু হরলাল চক্রবর্ত্তীর আগ্রহে তাঁহাদের হরি সভায় উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন, উপদেশ; উপদেশের বিষয়—"নামে রুচি জীবেদয়া"।

২২ শে, ডিঃ শনিবার, অশ্বিনী কুমার দত্তের বাড়ীতে উপাসনা, সংকীর্ত্তন। ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে কয়েকটি শ্লোক পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা।

২৩এ রবিবার প্রাতে বাহির গড়া "সত্যধর্ম্ম প্রচারিণী" সভায় সম্মিলিত উপাসনা, বৈকালে আড়ঙা গ্রামের মধ্য ইংরাজী স্কুলে "ভারত সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্য" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা। এই সুললিত বক্তৃতা শ্রবণে অনেকেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ভারত সভার কার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন।

ঐ দিন রাত্রিতে দোগাছিয়া গ্রামের বাবু করালীচরণ রায়ের বাড়ীতে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ২৪এ সোমবার প্রাতে তথাকার হরিসভায় উপাসনা, সঙ্গীত ও উপদেশ; উপদেশের বিষয় —"ক্ষুদ্র বিষয়ে সুখ নাই, ঈশ্বরেই সুখ।"

ঐ দিবস রাত্রিতে বাহির পাড়ার "সত্য ধর্ম্ম প্রচারিণী" সভায় উপাসনা,সঙ্কীর্ত্তন,উপদেশ; উপদেশের বিষয়—"মানবের মধ্যে পশু ভাব, মনুষ্যভাব, ও দেবভাব।" ২৫এ, কৃষ্ণ নগরের বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র দীর্ঘাঙ্গীর বাড়ীতে উপাসনা,সঙ্কীর্ত্তন,উপদেশ; উপদেশের বিষয়—"নিরাকার উপাসনা ও সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন।"

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, উপরিউক্ত যে কয়েক স্থানে ব্রহ্মোপাসনা, ও উপদেশাদি হইয়াছে, তথাকার অনেক লোকই বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, ব্রাহ্মদিগকে বিষনয়নে দেখিতেন, দয়াময়ের কৃপায় তাঁহাদের অনেকের সে ভ্রম গিয়াছে! অনেকেই উপাসনা ও উপদেশাদি শুনিবার জন্য আপন আপন বাড়ীতে নীলমণি ও এককড়ি বাবুকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কার্য্যের জন্য ইঁহার তথায় বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। এই স্থানের অবস্থা যেরূপ অনুকূল,তাহাতে সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম-প্রচারকগণ, আসিয়া যদি কার্য্য করেন, তাহা হইলে বিশেষ ফল লাভ হইতে পারে।

পূজার আয়োজন।

হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি নিতান্ত অজ্ঞান ও দুর্ব্বল। কোন্ পথে গেলে ভাল হইবে আমি অনেক সময় তাহা বুঝিতে পারি না। বুঝিলেও সেপথে চলিতে পারি না। এই অন্ধকারময় জীবনপথে আমার একমাত্র আলোক তুমি। তোমার সাহায্যব্যতীত আমি এই জীবনরূপ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারি না। এ দুর্ব্বল প্রাণের একমাত্র শক্তি তুমি। তুমি আমার জীবনের নেতা হইয়া তোমার যে পথে ইচ্ছা সেই পথে আমাকে লইয়া যাও। যেপথে গেলে আমার সমস্ত শক্তি তোমার সেবায় উৎসর্গ করিতে পারি, যে পথে গেলে আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় আমাকে সেই পথে লইয়া যাও। তুমিই আমার একমাত্র পথপ্রদর্শক, তুমিই একমাত্র ভরসা ও সহায়। কিসে ভাল হইবে, কিসে মন্দ হইবে আমি কিছু বুঝি না। আমি কেবল এই চাই যেন তোমার নাম ও তোমার বিধানের মহিমা আমার জীবনে জয়যুক্ত হয়। আমি যেন নিজের মান অভিমান, সুখস্বার্থ সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া কেবল তোমার বিধানের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান্ হই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

উৎসব আসিয়া উপস্থিত। উৎসবের দেবতা! উৎসবের জন্য আমাকে প্রস্তুত কর। তোমার বাৎসরিক মহা পূজার জন্য উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অনেকবার উৎসবলব্ধ মধুরতা ও তেজের অপব্যবহার করিয়াছি, আবার নূতন উৎসবে যোগ দিবার আমার কি অধিকার? অনেকবার তোমার মধুর ও জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশে মুগ্ধ হইয়াছি, অথচ আজিও তোমাকে আত্মসমর্পণ করি নাই, আবার তোমার মধুর জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ সম্ভোগ করিবার আমার কি অধিকার? কিন্তু তুমিতো অনধিকার বিচার কর না। প্রেমরবি! তোমার প্রেম করে তুমি সাধু অসাধু সকলকে ছাইয়া ফেলিয়াছ। আলোকের অধিকার অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইব? আমার চরণ তোমার মন্দিরে যাইতে অনিচ্ছুক ও সঙ্কুচিত হইলেও তুমি আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে। তোমার প্রেমের সঙ্গে কে সংগ্রাম করিবে? তোমার প্রেমকে কে আঁটিতে পারিবে? যদি ছাড়িবে না, যদি উৎসবে যোগ দেওয়াইবে মনস্থ করিয়াছ, তবে আমাকে প্রস্তুত কর। আর দিন নাই, এখনও প্রস্তুত হইতে পারিলাম না, কিরূপে উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিব? তুমি আমার মুখ রক্ষা ও লজ্জা নিবারণ কর।

হে দাতা, প্রতিদানের নামটী নাই, কেবলই তোমার কাছে লইতেছি। তুমি দিতে কাতর নও, আমি লইয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি যে তোমার দত্ত বহুমূল্য ধন অনেক হারাইয়াছি, আমাকে আর দাও কেন? যে হারাইবে তাহাকে দিবে, একি তোমার প্রেমের বিচার? যদি তাহাই তোমার প্রেমের রীতি হয়, তবে হারাইবার অপরাধ হইতে মুক্তি দাও। যতই তোমার প্রেম উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, ততই নিজের অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তোমার দত্ত স্বর্গীয় ধন যে হারায় সে কি মহাপাতকী! যার জন্য পুরাকালে লোকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া তপস্যা করিত, বিন্দুমাত্র সত্য বিশ্বাস ও কণামাত্র সরল ও স্থায়ী প্রেম থাকিলে, তোমার বর্ত্তমান বিধানে তাহা পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় তোমার দানে যদি অনাদর করি,তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাতকের ভাগী হইব। তুমিত দানের পরাকাষ্ঠা দেখাইলে, যাহাতে আমরা রক্ষণের পরাকাষ্ঠা

দেখাইতে পারি, তুমি তাহার আশু উপায় কর। যাহাতে সছিদ্র চালনী না হইয়া অচ্ছিদ্র কুম্ভ হইতে পারি তুমি এমন বন্দোবস্ত কর। যেই তোমার করুণা ঝরিবে অমনি যেন প্রাণ কলসী পূরিয়া তাহা ধরিয়া রাখিতে পারি।

সত্য স্বরূপ! তোমারি কাছে প্রত্যহ কত মিথ্যাকথা বলিতেছি। তুমি যখন প্রাণে তোমার প্রকাশ সুধা ঢালিয়া দাও, তখন সহজেই প্রাণ পুণ্যের দিকে, উচ্চ আদর্শের দিকে ধাবিত হয়, কঠিন কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলে। কিন্তু সে সকল প্রতিজ্ঞা কতক্ষণ থাকে? ধিক্‌, শতধিক্‌ আমাকে। সামান্য লোকে যাহা অনায়াসে করে, আমি তাহা পারি না। এমন কোন্ ভদ্রলোক আছেন, যিনি কথা দিয়া কথা রাখেন না? আমার তোমার প্রতি সে ভদ্রতাটুকুও নাই। আমি অতি অমানুষ, পুরুষকারবিহীন, নিস্তেজ জীব। তোমাকে যে কথা দিব, সে কথা রাখিতে না পারিলে আমার যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা আমার কেন মনে থাকে না? সাধু ভদ্রদিগের জীবনী পড়িয়া জানিয়াছি, তাঁহাদের অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার বল ছিল। হুঙ্কারে তাঁহারা শয়তান ও পাপ তাড়াইয়াছেন। আমি কবে তেমনই করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারিব? অঙ্গীকার ভঙ্গরূপ মহা পাপে আমি জর্জ্জরিত হইতেছি। তুমি যেমন আপন প্রতিজ্ঞা, আপন সত্য পালন করিয়া থাক, কেহই বারণ করিয়া বা বাধা দিয়া তোমার ইচ্ছাপূরণ বন্ধ রাখিতে পারে না, আমিও যেন সেইরূপ আমার প্রতিজ্ঞা, আমার সত্য পালন করিতে পারি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি বলিয়া এখন মুখ দেখাইতে পারি না, যাহাতে মুখ দেখাইতে পারি, হে লজ্জানিবারণ! তাহার উপায় কর।

ব্রাহ্মসমাজ।

ঊনষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

গত ১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে মাঘোৎসবের যে কার্য্যপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশের কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৪ঠা মাঘ, বুধবার, প্রাতে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্ম পরিবার এবং ব্রহ্ম ছাত্রাবাসসকলে প্রার্থনা। সায়ংকালে উদ্বোধন।

৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৬ই মাঘ, শুক্রবার, প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৭ই মাঘ, শনিবার, প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

৮ই মাঘ, রবিবার প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে সঙ্গত সভার উৎসব। সায়ংকালে উপাসনা।

৯ই মাঘ, সোমবার, ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গমহিলা-সমাজের উৎসব। অপরাহ্নে খিদিরপুরে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১০ই মাঘ, মঙ্গলবার, প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১১ই মাঘ, বুধবার, সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে আলোচনা, বিষয়—"মিসন্ ফণ্ড"। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব এবং বক্তৃতা। বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৩ই মাঘ, শুক্রবার, প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব।

১৪ই মাঘ, শনিবার, প্রাতে উপাসনা। ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসব।

১৫ই মাঘ, রবিবার, প্রাতে উদ্যান-সম্মিলন।

দান;—আমরা ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি যে বাবু গোপালচন্দ্র নন্দী তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৫্ টাকা দান করিয়াছেন।

বাঙ্গালি নারীর সাধু কার্য্য—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে আমাদের একজন বঙ্গীয় মহিলা কাশী নগরে তাঁহার সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত ও ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতায় শত শত শ্রোতার মন প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দিয়াছেন। এই মনস্বিনী রমণী বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার জমিদার বাবু রাখালচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কুসুমকুমারী। আমরা কোন শ্রদ্ধেয় লোকের পত্রে অবগত হইলাম ইনি এমন মধুর সঙ্গীত ও বক্তৃতা করিয়াছেন, যে শত শত লোক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। আর ইহাঁর বক্তৃতা শুনিবার জন্য এমন জনতা হইয়াছিল যে লোকের দাঁড়াইবারও তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। ইনি অনেক বাড়ীতে গিয়া মহিলাদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবের তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়াছেন। ইনি স্বামীর সহিত উত্তরপশ্চিমের অন্যান্য সহরে ধর্ম্মালোচনার জন্য গমন করিয়াছেন। শ্রীমতী কুসুম কুমারী যে শক্তি লাভ করিয়াছেন, ঈশ্বরের সেবায় তাহা প্রয়োগ করিতে পারলে স্বদেশের কত কল্যাণই করিতে পারেন—সঞ্জীবনী।

শিবনাথ শাস্ত্রী,—রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ব্রিষ্টল নগরে যে সভা হয়, মিস্ এস্‌লিন্ তাঁহার একজন বন্ধুকে উক্ত সভা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;

গত রাত্রির সভার বেশ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রাজার জীবন, কার্য্যাবলী, তাঁহার জন্মকালীন দেশের অবস্থা ও তাঁহা দ্বারা দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সহকারে এক ঘণ্টাধিক কাল বক্তৃতা করেন। তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য, বিশেষ ভাবে তাঁহার বিনয় ও নিস্বার্থপরতার বিষয় উত্তমরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছিল। লোকে উৎসাহপূর্ণ করতালি দ্বারা তাহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। গৃহটী লোকাকীর্ণ ছিল। অনেকে দাঁড়াইয়া ছিল, অনেকে বোধ হয়, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশই করিতে পারে নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সমারসেট শায়ারের কোন এক

গ্রামে একটী বক্তৃতা করেন। আমরা সেণ্ট্রেল সমারসেট-গেজেট হইতে সেই বক্তৃতার নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি;

একজন ভারতবাসী ভদ্রলোক ক্রিপ্পিনিয়ানক্রমে হিন্দুস্থানের এক ধর্ম্মান্দোলন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উপাধিসহ তাঁহার নাম পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। মেঃ মর্লাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি অতি সংক্ষেপে বক্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত বক্তৃতায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিষয় উল্লেখ করা হয়। সেই সভ্যতা নাকি খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণে সেই একেশ্বরবাদ মিশ্রিত সভ্যতা বিনষ্ট হওয়া নিবন্ধন সমগ্রজাতি গভীর পৌত্তলিকায় নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে একজন ধর্ম্মগুরু ও সংস্কারক অভ্যুদিত হন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাঁহার নাম রামমোহন রায়। সেই সভার বর্ত্তমানে ২২০টী শাখা আছে। ধর্ম্মশিক্ষা, মিতাচার ও পবিত্রতা বিস্তার তাহাদের আশা ও উদ্দেশ্য। মিতাচার, পবিত্রতা-বিস্তার প্রভৃতি সামাজিক ও জন হিতকর বিষয় ভিন্ন অপরাপর বিষয়ে তাঁহারা অন্যান্য সভা সমিতির সহিত মিলিত হইয়া একত্রে কাজ করেন না। বক্তাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি সেই সকলের সরল ও সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন। উপসংহারে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। বক্তৃতার গৃহটী লোকাকীর্ণ হইয়া ছিল।

নূতন পুস্তক।

দুখানি ছবি,—"মা ও ছেলে" প্রণেতা শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা একখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও বৈধব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে সহজসাধ্য ও সুখকর হয় এবং বিধবার বিবাহের আবশ্যকতা থাকিলে, কোন্ শ্রেণীর বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত, তাহাই দেখান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।" তাঁহার এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল, এবং আমাদের বিবেচনায় তাঁহার যত্ন অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। লেখক যদিও উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর নহেন, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি বিবিধ ভাবের অবতারণা করিতে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন এবং অনেক স্থলেই নিজ হৃদয়ের আবেগ পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিনয়ভূষণের বাল্যবিবাহ জনিত সাংসারিক কষ্ট, হৃদয় ভূষণের অনুতাপ, প্রেমমালার ব্রহ্মচর্য্য, ও শরতের সৌহার্দ্য বিশেষ দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। সামাজিক ও সাংসারিক বিবিধ দোষ সম্বন্ধীয় মন্তব্য গুলিও বেশ উপযোগী হইয়াছে। তবে এগুলি আরও সংক্ষেপে লিখিত হইলে বোধ হয় ভাল হইত। পুস্তকখানি মোটের উপর বেশ সুরুচিসঙ্গত ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভাষা প্রভৃতির একটু আধটু দোষ আছে। আশা করি গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধিত করিয়া লইবেন।

প্রকৃতির শিক্ষা;—"প্রকৃতির শিষ্য" কর্ত্তৃক লিখিত। যাহাতে "প্রকৃতির শিক্ষা দ্বারা ভ্রান্ত মানবের চক্ষু বাহির হইতে ভিতরে" যায় ও "প্রত্যেকের নিজের নিজের জীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি" পড়ে গ্রন্থকার সেই উদ্দেশ্যে "আত্ম জীবনের অভিজ্ঞতা" এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বেশ উন্নত চিন্তাপূর্ণ ও সুপাঠ্য হইয়াছে। ইহা পড়িলে পাঠক এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইবেন এবং কেমন করিয়া প্রকৃতির শোভায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে হয় তাহার কতক আভাস পাইবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ১০টী সাধারণ ও ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পূজার বন্ধ উপলক্ষে দুই সপ্তাহ কোনও অধিবেশন হয় নাই।

এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

মাসের প্রথম রবিবারে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া কোন উদ্যানে গমন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যাদির আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গে যাপন করিবেন, এই স্থির হইয়াছিল। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সেইরূপ কার্য্য হইয়াছিল কিন্তু ডিসেম্বর মাসে সেরূপ কার্য্য হয় নাই। মাসের শেষ অধিবেশনে কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যের আলোচনা হইবার কথা ছিল, তাহাও নিয়মিত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

আমরা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাত গমন করিয়াছিলেন। এবার আমরা আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে তিনি সুস্থ শরীরে এদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ সিটী কলেজে মিলিত হইয়া তাঁহাকে এক দিন অভ্যর্থনা করেন।

বাঘআঁচিড়ায় বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। সেখানে বালক বালিকাদের জন্য স্কুল নিয়মিত ভাবে চলিতেছে, এবং ৪টী ব্রাহ্ম সমাজ ও ৪ ব্রাহ্মিকা সমাজের কার্য্যও নিয়মিত ভাবে চলিতেছে।

আমাদের প্রচারক মহাশয়েরা নিম্নলিখিতরূপে এই কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছেন।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস;—নাটোরে গমন পূর্ব্বক বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে উপাসনাদি হয়। একদিন তত্রত্য স্কুলগৃহে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়, বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই পরের নিন্দা ও গালাগালি শুনিতে ও বলিতে ভালবাসে, প্রকৃত ধর্ম্মের কথা শুনিতে অতি অল্প লোকেই যায়, এই বিষয় লইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তত্ত্ব যে অতি গভীর বিষয় তাহা বলা হয়। তৎপর নাটোর রেলওয়ে ষ্টেসনে প্রার্থনা ও

সঙ্গীতাদি হয়। এখান হইতে নওগাঁ নামক স্থানে ৭। ৮ দিন থাকিয়া প্রতিদিন উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি হয়, একদিন বাজারে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে বলা হয় এবং একদিন ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে বলা হয়; ঈশ্বর কৃপায় এখানে একটী নূতন সমাজ হইয়াছে। এখান হইতে রাণীনগর নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক একটী বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি হয় ইহার পর ফুলবাড়ী নামক স্থানে যাইয়া তথায় দিন দিন থাকিয়া উপাসনাদি হয় তৎপর দিনাজপুরস্থ সমাজে ও বন্ধুদের গৃহে উপাসনা ও উপদেশাদি হয় এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে প্রার্থনাদি ও রাজার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা হয় প্রায় ৭।৮ দিন এখানে শ্যামপুর অবস্থিতি করিয়া তৎপর কাউনিয়া ষ্টেসনে উপাসনা ও আলোচনা করেন তৎপর নেলফামারী গমন পূর্ব্বক ব্রাহ্ম পরিবারেতে উপাসনা করেন। এখান হইতে জলপাইগুড়ি গমন করিয়া ৩। ৪ দিন থাকিয়া সমাজেও পরিবারেতে উপাসনাদি করেন এখান হইতে শিলিগুড়ি যাইয়া একটী পরিবারেতে উপাসনা করেন।

এখান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া মাণিকদহ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গমন করেন সেখানে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন তথা হইতে কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন, তথায় উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি করিয়াছেন এবং একদিন বাজারে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিরাকার উপাসনাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে ছিকলাবট নামক গ্রামে প্রায় সমুদয় উপাসকগণ একত্রে মিলিয়া তথায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাগানে উপাসনাদি হয় এবং তাঁহার গৃহে পারিবারিক উপাসনাদি হয় এখান হইতে রামপুরবোয়ালিয়া গমন করেন এখানে সমাজে এবং পরিবারেতে উপসনা উপদেশ ও আলোচনাদি হয়। এখান হইতে বন্ধুগণ সহ প্রেমতলি নামক স্থানে যাওয়া হয় এখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একজন সাধু নরোত্তম দাসের জন্ম ও গঠন স্থান বলিয়া এখানে লক্ষ্মী পূজার পর বৈষ্ণবদের একটী মেলা হয়। প্রায় ৪০-৫০ হাজার বৈষ্ণব উপস্থিত হয় ইহার অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ও ভিক্ষুক ইহাদের মধ্যে কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করা হয় এরূপ স্থানে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে বলা খুব প্রয়োজন। বোয়ালিয়া হইতে আসামে রওনা হন পথে কিন্তু কিছু দিন রাণী নগর ষ্টেসনে বিশেষ কারণে থাকিতে হয় এস্থান হইতে নেলফামারী গমন করেন তথায় ৩।৪দিন থাকিয়া ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনাদি করেন তৎপর সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যান এখানে ৩।৪ দিন থাকিয়া উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি করেন এবং একদিন মনুষ্যত্ব লাভের উপায় কি? এই বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তৎপর কাউনিয়া যান এখানে ব্রাহ্ম পরিবারে ও ষ্টেসনে উপাসনা ও আলোচনাদি হয় এস্থান হইতে ধুবড়ি গমন করেন তথায় প্রায় ১০।১২ দিন থাকিয়া সমাজে ও পরিবারেতে উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি করেন একদিন একটী বন্ধুর গৃহে অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন বিজনি হলে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়—১ম টী 'পরিত্রাণের উপায় কি?' দ্বিতীয়টী 'ব্রাহ্মদের নূতন কথা কি?' ইহা ব্যতীত ছাত্রসমাজে 'যৌবন কালেই ধর্ম্ম শিক্ষা করা উচিত,' এই বিষয়ে বলা হয়। এখান হইতে শিব সাগরে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গমন করেন তথায় প্রায় ১০।১২ দিন থাকিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য্য করেন এবং দুটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন ১ম 'মুক্তি ও তৎসাধনের উপায়' দ্বিতীয়টী 'নাম মাহাত্ম্য,' আসামী বন্ধুদের নাম ঘরে হইয়াছিল। খুব সুখের বিষয় ইহাতে আসাম বাসী বন্ধুগণ অনেক উপস্থিত ছিলেন ইহাব্যতিত ব্রাহ্ম পরিবারে, বাসায় এবং সমাজে উপাসনা উপদেশ ও আলোচনা ও বক্তৃতাদি করেন। এখান হইতে ডিব্রুগড় যান তথায় ও প্রায় ৮।১০ দিন থাকিয়া সমাজ এবং ব্রাহ্ম পরিবার ও বাসায় উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি করেন এবং দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন একটী স্কুল গৃহে 'ধর্ম্ম সাধনের আবশ্যকতা আর্য্যজাতিভেদের অনিষ্টকারিতা, এই বক্তৃতাটী আসামী বন্ধুর গৃহেতে হইয়াছিল, এখানে আসামী ও বাঙ্গলা সকল শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিলেন ইহাব্যতীত গং ইং স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুরোধে সমুদয় স্কুলেরছাত্র দিগকে একত্র করিয়া নীতি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। এখান হইতে কুচবিহার ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া ৫।৭ দিন থাকিয়া উৎসবের কার্য্য করেন, উৎসব উপলক্ষে 'ধর্ম্মজীবন কিরূপে লাভ করা যায়,' এই বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয় এবং উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি হইয়াছিল ইহাব্যতীত ছাত্রদের অনুরোধে ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য, সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—তিনি এখন কলিকাতাতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। মধ্যে একবার কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য স্থান ফরিদপুরে শীঘ্র যাইবেন এইরূপ স্থির আছে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—মধ্যে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। তাঁহার পত্নীর বিয়োগের পর তিনি একমাস কাল অবসর গ্রহণ করেন। অবসরান্তে তাঁহার কর্ম্মস্থান ঢাকাতে গমন করিয়াছেন। সেখানে থাকিয়া এখন নিয়মিত ভাবে তাঁহার কার্য্য করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—তিনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার কার্য্য সকল আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্যে একবার রামপুর বোয়ালিয়া গমন করিয়া সেখানকার উৎসব সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—তিনি বাঘআঁচড়ায় থাকিয়া কাজ করিতেছেন। সেখানকার ৪টী ব্রাহ্ম সমাজও ৪ ব্রাহ্মিকা সমাজে উপাসনা করিতেছেন। সেখানকার বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষাদান করিতেছেন ও নানা প্রকারে সেখানকার কাজ করিতেছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

১১ই আশ্বিন, ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রার্থনা তত্ত্ববিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।

১৫ই „ উপাসনা ও উপদেশ।

১৭ই „ বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী গ্রামে, 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' বিষয়ে আলোচনা।

১৭ই আশ্বিন প্রাতে বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী গ্রামে, কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উপাসনা ও কীর্ত্তন।
„ „ অপরাহ্নে বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী গ্রামে, "সকল ধর্ম্মের সার কি" এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।
১৩ই কার্ত্তিক প্রাতে রামপুরহাট ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা।
১৪ই „ প্রাতে ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা এবং সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।
„ „ অপরাহ্নে „ „ আলোচনা এবং সন্ধ্যার পর উপাসনা ও কীর্ত্তন।
১৫ই „ প্রাতে ধুলিয়ান ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও কীর্ত্তন।
„ „ সন্ধ্যারপর „ „ "ভক্তি" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা।
১৬ই প্রাতে „ „ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।
„ অপরাহ্নে „ „ বাজারে সাধারণ লোকের সম্মুখে বক্তৃতা।
১৮ই ধুলিয়ান গ্রামে ভদ্রলোকের বাটীতে আলোচনা।
১৮এ অপরাহ্নে নলহাটীতে আলোচনা ও সন্ধ্যারপর উপাসনা।
২০এ „ প্রাতে „ উপাসনা।
২১এ „ „ „ আত্মার অমরত্ব ও যোগ বিষয়ে কথা বার্ত্তা।
২৪এ প্রাতে রামপুরহাট ব্রহ্ম মন্দিরে আলোচনা।
২৭এ „ বর্দ্ধমানে ছাত্রদিগের সহিত আলোচনা।
২৮এ „ বর্দ্ধমান ছাত্র সমাজে উপাসনা ও উপদেশ।
„ অপরাহ্নে „ ছাত্রসমাজে আলোচনা এবং সন্ধ্যার পর উপাসনা ও উপদেশ।
২৯এ অপরাহ্নে বর্দ্ধমান ছাত্রসমাজে আলোচনা।
৪ঠা অগ্রহায়ণ প্রাতে রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ।
„ „ সন্ধ্যাপর „ „ „ „
২১ই „ „ রামপুর হাটের নিটবর্ত্তী কোন নির্জ্জন বনে সামাজিক উপাসনা।
১৫ই „ রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা।
১৭ই „ „ কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উপাসনা।
২০এ „ „ „ „ „ আলোচনা।
২২এ „ „ „ „ „ নবান্ন উপলক্ষে উপাসনা।
২৫এ „ প্রাতে রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।
„ „ সায়াহ্নে „ „ উপাসনা ও উপদেশ।
২৬এ „ „ নলহাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা।
২৭এ „ „ „ আলোচনা।
২৯এ „ „ „ „
২রা পৌষ প্রাতে রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।
„ „ সায়াহ্নে „ „ „ ও উপদেশ।
৯ই { প্রাতে ও সায়াহ্নে } „ „ উপদেশ।
১১ই রামপুরহাটে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে দেশের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা।
১৫ই „ রামপুরহাটে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে আলোচনা।
১৬ই „ প্রাতে ও সায়াহ্নে রামপুরহাটে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা

এতদ্ভিন্ন বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, ও মিঃ লছমন প্রসাদ প্রভৃতি মহাশয়গণও প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল,—পাবনা, সিরাজগঞ্জ, শিবসাগর, কুচবিহার, রাজসাহী, পচম্বা ও কৃষ্ণনগর।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই ফণ্ডে এখন ২০২৭।৵৫ টাকা আছে। এই টাকা হইতে প্রচার গৃহ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার হিসাব এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

ব্রাহ্ম বন্ধু সভা—এই সভায় বাবু কালীশঙ্কর সুকুল "আমাদের বিষয়ে কয়েকটী কথা" বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে এই সভা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করেন।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়—ইহার কার্য্য যথানিয়মে চলিতেছে। বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

পুস্তকালয়—ইহার সুব্যবস্থা না হইলে উন্নতির আশা করা যায় না।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে। তত্ত্বকৌমুদীর কয়েক সংখ্যা কিছু বিলম্বে বাহির হইতেছে। মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার জন্য এক সবকমিটি নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের কার্য্যের রিপোর্ট আজিও জানা যায় নাই।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিয়াছি যে এই তিন মাসের মধ্যে ৩টী নামকরণ, ২টী আদ্যশ্রাদ্ধ ও ৩টী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

নূতন সমাজ—খালোড় নামক স্থানে একটী নূতন ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই সমাজ সংস্থাপনের সময় উপাসনাদি করেন।

উপাসক মণ্ডলী—এই তিন মাস উপাসক মণ্ডলীর নিয়মিত সামাজিক উপাসনা যথানিয়মে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিয়াছে। বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণ আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। প্রতি রবিবার মন্দিরে প্রাতে উপাসনা ও মধ্যে মধ্যে অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনা ও মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সঙ্গত সভার কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিয়াছে। প্রতি দিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনালয়ে উপাসনা ও কীর্ত্তন হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার—বিগত বৎসর থাসিয়া ভাষায় এক খানি সঙ্গীত ছাপান আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু নানা গোলযোগে তাহা সম্পন্ন হয় নাই। এবার সেই পুস্তকখানি ছাপান হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। "ব্রহ্ম সঙ্গীত" পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। এবার অনেকগুলি নূতন সঙ্গীত দেওয়া হইয়াছে।

আগামী মাঘোৎসবের সময় তাহা প্রকাশিত হইবে।

দুর্ভিক্ষ—আমরা উড়িষ্যা হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক-দিগের সাহায্যার্থে এক আবেদন পাইয়াছিলাম। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে তাহাতে আমাদের সাহায্য করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

মৃত্যু—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তাঁহার এক সন্তান হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে প্রথমে তিনি ও পরে তাঁহার সেই সন্তান উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ৩টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবান আমাদের বন্ধুর হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন। আমাদের বন্ধু বজরং বিহারী কয়েক বৎসর হইতে সকল প্রকার বৈষয়িক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বেহার অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু বিগত বৎসর হইতে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই যক্ষ্মাকাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। বিগত নভেম্বর মাসে তাঁহারও জীবন শেষ হইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে আমরা অনেক আশা করিতেছিলাম। কিন্তু সকল আশা শেষ হইয়াছে। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করুন।

ছাত্র সমাজ। বিগত পূজার ছুটীর পূর্ব্বে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় "জীবনই বিশ্বাসের সাক্ষী" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। শারদীয় অবকাশে ছাত্র সমাজের কার্য্য বন্ধ থাকে। ছুটীর পর পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত বক্তৃতা সকল প্রদত্ত হইয়াছে।

১৭ই নবেম্বর	বাবু সীতানাথ দত্ত	বিবেকের ডাক।
২৪শে ঐ	„ কৃষ্ণকুমার মিত্র	সমাজ সংস্কার।
১লা ডিসেম্বর	„ ঐ	অকল্যাণ হইতে কল্যাণের উৎপত্তি।
১৫ই ঐ	„ ঐ	মাদক সেবন ও জাতীয় দুর্গতি।
২২শে ঐ	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	হৃদয়ের শিক্ষা।

গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সিটী কলেজ ভবনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিলাত হইতে প্রত্যাগমন উপলক্ষে ছাত্র সমাজ হইতে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ এক সভা হয়, অনেক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক, মহিলাগণ ও ছাত্র সমাজের সভ্য সকল উপস্থিত ছিলেন।

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়- ——————ব্যয়-

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৭১।৵১০
বার্ষিক ১৩৩॥৵১০
মাসিক ২৮।০
শুভকার্য্য উপলক্ষে প্রাপ্ত
৯॥০০

১৭১।৵১০

প্রচার ফণ্ডের দাতব্য ২২৬৵১০
বার্ষিক ৬০।৶
মাসিক ১২১।০
এককালীন ৪১৸৵
প্রাপ্ত চটিলের মূল্য
২॥/১০

২২৬৵১

পাথেয় হিঃ ১৬৲
প্রচার গৃহ ২৫৮৶
ভাড়া ২৮৲
হাওলাত ১৭৩॥৵০
প্রচার ভবনের এক অংশ ও জমি বিক্রয়ের ৬৩০৲ মধ্যে ঋণ শোধ ২৫০৲ বাদে অবশিষ্ট ৩৮০৲ হইতে গত তিন মাসে গ্রহণ করা হয় ৩০৮ এবং এই তিন মাসে গ্রহণ করা হয় ৫৬॥/০
পরলোকগতা সরলা মহলানবিশ ফণ্ড ৪৲
সিটীকলেজ হইতে দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদের স্কুলের বেতন দিবার জন্য প্রাপ্ত ৫৪৲
কর্ম্মচারীর বেতন (তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্তক ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত নবেম্বর পর্য্যন্ত) ৪৫৲
বিবিধ হিঃ ৩০৸/

৮০৫॥/

গচ্ছিত হিঃ ১৮৯৲
হাওলাত হিঃ ৭৭৲

১০৭১॥/

পূর্ব্বত্রৈমাসিকের স্থিত ২১৭॥/১৫
মোট——————
১২৮৯৵১৫

প্রচার ব্যয় ৪৫০।৵৫
কর্ম্মচারীর বেতন ১২৬।৶
পাথেয় হিঃ ৪৫৸/১
ডাকমাশুল ১১॥০
মুদ্রাঙ্কণ হিঃ ১০৲
প্রচারক গৃহ নির্ম্মাণ ৩৮০॥১৫
দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদের স্কুলের বেতন, ৫৪৲
বিবিধ হিঃ ১২॥৶৫

১০৯১।৵১৭

গচ্ছিত শোধ ৫০৲
হাওলাত শোধ ৩০৲

১১৭১।৵১৫
স্থিত ১১৭৸০

১২৮৯৵১৫

পুস্তক বিক্রয় ফণ্ড

আয়——————————ব্যয়——

আয়		ব্যয়	
বাকী মূল্য আদায়	৫১॥৶১৫	কাগজ	২০৩॥/৫
নগদ বিক্রয়	৯৮॥/১৫	অপরের পুস্তকের মূল্য শোধ	১১৸৵
সমাজের ৬৮৶১০		পুস্তক বাঁধাই	১০৲
অপরের ৩০।৵৫		কমিশন	৩/১৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	১৵১০	বিবিধ হিঃ	৬৸১৫
কমিসন	।৶১০	পুস্তকের ডাকমাশুল	২৶১০
	১৫২৶১০	ডাকমাশুল	/৫
গতত্রৈমাসিকের স্থিত	২২১০৶৫	কর্ম্মচারীর বেতন (নবেম্বর পর্য্যন্ত)	২১৲
		মুদ্রাঙ্কণ	১৩।০
			২৭২৵১০
		স্থিত	২০৯০।৫
	২৩৬২॥৵১৫		২৩৬২॥৵১৫

তত্ত্ব-কৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্ত	২৪৫৸৶	মুদ্রাঙ্কণ	৫৪৲
নগদ বিক্রয়	॥৵	ডাকমাশুল	৪৭॥৶
		বিবিধ হিঃ	১৭৶
	২৪৬॥/	কর্ম্মচারীর বেতন	
পূর্ব্বস্থিত	১২৯৫৲১০	(নবেম্বর পর্য্যন্ত)	৩৩৲
		কমিশন	৵০
	১৫৪১॥/১০	কাগজ	৩৭॥০
			১৮৯৸০
		স্থিত	১৩৫১৸/১০
			১৫৪১॥/১০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	২৭০৲	ডাকমাশুল	১২৭॥৶১০
নগদ বিক্রয়	॥/	বিবিধ হিঃ	১৮৸১৫
বিজ্ঞাপন হিঃ	৮৲	কাগজ	৭৭৸৶
		কর্ম্মচারীর বেতন	৫৮॥০
	২৭৮॥/	পাথেয় হিঃ	১১॥/১০
পূর্ব্বস্থিত	২২৪॥৵১০	মুদ্রাঙ্কণ	৩৫৲
	৫০৩৶১০		৩২৯১৫
		স্থিত	১৭৩৸৵১৫
			৫০৩৶১০

মেসেঞ্জারের জন্য দেনা প্রায় ২ দুই হাজার টাকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৲। গঙ্গাগোবিন্দ সরকার তিনধারিয়া ১০৲। আবদুল রহমান শিলিগুড়ি ৫৲। আনন্দচন্দ্র রায় শিলিগুড়ি ৩৲। শ্রীমতী অনুজানন্দিনী রায় শিলিগুড়ি ১৲। বাবু গুরুদয়াল সিংহ কুমিল্লা ৩৲। গিরিশচন্দ্র দাস গুপ্ত জলপাইগুড়ী ১৲। কমলকৃষ্ণ সেন জলপাইগুড়ী ১৲। জালালদ্দিন জলপাইগুড়ী ১৲। শ্রীমতী প্যারী বিবি জলপাইগুড়ী ১৲। বাবু অভয়চরণ ঘোষ নেলফামারী ১৲। হরচন্দ্র দাস নেলফামারী ২৲। কালীপ্রসন্ন বসু রঙ্গপুর ১৲। নন্দলাল মজুমদার রঙ্গপুর ১৲। ভুবনমোহন সেন ফরিদপুর ৬৲। প্যারিমোহন রাহা ফরিদপুর ২৲। রোহিণীকান্ত নাগ কলিকাতা ৩॥০। মধুসূদন রাও কটক ১০৲। বিপীনচন্দ্র পাল কলিকাতা ৫৵১০। গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ ॥০। সীতানাথ নন্দী বহরমপুর ৪৲। রামগোপাল বিশ্বাস মানিকদহ ॥০। নীলরতন সরকার কলিকাতা ১৲। দ্বারকানাথ সরকার ময়মনসিংহ ॥০। শ্যামাচরণ দে ময়মনসিংহ ॥০। ৲,

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২১এ জানুয়ারি ১৮৮৯ সাল সোমবার বেলা ৬॥টার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ১১শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

বার্ষিক রিপোর্ট।
সভাপতির বক্তৃতা।
কর্ম্মচারী নিয়োগ।
অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।
সভ্য মনোনয়ন।
বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

অর্থাৎ "আত্মানাত্ম-বিবেক", "নিত্যানিত্য-বিবেক", দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক", ও "পূর্ণাপূর্ণ-বিবেক" নামক অধ্যায়চতুষ্টয় সম্বলিত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক। শ্রীসীতানাথ দত্ত-প্রণীত। মূল্য ডাকমাশুল বাদে আট আনা। এই পুস্তক পুরাতন প্রবন্ধ সমষ্টি নহে; ইহার অধিকাংশই নূতন লিখিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে ও লেখকের বাটীতে (২১০।৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) প্রাপ্তব্য।

সবিনয় নিবেদন মিদং!

১৮৮১ সনে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির সাধারণের সাহায্যে স্থাপিত হইয়া, একাল পর্য্যন্ত ঈশ্বর কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সমাজের নিয়মিত উপাসনাদি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু যে স্থানে বর্ত্তমান সমাজ গৃহ স্থাপিত—এই স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং সাধারণের যাতায়াতের সুগম পথ না থাকায়, অধিকাংশ লোক ইচ্ছাসত্ত্বেও যোগ দিতে পারেন না; বিশেষতঃ এস্থান হইতে ধর্ম্ম প্রচারের অসুবিধা নিবন্ধন, শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়, সমাজ গৃহটী সদর রাস্তার ধারে নিতে প্রস্তাব করেন। আমরা তাঁহার এই শুভ সংকল্পে যোগ প্রদান করিয়া, সমাজ গৃহটী সদর রাস্তার ধারে আনিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এইকার্য্য সম্পন্ন করিতে অন্যূন ৩০০৲ তিন শত টাকার প্রয়োজন। ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয়গণ! আমাদের এই শুভকার্য্যে কিছু ২ অর্থ সাহায্য করিলে পরম উপকৃত হইব। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন!!

ব্রাহ্মসমাজ
জলপাইগুড়ি
রবিবার ১৬ পৌষ
১২৯৫ সন

বিনয়াবনত
শ্রীজালাল উদ্দীন
সম্পাদক

ভক্তিলীলা।

(মাঘোৎসব উপলক্ষে নূতন প্রকাশিত)

মূল্য ।০ চারিআনা মাত্র।

ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে হইলে সাধককে কোন্ কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়,—কত বিঘ্ন বিপদ, দুঃখ যন্ত্রণা ও পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তাহা ইহাতে রূপকাকারে বিবৃত হইয়াছে। ইহার আয় "ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম মন্দির" নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে ও ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৬ই মাঘ মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
২০শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ সোমবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

ঊনষষ্টিতম মাঘোৎসব।

দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় ঊনষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্য যে ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণের অবগতির নিমিত্ত তাহা যথাসাধ্য বিবৃত করিতেছি। সকল উপদেশ ও বক্তৃতা সংগৃহীত না হওয়াতে প্রকাশিত হইল না। ঐ সকল পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

২রা ও ৩রা মাঘ সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

৪ঠা মাঘ, বুধবার।

প্রাতঃকালে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাস সমূহে পারিবারিক উৎসব ও ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা হইবার কথা ছিল। এই উপলক্ষে অনেকেই পূর্ব্ব হইতে আপনাদের আবাসবাটী পত্র পুষ্পপতাকায় সজ্জিত করিয়াছিলেন, এবং রজনী প্রভাত হইবামাত্র অনেক গৃহ ও ছাত্রাবাস মধুর ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়াছিল।

এই দিবস সায়ংকাল উৎসবের উদ্বোধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। উপাসনা ও উপদেশ বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল;—

"প্রকৃত ব্রহ্মোৎসব এক মহা যজ্ঞ। এ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কর্ত্তা কে এবং কিরূপ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন? অমৃতের পুত্রগণ এই যজ্ঞের ভোক্তা। অমৃতের পুত্র কাহারা? উপনিষদের মধ্যে আছে—

> "শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল তোমরা শ্রবণ কর। অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী এই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি।" আমাদের উপনিষদ শাস্ত্রে যেমন "অমৃতের পুত্র" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অপরাপর ধর্ম্ম শাস্ত্রেও "আলোকের পুত্র" এইরূপ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উভয়ের অর্থ প্রায় একই প্রকার। সে অর্থ কি তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ঈশ্বর অমৃত—কিন্তু কি ভাবে আমরা তাঁহাকে অমৃত বলিয়া থাকি? অমৃত অর্থাৎ তিনি মৃত্যুর অধীন নহেন। মৃত্যু দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দেশে এবং কালেতেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে—তিনি দেশ ও কালের অতীত। তাঁহাকে পরিবর্ত্তন স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরের এই অমৃত ভাব অর্থাৎ দেশ কালের অতীত ভাব যাঁহাদের জীবনে প্রস্ফুটিত তাঁহারা অমৃতের পুত্র—কারণ সন্তানের মুখে পিতার মুখের লক্ষণ যেরূপ থাকে, অমৃতের এই লক্ষণ তাঁহাদেরও জীবনে রহিয়াছে। সত্যে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন—সত্যের ভূমিকে যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন—সত্যার্থে যাঁহারা জীবন ধারণ করিতেছেন—সত্যের জন্যই যাঁহারা জীবন ধারণ করিতেছেন তাঁহারা অমৃতের পুত্র। কারণ, তাঁহাদের চরিত্র ও জীবন কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ কালের সম্পত্তি নহে—তাঁহারা সকল দেশের জন্য ও সকল কালের জন্য। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতির বিষয় যখন আমরা চিন্তা করি তখন কি দেখিতে পাই? তাঁহাদের চরিত্রে তাঁহাদের বিশেষ দেশের ও বিশেষ কালের আভা অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে টুকু লইয়া তাঁহাদের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব, যে টুকুর সৌরভে জগত মুগ্ধ—যে টুকুর জন্য তাঁহাদের নাম চিরঃস্মরণীয়—সে টুকু দেশ কালের অতীত পদার্থ। তাহা তাঁহাদের সমকালিক লোকের জন্য যেরূপ ছিল তোমার আমার জন্যও সেরূপ রহিয়াছে। এই অর্থে তাঁহারা অমৃতের পুত্র।

ইহাঁদের ন্যায় স্বার্থের ক্ষুদ্রসীমাকে অতিক্রম করিয়া সত্যের ভূমিকে যে কেহ আশ্রয় করে সেই অমৃতের পুত্র।

আর এক অর্থে পৃথিবীর সাধুদিগকে অমৃতের পুত্র বলা যায়। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের মধ্যে ছিল। ঈশ্বরের ভাব দেখিলে আমরা দেখিতে পাই তিনি জগতের মধ্যে আছেন, অথচ জগতের অধীন নহেন। তিনি ইহার প্রভু। জগতের নিয়ম তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে অথচ ঐ সকল নিয়ম তাঁহাকে আবদ্ধ করে না। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযমে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমরা দেহ মধ্যে বাস করিব অথচ দেহের অধীন হইব না—দেহই আমাদের বশবর্ত্তী থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া জগতে বিহার করিব অথচ তাহারা আমাদের

উপর প্রভুত্ব করিবে না। সাধুগণ এইরূপে আত্ম-সংযম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা অমৃতের পুত্র নামের অধিকারী। সাধুদিগের ন্যায় যে কেহ ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিতে পারেন তিনিও অমৃতের পুত্র নামের অধিকারী।

তৃতীয়তঃ—সাধু মহাজনগণ আর এক কারণেও ঈশ্বরের পুত্র নামের উপযুক্ত। তাঁহাদের প্রেম কিয়ৎ পরিমাণে ঈশ্বরের প্রেমের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রেমের ভাব আমরা কি দেখি? তাঁহার প্রেম আমাদের প্রেমের ন্যায় নয়। আমাদের প্রেম প্রেমাস্পদকেই আলিঙ্গন করে। যাহার বাহ্যিক রূপ লাবণ্য বা মানসিক সদ্‌গুণ স্বভাবতঃ প্রেমকে আকর্ষণ করে—আমাদের প্রেমধারা তাঁহার দিকেই ধাবিত হয়। যে কুৎসিত, যে কদাচারী, যে দোষপূর্ণ, যে প্রেমকে বাধা দেয়, আমাদের প্রেম তাহা হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম সেরূপ নহে—তাহা সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়, তাহা পাপীকেও আলিঙ্গন করে। এ বিষয়ে সাধুগণ অমৃতের পুত্র ছিলেন, কারণ তাঁহাদেরও প্রেম সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া জগতের দিকে বাহিত হইয়াছিল। পাপীর পাপ তাহাকে পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক তাহার উদ্ধার সাধনেই তাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন। সাধুদের ন্যায় যে ব্যক্তির প্রেম বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়াও জগতের দিকে ধাবিত হইতেছে—তিনিও সেই পরিমাণে অমৃতের পুত্র।

চতুর্থতঃ—এ কারণে সাধু মহাজনদিগকে অমৃতের পুত্র বলা যায় যে তাঁহারা পুত্রের ন্যায় পিতার আনন্দের অংশী হইয়াছিলেন। জগতকে জানিয়া ঈশ্বরের আনন্দ—তাঁহারাও জগতের তত্ত্ব জানিয়া সেই জ্ঞানানন্দের অংশী হইয়াছিলেন—জগতকে প্রীতি দিয়া ঈশ্বরের যে আনন্দ, তাঁহারাও জগতকে প্রেম দান করিয়া সেই আনন্দের অংশী হইয়াছিলেন। জগতের কল্যাণ বিধান করিয়া ঈশ্বরের যে আনন্দ—তাঁহারা সেই দেবানন্দের অংশী হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অমৃতের পুত্র। তাঁহাদিগের ন্যায় যে কোন আত্মা জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও দেবানন্দে আনন্দিত সেও অমৃতের পুত্র।

বিশ্বাসী ও প্রেমিক লোক মাত্রেই যে কেবল অমৃতের পুত্র তাহা নহে, তাহারা আলোকেরও পুত্র। কারণ সত্য, সাধুতা ও প্রেমের যে রাজ্য তাহা আলোকেরই রাজ্য। সত্যের ভূমিতে যিনি আরোহন করিয়াছেন, তিনি আলোক রাজ্যেরই প্রজা।

এই অমৃত ও আলোকের পুত্রগণের জন্যই এই মহা যজ্ঞের অয়োজন হইয়াছে। এখানে নিমন্ত্রণ কর্ত্তা স্বয়ং বিশ্বপতি, পাপীর পরিত্রাণ কর্ত্তা পরমেশ্বর। ভোজ্য বস্তু প্রেমামৃত, তাহা তিনি স্বয়ং পরিবেশন করিবেন। সেই পরমান্ন তিনি স্বহস্তে বিলাইবেন। ভোজে বসিলে যখন পরমান্ন আসে, তখন লোকে তাড়াতাড়ি পাত্র খালি করে, জল বা দধি বা অন্ন যাহা কিছু থাকে ফেলিয়া দিয়া পরমান্ন গ্রহণের জন্য পাত্র প্রস্তুত করে। আমাদিগকে সেইরূপ এই মহাযজ্ঞের পরমান্ন গ্রহণের নিমিত্ত সত্বর হইয়া পাত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। সকলে ত্বরায় হৃদয়-পাত্র খালি করুন। স্বার্থপরতা ইন্দ্রিয়াসক্তি, সুখাশা প্রভৃতি যাহা কিছু হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে, ত্বরায় ফেলিয়া দিয়া পরমমাতার পরমান্ন গ্রহণের জন্য হৃদয় প্রস্তুত করুন। আসুন সকলে এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া উৎসব মধ্যে প্রবেশ করি।"

৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

প্রাতে ৬টা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সংকীর্ত্তন তৎপরে উপাসনা ও উপদেশ। প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু বেদীর কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই ;—

"আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব আসিবার পূর্ব্বে আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলিত হইয়া অনেকের বাড়ী বাড়ী গিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। প্রত্যূষেই অনেকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত এবং অনেকে আমাদের সহিত মিলিত হইতেন। নিম্নলিখিত গানটি আমরা প্রত্যহই গাহিতাম।—

"বলরে বলরে বলরে সবে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।" ইত্যাদি গানের প্রত্যেক চরণে অমৃত বর্ষণ হইত। যতবার কীর্ত্তন করিতাম ততবার প্রাণে আনন্দ হইত। এ গানের মধ্যে এই ছত্রটি "দেখেছ না যাহা দেখিবে এবার হইবে বিহ্বলং" বিশেষভাবে সকলের প্রাণকে মোহিত করিত। যাহা কখনও দেখি নাই, হৃদয়ে কল্পনাও করি নাই, এইবার সেই দৃশ্য দেখিয়া বিহ্বল হইয়া যাইব। এই কথায় আমাদের নিরাশার মধ্যে আশার সঞ্চার হইত। রজনীতে সূর্য্য উদয় হইলে যেরূপ চারিদিক আলোকিত হয়, আমার প্রাণও সেইরূপ আলোকিত হইত।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি আমায় বলিলেন যে—"একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আমাকে নিরাশার কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমার আশা হয় যে এমন এক দিন আসিবে যে দিন ভারতবর্ষ এমন কি সমস্ত পৃথিবী পরমেশ্বরের নামে পূর্ণ হইবে।—দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন হইবে।" ইহা আশার কথা।

যখন জগতে কোনও নূতন ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে, তখন অতিশয় সামান্য লোকেরাই সেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। মহম্মদ অশিক্ষিত অতি সামান্য লোক হইয়াও কোরাণ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া কত লোক ধার্ম্মিক হইয়াছেন! আমাদের মত সামান্য লোকদিগের দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হইতে পারে। তবে আমরা যে এতদিন ভাল করিয়া কাজ করিতে পারি নাই, তাহার কারণ এই যে আমরা ঈশ্বরের শক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্য কোন্ শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এত উৎসাহের সহিত নানা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন? সেইরূপ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে আমাদিগকে ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইবে। অনেকের নিকট নিরাশার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই—ঐশী শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা ঘোর অবিশ্বাসী। যাহারা পড়িয়া পড়িয়া উঠিতে চাহে না, তাহারাই যথার্থ অবিশ্বাসী। সকলে মিলিত হইয়া কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাক। আমরা সামান্য লোক হইলেও ঈশ্বরের

শক্তি আসিয়া আমাদিগকে নবজীবন দান করিবে। কেবল ধনী ও জ্ঞানী দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার হয় না। দীন দুঃখী দ্বারাও তাঁহার নাম মহিমান্বিত হইতে পারে।

আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে আমরা স্বার্থপর। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা অপরকে বলিতে চাই না। পরমেশ্বরের নামে কত শান্তি পাইলাম, প্রার্থনাতে কত প্রত্যক্ষ ফল পাইলাম, জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথা কত অনিষ্টকর তাহা দেখিলাম, অথচ সে সকল সত্য অপরের কাছে বলিতেছি না। ভগবানের সত্য লাভ করিয়া তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমরা উৎসবের পর হইতে ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা সকলের নিকট প্রচার করিতে চেষ্টা করিব। ভগবানের নামে সকলে দণ্ডায়মান হও, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নাম প্রচার কর! যদি স্বর্গস্থ পিতার নাম মহিমান্বিত করিতে চাও, তাহা হইলে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, সকলের নিকট তাহা প্রচার কর। যাহার যেরূপ শক্তি, সে সেইরূপে কার্য্য কর। নিজেদের কথা বলিও না, কিন্তু যাহা বুঝাইয়াছেন তাহা বল। এই কয় দিন উৎসবে মগ্ন থাকিয়া, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পথে অগ্রসর হও।"

সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "প্রকৃত ধর্ম্মজীবন" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিবার জন্য এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে অনেকেই বসিবার স্থান পান নাই। বক্তৃতা শেষ হইতে দুই ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ আমরা উহার আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই ;—

বিশ্বাস, ভক্তি ও কর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান। (১) অনেকে কল্পনাকে বিশ্বাস বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস অর্থে প্রত্যক্ষ দর্শন। আমাদের চতুর্দ্দিকস্থিত প্রত্যেক পদার্থে পরমেশ্বরকে ব্যক্তিরূপে বর্ত্তমান বলিয়া উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, প্রকৃত বিশ্বাস হইতেই পারে না। (২) ভক্তি ও ভাবোচ্ছ্বাস এক পদার্থ নহে। প্রকৃত প্রেম অতি গভীর ও স্থায়ী পদার্থ ; ইহা প্রকৃত বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। (৩) প্রেম হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি ঈশ্বর-প্রেমের অনুরোধেই কর্ম্ম করেন, স্বার্থের দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তাঁহার সকল কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য—পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা।

ভবিষ্যতে বক্তৃতাটী বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

৬ই মাঘ, শুক্রবার।

প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় বেদীর কার্য্য করেন। ইহাঁর উপদেশের ভাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"এই উৎসব এক অতি প্রকাণ্ড ঘটিকা-যন্ত্র-সংস্কার কার্য্যালয়। সম্বৎসরের পর ছোট বড় কত বিকল ঘড়ি সংস্কৃত হইবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছে। অতি অল্প দিনেই এই উৎসব শেষ হইবে ; কিন্তু সংস্কার কর্ত্তা যিনি, তিনি ইচ্ছা করিলে অতি অল্প সময়েই সকল ঘড়িকে ঠিক করিয়া দিতে পারেন। দূরে দূরে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিলে যে সকল ঘটিকা সংশোধিত করা যাইতে পারে না, এই উৎসবের মধ্যে অতি সহজেই তাহা ঠিক হইয়া যায়। সকল মলিনতা চলিয়া যায়—সকল বিকল ঘটিকা কার্য্যোপযোগী হয়। এখান হইতে কেহ বা আপনার অচল ঘড়িকে চালাইয়া ঠিক করিয়া লইয়া যায়, আবার কেহ বা আপনার পরিত্যক্ত পুরাতন ঘটিকার পরিবর্ত্তে নূতন ঘটিকা পাইয়া——নব জীবন লাভ করিয়া আনন্দে গৃহে ফিরিয়া যায়।

আমরা আপনার দোষে ঘটিকাযন্ত্র বিগড়াইয়া ফেলি। ব্যবহার করিতে জানি না বলিয়া আমরা কত কল বিকল করিয়াছি, কতস্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। সেই সংস্কার-কর্ত্তা আমাদিগকে এখানে আনিয়া সকলের যন্ত্র ঠিক করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। ভগ্নকে যুড়িয়া নূতন করিতেছেন। ভক্তি-রূপ উত্তম তৈল দিয়া সকল মলিনতা পরিষ্কার করিয়াদিতেছেন ;

এখন সকলে দেখিয়া লও, তোমাদের যন্ত্র বিকল হইয়াছে কি না। কেবল বাহিরে দেখিলে হইবে না, আপনার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কোথায় কি বিকল হইয়াছে, মলিন হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে সব ভাল করিয়া দেখিয়া লও। সময় থাকিতে এখন ও আপন আপন ঘটিকা তাঁহার হস্তে সমর্পণ কর। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি সকল ঠিক করিয়া দিবেন। পুরাতন নূতন হইবে, বিকল প্রকৃতিস্থ হইবে এবং মলিন পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। এস সকলে, এইরূপে নিজ নিজ যন্ত্রকে ঠিক করিয়া লইয়া—নবজীবন লাভ করিয়া সমস্ত বৎসরের জন্য তাঁহার কার্য্য করিতে প্রস্তুত হই।"

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "বিশ্বাসের বল" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বক্তৃতার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন ও "উপাসনাকালে মনঃসংযোগের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, চিত্ত-বিক্ষেপ উপাসনার একটী প্রধান শত্রু। মনঃসংযোগের শক্তি অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ক্রমে ক্রমে বিষয় বিশেষে চিত্ত সমাধান করিতে অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম প্রথম আমাদের চেষ্টা বিফল হইতে পারে, কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা করিতে করিতে অবশেষে আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইব।

৭ই মাঘ, শনিবার।

প্রাতঃকালে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। এই দিনের উপাসনায় এমন আশ্চর্য্য ভাবোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল যে আচার্য্য

আর উপদেশ প্রদানের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সে দিন উৎসবের মধ্যে একটী মধুময় দিন বলিয়া সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন

সায়ংকালে শাস্ত্রী মহাশয় "জীবনের অন্ন" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। উপাসনালয়ে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে স্থানাভাবে অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল এবং দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে পুনরায় প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। বক্তৃতার সারাংশ পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

৮ই মাঘ, রবিবার।

প্রাতঃকালে ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনার কার্য্য করেন ও "সমঞ্জসীভূত ধর্ম্ম সাধন" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ দেন ;—

সাধনের অবস্থায় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করা কর্ত্তব্য, এক দিক দেখিলে হইবে না, সকল দিক দেখা চাই, সকল দিক রক্ষা করা চাই। যথার্থ ধর্ম্ম পিপাসু যাঁহারা তাঁহারা সত্য যে পথে থাকে তাহাই অবলম্বন করেন, এক দিক লইয়া চলা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, বিশেষ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সামঞ্জস্য পূর্ণ ধর্ম্ম. আমাদিগের এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সাধনের সময় সমঞ্জসীভূত সাধন চাই।

প্রাচীন কালের সাধকদের জীবনেও এই সাধনের সামঞ্জস্য দেখা যায়। এখানে সাধন সম্বন্ধে অতি উচ্চ উচ্চ যে সকল কথা শুনিবেন সেই সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। আপনারা সর্ব্বদা শুনিয়া থাকেন "ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে খুব বিনয়ী হইতে হইবে" ইহা অতি সত্য, যদি অন্তঃকরণ বিনয়ী না হয়, তবে প্রাণ কিরূপে ধার্ম্মিক হইবে। কিন্তু যেমন বিনয় সাধন প্রয়োজন তেমনি সৎ সাহস, সত্যের প্রতি আদর, কর্ত্তব্যেতে নিষ্ঠা থাকাও প্রয়োজন, বিনয় করিতে যাইয়া অসত্যে পড়িব না, বা কর্ত্তব্য করিতে যাইয়া বা সত্য রক্ষা করিতে গিয়া গর্ব্বিত হইব না। সাধনে এই বিনয় ও সৎসাহস বা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। যেমন সাধারণ ভাবে নিজের অবস্থা চিন্তা করিয়া বিনম্র হইবে তেমনি যে সত্য প্রাণে অনুভব করিয়াছ অকুতোভয়ে তাহা প্রচার করিবে,সাহসের সহিত বলিবে যে ঈশ্বরের জয় সত্যের জয় হইবেই হইবে। অনেক সাধক আমি কিছু নই আমার কিছুই হয় নাই, এই বিনয় দেখাইতে যাইয়া একেবারে অসত্যে পড়েন, এরূপ বিনয় প্রদর্শনে ধর্ম্ম লাভ না হইয়া বরং ক্ষতিই হয়। যাহা সত্য বলিয়া প্রাণে অনুভব করিয়াছ তাহা অহঙ্কারের জন্য নয় বা নিজের কোন বাহাদুরীর জন্য নয়, তাহা সত্যের জন্যই—ঈশ্বরের মহিমার জন্যই প্রচার করিবে। কিন্তু সত্য বলিতে গিয়া আপনার মস্তককে উন্নত করিতে বা গর্ব্বিত করিতে চেষ্টা করিবে না। যখন কোন কার্য্য কর তখন হয়ত মনে হয় আমিই সব করিয়াছি,কি করিতেছি। তখন আমি কি সামান্য আত্মাদ্বারা কত দূর কি হইতে পারে তাহা স্মরণ রাখিবে। প্রাচীন কালের এক জন সাধকের জীবনের সামঞ্জস্য দেখ। এক দিন মহাত্মা চৈতন্য জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন। অনেক দর্শক তথায় উপস্থিত। সেই সকল দর্শকদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক চৈতন্যের স্কন্ধে পা দিয়া অচঞ্চল ভাবে আপনার কার্য্য করিতেছে। তাহা দর্শন করিয়া চৈতন্যের শিষ্য সেই স্ত্রীলোককে বলিতেছিল "হে স্ত্রীলোক তুমি কি করিতেছ! কাহার স্কন্ধে পা দিয়াছ" এমন সময় চৈতন্য তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "আমি যদি ঐ স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যাকুল হইতাম তাহা হইলে ধন্য হইতাম" কি বিনয় ! ভাই আমাদের কয় জনের এমন বিনয় আছে? কিন্তু যেমন বিনয় আবার দেখ তেমনি সৎসাহস, বিশ্বাসের পরাক্রমে, চৈতন্য সংকীর্ত্তন করিয়া নগরকে মাতাইতেছেন এই সংবাদে নবাব বড় বিরক্ত। তিনি ভয় দেখাইতে লাগিলেন চৈতন্য যেন এ দিকে না আসেন। কিন্তু বিশ্বাসী যাহা সত্য যাহা জীবের পরিত্রাণের উপায় বলিয়া জানিয়াছেন, তাহা কি লোকের ভয়ে গোপন রাখিতে পারেন? তিনি অকুতোভয়ে নগর-কীর্ত্তন করিতে করিতে নবাবের গৃহাভিমুখে চলিলেন,কেমন সৎসাহস, সত্য প্রচারে কেমন দৃঢ়তা। তিনি নিজের বাহাদুরী জানাইবার জন্য এরূপ করেন নাই, সত্যের জন্যই সত্য প্রচার করিয়াছেন। অনেকে সত্য প্রচার করিতে যাইয়া গর্ব্বিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনেকে আবার বিনয় করিতে যাইয়া অসত্যেতে মারা পড়িয়াছেন। আমি যত সাধনই করি না কেন, যত উচ্চ সাধকই হই না কেন আমার জানিবার বাকী অনেক আছে, ইহা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা যেমন নত থাকিবে, আবার যাহা জানিয়াছি তাহা মিথ্যা নয় সুতরাং তাহা প্রচার করিতে তেমনি সাহসী হইবে। জীবনে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে নরম হইতে হইতে একেবারে মাটি হইয়া যাইবে, নতুবা শক্ত হইতে হইতে একেবারে কাঠ হইয়া যাইবে।

এখানে উৎসবের যে সব অনুষ্ঠান হইতেছে,তাহাতেও সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক। এখানে যে সকল কার্য্য হইতেছে তাহার সকলের মধ্যেই ভগবানের তত্ত্ব রহিয়াছে। যেখানে অনেক পিপাসিত আত্মা উপস্থিত হয়, সে স্থানে অনেক লাভ হয়, সুতরাং এখানে সামঞ্জস্য রক্ষা কর। উপাসনা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে যোগদান কর,ইহার কোনটীই উপেক্ষনীয় নহে। আরাধনার সময় প্রশান্ত ভাবে যোগ দান কর, কীর্ত্তনের সময় উৎসাহে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন কর, কিন্তু এসকলের মধ্যে নিমগ্ন ভাবে আত্মানুসন্ধানও কর। অনেকে ভয়ে ভয়ে কীর্ত্তন হইতে দূরে থাকেন, আবার অনেকে কীর্ত্তনে মত্ত হন কিন্তু ডুবিতে চেষ্টা করেন না। বালক যুবক সকলেই এইরূপ ভাবে যোগদান করিবেন। কেবল উপাসনা করিব তাহা নয়,যাহারা বিদেশ হইতে উৎসবে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে,তাঁহার উপাসনা,কীর্ত্তন, সেবা সকলই এই ভাবে করিতে হইবে, হে প্রভো এ সকল কার্য্য দ্বারাই আমাদের তোমাকে পাইবার সুবিধা হইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে সিদ্ধ করিবেন।

এই দিবস অপরাহ্নে প্রায় ২॥টার সময় সঙ্গত সভার উৎসব হয়। প্রথমে সঙ্গীত হইলে পর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত একটী হৃদয় গ্রাহী প্রার্থনা করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেদার নাথ রায়, ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ ও শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র দত্ত, কুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত চরণগোবিন্দ চৌধুরী (ইনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুদয় হইতে সঙ্গত সভার একজন বিশেষ অনুরাগী সভ্য) উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গকে সম্বোধন করিয়া আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলে পর সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রসন্ন কুমার রায় সঙ্গতের উপকা-রিতা সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া কার্য্য শেষ করেন। পঠিত প্রবন্ধগুলি পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন ও "শান্ত ব্রহ্ম" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ দেন।

"নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

"যে ব্যক্তি অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হয় নাই, যে অশান্ত ও অসমাহিতঃ যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে কেবল জ্ঞান দ্বারা ইহাঁকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হয় না।"

কঠোপনিষৎ

"দুর্ব্বৃত্তেরা আন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায়। উহা যেমন স্থির থাকিতে পারে না, এবং উহার জলরাশি হইতে যেমন পঙ্ক ও কর্দ্দম উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। দুর্ব্বৃত্তদিগের চিত্তও সেই-রূপ।

"আমার ঈশ্বর বলেন যে, দুর্ব্বৃত্তদিগের শান্তি নাই।"

Isaiah.

ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ, এক একটী অমৃতের খনি। যিনি ব্রহ্ম স্বরূপ সাধন করিয়াছেন, তিনি এই কথায় সায় দিবেন। সকল দেশের সাধকদের জীবন এই কথার সাক্ষ্য দেয়। দিন দিন ব্রহ্মের কৃপায় তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব সকল আমাদের নিকট উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। কে জানিত, আরাধনার ভিতর এমন স্বর্গ আছে, সত্যং জ্ঞানং এর ভিতরে এত অমৃত প্রচ্ছন্ন আছে। এক একটী স্বরূপ এক এক সময়ে প্রাণকে এত ব্যাকুল করিয়া তুলে যে, স্বরূ-পান্তরে যাইবার সহিষ্ণুতা থাকে না। কয় দিন ধরিয়া আপনারা ব্রহ্মের কথামৃতপান করিতেছেন। ভক্তি ভাজন বন্ধুগণ আপনাদিগকে সঙ্গীত, কীর্ত্তন, আরাধনা, উপদেশ ও বক্তৃতাদি বিবিধ আকারে বিশ্বজননীর অমৃত নিস্যন্দিনী নাম সুধা পান করাইতেছেন। অনন্তকাল যদি আমরা এই সুধা পান করি, তথাপি সুধার ভাণ্ডার শূন্য হইবে না, আমাদের সুধা পানের লালসাও তৃপ্ত হইবে না। ব্রহ্ম নামামৃত যতই আমরা পান করিব, ততই আমাদের পিপাসা বাড়িতে থাকিবে। ব্রহ্মস্বরূপ সাগরে যতই ডুবিতে থাকিব, ততই ডুবিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিবে। ব্রহ্ম স্বরূপের কীর্ত্তন করিয়া কে ফুরাইতে পারিবে? কেহ বা উপযুক্তরূপে সে সকল স্বরূপের কীর্ত্তন করিবে। ঈশা মুসা মহম্মদ নানক কবীর চৈতন্য যে স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া জগৎকে প্রমত্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠে উহা আমরা কিরূপে কীর্ত্তন করিব? যদি কি আমরা ব্রহ্মের কথা কহি, তাঁহার শক্তিতে আমরা তাঁহারই শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকি।

ব্রহ্মের সত্য প্রেম ও পুণ্য স্বরূপ আমরা সচরাচর কীর্ত্তন করিয়া থাকি। ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ, ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ ব্রহ্ম শুদ্ধমপাপবিদ্ধং আমরা সর্ব্বদাই উচ্চারণ ও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ব্রহ্মের শান্তভাব স্বরূপ আমরা তাদৃশ আলোচনা করি না। আসুন উপাসক বৃন্দ, আজ ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক একবার শান্ত ব্রহ্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মের শান্তভাব ভাবিতে গিয়া দেখি যে দুই প্রকারে এই শান্তভাব জগতে বিকশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, তিনি যদি আপনাকে প্রকাশ না করেন, তবে তাঁহাকে কেহ প্রকাশিত দেখিতে পায় না। লোকে শাস্ত্র খুঁজিয়া বেড়ায়, অভ্রান্ত বেদ বা বাইবেল সংগ্রহ করে, কিন্তু ব্রহ্ম প্রকাশ রূপ প্রকৃত শাস্ত্র, প্রকৃত অভ্রান্ত বেদ বাইবেল কোরাণ কেবল বিশ্বাসীর নিকট আবিষ্কৃত হয়। ব্রহ্ম যদি আপনার শান্তভাব প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শান্তভাবের আলোচনা কেবল কল্পিত বিষয়ের আলোচনা হইত। সৃষ্টির দুই বিভাগ অচেতন ও চেতন এই দুই বিভাগে ব্রহ্মের শান্তভাব দুই প্রকারে প্রকাশিত। যখন বাহ্য প্রকৃ-তির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তাঁহার এক প্রকার ভাব দেখি। আমাদের মন দিবানিশি আন্দোলিত, অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ। উদ্বিগ্ন ও চিন্তা ক্লিষ্ট মন লইয়া যখন আমরা প্রশান্ত প্রাতঃকালের শান্তভাব আলোচনা করি, তখন মনে বাস্তবিকই ধিক্কার উপস্থিত হয়। দিক সকল শান্ত, সমীরণ শান্ত, ভূলোক, দ্যুলোক শান্ত, অশান্ত কেবল আমার হৃদয়। গগণ বিহারী গ্রহ তারার বিষয়ই ভাবি, আর ভুবন-শোভী তরুলতাদি উদ্ভিদের বিষয়ই চিন্তা করি চারিদিকে কেবলই শান্তি উপলব্ধি করি। শশীর হাসি কি শান্ত, নৈশ গগনোজ্জ্বল তারার কান্তি কি প্রশান্ত। এমনই সুন্দর ও স্ফুটতর ভাবে ব্রহ্ম আপনার শান্তভাব সৃষ্টির মুখে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, যে শত সহস্র উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করে। যখন ঝটিকা বহে, ভীমরবে প্রবাহিত হইয়া বনস্পতিকে নিষ্পত্র বা নির্ম্মূল ও মানব গৃহ সকল উৎপাটিত করে, যখন জল প্রপাতের ভীষণ রবে কর্ণ বধির হইয়া যায়, যখন আগ্নেয় গিরির লোমহর্ষণ অগ্ন্যুৎপাতে অতি শান্ত হৃদয়ও বিকম্পিত হইয়া উঠে, তখন আর এক প্রকার শান্তভাব দেখিতে পাই। সে শান্তভাবের মধ্যে ভীষণভাবের আতিশয্য প্রাকৃতিক বলের প্রদর্শনীতে আমরা ভীত হই। আমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে সত্য, কিন্তু যখন আমরা ভাবি যে, এই সকল আপাততঃ দেখিতে প্রচণ্ড-

লিকা সকল অখণ্ড ও অবিনশ্বর নিয়মাবলীতে পরিচালিত, তখন আমরা ভীষণ ভাবের সহিত শান্ত ভাবের মিশ্রণ দেখিয়া অবাক হই। প্রকৃতির বাহিরেও যেমন শান্ত ভাব ভিতরেও তেমনি শান্ত ভাব। ভিতরে সুচারু শৃঙ্খলা, সুন্দর সন্নিবেশ, ও মনোহর কার্য্যপ্রণালী। এমনই সুবন্দোবস্ত যে গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতু সম্বলিত কোটি কোটি সৌর জগৎ আপন আপন কক্ষে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ অথচ কেহ কাহারও গাত্র স্পর্শ করে না, কেহ কাহারও কক্ষে ভুলিয়া বেড়াইতে চায় না। শব্দ নাই, কোলাহল নাই, নীরবে এই সকল মহান ব্যাপার সংঘটিত হয় দেখিয়া কবিগণ music of the spheres. (গোলক সঙ্গীত) কল্পনা করিয়াছেন। মিল্টনাদি কবিদিগের গ্রন্থে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের উল্লেখ আছে। মানুষ একটী কল চালাইতে কত শব্দ করে, কত গোলমাল করে, আর ব্রহ্ম কোটী কোটী কল চালাইতেছেন অথচ কেহ একটী শব্দও শুনিতে পায় না।

বাহ্য প্রকৃতি ছাড়িয়া যখন মানবপ্রকৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখনও দেখি যে আপাততঃ দেখিতে কোলাহলের মধ্যে আশ্চর্য্য শান্ত ভাব। কত দেশ, কত জাতি, কত লোক, কত প্রভেদ, কত কলহ, অথচ দেখিতে পাই যে এক মহান্ পুরুষ ভীম আকর্ষণে এই বিবিধ বৈচিত্র-শোভিত মানব-জগতকে আপনার দিকে, অনন্ত উন্নতির দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। কত অবিশ্বাসের সাগর আলোড়িত হইতেছে, কত নাস্তিকতার তরঙ্গ উঠিতেছে, কত পাপ, কত মলিনতা মানবাত্মাকে বিপরীত দিকে টানিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, অথচ কেহই বিধির অখণ্ড অনন্ত উন্নতির প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না। যুগের সহিত যুগ সংগ্রাম করিতেছে, দেশের সহিত দেশের সমরানল প্রজ্বলিত হইতেছে, কত লোক মরিয়া যাইতেছে, অথচ ব্রহ্মের অখণ্ড মঙ্গলাভিপ্রায় অসিদ্ধ রহিতেছে না। মহাকাল রূপী পরব্রহ্ম জীব জগতকে বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আনন্দ ধামের দিকে লইয়া যাইতেছেন। কত ধর্ম্ম বিধানের বিকাশ হইতেছে, কত নূতন চিন্তাস্রোত খুলিয়া যাইতেছে, ভাবিলে প্রাণ গাম্ভীর্য্যের সমুদ্রে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যায়।

প্রকৃতি-বেদে ও মানব চরিত্র-পুরাণে ব্রহ্মের শান্ত ভাবের এই যে দ্বিবিধ প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে দুইটী মহান মৌলিক তত্ত্বে উপনীত হই, তন্মধ্যে একটী নিয়ম ও আর একটী প্রেম। ব্রহ্ম যাহা করেন সকলি বিধি, বিধাতার বিধান বিধি হইবে না তো আর কি হইবে। ব্রহ্ম ইচ্ছাময় তিনি না করিতে পারেন কি? তিনি সর্ব্বশক্তিমান অথচ তাঁহার কার্য্যে যথেচ্ছাচারিত্ব বা উচ্ছৃঙ্খলত্ব নাই, সকলই অখণ্ড নিয়ম, সকলই অঙ্কশাস্ত্রের নিশ্চয়তা বিশিষ্ট। সকল বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্বীকার করেন, যে পৃথিবীতে যদি কিছু সর্ব্ববাদী সম্মত নিশ্চয়তা থাকে, তাহা প্রাকৃতির নিয়মের অব্যভিচারিত্ব "Uniformity of Nature" অর্থাৎ প্রকৃতিপতির ইচ্ছার অখণ্ডনীয়ত্ব। যেমন বাহ্য জগতে তেমনই ধর্ম্ম জগতে বিধাতার বিধি অখণ্ড। যেমন দুয়ে দুয়ে চারি, তেমনি seek and ye shall find (অনুসন্ধান কর প্রাপ্ত হইবে)। যেমন জড়জগতে দূরতার হ্রাস অনুসারে আকর্ষণের বৃদ্ধি তেমনই অধ্যাত্ম জগতে, আত্মার পবিত্রতা অনুসারে ব্রহ্মদর্শনের উজ্জ্বলের বৃদ্ধি। দুই দিকেই অখণ্ড, অব্যভিচারী অনতিক্রমনীয় নিয়ম। কার সাধ্য নিয়মের রাজ্য হইতে বিধির বিধিরাজ্যের অধিকার হইতে আপনাকে বাহিরে লইয়া যাইতে পারে। নিয়মের বাহিরে এক পদ কাহারও যাইবার সাধ্য নাই।

বিধাতার রাজ্যে যে কেবলই বিধি, কেবলই Law দেখিতে পাই তাহা নহে, বিধির পরিসমাপ্তি প্রেম ও Law's Fulfilment Gospel দেখিতে পাই। যথেচ্ছাচারে মঙ্গল হয় না, সেই জন্য বিধির সকলই নিয়মিত। সূর্য্য একদিনও কিরণ দিতে বিরত হয় না সরল প্রার্থনা কদাপি নিষ্ফল হয় না; বিধির যদি এরূপ বিধান না হইত, সূর্য্য এক দিন যদি বিপথে পরিভ্রমণ করিত, তাহা হইলে সূর্য্য-প্রাণ সৌর জগতে হাহাকার পড়িয়া যাইত। একদিন যদি আত্মা জীবনের অন্ন না পাইত, একদিন যদি ব্রহ্ম প্রার্থনার প্রতি উদাসীন হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম জগতে কান্নাকাটি পড়িয়া যাইত। মঙ্গলময় দিবানিশি জগতের মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত। তিনি জ্ঞানময়, কিসে জগতের মঙ্গল হইবে তিনি যেমন জানেন, এমন অন্য কেহ জানে না। নিয়মে—মঙ্গল নিয়মে আপাততঃ কষ্ট হইলেও পরিণামে মঙ্গল জানিয়া মঙ্গলময়ী জননী বিধি প্রচার এবং বিধানতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবন পুরাণ, জাতীয় ইতিবৃত্ত, এবং মানবজাতির ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, যে সাময়িক ক্ষণিক অধোগতি সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতিকে করুণাময়ী নিয়ত প্রেমকরে আকর্ষণ করিতেছেন। মানুষ কত বাধা দেয়, কত না না বলে, কত হস্ত পদ সঞ্চালন করে, কিন্তু প্রেমময়ীর প্রেমবলের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রেম পরাজিত, প্রেম বশীভূত হইয়া প্রেমময়ীর প্রেম ইচ্ছায় জীব শেষ আপনার ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন করে।

নিয়ম ও প্রেমরূপ বীজ হইতে এইরূপ শান্তি উৎপন্ন হইয়াছে আমরা দেখিতে পাইতেছি। সকলই নিয়মিত ও সকলেরই মূলে অপ্রতিহত, সনাতন শুভ ঐশী ইচ্ছা, তাই সর্ব্বত্র শান্তভাব বিশেষ রূপে সাধন হইয়াছিল।

মহাত্মা শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদ প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, এই শান্ত ভাব তাহার মধ্যে বিশেষরূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। এই শান্ত ভাবই হিন্দুযোগের বিশেষত্ব। মহাত্মা বুদ্ধদেব যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন হিন্দুযোগের ভাব অলক্ষিত ভাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাণ আকার ধারণ করিয়াছিল। সকল প্রকার দুঃখের মূল পরিবর্ত্তনে তাহার অন্তরালে শান্ত ও নিরুপাধি এক মহান আত্মা অবস্থিত, হিন্দু যোগীদিগের লক্ষ্য সেই পরমাত্মা দর্শন, সেই পরমাত্মার সহিত সংযোগ। কিন্তু সাধনাতিশয্য নিবন্ধন, এই শান্তভাব পরিশেষে এক বিকৃত নিষ্ক্রিয় শান্ত ভাবের রূপ ধারণ করিয়াছিল। নিষ্ক্রিয় শান্তভাব জড়েরই প্রকৃতি, চেতনের শান্তভাব অন্যপ্রকার। চেতনের শান্ত ভাবের আমরা অন্য লক্ষণ দেখিতে পাই। ব্রহ্মের শান্ত ভাবের মূলে নিয়ম ও

প্রেম দেখি, ব্রহ্মের শান্তভাব যখন সাধক-জীবনে সংক্রামিত হয়, তখন নিয়ম ও প্রেমের অনুরূপ দুইটী ভাব দেখিতে পাই, তাহার একটী নিয়মিত শ্রম ও আর একটী নির্ভর ও স্বার্থত্যাগ। সাধকের জীবনের প্রথম কথা নিয়ম, শেষ কথা আত্ম-বিসর্জন। সাধারণ জীবন যথেচ্ছাচার অথবা প্রবৃত্তি বিশেষের অবৈধ দাসত্ব বই আর কিছুই নহে। মানব হৃদয়ের কার্য্য বিভাগে দুই প্রকার ভাব আছে। এক প্রকার নিয়ামক, যেমন জ্ঞান ও বিবেক। আর এক প্রকার ভাব প্রবৃত্তিমূলক। ইহারা মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। জ্ঞান ও বিবেক প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করে। বিরোধী প্রবৃত্তিদ্বয়ের ওকালতি শুনিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকে। সাধারণ জীবনে জ্ঞান বা বিবেক হীন ও নিষ্প্রভ এবং প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। সাধক জীবনের প্রথম কার্য্য সেই জন্য বিবেকের উজ্জলতা সাধন ও প্রবৃত্তিদিগকে উহার বশ্যতা স্বীকার করান এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে হীন করিয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য সংস্থাপন করা। জীবনে যখন অনিয়ম থাকিবে না যখন আপনার স্বেচ্ছাচারের উপর কিছুই থাকিবে না, তখন প্রেমের সঞ্চার হইবে, এবং যখন প্রেমের সঞ্চার হইবে, তখন মন প্রকৃতরূপে শান্ত ও সমাহিত হইবে। প্রবৃত্তিতে ও বিবেকে যখন বিরোধ থাকিবে না, প্রেম বৃদ্ধি পাইয়া যখন প্রবৃত্তিদিগের যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ এবং বিবেকের বশ্যতাকে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া দিবে, তখন জীবনে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। শান্তির উদ্দেশে বাহিরে কোলাহল শূন্য স্থান অন্বেষণ করিলে কি হইবে, ভিতরে অন্তররাজ্যে যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয় সাধক তাহার জন্য সচেষ্ট হন। নিয়ম শৃঙ্খলার আঁচরে অনিয়মিত ভাবলোলুপ হৃদয়কে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া ফেল, তবে উচ্চতর সাধনের অধিকারী হইবে। যদি এতদিনে জীবনকে নিয়মিত করিতে না পারিলে, তবে প্রেমও বৈরাগ্যাদি উচ্চতত্ত্বের কথা বৃথা কেন মুখে আনয়ন কর। যে ব্রহ্ম চরণে আত্মবিসর্জন করিতে চায়, সে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করুক। ব্রহ্মের শান্তভাব অনুকরণ করিতে যখন সমর্থ হইবে, তখন নিঃস্বার্থ প্রেম, ব্রহ্ম সন্তান বলিয়া নরনারীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম প্রকাশিত হইবে।

চারিদিকে উৎসাহের তরঙ্গ উঠিয়াছে, এখন শান্ত ভাবের কেন অবতারণা করিতেছি। ইহার নিগূঢ় অর্থ আছে। আমরা উৎসবে প্রমত্ত হইবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। আমাদের কিন্তু স্মরণ করা উচিত যে প্রকৃত প্রমত্ততা কি? উচ্ছ্বাস দুই প্রকার। এক প্রকার বাহিরের কাঁদাকাটি লাফালাফি দ্বারা উহা বাহির হইয়া যায়, স্থায়ী হয় না। আর এক প্রকার উচ্ছ্বাস আছে তাহা ভিতরের। যখন সে উচ্ছ্বাস হয়, তখন বাহিরের চরণ নৃত্য না করিতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রাণ প্রমত্ত হইয়া উঠে। প্রাণে যদি প্রমত্ততা না থাকে তবে চরণের প্রমত্ততা লইয়া কি হইবে। যাহা থাকিবে, জীবনের অঙ্গীভূত হইবে, সেইরূপ প্রমত্ততা লাভ করাই সকলের বাঞ্ছনীয়। উৎসবে জীবনের এমন কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে, যাহা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যাইবে না।

সংসারে শান্তি নাই, ব্রহ্ম চরণে শান্তি আছে। সংসার কামনা পরিহার পূর্ব্বক সাধক ব্রহ্মচরণের শরণাপন্ন হও। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতির অনুকরণ করিতে শিক্ষা কর, শান্ত সমাহিত হইয়া তাঁহার করকমলে আপনার চিত্ত চিরদিনের মত সমর্পণ কর। যতদিন না আমরা শান্তভাব জীবনে সংক্রামিত করিতে না পারি ততদিন চরিত্রের বিশেষ উন্নতি লাভ করিবার আশা দুরাশামাত্র। মহাজনেরা যে পথ অবলম্বন করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যে পথ ধরিয়া তাঁহারা অসার চিন্তা, অনিয়মিত জীবন ও চাঞ্চল্যের অতীত হইয়াছিলেন, আমাদিগেরও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। শান্ত ব্রহ্মের শরণ লইলে প্রাণের সকল প্রকার অশান্তির হাত হইতে চিরকালের জন্য নিস্তার পাইবে। শান্ত ব্রহ্ম আমাদিগকে সুমতি দিন। তিনি আমাদিগের চঞ্চল মনকে সংযত, এবং আমাদিগের যাবতীয় অশান্তি ও উদ্বেগকে বিদূরিত করুন। তাঁহার কৃপায় আমাদিগের অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হউক।

৯ই মাঘ, সোমবার

প্রাতঃকালে উপাসনালয়ে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব। এই কারণে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ একত্রিত হইয়া সিটি কালেজ-ভবনে উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই দিনের সরস উপাসনায় উপাসকগণ বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উপদেশের মর্ম্ম লিখিত না হওয়ায় প্রকাশিত হইল না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মিকা সমাজে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। উপদেশের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

"পূর্ব্বকালে রাজারা সাধু পণ্ডিতদিগকে সভাতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করতঃ উৎসাহ দিতেন। একবার রাজা জনকের বাড়ীতে একটী যজ্ঞ হয়। সভাস্থলে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার জন্য সহস্র গাভী আনীত হয়। রাজা জনক প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গ দশটী করিয়া মোহর বাঁধিয়া সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই এই গাভী লইয়া যান। এই কথা শুনিয়া সকল ব্রাহ্মণেরাই পরস্পর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কেহই অগ্রসর হইয়া গরু লইতে সাহস করিলেন না। এমন সময়ে জনকের কুল-পুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য আপন শিষ্যদিগকে বলিলেন, ওহে শিষ্যগণ, তোমরা এই সকল গাভী লইয়া যাও। শিষ্যগণ গাভীসকল লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে, উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া বলিলেন, স্থির হও, অগ্রে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও পরে গাভী লইয়া যাইও। যাজ্ঞবল্ক্যকে কে প্রশ্ন করিবে, তখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। অবশেষে ঋষি কন্যা গার্গীর উপর যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিবার ভার অর্পিত হইল। ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, প্রভো স্থির হউন, অগ্রে

আমার প্রশ্নের উত্তর দিন পরে গাভী লইয়া যাইবেন। গার্গী প্রশ্ন করিলেন, এই দ্যুলোক, ভূলোক ও ইহার মধ্যস্থিত বস্তু সকল্ কাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, আকাশকে অবলম্বন করিয়া আছে। গার্গী তারপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আকাশ কাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, এতদ্বৈতদক্ষরা গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূল মনন্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত...অপ্রাণ মমুখমমাত্রম্ হে গার্গী ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন,তিনি অবিনাশী, তিনি স্থূল নহেন অনু নহেন হ্রস্ব নহেন...আমি এই পরম পুরুষের উপমা দিতে পারি না। হে গার্গী আমি বর্ণনা করিতে পারি না কিন্তু আমি জানিএই অবিনাশী পুরুষের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক প্রভৃতি বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

সূর্য্য চন্দ্রাদি কিরূপে সৃষ্টি হইল প্রাচীন কালের ঋষিরা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন! স্ত্রী ও পুরুষ দলের কিরূপে সৃষ্টি হইল, এপ্রশ্নও তাঁহাদের মধ্যে উঠিয়াছিল। আমাদের দেশের প্রাচীন উপনিষৎ গ্রন্থে এবিষয়ে একটী বর্ণনা আছে. সে বর্ণনাটী এই, প্রথমে প্রজাপতি নামে পুরুষ সৃষ্টি হইল। বিধাতা দেখিলেন যে প্রজাপতি আপনাকে একাকী বলিয়া অনুভব করিতেছেন বলিয়া বিষণ্ণ হইয়া আছেন। তখন বিধাতা পুরুষের দেহ হইতে রমণী উৎপন্ন করিলেন। নারী সৃষ্টি করিয়া পুরুষের সঙ্গে এই আশ্চর্য্য যোগ করিয়া দিলেন। আত্মাও দেহেতে যেমন যোগ, পুরুষ ও নারীতে তেমনই যোগ হইল। আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিলে শরীরের সকল যন্ত্র বিকল হইয়া যায়, আবার শরীর ছাড়িয়া আত্মা কোন কাজই করিতে পারে না। নারী ও পুরুষের এইরূপ যোগ হইল, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর একটী সুন্দর উদ্যানে আদি পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। তিনি একাকী উদ্যানে বেড়ান ও আনন্দ পান, কিন্তু তাহার ম্লান ভাব দূর হয় না। অবশেষে সেই আদিপুরুষ যখন এক দিন নিদ্রিত আছেন এমন সময়ে তাঁহার বাম পঞ্জরের অস্থি খুলিয়া লইয়া বিধাতা নারী সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরাই পৃথিবীর প্রথম পিতামাতা। এ সকল রচিত কথা যে সত্য তাহার প্রমাণ নাই। ইহার উপদেশ কিন্তু গ্রহণ করিতে হইবে।

এই যে আখ্যায়িকা দ্বয় ইহাদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, যে প্রজাপতি যখন একাকী বেড়ান, তখন ম্লান থাকেন, আদম যখন একাকী থাকেন, তখন মলিন থাকেন। আশ্চর্য্য এই যে অনেক সুন্দরও আনন্দের জিনিষ থাকিতেও আপনাকে একা অনুভব করিয়া আদি পুরুষ ও প্রজাপতি মলিন থাকিতেন, দেখিয়া পরমেশ্বর নারী করিলেন। ইহাতে উপদেশ পাই যে নারী ও পুরুষ এই ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে, যে নারী যদি পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, পরস্পরের সমাজ পরস্পর হইতে যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে উভয়কেই মলিন থাকিতে হয়। নারীদিগকে ঘৃণা করিয়া দূরে রাখিয়া পুরুষেরা যদি মনে করেন যে ভাল কাজ করিবেন, তাহা হইলে সে কাজ মলিন ভাবে সম্পন্ন হয়। নারী সাহায্য করিলে কাজ তেমন মলিন হয় না। নারীরাও যদি পুরুষের সাহায্যে বিমুখ হইয়া দূরে থাকেন, কাজ সুচারুরূপে হয় না। বিধাতার নিয়মে এক অন্যকে বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারে না। কাঁচির দুইটী পাতা যেমন পরস্পরকে ছাড়িয়া কাজ করিতে পারে না, আত্মা যেমন দেহ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তেমনি নারী পুরুষ পরস্পরকে ছাড়িয়া কিছুই করিতে পারেন না। হিন্দু ও খৃষ্টান দুই শাস্ত্রেই বলেন যে একই শরীর ভাঙ্গিয়া দুই প্রকার সৃষ্টি হইল, পৃথক মাটীতে নহে। ইহাতে এই দেখান হইয়াছে যে পুরুষ ও নারীতে নৈকট্য সম্বন্ধ।

এই কথার প্রমাণ পৃথিবীতেও পাওয়া গিয়াছে। বড় বড় জাতিরা বড় বড় কাজ করিয়াছেন, তাহাতে নারীর নাম গন্ধ নাই। নারী ছিলেন, অনুমান করিয়া লইতে হয়। নারী দুর্ব্বলা বলিয়া তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া পুরুষেরা কাজ করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ নারীরা যাহা করিয়াছিলেন তাহা লুকাইয়া করিয়াছিলেন, বাহিরে প্রকাশ করে নাই। স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা থাকিলে তাঁহাদের যে শক্তি থাকে না, তাহা নহে। তাঁহারা পুরুষের উপর শক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা গোপন ভাবে করেন বলিয়া প্রকাশ নাই। নারীর সাহায্য অভাবে পূর্ব্বকার কাজ মলিন ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে পুরুষ ও রমণীতে একত্রে কাজ করিতেছেন। এক আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিবাহ হইতেছে। মুক্তি ফৌজে স্ত্রীলোক গাউন ছাড়িয়া গৈরিক পরিধান করতঃ দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই মুক্তি ফৌজের কর্ত্তা জেনেরল বুথ ও মিসেস্ বুথ লণ্ডনে বাস করেন। লোকের মত এই যে মিসেস বুথের দ্বারা বেশী কাজ হয়েছে। তিনি আশ্চর্য্য কাজ করিতেছেন। সে কাজের বর্ণনা হয় না। হাজার হাজার লোককে তিনি সুরাপান হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। কলঙ্কিনী রমণীদিগকে পাপ পথ হইতে ফিরাইয়া ধর্ম্ম পথে আনিয়াছেন, জেনেরেল ও মিসেস বুথ দুই জনে উৎসাহী হওয়াতে কেমন আশ্চর্য্য কাজ চলিতেছে।

নারীরা যদি উৎসাহী হইতেন তাহা হইলে আরও ভাল কাজ হইত। সংসারে সন্তান পালন সুচারুরূপে হয় যদি পিতামাতা উভয়ে সে বিষয়ে মনোযোগী হন। পিতামাতা উভয়ে মিলিয়া যেমন সন্তান পালন করেন, পুরুষ রমণীর তেমনই উভয়ে মিলিয়া কার্য্য করিবেন। শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া দুর্নীতি দূর করা, পাপ পথ হইতে লোককে নিবৃত্ত করা আদি সকল কাজ পুরুষ ও রমণী দুইজনে করিলে যেমন হয়, পুরুষ কি রমণী একা করিলে তাদৃশ হয় না। নারীদিগের শক্তি প্রকাশ হইতে না দেওয়াতে আমাদিগের দেশ দুর্গতিতে ডুবিয়া গিয়াছে। নারীরা সাহায্য করিলে পুরুষেরা আরও ভাল হইতেন, পুরুষেরা অবজ্ঞা না করিলে নারীরা আরও ভাল হইতেন।

মহাত্মা যিশু একটী উপদেশ দিয়াছিলেন, সে উপদেশ এই। একজন মনিব বিদেশে যাইবেন। তিনজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি টাকা দিয়া যাইতেছি, আসিয়া

হিসাব লইব। এক জনকে এক সহস্র, এক জনকে পাঁচশত ও এক জনকে একশত টাকা দিলেন। যাহাকে এক সহস্র টাকা দিলেন, সে সেই টাকা বাণিজ্যে লাগাইয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করতঃ সেই টাকাকে পাঁচ হাজার টাকা করিল। যাহাকে পাঁচ শত টাকা দিয়া ছিলেন, সে পাঁচ শত টাকাকে খাটাইয়া বাড়াইয়া ফেলিল। কিন্তু যে এক শত টাকা পাইয়া ছিল সে ঐ টাকা না খাটাইয়া বা কাজে না লাগাইয়া পুতিয়া রাখিল। মনিব আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভৃত্যের উপর বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যে ভৃত্য টাকা মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাহার নিকট হইতে সেই টাকা লইয়া যে হাজার টাকা পাইয়াছিল, তাহাকে অর্পণ করিলেন। পরমেশ্বর আমাদের যাহা দিয়াছেন, তাহা গচ্ছিত ধন। তাহা আমাদিগের নিজেদের পূজার জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখা উচিত নহে। ধনীকে তাহার নিজের জন্য ঈশ্বর ধন দেন নাই। যাহার এক গুণ শক্তি সে দশগুণ করিবে। দেহ মনের শক্তি পুরুষ রমণীর যাহা আছে, পরমেশ্বরের সেবাতে তাঁহারা তাহা অর্পণ করিবেন। পরমেশ্বর দেহ মনের শক্তি তাঁহার সৎকার্য্য করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন। উহা বদ্ধ রাখিলে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। তাঁহার ইচ্ছা পুরুষরমণীর যাহা দিবার আছে, তাহা জনসমাজের জন্য পৃথিবীর উন্নতির জন্য দিবেন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা এই উপদেশ পাইয়াছি।

রামমোহন রায়ের সময়ে সর্ব্ব প্রথমে স্ত্রীলোকদের কথা উঠিয়াছিল। তিনি নারীদিগের জন্য কাঁদিয়াছিলেন, তাহাদিগের অবস্থা উন্নতি করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে যে স্ত্রীলোকদিগকে আনিতে হইবে, এ চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন তখন একাকী আসিতেন। স্ত্রীলোকেরা অবরোধে থাকিয়া ষষ্ঠী ও মাকাল পূজা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। এখানকার ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজে ভাল কথা বলিতেন কিন্তু বাড়ী গিয়া তাহা গোপন করিতে হইত। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদিগকে মলিন ভাবে কাজ করিতে হইত। বিধাতা দেখিলেন যে পুরুষেরা ব্রাহ্মসমাজে মলিন ভাবে কাজ করিতেছে, দেখিয়া তিনি কন্যাদিগকে ডাকিলেন। বলিলেন কন্যাগণ আর নিরাশার আঁধারে থাকিও না, ত্বরায় আইস, পুরুষেরা একা কাজ করিতে পারিতেছে না, তোমরা আসিয়া ইঁহাদিগকে সাহায্য কর। পত্র সকল স্ত্রীলোকদিগের হাতে পড়িল। ঈশ্বরের ডাক শুনিয়া তাঁহারা আসিলেন, আমাদের আনন্দ হইল। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহাকে পিতা বলিতাম এখন সপরিবারে তাঁহাকে পিতা বলিতেছি, পুত্র কন্যার বিবাহাদিতেও তাঁহাকে পূজা করিতেছি।

এখন দেখুন, উভয়ে কাজ করিলে কত আনন্দ হয়, যদি ইচ্ছা করেন ভারতের দুঃখ দূর হউক, যদি ইচ্ছা করেন হতভাগ্য রমণী ও পুরুষ পরমেশ্বরের নাম সুধা পান করুক, যদি ইচ্ছা করেন, দেশের দুর্নীতি দূর হউক, তাহা হইলে উভয়ে পরমেশ্বরের সিংহাসনের কাছে আসিয়া কর যোড়ে দণ্ডায়মান হউন। উৎসাহের সহিত আপনাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরের ধ্বনি শুনুন, তিনি ডাকিতেছেন, তাঁহার কাজ করিতে হইবে। সকল বিপদ আপদে নিরাশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে। বালককালে পিতার অঙ্গুলি ধরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এখন পরম পিতা পরম মাতার অঙ্গুলি ধরিয়া স্বর্গরাজ্যে কেন বেড়াইবেন না। উৎসাহিত হউন, ঈশ্বরের কৃপায় সকল বাধা চলিয়া যাইবে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া কৃতার্থ হইবেন।*

আনন্দ বাজারে আহারান্তে মধ্যাহ্নে মহিলাগণ পুনরায় বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপাসনালয়ে সম্মিলিত হন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তা সরলা রায়, সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর আগামী বৎসরের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্য প্রণালী স্থিরীকৃত হয়।

অপরাহ্নে খিদিরপুরের একটী খোলা জায়গায় সঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু (প্রচারক), শ্রীনাথ চন্দ, জগদীশ্বর গুপ্ত ও লছমন প্রসাদ বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে, পর সভাপতি মহাশয় একটী বক্তৃতা করেন, তৎপরে আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন কার্য্য সম্পাদিত হয়। সভায় বিস্তারিত কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

১০ই মাঘ মঙ্গলবার।

প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের ভাব এই যে, উৎসব কেবল ভাই ভগ্নীদের পরস্পর মিলনের ক্ষেত্র নহে। কিন্তু ইহা পরমেশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের স্থান।

অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। অনুমান চারিঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন কারিগণ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হইয়া একটী প্রার্থনা করেন। তৎপরে লাহোরের শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, কুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সমাগত দর্শক মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তনকারিগণ ওয়েলিংটন স্কোয়ার পরিত্যাগ করিয়া ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া নবরচিত সঙ্কীর্ত্তন গান করিতে করিতে সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হন। পাঠকবর্গের গোচরার্থ সঙ্কীর্ত্তনটী নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

সঙ্কীর্ত্তন।

দেখ দিন যায়, তোরা আর ভাই, নিরাশ হয়ে বিষয় কূপে থেক না ডুবে। (দিশা হারা হয়ে)
যে প্রেম ভিন্ন শান্তি পাবে না; ঘোর পাপানলে মরবে জ্বলে
মনের আগুন নিবৃবে না; সাধুভক্তগণ, তাঁরা আনন্দে যে প্রেমনীরে করেন সন্তরণ, একবার পিও রে সেই প্রেমের সুধা ভাই।
(জ্বালা দূরে যাবে) তোদের তাপিত পরাণ শীতল হবে।

—

মোরা ক্ষুদ্র প্রাণী; অনন্ত যে তিনি, কিবা জানি অপার প্রেমের লীলা কিরূপে বাখানি।

(তিনি যারে জানান সেই জানে) (তিনি দয়া করে)

(মোদের) এ মলিন মনে প্রেম গানে ভয়ে সরমে লুকায় বাণী।

(তিনি) নিজ কৃপাগুণে পাপী জনে, ভবে তরাবেন এই শুধু জানি।

(আমরা আর কিছু জানি না হে)

অপার প্রেমের সিন্ধু তিনি, পাপীর কাতর ধ্বনি শুনি, লবেন নিজ কোলে টানি, লয়ে জুড়াবেন তারে আপনি।

(নিজ কৃপা গুণে হে)

সংসার অলসে মোহ নিদ্রাবশে থেক না ভাই- দেখ দেখরে মেলি নয়নে। (দিন যায় যায় ভাই)

দেখ রে শোভা অপরূপ অনুরূপ নাহি রে ভুবনে;

ওই নর নারী সবে যায় তরি দেখ রে ভাই! বিধির মঙ্গল বিধানে; (জয় ব্রহ্ম জয় বলে হে)

পাপ যাবেই যাবে ও তাঁর প্রভাবে স্থান পাবে চরণে।

(নিরাশ হ'ওনা হ'ওনা)

বল জগতে আনন্দ সমাচার।

হবে, হবে রে পাপীর উদ্ধার। (আর ভয় নাই নাই রে)

পাপীর পাতকের ভার, পিতা লয়েছেন এবার, ভয় নাইক আর পাপী যাবে ভবসিন্ধু পার। (অপার কৃপা গুণে রে)

একবার নিজে পাসরে, ডোবো সে প্রেমসাগরে, ওভাই বাঁচিবে মরে, হবে হবে প্রেমে একাকার। (সব হৃদয় এক হবে রে)

বাধ আশাতে হৃদয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়, আর কি ভয় কি ভয়, জেন জেন ব্রহ্ম কৃপাই সার। (আর সকল অসার জেন রে)

(ব্রহ্ম কৃপায় তরে যাব হে)

মিনতি করি নিবেদন, তোরা থাকিস্‌নে আর বিষয় বিষে হইয়ে মগন,

সবে এসরে আজ ব্যাকুল হয়ে ভাই! প্রভুর মধুময় গান গাইরে সবে।

সকলে ব্রহ্মমন্দিরে সমাগত হইলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের প্রধান ভাব এই যে, উৎসবে যোগ দিবার পূর্ব্বে ভাই ভগ্নিগণের পরস্পরের প্রতি যাহা কিছু অসদ্ভাব আছে তাহা দূর করা অত্যাবশ্যক। নতুবা আমরা উৎসবে কোনও ফল পাইব না।

১১ই মাঘ—প্রাতঃকাল।

রজনীর অন্ধকার গত না হইতেই হইতেই উপাসনা মন্দির উপাসক বৃন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল। উষার আলোক মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেখা গেল, উপাসকগণ স্ব স্ব আসনে ধ্যান মগ্ন রহিয়াছেন। নর নারীর অনুরাগ ও বিশ্বাস পূর্ণ মুখে উষার আলোক পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সেই ভাব-পূর্ণ মুখসকল উপাসনার্থ হৃদয়কে অর্দ্ধেকের অধিক প্রস্তুত করিয়া দিল ও দিকে উষার প্রাক্কাল হইতেই প্রভাতী সংগীতের ধ্বনি উঠিয়াছে; সুমধুর ব্রহ্মনামে মন্দিরের বায়ু আন্দোলিত হইতেছে। যথা সময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বেদী গ্রহণ করিলেন এবং নিম্ন লিখিত উদ্বোধন সহকারে উপাসনা আরম্ভ হইল। উদ্বোধন—উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের কয়েকটী কর্ত্তব্য আছে। প্রথম কর্ত্তব্য আমরা সর্ব্বাগে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা স্বর্গগত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে স্মরণ করি। সেই অন্ধকারের দিনে যিনি স্বদেশবাসীর নিকটে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক ধরিয়াছিলেন, যিনি এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতপরতঃ অশেষ ক্লেশ ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে তাহা স্মরণ করি। দ্বিতীয় পরলোকগত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইনি রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পর তাঁহার রোপিত ব্রাহ্মসমাজ-তরুতে একাকী অনুরাগবারি সিঞ্চন করিয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন উৎসাহ দিবার লোক অধিক ছিল না, বরং নিরুৎসাহকর কারণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল, এরূপ সময়ে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত ইনিই কেবল ব্রাহ্মসমাজকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার সেই অনুরাগ অদ্য আমরা স্মরণ করি। তৃতীয় শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কত গভীর। মুমূর্ষু প্রায় ব্রাহ্মসমাজকে হৃদয় মনের সমগ্র শক্তির সহিত ইনিই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। জগদীশ্বর এই মহাত্মাকে অভ্যুদিত না করিলে আজ আমরা সকলে কোথায় থাকিতাম। ইনি জরাজীর্ণ ও রুগ্ন দেহে অদ্যাপি আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজ জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এই মাঘোৎসবের দিনে আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার হৃদয়ের আদর্শ স্মরণ করি। তৎপরে খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র। ইনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। যদিও তাঁহার সকল কার্য্যের সহিত আমরা যোগ দিতে পারি নাই, তথাপি ব্রাহ্মসমাজকে যেরূপে তিনি ঋণী করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতে পারি না। তাঁহার প্রবল বিশ্বাস, জলন্ত উৎসাহ, অসীম উদ্যম, ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি গভীর অনুরাগ অদ্য বিশেষ ভাবে স্মরণ করি। বিধাতা এই সকল মহাজনের দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের অঙ্গ-পুষ্টি করিয়াছেন। কেবল ইঁহারা নহে, যে সহস্র সহস্র অনুরাগী আত্মা ভূত কালে ও বর্ত্তমান সময়ে এই ধর্ম্ম বিধানকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের ঋণ স্মরণ করি।

তৎপরে বর্ত্তমান বর্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যে সকল সভ্য পরলোক গত হইয়াছেন, যাঁহাদের সহিত বিগত বর্ষে মহোৎসবে একত্র উপাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এবৎসর একত্র উপাসনা করিতে পারিলাম না; সেই সকল ভাই ও ভগিনীকে স্মরণ করি।

অবশেষে কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া

দূরদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছি ও কুশল প্রশ্ন করিতেছি। ভাতৃগণ ভগ্নীগণ ভাল আছ ত? কিরূপ হৃদয় লইয়া উৎসবে আসিয়াছ? আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ কর—আমরা দরিদ্র,অর্থ সামর্থ্যবিহীন তোমাদিগকে সুখে রাখিতে পারিব না। আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিও। এস যে কার্য্যের জন্য সকলে সম্মিলিত হইয়াছি তাহাতে সকলে প্রবৃত্ত হই। ঐ দেখ উৎসবের দেবতা উৎসবের দ্বার খুলিতেছেন প্রবেশ কর, প্রবেশ কর, আরাধনাগৃহে প্রবেশ কর। মহোৎসবের মহা আরাধনা আরম্ভ হউক।

তদনন্তর বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা হইল। উপাসনান্তে উপদেশের পূর্ব্বে আচার্য্য ভগবদ্গীতা হইতে ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দুইটী বচন উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিলেন। তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

ভগবদ্গীতা ৯ম অধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন— হে অর্জ্জুন যখন তুমি কোন কার্য্য কর, যখন আহার কর, যখন দান ধ্যান কর, যখন তপস্যা কর, সমুদায় আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে তুমি শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। তোমার আত্মা প্রকৃত বৈরাগ্য ও যোগ লাভ করিবে, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সকল প্রাণীতে সমান ভাবে আছি; কাহারও প্রতি আমার বিরাগ কাহারও প্রতি অনুরাগ নাই; যে কেহ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে আমি সে জনে থাকি, সে জন আমাতে থাকে। সে যদি দুরাচার দিগের মধ্যে অগ্রগণ্যও হয় এবং অনন্যগতি হইয়া ঐকান্তিক ভাবে আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিতে হইবে; সে ত্বরায় ধর্ম্মাত্মা হইয়া অক্ষয় শান্তি লাভ করে। হে অর্জ্জুন নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" এইরূপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের আইসেয়া নামক গ্রন্থের ৪১ পরিচ্ছেদে আছে;—

ঈশ্বর বলিতেছেন—"তোমাকে আমি পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে আনিয়াছি; জগতের বড় লোকদিগের মধ্য হইতে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি এবং তোমাকে বলিয়াছি যে তুমি আমার ভৃত্য। আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই।

তুমি ভয় পাইও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি; ত্রাসযুক্ত হইও না কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে সবল করিব; নিশ্চয় বলিতেছি আমি তোমাকে আমার পুণ্য ভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলিয়া ধরিব।

দেখ যাহারা তোমার প্রতি অতিশয় বিরক্ত তাহারা লজ্জিত ও অপদস্থ হইবে; তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মত হইবে। যাহারা তোমার পক্ষে বিঘ্নকারী হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, তাহারা বিনষ্ট হইবে।

তুমি আর তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাইবে না, সেই তাহারা যাহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল; যাহারা আজ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ন্যায় হইবে। যাহার মূল্য নাই এমন পদার্থের ন্যায় হইবে। কারণ আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তুলিব এবং বলিব ভয় করিও না, আমি তোমাকে রাখিব।"

ভগবদ্গীতা ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে যে বচন দুটী উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করা গেল, হিন্দুগণ ও খ্রীষ্টীয়গণ সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে ওগুলি ঈশ্বরের বাণী। স্বয়ং ঈশ্বর মানবকে আশ্বাস দিবার জন্য মানব আকারে অবতীর্ণ হইয়া অথবা সাধুর মুখ দিয়া ঐ বাক্য গুলি বলিয়াছিলেন। ইহাঁদের মত ও বিশ্বাস দেখিলে এই প্রকার বোধ হয় যে ইহাঁদের মতে এমন এক সময় ছিল যখন ঈশ্বর জগতের দুঃখ ভার হরণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং পথভ্রান্ত ও পাপে পতিত মানবকুলের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া স্বয়ং মানবকে উৎসাহকর বাক্য সকল শুনাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বাস্তবিক বলিয়াছিলেন— "হে অর্জ্জুন নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" অথবা মহাপুরুষ আইসেয়ার মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন "নিশ্চয় বলিতেছি আমি তোমাকে আমার পুণ্য ভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলিয়া ধরিব।"

কিন্তু ইহাঁদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এক সময়ে ঈশ্বর মানবকুলের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া মানবকে সৎপথ দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এখন কি সে করুণা অন্তর্হিত হইয়াছে? তিনি কি আর মানবের প্রতি কৃপা-পরবশ নহেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা হয়ত বলিবেন, যে মানব কুলের পাপ তাপ এত অধিক হইয়াছে, মানবের হৃদয় পাপান্ধকারে এত পূর্ণ হইয়াছে, যে ঈশ্বর মানবকুলকে ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন; এখন আর তিনি মানবের সহিত কথা কহেন না। তাঁহার উক্তি ও উপদেশাদি লাভ করিতে হইলে, প্রাচীন গ্রন্থ গীতা বা বাইবেল প্রভৃতি খুলিয়া দেখিতে হইবে।

একথা কি সত্য মানবকুল ক্রমাগত পাপ রাশির মধ্যেই নিমগ্ন হইতেছে? সংসারে অনেক লোককে দেখা যায় যাঁহাদের এই প্রকার ভাব। তাঁহারা সত্য সত্যই মনে করেন যে পৃথিবী দিন দিন পাপ ভারে আক্রান্ত হইয়া গভীর কূপে নিমগ্ন হইতেছে। আর উঠিবার আশা ভরসা নাই। কিন্তু আমরা কখনই এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। এরূপ বলিলে এই কথা বলা হয় যে ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার করুণা জয়যুক্ত না হইয়া পাপই জয়যুক্ত হইবে। অর্থাৎ মানব-হৃদয়ে ঈশ্বর আর রাজা থাকিবেন না। এরূপ চিন্তা করাও ঘোর অবিশ্বাস; তাহাতেও অপরাধ আছে।

মানবের স্বভাবই এই নিত্য যাহা দেখে, যাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহা আর হৃদয় মনকে উত্তেজিত করে না; সুতরাং তাহা আর স্মরণ থাকে না। কিন্তু বিশেষ কোন সুখ বা দুঃখ যদি উপস্থিত হয়, দৈনিক জীবনের কোন ব্যতিক্রম যদি ঘটে, মন যদি কোন কারণে বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়, তবে সে ঘটনাটী বা সে বিষয়টী বহু দিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এ দেশে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের পর বরষা হইয়া থাকে। এইরূপ কত বর্ষা আসিয়াছে কত বর্ষা গিয়াছে। কোনটীর কথা বিশেষভাবে আমাদের স্মরণ নাই। কিন্তু এ বৎসর

সকলের মুখেই শুনা যাইতেছে যে এবার এমন বর্ষা হইয়াছিল যে কলিকাতার রাস্তায় নৌকা চলিয়াছিল। সকলেই বলিতেছেন দিন রাত্রের মধ্যে ১৩ ইঞ্চি জল পড়িয়াছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৩ ইঞ্চ বৃষ্টি—এই কথাটা অনেক দিন লোকের মুখে থাকিবে। এইরূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৫০ দিন যে সুস্থ দেহে ও সচ্ছন্দ চিত্তে আহার বিহার করিয়াছি, সংসারের প্রতি দিনের কাজ করিয়াছি, প্রভাতকালের পবিত্র বায়ু ও নিশাকালের বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, তাহা আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু ১৫ দিন যে পীড়িত হইয়া শয্যাতে পড়িয়া ছিলাম, ১৫ দিন যে মুক্ত ভাবে আহার বিহার করিতে পারি নাই; সেই কয় দিন যে রোগ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে হইয়াছে; সেই সময়ে যে প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল ও ঘোর সংকট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে। সে কথা অক্ষরে অক্ষরে চিরদিনের মত স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। দুদিনের কষ্টটী যত মনে আছে নিত্য প্রাপ্ত সুখটী তত মনে নাই।

অনেক লোকের মনে যে এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে পৃথিবীতে পাপেরই জয় হইতেছে; তাহারও কারণ এই যে পাপগুলিই বিশেষ ভাবে তাহাদের চক্ষে পড়ে। যে সাধুতা মানব হৃদয়ে নিত্য বিদ্যমান, যদ্ভিন্ন জনসমাজ এক দিন থাকে না, যাহা মানবের জীবন রক্ষা করিতেছে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিন কি পাইতেছি, সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া কি পাইলাম না, সেই দিকেই অধিক দৃষ্টি করি। সুতরাং আমাদের প্রাণ বিষাদে পূর্ণ হয়। সমুচিত কৃতজ্ঞতার ভাব আমাদের অন্তরে থাকে না।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাঁহারা পাইবার জন্য যত ব্যগ্র দিতে দিবার জন্য তত ব্যগ্র নহেন। এই সকল লোককে সর্ব্বদাই অভিযোগ করিতে শুনা যায়, অমুক বন্ধু আমার প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিলেন না; অমুক আমার সাহায্য করিলেন না; অমুক আমাকে আদর করিলেন না। কিন্তু আমি মানুষের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিলাম না; আমি বন্ধুর কর্ত্তব্য পালন করিলাম না; এরূপ বলিয়া দুঃখ করিতে শুনা যায় না। যাঁহারা আপনাদের ত্রুটি দেখিয়া সর্ব্বদা দুঃখিত তাঁহাদের পরের ত্রুটির উল্লেখের সময় হয় না। মানবের বন্ধুতা সম্বন্ধেও যেরূপ ঈশ্বরের বিধি সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহাদের সুখের যদি একটু ব্যাঘাত হয়, পান হইতে যদি একটু চুণ খসে, অমনি যেন মনে হয় যে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কেবল দুঃখেই রাখিতেছেন। যেন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পূর্ণ সুখে রাখিবার জন্যই বাধ্য। পাঁচটী সন্তানের মধ্যে একটী যদি অকাল মৃত্যুতে পতিত হয়, অমনি ঘোর আর্ত্তনাদ উপস্থিত হয়, ঈশ্বর তুমি কি করিলে। আর চারিটি যে রহিল সে জন্য কৃতজ্ঞতা দিবার সময় হয় না। যদি দশদিন পীড়াতে পড়িয়া থাকিতে হয় সে দুঃখ মনেধরে না। তাহা কতদিন মনে থাকে; ঈশ্বর কেন, এমন ক্লেশ দিলেন; এরূপ মনে হইতে থাকে। কিন্তু সম্বৎসর সুস্থ দেহে প্রতিদিন যে কত সুখভোগ করিয়াছেন; তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা নাই। উষার পবিত্র শোভা কত দেখিয়াছেন, প্রস্ফুটিত পুষ্পবনের সুঘ্রাণ কত সেবন করিয়াছেন; প্রভাতের সুমন্দ সমীরণ কত দেহকে পুলকিত করিয়াছে; বৃক্ষলতার সুস্নিগ্ধ হরিতবর্ণ, তরঙ্গায়িত শস্য-ক্ষেত্রের শ্যামল কান্তি, গোধূলি মুহূর্ত্তের পশ্চিমাকাশের স্বর্ণ-রঞ্জিত মেঘমালা, এসকল কত নয়ন মন হরণ করিয়াছে; স্ত্রীপুত্র পরিবারের অকৃত্রিম প্রেম, বন্ধু বান্ধবের আত্মীয়তা, শিশু সন্তানদিগের সরলতাপূর্ণ ব্যবহার, এসমুদায় হৃদয়কে কত তৃপ্ত করিতেছে, সে সকলি তাঁহার এক দুঃখের তাড়নাতে ভুলিয়া যান। ঈশ্বর কেন সুখের ভরা পূর্ণ করিয়া রাখিলেন না এই অভিযোগ। ঈশ্বর কৃপা করিয়া যাহা দিয়াছেন তাহার উপরে যেন দাওয়া আছে। কেহে বাপু তুমি, তোমার এত দাওয়া কিসের? কত শিশু ত জন্মান্ধ হইয়া পৃথিবীতে আসে তুমি যদি সেইরূপে আসিতে, তাহা হইলে কাঁদিয়া কি করিতে পারিতে? এটা কি বিশেষ অনুগ্রহ নহে যে দুইটী চক্ষু লইয়া আসিয়াছ, যাহার গুণে জগতের কত শোভা দর্শন করিলে। এই দুইটা চক্ষুর জন্য কতবার কৃতজ্ঞতা দিয়াছ? চক্ষু দুটা নিত্য আছে কিনা সুতরাং সে কৃপাটী মনে থাকে না।

অতএব অবিশ্বাসী হইয়া বলিও না যে মানবকুল পাপেই ডুবিবে—তাহার আশা ভরসা নাই। মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। এই মহৎ লক্ষ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যদি তাঁহার কৃপাকে ভরসা করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়া থাকেন, কাহার সাধ্য ইহার কার্য্যে বাধা দেয়। আজ এই মহোৎসবের দিনে সকলে একবার কল্পনার চক্ষে দেখুন যেন ব্রাহ্মসমাজ পবিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন এবং ঈশ্বর তাহাকে বলিতেছেন "নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না; এবং "আমার পুণ্য ভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমি তোমাকে তুলিয়া ধরিব" কি আশার কথা।

ঈশ্বর যে এক সময়ে মানবের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, আর এখন পৃথিবীর পাপ তাপ দেখিয়া মৌনী হইয়া মুখ ফিরাইয়াছেন তাহা নহে। এই উৎসব ক্ষেত্রে কি তিনি আমাদিগকে কিছু বলিতেছেন না? বলিতেছেন বই কি? প্রত্যেকে আপন আপন হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ঈশ্বরের কোন বাণী শুনিতেছেন কি না?—কেহ হয় ত বহুদিন হইল, দৈনিক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন—ঈশ্বর আজ তাঁহাকে লজ্জা দিয়া বলিতেছেন,—"তুমি করিয়াছ কি? আমার সঙ্গে সম্বন্ধটা কি একেবারে ঘুচাইলে?" তিনি অমনি লজ্জিত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন এবার ফিরিয়া গিয়া দৈনিক উপাসনার নিয়ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিব। কেহ হয় ত কোন ব্রাহ্ম ভাই বা ভগিনীর সহিত অনেক দিন হইতে বিবাদ করিয়া রাখিয়াছেন। সে বিবাদটা আজিও মিটান হয় নাই। সেই বিষাক্ত মন লইয়া উৎসবে উপস্থিত হইয়াছেন। হয়ত এখানে ঈশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন "ছি! ছি!! তুমি হৃদয়ে গরল লইয়া আমার প্রেমের যজ্ঞে আসিয়াছ। (ক্রমশঃ)

১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২৬এ ফাল্গুন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
২১শ সংখ্যা।

১লা ফাল্গুন সোমবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴৹

উনষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেদীর নিকট তোমার নৈবেদ্য রাখিয়া যাও, আগে তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া এস।" কেহ হয়ত কোন গূঢ় পাপের কথা লোকের নিকট লুকাইয়া বেড়াইতেছেন, আজ উৎসবক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁহাকে লজ্জা দিয়া বলিতেছেন—"তুমি হৃদয়ে পাপ লুকাইয়া রাখিবে, মুখে আমার নামও করিবে, এরূপ আর কত দিন চলিবে? এরূপে আমাকে বিদ্রূপ কর কেন?" এইরূপ এক উৎসবরূপ বাণীর দ্বারা তিনি নানা জনের নানা রোগের ঔষধ বিধান করিতেছেন। কিন্তু আমাদের সকলকে তিনি গম্ভীর স্বরে একটী কথা বলিতেছেন—ত্রাসযুক্ত হইওনা, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, "আমি সত্য-সত্যই বলিতেছি আমার পুণ্য ভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে তুলিয়া ধরিব।" "নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" কি আশাপ্রদ বাণী!

আজ আর কেহ নিরাশ থাকিও না। আজ অবিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া অপরাধী হইওনা। ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহারই চরণাশ্রিত সুতরাং তিনি ব্রাহ্ম সমাজে আছেন ও ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহাতে আছে। ইহাকে তিনি তুলিয়া ধরিবেন নিশ্চয় তুলিয়া ধরিবেন। এই আশাতে সকলে আনন্দিত হই, ও প্রসন্ন অন্তরে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করি।

মধ্যাহ্নকালের উপদেশ।

১১ই মাঘ মধ্যাহ্নকাল। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

যদি পৃথিবীর কোন দীন দুঃখী লোক এই সংবাদ পায় যে তাহার বাস ভূমিতে স্বর্ণের খনি আছে, তবে সে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই ভূমি খনন করিতে আরম্ভ করে। কত পরিশ্রম করিয়া—ক্লেশ স্বীকার করিয়া সেই ধন পাইতে চেষ্টা করে। তাহার কারণ এই যে সে দুঃখী, সংসারে তাহার দিন চলে না। এতদিনের পর মাটিতে পোতা ধনের সন্ধান পাইল, তাহা পাইবার জন্য যদি কষ্ট সহিতে হয়, দশ জনের সাহায্য লইতে হয়, অনেক ঋণ করিতে হয়, তাহাতেও সে স্বীকৃত; কারণ সেই লুক্কায়িত ধন যদি একবার পায়, তবে তাহার সকল ক্লেশ দূর হইবে, ঋণ পরিশোধ হইবে এবং সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি যে আমাদের জমীতে এমন এক অমূল্য ধন পোতা আছে, যে পৃথিবীর কোনও রাজার ঘরে তেমন ধন নাই। তাহা স্পর্শমণি, যাহাতে স্পর্শ করান যায় তাহাই সোনা হইয়া যায়। সে ধন পাইলে জীবনের সকল দুঃখ চলিয়া যায়,—নিত্য সুখেতে পরিপূর্ণ হওয়া যায়, এমন ধন আমাদের গৃহের মধ্যে পোতা রহিয়াছে! সে ধন কি? সেই পরমার্থ ধন! সকল সাধুজন, সকল প্রেমিক বিশ্বাসী ও আত্মতত্ত্বদর্শীগণ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যে পরমাত্মা এই আত্মার মধ্যেই রহিয়াছেন। তাঁহাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হয় না। ধীর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া জানিয়া আশ্বস্ত হন, অন্যে তাহা পারে না। কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অমৃতলাভের আর অন্য পথ নাই। তিনি আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ধন, আমাদের প্রত্যেকের ঘরের মধ্যেই আছেন। এই কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কত যত্ন করিয়া, পরিশ্রম করিয়া সেই পোতা ধন বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। অবিশ্রান্ত প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে খাক্ করিয়াছেন। আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেইখানে সেই স্পর্শমণিকে লাভ করিয়াছেন। বাহিরের কথা দ্বারা নয়, শোনা কথায় নয়, কিন্তু নিজে প্রাণদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জীবন শীতল করিয়াছেন। লোক সকলকে এবং দেশকে সোনা করিয়াছেন। সেই অমূল্যনিধি প্রাণে ধারণ করিয়া সদানন্দ হইয়াছেন। রাজার রাজত্বের জন্য লোলুপ হন নাই। সেই ধনে ধনী হইয়া সংসারের সকল ধনকে তুচ্ছ করিয়াছেন। সেই ধন জগতকে পরিবেশন করিয়া তাহার সংবাদ সকলকে বলিয়া কত দুঃখীকে ধনী করিয়াছেন।

এ ধন যে কি ধন তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। স্পর্শমণি—অথচ অচেতন নয়, কঠিন নয়। এই ধন রসে পরি-

পূর্ণ; এই অমৃত পান করিলে সব দুঃখ দূর হয় ইহলোক পরলোক এক দেখা যায়। চক্ষু খুলিয়া যায়, হৃদয় খুলিয়া যায়, সব নূতন হইয়া যায়। প্রাণের আরাম দাতা, প্রাণসখা প্রাণের মধ্যে। অন্তরের অন্তরাত্মা তিনি, প্রাণের চির অবলম্বন তিনি। যাঁর প্রকৃতি প্রেমে পরিপূর্ণ তিনি প্রাণকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে পাইলেই অনন্ত জীবন লাভ হয়, শাশ্বত শান্তি লাভ হয়। ভোগের বিষয় তাঁহার সমান আর কিছুই নহে। অসার মলিন পৃথিবী সুখ দিবে আবার দুঃখ দিবে। তাহা কি ভোগের যোগ্য? প্রকৃত ভোগের বস্তু যাহা—যাহা লাভ করিয়া প্রাণ চির আরাম সম্ভোগ করে তাহা এই।

প্রত্যেকের আত্মার মধ্যে এই ধন রহিয়াছে। তাঁহাকে জানি না বলিয়া আমাদের দুঃখ, তাঁহাকে পাই নাই বলিয়া আমরা সুখের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াই। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে। তাঁহার সঙ্গে মিলন হইলে প্রাণে যে কত সুখ হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই জন্য ভক্তগণ, প্রেমিকগণ সেই অমৃত ধন লাভ করিবার জন্য কত পরিশ্রম করেন, কত সাধন করেন। এ ধনের কথা অনেকেই শোনেন, সংবাদ পান, সময়ে সময়ে চক্ষেও পড়ে; কিন্তু যত্নের অভাবে, আদরের অভাবে এ ধনকে লাভ করিতে পারেন না, রাখিতে পারেন না এবং ভোগ করিতেও পারেন না। ঈশ্বর-প্রেমিক কৃপণের ধনের মত অতি যত্নে প্রাণের গভীর স্থানে এই ধনকে রক্ষা করেন। এই ধনে ধনী হইয়া চির কৃতার্থ হন, আর কোন অভাব থাকে না, অমৃতের উৎসেতে অবগাহন করেন। যাঁহা হইতে এত সুখ, সেই প্রিয়তমের সেবাকে কত সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন? তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণকে অনায়াসে বলিদান দিতে পারেন। সেই অমৃত পুরুষের সঙ্গে যার যোগ হইয়া গিয়াছে সেই অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এই দেহ আবরণ মাত্র, ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সেই অমৃতের সঙ্গে যুক্ত না হইলে কেহই অমর হইতে পারে না। কি সুখের সংবাদ! আমাদের এই মলিন আত্মাতেই সেই অমূল্য ধনের খনি রহিয়াছে। কে এ সংবাদ আনিয়া দিল? তিনি নিজে এই সংবাদ দিয়াছেন। সকলেরই কাছে এক এক সময়ে তিনি এই সংবাদ আনিয়াছেন। সকলকে আপনার কাছে লইয়া যাইবার জন্য তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করেন। মানুষ যখন পাপে অবসন্ন হয়, তখন তিনি "আমি আছি" এই সংবাদ দিয়া প্রাণকে উৎসাহিত করেন। কতবার এই সংবাদ পাইয়াছি। কিন্তু আমরা সে ধনের জন্য যথার্থ ব্যাকুল নই, সেই জন্য যেমন করিয়া লাভ করিতে হয়, সেইরূপ চেষ্টা করি না। সামান্য চেষ্টাতে সে ধন পাওয়া যায় না। তিনি প্রেম, যত্ন, আদর, ক্রন্দনের অধীন। যে জন সেই অমৃত ধনের কাঙ্গালী হইয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে ডাকে, তাঁহার জন্য লালায়িত হইয়া প্রাণপণে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, তিনি তাহার নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন।

এই উৎসবে আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি যে সেই অমৃত ধন আমাদিগের আত্মার ভিতরেই রহিয়াছেন। কিন্তু এ ধনকে নিত্যরূপে আমরা ভোগ করিতে পারিব না, যদি প্রাণের বিনিময়ে তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা না করি। সামান্য ধনের জন্য লোকে প্রাণ দিতেছে, সামান্য সিপাহী ১০৲ টাকার জন্য কামানের সম্মুখে গিয়া প্রাণ দিতেছে। আর নিত্যকালের ভোগ্য এই ধন—এই ধনের জন্য প্রাণের মায়া ছাড়িতে পারি না, যদি ৫৲ টাকা দিতে হয় তাহা পারি না, পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা পারি না। ইহাতে কি বুঝায়? আমরা এ ধনের যথার্থ কাঙ্গালী নই। লোকের দেখাদেখি এক এক বার বা হুতাশ করি মাত্র। প্রাণের ভিতর গভীর আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে এ ধন পাওয়া যায় না। যদি অমৃতের জন্য আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, এস তবে ভাই ভগ্নীগণ! এই ধনলাভ করিবার জন্য সকল ক্লেশ, যত্ন, আয়াস স্বীকার করি। না পাইলেই নয়, ইহা লাভ করিবার জন্য সব ভয় ভাবনা তুচ্ছ করিব, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিব। ইহা অপেক্ষা পরমধন, অমূল্য ধন আর নাই। যত্ন করিলেই তাহা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষ সকলকে নির্বিশেষে ডাকিতেছেন এবং বলিতেছেন—"কর সাধন, মিলিবে রতন।"

মাধ্যাহ্নিক উপাসনার পর পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়, তৎপর প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে অত্যন্ত লোক সমাগম হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে উপাসনার বিঘ্নও ঘটিয়াছিল। উপাসনান্তে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ প্রদত্ত হয়।

উপদেশের পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কয়েকটী বচন পঠিত হয় তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে;—

"আমার আত্মন্! কেন তুমি পরাভূত হইতেছ? হৃদয় কেন তুমি চঞ্চল হইতেছ? তুমি ঈশ্বরে আসক্ত হও; কারণ আমি তাঁহার প্রসাদ ও অনুগ্রহের জন্য এখনও তাঁহার স্তুতিবাদ করিব।"

"যদি প্রভু পরমেশ্বর নির্ম্মাণ কার্য্যের সাহায্য না করেন, তাহা হইলে আর যাহারা নির্ম্মাণ করিতে যায়, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। প্রভু যদি নগর রক্ষা না করেন, রক্ষী পুরুষের জাগিয়া থাকাই বৃথা।"

"গৃহ নির্ম্মাতারা যে পাথরখানিকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা ছাদের কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়াছে।"

"ইহা প্রভু পরমেশ্বরেরই কার্য্য, আমাদের চক্ষে ইহা অত্যাশ্চর্য্য।"

"এই দিন পরমেশ্বর আনিয়াছেন, আমরা এই দিন পাইয়া সকলে আনন্দ করিব।"

তদনন্তর নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হইল।

প্রাতে সকলকে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা করিতে বলিয়াছি। কিন্তু কোন সাহসে আশা করি। মানুষের আশার ত একটা ভিত্তি থাকা চাই! আশার কারণ নাই অথচ আশা করে এমন লোককে জন সমাজে বাতুল বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তির পাঁচ শত টাকা বই পুঁজি নাই সে যদি পাঁচ হাজারের মত কারবার আটিয়া বসে, তবে লোকে বলে

হয় সে অপরকে প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে নতুবা সে বাতুল। সেইরূপ যাহার দুই শত টাকা বই আয় নয় সে যদি বিশ হাজার টাকা ঋণ করিতে যায়, তাহাকে লোকে প্রবঞ্চক বলে। কারণ সে যে ঋণ শোধের আশা করে তাহার কারণ বিদ্যমান নাই। যে ব্যক্তির ঘরে ৫০ জন লোকের মত আয়োজন আছে সে যদি ৫০০ শত লোক নিমন্ত্রণ করে তবে লোকে তাহাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করে। লোকে যখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তখন অন্য লোকে ক্রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করে তুমি এত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে কোন সাহসে?

সেইরূপ আজ প্রশ্ন হইতেছে ব্রাহ্মগণ যে আশা করেন কোন সাহসে? আমাদের দেশে একটা কথা আছে মশা মারিতে কামান পাতা; অল্প কার্য্যে মহৎ আয়োজন করিলে লোকে ঐরূপ বিদ্রূপ করে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা। কামান টানিবার জন্য যেন মশা পাঠান। ব্রাহ্ম সমাজের আকাঙ্ক্ষাটা আকাশ পাতাল জোড়া। জন সমাজকে আমরা নূতন করিয়া গড়িব—ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্য ধরাতে প্রতিষ্ঠিত করিব। বাপ্ কি ভয়ঙ্কর কথা, কি আস্পর্দ্ধার কথা অথচ আয়োজনটা কি একবার বিবেচনা কর। কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ২১১নং বাড়ীতে এক মুটা গরিব, দুর্ব্বল ও সহায় সম্বল বিহীন লোক একত্র হইয়া বলিতেছে আমরা জনসমাজকে নূতন করিয়া গড়িব। বাহিরের লোক যে ইহাতে অট্টহাস্য করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? যে ব্রাহ্মসমাজ জনসমাজকে নূতন করিয়া গড়িবে সে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি কি? দেখ এই ব্রাহ্ম সমাজ ভারত তরুর একটী পাতার এক প্রান্ত ভাগে এক বিন্দু শিশির জলের মত দুলিতেছে, একটু জোরে বায়ু বহিলেই যেন পড়িয়া যায়। ঘোল মহলে মাখনের কণা যেমন তাহার উপরে ভাসিতে থাকে সেইরূপ এক মাখন কণিকার ন্যায় প্রকাণ্ড ভারত পাত্রের এক কোণে ব্রাহ্ম সমাজ ভাসিতেছে, অঙ্গুলি দিয়া একটু স্পর্শ করিলেই উঠিয়া আসে। এই ত আয়োজন, তবে কি সাহসে আশা করিতে বলি যে এই ব্রাহ্মসমাজ জয় যুক্ত হইবে।

প্রথম ব্রাহ্ম সমাজের লোক-বলের বিষয় চিন্তা করি বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতে যত ব্রাহ্ম সমাজ আছে, বাদ সাদ দিয়া তাহাদের সংখ্যা ২২০ ধরা যাউক। এই ২২০ সমাজের প্রত্যেকটা গড়ে ৩০ জন সভ্য ধরিলে ৭ হাজারের অধিক হইবে না। ধরা যাউক সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজে ৭ হাজার লোক আছে কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা সংখ্যা ২৫ কোটী। কোথায় ২৫ কোটী লোক আর কোথায় ৭ হাজার লোক। এইত লোক বল।

ধন বলও সেইরূপ। দুই চারিজন সম্পন্ন লোক ভিন্ন ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। জগতের যত ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে, সকলেরই প্রারম্ভে দেখা যায় দরিদ্রদিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, আর ধনিগণ তাহাতে যোগ দিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই,ধনিগণ রাজগণ এখনও দূরে দণ্ডায়মান আছেন। কলিকাতার একটী ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগী লোক একবার এখানকার এক ধনী পরিবারে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন বড় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বলিলেন,—"বাবু আপনাদের স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলে আপনাদের নাট মন্দিরে নিত্য কথকতা, পাঠ, কীর্ত্তনাদি হইত; পাড়ার সকল লোক আসিয়া শুনিয়া কত সুখী হইত, আপনারা কি সকল তুলিয়া দিলেন?" এক দিন কেন নাট মন্দিরে ব্রাহ্ম কীর্ত্তন দেওয়া যাউক না। বড় বাবু শুনিয়া বলিলেন,—"মহাশয় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। তবে আপনি ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার আয়োজন করুন।" এমন সময়ে মেজ বাবু আসিয়া বলিলেন। দাদা আমাদের যা হউক ৫ পয়সা আছে, পেটের অন্নের সংস্থান আছে,আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের বাতিকে প্রয়োজন কি?" এই মেজ বাবুটী ঠিক ভাব প্রকাশ করিয়া দিলেন। যাহাদের পেটের অন্নের সংস্থান আছে তাহাদের যেন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক ধন বল সম্বন্ধে আমাদের কোন আয়োজন নাই।

বিদ্যা বুদ্ধি পদগৌরবের বিষয় যদি চিন্তা করা যায় সে দিকেও বিলক্ষণ অপ্রতুল। ব্রাহ্ম দলে প্রবেশ করাতে গৌরব কিছু নাই বরং লোকের নিকট বিদ্রূপ সহ্য করিতে করিতে প্রাণ যায়। এই কারণে দেখিয়াছি পাঠদশাতে অনেকে ভারি ব্রাহ্ম থাকে, পা বাহির হইলেই তাহাদের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম "বেঙ্গাচির লেজের ন্যায়" খসিয়া পড়ে; তাহারা লাফাইয়া সংসার ডাঙ্গায় উঠিয়া যায়। এক বালক পাঠদশায় বড় উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিল, যেই উকীল হইল, অমনি অপর দশজন উকিলের বিদ্রূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম টুকু লুকাইয়া ফেলিল। এই ত পদগৌরবের বল। এই জন্য বলিয়াছি ব্রাহ্ম সমাজ ভারত তরুর একটী পাতার এক কোনে শিশির কণার ন্যায় দুলিতেছে।

এই ত গেল আমাদের বল, তবে যে আশা করিতে বলিতেছি, সে আশার মূল কোথায়? এইখানে পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত বচন গুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি, "ঈশ্বরে আশান্বিত হও।" ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইহা যদি সত্য হয়, ইহার জয়-বিধাতা তিনি। আমরা ত আর পৈতৃক জমিদারী বজায় রাখিতে আসি নাই যে অনেক মকদ্দমা মামলা করিয়া, আদালতে ছুটাছুটী করিয়া বড় লোকের শরণাপন্ন হইয়া তাহা রক্ষা করিতে হইবে। তিনি আমাদিগকে নবজীবন দিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে এই নবজীবনের বার্ত্তা জগতকে শুনাইতে হইবে। আমরা সেই হুকুম তামিল করিতেছি। তাহার পর তাঁহার সত্য আছে আর তিনি আছেন। আমরা নিশ্চয় জানি তিনি না গড়িলে গঠনের চেষ্টা বিফল—তিনি নগর রক্ষা না করিলে পুলিস রাখাই বৃথা।

তিনি আবার গড়িবেন কি? তিনি কি কণিক বালি চূণ লইয়া গৃহ নিৰ্ম্মাতার কাজ করিবেন, অথবা তিনি কি পুলিস প্রহরীর ন্যায় পাহারা দিবেন! এই কথার গভীর অর্থ এই—তিনি মানবের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া নবজীবন না দিলে, তিনি পুণ্যের ক্ষুধা প্রবল করিয়া না দিলে, তিনি ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া না দিলে, সমাজ গঠনের সহস্র চেষ্টা বিফল হইয়া যায়,

প্রকৃত স্বর্গরাজ্য গঠন হয় না; সহস্র প্রহরী রাখিলেও নগর শাসন হয় না।

কিন্তু তাঁহার গঠন প্রণালী অত্যাশ্চর্য্য। লোকে যে প্রস্তর খানিকে অকর্ম্মণ্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহাকে তিনি কোণের প্রকাণ্ড প্রস্তর করেন। ইহার প্রমাণ অন্বেষণের জন্য দূরে যাইতে হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেই ইহার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কত যুবক সুরাপান করিয়া প্রতিবাসিদের উপরে দৌরাত্ম্য করিয়া করিয়া লক্ষ্মীছাড়া হইয়া বেড়াইত। সংসারের লোকে তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য পাথর বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, ঈশ্বর তাহাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া তাহাদিগকে ভদ্র কাপড় পরাইয়াছেন, ভদ্রসমাজে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের সমক্ষে কার্য্যক্ষেত্র খুলিয়া দিয়াছেন; জীবনের আলোক তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব বলি ঈশ্বরে আনন্দিত হও।—তাঁহার ঘর তিনিই গড়িবেন।

১২ই মাঘ প্রাতঃকাল।

১২ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের স্থূল ভাব নিম্নে লিখিত হইল—

ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা কাঙ্গালের ন্যায়। কিন্তু তাঁহার কি করুণা! কাঙ্গালের মত এই উৎসবে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি জানাইয়াছেন যে যদিও কাঙ্গাল বটি, তথাপি তিনি আমাদের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে কোনও কায করাইয়া লইবেন। যে যত মূর্খ, গরীব, পাপীই হই না কেন, আমাদের প্রত্যেকেরই তাঁহার কার্য্যের কিছু কিছু করিবার আছে। আমরা যত লোক আহূত হইয়া আসিয়াছি, এই সকলের দ্বারা তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-রাজ্য সংগঠিত করিবেন। কল্য শুনিলাম যে, যে সকল প্রস্তর জগতের লোকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার দ্বারা তিনি ধর্ম্মের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা অতি সামান্য লোক; কিন্তু তিনি আমাদিগকে ডাকিয়াছেন, তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন। আমাদের দ্বারা যখন এমন মহৎ কার্য্য করাইবেন, তখন কি আমাদের প্রাণে উদ্বেগের সঞ্চার হইবে না? আমাদের মত ঘৃণিত লোকদিগের দ্বারা তাঁহার ঘর প্রতিষ্ঠিত করিবেন একথা স্মরণ করিয়া কি প্রাণে উদ্বেগের সঞ্চার হইবে না? অতএব আমাদিগকে প্রথমতঃ চেষ্টা করিতে হইবে যে তাঁহার উপর যেন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে,—তাঁহাকে যেন না ভুলি। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিব যে তিনি আমাদিগকে ডাকিয়াছেন। আমরা যে উপযুক্ত নই তাহা জানি; কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে দশ জন একত্র হইয়া কাতর প্রাণে সাধন ভজন করিলে সকলই সম্ভব হয়। কাল এই কথার সত্যতা বিশেষরূপে বুঝিয়াছি। সকলে মিলিয়া উপাসনা করিলে প্রেমের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়। কিন্তু নির্জ্জনে একাকীও ব্রহ্মের সাধনা করিতে হইবে, এবং সজনে সকলের সঙ্গে মিলিয়াও উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ করিলে তবে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে এবং প্রেমের ভাব স্থায়ী হইবে। দেখিতেছি যে একাকী যে পাপ দূরীভূত করিতে পারি না, দশ জনে মিলিয়া একত্র সাধন করিলে তাহা দমন করা সহজ হইয়া যায়।

"ব্রহ্মের জয় হউক" বলিলে প্রথমে আমাদের প্রাণের মধ্যেই তাহা হওয়া উচিত। যে প্রাণ নানা প্রকার পাপের আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, তাহাতে কি প্রকারে ব্রহ্মের জয় হইবে? এজন্য সর্ব্বদা সাধন করিতে হইবে। এখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে সাধন খুব সহজ হইয়াছে। কাল কি তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই? সকল সন্তান একত্র মিলিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিলে সব পাপ সব কলঙ্ক একবারে চলিয়া যায়। তখন জীবনে ব্রহ্মের জয় হয় এবং আমাদের মত লোক দ্বারাও দেশের কল্যাণ সাধিত হয়। আর অলস হইয়া বসিয়া থাকিব না। কাল উৎসবে আসিয়া এই শিক্ষা পাইয়াছি, যে আমি পাপী হই, আর অধম হই, তথাপি আমি তাঁহার কার্য্য কিছু না কিছু করিতে পারি। এই জন্য সজনে ও নির্জ্জনে ব্রহ্মের সাধন করিব। এই উভয় রূপ সাধনই আবশ্যক। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মের কৃপা অবতীর্ণ হইবে।

অপরাহ্ন ১ ঘটিকা হইতে "প্রচার ফণ্ড" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রচার কার্য্যের অর্থের অত্যন্ত অভাব। যে চাঁদা পাওয়া যায় তাহাতে বর্ত্তমানে যে অল্প সংখ্যক প্রচারক আছেন, তাঁহাদিগেরই ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কোনও উপায় দেখা যায় না। এই জন্য বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সত্ত্বেও প্রচার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে না। এই ভাবে আলোচনা আরম্ভ হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, কেদারনাথ রায়, শ্রীনাথ চন্দ, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, রাধারমণ সিংহ, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এবং ডাঃ পি, কে রায় প্রভৃতি কলিকাতার এবং মফস্বলের অনেক ব্রাহ্ম অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে নানা প্রকার উপায়ের কথা উত্থাপন করিলেন। তিনটি উপায়ের কথা এখানে লিখিত হইতেছে—

১ম। প্রচারকগণ পঞ্জাব অঞ্চলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার করিয়া বেড়াইবেন। তাহা হইলে সেই সেই স্থান হইতে বৎসরে অন্ততঃ ১০০০ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। ২য়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের বার্ষিক আয়ের এক দশমাংশ প্রচার ফণ্ডে দান করিবেন। ৩য়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ-সংযুক্ত মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজ সকল কিছু অর্থ বার্ষিক চাঁদা স্বরূপ দিবেন। মফস্বলের অনেকে সেই স্থলেই কিছু কিছু বার্ষিক চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং কেহ বা তখনই দান করিলেন।

সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "যুগ-সংগ্রাম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উপাসনা মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ঐ বক্তৃতা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তাহার সার মর্ম্ম এই—

যাহারা বেদের নিন্দা করে হিন্দুরা তাহাদিগকেই নাস্তিক মনে করেন। সেই রূপ অন্ধবিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ানগণ, যাহারা

বাইবেলের অভ্রান্ততা এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের মত সকল অবিশ্বাস করে, তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের অবনতি দেখিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন যে জগৎ হইতে ধর্ম্মভাব নষ্ট হইতেছে। এই জন্যই যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছেন তাঁহারাও মনে করিতেছেন যে পৃথিবীতে ধর্ম্ম বলিয়া আর কোনও পদার্থ নাই। আজ কাল ইংলণ্ডে দুই শ্রেণীর লোককে খ্রীষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইতে দেখা যাইতেছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে বিজ্ঞান বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া তাহা ত্যাগ করিতেছেন। আর এক শ্রেণীর লোক বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে অনেক ভ্রম দেখিয়া তাহাতে অবিশ্বাস করিতেছেন; এবং ঐ সকল দোষের উল্লেখ করিয়া তাহার উপর আক্রমণও করিতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসীগণও এই সঙ্গে সঙ্গ অনেক বিষয়ে দিন দিন উদার হইয়া পড়িতেছেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বীতস্পৃহ হইলেও লোক ক্রমশঃ তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব সকল আদরের সহিত গ্রহণ করিতেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ রূপ অনুগত হওয়া, তাহা হইবার জন্য সর্ব্ব প্রকার স্বার্থপরিহার করা, ঈশ্বরের রাজ্য জগতে বিস্তৃত হইবে এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করা, পাপীদিগের মুক্তির জন্য একান্ত বাসনা, দীনদুঃখীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা এবং প্রাণপণে নরনারীর সেবা করা প্রভৃতি যে সকল শিক্ষা এবং উপদেশ খ্রীষ্ট নিজ জীবনে প্রচার করিয়াছেন ইংলণ্ডের মধ্যে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। লোকে উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য, নীতি পালনের জন্য, পতিত পাপীদিগের উদ্ধারের জন্য এবং দীন দরিদ্রদিগের হিতসাধনের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার জন্য অনেক প্রকার স্বার্থত্যাগও করিতেছে। এই ভাবে তথাকার লোকে সেইরূপ মত ও বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যদ্দারা ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। ব্রাহ্মসমাজ ও এই ভাবে কার্য্য করিতেছেন, এবং জ্ঞান, ধর্ম্মমত ও সমাজের হিতসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এই জন্য ইহার জয় অবশ্যম্ভাবী;—

একদিন ইহা নিশ্চয়ই জগতের ধর্ম্ম হইবে।

১০ই মাঘ, শুক্রবার।

শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাতঃকালে বেদীর কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের ভাব নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

আপনারা এই উৎসব উপলক্ষে অনেক অমূল্য উপদেশ, অনেক আশা, বিশ্বাস ও উৎসাহের কথা শুনিয়াছেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা নিজ নিজ জীবনে বিশ্বাস, নির্ভর ও আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত জীবন্ত উপদেশের স্মৃতি উজ্জল থাকিতে থাকিতে আমাদের ন্যায় বিষয়ী লোকের নিকট আপনারা এমন কি কথা শুনিতে আশা করিবেন, যাহাতে আপনাদের বিশেষ কোনও উপকার দর্শিতে পারে? এ ক্ষেত্রে উপদেশ দিতে পারি, আপনাদিগকে কোনও নূতন কথা শুনাইতে পারি, এরূপ যোগ্যতা আমার নাই। তবে নাকি বন্ধুগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে আমাদের ন্যায় অনুপযুক্ত লোকের কথাও সদয়ভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন, সেই জন্য নিজের অযোগ্যতার দিকে দৃষ্টি না করিয়া হৃদয়ের দুই একটী ভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। বিশেষতঃ প্রভুর দয়া ও মহিমার কথা বলিতে সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহার বিধানের এমনি মহিমা যে ইহার মধ্যে আসিয়া আমাদের ন্যায় লোকেও তাঁহার কথা বলিবার, তাঁহার কার্য্য করিবার সুবিধা পাইয়াছে। আমাদের মত লোকের এমন কি পুণ্য আছে, যাহাতে আমরা এখানে বসিয়া প্রভুর নাম গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি? বস্তুতঃ তিনি স্বয়ং যাহাদিগকে তাঁহার বিধানস্রোতের মধ্যে আনিয়া ফেলেন তাহারা যতই নির্গুণ, যতই অনুপযুক্ত লোক হউক না কেন, তিনি তাহাদের দ্বারা নিজের কার্য্য করাইয়া লন। ঠিক্ এক বৎসর পূর্ব্বে আমি এই স্থান হইতে বলিয়াছিলাম যে প্রভু যাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিবার, উপেক্ষা করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাঁহার গৃহে সকলেরই কার্য্য করিবার আছে। তিনি যাহাকে উপেক্ষা করেন নাই, তিনি যাহাকে অযোগ্য বলিয়া ত্যাগ করেন নাই, তিনি যাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করেন নাই, আমরা কে যে তাহাকে উপেক্ষা করি? আমাদের সকলকে এক প্রাণ হইয়া প্রভুর বিধানের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ্বাস, এক প্রাণতা ও আত্মবিস্মৃতি দ্বারাই বিধানের গৌরব সুরক্ষিত হয়। যেখানে ইহা নাই সেখানে ঈশ্বরের কৃপা অবাধে প্রবাহিত হইতে পায় না। যদি নিজ নিজ জীবনে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে হয়, যদি জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের জীবনের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তবে এই তিনটী ভাবকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে হইবে। আমরা যদি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে তাচ্ছল্য করি, পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে কখনই আমরা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব না, এবং তাঁহার বিধানস্রোত অন্য পথে প্রবাহিত হইবে।

আমরা এবারকার উৎসবে শুনিয়াছি প্রভুর উপর আশা স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু আশার মূলে বিশ্বাস চাই—প্রভুর কৃপায় বিশ্বাস, সত্যের জয়—শীলতায় বিশ্বাস, বিধানে বিশ্বাস চাই। নতুবা আশা মূল শূন্য লতার ন্যায় সংসারের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যাইবে। বিধানের শক্তিতে, বিধানের মহত্ত্বে বিশ্বাস না থাকিলে আমরা কখনই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের সহায়তা করিতে পারিব না। আমরা এই কয়েক দিবস প্রেমের স্রোতে, আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া অনেক মাতামাতি করিয়াছি। এখন আসুন একবার বিধানের গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের বিষয় আলোচনা করি। ভাই, ভগিনী

আনন্দে ভাবের উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হও, ক্ষতি নাই; পরমেশ্বর কৃপা করিয়া যাহা দেন তাহা, কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ কর। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিধানের মহিমা ও শক্তি স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত হও।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান কি? সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা মানুষের কার্য্য। জনসমাজে যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক বা আত্মোন্নতি প্রভৃতি পাঁচটী অনুষ্ঠান আছে ইহাও তাহার মধ্যে একটা। তোমার আমার ইচ্ছায় ইহার কার্য্য চলিতেছে—আমরাই ইহা চালাইতেছি। দৃষ্টি আরও বিস্তৃত কর, দেখিবে ইহা পৃথিবীর পাঁচটা ধর্ম্ম বিপ্লবের একটা। এ অর্থে ইহা সামাজিক শক্তির এক প্রকার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু সার্ব্বভৌমিক চক্ষে, মানব সমাজের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ইতিহাসের আলোকে দেখিলে ইহাতে সকল বিধানের পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিধান সকল ভিন্ন ভিন্ন নহে। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় প্রভৃতি বিধান একটী প্রকাণ্ড মুক্তি কাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র, ইংরাজীতে যাহাকে parts of one grand scheme of salvation বলা যাইতে পারে। বিধান অর্থে জনসমাজে ঈশ্বরের কৃপার, ব্রহ্ম শক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক অবস্থা হইতেই বিধানের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। নতুবা মূলতঃ প্রত্যেক বিধানই ব্রহ্ম শক্তির প্রকাশ, ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় প্রভৃতি বিধান সকল যে কৃপা সমুদ্রের তরঙ্গ, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ব্রাহ্ম সমাজ ও সেই কৃপা সমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিধানের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিগত সকল বিধানের সামঞ্জস্য হইয়াছে।

কে বলিল আমাদের শাস্ত্র নাই? পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক বিধানে যাহা কিছু সত্য আছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের অন্তর্গত, তাহাই আমাদের শাস্ত্র। জনসমাজের প্রাক্কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত যিনি যে কিছু আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের শাস্ত্রের অন্তর্ভূত। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্র হইতে আমাদের নিকট পরিত্রাণপ্রদ সত্য সকল আনিয়া দিতেছেন। ইহা অপেক্ষা সুখের সংবাদ আর কি হইতে পারে?

কে বলিল ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানে সাধু জীবনের দৃষ্টান্ত তেমন নাই? সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণই আদর্শরূপে আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান। সক্রেটিস্, খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ, নানক, কবির, প্রভৃতি মহাপ্রাণ সাধুগণ কোনও সম্প্রদায় বিশেষের লোক নহে। ইহাঁদের জীবন সমস্ত মানব জাতির আদর্শ স্থল। ইহাঁদের প্রচারিত সত্য সকল সমস্ত মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান সকল শাস্ত্রকে, সকল সাধু মহাত্মাকে আমাদের নিকট আনিয়া দিতেছেন। আমাদেরই জন্য সক্রেটিস্ বিষ পানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাদেরই জন্য খৃষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে নিহত হইয়াছিলেন, আমাদেরই জন্য বুদ্ধ রাজ্যপদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, আমাদেরই জন্য চৈতন্য পথের ভিখারী হইয়াছিলেন ও মহম্মদ জলন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের প্রসাদে আমরা ইহাঁদের সকলকেই পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি এই ত ব্রাহ্মধর্ম্ম, এইত যুগধর্ম্ম। সমস্ত মানবজাতির জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত। স্বয়ং ব্রহ্ম বিধানপতি হইয়া নিজ শক্তি দ্বারা ইহাকে পরিচালিত করিতেছেন। কাহার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে?

প্রভুর কৃপা দেখিয়া আনন্দিত হও, উন্মত্ত হও, ভাবস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দাও, ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিধানের গাম্ভীর্য্য স্মরণে রাখিতে হইবে! প্রেমে উন্মত্ত হইতে চাও ভাল কিন্তু অপরদিকে ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমার গাম্ভীর্য্য স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত হও—শান্ত হও—চিত্ত সংযত কর। ভক্তির দুই দিক্ আছে,—(১) আনন্দ ও প্রেমোন্মত্ততা, (২) সম্ভ্রম। আনন্দ ও উন্মত্ততার ভাব আমরা প্রভুর কৃপায় সময়ে সময়ে উপলব্ধি করিয়া থাকি। কিন্তু সম্ভ্রমের দিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করি না। প্রভুর দয়ার বিষয় ভাবিতে আমাদের যত ভাল লাগে, তাঁহার মহিমা ও শক্তির বিষয় চিন্তা করিতে তত ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি, একদিকে যেমন দয়াময় পিতা, অপর দিকে তেমনই সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতি। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমানের উপাসকের জীবনে যে জীবন্ত উৎসাহ, আশা ও তেজ থাকা উচিত আমাদের জীবনে তাহা কৈ? আমরা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি না বলিয়াই তাঁহার জীবন্ত বিধানের অন্তর্ভূত হইয়াও নিজ নিজ জীবনে উপযুক্ত বিশ্বাস ও উৎসাহের দৃষ্টান্ত দেখাইতে অসমর্থ হইতেছি। আপনারা সকলেই নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার এমন অদ্ভুত প্রতিভা ছিল যে তাঁহার নামে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণের মনে আশ্চর্য্য উৎসাহের সঞ্চার হইত ও তাহারা জয় সুনিশ্চিত মনে করিত। নেপোলিয়নের নামে তাঁহার শত্রুগণের প্রাণে ভীতি সঞ্চার হইত ও তাহারা রণক্ষেত্রে পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িত। একজন মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া যখন তাঁহার সৈন্যগণ কেমন জীবন্ত উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, তখন সর্ব্বশক্তিমান্কে সেনাপতি পাইয়া আমরা তদপেক্ষা সহস্র গুণ উৎসাহ ও শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইব না—আশা পোষণ করিব না কেন? যখন একজন মানুষের নামে তাঁহার শত্রুগণ ভীত ও পরাজিত হইত, তখন সর্ব্বশক্তিমানের নামে বিধানের শত্রুগণ ভীত ও পরাজিত হইবে, সত্যেরই জয় হইবে এরূপ আশায় আমরা আশান্বিত হইব না কেন? তাই আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আমাদিগকে আশা করিতে বলিয়াছেন। এবং সেই জন্য আমাদিগকে বিশ্বাস জাগ্রত করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বশক্তিমানের বিধান, তাঁহার ইচ্ছা এখানে কার্য্য করিতেছে, ইহপরলোকস্থ সকল সাধুর শুভ আশীর্ব্বাদ ও সাধুদৃষ্টান্ত আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আশার কথা আর কি হইতে পারে? তবে আমরা আশা করিব না কেন? তবে আমরা আপনাদের অবস্থা ভাবিয়া নিরাশ হইব কেন? তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপনায়, তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিলে, তাঁহার স্বাভাবিক করুণা হারা

সমর্পণ করিলে, তিনি নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদের মলিন মুখ উজ্জল করিবেন।

১৩ই মাঘ সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার পর বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় "ধর্ম্মের সামঞ্জস্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে তাহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ তাহার স্থূল ভাব দেওয়া যাইতেছে ;—

সামঞ্জসীভূত উন্নতিই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যেমন শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গের পরিপুষ্টিকে প্রকৃত স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না, সেইরূপ ধর্ম্মের কোন বিশেষ অঙ্গের উন্নতিকে প্রকৃত ধর্ম্ম-সাধনও বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তির সকল অঙ্গেরই পূর্ণ বিকাশ হয় সেইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের সকল অঙ্গকেই সাধন করেন। জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম প্রভৃতি বিষয় সকল পূর্ণরূপে সাধন করিলে তবে ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি সাধিত হয়। ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন দিককে আমরা পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করি। ইহা আমাদের একদেশদর্শীতা; গভীর ভাবে ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, সকল বিষয়েরই মূলে এক সামঞ্জস্যের ভাব আছে।

১৪ই মাঘ, শনিবার।

প্রাতে উপাসনা। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের ভাব নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

সংসারের কিছুই কিছু নয়—যাহাদের জন্য খাটিয়া মরি তাহারা চিরদিন আমার থাকিবে না, এই ভাব যখন মানবের মনে উদিত হয়, তখনই তাহার সাধন আরম্ভ হয়, তখনই তাহার সাধন করিবার অধিকার জন্মে। এই ভাব ব্যতীত যতই সাধন, পূজা অর্চ্চনা কর, কিছুতেই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কারণ তখনও অন্য বিষয়ে আত্মার অনুরাগ রহিয়াছে, কিন্তু যখন দেখিবে সংসার অতৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, তখনই জানিবে যে সাধনের অবস্থা নিকটে। এমন বস্তু চাই যাহা সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমার থাকিবে—ইহকাল পরকালের চির-সঙ্গী হইবে—এই ভাব অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক যতদিন না হৃদয়ে জন্মিবে, ততদিন মানুষ কিছুতেই ব্রহ্ম-সাধনের অধিকারী হইতে পারিবে না। ইহা ব্যতীত কোন ব্যক্তি হয়ত কতকগুলি ধর্ম্ম মত মানিয়া চলিতে পারে। কিন্তু মত ধর্ম্ম নহে। কতকগুলি মত বা মুখের কথা দ্বারা জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় না ও আত্মার উন্নতি হয় না। প্রাণের ভিতরে যখন যথার্থই একটা অশান্তি বা অতৃপ্তির ভাব জন্মে যে সংসারের সকল বস্তুই নষ্ট হইয়া যাইবে, তখনই বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সংসারের অতীত বিষয়ে দৃষ্টি পতিত হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত প্রকৃত ব্যাকুলতা আসিতে পারে না। যখন কেহ দেখে যে পৃথিবীর কোন বস্তুই তাহার আপনার নয়, তখন তাহার হৃদয় স্বভাবতঃই সেই নিত্য বস্তু অন্বেষণ করে, যাহাকে সে আপনার প্রাণের ভালবাসা দিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে।

ব্রাহ্ম জীবনে যাঁহাদের এই ভাব আসিয়াছে, তাঁহাদেরই ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহাদের ইহা হয় নাই, তাঁহাদের কিছুই হয় নাই। সংসারের ৫টী বিষয় আছে, তাহাদের মধ্যে উপাসনা একটী। একদিন উপাসনা না করিলেও চলিতে পারে। এই ভাবে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করিলে কিছুই হইবে না। অন্ন বস্ত্র ব্যতীত যেমন দিন চলে না, উপাসনা না করিলেও আমার দিন যায় না, এই ভাবে সাধন করিতে হইবে। সংসারের বিষয় সব তুচ্ছ, সুখসম্পদ সকল ক্ষণভঙ্গুর ইহা যে বুঝিয়াছে সে সার বস্তুই অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। সে ব্যাকুলভাবে বলিতে পারে যে "প্রভু তোমা ভিন্ন আমার আর দিন চলে না। আর কিছুই আমি চাই না, তোমাকেই চাই।" তখনই সাধনের ভাব আরম্ভ হয়, তখনই উপাসনার মূল্য সে বুঝিতে পারে। বালক যেমন মাতাকে না দেখিয়া ব্যাকুলভাবে "মা মা" বলিয়া ক্রন্দন করে, সেইরূপ কাতর প্রাণে "মা! কোথায়, দেখা দাও মা, তুমি ভিন্ন আমার দিন যায় না, সুখই হউক আর দুঃখই হউক আমি তোমাকে চাই, তুমিই আমার অবলম্বন" এই বলিয়া ঈশ্বরের জন্য কাঁদিতে পারিলে তবে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইবে। এইরূপ ব্যাকুলতা ব্যতীত কিছুই হইবে না। ঈশা বলিয়াছেন —ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্থ যাহারা, তাহারাই ধন্য, কারণ, তাহারা তাঁহাকে লাভ করিবে। আর এক সাধু ব্যক্তি বলিয়াছেন যে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিরা ঠিক কুক্কুরের ন্যায়। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে যেমন কুক্কুর লোল-জিহ্বা হইয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহারাও সেইরূপ ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান।

দেখ ভাই ভগিগণ! তোমাদের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে কি? এই উৎসব আসিয়া কি লাভ করিলে? তাঁহার জন্য প্রাণে একটু ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে কি? কাম ক্রোধ প্রভৃতি রীপুগণকে জয় করিতে পারিয়াছ কি? নিজের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল বাহিরের আন্দোলন করিলে নিজের পরিত্রাণ হইবে না। বল নিজের উপায় কি ভাবিয়াছ? একটু মাত্র কাঁদিলেই তাঁহাকে পাইবে না। পাপ গিয়াছে কিনা, কুপ্রবৃত্তি গিয়াছে কি না দেখ। যাহারা নিজের দিকে না চাহিয়া কেবল বৃথা আন্দোলন করিল, পরের নিন্দাবাদে মাতিল তাহারা ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষতি করিল। অতএব অন্য দিকে না চাহিয়া সকলে ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহার দিকে ধাবিত হও। সংসারাশক্তি ত্যাগ কর, কুপ্রবৃত্তি সকল জয় কর, তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বালকবালিকা সম্মিলন। বহু সংখ্যক বালকবালিকা সুসজ্জিত হইয়া একত্রিত হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। পরে তিনি এবং বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে সরল ভাষায় তাহাদিগকে উপদেশ দেন। মন্দির হইতে তাহাদিগকে ১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে লইয়া গিয়া নানা প্রকার সুন্দর খেলেনা উপহার দেওয়া হয়।

সায়ংকালে উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের সার নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

একবার এক ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়া ভিক্ষার উদ্দেশে এক ধনীর ভবনে উপস্থিত হইল। ধনী বড় উগ্র প্রকৃতির লোক; এজন্য তাহার আশা যে পূর্ণ হইবে তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ব্রাহ্মণ ঠিক অনুকূল সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ধনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর কি চাও?" ব্রাহ্মণ নিরাশ হৃদয়ে নিজের দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিল। ধনী শুনিয়া বলিলেন "কত টাকার আবশ্যক?" ব্রাহ্মণ সামান্য অর্থ পাইবার আশা করিতেছিল। তথাপি বলিল "৪০০ টাকা হইলেই হইবে।" ধনী আপনার কোষাধ্যক্ষকে ৪০০ টাকা দিতে বলিয়া বলিল "ভিক্ষার্থ আর কোথায় যাইও না।" ব্রাহ্মণ পথে যাইতে যাইতে ভাবিল যে যদি অধিক চাহিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইত। এই মনে করিয়া অবশেষে ধনীর গৃহে ফিরিল। ধনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবার ফিরিলে কেন?" ব্রাহ্মণ বলিল "লজ্জায় আপনাকে বলিতে পারি নাই; কিন্তু আমার আরও অধিক টাকার আবশ্যক।" এই কথা শুনিয়া ধনী আপনার ভৃত্যদিগকে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পূর্ব্ব প্রদত্ত ৪০০ টাকা কাড়িয়া লইতে বলিলেন। ধনী কেন এরূপ আচরণ করিলেন? তিনি দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ এই আশাতীত অর্থ পাইয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং অধিক প্রার্থনা করিল। সেই কারণেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত টাকা কাড়িয়া লইতে বলিলেন।

ঈশ্বরের হস্তে অনেক সময় আমাদের ও ঠিক এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। তিনি আশাতীতভাবে কতবার কত কৃপা করেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিই না। বরং কত সময় অসন্তোষ প্রকাশ করি, কত অন্যায় অসঙ্গত প্রার্থনা করি। তিনি করুণা করিয়া যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, ইহার কিছুরই পাইবার উপযুক্ত আমরা নই, এই কথা মনে করিয়া কোথায় আমাদের মন কৃতজ্ঞতারসে পূর্ণ হইবে, তাহা না হইয়া আবার আমরা তাঁহার নিকট অন্যায় অনুযোগ করি। এই অপরাধেই আমরা যাহা পাই তাহা হারাইয়া ফেলি—ঈশ্বর তাহা কাড়িয়া লন। অনেক ব্রাহ্ম যাহা পাইয়া থাকেন, তাহা অল্প মনে করিয়া অনেক সময় "কিছু হইল না কিছু হইল না" বলিয়া আক্ষেপ করেন! এইরূপে যাহা পাইয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ তাহা চলিয়া যায়। উৎসবে আসিয়া আমাদের এই কথা স্মরণ করা উচিত যে কোন প্রকার অবিশ্বাসের ভাষা আমাদের মুখ হইতে বাহির হইতে দেওয়া উচিত নহে।

ঈশ্বর যাহা দেন তাহা চির জীবনের মত দেন। একবার যাহা দেন, পুনরায় আর কাহাকেও তাহা দেন না। তাঁহার প্রদত্ত বস্তু কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া যে যত্ন পূর্ব্বক রাখিতে জানে, তাহারই তাহা থাকে। উৎসবের পর কেহ এরূপ নিরাশার কথা বলিবেন না যে কিছু পাইলাম না। যে যাহা পাইবার উপযুক্ত তাহাকে তিনি তাহা দিয়াছেন। তবে তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ না দিয়া কেন নিরাশ হইবেন এবং পাইলেন না বলিয়া আক্ষেপ করিবেন? আর অবিশ্বাসের কথা বলিবেন না। উৎসবে ঈশ্বর-কৃপায় যে সকল সত্যলাভ করিয়াছেন, ভালরূপ সাধনের দ্বারা তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। কাহাকে যদি তিনি বলিয়া থাকেন যে "উপাসনাশীল হও," তবে তাহা দুই এক দিনের জন্য বলেন নাই, চিরদিনের জন্য তাহা আদেশ করিয়াছেন। এইরূপ বিশ্বাস করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস বড় অল্প, ইহা দ্বারা ধর্ম্ম-জীবন স্থায়ী হইতে পারে না। যখন চারিদিকের অবস্থা অনুকূল থাকে, তখন বিশ্বাসী হওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু যখন অবস্থা প্রতিকূল হয়, তখনই প্রকৃত বিশ্বাসের প্রমাণ হয়,—তাঁহাকে কতদূর চিনিয়াছি, সেই সময়েই তাহা জানিতে পারা যায়। যখন কোনও অভাব না থাকে তখন তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া ডাকা বড় সহজ। কিন্তু চারিদিক হইতে দুঃখ ক্লেশ বিপদ আসিয়া যখন আমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন যদি বলিতে পারি যে "তুমি দয়াময়," তবেই বুঝা যায় যে আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই উৎসবে আমরা কয়েক দিন কাটাইলাম, ভক্তদিগের সঙ্গে বসিয়া ভাবের তরঙ্গে মাতিয়া তাঁহাকে কতবার দয়াময় বলিয়া ডাকিলাম। ইহাতে আমাদের প্রকৃত বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল না। যখন একাকী থাকিব, বিপদে পড়িব এবং চারিদিক হইতে প্রতিকূল অবস্থা আসিয়া ঘেরিবে, তখন যদি প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে বলিতে পারি যে "তুমি দয়াময়" তখনই আমাদের বিশ্বাসের যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তখই বুঝিব যে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য "দয়াময়" বলিয়া চিনিয়াছি। এইরূপ বিশ্বাস আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে; তাহা হইলে সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে সকল অবস্থায় সমান ভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিব। তাহা হইলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের জীবনের দ্বারা পরিচয় পাইবে যে আমরা কেবল মাত্র তাঁহারই উপর জীবনের সকল আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছি। এই উৎসবে তাঁহার যে কৃপালাভ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব। অধিক সত্য পাইবার জন্য ব্যগ্র হইব না। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব এবং ভালরূপ সাধন ভজনের দ্বারা তাহা চিরদিন রক্ষা করিতে যত্নবান হইব।

১৫ই মাঘ, রবিবার।

১৫ই মাঘ, রবিবার উদ্যান সম্মিলন। প্রায় ৫০০ শত পুরুষ এবং মহিলা প্রাতঃকালে বাবু নন্দলাল করের বেলগাছিয়ার বাগানে গিয়া সম্মিলিত হইলেন। ৯ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সার নিম্নে প্রকাশিত হইল—

পৌত্তলিকগণ যখন মহোৎসব করেন, তখন তাঁহাদের উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি গঠন করিয়া কত সুন্দর সাজে সাজাইয়া জাঁকজমকের সহিত তাহার পূজা করেন, এবং পূজাবসানে তাহা "গচ্ছ গচ্ছ" বলিয়া জলে বিসর্জ্জন দেন। তোমার পূজা শেষ হইয়াছে, আবার এক বৎসর পরে তোমাকে আনিব

এই বলিয়া আপনাদের দেবতাকে বিদায় করেন। আমাদের এ উৎসবও কি সেই রূপ? কয়েক দিন খুব ধুমধাম করিয়া যে দেবতার পূজা করিলাম, যাঁহার নাম গান করিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিলাম, আজ এই উৎসবের শেষ দিনে কি বলিব "যাও, তুমি চলিয়া যাও?" আর বলিব যে এক বৎসর পরে আমাদের উৎসব আসিবে, তখন তোমাকে লইয়া আবার আনন্দ উপভোগ করিব? ব্রহ্মের উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা কি কখনও এ কথা মুখে আনিতে পারেন? এই যে কয়েক দিন ধরিয়া আমরা জননীর পূজা অর্চনা করিলাম, আমরা কত লাভ করিয়াছি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রাণ লইয়া সকলে আসিয়াছিলাম, তিনি আসিয়া সকল যুড়িয়া দিয়াছেন, কত প্রাণে অবিশ্বাস ছিল, তিনি সব দূর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশে কোনও প্রকার দুঃখ ক্লেশ জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। তাঁহার আগমনে আমাদের গৃহ ও পরিবারের কি শোভা হয় তাহা দেখিয়াছি ভাঙ্গা ঘর সকল যোড়া লাগিয়াছে, পরিবারের মধ্য হইতে সকল অশান্তি কলহ চলিয়া গিয়াছে, আজ আমাদের সমাজ যে এক নূতন সমাজ হইয়াছে। তিনি যখন প্রাণের প্রাণরূপে প্রকাশিত হন, তখন সকল ব্যবধান চলিয়া যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্যে গৃহ পরিবার সুন্দর হয়, ভাই ভগ্নীর মুখে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখা যায়,সমস্ত জগৎ তখন চক্ষের নিকট সুন্দর হইয়া যায়। যাহার প্রকাশে অঘটন ঘটে, আমাদের জীবন নূতন হইয়া যায়, আজ কি প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারি যে তুমি এখন বিদায় হও? এখন কি আমাদের সকল কার্য্য হইয়া গিয়াছে? আমরা কি নিজেদের দুর্ব্বলতা জানি না? আবার যে ঘোর দুঃখ অশান্তি আসিতে পারে, আবার পাপ কুবাসনা আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিতে পারে। দুই চারি দিন জননীর কৃপায় চারিদিকে স্বর্গের চিত্র দেখিলাম, প্রাণে শান্তি পাইলাম, হৃদয়ে প্রেম লাভ করিলাম, তাহাতে কি পরিতৃপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি? এই স্থান হইতে বিদায় লইয়া আবার যখন সংসারে প্রবেশ করিব, তখন চারিদিক হইতে কত শত্রু আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। সেই সময় হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। এই জন্য এই উৎসবের মধ্যে থাকিয়া অন্তরে যে সকল ভাব পাইয়াছি, তাহা নিজেদের জীবনে, গৃহপরিবারে এবং আমাদের এই সমাজের মধ্যে তাহা স্থায়ী ভাবে দেখিতে চাই। তাহা হইলে আর কোনও বিপদ থাকিবে না। কিন্তু সেই জননী ভিন্ন আর কাহার সাধ্য এরূপ করিতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই এরূপ করিয়া দিবেন; কিন্তু তিনি যাহা চান আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে। প্রাণ মন তাঁহার অভয় চরণে চিরদিনের মত উৎসর্গ করিতে হইবে। আজ জননীকে বিদায় দিলে চলিবে না। আজ বিদায় দিবার দিন নয়, কিন্তু কাঁদিবার দিন। আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইবে যে "যদি ভাঙ্গা ঘরে এসেছ, তবে তোমাকে আর যেতে দিব না। তুমি যাবে কোথা? তোমাকে বিসর্জ্জন দিলে কি আমাদের চলে? এস এস, ভিতরে এস! আবার তোমার উৎসব আসিবে, তখন আবার তোমার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নাচিব গাহিব। কিন্তু তোমাকে আর যাইতে দিব না। তোমাকে ভিতরে আসিতে হইবে। তুমি দ্বারে দ্বারে আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া যে চলিয়া যাইবে তাহা হইবে না। তোমাকে আমাদের প্রাণের ভিতর রাখিয়া দিব। এখন তোমার কাছে আছি, বেশ আছি, কেমন শান্তি অনুভব করিতেছি। কিন্তু এই জীবনের চারিদিকে পায়ে পায়ে যে অনেক শত্রু অপেক্ষা করিতেছে। তুমি আসিতেছ দেখিয়া তাহারা পলাইতেছে; আবার তুমি একটু সরিলেই তাহারা আমাদিগকে নষ্ট করিতে আসিবে। তাই বলি তুমি এস এস, আমার প্রাণের ভিতর এস। আজ বাহিরে বাহিরে রাখিয়া তোমাকে বিদায় দিব না। কিন্তু হৃদয়ের ভিতর প্রাণের মর্ম্মস্থল যেখানে, সেইখানে তোমাকে বসাইব।" এই কথা কি হৃদয় খুলিয়া আমরা বলিতে পারি? এই কথা তাঁহাকে বলিতে না পারিলে তিনি প্রাণের মধ্যে স্থির হইয়া বসিবেন না, আসিয়াছেন আবার চলিয়া যাইবেন। ভক্তের হৃদয়ে হৃদয়বিহারী হইয়া তিনি যে চিরজীবন বিহার করেন, তাহার কারণ কি? ভক্ত একেবারে ষোল আনা প্রাণ তাঁহাকে সমর্পণ করেন, এবং হৃদয়ের মধ্যে পাপ সংসার আসক্তি প্রভৃতির দুর্গন্ধময় ভাব থাকিলে তাহা প্রিয়তমের বাসের অযোগ্য এই মনে করিয়া সর্ব্বদা হৃদয়কে বিমল ও পরিশুদ্ধ রাখেন। সতী রমণী যেমন আপনার প্রাণপতিকে আদরে রাখিতে চেষ্টা করেন, ভক্ত ও সেইরূপ তাঁহার প্রাণেশ্বরকে যত্নের সহিত প্রাণে রাখিবার জন্য কত প্রকার ক্লেশ স্বীকার করেন। তাঁহাকে প্রাণে রাখিতে হইলে আমাদের সকল প্রকার সংসারাসক্তি মলিন বাসনা ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি কত বড় দেবতা তাহা কি আমরা জানি না? ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, স্বর্গের দেবতা, বেদদুর্লভ ধন তিনি, কৃপা করিয়া আমাদের মত কাঙ্গালের প্রাণে তিনি থাকিবেন, আমাদের ইহা কত সৌভাগ্য! তবে কি তাঁহার জন্য আমরা হৃদয় গৃহকে পরিষ্কার করিব না? তিনি ততক্ষণ আমাদের অন্তরে ভাল করিয়া প্রকাশিত হইতে পারিবেন না, বিহার করিতে পারিবেন না, যতক্ষণ আমরা পাপের সঙ্গে, বিষয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কোন যোগ রাখিব। তিনি এক দিকে, সংসারের আর সব বস্তু অন্য দিকে—এরূপ হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তিনি প্রাণের অর্দ্ধেক লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন না, এই জন্যই সাধকেরা তাঁহাকে (jealous God) বলিয়াছেন। প্রাণের একদিকে পাপ কুবাসনা সংসারাশক্তি রাজত্ব করিবে, অন্য দিকে তাঁহাকে বসাইব এরূপ ভাব যাঁহার, তাঁহার প্রাণে তিনি আসেন না। তাঁহার সঙ্গে প্রাণ ভাগাভাগি করিয়া যে কিছু হয় না, জগতের সকল ভক্ত প্রেমিকগণ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। যে তাঁহাকে সব দেয়, সেই তাঁহাকে পায়। তিনি অমূল্য ধন, এমন কোন মূল্য নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ভগ্ন প্রাণ এবং মলিন জীবন ও যে তাঁহাকে দিতে পারে, সেও সেই অমূল্য নিধি হৃদয়ে পায়।

ভাই ভগ্নীগণ! যদি সত্যসত্যই সেই ব্রহ্মকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকে, তবে আমাদিগকে সেই ব্রহ্মের হইতে হইবে। ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম ধ্যান সার করিয়া তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে রাখিতে হইবে; নতুবা হৃদয়ের গভীর বাসনা পূর্ণ হইবে না। সেই সত্যং শিবং সুন্দরের মধ্যে বাস করিয়া সুখে থাকিব, তাঁহাকে প্রাণেশ্বর করিয়া প্রাণের ভিতরে রাখিব। কেবলমাত্র ক্ষণকাল তাঁহার উপাসনা আরাধনা করিয়া তৃপ্ত হইব না। ব্রাহ্ম বলেন যে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বনে যাইতে হইবে না, ঘরে বসিয়া অন্তরের সহিত তাঁহার সাধন করিলে এবং গৃহের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে এইখানেই তাঁহাকে পাইব। কিন্তু আমাদের গৃহের মধ্যে কি দেখিতে পাই? ব্রাহ্মের গৃহ কি ধর্ম্ম সাধনের স্থান হইয়াছে? ব্রাহ্মের গৃহ ও সংসারীর গৃহে কি কোনও প্রভেদ দেখা যায়? অনেক ব্রাহ্মের গৃহকে ঈশ্বরের স্থান বলিয়া বোধ হয় না। বিষয়ী লোকের ন্যায় আমরাও সংসার কার্য্য করিয়া থাকি। ধর্ম্ম ও সংসারকে এক করিব এই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে গিয়া শেষে সংসারকেই সার করিয়া ফেলি, ধর্ম্ম কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। ঈশা বলিয়াছেন, "কেহ দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না।" এক জনকে রাখিতে যাইলে অপরে থাকিবে না। সংসার ও ধর্ম্ম এই উভয়কে এক সময়ে ভালবাসা যায় না। আমরা এই উভয়কে রক্ষা করিতে গিয়া এই করিয়াছি যে প্রায় আমাদের ষোল আনা হৃদয়ই সংসারের হইয়া গিয়াছে, অতি অল্পই ঈশ্বরের জন্য আছে। আমাদের সংসার ঈশ্বরের বলিয়া বলা যায় না। আমাদের কার্য্য সকলের ভিতর ধর্ম্মের ভাব বড় অল্পই দেখা যায়। গৃহের মধ্যে যদি জননীর স্থান করিতে না পারি, তবে তাহা ধর্ম্মের হইবে না, এবং তাহা হইলে ঘরে বসিয়া ধর্ম্মলাভ করিবার আশা বৃথা হইবে। এই জন্য আজ বলিতে হইবে "এস এস ঘর যুড়িয়া বস, এ যে তোমার সংসার, ইহাতে আমরা কেন কর্ত্তা হইতে যাইব? দু একটা কার্য্য মাত্র তোমার জন্য আর বাকী সব আমরা নিজে করিব—এরূপ আদেশ কাহার নিকট হইতে পাইলাম?" তবে মা আসুন, সকলের উপর যে তাঁহার অধিকার। আমরা দাসদাসী হইয়া কেবল তাঁহার ব্যবস্থা মানিয়া চলিব। তিনি যাহা দেন, তাহাই পাই, সব তাঁহারই। আমাদের ঘরে তাঁহাকে রাখিয়া তাঁহার অধীন হইয়া যেন থাকিতে পারি। আর এই ধর্ম্ম সমাজের মধ্যে তাঁহাকে রাখিতে হইবে, উৎসবের পর তাঁহাকে বিদায় দিলে চলিবে না। ইহাকে সাধারণ তন্ত্র করিয়াছি, অনেকের মত লইয়া কার্য্য করিতেছি ইহাতেই কি ধর্ম্ম চলিবে? যতই অধিকাংশ লোক কর্ত্তা হইয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত না হইলে কিছু হইবে না। তিনিই ত আমাদের ধর্ম্ম সমাজের ঘর গড়িয়াছেন। যখন তাঁহাকে দূরে রাখিয়া মানুষ আপনি সভা সমিতি চালাইতে যায়, তখন কিছুই হয় না। কিন্তু যখন তাঁহার উপর ভার দিয়া তাঁহারই অধীন হয় এবং অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব না মানিয়া মাথা হেঁট করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করে, তখন বিশৃঙ্খলতা চলিয়া যায়। পিতার ঘর বাঁধিবার প্রতিবন্ধক হইয়া আমরা কতবার কার্য্য করিয়াছি। তাঁহাকে দূরে রাখিলে এ ব্রাহ্ম সমাজ চলিবে না, তাঁহাকে ইহার ভিতরে বসাইতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে; তাহা হইলে এই সমাজের শোভা বৃদ্ধি হইবে। তিনি যেমন গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া গৃহের মধ্যে বিরাজ করিবেন, সেইরূপ সমাজের কর্ত্তা হইয়া ইহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন। তখন লোকে দেখিয়া বলিবে "এ গৃহ ঈশ্বরের গৃহ বটে, এ সমাজ ঈশ্বরের সমাজ বটে।" ভাই ভগ্নীগণ! সকলে এক প্রাণ হইয়া তাঁহাকে বলুন,—"বিদায় হইওনা, এস আমাদের প্রাণের ভিতরে আসিয়া কর্ত্তা হও।" এ তোমার রাজ্য, এখানে তুমি কর্ত্তৃত্ব করিয়া আপনার ইচ্ছা পূর্ণ কর।

উপাসনার পরে একটী মহিলা ভাবপূর্ণ প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীমতি ভোজনান্তে অপরাহ্নে "ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি" এই বিষয়ে আলোচনা হয়। কয়েকজন মহিলা এই আলোচনাতে যোগ দিয়া আপন আপন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাত্রে উপাসনা-মন্দিরে উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ মাঘোৎসবে আসিয়া যোগ দিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছিলেন;—

ধুলিয়ান, নলহাটী, বড়বেলুন, ময়মনসিংহ, লাহোর, বোম্বাই, বাগআঁচড়া, উলুবেড়িয়া, বানীবন, হুগলি, বরিশাল, বসিরহাট, দিনাজপুর, বারাসত, কালিকচ্ছ, বগুড়া, রাজসাহী, বরাহনগর, জঙ্গীপাড়াকৃষ্ণনগর, কাঁথি, গাজিপুর, পাবনা, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ী, মজঃফরপুর, দশঘরা, ঢাকা, জগন্নাথপুর, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, নড়াল, খালোড়, কাল্না, আঁচুল, মহিপুর, সৈয়দপুর, দোগাছিয়া, ধুবড়ি, ফরিদপুর, খলিলপুর, নওগাঁ, খুলনা, বোলপুর, শ্রীরামপুর, মাজিলপুর, নলধা, রঙ্গপুর, টাঙ্গাইল, সমসপুর, বানেশ্বরপুর, বনগাঁ, বাহিরগড়া, বাঁকুড়া, গোয়ালপাড়া, ভবানীপুর, কামারপুর, মেদিনীপুর, মাণিকদহ, চন্দননগর, হড়া, চক্রবেড়ে এবং শিবপুর।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একাদশ বার্ষিক সভার কার্য্যবিবরণ।

৯ই মাঘ সোমবার সায়ংকালে উপাসনা-মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একাদশ বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সমাজের সাম্বৎসরিক বিবরণ এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় হিসাবের তালিকা পাঠ করেন

লাহোরের বাবু লছমনপ্রসাদ প্রস্তাব করিলেন যে সম্পাদক যে যে বিষয়ে আবশ্যক মনে করেন সেই সেই বিষয়ের

পরিবর্ত্তন সংশোধন করিয়া বার্ষিক বিবরণ প্রকাশ করিবেন এই ভাবে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ গ্রহণ করা হউক। বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন উহার পোষকতা করেন। কোন কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তনের কথা উল্লিখিত হইলে পর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপরে সভাপতি তাঁহার বার্ষিক বক্তৃতা করেন।

ময়মনসিংহের বাবু শ্রীনাথ চন্দ প্রস্তাব করেন এবং বাবু গৌরীকান্ত রায় সমর্থন করেন যে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বাবু আনন্দমোহন বসুকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতিরূপে মনোনীত করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাবু কেদারনাথ রায় প্রস্তাব করেন এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পোষকতা করেন যে বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য সম্পাদকপদে মনোনীত করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাবু হীরালাল হালদার প্রস্তাব করেন এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পোষকতা করেন যে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু শশীভূষণ বসুকে সহকারী সম্পাদক রূপে মনোনীত করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন এবং বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করেন যে বাবু গুরুচরণ মহলানবীসকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ধনাধ্যক্ষের পদে মনোনীত করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে ভোট-গণনাকারী সব কমিটির সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদ প্রার্থীগণের মধ্যে যাঁহারা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন, তাহার তালিকা সভাপতিকে প্রদান করেন। তিনি ঐ তালিকা হইতে সমাজের কর্ম্মচারীগণের নাম ত্যাগ করিয়া, যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কলিকাতার ৩০ জন এবং মফঃস্বলের ২০ জনের নাম পাঠ করিলেন। তাঁহারাই অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কলিকাতা।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু দুকড়ি ঘোষ, বাবু নীলরতন সরকার, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু রজনীনাথ রায়, বাবু হীরালাল হালদার, কুমারী কামিনী সেন, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরলারায়, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, ডাক্তার জে: এন মিত্র, বাবু জগদীশচন্দ্র বসু, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, বাবু পার্ব্বতীনাথ দত্ত, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু।

মফঃস্বল।—

শ্রীযুক্ত লছমন্ প্রসাদ (লাহোর) বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় (বাগআঁচাড়া), বাবু শিবচন্দ্র দেব (কোন্নগর), ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু (ময়মনসিংহ), মুন্সী জালাল উদ্দীন (জলপাইগুড়ী), বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী (সিমলা শৈল) বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা), মিঃ বুচিয়া পাণ্টালু (মান্দ্রাজ), বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (মানভূম), বাবু মনোরঞ্জন গুহ (বরিশাল) বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ (গয়া), বাবু বিপীনবিহারী রায় (মানিকদহ), বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভাগলপুর), বাবু কেদারনাথ রায় (কৃষ্ণনগর), বাবু কেদারনাথ কুলভী (বাঁকুড়া) বাবু কালীপ্রসন্ন বসু (ঢাকা), শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার (ঢাকা), বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত (কুষ্টিয়া), বাবু চণ্ডীচরণ সেন (কৃষ্ণনগর), বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী (ঢাকা)।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রস্তাব এবং পোষকতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যরূপে মনোনীত হইলেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের প্রস্তাবে এবং বাবু হরিমোহন ঘোষালের পোষকতায় বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত; ববু হরিমোহন ঘোষালের প্রস্তাবে এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীমতী প্রেমলতা রায়, বাবু হরকুমার গুহ ও বাবু উপেন্দ্রনাথ সরকার; বাবু হরিমোহন ঘোষালের প্রস্তাবে এবং বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় নলহাটীর বাবু প্রমথনাথ সরকার, এবং বাবু বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে এবং বাবু নীলকান্ত সিদ্ধান্তের পোষকতায় শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী ঘোষ; বাবু নবীনচন্দ্র দাসের প্রস্তাবে এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় রত্নাসের শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী; বাবু কালীশঙ্কর সুকুলের প্রস্তাবে এবং বাবু শ্রীশচন্দ্র দেবের পোষকতায় ভবানীপুরের বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু; বাবু রজনীকান্ত ঘোষের প্রস্তাবে এবং বাবু হরিমোহন ঘোষালের পোষকতায় বরিশালের বাবু মনমোহন চক্রবর্ত্তী এবং বাবু রাজকুমার ঘোষ; বাবু সীতানাথ দত্তের প্রস্তাবে এবং বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় বাবু গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু; বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু কাশীনাথ ঘোষালের পোষকতায় কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী বিধুমুখী রায় চৌধুরী, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দত্ত এবং শ্রীমতী রাজবালা রায়; বাবু হরিমোহন ঘোষালের প্রস্তাবে এবং শশীভূষণ বসুর পোষকতায় বাবু অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাসের প্রস্তাবে ও বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় বাবু বনমালী বসু, বাবু দ্বিজদাস বিশ্বাস, বাবু রজনীকান্ত সরকার, বাবু নন্দলাল মদক, বাবু প্রসন্ন কুমার দাস গুপ্ত, বাবু মহিমচন্দ্র দে, বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ এবং শ্রীমতী রাজকুমারী সিংহ।

বাবু শ্যামলাল ঘোষ প্রস্তাব করেন এবং বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকগণ উক্ত সমাজের জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা হইতে তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেওয়া হয়। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং মুন্সী জালাল উদ্দীন পোষকতা করেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গত বৎসরের কর্ম্মচারীদিগকে এই সভা হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লাহোরের বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন ও বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গত বর্ষের অধ্যক্ষ সভা ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণকে তাঁহাদের কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাব করেন এবং পাবনার বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী পোষকতা করেন যে এই দেশ এবং অন্যান্য দেশের যে সকল ধর্ম্ম সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনুরূপ মত ও উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইয়া জগতে একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সে সকলের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং ডাক্তার কে, এন, মিত্র সমর্থন করেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য কুমারী এস, ডি, কলেট যে নিরতিশয় উদ্যম ও ঐকান্তিক যত্নের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেওয়া হউক। আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থিরীকৃত হইল যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সোমবার অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ ভবনে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

ডাক্তার পি, কে, রায় প্রস্তাব করেন এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমর্থন করেন যে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

জাতকর্ম্ম ;—গত ১০ই নবেম্বর পাবনার বাবু কৈলাশ চন্দ্র বাগচী মহাশয়ের ২য় পুত্রের (৭ম সন্তানের) জাতকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধ ;—বিগত ২৬এ অগ্রহায়ণ নলহাটীতে পরলোকগত রাধাচরণ ঘোষের তৃতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তদনন্তর পরলোকগত ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী একটী হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করেন।

নামকরণ ;—গত ২রা মাঘ সোমবার দিনাজপুরের বাবু পার্ব্বতীনাথ সেনের দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ কার্য্য হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে সেই দিন দুই বেলা উপাসনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মেয়েটীর নাম মৃণালিনী রাখা হইয়াছে।

ফ্রিপাস প্রদান ;—গৌহাটী হইতে বাবু নিশিকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন যে তাঁহার আবেদনে আসাম মেইল ষ্টীমার কোম্পানি একজন সহচর সহ একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের ধুবড়ী হইতে ডিব্রুগড় যাতায়াতের জন্য একখানা "ফ্রিপাস" প্রদান করিয়াছেন। কোন প্রচারক আসাম যাইবার পূর্ব্বে "জীবনবিমা কোম্পানির গৌহাটীস্থ এজেন্ট" এই ঠিকানায় তাঁহার নামে পত্র লিখিলে তিনি তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস।—দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু ভুবনমোহন কর লিখিয়াছেন যে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস কয়েকদিন তথায় থাকিয়া ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের গৃহে উপাসনাদি করিয়াছিলেন।

সংবাদ।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১১ই নবেম্বর রবিবার ভাই লছমন প্রসাদকে পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব অবতারণা করিবার উদ্দেশ্যে সরদার দয়াল সিং মাজিথিয়া মহাশয়ের গৃহে লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এক সভা আহূত হয়। তথায় সরদার দয়াল সিং মাজিথিয়া, বাবু ব্রজলাল ঘোষ রায় বাহাদুর, ভাই লছমন প্রসাদ, লালা গণ্ডমন, লালা সিধা রাম, লালা শোভারাম, লালা রামচাঁদ, পণ্ডিত তানুরাম, বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

১। স্থিরীকৃত হইল যে ভাই লছমন্ প্রসাদের অধীনে লক্ষ্ণৌনগরে যে প্রেস ও পুস্তকালয় আছে পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ নিম্ন লিখিত তিনটী নিয়মের অধীন হইয়া তাহার ভার গ্রহণ করিবেন।

এই প্রেসের ঋণ পরিশোধ এবং ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

"সুখ-সম্বাদকে" বর্ত্তমানে পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা বলিয়া প্রকাশিত করা হইবে।

পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজ যতদিন কোনও বিশেষ সমাজের অধীন না হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে চালিত হইবে, ততদিন এই প্রেস এবং পুস্তকালয় তাহার সম্পত্তি স্বরূপ থাকিবে। ভবিষ্যতে যদি ইহা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভূত না হইয়া অন্য কোন সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তবে এই প্রেস ও পুস্তকালয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে দিতে হইবে।

২। স্থিরীকৃত হইল যে পঞ্জাবের মধ্যে প্রচার কার্য্যের ভার ভাই লছমন্ প্রসাদের হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং তিনি উক্ত সমাজের নিয়মাধীন হইয়া উহার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

৩। স্থিরীকৃত হইল যে উক্ত সমাজ প্রেসের লাভাংশ হইতে বা অন্য কোন উপায়ে ভাই লছমন্ প্রসাদের ভরণপোষণের ভার বহন করিবেন।

৪। স্থিরীকৃত হইল যে এই সভার স্থিরীকৃত বিষয় সকল জ্ঞাপনার্থ ভাই লছমন্ প্রসাদকে লিখিত হউক।

১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৬ই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

কক্ষ-ভ্রষ্ট ধূমকেতু-সম,
জীবনের সায়াহ্ন সময়ে,
চলিয়াছি অন্ধকার দেশে
লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ভগ্ন-হৃদি লয়ে।

অতৃপ্ত প্রাণের আশা যত
একে একে নিবে সব যায়,
একাকী এ অন্ধকার মাঝে
করিতেছি শুধু হায় হায়!

কোথা যাব কিছুই জানি না,
জীবনের পথ ভুলে গেছি,
হেথা হোথা করিয়া করিয়া
ঘুরিয়া মরিছি মিছি মিছি।

সাহারার অগ্নিময় দেশে
কভু যাই মিটাতে পিপাসা,
মরীচিকা আলিঙ্গন করি
পুরাইতে চাই হৃদি-আশা।

সব যায় কিছু নাহি পাই,
জীবন পড়িয়া শুধু রয়,
আগুণ জ্বলিয়া শুধু ওঠে,
পরাণ আগুনময় হয়।

কোথা যাব বল দয়াময়!
জীবনের লক্ষ্য দাও বেঁধে,
অতৃপ্ত এ পরাণটী লয়ে
বেড়াইব কত কেঁদে কেঁদে?

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশ্বাস ও সরলতা।—বিশ্বাস ও সরলতাই আত্মার প্রকৃতি। এই জন্যই বাল্যকালে এই দুইটী ভাব বিশেষ প্রবল দেখা যায়। বালককে যাহা বল সে তাহাতেই বিশ্বাস করে; একটু ভালবাসা দেও অমনি সে প্রাণ খুলিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিবে; তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে যাহা কিছু আছে অকপটে তোমার নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিবে। যাহার চরিত্রে যে পরিমাণে এই স্বাভাবিক বিশ্বাস ও সরলতার অভাব, সে সেই পরিমাণে শিশুভাব হারাইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যত অভিজ্ঞতা বাড়িতে থাকে, মনুষ্য-হৃদয়ের কুৎসিত অংশের দিকে যত দৃষ্টি পড়িতে থাকে, ততই আমাদের প্রকৃতিনিহিত বিশ্বাস ও সরলতা ক্ষীণ হইতে থাকে, হৃদয় ক্রমেই কঠিন হইয়া আসে, এবং মানব প্রকৃতির উপর অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে থাকে। ক্রমে এই অবিশ্বাসের ভাব প্রাণের মূলদেশ পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে যে মানুষ আধ্যাত্মিক রাজ্যের গভীর সত্যসমূহে আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, এমন কি ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপও ভাল করিয়া ধরিতে পারে না এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন বা সংশয়ী হইয়া পড়ে। যতদিন না আত্মা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হয়, যতদিন না তাহার স্বাভাবিক বিশ্বাস ও সরলতা ফিরিয়া আসে ততদিন সে ধর্ম্মরাজ্যে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্যই মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন, "ক্ষুদ্র শিশুকে আমার নিকট আসিতে দেও। কারণ, এইরূপ লোক লইয়াই স্বর্গরাজ্য গঠিত হয়।"

শৈশবের বিনয় ও নির্ভর।—বাল্য জীবন হইতে যে কেবল বিশ্বাস ও সরলতা সম্বন্ধে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা নহে; বিনয় ও নির্ভর সম্বন্ধেও বাল্য জীবনে স্বর্গ রাজ্যের আভাস পাওয়া যায়। শিশুর মনে অহঙ্কার নাই, সে আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া জানে এবং সেই জন্যই সকল বিষয়ে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উপর নির্ভর করার ভাব কমিয়া যায়, নিজের বলের উপর বিশ্বাস এবং তৎসঙ্গে আত্মনির্ভরের ভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যাহার জীবনে এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভর অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া অহঙ্কার ও আত্মগরিমার আকার ধারণ করে, তাহার পক্ষে আপনাকে অপদার্থ বলিয়া মনে করা ও

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি যতই কেন সবলচিত্ত হউন না, সকলেরই জীবনে এমন কোনও না কোন সময় উপস্থিত হয়, যখন প্রতিকূল অবস্থা স্রোতে পড়িয়া আপনাকে নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয় এবং প্রাণ কোনও উচ্চতর শক্তির আশ্রয়গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন আমাদের প্রাণের শিশুভাব জাগরিত হইয়া উঠে এবং আত্মা বালকের ন্যায় "কোথায় পিতা, রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই শিশুভাবের, এই বালস্বভাবসুলভ বিনয় ও নির্ভরের ভাবের প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার পুনর্ম্মিলন অসম্ভব। যাঁহার জীবনে যে পরিমাণে এই পুত্রভাবের পুনঃসঞ্চার হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে পরম পিতার নিকটস্থ হইতে পারিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক আয় ব্যয়।—এই সংসারে এক প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। ইহাদের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, লোকের নিকট আপনাকে ধনী বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ইহার ফল এই হয় যে ইহারা অল্পদিনের মধ্যেই ঋণগ্রস্ত হইয়া লোকের নিকট অপদস্থ ও অপমানিত হয়, যে দরিদ্রতা ঢাকিবার জন্য ইহারা এত চেষ্টা করিয়াছিল, সেই দরিদ্রতা ভীষণতর আকারে লোকের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং ইহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। আর এক প্রকৃতির লোক আছে যাহারা আপনার আয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যয় করে না, বরং কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে। লোককে দেখাইবার জন্য, আপনাকে দশজনের একজন বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য ইহারা তত ব্যস্ত নহে। এরূপ লোককে কখনও ঋণগ্রস্ত বা লোকের নিকট অপমানিত হইতে হয় না। দুঃখ দুর্দ্দিনে ইহারা সঞ্চিত ধনের সদ্ব্যবহার করিয়া জীবন রক্ষা করে! আধ্যাত্মিক রাজ্যেও এই দুই প্রকৃতির লোক দেখা যায়। এক প্রকার লোক আছে যাহারা একগুণ পাইলে দশগুণ দেখায়। ভিতরে এক কণা ভাব পাইলে বাহিরে তাহা দশগুণ করিয়া প্রকাশ করে। আধ্যাত্মিক ধনে ধনী হইবার জন্য ইহাদের তত ব্যস্ততা থাকুক বা না থাকুক, লোকের নিকট আপনাকে ধনী বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য ইহাদের বড় আগ্রহ। এই জন্য ইহারা যাহা পায় তাহা শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে, তখন ইহারা পরের ভাব ধার করিয়া ভাবুকতা দেখাইতে যায়। কিন্তু ইহাদের আধ্যাত্মিক দরিদ্রতা শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, লোকে ইহাদের কথায় ও কার্য্যে, ভাবোচ্ছ্বাসে ও প্রাত্যাহিক জীবনে সামঞ্জস্য দেখিতে পায় না। কাজেই লোকে ইহাদিগকে অসার ও কপট বলিয়া অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা করে। সুচতুর সাধক তিনিই, যিনি ভাবের বাহ্যিক প্রকাশের জন্য তত ব্যস্ত নহেন; যিনি এক গুণ পাইলে লোকের নিকট দশগুণ করিয়া দেখান না; যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন, গোপনে গোপনে শক্তি সঞ্চয় করেন। দুঃখ দুর্দ্দিনে আত্মার নগ্নতা দেখিয়া তাঁহাকে লজ্জিত হইতে হয় না, পরের ভাব ঋণ করিয়া তাঁহাকে লোকের নিকট সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয় না, তাঁহার কথায় ও কার্য্যে, ভাবোচ্ছ্বাসে ও আধ্যাত্মিক জীবনে কোনও প্রকার অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। কাজেই তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কখনই ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিত্তবিক্ষেপ।—কেবল প্রভুর ইচ্ছা পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য না করিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াও, কার্য্য করিতে করিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, লোকের নিন্দা প্রশংসার দিকে দৃষ্টি পড়ে, কে কি ভাবিতেছে, আমার কথায় বা কার্য্যে কাহারও প্রাণ আকৃষ্ট হইতেছে কি না, এই সকল বাহিরের ভাব আসিয়া কর্ম্মযোগের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। এমন কি উপাসনার সময়েও নিস্তার নাই। বিশেষতঃ সামাজিক বা পারিবারিক উপাসনায় উপাসনার কার্য্য করিবার সময় কখন কখন ভাব ছাড়িয়া কথার দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা দূরে গিয়া লোকের মনে ভাব উৎপাদনের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। ইহাতে আত্মার অত্যন্ত অপকার হয় ও আত্মা বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। ধর্ম্মজীবনের পথে কত যে প্রচ্ছন্ন শত্রু আছে তাহা বলা যায় না। ঈশ্বরের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে না পারিলে, একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল প্রভুর ইচ্ছা পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে না পারিলে এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।

লক্ষ্য ও পথ।—উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিবার সময় যদি ক্রমাগত পথের বিষয় চিন্তা করা যায় তাহা হইলে পথশ্রম নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া অনুভূত হয়। বাধা বিঘ্ন দেখিলে প্রাণ ভীত হইয়া অন্য পথ আশ্রয় করে। কিন্তু যাহারা পথের বিষয় না ভাবিয়া লক্ষ্যস্থানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তাহারা পথের ক্লেশ ততটা অনুভব করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যেও যাহারা সর্ব্বদা সাধনের গুরুত্বের বিষয় চিন্তা করে, সাধন ভজন তাহাদের নিকট বড় কষ্টকর বোধ হয়। সামান্য প্রতিকূলতায় তাহারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট ও বিপথগামী হয়। কিন্তু যাহারা ঈশ্বর লাভকে লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে তাহারা সাধনের ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই অনুভব করে না এবং নানা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হয়। ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান। লক্ষ্য উচ্চ হইলে ক্ষুদ্র বাধা বিঘ্ন আপনা আপনি খসিয়া পড়ে।

পাপের সঙ্গে সংগ্রাম।—শরীরের রক্ত দূষিত হইলে নানা রোগের আকারে তাহা প্রকাশিত হয়। অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঐ সকল বাহ্যিক রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া বিফলকাম হন। একটী রোগ দূর করিতে গিয়া তাঁহারা দেখেন তাহার স্থানে আর পাঁচটী নূতন রোগ প্রকাশিত হই-

আছে। কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়া এমন মহৌষধ প্রয়োগ করেন যাহাতে রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া রোগের মূল উৎপাটিত হইতে পারে, তিনি যে বাহ্যিক রোগ নিবারণে চেষ্টা একেবারেই করেন না তাহা নহে। উহাদের মধ্যে যে গুলি বিশেষ প্রবল ও কষ্টদায়ক সেগুলি দূর করিবার জন্য যদিও তিনি চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু রক্ত পরিষ্কার করিয়া রোগের কারণ দূরীকরণের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি অধিক থাকে। সেই রূপ যখন আমাদের ইচ্ছা বিকৃত হইয়া যায় তখন উহা নানা পাপের আকারে প্রকাশিত হয়। এরূপ সময়ে কেবল যদি দুই একটী করিয়া ঐ সকল পাপ দূর করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে স্থায়ী কোনও ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। এরূপ করিতে গেলে একটা পাপের স্থানে আর পাঁচটী নূতন পাপ উদিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু যদি ঈশ্বর প্রেমরূপ মহৌষধদ্বারা বিকৃত ইচ্ছাকে বিশোধিত করিতে চেষ্টা করা যায় তবে একেবারে পাপের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এরূপ স্থলে যে বিশেষ প্রবল পাপগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না তাহা নহে। এরূপ করিলে বরং উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্যই হয়। কিন্তু প্রেমদ্বারা ইচ্ছাকে প্রকৃতিস্থ করিবারদিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া স্বতন্ত্র ভাবে পাপ নিবারণের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঈশ্বরের উদার বিধি।

প্রাচীন কালে য়িহুদী দেশে গ্যামালিয়েল নামে একজন শাস্ত্র বেত্তা মহা পণ্ডিত ছিলেন। একদিন একজন বিদেশীয় লোক তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম জানেন। আমার একটী অনুরোধ আছে, তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। গ্যামালিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন কি? সে ব্যক্তি বলিল "আমি এক পায়ে দাঁড়াই; এই এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আপনি সকল শাস্ত্রের নিষ্কর্ষ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট যে উপদেশ লাভ করিয়াছেন তাহা আমাকে বলিতে হইবে। গ্যামালিয়েল বিরক্ত হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন এ অন্যায় অনুরোধ আমি রক্ষা করি না। এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সকল শাস্ত্রের সার নিষ্কর্ষ করিয়া উপদেশ দেওয়া কি সম্ভব? তখন সে ব্যক্তি হিলেল নামক আর একজন ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট গমন করিল এবং সেই অনুরোধ করিল। হিলেল তাঁহাকে এক পায়ে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন। যখন সে দাঁড়াইল তখন বলিলেন—শাস্ত্রের ও সকল নীতি উপদেশের সার কথা এই, অপরে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। এই আখ্যায়িকাটী ট্যালমড নামক প্রাচীন য়িহুদী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থ ঈশা জন্মিবার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

এইরূপ চীন দেশীয় সাধু কংফুচের উপদেশাবলী পাঠ করিতে করিতে ঠিক ইহার অনুরূপ একটী উক্তি দৃষ্ট হয়। একদিন কংফুচের একজন শিষ্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরো আপনিত আমাদিগকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। আপনার সকল উপদেশের সার কি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। কংফুচ উত্তর করিলেন—সকল উপদেশের সার এই, অপরের নিকট যে ব্যবহার পাইলে অসন্তুষ্ট হও অপরকে সে ব্যবহার দিওনা। কংফুচ ঈশা জন্মিবার ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। কংফুচের জীবন চরিত সময় ক্রমে বর্ণন করা যাইবে।

উক্ত উভয় আখ্যায়িকা হইতে আমরা কি উপদেশ পাইতেছি? ঈশার শিষ্যগণ তাঁহাদের বাইবেল শাস্ত্রের গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন, যে তাহা যে ঈশ্বর প্রেরিত তাহার প্রমাণ এই, এমন উন্নত নীতির উপদেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা ঈশার সেই সুবিখ্যাত উক্তিগুলির উল্লেখ করেন যাহাতে তিনি ঠিক ইহারই অনুরূপ উপদেশ দিয়াছেন। অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইলে সন্তুষ্ট হও, অপরকে সেইরূপ ব্যবহার দেও, এই অমূল্য উপদেশের উপরে তাঁহারা ঈশার মহত্ব স্থাপন করেন। ঈশা যে মহৎ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহার মহত্ব লোপ করিবার প্রয়াস আমাদিগের নাই এবং তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না। কিন্তু টালমড গ্রন্থে ঐ আখ্যায়িকা যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই বলিবেন যে ঐ অমূল্য উপদেশটী ঈশা নিজদেশের প্রাচীন শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার প্রকাশিত নূতন সত্য নহে।

সে যাহা হউক উক্ত সত্য ঈশার প্রকাশিত কি না তাহা বিচার করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আর একটী মহা সত্য নির্দ্দেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য। তাহা এই—ঈশ্বর মানব-সাধারণের পিতা। তিনি কোন একটী বিশেষ জাতি কি বিশেষ দলকে পছন্দ করিয়া তাহাদিগের নিকটেই সকল সত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে তিনি মানব জীবনের উপজীব্য সত্যসকল বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। প্রাচীন কালে যখন দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে ঘোর বৈরানল প্রজ্বলিত ছিল, তখন লোকের মনে বিজাতি-বিদ্বেষ নিতান্ত প্রবল থাকাতে প্রত্যেক জাতি এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিল—যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন ও তাহাদের শত্রুকুলের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। যত কিছু সত্য তিনি তাহাদেরই মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন অপর সকল জাতিকে অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বাণিজ্যের বিস্তার ও ঐতিহাসিক গবেষণার প্রভূত উন্নতি হওয়াতে এই পরজাতি-বিদ্বেষ অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয় নাই। এখন খ্রীষ্টিয়গণ প্রচার করিতেছেন যে পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে ঈশ্বর য়িহুদীদিগকে পছন্দ করিয়া আপনার সত্যবারি ধারণের পাত্রস্বরূপ করিয়াছিলেন। মানবের মুক্তির যে শাস্ত্র তাহা তাহাদের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর সকলকে মুক্তির জন্য তাহাদিগেরই দ্বারস্থ হইতে হইবে। এখনও মহ-

ম্মদের শিষ্যগণ বলিতেছেন মুক্তির শাস্ত্র আরবেই অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং কোরাণের ন্যায় শাস্ত্র নাই। এখন ও হিন্দুগণ বলিতেছেন, যে হিন্দুজাতির ন্যায় জাতি নাই; ধর্ম্মের মর্ম্ম ইহারাই জানিয়াছিল, অন্যেরা অন্ধকারে আছে। ঈশ্বর আর্য্যাবর্ত্তের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। সুতরাং আমরা যে প্রাচীন কালের সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষা পাইয়াছি তাহা নহে।

আমরা উপরে দুইটী বিভিন্ন জাতির যে দুইটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে এই প্রমাণ যে সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যে এমন সকল মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যাঁহাদের মুখের দ্বারা ঈশ্বর অনেক মহাসত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এখন ও তিনি সকল জাতিমধ্যে সত্য সকলকে প্রকাশ করিতেছেন। কেহ তাঁহার ত্যাজ্য কেহ তাঁহার পূজ্য এরূপ নহে। যে কেহ ব্যাকুল ভাবে অধ্যাত্মতত্ত্বের অন্বেষণ করে,—সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব জানিতে পায়। চিত্তের পবিত্রতা, অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা, ও তৃষ্ণার গভীরতা, এই তিনটী যে ব্যক্তির মধ্যে সম্মিলিত হয় সেই তাঁহার সত্য কিরণ ধারণের উপযুক্ত হয়।

চিত্তের পবিত্রতা, অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা ও তৃষ্ণার গভীরতা —এই তিনটীর একত্র সমাবেশ হওয়া কত কঠিন? যে ব্যক্তির বা যে জাতির নীতি যে পরিমাণে কলুষিত, যাহাদের ইন্দ্রিয়-সুখপ্রবৃত্তি প্রবল, যাহাদের চিন্তা ও আচরণে স্বার্থপরতা, তাহারা সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সত্যজ্যোতি ধারণে অক্ষম। সেইরূপ যে ব্যক্তি, অকপটে সত্যকে অন্বেষণ করেনা—যাহার সত্যান্বেষণের মধ্যে অপর কোন অভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকে; যে তদ্দ্বারা অপর কোন প্রকারে লাভবান হইবার আকাঙ্ক্ষা করে—তাহার মন ও সত্যজ্যোতি ধারণে অসমর্থ হইয়া পড়ে. কিন্তু কেবল মাত্র এই দুইটী থাকিলেও হয় না— এক ব্যক্তির নীতি ও চরিত্র বিশুদ্ধ হইতে পারে, হৃদয় ও অভিসন্ধিবিহীন হইতে পারে, কিন্তু পিপাসা ক্ষীণ। পরমার্থ তত্ত্বের জন্য প্রাণ সমুচিত ব্যাকুল নয়; সত্যের জন্য প্রবল লালসা নাই। এরূপ ব্যক্তিও সত্যজ্যোতি ধারণের উপযুক্ত হয় না। অতএব অপর দুইটীর ন্যায় তৃষ্ণার গভীরতাও চাই।

সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যখনই যে সাধু হৃদয় এই তিন ভাবাপন্ন হইয়া সত্যজ্যোতির জন্য উন্মুখ হইয়াছে তখনি তাহার নিকট ঈশ্বরের সত্যজ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমরা এই উদার ধর্ম্মভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কেবল এই উদার সত্য গ্রহণ করিতে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে সকল দেশের ও সকল কালের ধর্ম্মপিপাসু সাধু-সজ্জনকে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমাদিগকে প্রত্যেক জাতির মধ্যে ও প্রত্যেক সাধু মহাজনের জীবনের মধ্যে বিধাতার হস্ত দেখিতে হইবে। সকলেই আমাদের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত। তাঁহাদের জীবনের দ্বারা আমাদের জীবন পরিপুষ্ট হইবে, তাঁহাদের প্রেমের দ্বারা আমাদের প্রেম আকৃষ্ট হইবে; তাঁহাদের ব্যাকুলতার দ্বারা আমাদের ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত হইবে; তাঁহাদের অমৃত বাণীর দ্বারা আমাদের জীবন পথে সাহায্য হইবে। এই বিধাতার বিধি। তাঁহার পালনের রীতি এই প্রকার। এই রক্ত-মাংস-পিণ্ড দেহকে প্রতিপালন করিবার জন্য তিনি ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতকে, আব্রাহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল ভৌতিক পদার্থকে নিযুক্ত করিয়াছেন। যে অন্নে দেহ পালিত হইতেছে, তাহা কত হস্তে বপন করিয়াছে, কত হস্তে কর্ত্তন করিয়াছে, কত হস্তে বহন করিয়াছে! এইরূপে একটী মানুষের দেহ রক্ষার জন্য তিনি হাজারটী মানুষের দেহ মনকে খাটাইতেছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়েও এই প্রকার। একটী আত্মার খোরাক যোগাইবার জন্য, তিনি হাজার হাজার আত্মার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যকে খাটাইয়াছেন। কত মহৎ ও ক্ষুদ্র জীবন চারিদিকে সহায়রূপে দিয়াছেন। আমরা তাঁহার দ্বারা এইরূপে পরিচালিত হইতেছি। আমরা সমগ্র মানব জাতির আধ্যাত্মিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কি মহৎভাব!

আত্ম-জিত পুরুষ।

পুরাকালে বুদ্ধ যখন প্রবস্তি নগরের সন্নিকটস্থ জেতবন নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন একজন ধনী গৃহস্থ তাঁহার নিকট আসিল এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিল, জগতের বন্দনীয় গুরো! আমি যখন উপাসনা বা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, তখন কোন না কোন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করে ও আমার চিত্তের শান্তি হরণ করে। আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। শাক্যসিংহ তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন এবং নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সে ব্যক্তি পুনরায় চরণে প্রণত হইয়া বলিল—যে ভূতপূর্ব্ব রাজার অধিকার কালে সে ব্যক্তি তাঁহার হাতির মাহুত ছিল। শাক্যসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি যে হাতির মাহুত ছিলে কিরূপে হাতী বশ করিতে? সে ব্যক্তি বলিল তিন প্রকারে হাতি বশ করিতাম, প্রথম—লোহার ডাঙসের আঘাত দ্বারা, দ্বিতীয়—তাহাকে অনাহারে রাখিয়া, তৃতীয়—প্রকাণ্ড এক গাছি যষ্টির আঘাতের দ্বারা। বুদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা এই তিন প্রকার উপায়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ? গৃহস্থ উত্তর করিল "লোহার ডাঙসটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ ইহার আঘাতে হাতি এমন কাবু হয় যে ইহার ভয়ে রাজাকে পৃষ্ঠে তুলিবার জন্য শয়ন করিতে বলিলে তৎক্ষণাৎ শয়ন করে এবং ইহার ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহামারীর মধ্যে অগ্রসর হয়। বুদ্ধ বলিলেন—ইহা ভিন্ন হাতি বশ করিবার অন্য কোন উপায় জান কি না? সে ব্যক্তি উত্তর করিলেন, না। তখন বুদ্ধ বলিলেন—যেরূপে হাতী বশ করিয়াছ সেইরূপে আপনাকে বশ করিবে। সে ব্যক্তি কহিলেন—গুরো! ইহার ভাবার্থ সুস্পষ্ট করিয়া বলুন। তখন বুদ্ধ বলিলেন—হে হস্তির মাহুত! আমিও তিন উপায়ে মানবের হৃদয় বশীভূত করি। এবং ঐ তিন উপায়ে প্রত্যেক মানব আপনাকে বশীভূত করিতে পারে। সে তিনটী উপায় এই—প্রথম, আত্ম-সংযম, দ্বিতীয়,

বক্তৃতার বিষয়—"ধর্ম্মবল প্রবল হইলে শারীরিক বল ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।" উদাহরণ স্থলে পতিত আরব জাতির উত্থান এবং আইরিসদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধকালীন আইরিসদের প্রার্থনা বলে শারীরিক বলপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হয়। তৎপরে বরদাবাবু, নবদ্বীপ বাবু, গঙ্গাদাস বাবু বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে হাটখোলায়ও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা হয়। বক্তা বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বাবু প্রসন্নকুমার বসু, বাবু হরনাথ ঘোষ, বাবু গঙ্গাদাস বসু। অগ্রহায়ণ মাসে বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া ছিলেন, তিনি এবার কোন বক্তৃতা করেন নাই, কেবল সমাজে উপাসনাদি করিয়া সকলকে সুখী করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচারকগণ সকলেই বক্তৃতা ব্যতীত সমাজের দিনে সমাজে বেদীর কার্য্য ও অন্যান্য দিন উপাসনা, প্রার্থনাদি করিয়া সকলের সন্তোষ সাধন করেন।

করুণাময় ঈশ্বরের অনুগ্রহে সম্প্রতি গত ১২ই মাঘ "করটীয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বার্ষিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এবং টাঙ্গাইল হইতে দীনেশ চন্দ্র ঘোষ, বাবু গোপালচন্দ্র গুহ,বাবু দুর্গানাথ মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের ব্রাহ্মধর্ম্মে বন্ধুগণ উৎসবে যোগদান করিয়া খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। প্রাতঃকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়, বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও সদালাপ হয়। অপরাহ্নে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হয়। ৮ জন বালক "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" "সত্যমেবজয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি চিহ্নিত ৮টী পতাকা ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এবং সকলে প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে হাটখোলায় গিয়া বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উচ্চাসনে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে একটি হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয় "ধর্ম্মই মানবের চিরসঙ্গী ধর্ম্মবিহীন হইলে মনুষ্য কিছুতেই সুখী হইতে পারে না। যেরূপ সংসারে মা না থাকিলে সংসার-সুখে সুখী হওয়া যায় না। সেইরূপ হৃদয়ে ঈশ্বর না থাকিলে আত্মার যথার্থ সুখ হয় না।" শিক্ষিত অশিক্ষিত, ভদ্র ইতর, হিন্দু মুসলমান, বালক বৃদ্ধ যুবক, বহুসংখ্যক লোক সমাগত হইয়া নিস্তব্ধভাবে তাঁহার উপদেশ শুনিয়াছেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এইরূপে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনের দল মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয়। আশ্চর্য্য ভগবানের দয়া; বহু সংখ্যক হিন্দু বৃদ্ধ ও যুবকগণ ভক্তি ও উৎসাহের সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছেন। রাত্রিতে উপাসনা হয়। গুরুগোবিন্দ বাবু বেদীর কার্য্য করেন। গুরুগোবিন্দ বাবুর সুরস উপাসনা ও প্রার্থনায় এবং কেদার বাবুর সুললিত গানে উপাসকগণ স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। উপাসনার পর বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয় একটি প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে গুরুগোবিন্দ বাবু একটি সারবান উপদেশ প্রদান করেন। পরে কয়েকটি সঙ্কীর্ত্তনের পর উপসনার কার্য্য শেষ হয়। রজনীতে বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সকল বন্ধু মিলিয়া প্রীতির সহিত আহারাদি সম্পন্ন করেন। দয়াময় ভগবান এইরূপে তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগকে লইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ করিয়াছেন।

আচার্য্যের উপদেশ।

মাঘোৎসবের সময় ১০ই মাঘ প্রাতঃকালের উপাসনার পর বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত যে উপদেশ দিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।—

ব্রহ্মোৎসব এক মহা মিলনের ব্যাপার। ইহা রাজনৈতিক বা সামাজিক মিলন নয়। সে সব বাহিরের মিলন; কিন্তু এই মিলন আন্তরিক, ইহা নিত্য ও পবিত্র। কাহার সঙ্গে মিলন করিতে হইবে? কেবল মাত্র এক জনের সঙ্গে। তাহা হইলেই মিলন কার্য্য সকলের সঙ্গে সুসম্পন্ন হইবে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত যদি মিলন হয়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মোৎসবের অধিকারী হইতে পারিব এবং ইহার আনন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইব। ইহা সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলন, তাঁহার সঙ্গে বিবাদ ভঞ্জন। তাঁহার সঙ্গে বিবাদ, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি তাঁহার সঙ্গে বিবাদ—এ কি অসম্ভব কথা? এক দিকে অসম্ভব বটে, আর এক দিকে ইহা বড় সত্য কথা, আমাদের অবস্থা সম্বন্ধীয় ঠিক কথা। এই বিশ্বরাজ তাঁহার ইচ্ছাকে সর্ব্বত্র জয় যুক্ত করিতেছেন, অনন্ত প্রতাপে জগৎকে শাসন করিতেছেন, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যদি প্রবেশ করি, তবে সেখানে ঘোর বিবাদের ভাব দেখিতে পাইব। তিনি এক স্থানে, আমরা আর এক স্থানে। যদিও আমরা অতি ক্ষুদ্র, কীটানুকীট, তথাপি আমরা এক এক জন। আমাদের জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে, তাঁহার বিরোধী হয়, পদে পদে তাহা দেখিতে পাই। সেই অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পবিত্র ইচ্ছা যে খানে যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহার সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান, প্রেম ইচ্ছাকে যুক্ত করিয়া দিই না। আমরা আপনার কর্তৃত্ব, স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকি। আমরা আপনার ভূমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আপনাদিগকে তাহার সত্বাধিকারী বলিয়া, সেখানে আপনাদিগের মহিমা প্রকাশ করিতে যাই। তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সহিত আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার কত বিরোধ! আমরা আপনাদিগকে এক এক জন মনে করিয়া তাঁহাকে দূরে রাখিয়া নিজেদের সুখের জন্য, নিজেদের স্বার্থের জন্য কার্য্য করিতে যাই। ধন, মান, পদ, প্রভুত্ব অর্জ্জন করিয়া আপনারা বড় হইব মনে করি। এইরূপে আপনাদিগকে প্রভু করিয়া যত মস্তক উত্তোলন করিতে যাই, ততই দেখি যে ঘোর অজ্ঞানতাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, ততই দুর্ব্বল হইয়া নানা প্রকার শত্রুর নিকট হইতে আঘাত প্রাপ্ত হই। যত বাহিরের আবর্জ্জনা আনিয়া আমাদের ঘর পূর্ণ করি, ততই তাহার দুর্গন্ধে আমাদের আত্মা অচেতন

হইয়াপড়ে। নানা প্রকার প্রবৃত্তি ও আসক্তিকে যতই অন্তরের মধ্যে পোষণ করি, ততই অন্তরের শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। তখন আত্মার অবস্থা কারাবন্দীর ন্যায় হয়। নিয়ত নিগ্রহের অবস্থা—ভাবনার পর ভাবনা, নিরাশার পর নিরাশা, শোকের পর শোক আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে। আপনাদিগকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিতে গিয়া আমরা এইরূপে বিবৃত অবস্থায় আসিয়া পড়ি। সেই পরমাত্মার প্রকৃতি কি, আর আমাদের প্রকৃতি কি? আমাদের কিছুই নাই, কাহাকে আমরা কিছুই দিতে পারি না। আর তিনি করুণার আধার, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের জন্য আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেম উদার হইয়া সকলের দিকে সমান ভাবে প্রধাবিত হইতেছে। এইরূপে তাঁহার সঙ্গে আমাদের বিরোধ রহিয়াছে। আমাদের যাহা কিছু আছে, আমরা যাহা কিছু পাইতেছি, সে সকল তাঁহারই প্রদত্ত। তাঁহার সঙ্গে মিলন রাখিলে আমাদেরই মঙ্গল হইবে। এই জন্য তাঁহার সঙ্গে মিলন করিবার জন্য আমরা ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করি, আপনাদের যাহা কিছু আছে, তাঁহাকে দিতে চাই। এই প্রকারে নিজেদের মনকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যথার্থ মিলন হয় না। আমরা আপনাদের ভূমিতে দাঁড়াইয়া মিলন করিতে যাই, কিন্তু তাঁহার ভূমিতে না যাইলে তিনি মিলন করিতে চান না। আপনাদের জিদ্ যতদিন বজায় রাখিতে যাইব, ততদিন মিলন বন্ধন হইবে না। তাঁহার কিসের অভাব আছে যে তাঁহাকে কিছু দিলেই তিনি মিলন করিবেন? তাঁহার জিদ্ এই যে তাঁহার সঙ্গে মিলন যে করিবে সে আপনার ভূমি ছাড়িয়া তাঁহার ভূমিতে গিয়া বাস করিবে। তিনি সর্ব্বদা বলিতেছেন—"মিলিবে যদি প্রাণ দাও, আমার কিছুরই অভাব নাই, মিলিবে যদি প্রাণ দাও।" বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা তাঁহার, তিনি সকলই দিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে দেন নাই। তিনি কাছে আছেন, দেখা দেন, সন্ধানও বলিয়া দেন, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণটি তাঁহার হাতে দেওয়া না হয়, ততক্ষণ তাঁহার সঙ্গে মিলন হইবে না। রত্নাকর, জগাই মাধাই কিরূপে উদ্ধার হইল, তাঁহার সঙ্গে তাহাদের কিরূপে মিলন হইল? মিলনের সময় আকুলহৃদয়ে তাহারা আপনাদিগের ভগ্ন, মলিন, অপদার্থ প্রাণ তাঁহার হাতে দিল বলিয়া। আপনাদিগকে ভুলিয়া তাঁহার হাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়া তখন তাহারা এক নূতন রাজ্যের লোক হইল। তাঁহার জন্য এই প্রাণ এই মনে করিয়া আপনাদের স্বার্থ সুখের আশাত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিল। অমনি জীবনের সকল অন্ধকার কাটিয়া গেল।

স্বার্থভাব থাকিলে পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন বড় কঠিন, আবার আপনাকে তাঁহার হাতে দিতে পারিলে ইহা বড়ই সহজ। সকল স্বার্থ বিনাশ করিতে হয়, আমিত্ব ভাবকে নষ্ট করিতে হয়, আপনার মস্তক আপনি কাটিয়া তাঁহার হাতে দিতে হয়। নিজের সুখ, কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সকল দূরীভূত করিতে হয়। এইরূপ কত সাধু ব্যক্তি স্বার্থকে বিনাশ করিয়াছেন, আমিত্বকে বলিদান দিয়াছেন, এবং এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সংসারের অতীত স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

আমরা ব্রহ্মোৎসব করিতে আসিয়াছি, কত বৎসর করিলাম। কিন্তু ইহা কি আমাদের ক্ষণিক মিলনের উপলক্ষ মাত্র? রাজনৈতিক, সামাজিক মিলনের মত কি এখানে একত্রিত হইয়াছি? এই উৎসবের মধ্যে সব নরনারী সেই ঈশ্বরের সহিত চিরমিলিত হইবে। উৎসবে আমরা কত আনন্দ পাই; কিন্তু তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না,—না হয় আমাদের ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে মিলন এবং না হয় আমাদের পরিত্রানের দিকে স্থিরগতি। তাহার কারণ এই যে আমরা ঈশ্বরের সহিত মিলন সাধন করিতে পারি নাই। এই উপলক্ষে আপনাদিগের ভূমি ছাড়িয়া দিয়া যদি এই ব্রহ্মভূমিতে আশ্রয় লইতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। মিলন কি মানুষে মানুষে হয়? মিলন এই এক জায়গায়। প্রত্যেকে যদি আপনাকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি, তবেই এক হইয়া যাইব। অগ্নিতে সকল ধাতু গলিয়া যেমন একত্রিত হইয়া যায়, সেই ব্রহ্মাগ্নি স্পর্শে আমরাও তেমনই এক হইতে পারি। আমরা সব পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। দেখিলে সহজেই বোধ হয় যে মিলন অসম্ভব; কিন্তু যখন সেই একের ভিতর মিলিত হইতে পারি, আমাদের প্রাণ মিলনের যতই অনুপযুক্ত হউক না কেন, সেই একের তেজে তখন সব এক হইয়া যায়। দেখি তখন আর ভিন্নতা নাই, এক মহা-মিলন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই একের সঙ্গে মিলনই সকলের সঙ্গে মিলনের মূলমন্ত্র। মহাপ্রাণ তিনি, সেই প্রাণের ভিতর প্রাণ ঢালিয়া দিলে আমরা সেই মহা ভাবেতে ডুবিয়া যাই। এই মিলন কখন হয়, সকল প্রাণ এইখানে যখন একত্রিত হয়, তখন আর পৃথক করে কে? এই মিলনের জন্যই ব্রহ্মোৎসব। ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে, ভগ্নীতে ভগ্নীতে মিলিতে পারি না, কেবল বিচ্ছেদ, কেবল দলাদলি, স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার ইচ্ছাই প্রবল। কিন্তু সেই এক প্রাণের মধ্যে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিলে মিলন হইয়া যায়। এই উৎসব স্বার্থক হইবে যদি তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারি, সকল প্রাণ যদি সেই মহাপ্রাণের সঙ্গে মিশাইতে পারি। সকলের হৃদয় তখন প্রশস্ত হইয়া যাইবে। সকলে তখন একত্র মিলিত হইয়া দেব ভোগ্য শান্তি সুখ উপভোগ করিতে পারিব।

পূজার আয়োজন।

উৎসবে যদি জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় উৎসব তবেই আমার পক্ষে সার্থক হইবে। যে উৎসবে জীবনের এক দিক খুলিয়া না গেল, সে উৎসব আমার পক্ষে স্বপ্নের ব্যাপার মাত্র। স্বপ্নে কত লোক কত কি দেখিয়া থাকে, কিন্তু কয়টা স্বপ্ন জীবনে বদ্ধমূল হয়, অথবা সফল হইয়া থাকে? উত্থান পতনের অতীত হইতে চাই না, কেননা উত্থান পতন ভিন্ন উন্নতি কিরূপে হইবে। কিন্তু এই চাই, যে সহস্র উত্থান পতনের মধ্যেও প্রাণ যেন দিবানিশি তোমার দিকে ফিরিয়া থাকে। সংসারের দিকে মুখ যেন ভুলিয়াও না ফিরে। একটী কিছু মৌলিক পরিবর্ত্তন আমাতে উপস্থিত কর, আমি বাঁচিয়া যাই।

জীবনের মূল দেশে অবশ্য কিছু ত্রুটী আছে, নচিলে তোমাকে মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দেই কেন? যদি প্রাণের মূলদেশ তোমার দিকে হেলিয়া থাকে, তাহা হইলে শাখা প্রশাখার জন্য ততটা ভাবিত হই না। দিন গেল, বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, আর কবে কি হইবে? কবে চিরদিনের মত তোমার হইয়া ধন্য হইব!

প্রভু, দেখিতেছি শুধু স্মরণ করিয়া আর দিন কাটে না। তুমি কাছে আছ অনুভব করিয়াও মন অনেক সময় শুষ্ক হইয়া পড়ে। প্রকৃত ভাবে তোমাকে অনুভব করি না বলিয়া প্রাণের তৃপ্তি হয় না। যে স্মরণে প্রাণ কোমল ও সরস হইল না, সে স্মরণ লইয়া আমার কি হইবে। ইচ্ছা হয়, যখনই তোমাকে স্মরণ করিব, তখনই প্রেম ও পবিত্রতার ঝটিকা বহিয়া, আমার বিশুষ্ক প্রাণকে তোমার দিকে ছুটাইয়া দিবে; প্রাণ কোমল ও অশ্রু অসম্বরণীয় হইবে। আমার মত হীন-প্রাণ কি সে অবস্থায় উঠিতে পারে না? "পারে না" কিরূপে বলিব, আমার মত শত শত পাপীকে তুমি প্রেমে বিগলিত করিয়াছ। তোমার দয়ায় কি না হয়, ইচ্ছাময় তুমি যদি ইচ্ছা কর, এখনই আমার সাধ পূর্ণ হইতে পারে, এখনই আমি ধন্য হইয়া যাইতে পারি।

যখনই ব্যাকুল হইয়া সরল ভাবে ডাকিয়াছি, তখনই হে প্রভু! প্রাণের অন্ধকার দূর করিয়া তুমি প্রকাশিত হইয়াছ। কিন্তু আমি সে প্রকাশ ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। আমার ক্ষুদ্র প্রাণ অল্পেতে তৃপ্ত হইয়া পড়ে, প্রাণের দিকে চাহিয়া, প্রাণ পূর্ণ অনুভব করিয়া আনন্দ হয় বটে, কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে এমন একটী নিশ্চিন্ত ভাব আসে, যাহাতে আমার বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। ঐ নিশ্চিন্ত ভাব হইতেই তোমার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি সম্বন্ধে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে, আর উপলব্ধি সম্বন্ধে শৈথিল্য আসিলে, তোমার আলোক হারাইয়া ফেলি, হৃদয় অন্ধকারময় হইয়া পড়ে। একবার শিথিলতা আসিলে, মন এমনি দুর্ব্বল হয়, যে চৈতন্য হইলেও সহজে তোমায় আবার ধরিতে পারি না। আবার দয়া করিয়া দেখা না দিলে, প্রকৃতিস্থ হইতে পারি না। কত দিন এই ভাবে কাটিবে, কবে তোমায় ভাল করিয়া এবং স্থায়ীরূপে প্রাণে লাভ করিব। দয়া করিয়া তুমি যদি আমাকে দিনরাত তোমার জন্য ব্যাকুল পিপাসিত করিয়া রাখ, তাহা হইলে বুঝিব তোমাকে আর হারাইতে হইবে না; চিরদিনের মত প্রাণে প্রকাশ হইয়া অন্ধকার দূর করিবে।

অধ্যক্ষ সভার দুটী অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

বিগত ৭ই জানুয়ারী সোমবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উপস্থিত;—বাবু গুরুচরণ মহলানবিস, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু শ্রীশচন্দ্র দে, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু হরিমোহন ঘোষাল, বাবু মোহিনীমোহন রায়, বাবু শশীভূষণ বসু (প্রচারক), বাবু শশীভূষণ বসু (সহঃ সম্পাদক), বাবু পরেশনাথ সেন, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র এবং বাবু উমাপদ রায়।

দর্শক;—বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম, বাবু হরকুমার গুহ, বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু, বাবু প্রসন্নকুমার কুণ্ডু ও বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

প্রথমে এইরূপ অধিবেশন নিয়ম সঙ্গত কি না, এই প্রশ্ন উঠিল। অধিকাংশ ব্যক্তির মতে ইহাকে নিয়ম সঙ্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এ সম্বন্ধে বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্দেহ হওয়াতে তিনি সভাপতির আসন পরিত্যাগ করিলেন।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু হীরালাল হালদারের পোষকতায় স্থিরীকৃত হইল যে বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতির আসন প্রদান করা হউক।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বাবু সীতানাথ দত্তকে তাঁহার প্রস্তাবের অবতারণা করিতে বলিলেন।

সীতানাথ বাবু প্রস্তাব করিলেন যে পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলীর ৩য় নিয়মের (গ) অংশের স্থানে "পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ করা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সমুদায় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক" এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হউক। বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংশোধনের পোষকতা করিলেন।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। পরে বাবু হীরালাল হালদারের প্রস্তাবে এই অধিবেশন ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার পর সিটি কলেজ গৃহে অধ্যক্ষ সভার এই স্থগিত অধিবেশন হয়।

উপস্থিত;—বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু সাতকড়ি দেব, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু শশীভূষণ বসু, (সহঃ সম্পাদক), কুমারী কামিনী সেন, বাবু মোহিনীমোহন রায়, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু শশীভূষণ বসু (প্রচারক), বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু হরিমোহন ঘোষাল, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু বিপিনচন্দ্র পাল।

দর্শক;—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম, বাবু

কাশীচন্দ্র ঘোষাল, বাবু উমাচরণ সেন, বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এবং বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন পোষকতা করিলেন যে এই অধিবেশন ১৯শে জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত স্থগিত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন ও বাবু বিপিনচন্দ্র পাল পোষকতা করেন যে, পত্রের দ্বারা বাবু সীতানাথ দত্তের প্রস্তাবের সপক্ষে এবং তাঁহার প্রস্তাব সংশোধনের জন্য পরে যে কেহ যে সকল মত প্রকাশ করিবেন, তাহার বিপক্ষে যে সকল মত প্রদত্ত হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হউক। কারণ ভবিষ্যতের কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে অনুমান করিয়া কোন মত প্রকাশ করা নিয়ম সঙ্গত নহে। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল এবং বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আংশিক ভোট গ্রহনীয় নয় বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন পোষকতা করিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বারা বাবু সীতানাথ দত্তের প্রস্তাব বিবেচিত হওয়া আপাততঃ দুই মাসের জন্য স্থগিত হউক এবং অধ্যক্ষ সভার দ্বারা সংশোধিত নিয়মাবলীর বিচারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যে এক বিশেষ অধিবেশন আগামী ১২ই জানুয়ারী তারিখে আহূত হইবে, উক্ত সভাকে এই সভা উক্ত দুই নিয়মের আলোচনা স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করুন, এবং এই সভার কার্য্য সকল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ অধিবেশনে জ্ঞাপনার্থ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে প্রতিনিধি করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরে সভা ভঙ্গ হইল।

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম ;—বিগত ৭ই জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে নলডাঙ্গার বাবু প্রমথনাথ সরকারের দ্বিতীয় সন্তানের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে উপাসনাদি হইয়াছিল।

শ্রাদ্ধ ;—গত মাঘ মাসে আমাদের বন্ধু বাবু উমাপদ রায়ের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তদুপলক্ষে উমাপদ বাবু স্বপ্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য" নামক পুস্তকের সত্ত্বাধিকার এবং তাহার প্রথম সংস্করণের অবিক্রিত পুস্তক ৩০০ খণ্ড সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বাগআঁচড়ার স্থানীয় প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ এককালীন ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই জন্য তিনি আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

ভ্রম-সংশোধন ;—গত ১৩ই মাঘ সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকার পর ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব হয়। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "ধর্ম্মের সামঞ্জস্য" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা ঐ উপলক্ষেই প্রদত্ত হইয়াছিল।

উৎসব ;—বিগত ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারি হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৬ই শনিবার অপরাহ্নে নগর-সংকীর্ত্তন হয়। ১৭ই রবিবার প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং রাত্রে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পারিবারিক উৎসব ,—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি রবিবার পাথুরিয়াঘাটার বাবু শম্ভুচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে পারিবারিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রাতে এবং বাবু সীতানাথ দত্ত রাত্রে উপাসনা করেন।

দান ;—বাবু হেমচন্দ্র দাসের বাড়ীতে যে পারিবারিক উৎসব হইয়াছিল, তদুপলক্ষে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে এককালীন ৬৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

উপবীত ত্যাগ ;—হুগলি জেলার অন্তঃপাতী দোগাছিয়া নিবাসী বাবু করালীচরণ রায় এবং বাবু তারাপদ চট্টোপাধ্যায় কিছু দিন হইল উপবীত ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই গ্রামে একটি হরিসভা ছিল। করালী বাবু তাহার সম্পাদক এবং তারাপদ বাবু তাহার একজন সভ্য ছিলেন। একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সভার অধিকাংশ সভ্যের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহাতে তাঁহারা পৌত্তলিকতার প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ঐ সভার নাম আর্য্যধর্ম্ম রক্ষিণী সভা রাখেন এবং ইহাতে একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না। অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মকে একমাত্র পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম জানিয়া সকল প্রকার পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া ইহা আশ্রয় করিয়াছেন। তদবধি ইঁহাদিগকে নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। এই সভার আরও তিন ব্যক্তির ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে বাবু সত্যচরণ দে নামক এক ব্যক্তিকে এইজন্য সে দিন নিদারুণ পাদুকা প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছে। করালী বাবুর পত্নীও তাঁহার স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছেন। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার এই সন্তানদিগকে এই কঠিন পরীক্ষার সময়ে বল দান করুন, যেন তাঁহারা হৃদয়ে যে সত্য বুঝিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর আর এক বৎসর অতীত হইয়া আসিল। এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই। যাহারা এপর্য্যন্ত মূল্য দেন নাই তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন যে আপনাপন দেয় টাকা শীঘ্র প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ।

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

জীবে প্রেম, তৃতীয়, বিমল তত্ত্বজ্ঞান, এই বলিয়া বুদ্ধ বলিয়া উঠিলেন—হস্তীকে ধরিয়া রাখা ও পোষমানান যেমন দুষ্কর, এবং বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলে সে যেমন এক গ্রাসও আহার করিতে চায় না, কেবল পলাইতে চায়; সেইরূপ আমার এই মন অসংযত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত এবং যেখানে প্রীতি পায় সেইখানে যাইতে ভালবাসিত; কিন্তু এখন আমি ইহাকে জয় করিয়াছি, এবং মাহুত যেমন ডাঙসের দ্বারা হাতীকে চালায় সেইরূপ চালাইতে পারি।

পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকাটী বুদ্ধের জীবনচরিত হইতে গৃহীত। বুদ্ধের ন্যায় যাঁহারা হর্ষ করিয়া বলিতে পারেন, "আমি আমার মদমত্ত হস্তী সমান মনকে বশে আনিয়াছি" তাঁহারাই মানবকুলে ধন্য! যেখানে আত্মসংযম আছে, সেইখানেই ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব আছে। যাঁহার আত্মসংযম আছে, তাঁহার জীবনে এই প্রকাশ পায় যে তিনি স্বীয় প্রকৃতিকে ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিসকলকে ধর্ম্মের উন্নত নিয়মের অধীন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আত্ম-জিত পুরুষ প্রকৃত স্বাধীন। তাঁহার দাঁড়াইবার ভূমি আছে—যেখানে দাঁড়াইয়া বীরভাবে তিনি কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারেন ও স্বীয় কর্ত্তব্য পথের অনুসরণ করিতে পারেন। আত্ম-সংযম যাহার নাই সে সে পথে যাইতে পারে না, কারণ দশজনে তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। তাহার নিজের পথ দেখিবার অবসর নাই। সে প্রকৃত পরাধীন।

আত্মজিত পুরুষই প্রকৃত ভাবে শুভ সংকল্পের অনুশরণ করিতে পারে। যে ব্যক্তি আত্ম-জয় করে নাই, চিত্ত বিক্ষেপের নানা কারণ উপস্থিত হইয়া তাহাকে শুভ সংকল্পে স্থির থাকিতে দেয় না। ঈশ্বরই প্রকৃত ভাবে "শিবং," কারণ তিনি "শান্তং," তিনি নিস্তরঙ্গ শান্তিময় রাজ্যে বাস করিতেছেন। আমরা শোক মোহের অধীন হইয়া শুভ সংকল্প হইতে বার বার বিচ্যুত হইতেছি কিন্তু তিনি সেরূপ নহেন। যে সকল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আমাদের হৃদয় মনকে আন্দোলিত করিতেছে, সে সকল তরঙ্গ তাঁহার স্বরূপকে স্পর্শ করে না। আমাদের হর্ষের উল্লাস বা শোকের আর্ত্তনাদ; বন্ধুতার সপ্রেম ব্যবহার বা শত্রুতার বিষাক্ত দৃষ্টি; নরসমাজের বিবাদ, কলহ, রক্তপাত,—এসকলের প্রতি উদাসীন থাকিয়া তিনি আপনার মঙ্গল সংকল্পকেই সম্পন্ন করিতেছেন। ঘূর্ণায়মান জল রাশির কেন্দ্রভাগ যেমন স্পন্দনহীন, তেমনি সেই মহাক্রিয়াশীল পুরুষ চিরশান্ত। ইহা তাঁহাতেই সম্ভবে। মানবকুলে যাঁহারা যে পরিমাণে আত্ম-জিত তাঁহারা সেই পরিমাণে তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ।

বসন্ত-চিন্তা।

(প্রাপ্ত)

শীতঋতুর অবসানে অনেক বৃক্ষকে মৃতপ্রায় নির্জীব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের পত্র সকল স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়; তখন তাহাদের শাখা প্রশাখা সকলকে সহজেই শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে আর সুন্দর পুষ্প ফুটেনা, সুমিষ্ট ফলের লোভে আকৃষ্ট হইয়া পাখীগণ তথায় আসিয়া তখন মধুর সঙ্গীত বর্ষণ করে না, আতপ-তাপে ক্লিষ্ট হইয়া পথিকগণ বিশ্রামাশায় আর তাহাদের ছায়ায় উপবেশন করে না। তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে তখন কোনও আনন্দের উদয় হয় না। কিন্তু কিছু দিন পরে সুমধুর বসন্ত কাল আসিল,—অমনি শুষ্ক কাষ্ঠবৎ সেই শাখা প্রশাখা ভেদ করিয়া সুকোমল নবীন পল্লব সকল বিকসিত হইল, সুগন্ধপূর্ণ সুন্দর কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সেই স্থান আলোকিত করিল, ও মধুর সৌরভকণা চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে লাগিল; পাখীগণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিয়া সেই সকল শাখায় উপবেশন করিল এবং সুপক্ক ফল ভোজন করিয়া আনন্দে মনোহর গাথা গাইতে লাগিল; পথিকগণ দলে দলে আসিয়া সেই সুশীতল ছায়ায় উপনীত হইল এবং গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ নিবারণ করিয়া অপূর্ব্ব বিশ্রামসুখ উপভোগ করিল। শুষ্ক মনে করিয়া যে সকল বৃক্ষের দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করেন নাই, এখন তাহার কেমন সুন্দর শোভা হইয়াছে; এখন যেন সে নব পল্লবের বসনে স্বীয় শরীর আবৃত করিয়া উজ্জ্বল কুসুমের মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছে! কে এই শুষ্ককে সরস করিল? কে এই মৃতকে সঞ্জীবিত করিল? এই জরা জীর্ণের শরীরকে নব যৌবন ঢালিয়া দিল? এই মধুর বসন্তকাল। বসন্তের সুকোমল স্পর্শে এই বৃক্ষ বাঁচিয়া গেল, বসন্তের সুস্নিগ্ধ নিশ্বাসে ইহা নবজীবন লাভ করিল!

যাঁহার কৃপায় শুষ্কপ্রায় তরু সকল মুঞ্জরিত হইতেছে, সুন্দর পুষ্পপত্রে সজ্জিত হইয়া নব দেহ ধারণ করিতেছে; [illegible] শাখা হইতে পালক খসিয়া পড়িলে, যাঁহার করুণা আসিয়া তাহাকে আবার নবীন উজ্জ্বল পালকের ভূষণে অলস্কৃত করিতেছে, ইহা কি কখনও সম্ভব যে সেই করুণাময় তাঁহার মানবসন্তানদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছেন? পাপের গর্ত্তে পড়িয়া তাহারা চিরদিন হাহাকার করিবে, কুসংস্কারের জালে জড়িত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে বাস করিবে, এবং তিনি তাহাদের দুঃখ দেখিবেন না, তাঁহার করুণা আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে না—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই মানব-জীবনের মধ্যে প্রতিনিয়তই তাঁহার করুণার পরিচয় পাওয়া যায়।

সংসারাসক্তির দাস হইয়া মনুষ্য যখন [illegible] জীবন যাপন করে, হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তি [illegible]কে স্বার্থপরতার সংকীর্ণ ভাবের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং নানা প্রকার পাপ প্রবৃত্তির অধীন হইয়া ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তখন তাহার জীবন গলিতপত্র বৃক্ষের ন্যায় শুষ্ক ও নির্জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন সে জীবনের কোনও শোভা কেহ দেখিতে পায় না. তাহার সদ্‌গুণ রাশির সৌরভ চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া কাহারও চিত্ত হরণ করে না, তাহার প্রেমের সুমধুর ভাব আস্বাদন করিয়া কাহারও প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাহার পবিত্রতার সহবাসে থাকিয়া পাপের উত্তাপ নিবারণ করিতে পারিবে এ আশায় তাহার নিকট

কেহই শীতল হইতে আসে না। সে জীবনে কোনও বিশেষত্ব কেহ দেখিতে পায় না। আহার নিদ্রা প্রভৃতি কয়েকটী বৃত্তির অনুগত হইয়া তাহা পশুবৎ যাপিত হয়; তাহার কোনও উচ্চ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, তাহা দেখিয়া কেহই সেরূপ বোধ করিতে পারে না। জগতের মধ্যে এরূপ অসংখ্য জীবন দৃষ্ট হইবে, যাহা দেখিয়া মানব জীবনে কোনও মহত্ত্ব আছে ইহা অনুভব করিতে পারা যাইবে না। সংসারের বাতাসে তাহা এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কদর্য্য নিস্তেজ শুষ্কপ্রায় মানবজীবন যদি একবার ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসে, সত্যের একটু ভাব যদি তাহার উপর অঙ্কিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম বা পবিত্রতার অতি অল্প আভাসও যদি তাহার উপর পতিত হয়, তবে বসন্ত-সমীরণ স্পর্শে যেমন শুষ্ক বৃক্ষ সকল নবদেহ ধারণ করে, সে জীবনও সেইরূপ নব ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পুরাতন পাপ তাপ মলিনতা কোথায় চলিয়া যায়; সংসার বাসনা, স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা প্রভৃতি সংকীর্ণ ভাব সকল শিথিল হইয়া পড়ে; অহঙ্কার আত্মাভিমান, ইন্দ্রিয়ের অধীনতা প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় রিপুকুল কোথায় পলায়ন করে। সে জীবন তখন কেমন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়। যেখানে জ্ঞান ছিল না সেখানে জ্ঞান রাশি প্রকাশিত হয়; পাপের অন্ধকার যথায় রাজত্ব করিতেছিল, পুণ্য পবিত্রতার জ্যোতি আসিয়া সেই স্থান আলোকিত করে; ঘোর স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি যাহার সর্ব্বস্ব ছিল, তাহার মধ্য দিয়া প্রবল প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়। পূর্ব্বে যাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখে নাই, জীবনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলের চক্ষু সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই ব্যক্তির জীবনে কে এই পরিবর্ত্তন আনিল? এই নিস্তেজ মৃতপ্রায়কে কে নবজীবন দান করিল? কাহার প্রভাবে এই অসাড় কদর্য্য জীবন এরূপ সজীব সুন্দর ভাব ধারণ করিল? ঈশ্বর-বিশ্বাস! সেই সত্যস্বরূপের সত্যভাবের বাতাস একবার মাত্র এই জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাই এই শুষ্ক জীবন মুকুলিত হইয়াছে; সেই প্রেমময়ের প্রেমের ক্ষুদ্র এক কণিকা শিশিরবিন্দুর ন্যায় এই জীবনের উপর নিপতিত হইয়াছে, অমনি ইহা হইতে কত সদ্গুণ রাশি প্রস্ফুটিত হইয়াছে!

ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস চিরকালই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে! এখন যাঁহাদিগকে সাধু মহাজন বলিয়া সংসারের লোকসকল শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে, যাঁহাদের জীবনের সদ্গুণ সকল আলোচনা করিয়া কত লোকের হৃদয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইতেছে, তাঁহাদের পূর্ব্ব-জীবনের বিষয় যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে তাঁহারা অনেকেই তখন সাধারণ লোকের মত সামান্য সাংসারিক কার্য্যাদি করিতেন। সকল লোক যেমন অর্থোপার্জ্জন করে, স্ত্রী পুত্রাদি পালন করে, বাহিরের আমোদ প্রমোদকে জীবনের সার সুখ বলিয়া মনে করে, অনেকে প্রথম অবস্থায় সেই ভাবে জীবন ক্ষেপন করিয়াছেন। কেহ বা ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ঘোর পাশবাচারীর ন্যায় পাপের গভীর পঙ্কে একেবারে হৃদয় মন ডুবাইয়া দিয়াছেন। জীবনের কোনও উচ্চতর লক্ষ্য যে আছে তাহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন নাই। জগতের লোকে তখন তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছে। কিন্তু যখনই একটু ধর্ম্মভাব তাঁহাদিগের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে, ঈশ্বর-প্রেমের একটু ক্ষুদ্র ভাব আসিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে; স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ যেরূপ স্বর্ণ হইয়া যায় সেইভাবে তাঁহাদের শুষ্ক মলিন জীবন তখনই সুন্দর পবিত্র হইয়া গিয়াছে। লোকে দেখিয়া মনে করিয়াছে,—"এ ব্যক্তি বুঝি বা সে ব্যক্তি নয়।" জীবনে যেন যুগান্ত প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। যিনি ঘোর মুর্থ কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন, তাঁহার নিকটে বসিয়া তখন কত লোক ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছে, তাঁহার উপদেশে কত লোকের ঘোর সংশয় ভঞ্জন হইয়া গিয়াছে। যিনি স্বার্থপর বিলাসপরায়ণ ছিলেন, প্রেমের প্রভাবে তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত হইয়াছে; কয়েক জন আত্মীয় পরিবারের মধ্যে যাঁহার প্রাণ আবদ্ধ ছিল, তিনি তখন আপনার মনে করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক জগৎকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যাঁহার জীবনের কলঙ্কে গৃহ পরিবার কলঙ্কিত হইয়াছিল, যাঁহার পাপের পুতিগন্ধময় ভাবে সমাজের নৈতিক বায়ু দূষিত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার পুণ্যের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া কত লোক দেবতুল্য জ্ঞানে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়াছে, তাঁহার পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া কত ব্যক্তির ঘৃণিত চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্ব জীবনের পাপ মলিনতা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, স্বার্থভাব সংসারাশক্তি চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বৃক্ষ সকল নবপল্লব ও সুন্দর পুষ্পে শোভিত হইয়া যেমন উদ্যানকে আলোকিত করে, তাঁহাদের জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার সৌন্দর্য্য তখন মানব সমাজকে সেইরূপ আলোকিত করিয়াছে! লোকে যখন তাঁহাদের জীবনের এই সকল আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়াছে, তখন তাহারা সেই জীবনকে কোন দৃঢ়তর, উচ্চতর ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া মনে না করিয়া পারে নাই। এইরূপে মানব যখনই ঈশ্বর-প্রেমকে আশ্রয় করে, তখনই তাহার জীবনের প্রভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় কোন না কোন রূপে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে না পারিলে, পরমেশ্বরকে সত্য বলিয়া আশ্রয় করিতে না পারিলে, মানুষের পশুত্ব ঘুচিবে না, তাহার জীবনের কোনও মহত্ত্ব লক্ষিত হইবে না এবং তাহাতে কোনও সদ্ভাব সদ্বৃত্তি বিকসিত হইবে না। জগতের লোকেও সে জীবনে কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পাইবে না। সাধুগণ আমাদিগেরই মত মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেই বস্তু স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন,—যাহা ছুঁইলে মানবের পশুত্ব ঘুচিয়া যায়, পাপ চলিয়া যায়, বাসনার বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, রিপুকুলের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়—যাহা পাইলে হৃদয়ে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, প্রাণে মধুর প্রেম পবিত্রতা জাগ্রত হয়, শাশ্বত সুখ আনন্দের প্রস্রবন খুলিয়া যায় এবং জীবনের সম্মুখে এক অনন্ত উন্নতির ক্ষেত্র প্রকাশিত হয়। তাই তাঁহাদিগকে দেখিয়া জগতের লোক মুগ্ধ হইয়াছে। এই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আমরা এই বিষয়

কতবার অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই সত্য পুরুষকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সত্তাকে যিনি যতটুকু আশ্রয় করিতে পরিয়াছেন,তাঁহার জীবনে সেই পরম প্রভুর শক্তি তত পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের মধ্যে কত শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগের নিকটে বসিয়া আমরা কত সদুপদেশ শিক্ষা করিয়াছি, যাঁহাদিগকে পাইয়া ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন এবং, যাঁহাদিগের জীবনের সদৃষ্টান্তে এবং নানা প্রকার হিতকর কার্য্য দ্বারা জনসমাজ কত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের জীবন কি এমন সুন্দর ছিল? যে কার্য্যকারিণী শক্তি দ্বারা তাঁহারা সমাজের এত হিত সাধন করিতেছেন, তখন কি তাঁহাদিগের এ শক্তি ছিল? তাঁহারা যে এ শক্তির আধার তখন তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া সত্যের বায়ু সেবন করিয়া তাঁহাদের জীবনে এই সকল বিচিত্র ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, এক অপূর্ব্ব শক্তির উৎস উৎসারিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এমন ব্রাহ্ম কে আমাদের মধ্যে আছেন, যিনি অল্প বা অধিক পরিমাণে আপনার জীবনে এই শক্তির পরিচয় পান নাই? কুসংস্কারের পাশ ছিন্ন করিয়া, অসত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যে দিন প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারে উপনীত হইলেন, সে দিন সেই সত্যস্বরূপের সত্যভাব কাহার হৃদয়কে আলোকিত করে নাই? তাঁহার প্রেম ও পবিত্রতার জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া কাহার মুখকে সুন্দর করে নাই? তাঁহার শক্তি আসিয়া কাহাকে অনুপ্রাণিত করে নাই? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়া কাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হয় নাই? কত অজ্ঞান অশিক্ষিত লোক আসিয়াছিলেন, বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে তাঁহাদিগের হৃদয় আলোকিত হইয়াছে। কত স্বার্থপর সংসারাসক্ত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, সুখ লালসা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নরনারীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কত দুশ্চরিত্র দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবন পবিত্র ভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ চরিত্রের আকর্ষণে কত লোকের অসাধু জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এইরূপে কত দুর্ব্বলকে সবল করিয়াছে, কত মূর্খকে লেখক করিয়াছে, কত মূককে বক্তা করিয়াছে। আমাদের সম্মুখে ইহা এক সুবিস্তৃত উন্নতির ক্ষেত্র খুলিয়া দিয়াছে। দুই এক জনের জীবন সম্বন্ধে নয়, কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবন সম্বন্ধে এই কথা কিয়ৎ পরিমাণে খাটে।

ধর্ম্মের শক্তিতে মানবকে কত দূর অগ্রসর করিয়া দেয়, সত্যের বলে জীবনের উন্নতির পথ কেমন পরিষ্কৃত হইয়া যায়, এই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আমরা তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। তবু আমরা ঘোর অবিশ্বাসী রহিয়াছি, এই শক্তির উপর ভাল করিয়া নির্ভর করিতে পারিতেছি না। সত্যকে একটু মাত্র স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মজীবনের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা দেখিলাম। কিন্তু সেই সত্যের আধারকে যদি দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারি, যদি তাঁহার উপর জীবনের মূলভিত্তি স্থাপন করিতে পারি, তবে নাজানি আমাদের জীবনে কি অপূর্ব্ব শক্তি, কি বিচিত্র ভাব আসিয়া প্রকাশিত হয়! সেই প্রেম পবিত্রতার উৎসকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় আমরা নবজীবন লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে এ পুরাতন পাপতাপ থাকে না, এ মলিনতা কুপ্রবৃত্তি থাকে না, এ অহঙ্কার আত্মাভিমান থাকে না, এ হিংসা বিদ্বেষ স্বার্থপরতা থাকে না। জ্ঞান আসিয়া জীবনপথকে পরিষ্কৃত ও আলোকিত করে, প্রেম আসিয়া সকল কার্য্যকে মিষ্ট ও সরস করে। যে দুর্জ্জয় রিপুকুলকে সহস্র চেষ্টায় জয় করা যায় না তাহারা আপনিই বশীভূত হইয়া যায়; যে সকল বাধাও অভাব দেখিয়া প্রাণ আকুল হয়, তাহারা বিশ্বাসের প্রভাবে কোথায় চলিয়া যায়। এই ভাবে ঈশ্বরকে আমরা আশ্রয় করিতে পারি নাই; তাই আমাদের জীবনের এত দুর্ব্বলতা, এত নিস্তেজ-ভাব রহিয়াছে এবং সেই জন্য আমাদের সমাজের কার্য্যকারিণী শক্তি ভালরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশবিদেশে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে, যদি আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজের মধ্যে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ না হয়? এই শক্তি আমাদের জীবনে বিকশিত হয় নাই; সেই জন্য আমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেম মতভেদ রহিয়াছে। অতএব সেই সত্যস্বরূপকে ভাল করিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, তাঁহার উপর একান্তমনে নির্ভর করিতে হইবে, যাঁহার কথা জগতে বলিতে যাইতেছি তাঁহাকে অগ্রে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তখন আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে তাঁহার দুর্জ্জয় শক্তি আবির্ভূত হইবে। তখন জগতের লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের বিচিত্র ভাব দেখিয়া, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিবে যে "ইহা এসংসারের বস্তু নয় কিন্তু ইহা স্বর্গের জিনিস।" তখন তাহারা ইহাকে মানুষের হাতগড়া বস্তু বলিয়া আর অবহেলা করিতে পারিবে না। কিন্তু স্বয়ং পরমেশ্বর যে জগতের পরিত্রাণের জন্য এই ধর্ম্মকে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া দলে দলে আসিয়া ইহার নিকট মস্তক অবনত করিবে। পরমেশ্বর করুন আমরা যেন এইরূপ বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারি তাঁহার সত্যের উপর নির্ভর করিতে পারি; এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম ও এইরূপে সমস্ত জগতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হউক!

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

কোচবিহার।

করুণাময় পরব্রহ্মের কৃপায় কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের ১৭শ সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে:—

১৫ই পৌষ শনিবার—উৎসবের উদ্বোধন। উপদেশ,—"ঈশ্বরের ডাক জাগিয়া শুনঃ"

১৬ই রবিবার—প্রাতে উপাসনা। উপদেশ,—"সামাজিক ধর্ম্মের সাধক এবং পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মের সাধক।" মধ্যাহ্নে মহর্ষি শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কৃত ব্যাখ্যানের ১০ম ব্যাখ্যান পাঠ এবং "আমাদের কি সৌভাগ্য! আমাদের সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরই স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।" এই অংশ টুকুর মধুর ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে বক্তৃতা—"ধর্ম্ম সাধন সাপেক্ষ।" সায়াহ্নে উপাসনা। উপদেশ,—"পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মে নির্যাতন অনিবার্য্য কিন্তু আশার সহিত ধরিয়া থাকিলে মুক্তি নিশ্চিত।"

১৭ই সোমবার—প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা। উপদেশ—"ভ্রমর যেমন মধু লোভে ফুলে ফুলে বেড়ায় এবং যে ফুলে মধু পায় তাহাতে বসে ও তাহা হইতে সহজে উঠে না। সেই রূপ ব্রহ্ম পূজায় যদি তোমারা মধু পাও তাহা হইলে কোন রূপ নির্যাতনেই ভীত হইবে না।"

১৮ই মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। উপদেশ—"অন্নাহারের ন্যায় সাধনও সহজ হওয়া উচিত।" মধ্যাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। কীর্ত্তন করিবার ও খোল বাজাইবার লোক স্থির ছিল না। সমাজের সহকারী সম্পাদক বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের বাসাবাটীতে ক্রমে ক্রমে কতিপয় লোক জুটিতে লাগিলেন। প্রায় ৩টার সময় একটী প্রার্থনান্তে বিগত অষ্ট পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের নগর কীর্ত্তনের শেষ দুই অংশ—"প্রাণ ভরে আজি গান কর" ইত্যাদি কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে কয়েক জন লোক এবং কতিপয় বিদ্যালয়ের ছাত্র যোগ দিয়া প্রকাশ্য পথে বাহির হইলেন এবং পরে সমাজ গৃহে উপস্থিত হইয়া উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উৎসাহে বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে মাতিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে উপাসনা আরম্ভ হইল। উপদেশ—"নাম মহাত্ম্য, ব্রহ্মবল।"

১৯এ বুধবার—প্রাতে সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাসায় উপাসনা। সায়াহ্নে, সমাজগৃহে আলোচনা এবং প্রার্থনা।

২০এ বৃহস্পতিবার—ক্রেক্সিস্ বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রদিগের অনুরোধে, অপরাহ্ণ ৬টার সময় উক্ত বিদ্যালয়ে "ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

২১এ শুক্রবার—স্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হয়।

২২এ শনিবার—সায়াহ্নে রায় কালিকাদাস দত্ত দেওয়ান বাহাদুর মহাশয়ের বাসভবনে উপাসনা। উপদেশ—হরি প্রেমে অনুরক্তা মিরা বাইয়ের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করিয়া, ও তাঁহার কৃত "হরিসে লাগি রহ ভাই, বনিত বনি যাই" গীতটী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে অনুরক্ত হওয়াই সংসারে সুখ লাভের উপায় এই বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইল।

২৩এ রবিবার—মধ্যাহ্নে সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাসায় উপাসনা। তৎপরে ২টা হইতে ৪॥ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ দরিদ্রদিগকে কিছু কিছু চিড়া, দধি ও গুড় দ্বারা আহার করান হয়। অন্ধ, খঞ্জ ও অতিশয় বৃদ্ধদিগকে দুই পয়সা এবং বালকবালিকা প্রভৃতিকে এক এক পয়সা দেওয়া হয়। গত রবিবারে ১৬ খানি বস্ত্র অন্ধ ও আতুরদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ৫টার সময়ে সর্ব্ব সাধারণের জন্য বাজারে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। সর্ব্ব শ্রেণীর বহু লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে, "তোরা কে যাবি রে আয়রে ভাই" এই কীর্ত্তনটী করিতে করিতে সমাজে গিয়া উপস্থিত হন। তথায় উপাসনা হয়। উপদেশ—"গ্রহণ ও ধারণ" ভগবানের নাম করা সহজ কিন্তু ধারণ করিয়া প্রাণে রাখাই কঠিন। এই জন্য অনেক লোক আসে কিন্তু টিকে থাকে অল্প।

২৪এ সোমবার—সিভিল জজ বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাস ভবনে, সায়াহ্নে উপাসনা হয়। উপদেশ—"কোন্ কথা ও কোন্ কার্য্য দ্বারা ভগবান আমাদিগকে ধরিবেন তাহা আমরা জানি না।"

এতদুপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আহূত হইয়া এখানে আসিয়া উৎসবের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। আমরা সেই পূর্ণ ব্রহ্মের অভয় পদে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথে রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত রাখুন।

করটীয়া।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছায় ঘোরপৌত্তলিকতা পরিপূর্ণ কুসংস্কারাপন্ন করটীয়া নামক এই ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৮০৯ শকের ১২ই মাঘ একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এক বৎসর কাল সমাজের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। সমাজের বর্ত্তমান বৎসরের মাঘোৎসব টাঙ্গাইল ব্রাহ্ম সমাজের সহিত একযোগে হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর যে সকল প্রচারক ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এস্থলে আগমন করিয়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

গত ফাল্গুন মাসে প্রচারক বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া হাটখোলায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় "ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের প্রধান অবলম্বন ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।" চৈত্র মাসে প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় প্রচার কার্য্যোপলক্ষে এস্থলে আগমন করেন। তিনি নদীর ধারে বাজারে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষ সাধন করেন। বিষয়—"আত্মার আহার অর্থাৎ শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি আত্মার উন্নতিসাধনের জন্য ঈশ্বর চিন্তা ও ধর্ম্ম সাধন করা কর্ত্তব্য।" জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু বরদাকান্ত রায়, বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, বাবু প্রসন্নকুমার বসু, বাবু গঙ্গাদাস বসু মহাশয় আগমন করেন। বক্তা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় খাঁ সাহেবের বাড়ীর বাহিরের প্রাঙ্গনে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র বুধবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য

প্রার্থনা।

(উদ্ধৃত)

দীন হীন অকিঞ্চন, না হলে কি কোন জন,
প্রেমধনে ধনী হতে পারে?
তৃণ হতে আপনারে, যে নীচ করিতে পারে,
সেই প্রভু পায় হে তোমারে।
কিসে অকিঞ্চন হব, ধূলিতে মিশায়ে রব,
অহঙ্কৃত প্রকৃতি আমার,
মরু সম এ হৃদয়, কিসে হবে প্রেমোদয়,
এ পাপী কি হবে না উদ্ধার?
আমার যে আশা নাই, কাতরে ডাকিহে তাই,
কর কর করুণা বিধান;
এ দুর্দ্দশা পরিহর, তৃণের অধম কর,
প্রেম ভক্তি কর মোরে দান।
শিশুর সমান হয়ে, থাকি তব পদাশ্রয়ে,
ভক্তগণে সদা ভক্তি করি;
তা'হলে সুগতি হবে, তোমার গৌরব রবে,
এ অধম যাবে প্রভু তরি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ আর মানবাত্মা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। তাহার ইচ্ছা এবং শক্তি সীমাবদ্ধ। অথচ এই দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র আত্মার অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে পাওয়া চাই। মানবাত্মা ক্ষুদ্র হইলেও তাহার লক্ষ্য ক্ষুদ্র নহে; ক্ষুদ্র কিছু লইয়া সন্তুষ্ট হওয়া তাহার প্রকৃতি নহে; তাহার পক্ষে অনন্ত লক্ষ্যের দিকে যাওয়া এবং তাঁহাতেই আরাম পাওয়া আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল আত্মা কিরূপে অনন্তস্বরূপকে লাভ করিবে, কিরূপেই বা তাহার প্রাণের অসীম ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে? বলের সাহায্যই যদি ঈশ্বর লাভের একমাত্র কারণ হয় তবে অনেক সময় আত্মার পক্ষে নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়া স্বাভাবিক। কেবলমাত্র একটী দিক দেখিয়াই অনেকে নিরাশ হইয়া পড়ে এবং আত্মার পক্ষে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব মনে করিয়া ধর্ম্মসাধনে উদাসীনতার আশ্রয় লয়। কিন্তু মানবাত্মা যেমন সেই অসীম লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ক্ষুধা পিপাসা যেমন ক্ষুদ্র আর কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, তাহার লক্ষ্য সিদ্ধির উপায়ও তেমনি কিছু আছেই আছে। ঈশ্বর ইহাকে প্রকৃতিতে অনন্তকে পাইবার উপযুক্ত, অনন্ত ক্ষুধা পিপাসা বিশিষ্ট করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন উপায়ের সৃষ্টি করেন নাই, তাহা হইতেই পারে না। বাস্তবিক দুর্ব্বলতাই মানবাত্মার পক্ষে ঈশ্বর লাভের একটী প্রধান সহায়। দুর্ব্বল যে তাহার পক্ষে সবলকে পাইতে হইলে কি করিতে হয়? সে কোন প্রণালীতে সবলকে লাভ করিতে পারে? আমরা ভিক্ষুকের আচরণ হইতে তাহা শিক্ষা করিতে পারি। ভিক্ষুক দুর্ব্বল, উপার্জ্জনে অসমর্থ, তাহার পক্ষে খাটিয়া জীবনধারণ করা অসম্ভব। তাই বলিয়া কি সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে? সে সবলের দ্বারে যায়, যাইয়া অবিরত সেই সবলের দ্বারে চিৎকার করিয়া আপন অভাব জানাইতে থাকে। তাহার এমন শক্তি বা সুবিধা নাই যে ধনীর গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ পূর্ব্বক যথেচ্ছা ধনরত্ন গ্রহণ করে; কিন্তু তাহার ধন চাই। সুতরাং সে কাতর ধ্বনিতে ধনীর চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। অবিশ্রান্ত তাহাকে এই কার্য্য করিতে হয়। যে ভিক্ষুক ২।৪ বার চাহিয়াই বিরক্ত হয় এবং ধনীর দ্বার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় তাহার পক্ষে ধন লাভ করা সম্ভব হয় না। ভিক্ষুকের পক্ষে অভিমান করা শোভা পায় না। কারণ সবলের অনুগ্রহের প্রতি তাহার কোন দাওয়া নাই। তাহাকে সেই সবলের অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং দুর্ব্বলের পক্ষে প্রথম চেষ্টা চাওয়া, কিন্তু অবিরত চাওয়া। ঈশ্বর লাভের সম্বন্ধেও দুর্ব্বল মানবাত্মার পক্ষে এই উপায়ই প্রশস্ত। সে চাহিতে পারে এবং চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্ত না হইয়া কাতর প্রার্থনা দ্বারা মহান্ ঈশ্বরের সিংহাসন বিচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। দ্বিতীয় চেষ্টা, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া একান্ত অন্তরে অকিঞ্চন ভাবে দাতার কৃপার উপর নির্ভর করা। অল্পে বিরক্ত হইলে,—দুই চারিবার চাহিয়া নিরাশ হইলে, যেমন ভিক্ষুকের কিছুই লাভ হয় না, ঈশ্বরের দ্বারেও অভিমানী প্রার্থীর এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে।

তৎপর অন্য উপায় সহিষ্ণুতা ;—লক্ষ্য সাধনে একান্ত দৃঢ়তা এবং তাহার সঙ্গে প্রবল ব্যাকুলতা ও অনুরাগ। আমরা সমতল ভূমিতে নদী সকলের যে মনোহর শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হই, যাহার মহিমা গানে চিরদিন মানব আপনাকে পরাজিত মনে করিয়াছে, সেই সুদূর প্রবাহিত তরঙ্গায়িত বিশাল-হৃদয় নদী সকলের উৎপত্তির কথা যাহারা ভাবিয়াছেন, পর্ব্বত-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিম্নে আগমন করিবার প্রণালী যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন—যাঁহারা দেখিয়াছেন কত সংগ্রাম ও অক্লান্ত চেষ্টার পর সেই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর জলরাশি সাগরোদ্দেশে ছুটিয়া ছুটিয়া কেমন করিয়া সফলমনোরথ হইয়াছে, তাঁহারাই দুর্ব্বল কি করিয়া সবল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তাহাও বুঝিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা সেই নর্ম্মদানদীর জলরাশিকে কঠিন মর্ম্মর প্রস্তর ভেদ করিয়া আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন জলরাশি কোন্ শক্তিতে সেই কঠিন মর্ম্মর প্রস্তর ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, দুর্ব্বল জলরাশি ধীরে ধীরে কঠিন প্রস্তরের গাত্র বহিয়া গমন করিতেছে, তাহার বিরাম নাই, তাহার অভিমান নাই, চেষ্টারও ক্ষান্তি নাই কিন্তু ক্রমাগতই সেই কার্য্যে নিযুক্ত। কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে সহিষ্ণুতার নিকট প্রবল পরাক্রান্ত যে কঠিন প্রস্তর তাহাকেও পরাস্ত হইতে হইয়াছে। দিনেরপর দিন অণু অণু করিয়া তাহার গাত্রের অংশ সকল জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, এবং সেই নিয়ত চেষ্টাশীল জলরাশির জন্য অবশেষে পথ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। জলের দুর্ব্বলতা এবং প্রস্তরের দৃঢ়তা আমরা বিশেষ রূপে অবগত আছি ; অথচ জল আপন লক্ষ্য সাধন করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইয়া কেমন মিলিতেছে তাহাও দেখিতেছি। এই ঘটনাতে আমরা কি দেখিতেছি? জলের লক্ষ্য চির স্থির ছিল, সে কখনও আপন লক্ষ্য বিস্মৃত হয় নাই। আরও দেখিতেছি তাহার চেষ্টার বিরাম নাই; আকাঙ্ক্ষা যেমন এক দিকে প্রবল তেমনি সহিষ্ণুতার সহিত চেষ্টার ও শিথিলতা নাই। নিয়ত নিরত বহিয়া কঠিন প্রস্তর-দেহকে ক্ষীণ করিতে তাহার এক দিনের জন্য অবসন্নতা হয় নাই। সুতরাং মানবাত্মার পক্ষে কর্ত্তব্য এই, সেও যেন বিশ্রামের জন্য লালায়িত না হয়। তাহার লক্ষ্য সাধন অতি সুমহৎ ব্যাপার। ক্ষুদ্র মানবাত্মার পক্ষে মহান্ ঈশ্বর লাভের মত সুমহৎ কার্য্য জগতে আর দ্বিতীয় নাই; সুতরাং ক্ষুধা যেমন অসীম হইবে, লক্ষ্য সাধনের জন্য চেষ্টা যেমন চির-জীবন্ত থাকিবে, তেমনি সহিষ্ণুতার ও বিরাম থাকিবে না। প্রবল ব্যাকুলতা ও অনুরাগ এবং নির্ভর ও সহিষ্ণুতা এই সকলের সম্মিলন ভিন্ন ক্ষুদ্রের পক্ষে মহতের লাভ, দুর্ব্বলের পক্ষে সবলের আশ্রয় প্রাপ্তির অন্য উপায় সম্ভবে না। মানবাত্মা যে আপন জোরে পরমাত্মাকে টানিয়া আনিবে সে শক্তি তাহার নাই। যদি টানিয়া আনা কথা খাটে তবে এই আকুল প্রার্থনা এবং নিয়ত ক্রন্দনের বলেই তাঁহাকে টানিয়া আনা সম্ভব।

উপরে যে দুইটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল, তদপেক্ষা মানবাত্মার আরও আনুকূল্য পাইবার বিশেষ আশা আছে। প্রস্তর ত কঠিন তাহার অন্তরও কঠিন সুতরাং তাহার নিকট হইতে কোনই সাহায্যের আশা নাই। সংসারের ধনীগণও বড় কম কঠিন নহেন। ভিক্ষুকের প্রার্থনায় কয়জন ধনীর অন্তর বিগলিত হয়? কিন্তু মানবাত্মার লক্ষ্যও প্রার্থনীয় ধন যে পরমাত্মা তাঁহাতে সে কঠিনতা নাই। উদাসীনতা তাঁহাতে নাই; তিনি দয়া ও প্রেমে পূর্ণ। তিনি সর্ব্বদাই মানবাত্মার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত; সুতরাং যদি আমরা নিরাশ হই বা পাইলাম না বলিয়া লক্ষ্য সাধন ছাড়িয়া দি তবে তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে আমরা তাঁহাকে চাইনা এবং আমরা অসহিষ্ণু। নিরাশার কারণ, লক্ষ্য অনন্ত বলিয়া নহে কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এবং সহিষ্ণুতার অভাব। সুতরাং দীন ও অকিঞ্চন হইয়া দুর্ব্বলের পক্ষে অবলম্বনীয় উপায় যে নিয়ত প্রার্থনা শীলতা ও নির্ভর তাহাই আমাদের সকলের সম্বল হউক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজে কেন আছি ?

(একজন ব্রাহ্মবন্ধু কর্ত্তৃক মাঘোৎসব উপলক্ষে বিবৃত)

আমি ১৫ বৎসর বয়সে সময়ে ভগবানের প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিচয় পাই। তখন ব্রহ্মসমাজ কি, তাহা জানিতাম না। এক ঈশ্বরের উপাসনা করিব, সুচরিত্র হইব, সৎলোকের সহবাসে থাকিব, এই আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি।

ক্রমে জীবন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ব্রাহ্মসমাজের সহিত পরিচিত হইলাম। সাধু সজ্জনদিগের জীবন দেখিয়া, তাঁহাদের মুখের নূতন নূতন ধর্ম্মকথা শুনিয়া যৌবন জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহে অতিক্রম করিতে লাগিলাম। আহা! ব্রাহ্মসমাজের সে সময়ের অবস্থা মনে হইলে সে জীবন্ত প্রেমচ্ছবি মনে হইলে, আজি ও চক্ষুতে জল আইসে; সে স্মৃতি আজি ও জীবনপথে আলো বিস্তার করে।

তারপর বিধাতা ব্রাহ্মসমাজকে ঘোর অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনও সেই অগ্নি পরীক্ষায় পতিত হইল। হায়! আমরা অসহায় যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজের যে শীতলছায়ায় নিশ্চিন্তমনে বাস করিতেছিলাম, সহসা কে যেন সে ছায়া দূর করিয়া দিল, কে যেন আসিয়া আমাদের সে আনন্দ বাজার ভাঙ্গিয়া দিল! ব্রাহ্মসমাজে মহা প্লাবন উপস্থিত হইল! সে প্লাবনে কত তরী অকূলে ডুবিয়া গেল, কত আত্মাধিক সুহৃদ অকূলে ভাসিয়া গেল! যাহাদিগকে চিরজীবনের ধর্ম্মবন্ধু জানিয়া প্রেম-বাহুতে ধরিয়াছিলাম, সে ভীষণ প্লাবনে তাহারা একে একে কোথায় ভাসিয়া গেল, আর তাহাদের দেখা পাইলাম না।

তখন জীবন শূন্য ; নিরাশায় প্রাণ পূর্ণ হইল। যাঁহাদের মুখের মধুর আশাবাণীতে প্রাণে কত উৎসাহ পাইয়াছি,

তাঁহারাই আবার ঘোর নিরাশার কথা বলিতে লাগিলেন! ক্রমে মতভেদ, দলভেদ ও গৃহভেদ হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল! জীবনে ঘোর বিপ্লব আরম্ভ হইল! প্রেম পরিবার সংস্থাপন করা যে সমাজের মূলমন্ত্র, সেই সমাজে ভয়ানক ভ্রাতৃ-দ্রোহ, বিবাদ কলহ ও অপ্রেম উপস্থিত হইল।

চারিদিকের লোকে এখন বলিতেছে, ব্রাহ্মসমাজের পতন হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম আর এদেশে টিকিল না! বৌদ্ধধর্ম্মের যে দশা হইয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের ও সেই দশা হইবে।

বাহিরে তো এই অবস্থা! এ দিকে ভিতরেও সাধন পথে বিষম বিঘ্ন! একে তো সংসারভারে প্রাণ ভারাক্রান্ত, রিপুর জ্বালায় জর্জ্জরিত! তাহাতে আবার সাধকদিগের মধ্যে বিষম মতভেদ। কেহ বলেন, ভক্তিপথে যাও, কেহ বলেন জ্ঞানমার্গানুসরণ না করিলে ধর্ম্মে দাঁড়াইতে পারিবে না! কেহ বলেন, কর্ম্ম কর, কর্ত্তব্য করাই ধর্ম্ম। আবার দেখুন্, সামাজিক বিষয়েও কত ভয়, কত চিন্তা! পুত্র কন্যার জন্যই বা কত ভয়, কত ভাবনা!

এইরূপ সঙ্কটের অবস্থায় পড়িয়াও, এইরূপ বিষম অগ্নি পরীক্ষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়াও ব্রাহ্মসমাজে কেন পড়িয়া আছি আজি সেই প্রাণের নিগূঢ় কথা ভাই ভগ্নিদগের নিকট বলিব। আমি বয়সে অনেকের জ্যেষ্ঠ হইলেও ধর্ম্মে সকলের কনিষ্ঠ; ভক্তিতে সকলের হীন! তথাপি আশা হয়, আমার পিতার পুত্রকন্যাগণ, তাঁহাদের এই সকলের নিকৃষ্ট ও কনিষ্ঠ ভাইটীর প্রাণের কথা শুনিতে অবহেলা করিবেন না

(১) আমাদের পরিবারে একটী গৃহ-দেবতা ছিলেন। সে দেব মূর্ত্তিটী আমি বড় ভাল বাসিতাম। তাহাতে যেন কি এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ছিল, আমি বাল্যকালে সেই মূর্ত্তিটীকে বড় ভাল বাসিতাম। পুতুলের মত ভাল বাসিতাম তাহা নহে, বালক যেমন আর একটী সুন্দর বালক বা বালিকাকে ভালবাসে তাহার মুখের দিকে যেমন সতৃষ্ণ নয়নে বার বার চাহিয়া থাকে, আমিও সেই দেবমূর্ত্তিকে সেইরূপ ভাল বাসিতাম। আমার প্রাণে সর্ব্বদা সাধ হইত, সেই মূর্ত্তিটীর গায় হাত দিব, তাহাকে ফুল দিয়া সাজাইব। কিন্তু আমি জাতিতে হীন, শূদ্রের কি দেবমূর্ত্তি ছুঁইবার অধিকার আছে? ঘরে যাইতে পারিতাম না; বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই মূর্ত্তিটী দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না! ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জানিতে পারিলাম, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পতি, যিনি দেবতার ও দেবতা, যিনি সুন্দর হইতে ও সুন্দর, তিনি আমার প্রাণে আছেন! সকলেই তাঁহাকে পায়, সকলেই তাঁহাকে ছুঁইতে পারে! তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্রে ভেদ নাই, ধনী দরিদ্রের বিচার নাই! আমি বাল্যে যে দেবতার কল্পিত মূর্ত্তিটী স্পর্শ করিতে পারি নাই, আজি সেই দেবাদিদেব বিশ্বনাথ স্বয়ং আসিয়া আমার প্রাণমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন সেই ভুবন-মোহন আমার স্থায় নরাধমেরও প্রাণমন মুগ্ধ করিতেছেন। পুরোহিত ঠাকুর যখন সুন্দর ফুল দিয়া সেই দেবমূর্ত্তির পূজা করিতেন, তখন মনে হইত, আমি কেন ঐরূপ দেবতার পূজা করিতে পারি না! আহা আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে নরাধম আমি, এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমফুল দিয়া সেই যোগিজন-দুর্ল্লভ ভগবানের পূজা করিতেছি! সেই মহিমান্বিত পরমেশ্বরকে "প্রাণনাথ" "প্রাণসখা" বলিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি! ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপে সেই বিশ্বপতিকে আমার প্রাণের নিকট আনিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে আমরা সকলেই সাক্ষাৎ-ভাবে সেই বিশ্বপতির পূজা করিবার অধিকার পাইয়াছি। যে ধর্ম্মে মানবাত্মাকে এইরূপ উচ্চতর অধিকার দেয়, সে কি সামান্য ধর্ম্ম? যে সমাজে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ ভাবে পূজা করিতে পারে, সে সমাজ কে ছাড়িতে পারে? এমন অধিকার আর কোথায় পাইব?

(২) হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া প্রাণ বড় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ছিল, জীবনের শিক্ষা ও চিন্তা বড় সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল! হিন্দু সাধুদিগকে ভক্তি করিতাম, হিন্দুশাস্ত্রেও অনুরক্ত ছিলাম। কিন্তু বিজাতীয় সাধু ও ধর্ম্মগ্রন্থে বড় বিদ্বেষ ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমার প্রাণের নিকট এক উদার সত্যরাজ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ বাইবেল, পুরাণ কোরাণ সকলই আমাদের শাস্ত্র হইয়াছে। একটী সত্যও আর পরের সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ঈশা মুষা, শাক্য, গৌর, নানক কবীর, দাউদ কনফুচ, লুথার ও মহম্মদ সকলেই আমাদের আপনার লোক, এক-জনকেও আর পর বলিয়া বোধ হয় না। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও দূর মনে হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ উদার ও মহৎশিক্ষা দিয়াছেন, এইরূপে পরকে আপনার করিয়াছেন। যে সমাজে ঈশা ও গৌরাঙ্গ একাসনে নৃত্য করেন; যে সমাজে বেদ ও কোরাণ সমদৃষ্টিতে আদৃত হয়; যে সমাজে কেবল সত্যেরই আদর হয়, সাধুতারই সম্মান হয়, সে সমাজ ছাড়িয়া কোথায় যাইব? শতবার অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও সেই সমাজের চরণতলে পড়িয়া থাকিব, সহস্র দুঃখযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইলেও সেই সমাজের পদতলে পড়িয়াই ক্রন্দন করিব।

(৩) আমার তৃতীয় ও শেষ কথা এই, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমার সম্মুখে এক উদার ও বিশ্বব্যাপী প্রেমপরিবার প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর যেমন এক, তাঁহার ধর্ম্ম যেমন এক, তেমনি তাঁহার প্রেমপরিবার ও এক। এই বিশ্বের অনন্তকোটী নর নারী সকলেই তাঁহার সেই প্রেম-পরিবারের লোক। তিনি আমাদের মা, আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান ইহ-পরলোক-বাসী জ্ঞানী মূর্খ, সভ্য অসভ্য পাপী পুণ্যবান্ সমস্ত নর নারীই আমাদের ভাই ভগ্নী। তাঁহার বিশাল প্রেম-বক্ষে আমরা সকলেই ধৃত রহিয়াছি। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, কাহাকেও পর ভাবেন না; অতএব আমরাও কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না, পর ভাবিতে পারি না। আমাদের ধর্ম্ম কোনও দলে আবদ্ধ থাকে না, আমাদের প্রেম কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ভাই বোন্! দুঃখ দেখিয়া ভীত হইও না, বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া পালাইয়া যাইও না। ব্রাহ্মসমাজে প্রেমের জয় হইবেই হইবে, পৃথিবীতে প্রেম-রাজ্য আসিবেই আসিবে; ইহাতে কোনও

সন্দেহ নাই। আমাদের শত শত দোষ ক্রটী ও অপরাধ আছে, তাহা জানি; কিন্তু ইহাও জানি, আমাদের মা আছেন, আর তাঁহার অমৃত-ক্রোড়ে আমরা সকলেই ভাই বোন্!

দুই শ্রেণীর সাধক।

ধর্ম্মরাজ্যে দুই শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম করেন, অপর শ্রেণীর লোক স্বার্থসাধনের জন্য ধর্ম্ম করেন। প্রথমোক্ত সাধক ঈশ্বরের প্রেমে এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়েন, জীবনের প্রতি ঘটনার মধ্যে তাঁহার করুণার এতই পরিচয় পান যে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া, তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। শেষোক্ত ব্যক্তি দেখেন যে সংসারের চারিদিকে এত দুঃখ ক্লেশ, এত ভয় বিপদ প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা যে আপনার ক্ষুদ্র শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আরদাঁড়ান যায় না, কোন উচ্চতর শক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে আর চলে না; এই মনে করিয়া তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। জগতের লোক আপাততঃ এই উভয় প্রকার লোকের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে পায় না; এই জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে উভয়কে সমান জ্ঞান করে। কিন্তু যখন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়, তখন ইহাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী ও প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যত দিন সংসারে সুখসাচ্ছন্দ্যতা থাকে, ততদিন শেষোক্ত সাধক খুব উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের নাম গান করেন, কিন্তু চারিদিক হইতে নানাপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণা আসিয়া যখন আক্রমণ করে, তখনই তাঁহার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

এই প্রকারের লোক ধর্ম্মজগতে ঠিক কোকিলের ন্যায়। বসন্তকালের সঙ্গে কোকিলের সম্বন্ধ। বসন্তকালে তরুগণ যখন সুকোমল পুষ্পপত্রে সজ্জিত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করে, নানা বর্ণের কুসুম সকল বিকশিত হইয়া দশদিক আলোকিত করে এবং সৌরভে প্রাণ মন মোহিত করে, রসনা তৃপ্তিকর নানা প্রকার সুরসাল ফল সকল বৃক্ষে বৃক্ষে পরিপক্ক হইয়া উঠে, সুমন্দ মলয় সমীরণ প্রবাহিত হইয়া শরীরকে শীতল ও পুলকিত করে এবং প্রকৃতি মনোহর সাজে বিভূষিত হইয়া নূতন শ্রী ধারণ করে—সমস্ত জগৎ যেন এক মহা উৎসবের ক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া যায়—সেই সুখ ও আনন্দের দিনে কোকিল আসিয়া উপস্থিত হয়, কত আনন্দ প্রকাশ করে, কত উচ্চ ঝঙ্কার করে, কত উল্লাসের সহিত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বিহার করিয়া বেড়ায়। তাহার পর দুঃখের বর্ষা আসিল, গগনমণ্ডল মেঘে আচ্ছাদিত হইল, প্রকৃতির শোভা সকল বিনষ্ট হইয়া গেল, বৃক্ষলতাসমূহ শ্রী ভ্রষ্ট হইল, জগতের মুখ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল,—সেই ঘোর দুঃখ দুর্দ্দিনে কোকিলের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইল, তাহার কণ্ঠ হইতে আর সে মধুর কুজন নিঃসৃত হয় না, সে আর আনন্দে বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িয়া বেড়ায় না; এই রূপে কয়েক দিনের মধ্যে কোকিল কোথায় উড়িয়া গেল, আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে যিনি পরমেশ্বরকে ভাল বাসিতে যান, তাঁহারও অবস্থা ঠিক এইরূপ। যখন গৃহ নানা প্রকার সুখ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, প্রচুর অর্থোপার্জ্জন দ্বারা সংসারযাত্রা সচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইতেছে, পুত্র কন্যাগণ আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে, সকল লোকে ভালবাসা দেখাইতেছে ও নানা ভাবে সুখ্যাতি করিতেছে এবং শরীর ও মন সুস্থতা ও আনন্দ অনুভব করিতেছে,—সেই সুখের দিনে তিনি ঈশ্বরের প্রতি কেমন বিশ্বাসের ভাব দেখাইতেছেন, কত বার ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতেছেন, তাঁহাকে "দয়াময় দয়াময়" বলিয়া ডাকিয়া ভাবে উন্মত্ত হইতেছেন, এবং জীবনের প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে তাঁহার প্রেম ও করুণার পরিচয় পাইতেছেন। তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে এই ব্যক্তিই প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী। কিন্তু কিছুদিন পরে সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল;—সুখ আনন্দ কোথায় দুঃখবিষাদের স্রোতে ভাসিয়া গেল; চারিদিক হইতে ভীষণ দারিদ্র্য ও অভাব আসিয়া পীড়ন করিতে লাগিল, সন্তানসন্ততিগণ স্নেহক্রোড় শূন্য করিয়া কোন্ অন্ধকারময় দেশে চলিয়া গেল; যে সকল আত্মীয়স্বজন কত ভালবাসা দেখাইয়া সদ্গুণের কত প্রশংসা করিতেছিল, তাহারা শত্রুবেশ ধারণ করিয়া নিদারুণ অত্যাচার ও কুৎসিৎ নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, এবং নানা প্রকার রোগশোকের তীব্র কশাঘাত জীবনকে ভারময় করিয়া তুলিল;—সেই ঘোর বিপদের দিনে তাঁহার সেইরূপ ঈশ্বর বিশ্বাসের ভাব কি দেখা যায়? না, তখন তিনি আর সেরূপ ভক্তির সহিত তাঁহার আরাধনা করেন না, প্রাণ খুলিয়া আর তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতে পারেন না, মানবজীবনের উপরে তাঁহার প্রেমের স্রোত যে অবিশ্রাম প্রবাহিত হইতেছে, তিনি তাহা আর অনুভব করিতে পারেন না। পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের উপর তখন তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি যদি মঙ্গলময়, তবে আমি এত ক্লেশ পাই কেন? মানুষকে বৃথা কষ্ট দিয়া তাঁহার কি লাভ হয়? তবে বোধ হয় জগতের অন্তরালে কোনও বিধাতা নাই। এই মনে করিয়া ক্রমে তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ে, এবং বর্ষার আগমনে কোকিল যেমন উড়িয়া যায়, দেখিতে দেখিতে তিনিও সেইরূপ ধর্ম্মজগৎ হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যান,—আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেবলমাত্র সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে ইহার বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে। আধ্যাত্মিক ভাবের একটু বিপর্য্যয় ঘটিলে ও ইহার সহজেই ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, তখন তেমন বিশ্বাসের সহিত আর সেই পরমদেবতাকে ধরিয়া থাকিতে পারেন না। যখন সাধনভজনে প্রাণে খুব আনন্দ পান, তাঁহার নামে করিয়া হৃদয় শীতল হয় এবং ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধীয় নানা প্রকার অনুকূল অবস্থা আসিয়া ঈশ্বরোপাসনার সহায়তা করে, তখন উৎসাহের সহিত সাধন ভজনে মনযোগ দেন, দিবানিশি পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার দয়া ও প্রেমের বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করেন এবং তাঁহার প্রিয়

কার্য্যসাধনের জন্য অতিশয় যত্নবান্ হইয়া উঠেন। কিন্তু এ ভাব তাঁহার চিরদিন থাকে না। যখন শুষ্কতা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে, ভগবানের নাম তেমন মিষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহার উপাসনাতে প্রাণ তেমন পরিতৃপ্ত হয় না,—সেই বিষম পরীক্ষার সময়ে তাঁহার প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না, তখন আর উপাসনাতে ভাল মন বসাইতে পারেন না, সাধন ভজনে তেমন অনুরক্তি থাকে না, এবং সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠানের দিকে তার অন্তরের গতি থাকে না। এইরূপ শুষ্কভাব কিছুদিন স্থায়ী হইলে প্রাণ ক্রমে ক্রমে উপাসনা প্রভৃতি সাধন ভজনে উদাসীন হইয়া যায়। সেই অবস্থায় যদি আবার আত্মনিগ্রহ, প্রবৃত্তিপ্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম প্রভৃতি কঠিন সাধনের কথা মনে উদয় হয়, তবে তাঁহার মন একেবারে গভীর নিরাশার কূপে ডুবিয়া যায়। এইরূপে তিনি এই শুষ্ক নিরাশ ভাবের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া অল্পে অল্পে ধর্ম্ম জগৎ ছাড়িয়া ঈশ্বর হইতে দূরে চলিয়া যান।

প্রকৃত বিশ্বাসী সাধকের জীবন ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সকল সময়ে সকল অবস্থার মধ্যে তাঁহার প্রাণ দৃঢ়ভাবে সেই পরম পিতাকে অবলম্বন করিয়া থাকে। নানা প্রকার সম্পদ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যখন তাঁহার জীবনযাত্রা সুখে সচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়, তখন তিনি তাহার মূলে সেই করুণাময়ের করুণা দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হন। আবার অশেষ প্রকার দুঃখ ক্লেশ আসিয়া যখন জীবনকে ঘেরিয়া ফেলে, ঘোর অভাব ও দরিদ্রতার উৎপীড়নে জীবন ধারণ কঠিন হইয়া পড়ে, তিনি তখনও বিশ্বাস ও আনন্দের সহিত সেই দুঃখ দারিদ্রতার বিষমভার অবনত মস্তকে বহন করেন। যাহা দেখিয়া দুর্ব্বল সাধকের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া যায়, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে সন্দেহ জন্মে, তিনি বুক পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া ঈশার মত বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারেন,—"আমার পিতা যে পানপাত্র আমার সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কি আমি পান করিব না"। সুন্দর শিশুসকল জন্মগ্রহণ করিয়া যখন গৃহ আলোকিত হয় এবং পত্নীর অপূর্ব্ব প্রেমপ্রভাবে যখন তাঁহার সমস্ত সংসার মধুময় হইয়া যায়, তখন তিনি তাহার পশ্চাতে সেই প্রেমময়ের প্রেম দেখিয়া এবং আপনাকে তাঁহার প্রেমের অনুপযুক্ত জানিয়া চিরজীবনের মত তাঁহার ক্রীতদাস হইয়া যান। আবার যখন তাঁহার গৃহ শূন্য করিয়া, তাঁহার সংসার অন্ধকারে ডুবাইয়া, সেই স্নেহের পুত্তলিকা সকল পরলোকে চলিয়া যায়, তখন তিনি বলেন তুমি মঙ্গলময়, মঙ্গলময়; তুমি যাহা কর তাহাই ভাল। "আমি নগ্নবেশে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, এবং নগ্নবেশে এখান হইতে চলিয়া যাইব। প্রভু, তুমি দিয়াছিলে তুমি লইয়াছ; তোমার নাম ধন্য হউক।" যখন তিনি সংসারের লোকের নিকট হইতে ভালবাসা ও সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন, তখন সেই পরম দেবতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন—এ সব তোমারই কৃপা, আমি কিছুরই উপযুক্ত নই। আবার যখন তাহারা বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া তাঁহার উপর নানারূপ অত্যাচার নির্য্যাতন করে, অযথাভাবে তাঁহার নিন্দাবাদ যথা তথা রটনা করে, তখন তিনি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত মনে সকল সহ্য করিয়া বলেন—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমি যে তোমার জন্য একটুকও ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেছি, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম।

সংসারের দুঃখ বিপদের সময় তিনি প্রাণকে যেরূপ দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন, ধর্ম্ম-জীবনের দুর্দ্দিনে ও তিনি সেইরূপ কখন তাঁহার কাছ ছাড়া হন না। যখন সরস থাকে, উপাসনা মধুর হয়, ঈশ্বরের নাম মিষ্ট লাগে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিয়া প্রাণে আনন্দ হয়, কেবলমাত্র তখনই যে তিনি ঈশ্বরোপাসনা ও তাঁহার সেবা করেন, তাহা নয়। কিন্তু ঘোর শুষ্কতার দিনে যখন উপাসনা তিক্ত বোধ হয়, ঈশ্বরের নাম করিয়া শান্তি অনুভূত হয় না এবং তাঁহার কার্য্য করিতে উৎসাহ ও আনন্দ হয় না, তখনও তিনি কাতর প্রাণে পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার নাম করেন, আশা ও ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করিয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধনে অগ্রসর হন। জীবনে যতই শুষ্ক ভাব আসুক না কেন, তিনি অবিচলিতচিত্তে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অভয় চরণে পড়িয়া থাকেন। আর আমি কোথায় যাইব? তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই আমার চিরদিনের আশ্রয়। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, বিশ্বাসে অবিশ্বাসে সকল অবস্থায় তোমারই দ্বারে পড়িয়া থাকিব। আমার দুঃখ আর কেহ দূর করিতে পারে না, আমার বিপদ আর কেহ নিবারণ করিতে পারে না, অবিশ্বাসের হস্ত হইতে আর কেহ আমায় উদ্ধার করিতে পারে না। তোমার নাম যখন মিষ্ট লাগে না, তখন কি নাম করিব না? তুমি যে চিরদিনই আমার পিতা; শুষ্কতার সময় কি তোমার সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় যে তোমার নাম ভুলিয়া যাইব? এই বলিয়া চিরজীবন তিনি ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এইজন্য সাধনের কঠোরতা দেখিয়া তাঁহাকে কখনও নিরাশ হইতে হয় না। তিনি বলেন যাহা করিলে তোমাকে পাওয়া যায়, আমি তাই করিব। সামান্য সংসারের বস্তু লাভ করিবার জন্য কত পরিশ্রম করি, ক্লেশ-স্বীকার করি। আর তুমি অমূল্য অক্ষয় ধন, তোমাকে পাইবার জন্য যদি স্বার্থত্যাগ ইন্দ্রিয়দমন, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতি সাধন করিতে হয়, তাহা কি করিব না? সংসারের এমন বস্তু কি আছে, যাহার সঙ্গে তোমার উপযুক্ত বিনিময় হইতে পারে? সামান্য সাধন ভজনে যদি তোমায় পাওয়া যায়, তাহাত আমার সৌভাগ্য।

বিশ্বাসী সাধকের বিশ্বাস দুঃখ বিপদের সময় হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পুনঃ পুনঃ পুড়িয়া পুড়িয়া স্বর্ণ যেমন খাঁটি ও উজ্জ্বল হয়, তাঁহার বিশ্বাস সেইরূপ বিপদ পরীক্ষার অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া দিন দিন বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া যায়। যে সকল সাধুব্যক্তি এখন মানব সমাজের পূজনীয় হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে হয়ত কেহই জানিতে পারিত না, যদি দুঃখ বিপদ আসিয়া তাঁহাদের মহত্ত্ব জগতের মধ্যে প্রকাশ করিয়া না দিত। চন্দন বৃক্ষে যেমন যতই আঘাত করা যায় ততই তাহার সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে,

সেইরূপ তাঁহারা পৃথিবীর নিকট হইতে যতই বিপদ অত্যাচারের আঘাত পাইয়াছেন, ততই তাঁহাদের সদ্‌গুণরাশি জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের যে প্রেমের স্রোত অল্পে অল্পে নিঃশব্দে পরমেশ্বরের দিকে প্রবাহিত হইতেছিল, সংসারের দুঃখক্লেশ আসিয়া যখন তাহার সম্মুখে বাধা দিয়াছে তখনই তাহার বেগ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং শেষে সকল বাধা প্রবলবেগে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহারা বলিয়াছেন "প্রভু, আমরা ধন্য হইলাম। দুর্ব্বল স্বার্থপর জীব হইয়া আমরা যে তোমার জন্য একটু ক্লেশ সহিতে পারিলাম, তাহাতে আমরা ধন্য হইলাম। কি ছার একটু ক্লেশ সহ্য করা, তোমার জন্য যদি জীবন দিতে হয় তাহাও আমাদের ভাল। এ জীবন, এ সর্ব্বস্ব তুমি দিয়াছ, তবে কেন তাহা তোমায় দিব না? তাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস করিয়া ছিলেন, তাই তাঁহারা একথা বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানময়। মানুষ তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনার মঙ্গল যত বুঝিবে, তাহা অপেক্ষা নিশ্চয় তিনি কোটি কোটি গুণ অধিক বুঝেন। মানুষ আপনার ক্ষুদ্র বর্ত্তমান জীবনের দিকে চাহিয়া কার্য্য করে, কিন্তু তিনি তাহার অনন্ত জীবনের দিকে চাহিয়া কার্য্য করেন। এজন্য তিনি যাহা করিবেন নিশ্চয়ই তাহাতে মঙ্গল হইবে। তিনি মানুষকে যে অবস্থায় রাখুন না কেন, তাহাতে তাহার আত্মার অনন্তকালের কল্যাণ হইবেই হইবে। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—

"হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার বিপদ সম্পদ আমার দুই সমান;
তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি
গুণ নিধি হে—
ঘোর বিপদে ও বল্‌বো তোমায় দয়াময়।"

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

বৌদ্ধীয় ধর্ম্মপদ নামক গ্রন্থে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে যে এক ব্যক্তির একমাত্র পুত্র ছিল। তিনি এবং তাঁহার পত্নী উভয়ে তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহারা তাহার সুশিক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, সে ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশের গৌরব স্বরূপ হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষায় অমনযোগী হইয়া সে লেখাপড়া কিছুই শিখিতে পারিল না। এই কারণে শিক্ষা বন্ধ করিয়া তাঁহারা তাহাকে গৃহে আনিলেন, এবং যাহাতে সে গৃহকার্য্যে সুনিপুণ ও পারদর্শী হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অলস ও অপদার্থ হইয়া তাঁহাদের দুঃখের কারণ হইল। তখন প্রতিবেশীগণ তাহার নিন্দা করিতে লাগিল, বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল, এবং পিতামাতাও ঘোর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণের এই ভাব দেখিয়া তাহার অন্তরে অনুতাপের উদয় হইল, এবং সে ধর্ম্মসাধন দ্বারা সুখী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সাধনের নানা প্রণালী অবলম্বন ও তপস্যা করিয়া কোনও উপকার পাইল না। অবশেষে মহাজ্ঞানী বুদ্ধের নাম শুনিয়া এবং তিনিই তাহার এই দুঃখ দূর করিতে পারিবেন মনে করিয়া, তাঁহার নিকটে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। বুদ্ধ তাহাকে এই উত্তর করিলেন,—"আমার সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যদি তুমি সুখী হইতে ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্বপ্রথমে চরিত্রের বিশুদ্ধতা লাভ করিতে শিক্ষা কর। যাও, তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও, পিতামাতার আদেশ পালন কর, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তোমার দৈনিক সাংসারিক কার্য্যে মনযোগী হও, আলস্য পরবশ হইয়া জীবনকে অপদার্থ করিও না। এই সকল বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আইস। সম্ভবতঃ তখন তুমি আমার শিষ্যগণের সহযোগী হইবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে।

সেই ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং আপনার নির্ব্বুদ্ধিতাকে সকল দুঃখের কারণ স্থির করিয়া পিতামাতার নিকট ফিরিয়া গেল এবং তাঁহাদের আদেশ পালন ও আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিল। শিক্ষকের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন এবং প্রার্থনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে সর্ব্বদা অনুরক্ত হইল। এইরূপে বিশেষ ধৈর্য্য ও সাবধানতার সহিত আপনার জীবনকে সুনিয়মের দ্বারা নিয়মিত করিয়া সে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল এবং কিরূপে তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিল। তখন যথাবিধি অনুষ্ঠানের পর বুদ্ধ তাহাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, জীবনের সকল কার্য্যের মধ্যে বিশেষরূপে নিষ্ঠার ভাব স্থাপন করিতে না পারিলে ধর্ম্মরাজ্যের উপযুক্ত হওয়া যায় না। এমন বহু লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা জীবনের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে যান। তাঁহারা উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন করেন, নানা প্রকার সমাজের হিতকর কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, অথচ তাঁহাদের নিজ নিজ কত কর্ত্তব্য অসম্পাদিত পড়িয়া থাকে। যাহার যে সকল কার্য্য করিবার আছে তাহা সুচারুরূপে করিতে না পারিলে যে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়, তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হওয়া যায় না, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের এরূপ অনেক ছাত্র আছেন, যাঁহারা লেখাপড়ায় তত মনযোগ না দিয়া, বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য তত যত্ন না করিয়া অনেক সময় ধর্ম্মান্দোলনে ব্যস্ত থাকেন। সভা সমিতি করিব, বক্তৃতা দিব, প্রচার করিব—এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের অধিক স্পৃহা দৃষ্ট থাকে। এই জন্য তাঁহারা লেখাপড়া সম্বন্ধে বিশেষরূপ উন্নতি করিতে পারেন না। এরূপ অনেক গৃহী ব্যক্তি আছেন, সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ, সুখসচ্ছন্দ ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ যাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, পুত্রকন্যাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতিতে শিক্ষিত করিবার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে এবং পারিবারিক আদর্শ-জীবন দ্বারা প্রতিবেশীগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব বিকীর্ণ করিবার দায়ীত্ব যাঁহাদের

হাতে রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এই সকল কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন হইয়া হয়ত কেবলমাত্র সাধন ভজনদ্বারা ধর্ম্মজীবন লাভের চেষ্টা করিতেছেন, এবং কেহ কেহ হয়ত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য নিয়ত পরিশ্রম করিতেছেন। পারিবারিক কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিলে যে ধর্ম্মের একদিকমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এ চিন্তা তাঁহাদের মনে উদয় হইতেছে না। বৈষয়িক কার্য্য যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত সেই কার্য্য নিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করেন না। নিয়মিত সময়ে কর্ম্ম-স্থানে উপস্থিত হওয়া, আপনার দায়িত্ব অনুভব করিয়া সুচারু-রূপে কার্য্য সম্পন্ন করা এবং কার্য্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না থাকিলে যে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইতে হয় ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। এইরূপ জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ত্তব্য সম্পূর্ণভাবে পালন করিলে তবেই ধর্ম্মের পূর্ণতা হয়। সাধন ভজন, উপাসনা আলোচনা ধর্ম্মের একদিক মাত্র। জীবনের কর্ত্তব্যপালন, ধর্ম্মের অপর দিক। কর্ত্তব্যই পরমেশ্বরের আদেশ। তাঁহার আদেশ পালন না করিলে ধর্ম্ম অপূর্ণ থাকে এবং তাঁহাকেও লাভ করা যায় না।

"নহে ধর্ম্ম শুধু ব্রহ্মে ডাকিলে ;
তাঁহার আদেশ পালন নাহি করিলে।
গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম, কৃষকের কৃষিকর্ম্ম,
সবই ধর্ম্ম, তারি কাজ ভাবিলে।
কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, যদি না করহ তাহা,
কি ফল কেবল তাঁরে ভাবিলে।"

জীবনের কর্ত্তব্য সকল অসম্পন্ন রাখিয়া যদি আমরা ধর্ম্ম-সাধন করিতে যাই, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি, তবে মহাত্মা বুদ্ধের ন্যায় তিনিও বলিবেন,—"আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যদি সুখী হইতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে চরিত্রের বিশুদ্ধতা লাভ কর এবং সুনিয়মের দ্বারা জীবনকে নিয়মিত কর। যাও ফিরিয়া যাও, জ্ঞান ও বিদ্যায় আপনাকে অলঙ্কৃত কর, সযত্নে পরিবারবর্গকে প্রতিপালন কর, পুত্রকন্যা দিগকে ভাল করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষিত কর। আপনার গৃহের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত কর। আপনার প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতিও সমাজের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য আছে, সকল সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া যখন পুনর্ব্বার আসিবে, তখন আমার রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে।"

ধর্ম্ম-বীর।

জগতে প্রচারিত হইবার প্রথম অবস্থায় খ্রীষ্টোপা-সকগণকে ঘোর অত্যাচার ও বিষম নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। তখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান অজ্ঞানতা ও কুসং স্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। প্রচলিত ধর্ম্ম, ক্রিয়া কলাপ ও দেব দেবীতে বিশ্বাস না করিয়া যখনই কেহ কোনও নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তখনই তাহাকে নিদারুণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এই জন্য সেই সময়ে যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, দেশের শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহা-দিগকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলেন। কাহাকে বা জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে, প্রস্তরাঘাতে প্রাণ বিনাশ করা হইয়াছে। কাহারও বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ছেদিত হইয়াছে। এইরূপে নানাপ্রকার শাস্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং যাহাতে তাঁহারা আপনাদিগের উপাস্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা করেন তজ্জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়গণ শান্তভাবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া অকাতরে জীবন দান করিয়াছেন। জীবনের আশায় কুসংস্কার আশ্রয় করেন নাই, মিথ্যা বস্তুর পূজা করেন নাই। খ্রীষ্ট-জগতের ইতিহাসে এই সকল বিশ্বাসী ধর্ম্ম-বীরদিগের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আমরা সময়ে সময়ে ইহাঁ-দের জীবনের এক একটী আখ্যায়িকা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিব। নিম্নে একটী ধর্ম্মবীরের জীবনী লিখিত হইল।

মরিটেনিয়ার অন্তঃপাতি কোন নগরে আরকেডিয়স্ নামে একব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তখন সেখানে খ্রীষ্টিয়দিগের উপর ঘোর অত্যাচার হইতেছিল। নগরের গৃহে গৃহে অন্বেষণ করিয়া কোথায় কে উক্ত মতাবলম্বী আছে তাহাকে বাহির করা হইতেছিল। আরকেডিয়স নগ রের মধ্যে এইরূপ গোলমাল দেখিয়া আপনার সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গমন করিলেন এবং নির্জ্জন প্রার্থনা, ঈশ্বর-চিন্তা এবং সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়া সময়-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই কথা অধিক দিন গোপন রহিল না। সাধারণ দেবতার মন্দিরে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া নগরাধ্যক্ষ তাঁহার বাড়ীতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা বলপূর্ব্বক দ্বার ভাঙ্গিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল এবং তন্মধ্যে তাঁহার এক আত্মীয়কে দেখিতে পাইল। তিনি আরকেডিয়সের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে না পারায় নগরাধ্যক্ষ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল। আরকেডিয়স তাঁহার এই বিপদের কথা শুনিয়া স্বয়ং নগরাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"যদি আমার জন্য এই নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিন। আমি আরকেডিয়স স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছি এবং জানাইতেছি যে ইনি আমার বিষয় কিছুই জানিতেন না।" নগরাধ্যক্ষ বলিলেন,—"আমি উহাকে এবং তোমাকেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, যদি তুমি দেবদেবীর নিকট বলি উৎসর্গ কর।" আরকেডিয়স উত্তর করিলেন, "আপনি কেমন করিয়া এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন? আপনি কি খ্রীষ্টীয়দিগকে চিনেন না? আপনি কি মনে করেন যে মৃত্যুভয়ে আমি কর্ত্তব্যপালনে বিরত হইব? পরমেশ্বরই আমার প্রাণ; তাঁহার জন্য মৃত্যুতে আমার পরম লাভ। যেরূপ শাস্তি ইচ্ছা উদ্ভাবন করুন, কিন্তু কিছুতেই আমি আমার উপাস্য দেবতাকে অবিশ্বাস করিতে পারিব না।" এই কথা শুনিয়া নগরাধ্যক্ষ

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কোন এক প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আবিষ্কার করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন,—"যাও ইহাকে লইয়া যাও; ইহাকে এমন শাস্তি দিবে যে এ যেন মৃত্যুর জন্য ইচ্ছা করে, অথচ মরিতে না পারে। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছেদন কর, কিন্তু এত বিলম্বে বিলম্বে ছেদন করিবে যে এ হতভাগ্য যেন ভাল রূপে বুঝিতে পারে যে আপনার পূর্ব্বপুরুষের দেবতা ছাড়িয়া অন্য দেবতার পূজা করা কি ভয়ানক কার্য্য।"

বধ্যভূমি নীত হইলে আরকেডিয়স মনে মনে ঈশ্বরের নিকট বলভিক্ষা করিলেন, এবং মস্তক ছেদিত হইবার আশায় স্বীয় গ্রীবা প্রসারিত করিলেন। কিন্তু জল্লাদগণ তাঁহাকে বাহু বিস্তৃত করিতে কহিল, এবং অঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তাহা খণ্ড খণ্ড করিল। তৎপরে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া পদের অঙ্গুষ্ঠ হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত সেই রূপে সমস্ত কর্ত্তন করিল। আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও অপরাজিত সাহসের সহিত সেই বিশ্বাসী বীর পুরুষ একে একে আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন তাহারা তাঁহার রসনা কর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল; তাই তিনি পুনঃ পুনঃ "প্রভু আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দাও"—এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার শরীর এক খণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় রক্তস্রোতে ভাসিতেছিল। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত দর্শক বৃন্দ এবং জল্লাদগণ ও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু আরকেডিয়স সেই সব খণ্ড খণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"হে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল! তোমরাই ধন্য! তোমরা আজ প্রকৃতই ঈশ্বরের হইয়া গিয়াছ। তাঁহার বলি-স্বরূপ হইয়াছ বলিয়া তোমরা এখন আমার বড় প্রিয় বস্তু" এবং তৎপরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমরা এই যে শোকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিলে, ইহা হইতে শিক্ষা কর যে যাহার সম্মুখে অনন্ত জীবন প্রসারিত রহিয়াছে, তাহার পক্ষে এ যন্ত্রণা কিছুই নয়। তোমাদের দেবতা দেবতাই নয়; তাহাদের পূজা পরিত্যাগ কর। যাঁহার জন্য আমি মরিলাম ও যন্ত্রণা পাইলাম, তিনিই সত্য দেবতা। যে অবস্থায় তোমরা আমাকে দেখিতেছ, ইহার মধ্যেও তিনি আমাকে শান্তি দিতেছেন ও রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার জন্য মৃত্যুই জীবন; তাঁহার জন্য যন্ত্রণা সহ্য করাতেই প্রকৃত আনন্দ।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার সংজ্ঞা বিলীন হইয়া গেল।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বাগেরহাট।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের ঊনষষ্টিতম মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।:—

১লা মাঘ হইতে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাটীতে ঊষাকীর্ত্তন।

৫ঠা মাঘ বুধবার। প্রাতে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা।

৭ই মাঘ শনিবার। সন্ধ্যারপর উৎসবের উদ্বোধন। বাবু আনন্দ চন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি উৎসবের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের কৃপালাভের জন্য সকলকে হৃদয় প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন।

৮ই মাঘ রবিবার। প্রাতঃকালে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী মঘিয়া গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাওয়া হয়, গ্রামস্থ কয়েকটী ভদ্র ও অনেক সাধারণ শ্রেণীর লোক এই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। পরে বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা। অপরাহ্নে গ্রামস্থ প্রায় ৫০।৬০ জন ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর লোক উক্ত বাটীতে আগমন করেন ও সকলে মিলিয়া বহুক্ষণ ব্যাপী সংকীর্ত্তন করেন। বাবু হরিনাথ দাস সংসারের অনিত্যতা এবং ধর্ম্মের নিত্যতা এবং সারবত্তা সম্বন্ধে কিছু বলেন, উহা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল এবং সকলেই মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন।

৯ই মাঘ সোমবার। সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে উপাসনা ও সঙ্গীত হয়।

১০ই মাঘ মঙ্গলবার। প্রাতঃকালে সমাজগৃহে উপাসনা। সন্ধ্যার পরে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয় এবং ভক্ত চৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

১১ই মাঘ বুধবার। সমস্ত দিনব্যাপী সঙ্গীত ও উপাসনা হয়। এই দিন সন্ধ্যার পর স্থানীয় কোন কোন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার। প্রাতঃকালে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যার পর "ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি?" এই সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বাবু যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল বলেন ধর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, মনুষ্য ধর্ম্ম ব্যতীত কখনও বাঁচিতে পারে না। "ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি?" এরূপ প্রশ্ন কখনও কাহারও মনে উদিত হওয়া উচিত নহে।

১৩ই মাঘ শুক্রবার। প্রাতঃকালে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যার পর সঙ্গত সভার উৎসব ও আলোচনা হয়।

১৪ই মাঘ শনিবার। প্রাতঃকালে সঙ্গীত ও উপাসনা হয়, বৈকালে সকলে মিলিয়া এখান হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে জয়গাছী গ্রামে গমন করেন। উক্ত গ্রামের ওপার মথুরা নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা ব্যাপী সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। বাবু হরিনাথ দাস একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে মনুষ্য ধর্ম্মের নামে বৃথা আড়ম্বর করিয়া কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না। পরমেশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেম রাখিয়া সাধুভাবে কার্য্য না করিলে সংসারে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না! স্থানীয় একটী অধ্যাপক এবং কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় অতি সমাদরের সহিত সকলকে তাঁহার বাটীতে ভোজন করান।

১৫ই মাঘ রবিবার। প্রাতঃকালে সঙ্গীত ও উপাসনা হয়। অপরাহ্নে সমস্ত বাজার এবং নগর প্রদক্ষিণ করিয়া নগর সংকীর্ত্তন করা হয়। ইহাতে স্থানীয় অনেক লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

পিরোজপুর।

বিগত তিন বৎসর হইতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে পিরোজপুর ব্রাহ্ম সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত বৈশাখ মাসে সাম্বৎসরিক উৎসব সামান্য ভাবে সম্পন্ন হওয়া ভিন্ন এ পর্য্যন্ত অন্য কোন উৎসবাদি হয় নাই। হঠাৎ "এবার মাঘোৎসব করিতে হইবে" এই বাসনা আস্তে আস্তে সকলের প্রাণে উদিত হইল। কত বিঘ্ন বাধা সম্মুখে দেখিলাম; কিন্তু পরমেশ্বর আশ্চর্য্য কৃপা! নির্ব্বিঘ্নে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার কার্য্য বিবরণ এই—

১০ই মাঘ। নগরে উষাকীর্ত্তন, পরে উপাসনা। অপরাহ্নে "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" পাঠ ও কীর্ত্তন। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

১১ই মাঘ। সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাসনা পরে কোন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ। মধ্যাহ্নে প্রার্থনা ও কীর্ত্তন। অপরাহ্নে প্রার্থনা ও ধ্যান। তৎপরে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ ও কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১২ই মাঘ। প্রাতে, উপাসনা, অপরাহ্নে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" পাঠ ও কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১৩ই মাঘ। প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" ও "জীবনালোক" পাঠ ও কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১৪ই মাঘ। উষাকীর্ত্তন। পরে উপাসনা। অপরাহ্নে কীর্ত্তন ও নানা বিষয়ের আলোচনা। সায়ংকালে উপাসনা।

১৫ই মাঘ। প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। প্রার্থনা পূর্ব্বক ৩॥ ঘটিকার সময় উপাসক মণ্ডলী অন্যান্য ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত হইয়া "তোরা আয়রে ভাই, থাকিস্ না আর মোহেতে ভুলে" এই সুদীর্ঘ ও হৃদয়স্পর্শী গানটী নগরের অভ্যন্তরে কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যার পর বহুজন-সমাকীর্ণ সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় সমাজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে উপাসনা হয়। উপাসনার পর উপস্থিত ভ্রাতৃ মণ্ডলীকে প্রীতি ভোজন করান হয়।

উৎসবের কয়েক দিন সমাগত অন্ধ আঁতুর-দিগকে কিছু কিছু পয়সা দেওয়া হয়। বাবু মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বাবু মন্মথ মোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন।

দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় এই উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বহুদিন পোষিত বিদ্বেষভাব অনেকের মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে, এমন কি ইহার প্রতি অনেকের শ্রদ্ধাও জন্মিয়াছে।

চট্টগ্রাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় চট্টগ্রামে আসিয়া যে যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইলাম।

৯ই ফেব্রুয়ারি শনিবার—চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া অপরাহ্নে প্রার্থনা সমাজে উপাসনা করেন।

১০ই ফেব্রুয়ারি রবিবার—প্রাতে গোল পাহাড়ে উপাসনা, অপরাহ্নে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারি সোমবার—প্রাতে সমাজে উপাসনা ও অপরাহ্নে দুর্গাদাস ডাক্তার মহাশয়ের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হয়।

১২ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার—প্রাতে দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রথমতঃ গোল পাহাড়ে উপাসনা হয়। তথা হইতে পরলোকগতা মহিলার শ্মশান স্থানে আগমন করত, তাঁহার ও তাঁহার মৃত সন্তানের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা করা হয়। এই উপলক্ষে দ্বারকানাথ বাবু সমাজে একটি টাকা ও দরিদ্র লোকদিগকে কিছু কিছু দান করিয়াছেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি বুধবার—প্রাতে দুর্গাদাস বাবুর বাসা বাড়ীতে উপাসনা। বৈকালে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার—দুই বেলা সমাজে উপাসনা হইয়াছিল।

১৫ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার—প্রাতে সাধারণ উপাসনা, বৈকালে কাজিমালীর স্কুল গৃহে "ভারতে ধর্ম্মের বিকাশ" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি শনিবার—প্রাতে নববিধান সমাজের সভ্যদিগের সঙ্গে কৈলাস বাবুর বাসায় উপাসনা করেন। রাত্রে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়।

অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ১০ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয়। বাবু মধুসূদন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—

বাবু গুরুচরণ মহলানবীস, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু সাতকড়ি দেব, বাবু শ্রীশচন্দ্র দে, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু শশিভূষণ বসু (সহঃ সম্পাদক), বাবু হরিমোহন ঘোষাল, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু শশীভূষণ বসু (প্রচারক), বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, এবং বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

২য় ও ৩য় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের এবং একটী বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সকল পঠিত ও গৃহীত হইল।

বাবু সীতানাথ দত্তের ৩য় নিয়মের (গ) অংশ সংশোধন করিবার প্রস্তাব বিচার করিবার জন্য অধ্যক্ষ সভার যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ বোধ করিয়া বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার কার্য্য সম্বন্ধে আপনাদের বিপরীত মত লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সভাপতির আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় মীমাংসা করিলেন যে এ বিপরীত মত লিপিবদ্ধ হইতে পারে না।

বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির এই মীমাংসার প্রতিবাদ করিলেন।

বাবু হীরালাল হালদার প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু চণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হউক, এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাসের প্রচারের বিবরণ ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণের সঙ্গে সংযুক্ত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

স্থিরীকৃত হইল যে বাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র, বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু গুরু চরণ মহলানবিস, বাবু হীরালাল হালদার ভোট-গণনাকারী সব-কমিটির সভ্য এবং বাবু শশিভূষণ বসু তাহার সম্পাদক মনোনীত হউন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত হইলেন :—

বাবু সীতানাথ দত্তের প্রস্তাবে ও বাবু হরিমোহন ঘোষালের পোষকতায় বাবু রজনীকান্ত গুহ, বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বাবু শশিভূষণ বসুর প্রস্তাবে এবং বাবু হরিমোহন ঘোষালের পোষকতায় বাবু সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, এবং বাবু গুরুচরণ মহলানবীসের প্রস্তাবে ও বাবু হীরালাল হালদারের পোষকতায় মিঃ সাহেব আলি।

ময়মনসিংহের বাবু কৃষ্ণদয়াল রায়ের লিখিত একখানি পত্র পঠিত হইল। এবং স্থিরীকৃত হইল যে বিচারের জন্য ইহা কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাতে সমর্পিত হউক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

অধ্যক্ষ সভার দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী সংশোধনের প্রস্তাব বিচার করিবার জন্য, বিগত ১২ই জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হয়।

বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু শশীভূষণ বসু পোষকতা করিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলী সংশোধন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের বিচার করা হউক।

বাবু হীরালাল হালদার এই বলিয়া উক্ত প্রস্তাব সংশোধন করিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলী সংশোধন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবিত বিষয় সকল পুনর্বিচারের জন্য অধ্যক্ষ সভাতে অর্পণ করা হউক। বাবু হরিমোহন ঘোষাল ইহার সমর্থন করেন।

কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পূজার আয়োজন।

হে মধুময় দেবতা! তুমি বড়ই মধুর, তুমি বড় মিষ্ট। যাঁহার আত্মার রসনা একবার তোমার মিষ্টত্ব একটুকু আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি আর এ জীবনে তোমাকে ভুলিতে পারেন না। এক ফোঁটা মধু যেখানে পায়, মধুকর যেমন সেখান হইতে নড়িতে চায় না,—শতবার তাড়াইয়া দিলে, মারিতে চেষ্টা করিলে সকল সহ্য করিয়া সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে; তোমার সহবাস লোলুপ ব্যক্তিও সেইরূপ তোমার সহবাস-রূপ মধুর রসে বিভোর হইয়া তোমার কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকেন। সংসারের কত শত্রুর কত আক্রমণ, কত নিদারুণ অত্যাচার সত্ত্বেও তোমায় ছাড়িতে চান না। তোমার মিষ্টত্ব অল্পে অল্পে তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়া যায়—তোমার সহবাসে ডুবিয়া ডুবিয়া তিনি ক্রমশঃ মধুর হইয়া যান। তাঁহার বাক্য মিষ্ট হয়, তাঁহার কার্য্য মিষ্ট হয়, তাঁহার চিন্তা মিষ্ট হয়, —তাঁহার সমস্ত জীবন মিষ্ট হইয়া যায়। কে তোমাকে কতটুকু আস্বাদন করিয়াছে, তাহার জীবন দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

তোমার মিষ্টত্ব আস্বাদন করিয়া কেহই স্বার্থপর থাকিতে পারে না। চিরদিন দেখা যায় সাধু সকল তোমার মধুর ভাব উপভোগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কিসে জগতের সকল পাপী তাপী সেই মিষ্টত্ব অনুভব করিয়া জীবন শীতল করিবে এবং অন্য প্রকারের সকল ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইবে, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। বন্ধু যেমন কোনও সুখাদ্য পাইলে আপনার বন্ধুকে না খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইতে পারেনা, তাঁহারাও সেইরূপ তোমার মিষ্টভাব জগতের সকলকে অনুভব না করাইয়া সুখী হন না।

প্রভো! সংসারে এমন কি মিষ্ট বস্তু আছে যাহার সঙ্গে তোমার তুলনা করিব? আজ যাহা মিষ্ট লাগে, কাল তাহা ভাল লাগে না। সংসারের মিষ্টতার তীব্রতা আছে, অথচ তাহাতে পরিতৃপ্তি নাই। এ যে বড় শোচনীয় অবস্থা, প্রভু। আকাঙ্ক্ষা রহিল অথচ ভোগ করিবার শক্তি রহিল না। কিন্তু তোমার মিষ্টত্ব ত' এমন নয়। তোমার সহবাস জনিত সুমধুর রস পান করিয়া পরিতৃপ্তিও হয় এবং পিপাসাও বাড়ে। এমন পরিতৃপ্তি—যে সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিষ্ট বিষয়ে আর লোভ হয় না; এমন পিপাসা—যে প্রাণ আর কোনও দিকে না

চাহিবে তোমারই পানে ছুটিতে চায়, তোমার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চায়!

সংসারের মিষ্ট বস্তু সকল ত' চিরদিন ভোগ করিতে পাই না। যাহা আস্বাদন করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, কত আশা করিয়া, কত চেষ্টা করিয়া তাহা ত' পাই না। আবার যাহা এখন কাছে আছে, তাহাও যে অধিক দিন ধরিয়া উপভোগ করিব, তাহাও ঘটিয়া উঠে না। এ সব মিষ্ট বস্তু বড় অসার, বড় ক্ষণস্থায়ী। দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়, দু দিনের মধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তুমি ত এরূপ বস্তু নও। তোমাকে চাহিলে তখনই নিকটে পাওয়া যায়, আবার সংসারের মিষ্ট বস্তুর মত তোমার বিনাশ কখনও হয় না। তুমি অক্ষয়, অমর, অনন্ত,—তোমার মিষ্টতা যত কাল ধরিয়া যে যত আস্বাদন করুক না কেন, কখনও তাহার শেষ হইবে না।

হে মিষ্টতার আধার! সেই জন্যই ত তোমাকে চাই। তুমি অমৃত, তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমি অমর হইব। তোমার মিষ্টতায় প্রাণ এরূপ পরিতৃপ্ত হইবে যে সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর দিকে আর ফিরিয়া চাহিবে না, অথচ তোমার মধুরতার জন্য এমন পিপাসিত হইবে যে চিরদিন অনন্যমনে তোমারই পানে ছুটিবে। লোভী পেটুক যেমন সুরসাল খাদ্য দ্রব্য পাইলে আনন্দে নাচিয়া উঠে, হে তৃপ্ত-হেতু রস-স্বরূপ ঈশ্বর! আমার প্রাণ তোমার জন্য কবে সেইরূপ লোলুপ হইবে! তোমার মিষ্টত্বে মজিয়া, তোমার সহবাসের মধুরতাতে ডুবিয়া কবে আমি মিষ্ট হইয়া যাইব, আমার জীবনও মধুর হইবে! তুমি যে কেমন মধুর, কেমন মিষ্ট কবে আমি তাহা জগতের লোকদিগকে বুঝাইতে পারিব! তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

প্রেরিত পত্র।

গত ১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রেরিত পত্র স্তম্ভে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে স্বাক্ষরিত এক খানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ঐ চিঠিতে যে কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

১৮০৯ শকে আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "ধর্ম্ম ও সুখ" শীর্ষক প্রবন্ধলেখক শরীর, মন ও আত্মা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জানি না কিন্তু মন ও আত্মা প্রকৃত পক্ষে একই বস্তু। কিন্তু ইহা পরিষ্কার করিয়া ধারণা করিবার জন্য আমাদের দেশের হিন্দু দার্শনিকগণ ইহার পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। সুখ, দুঃখ, স্নেহ, মমতা, প্রভৃতি সাংসারিক বাসনা মূলক আত্মার বৃত্তিকে মন ও জ্ঞান প্রেম আনন্দ ইত্যাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক স্থির ভাবে বিবেচনা করিলে তাঁহাদের উক্ত পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা দুইটী বিষয়ের সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিকে সংসার বাসনা বলিতেছে, ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমুদয় চরিতার্থ কর; ধন, মান, সুখ সম্পদ ইত্যাদি লাভ কর; সংসারের ভোগ বিলাসিতায় মগ্ন হও। অপর দিকে বিশুদ্ধ জ্ঞান বলিতেছেন যে সংসারের সুখ কিছুই নহে, সমুদয় অসার, উহাকে তুচ্ছ করিয়া সংসারের নিকৃষ্ট ভোগ বিলাসিতার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান, প্রেম, আনন্দে নিমগ্ন হও। এই যে আমাদের অন্তরের মধ্যে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংগ্রাম সর্ব্বদা চলিতেছে সম্ভবতঃ প্রাচীনেরা আত্মার এই প্রথমোক্ত বৃত্তিটীকে মন ও শেষোক্ত বৃত্তিটীকে আত্মা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না, আর বোধ হয় ব্রাহ্মরাও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পশু, পক্ষী ইত্যাদি নিকৃষ্ট জীব দিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত ভাবে আছে কিনা জানি না কিন্তু তাহাদের যখন সুখ দুঃখ বোধ আছে তখন তাহাদের যে মন আছে তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকা বা না থাকা, তাহাদের উন্নতি আছে কি নাই এ বিষয়ের মিমাংসা না হইলে মনুষ্যের ধর্ম্ম সাধনের কোন প্রকার ব্যাঘাত হইতে পারে না। তবে বলা বাহুল্য যে যখন তাহাদের মধ্যে আত্মার একাংশ অর্থাৎ মন দৃষ্ট হইতেছে তখন যে অপরাংশ অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপরিস্ফুট ভাবে রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্রম বিকাশের নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতেছে ও হইবে।

দ্বিতীয় কথা—পুনর্জ্জন্ম আছে কিনা? ভগবতী বাবু পুনর্জ্জন্ম কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? পুনর্জ্জন্ম কাহার? শরীরের না আত্মার? প্রথম শরীর সম্বন্ধে পুনর্জ্জন্ম সম্ভবে না, কারণ মরিয়া গেলে শরীরের পরমাণু সমষ্টি পরমাণুতে মিশিয়া যায় সুতরাং ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় আত্মা সম্বন্ধে পুনর্জ্জন্ম, ইহাও অসম্ভব; কারণ হিন্দু দর্শন কর্ত্তাগণ আত্মার পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন আত্মার একবার জন্ম হয় কিন্তু তাহার সুকৃতি দুষ্কৃত ফল ভোগের জন্য সংসারে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করে, সুতরাং জন্ম একবারের বেশী কেহ স্বীকার করেন না। এই স্থানে হিন্দু ও ব্রাহ্মের একমত। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে আত্মা পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করে কিনা? আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মেরা যে যুক্তি দেন তাহাই অকাট্য, ইহা অকিঞ্চিৎ কর বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা আত্মা বলিলে কি বুঝি,—আত্মা জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা সম্বলিত একটী চৈতন্য বস্তু। জ্ঞান ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবে না, যেমন কেন্দ্রহীন বৃত্ত অসম্ভব, তেমনি জ্ঞানহীন আত্মাও অসম্ভব। আত্মা বলিলেই জ্ঞান বস্তু বুঝি। জ্ঞান ও আত্মা একই—জ্ঞানই আত্মার অস্তিত্ব, সুতরাং জ্ঞানে যাহা না থাকে তাহা আত্মাতেও থাকে না।* "আমি" এই কথার অস্তিত্বই

* এ বিষয়ের পরিষ্কার মিমাংসা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দর্শন সংহিতা নামক প্রবন্ধ সমূহে ও বাবু সীতানাথ দত্তের কৃত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' নামক পুস্তকে রহিয়াছে।

জ্ঞানে, আমি আমাকে জানিতেছি এই যে জানা ইহাই জ্ঞান। আমাকে ভুলিয়া অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞান ভুলিয়া আমার অস্তিত্ব অসম্ভব, সুতরাং আত্মার পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে আসা সম্ভব হইলে অবশ্য তাহা স্মরণ থাকিবে, কারণ স্মরণ জ্ঞানমূলক। আমি পূর্ব্বে ছিলাম অথচ তাহা আমার জ্ঞানে নাই অর্থাৎ তাহা জানি না ইহা স্ববিরোধী অসম্ভব কথা। আমি পূর্ব্বে ছিলাম কিন্তু "আমি পূর্ব্বে ছিলাম" একথা স্মরণ নাই ইহা কি সম্ভব? কে বলিতেছে যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম? জ্ঞান,—কিন্তু সে জ্ঞান আমার নাই অর্থাৎ আমি জানিতেছি না, সুতরাং বিনা জ্ঞানে পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করা কল্পনা মাত্র। আর একটী কথা, ভগবতী বাবু যে বলিয়াছেন যে "বাল্য কালের সকল কথা যৌবন কালে, যৌবনকালের অনেক কথা বৃদ্ধ কালে বিশেষতঃ ভীমরতীর অবস্থায় আমাদের কি স্মরণ থাকে?" বাস্তবিক সকল কথা স্মরণ থাকে না। কিন্তু অনেক কথা স্মরণ থাকে। বিশেষতঃ বাল্যকালের যে আমি, যৌবনকালের সেই আমি, আবার বৃদ্ধকালের সেই আমিই। এই যে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা ইহা ত লোপ পাইবে না। সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম, পর জন্ম ইত্যাদি আত্মার যখন যে অবস্থা হউক না কেন আমি যে থাকিব তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এই আমিত্ব জ্ঞান যদি লোপ পায় অর্থাৎ "আমি ছিলাম" ইহা আমার স্মরণে না থাকে তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে আবার পূর্ব্ব জন্ম বা পর জন্ম কি করিয়া সম্ভবে! "আমি" এই জ্ঞান ব্যতীত যখন আমার অস্তিত্ব সম্ভবে না—বর্ত্তমান দেহ পাইবার পূর্ব্বে "আমি ছিলাম" এই জ্ঞান যখন আমার নাই, তখন পূর্ব্ব জন্মবাদী দিগের যুক্তি কি করিয়া সারবান বলিতে পারি। "পাপ পুণ্য ও ফলাফল ভোগের ভোগদাতা যিনি তিনি আমাদিগকে কি কার্য্যের জন্য কি ফল দিতেছেন, ইহা না জানাইয়া দিতে পারেন না। অতএব পূর্ব্ব জন্মের ফলাফল এ জন্মে যখন স্মরণ হইতেছে না তখন আমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না তাহার কোন সন্দেহ নাই"। এই যে যুক্তি ব্রাহ্মেরা দেন তাহা বাহ্যিক যুক্তি মাত্র, আমি তাহাকে মূল্যবান যুক্তি মনে করি না। সে সমস্ত মনে না থাকিলেও না থাকিতে পারে, কিন্তু "আমি ছিলাম—আমার অস্তিত্ব ছিল" এ জ্ঞান যদি স্মরণে না থাকিল তবে পূর্ব্বে আমার জন্ম হওয়া আর না হওয়া একই কথা। সুতরাং, পূর্ব্বজন্মবাদীগণের যুক্তির কিছু সারত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না

ভগবতী বাবুর তৃতীয় কথা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মনুষ্যের স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিষয়ক। এখন প্রশ্ন এই যে ভগবতী বাবু স্বাধীনতা কাহাকে বলেন? আমার বিবেচনায় স্বাধীনতা সম্বন্ধে ঈশ্বরের অধীনতা অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকেন তিনি সেই পরিমাণে স্বাধীন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার ব্যাখ্যানে স্বাধীনতার অর্থে উপরোক্ত অর্থই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সচরাচর স্বাধীনতা আর এক অর্থে ব্যবহার হয় তাহা মানবের মানবত্ব। যাহাহউক ভগবতী বাবু স্বাধীনতা শব্দ সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন আমিও ঐ অর্থে ব্যবহার করিব। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মানবের স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিষয়ে কি তাহা স্থূল ভাবে দেখিতে গেলে বাস্তবিক অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্থির চিত্তে সূক্ষ্ম রূপে দেখিলে তত কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক এবিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিবেদক
শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। কর্ম্মচারীগণও পদসূত্রে সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

ডাঃ পি, কে, রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু রজনীনাথ রায়, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু নীলরতন সরকার, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু মধুসূদন সেন।

সংবাদ।

পরিবারে উপাসনাশীলতা—সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ কয়েক বার একত্রিত হইয়া কি কি উপায়ে ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে উপাসনাশীলতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, সেখানে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। অনেক উপযুক্ত উপায়ের কথা তথায় আলোচিত হয়। এই সকল উপায় কার্য্যে পরিণত হইবার আশা আছে।

লালা বজরং বিহারী—কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে আমাদের বন্ধু লালা বজরং বিহারী একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। আমরা এক্ষণে দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে তাঁহার কন্যাও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর এই পরলোকগত আত্মাদিগকে শান্তি ও তাঁহার পুত্রটীকে বল দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—আমাদিগকে দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে কিছুদিন পূর্ব্বে বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। সদ্গুণের জন্য তিনি সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য এবং শোকাকুল পরিবারের শান্তির জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। গত ২৮এ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২৮এ চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ ভাগ।
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৮১০ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

রোদন।

(উদ্ধৃত)

সংসারের গুরুভার
সহিতে পারি না আর;
দুদিক রাখিতে ধর্ম্ম থাকে না বজায়।
জগদীশ! কি হবে উপায়?
বুঝি নাথ! হারাই তোমায়!

একে ত নিজের ভার
জগদীশ! সহা ভার,
সংসারের ভার পুন আমার গলায়!
বল, দাস কেমনে দাঁড়ায়,
পিতা! তুমি না হলে সহায়!

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ধর্ম্ম মত ও ধর্ম্মাগ্নি।—ধর্ম্ম মত অপরকে দেওয়া সহজ কিন্তু ধর্ম্মাগ্নি অপরকে দেওয়া সহজ নহে। জ্ঞানের পরির্ত্তন যত শীঘ্র ঘটে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন তত শীঘ্র ঘটে না। নিতান্ত মূঢ় প্রকৃতি লোক ভিন্ন অপর সকলকেই একটু চেষ্টা করিলে কোন নূতন সত্য বুঝাইয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু হৃদয়ে সেই সত্যের জন্য অনুরাগ উদ্দীপ্ত করা, ও সেই সত্যের জন্য স্বার্থনাশ করিতে প্রস্তুত করা অতি কঠিন কার্য্য। কিরূপে যে মানবের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশে শত শত যুবকের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে সেই ব্রাহ্ম সমাজে এক ব্যক্তি ৩০ বৎসর গান করিতেছে অথচ তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল না। যে ব্রাহ্ম-সাধুর একটী কথাতে একজন পাপী পাপ পথ হইতে ফিরিল, সেই ব্রাহ্মসাধুর নিজ সন্তানগণ তাঁহার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও সে অগ্নি প্রাপ্ত হইল না। এই জন্যই মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন ইহা আকাশের বায়ুর ন্যায় কোন দিক দিয়া আসে, কোন দিক দিয়া যায় কেহই জানিতে পারে না; তবে স্থূলভাবে দুইটী কথা বলিতে পারা যায়। অগ্নির সংস্পর্শ ব্যতীত আগ্ন জ্বলে না। দ্বিতীয় হৃদয়টা জ্বলিবার উপযুক্ত না থাকিলে জ্বলে না। যাঁহার নিজের অন্তরে আগ্ন নাই; তিনি সহস্র চেষ্টা দ্বারা ও অপরকে তাহা দিতে পারেন না। দ্বিতীয় নিঃস্বার্থভাব ও সরল সত্যপ্রিয়তা যে অন্তরে নাই, তাহা আর্দ্র কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অনেক প্রয়াস পাইলেও তাহাতে অগ্নি লাগে না।

প্রকৃত ব্রাহ্ম প্রচারক কে?—পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা হইতে আর একটী গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। প্রকৃত ব্রাহ্ম প্রচারক কে? ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারককে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল লোককে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে: সুতরাং তাঁহার জ্ঞান উজ্জ্বল থাকা চাই। জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির জন্য শিক্ষা সহায় সুতরাং তাঁহাদিগের শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। বুঝাইবার শক্তির অভাবে নিজের অন্তরস্থ জ্ঞান অপরকে দিতে পারিবেন না; সুতরাং বুঝাইবার শক্তি অর্থাৎ ব্যাখ্যাশক্তি ও বাক্পটুতা থাকা আবশ্যক। যদি সুশিক্ষা ব্যাখ্যা শক্তি, ও বাক্পটুতা এই তিনটী গুণের একত্র সমাবেশ হয় তাহা হইলেও যথেষ্ট হইল না। তিনি বিশদরূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন; লোকের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন; তর্কযুদ্ধে প্রতিপক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া জয় পত্র লাভ করিতে পারিবেন; এ সকলি হইবে কেবল একটী বাকি থাকিবে। লোকের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারিবেন না; ঈশ্বরানুরাগকে উদ্দীপ্ত ও স্বার্থনাশ বাসনাকে প্রবল করিতে পারিবেন না। যদি ঐটীই অবশিষ্ট রহিল তবে অপরগুলি থাকিয়াই বা ফল কি? ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপক্ক কিন্তু ব্রহ্ম-প্রেমে হীন এমন হৃদয়ে ধর্ম্ম বাস করিতে পারে না। সেখানে সংসারের নিকৃষ্ট কামনা ও রিপু সকল অবাধে রাজত্ব করিতে পায়। অতএব সেরূপ প্রচারে কিছুই লাভ নাই। এজন্য প্রচারকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় গুণ এই যে তিনি নিজে অগ্নি-শালী ব্যক্তি, নবজীবন প্রাপ্ত লোক হইবেন; তিনি এরূপ লোক যে তাহার সংস্রবে আসিয়া লোকের হৃদয়ে আগুণ লাগিয়া যায়। বরং এরূপ দেখা গিয়াছে যে একজন শিক্ষা ও বাক্পটুতাতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহেন, কিন্তু ধর্ম্মাগ্নিতে প্রাণ উদ্দীপ্ত, এরূপ ব্যক্তির

দ্বারা অনেক সুশিক্ষিত ও সবক্তা ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক কাজ হইয়াছে। তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম, ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্যের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক লোকের হৃদয় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

পরিবারে ধর্ম্মাগ্নি—এই সঙ্গে আর একটী প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। ধর্ম্মাগ্নি এরূপ জিনিষ নয় যে উত্তরাধিকারী-সূত্রে সন্তানদিগকে দিয়া যাওয়া যায়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণের অনেকে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। হৃদয়ে যে ধর্ম্মাগ্নি পাইয়াছিলেন, তাহার বলে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা কি ইচ্ছা করিলে আপনাদের হৃদয়ের ধর্ম্মাগ্নি সন্তান দিগকে দিয়া যাইতে পারেন? এ ত বিষয় সম্পদ নহে যে উইলের দ্বারা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া সন্তানদিগের জন্য রাখিয়া যাইবেন। সন্তানগণ তাঁহার সহিত বাস করিয়াও তাঁহার উপদেশ সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মত সকল গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি কিরূপে জ্বলিবে? মনে কর এক জন ব্রাহ্মের সন্তানগণ পৌত্তলিকতা মানে না, জাতি-ভেদ মানে না, স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী, মাদক সেবন বিরহিত, এক মাত্র নিরাকার পরমেশ্বরকে মানবের উপাস্য বলিয়া জানে, ইহাতেই কি আমরা সন্তুষ্ট হইব যে তাহারা যাহা পাইবার পাইয়াছে? এই ছবির আর এক দিক দেখ—ঈশ্বরে তাহাদের অনুরাগ নাই; পিতার সময়ে বাড়ীতে যে পারিবারিক উপাসনার নিয়ম ছিল তাহা তুলিয়া দিয়াছে; উপাসনা মন্দিরে বড় একটা যায় না; বিশেষ বিশেষ সময়ে এক আধবার যায়; ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থ অর্থ সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি নাই সে অর্থ বেশ, ভূষা, রঙ্গ-ভূমিতে ব্যয় করে। ইহারা ব্রাহ্মের সন্তানের আদর্শ কি না? মনে করুন আমরা সকলে এইরূপ পরিবার রাখিয়া যাইতেছি, ইহা ভাবিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ সুখে মরিতে পারেন কি না? হয়ত অনেক ব্রাহ্ম বলিবেন, যদি ঈশ্বরে জাগ্রত অনুরাগ না থাকিল তাহা হইলে ত কিছুই রহিল না। ইহাই কঠিন কথা—ধর্ম্মাগ্নি যদি তাহাদের হৃদয়ে রাখিয়া যাইতে না পারিলাম তবে আর যাহা রাখিয়া যাওয়া হইল সকলি অসার।' এই জন্য ব্রাহ্ম মাত্রেরই গুরুতর ভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য কিরূপে তিনি স্বীয় পরিবার মধ্যে ধর্ম্মাগ্নি রাখিয়া যাইতে পারিবেন।

ঈশ্বরের পরীক্ষা।—এক ব্যক্তি সর্ব্বদাই মুখে আস্ফালন করিত। কোন রাজমন্ত্রীর প্রশংসা হইলেই সে বলিত, যে উহা আমিও পারি, একবার নিয়ম বাঁধিয়া লইলে কলের মত কাজ চলে। একটু চতুর ও সর্ব্বতোদর্শী লোক হইলেই ও কার্য্য চালাইতে পারে। সেই আত্মাভিমানী যুবকের পিতা তাহার এই আস্ফালন শুনিয়া শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন ইহার গর্ব্বটুকু চূর্ণ করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া তিনি হঠাৎ বিদেশ যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, এবং আপনার জমিদারীর এক এক অংশের তত্ত্বাবধানের ভার এক এক পুত্রের উপরে দিলেন। উক্ত আত্মাভিমানী পুত্রের উপরে একটী সামান্য মহলের ভার পড়িল। পিতা বিদেশে গেলেন, সে আপনার মহলে গিয়া একগুণ ব্যয়ের স্থানে দশগুণ ব্যয় করিতে লাগিল; বন্ধুবান্ধব লইয়া সর্ব্বদা আমোদপ্রমোদে কাটাইতে লাগিল; প্রজাগণের উপর উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছুদিন পরে পিতা বাড়ীতে আসিলেন তখন সেই পুত্র অতিশয় লজ্জিত। পিতা তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন। তুমি যে বড় অহঙ্কার করিতে বড় বড় রাজ্য অক্লেশে চালাইতে পার, এখন কি বুঝিতেছ? একটী সামান্য তালুকের তত্ত্বাবধান করিতে পারিলে না, একগুণ ব্যয়ের স্থানে দশগুণ ব্যয় করিয়া বসিলে; রাজ্য মধ্যে ঘোর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে। তুমি অতি অপদার্থ, অভিমান তোমার সাজে না। পিতার এই কথা শুনিয়া সেই দম্ভশীল সন্তান অপমানে মুখ অবনত করিয়া রহিল। ব্রাহ্ম সমাজের কি সেই দশা ঘটিতে যাইতেছে না? ব্রাহ্মেরা তূরী ভেরী বাজাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা ভারতকে নবজীবন দিব, ভারত সমাজকে নূতন করিয়া গড়িব, ভারত-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিব। ঈশ্বর এক কৌশল বিস্তার করিলেন তিনি ব্রাহ্মদিগকে এক একটী ক্ষুদ্র পরিবার দিয়া বলিলেন—"আগে ইহাদিগকে নবজীবন দেও। ইহাদিগকে ত নূতন করিয়া গড়, তৎপরে সমগ্র মানব সমাজকে গড়িতে যাইও।" আমরা এক একটী পরিবার পাইয়া কিরূপ গড়িয়া তুলিতেছি? যে জমি টুকু আমার নিজস্ব, যাহার ভিতরে আর কেহ হস্তার্পণ করে না, সেখানেই যদি ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলাম, তখন সমগ্র ভারত-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা কি দুরাশা নয়? যাহাদিগকে যথেচ্ছা মনের মত করিয়া গড়িতে পারি সে সম্বন্ধে বাধা দিবার কেহ নাই, তাহাদিগকেই যখন নবভাবে গড়িতে পারিলাম না, তখন সমগ্র ভারতসমাজকে গড়িতে যাওয়া কি ধৃষ্টতা নয়? যাহারা দিনরাত্রি হাতের নিকটে রহিয়াছে, তাহাদিগকেই যখন নবজীবন দিতে পারা গেল না, তখন অন্যকে নবজীবন দিবার বাসনা করা উপযুক্ত কার্য্য নয়। এক একটী ব্রাহ্ম পরিবার ধর্ম্মাগ্নি ধারণের এক একটী কটাহ না হইলে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে না।

বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় সাধু সেণ্ট অগষ্টাইনের জীবন চরিতে এরূপ কথিত আছে, যে যৌবন কালে তাঁহার চরিত্র অতি দূষিত ছিল। তিনি নানা প্রকার কুক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেন। এজন্য তাঁহার ধর্ম্ম পরায়ণা মাতা মনিকা সতত রোদন করিতেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। প্রতি রবিবার ধর্ম্ম মন্দিরের ভজনা শেষ হইলে তিনি স্বীয় আচার্য্যের নিকটে গিয়া তাঁহাকে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতেন। আচার্য্য মহাশয় প্রতি রবিবার প্রার্থনা করিয়া করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন অবশেষে একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ তুমি আর

ভাকিও না,—যে সন্তানের জন্য এত চক্ষের জল পড়ে,সে কথনই মারা যাইবে না।" মনিকা প্রার্থনা করিতে ছাড়িলেন না। অবশেষে বহুকাল পরে অগষ্টাইনের মতি ফিরিল, তিনি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ইহারই অনুরূপ একটী বিবরণ সম্প্রতি একথানি মার্কিন দেশীয় পত্রিকাতে পাঠ করা গেল। একজন ধর্ম্ম পরায়ণা স্ত্রীলোক এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রথম গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সে যদি পুত্র হয় তবে তাহাকে তিনি ঈশ্বরের নাম প্রচারের জন্য উৎসর্গ করিবেন। ঘটনা ক্রমে তাঁহার পুত্রই জন্মিল। তিনি যথাসময়ে বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুত্রটীকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিলেন; এবং তদবধি তাহার ধর্ম্ম শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। কিন্তু দৈবের এমনি বিড়ম্বনা পুত্রটী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুস্ক্রিয়াসক্ত ও ধর্ম্মের বিদ্রূপকারী হইয়া উঠিল। তখন সেই রমণীর পতি ও আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন দেখ ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা কিরূপ শুনিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই কিছুতেই ঐ মহিলার বিশ্বাস বিচলিত হইল না. লোকে উপহাস করিলে তিনি বলিতেন—আমি যত দিন বাঁচিব সেই প্রার্থনা করিব, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিবেন না, তাহাকে কখনই পাপে পড়িয়া থাকিতে দিবেন না। এই বলিয়া তিনি রোজ রোজ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে পুত্রটী ক্রমে এত দুরন্ত ও অত্যাচারী হইয়া উঠিল, যে অবশেষে তাহাকে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট করিয়া দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইল। সে ব্যক্তি বহুকাল নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসিল। সকলে ভাবিল, নানা ক্লেশে পড়িয়া বুঝিবা তাহার চৈতন্য হইয়াছে ও চিত্তে গাম্ভীর্য্য ভাবের উদয় হইয়াছে। কিন্তু কিছুই নহে; দেখা গেল তাহার চরিত্র পূর্ব্বাপেক্ষা দূষিত হইয়াছে। ইহার অল্প দিন পরেই তদীয় জননীর মৃত্যু হইল—তিনি মৃত্যু শয্যাতেও পুত্রকে ধর্ম্ম পথে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন ও ঈশ্বরকে সেই প্রার্থনা জানাইলেন। তাহার হৃদয় পাপে এত কঠোর হইয়াছিল যে ইহাতেও তাহার মন ফিরিল না। তৎপরে অনেক দিন চলিয়া গেল, আশ্চর্য্যের বিষয় বহুদিন পরে কোন এক বিশেষ ঘটনাতে তাহার হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং তাহার জীবন এতদূর পরিবর্ত্তিত হইল যে সে ব্যক্তি সমুদায় বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এতদিনের পর মাতার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। সেই মাতার বিশ্বাসকে ধন্যবাদ! যাহাতে সহিষ্ণুতা নাই, সে বিশ্বাস বিশ্বাসই নহে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আচরণেই বিশ্বাসের পরিচয়।

যেটা সত্য সেটাকে বিস্মৃত হওয়া মানুষের স্বভাব নয়। এই মহানগরী কলিকাতাতে কত লোক ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছে, ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, আমোদ প্রমোদ করিতেছে; সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছে, নিশ্চিন্ত মনে বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিয়া স্ত্রীপুত্র রাখিয়া কত দূর দেশে গমন করিতেছে। ইহার মূলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? চিন্তা করিলেই সকলে অনুভব করিতে পারিবেন যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পালনী শক্তিতে বিশ্বাসই এই নিশ্চিন্ত ভাবের মূলে। যদি এক দিন সন্ধ্যার সময় এই সংবাদ আসে যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একদল সিপাই আবার বিদ্রোহী হইয়াছে এবং অনেক যুদ্ধে ইংরেজদিগকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তাহারা যতদূর অগ্রসর হইতেছে, প্রজ্বলিত গ্রাম সকলের ধূমরাশি ও গৃহশূন্য প্রজা পুঞ্জের হাহাকারে, তাহাদের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। তাহারা সমীপে যাহা পাইতেছে লুণ্ঠন করিতেছে। তাহারা কলিকাতার অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, রাত্রি কালের মধ্যে সহরে আসিয়া পড়িবে। কোন দিন সায়ংকালে যদি এরূপ জনরব সহরে প্রচার হইয়া পড়ে, এবং তাহা সত্য বলিয়া যদি সহরবাসীদিগের বিশ্বাস হয় তখন দেখিতে পাওয়া যায়, এই সহরে কি তুমুল কাণ্ড ঘটে। কোথায় যায় ব্যবসায় বাণিজ্য, কোথায় যায় আমোদ, কোথায় যায় যাতায়াত। এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় দোকানের দ্বার বন্ধ হয়, বাজারের কেনা বেচা স্থগিত হইয়া যায়; রঙ্গভূমির নৃত্য গীত রহিত হইয়া যায়;কে কোথায় পলাইবে, কে কোথায় লুকাইবে, সেই চিন্তায় সকলে বিব্রত হয়; পক্ষী যেমন ঝড়ের উপক্রম দেখিলে, আপনার শাবকগুলিকে পক্ষপুটের দ্বারা আবরণ করিয়া বসে তেমনি প্রত্যেক গৃহস্থ আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবার গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বিব্রত হয়। এক স্থানে বিশ্বাসের বিপর্য্যয় ঘটাতে এত দিকে বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়।

তবে দেখা যাইতেছে যে আমরা যে সচ্ছন্দ চিত্তে ও নিশ্চিন্ত মনে এই মহানগরে বাস করিতেছি, তাহার মূলে ইংরাজদিগের পালনী শক্তিতে বিশ্বাস। মনু বলিয়াছেন;—

"দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডোহি দুরতিক্রমঃ।"

"যখন সকলে নিদ্রিত থাকে দণ্ডই তখন জাগ্রত থাকে, দণ্ডকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।" ইহা সত্য কথা; রাজদণ্ডে বিশ্বাস থাকাতে আমরা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় অধিকার মধ্যে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছি। রাজশাসন একটা সত্য পদার্থ আমরা দেখিয়াছি, অনুভব করিয়াছি, প্রতিদিন তাহার বিষয় শুনিতেছি সুতরাং তাহাতে আমাদের বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সেই বিশ্বাস অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয়ে নিহিত থাকিয়া আমাদের প্রতিদিনের কার্য্যকে নিয়মিত করিতেছে। আমরা ব্যবসায় বাণিজ্য, আমোদ প্রমোদ, যাতায়াত করিবার সময় এই রাজশাসনকে স্মরণ করিতেছি না বটে, কিন্তু সেই সকল কার্য্যের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ইহার প্রতি বিশ্বাস আমাদের অন্তরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই আমাদের প্রতিদিনের কার্য্যে ও ব্যবহারে ঈশ্বরের ধর্ম্মশাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে কি না? তিনি আমাদের পিতা মাতা প্রভু ও প্রতি-

পালক এই বিশ্বাস সত্য ভাবে হৃদয়ে থাকিলে যেরূপ আচরণ স্বভাবতঃ হয় সেরূপ আচরণ আমাদের হইতেছে কি না? রাজশক্তিতে বিশ্বাস থাকাতে আমরা যেমন নিশ্চিন্ত মনে আহার, বিহার, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি করি, দেব শক্তিতে বিশ্বাস বশতঃ সেরূপ নিশ্চিন্ত মনে, নির্ভয়ে ধর্ম্মপথে দাঁড়াইতে পারিয়াছি কি না? তিনি আমার রক্ষক এই ধ্রুব বিশ্বাসে তেমন প্রসন্নচিত্তে তাঁহার উপরে নির্ভর করিতে পারিতেছি কি না? এই সকল প্রশ্নের দ্বারা আপনাদিগকে বিচার করিতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে আমরা মুখে ঈশ্বরকে যতই সত্য স্বরূপ, ও আমাদের পিতা, পাতা, পরিত্রাতা বলি না কেন সে বিশ্বাস আমাদের মনে জমে নাই। আমরা রসনা দ্বারা তাঁহাকে যতদূর সত্য বলি হৃদয় ততদূর সত্যভাবে তাঁহাকে অবলম্বন করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহাকে সত্যভাবে ধরিতে না পারিলে আরাম নাই। পিতা, মাতা, প্রতিপালকের ন্যায় তাহার উপরে সম্পূর্ণ হৃদয় মনের সহিত নির্ভর করিতে না পারিলে প্রকৃত শান্তি নাই।

ধর্ম্মজীবনের পথে একটী মহা বিপদ আছে। সেটী এই, মানুষ এক প্রকার কল্পিত অবস্থার মধ্যে আপনাকে ফেলিয়া এক প্রকার ক্ষণিক ভাবের পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রঙ্গভূমিতে মানুষের যেরূপ বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অভিনয় স্থলে অভিনয় কার্য্যটী যদি সুন্দর হয়, লোকের এমনি চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হয় যে তাহারা যে অভিনয় দর্শন করিতেছে,তাহা ভুলিয়া গিয়া অভিনীত বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া হর্ষ বিষাদ অনুভব করিতে থাকে। কল্পিত দুঃশাসন কল্পিত দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করিতেছে, কিন্তু ভাবপ্রবণ দর্শক ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাহারা উভয়েই কল্পিত ব্যক্তি, তাহাদের কার্য্য কেবল সত্যের ছায়া মাত্র। এই ভ্রান্তি বশতঃ তিনি ছায়াকে সত্য ভাবিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছেন। এরূপ ইচ্ছা হইতেছে যে লম্ফ দিয়া পড়িয়া দুরাত্মা দুঃশাসনের হস্ত হইতে দ্রৌপদীকে উন্মুক্ত করেন। কিম্বা পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে যে শক্তুপূর্ণ মহা ঘটের গল্প আছে তাহা স্মরণ করুন। এক দরিদ্র ব্যক্তি শক্তু অর্থাৎ ছাতু বিক্রয় করিত। এক দিন ছাতুর কলসটী সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছে। সেই ছাতুর কলসিতে তাহার দুই টাকা লাভ হইবে, তদ্দারা আর একটী ব্যবসায় করিবে, তাহাতে যে লাভ হইবে, তদ্দারা আরও ব্যবসায় বাড়াইবে; এইরূপে ক্রমে ধনী হইবে; বড় বাড়ী, সুন্দরী স্ত্রী, দাস দাসী, অশ্ব, গজ, রথ, প্রভৃতি হইবে এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছে। আর সে এ জগতে নাই—সে নিজের মনঃ কল্পিত রাজ্যের মধ্যেই বাস করিতেছে; অন্তরে এক প্রকার গভীর আনন্দ অনুভব করিতেছে। কখনও হর্ষ কখনও বিষাদ কখনও ক্রোধ নানা ভাবের চিহ্ন সকল তাহার মুখে প্রকাশ পাইতেছে। অবশেষে তাহার বোধ হইল যেন তাহার পত্নী তাহাকে কোন অপমানের কথা বলিয়াছে এবং সে তাহাকে পদাঘাত করিতেছে; যেই ক্রোধে জোরে পদাঘাত করা অমনি ছাতুর কলস পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; সুখের রাজ্য নিমেষে অন্তর্হিত হইল, যে দরিদ্রতা সেই দরিদ্রতাই থাকিয়া গেল।

ঈশ্বরোপাসনার সময় মানুষের এই প্রকার ভ্রান্তি কখন কখনও ঘটিয়া থাকে। যে বিশ্বাসী নয় সে কল্পনাতে বিশ্বাসের উচ্চশিখরে আরোহণ করে; যে সংসারাসক্ত সেও কল্পনাতে ঈশ্বরে প্রাণ মন সমর্পণ করে; যে নিকৃষ্টচেতা সেও সপ্তম স্বর্গের সুখভোগ করিতে থাকে; কল্পনায় স্বর্গরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মন্ন ভাবের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইতে থাকে। বিশ্বাসী ও প্রেমিক দিগের যে লক্ষণ ক্ষণকালের জন্য যেন সে সকল লক্ষণ ও প্রকাশ পায়। কিন্তু উপাসনা অন্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে আধ্যাত্মিক দরিদ্রতা সেই আধ্যাত্মিক দরিদ্রতা, যে সংসারাসক্তি সেই সংসারাসক্তি, যে নীচতা সেই নীচতা। ঈশ্বরের উপাসক মাত্রেরই এই আত্ম-প্রতারণার মধ্যে পড়িবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া আবশ্যক।

এই জন্যই প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তিগণ ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা বিশ্বাসেরই অধিক মূল্য দিয়া থাকেন। বিশ্বাস সার বস্তু। ইহা চরিত্রের মূলে প্রবিষ্ট হয়; ইহা অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কার্য্য সকলকে নিয়মিত করে; ইহা বিপদের মধ্যে বলবিধান করে; ইহা ধর্ম্মজীবনে মানবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

আমরা ঈশ্বরের সত্য ভাব যতই উজ্জ্বলরূপে গ্রহণ করিব, ততই আমাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল হইবে; ততই তাঁহাকে সম্পদে বিপদে, পিতা মাতা প্রভু বলিয়া আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিব।

হিন্দু বিধবাগণের জন্য আশ্রয়-বাটিকা।

সম্প্রতি চতুর্দ্দিকেই হিন্দু বিধবাগণের জন্য আশ্রয় বাটিকা নির্ম্মাণের উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ আশ্রয় বাটিকা স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম অনেকে এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন।

পণ্ডিতা রমাবাই সম্প্রতি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বোম্বাই নগরে শারদা সদন নামে হিন্দু বিধবাগণের জন্য আশ্রয় বাটিকা স্থাপন করিয়াছেন। দুই জন মার্কিন রমণী তাহার সহকারিণী হইয়া এই কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন। ইঁহারা কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, এবং কয় জন ছাত্রী এই আশ্রয় বাটিকাতে থাকিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

রমা বাইএর উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর স্থানেও তদনুরূপ কার্য্যের জন্য উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। ইহাতে সকলেরই আনন্দিত হইবার কথা। হিন্দু বিধবাগণের দুঃখের কথা অনেক শুনিয়াছি। যে ভাবে লোকে এবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহেন তাহাতে বোধ হয় স্ত্রীলোকের পক্ষে অবিবাহিত থাকা-

কেই তাঁহারা সকল দুঃখের শ্রেষ্ঠ দুঃখ বলিয়া মনে করেন। যেন বিবাহই নারী জীবনের পরম সৌভাগ্য তদুপরি আর কোন মহৎ লক্ষ্য নাই। আমাদের নিকট এই ভাবকে নারী জীবনের অতি হীন ভাব বলিয়া মনে হয়। আমাদের বোধ হয় হিন্দু বিধবাগণের অধিকাংশকে যদি পরের গলগ্রহ ও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হইত; যদি তাঁহারা স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা স্বীয় উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেন; যদি তাঁহাদের চিত্তকে সৎবিষয়ের প্রসঙ্গে রাখিবার উপায় থাকিত, এবং তাঁহাদের দেহ মনকে সাধু কার্য্যে নিরত রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে জীবন ধারণ এত কষ্টকর হইত না। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, যে হিন্দু বিধবাগণ যেরূপ সামাজিক রীতি নীতির মধ্যে ও যেরূপ সংসর্গে বর্দ্ধিত হন, তাহাতে বিবাহ ও গৃহধর্ম্ম অপেক্ষা জীবনের উচ্চ লক্ষ্য তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা বিবাহিত জীবনের সুখের দিকেই পড়িয়া থাকে। ইহাতে ক্রমশঃ তাঁহাদের কল্পনা দূষিত হইতে থাকে এবং তাঁহাদের নীতি ও চরিত্রও অনেক সময়ে হীন হইয়া পড়ে।

এরূপ অবস্থায় হিন্দু বিধবাগণের জীবনকে স্বাধীন ও উন্নত করিবার কোন উপায় যদি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেশের একটী মহা কল্যাণ সাধন করা হয়। তাঁহারা যদি জানেন যে বিবাহিত না হইয়াও নারীগণ অনেক প্রকারে আপনাদের জীবনকে মূল্যবান করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের একটী ভাবী উন্নতির পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। এই জন্যই আমরা এই আশ্রয় বাটিকাগুলির আয়োজন দেখিয়া এত আনন্দিত হইতেছি।

কিন্তু এবিষয়ে সকলমনোরথ হইবার পক্ষে অনেকগুলি বিঘ্ন আছে। উদ্যোগকর্ত্তাদিগের তাহা বিবেচনা করিয়া প্রথম হইতেই তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

প্রথম বিঘ্ন—আশ্রয় বাটিকাতে থাকিবার জন্য ছাত্রী পাওয়া যায় কোথায়? বিধবাদিগের প্রতি হিন্দু সমাজের যে কঠোর শাসন, তাহাতে অল্প বিধবাই আশ্রয় বাটিকাতে আসিয়া থাকিবার সাহস হইবে। যদি বা কোন যুবতী সাহস করিয়া আসে সে তৎক্ষণাৎ নিজ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। এরূপ করিয়া কত দিন কাজ চলিতে পারে? একটী বিদ্যালয়কে জীবিত রাখিতে গেলে তাহাতে বৎসর বৎসর নূতন নূতন ছাত্রী আসা চাই। বৎসর বৎসর নূতন ছাত্রী কোথায় পাওয়া যাইবে? এই বিঘ্নটী যে কেবল কল্পনা করিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে তাহা নহে। প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর গত হইল কলিকাতার কতিপয় ব্রাহ্মের উৎসাহে পরলোকগত উড্রো সাহেব, বেথুন স্কুলে হিন্দু বিধবাদিগের জন্য একটী নর্ম্মাল ক্লাস খুলিয়াছিলেন। শিক্ষকতা কার্য্যে নারীদিগকে প্রস্তুত করা তাহার লক্ষ্য ছিল। ব্রাহ্মগণ, অনেক চেষ্টা করিয়া প্রথমে কতকগুলি বিধবা ও বয়স্থা রমণী যুটাইয়াছিলেন কিন্তু দুই এক বৎসরের মধ্যেই সে শ্রেণীটী তুলিয়া দিতে হইল। এইরূপে রাজসাহীতেও বিধবাদিগের জন্য একটী আশ্রয় বাটিকা স্থাপিত হইয়াছিল ছাত্রীর অভাবে তাহার কার্য্যও বন্ধ হইয়া গেল। তবে কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে এখন লোকের মত অনেক উদার হইয়াছে, এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছাত্রী যুটিবার সম্ভাবনা [illegible] পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের মত অনেকটা উদার হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি এত উদার হয় নাই যে হিন্দু গৃহস্থগণ আপনাদের বিধবাদিগকে আশ্রয় বাটিকাতে আসিয়া থাকিতে দিবেন।

দ্বিতীয় বিঘ্ন—যেন মনে করা গেল যে অনেক বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিবার পরিজনের অমতে আসিলেন। এ বিষয়ে ও ইহা বিচার করিতে হইবে, যে এ প্রকার পারিবারিক অশান্তি উৎপাদন বিষয়ে সহায়তা করা কোন বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য কি না? কোন বিদ্যালয়ই বোধ হয় বিশেষ অনুসন্ধান ও প্রশংসাপত্র ব্যতীত কোন যুবতীকে গ্রহণ করিবেন না। অবিচারিত ভাবে দ্বার উন্মুক্ত রাখিলে আশ্রয় বিদ্যালয়গুলি কলঙ্কের ভারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতির অপেক্ষা করিতে গেলে বিধবা পাওয়াই কঠিন হইবে। যদি বা অতিকষ্টে কতকগুলি ছাত্রী পাওয়া গেল, তখন আর এক কঠিন সমস্যা এই। যদি আশ্রয় বাটীকা মধ্যে কোন বিধবাকে অসদাচরণ করিতে দেখা গেল ও তাহাকে স্থানান্তর করা আবশ্যক হইল, তখন সে যায় কোথায়? হিন্দু সমাজ তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। আত্মীয় স্বজন দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে, সে তখন কোন স্থানে আশ্রয় পাইবে? এ জন্য প্রত্যেক বিধবাকে লইবার সময় একজন এমন অভিভাবক দেখিয়া লইতে হইবে, যে ব্যক্তিকে সংবাদ দিবা মাত্র তাহাকে স্থানান্তরিত করিবে। নতুবা আশ্রয় বাটীকাগুলি রক্ষা করা যাইবে না। গৃহ তাড়িত ও আশ্রয় বাটীকা হইতে অসদাচরণের জন্য বহিষ্কৃত বিধবাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেয়, এমন অভিভাবক কয়জন? যদি এরূপ অভিভাবক পাওয়া যায় ভাল, নতুবা প্রত্যেক আশ্রয় বাটীকার সঙ্গে এক একটা "রিফরমেটারী" অর্থাৎ শাসন বাটীকা রাখিতে হইবে।

তৃতীয় বিঘ্ন—বিধবাগণ শিক্ষিত হইয়া যে স্বাধীন ভাবে স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন, এদেশ এখনও তাহার অনুকূল নহে। লোকে স্ত্রীলোকের এ প্রকার স্বাধীন ভাব এতদূর বিরোধী যে তাহারা বিধবাগণের সহায় না হইয়া বরং প্রতিপক্ষ হইবে। অখ্যাতি রটনা ও অপরাপর প্রকারে তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিবে। লোকের এই প্রকার ভাব থাকাতে এখন সাহস করিয়া কোন রমণীকে একাকিনী কর্ম্ম করিবার জন্য কোথায়ও পাঠাইতে পারা যাইতেছে না। ইতি মধ্যে যে দুই একটী হিন্দু বিধবা শিক্ষয়িত্রী হইয়া দুই এক স্থলে কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহাদের কাহাকে কাহাকেও অনেক উপদ্রব সহ্য করিতে হইতেছে। এই শুভানুষ্ঠানের পথে এই সকল বিঘ্ন বিদ্যমান। কিন্তু তবে কি নিরাশ হইয়া এই উদ্যোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে? তাহা নহে। এইরূপ চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেও লাভ আছে, কারণ তদ্দ্বারা লোকের ভাব পরিবর্ত্তন হইবার পক্ষে সহায়তা হয়।

আশ্রয়-বাটিকাতে রাখিয়া বিধবাদিগকে যে কেবল শিক্ষকতা কার্য্য শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নহে;—নারীগণ নিজ হস্তের পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, এমন সকল শিল্প শিক্ষা দেওয়াও উচিত। খোদাই কাজ, গিল্টির কাজ, পাড় তোলার কাজ, চিত্র বিদ্যা, ফটোগ্রাফি, প্রভৃতি অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে রমণীগণ উত্তরকালে সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে। আশা করি আশ্রয়-বাটিকাগুলির কর্ত্তৃপক্ষগণ এদিকেও দৃষ্টি রাখিবেন। যাঁহারা এক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন তাঁহারা এদেশীয় রমণীগণের প্রকৃতস্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন।

যুগ সংগ্রাম।

মাঘোৎসব উপলক্ষে ১২ই মাঘ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।—

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে নাস্তিকের একটী লক্ষণ চলিয়া আসিতেছে। সেটী এই;—"নাস্তিকেরা বেদ নিন্দক" অর্থাৎ সেই নাস্তিক যে বেদের নিন্দা করে। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ইহা ভাবিতে পারিতেন না, যে একজন বেদকে পরিত্যাগ করিয়াও আস্তিক থাকিতে পারে। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, বেদ ভিন্ন অন্য কোন ভিত্তির উপর মানবের ধর্ম্ম জীবন দণ্ডায়মান হইতে পারে না। সুতরাং সে ভিত্তিকে যাহারা পরিত্যাগ করিত তাহাদিগকে তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া গণ্য করিতেন। কেবল যে প্রাচীন হিন্দুদিগের মনে এইরূপ বিশ্বাস দৃষ্ট হয় তাহা নহে; খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসী বাইবেলবাদী খ্রীষ্টীয়গণও বলিয়া থাকেন যে বাইবেলকে অগ্রাহ্য করে সেই নাস্তিক।

ইংলণ্ডের লোকের মনে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল থাকাতে দুই শ্রেণীর লোকে দুই প্রকার কার্য্য করিতেছেন। প্রথম, যে সকল লোক স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে বাইবেলের অভ্রান্ততাতে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজকগণ তাঁহাদের আস্তিকতা থাকিলেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। দ্বিতীয়ত যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন কোন মতের ও বাইবেলের অভ্রান্ততার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন, তাঁহারা নিজেও মনে করিতেছেন, বাইবেলকে পরিত্যাগ করার পর নাস্তিকতার করালগ্রাসে আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই। অন্ধ বিশ্বাস ও নাস্তিকতা এই উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইবার মধ্যভূমি নাই। সুতরাং তাঁহাদের অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া একেবারে ঘোর নাস্তিকতার মধ্যে গিয়া পতিত হইতেছেন।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের দুই শ্রেণীর লোক খ্রীষ্টধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রথম সুশিক্ষিত ও নব বিজ্ঞানালোকে আলোকিত ব্যক্তিগণ। ইঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং ইঁহাদের মত ও কার্য্যের প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইঁহারা দেখিয়াছেন যে সকল মতের উপর খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহার অনেকগুলি বিজ্ঞানের সহিত মিলে না। সুতরাং সেগুলিকে মনে মনে পরিত্যাগ করিতেছেন, সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিও তাহাদের আস্থা চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা আর বিশ্বাস করিতে পারেন না যে ব্রহ্মাণ্ড ৭ দিনে রচনা হইয়াছিল, ঈশ্বরের একদিন বিশ্রাম করা আবশ্যক হইয়াছিল; মানবের আদিম পিতা মাতা এক বাগানে বাস করিতেন সেখানে জ্ঞান বৃক্ষের ফল আহার করিয়া মানব জাতি জন্মের মত পতিত হইয়াছে ইত্যাদি। এই সকল উপকথাতে তাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। সেই সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহাদের আস্থার ভাব হ্রাস হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেও ইঁহারা তাহার প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত নহেন। ইঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন। ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলেন না।

কিন্তু ইঁহাদের নিম্নে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের ভাব অন্য প্রকার। তাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের দারুণ বিরোধী। ইহারা খৃষ্টধর্ম্মের মত সকল উদ্ধৃত করিয়া বিদ্রুপ করে; প্রকাশ্য রাজপথে ও উদ্যান প্রভৃতিতে খৃষ্টধর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা করে; গ্রন্থ লিখিয়া অপরকে খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগে উৎসাহিতকরে। ইঁহাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক। ডালকুত্তা খরগোসকে ধরিলে যেমন ফড়া ছেড়া করে, সেইরূপ ইহারাও খৃষ্টধর্ম্মের বিজ্ঞান-বিরোধী মত সকলকে লইয়া ফড়া ছেড়া করিয়া থাকে।

উক্ত উভয় আচরণ হইতে একটী শিক্ষা লাভ করা যায়। জগতের প্রায় সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রই একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। যে সকল প্রশ্ন বিজ্ঞানের সীমার অন্তর্গত, যাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা সেই সমুদয় বিষয়কে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিলেন। পৃথিবী এক দিনে সৃষ্ট হইয়াছে কি ৭ লক্ষ যুগে বিবর্ত্তিত হইয়াছে? এ প্রশ্নের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি ইহার একটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত না হইয়া অপরটী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না। অথচ প্রায় সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রই এই গুলিকে নিজ সীমার অন্তর্গত করিয়া তদুপরি আপনাদের ধর্ম্মমতের ও বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিজ্ঞানের উন্নতি নিবন্ধন এই সকল মত বর্জ্জিত হওয়াতে ধর্ম্মের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে। এক কালের ভ্রমের ফল আর এক কালে ভোগ করিতে হইতেছে। কেবল যে বাহিরের লোকে খ্রীষ্টধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তাহা নহে। খ্রীষ্ট যাজকদিগের মধ্যেও অনেকে বিজ্ঞান বিরোধী মত সকলকে বর্জ্জন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মকে উদার আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। অনন্ত নরকবাদ, অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তিবাদ প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ মত সকল তাঁহারা বর্জ্জন করিতেছেন এবং তাঁহাদের উপদেশে এই সকল মতের প্রতি তত জোর না দিয়া খ্রীষ্টের জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অংশের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

...দেশে সে দেশে খৃষ্টধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইতেছে বটে কি... যীশুর মহিমা লুপ্ত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতেছে। লোকে ভ্রান্ত-সংস্কার বশতঃ তাঁহাকে যে অবতারবাদরূপ সিংহাসন দিয়াছিল, তাহা হইতে তাঁহাকে নামাইবার চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু তাঁহার জন্য মানব-হৃদয়ে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার স্বতন্ত্র সিংহাসন রচিত হইতেছে। যীশুর জীবন ও উপদেশের যে প্রধান চারিটী ভাব তাহা দিন দিন জন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সে চারিটী এই (১ম) স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস (২য়) পাপীর উদ্ধারের জন্য ব্যগ্রতা (৩য়) দরিদ্রের সহিত সমবেদনা (৪র্থ) সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি।

প্রথম স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস। যীশুর উক্তি সকলের মধ্যে কোন একটী সত্য যদি বিশেষরূপে অনুভব করা যায়, তাহা এই যে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার পিতা পরমেশ্বরের রাজ্য স্থাপন করাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। এই বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে চিরদিন প্রবল ছিল। চারিদিকের পাপতাপ দুর্নীতি দর্শন করিয়াও এই বিশ্বাস একটী দিনের জন্য হ্রাস হয় নাই; সহস্র সহস্র লোকের প্রতিকূলতাচরণেও কুণ্ঠিত হয় নাই; ঘোর মৃত্যুভয়ের মধ্যেও বিষণ্ণ হয় নাই। যীশুর জীবন বিশ্বাসের আদর্শ। ইংলণ্ডের প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যে স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাসের ভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জগতে অসাধুতা জয়যুক্ত হইবে না, কিন্তু সাধুতাই জয়যুক্ত হইবে এই বিশ্বাস সকল শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন এত বাড়িতেছে যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যাঁহারা ধর্ম্ম বিশ্বাসী তাঁহাদের মনে ত ইহা প্রবল হইবেই। যাঁহারা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ও তাহাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রবল দৃষ্ট হইতেছে। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে সে সাধুতার জয় হইবেই হইবে এই বিশ্বাস মূলতঃ ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস। ইহা যে ব্যক্তি বলে সে ইহাও বলে যে এই জগৎ ধর্ম্মনিয়ম দ্বারা শাসিত এবং এখানে অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় পাপীর উদ্ধারের জন্য ব্যগ্রতা। এটী যীশুর জীবনের একটী প্রধান ভাব। তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা সর্ব্বদা এই উপদেশ দিতেন, যে মেষপালক যেমন ৯৯টী মেষ পথে দণ্ডায়মান রাখিয়া একটী পথভ্রান্ত মেষকে খুঁজিতে যায় এবং তাহাকে পাইলে, যত্নপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া আনে। সেইরূপ ঈশ্বর একটী পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যগ্র। তাঁহার জীবনের এই ভাবে ইংলণ্ডীয় সমাজের ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। বিপথগামী নরনারীকে সুপথে আনিবার জন্য দিন দিন নানা উপায় সকল অবলম্বিত হইতেছে। যাহারা বিপথে পদার্পণ করিয়াছে তাহারা যাহাতে ফিরিতে পারে তাহার উপায়, যাহাদের পাপে পড়িবার সম্ভাবনা তাহারা যাহাতে পাপে না পড়ে তাহার উপায় এই উভয় প্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

তালমদীয় কোন গ্রন্থে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে সিডন নগরে এক য়ীহুদী বাস করিতেন। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কোনও সন্তান জন্মগ্রহণ না করাতে অবশেষে তিনি আপনাদের বিবাহ-চুক্তিভঙ্গ করিতে মনস্থ করিলেন। এই কার্য্য আইন অনুসারে সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় তাঁহারা উভয়ে প্রধান পুরহিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। উক্ত প্রস্তাব শুনিয়া পুরহিত বলিলেন,—"বৎসগণ! তোমরা ক্রোধ বা অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিও না; তাহা হইলে তোমাদের কার্য্যের মূলে কোনও দূষনীয় ব্যাপার আছে বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে। বিবাহের সময় যেমন আনন্দের সহিত তোমরা মিলিত হইয়াছিলে, সেইরূপ আনন্দ পূর্ব্বক তোমরা পৃথক হও। অতএব গৃহে ফিরিয়া গিয়া এক ভোজের আয়োজন কর এবং বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সহিত আনন্দ কর। পরে কল্য আমার নিকট আগমন করিলে আমি তোমাদের বিবাহ-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিব।" তাঁহার উপদেশ মত তাঁহারা গৃহে গিয়া এক ভোজের আয়োজন করিলেন। যখন নৃত্য গীত আনন্দে সকলে নিমগ্ন তখন সেই ব্যক্তি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার পত্নীকে বলিলেন,—"অনেক বৎসর আমরা সপ্রেমে একত্র বাস করিয়াছি। যদিও আমরা পৃথক হইতে যাইতেছি, কিন্তু তাহার কারণ ইহা নয় যে আমাদের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ-ভাব আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোনও সন্তান হইল না, কেবল মাত্র ইহাই তাহার কারণ। আমি যে তোমার মঙ্গল কামনা করি এবং আমার ভালবাসা যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি তোমাকে এই অধিকার দিতেছি যে আমার গৃহের যে বস্তুকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস, যাইবার সময় তাহা তুমি লইয়া যাইতে পারিবে।" তাঁহার স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে ইহাতে সম্মত হইলেন। সময় সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল; এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অনবরত মদ্যপান করিয়া ক্রমে ক্রমে অচেতন হইয়া পড়িলেন এবং গৃহস্বামীও তৎসঙ্গে সঙ্গে ঘোর নিদ্রাভিভূত হইলেন। সেই রমণী তখন আপনার বিশ্বস্ত পরিচারিকাগণকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাদের দ্বারা আপনার অচেতন স্বামীকে নিঃশব্দে স্বীয় পিতৃগৃহে বহন করাইয়া লইয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কোথায় আসিয়াছি?" তাঁহার পত্নী বলিলেন,—"স্বামিন্, চিন্তিত হইও না। তুমি আমাকে যাহা করিবার অধিকার দিয়াছিলে, আমি তাহাই করিয়াছি। গত রজনীতে সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমক্ষে তোমার গৃহের মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রিয়বস্তু তাহা আনিবার আদেশ দিয়াছিলে। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, তুমিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, অতএব তোমারই আদেশানুসারে আমি তোমাকে হেথায় আনিয়াছি। আমি যেথানে থাকিব তুমিও সেখানে থাকিবে; মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই যেন আমাদিগকে পৃথক করিতে না পারে।

পরদিন তাঁহারা উভয়ে প্রধান পুরহিতকে সকল ঘটনা জ্ঞাত করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা বিবাহ চুক্তিভঙ্গ করিবেন না। তিনি এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন; এবং কিছুকাল পরে সৌভাগ্যক্রমে সেই রমণী হইতে অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

এই আখ্যায়িকা হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে যে ব্যক্তি যাহাকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসে সে কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। শত শত বার যদিও বিচ্ছেদের নানা কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবু সে আপনার প্রেমপাত্রকে ছাড়িতে পারে না। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক যিনি, এইরূপ তাঁহার প্রাণও চিরদিন ঈশ্বরে অনুরক্ত থাকে। শত সহস্র প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত হইলে তবুও তিনি তাহাকে ভুলিতে পারেন না। সতী স্ত্রী যেমন আপনার স্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকেও চাহেন না, তিনিও সেইরূপ সেই পরমদেবতা ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। স্বয়ং পরমেশ্বর আসিয়া যদি তাঁহাকে বলেন যে "এ পৃথিবীর মধ্যে যে বস্তুকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনা কর তাহা তুমি পাইবে।" সে ব্যক্তি বলে,—"প্রভু আমি অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তোমার মত প্রিয়বস্তু কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না। আমি আর কিছু চাই না, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। সেই জন্যই আমি তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি। আমি যেখানে থাকিব তোমাকেও তথায় থাকিতে হইবে। চিরদিনের মত আমায় যে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়াছ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? প্রেমের গুণে তুমি আমার হইয়াছ, আমিও তোমার হইয়াছি। তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধের কখনও বিনাশ হইবে না।"

"তুমিত' আমারে ছাড়িতে পার না,
তোমারে ছাড়িলে আমিও বাঁচিনা,
(কত) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ দুজনা,
এ কথা জগতে বলি কার কাছে।"

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ

সিরাজগঞ্জ।

আমরা সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবের যে কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি স্থানাভাবে তাহা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে;—

২৮এ মাঘ শনিবার,—সায়াহ্নে উৎসবের উদ্বোধন। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

২৯এ মাঘ রবিবার,—প্রাতে উপাসনা। বাবু বিনোদবিহারী রায় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে নগেন্দ্র বাবু "ধর্ম্মের [illegible]" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। সায়াহ্নে উপাসনা হয়। [illegible] বাবু উপাসনার কার্য্য করেন।

১লা ফাল্গুন সোমবার,—প্রাতে উপাসনা। [illegible] মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যা[য় উপাসনা] হয়। নগেন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"অতি প্রাচীনকাল হইতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে [illegible] সাধনের একটী প্রণালী প্রচলিত আছে; তাহার নাম 'নামসাধন'। পূজ্যপাদ ঋষিগণ নির্জ্জনে [নদী]তীরে বসিয়া এই নামসাধন করিতেন। উপনিষদে আছে—প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। প্রণব [illegible] ওঙ্কার—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। এই প্রণব ধনু স্বরূপ। ধনুক হইলেই শর চাই। শর আত্মা। আর ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। কথাটার অর্থ কেমন গভীর! ঈশ্বরের এই যে নাম, তাহা একাগ্র চিত্তে জপ করিতে থাক, ওঙ্কাররূপ ধনুর ভিতরে সমস্ত আত্ম-শক্তি যোজনাকর, তখন ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যবিদ্ধ হইয়া যাইবে। এ পৃথিবীর সব মলিনভাব দূর করিয়া দিয়া বল দেখি ওঁ-ওঁ। একেবারে সেই ব্রহ্মে গিয়া সেই তীর লাগিবে। যখন একটী পদার্থে তীর বিদ্ধ হয়, তখন সেই তীর ভিতরে গিয়া প্রবেশ করে। একান্ত চিত্তে বল ওঁ—ওঁ—ওঁ, আত্মাটা ব্রহ্মের ভিতরে গিয়া ডুবিয়া যাইবে। এই নাম সাধন আর যোগ সাধন একই।

হাজার হাজার বর্ষ হইতে বিবিধ সম্প্রদায়ে বিবিধ প্রকারে নাম সাধন প্রচলিত আছে। প্রকৃত নাম সাধন হইলে ধ্যান সাধন হয়, ধ্যান হইতে যোগ। এখন এমন লোকও আছেন যাঁহারা নামসাধনের বিরোধী। নাম একটা হাওয়া তার আবার একটা সাধন কি? কিন্তু এটী কেবল বুঝিবার ভুল। এক দিকে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, নাম একটী আশ্চর্য্য শক্তি, অসামান্য পদার্থ। পদার্থের সঙ্গে নামের অবশ্যম্ভাবী যোগ, যেমন বৃক্ষ বলিবামাত্র বৃক্ষ নামধারী একটা পদার্থ মনশ্চক্ষুর গোচর হইবে, গোলাপ, শতদল, নামের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল নামধারী বস্তুসকল মনে পড়িবে। তবে নাম বৃথা কে বলে? সতীর নিকট যদি তাহার বিদেশীয় পতির নাম করা যায়, তবে তার প্রাণের ভিতর প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া উঠে। যখন বলি "পরমেশ্বর" তখন কি কেবল ঐ কয়টা অক্ষরই মনে হয়? আর কিছু কি মনে হয় না? নামের সঙ্গে পদার্থের অবশ্যম্ভাবী যোগ। পরমেশ্বরের বাস্তবিক কি নাম আছে? নাম আবার কি? তাঁহার জন্ম নাই, মা বাপ নাই, তাঁহার নামকরণ নাই। এক দিকে এসব সত্য। কিন্তু আবার বলি তিনি জন্মেন—অবতীর্ণ হন বৈ কি? তাঁহার বাপ মা আছে, তাঁহার নামকরণ হয়, সকলই সত্য। তিনি অবতীর্ণ হন না? এই ব্রহ্মাণ্ড, একি? সেই বিশ্বরূপ কি দেখ না? শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপে, প্রেমরূপে সেই মহান্ প্রতি ধূলি কণায়, হিমালয়শিখরে, সাগর-তরঙ্গে সর্ব্বত্র অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, যার চোক নাই, যে অন্ধ সে দেখে না। এই যে সর্ব্বভূতে তিনি রহিয়াছেন, দেখে কে? সেই দেখে, যাহার হৃদয়ে তিনি প্রকাশবান হন—যাহার হৃদয়ে তিনি অবতীর্ণ হন। তিনি যথার্থই অবতীর্ণ হন। ভক্ত হৃদয়রূপ গৃহে, আনন্দরূপ আলয়ে।

যে ভাবে তিনি প্রকাশবান হন, ভক্ত সেই নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকে। গীতায় আছে,—যে যেভাবে আমায় ডাকে, আমি তাহাকে সেই ভাবে দেখা দিই। কিন্তু আমি বলি ইহার বিপরীতও কথাও সত্য। তিনি যে ভাবে যাহার নিকট প্রকাশিত হন, সে সে ভাবেই তাঁহাকে জানিতে পারে, সেই ভাবেই ডাকে। তবেই ত অনাম ব্রহ্মের নামকরণ হইয়া গেল। রামপ্রসাদের কাছে তিনি মা, খ্রীষ্টের কাছে পিতা, মহম্মদের কাছে রাজা, চৈতন্যের কাছে প্রেমময় প্রাণেশ্বর—ভক্তই তাঁহারই মা বাপ—ভক্ত হৃদয়ে তাঁহার জন্ম। ভক্ত নাম রাখে। প্রকৃতরূপে নাম জপ করিতে পারিলে, ধ্যানে পরিণত হয়, ধ্যান সমাধিতে পরিণত হয়। এই যে নাম-সাধন দ্বারা কোন কোন বিষয়ে বড়ই সুবিধা হয়। অনেক সময় উপাসনার উপযুক্ত স্থান মিলিতেছে না, নাম কর। ৫ ক্রোশ পথ চলিবে প্রতিপদ বিক্ষেপে নাম কর না কেন? স্নান আহার পথ চলা, সকল সময়েই এই নাম সাধন হয়। সময় নষ্ট আর জীবন নষ্ট এক। প্রকৃত ভাবে, সরল ভাবে, ভক্তি ভাবে যদি কেহ নাম করিতে পারে, তবে সকল পাপ তাপ দুঃখ সন্তাপ, পুত্রশোক দূরে যায়। একান্ত চিত্তে বলদেখি, "দীনবন্ধু"। একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছি "আমার দেবতার চেয়ে তাঁহার নাম বড়।" তিনি কখন আসেন, কখন যান, কিন্তু নামটি আমায় ছাড়িয়া যায় না। যথার্থই তিনি প্রেমিক। সেই নাম—সেই দড়ি ধরিয়া থাকিতে হয়। মন যত নামে ডুবিয়া যাইবে, ক্রমে তত কথা বন্ধ হইয়া যাইবে ক্রমে প্রাণের ভিতরে বসিবে, মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার চাইতেও গভীর স্থল আছে। যখন একেবারে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া যাইবে তখন আর নাম থাকিবে না। যখন কাহার বাড়ী যাই, তখন পথে তাহার নাম করিয়া অনুসন্ধান করি। যখন বাড়ী পাইলাম, দেখা হইল, তখন আর নাম থাকিল না। আসল বস্তু পাইলে আর নাম থাকে না। এই নাম সাধন অপূর্ব্ব জিনিস, যিনি যত্নপূর্ব্বক করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইয়া যাইবেন।

২রা ফাল্গুন,—প্রাতে উপাসনা। বিনোদ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যাকালে নগেন্দ্রবাবু "জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে উপাসনা হয়। বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বাঁকুড়া।

আমরা বাঁকুড়া ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের এই রূপ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।—

১৪ই ফাল্গুন রবিবার, প্রাতে উপাসনা। বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে "ধর্ম্ম কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। তৎপরে উপাসনা হয়। বাবু ক্ষেত্রনাথ সেন উপাসনার কার্য্য করেন

১৫ই ফাল্গুন সোমবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতঃকালে বাবু বারাণসী চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনার সময় কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু পূর্ণচন্দ্র সরকার তথায় গিয়া উপস্থিত হন। পরস্পরের সম্মিলনে আনন্দের স্রোত দশগুণ বৰ্দ্ধিত হইল, ও সমাজগৃহ পরমেশ্বরের নামে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ণে সমাজ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন কার্য্য আরম্ভ পূর্ব্বক এবং তৎপরে তিনি তৎসময়োপযোগী একটী হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করেন সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়। শাস্ত্রীমহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার, প্রাতে উপাসনা। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বাঁকুড়া সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সকল লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। সঙ্কীর্ত্তনের শেষে উপাসনা হয়। তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

১৭ই ফাল্গুন বুধবার, প্রাতে উপাসনা। শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। সায়ংকালে তিনি "উপাসনা-তত্ত্ব" বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার শেষে কেহ কেহ সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শাস্ত্রীমহাশয় সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, প্রাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা বিষয় বিচারের জন্য অনেক ব্যক্তি একত্রিত হন। দুই ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম্মের সপক্ষে ও ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি মত প্রকাশ করেন নানা প্রকার তর্ক উত্থাপন করেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথায় তাঁহাদের সকল যুক্তি বিখণ্ডিত হইয়া যায়। রাত্রে এতদ্দেশীয় স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার গুহমহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয় শাস্ত্রীমহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

বরাহনগর।

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২৭এ ফাল্গুন শনিবার, প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বাবু রামদাস ভট্টাচার্য্যের গৃহপ্রাঙ্গনে "এই দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ" বিষয়ে বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, যে পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায় নাই যাহা সর্ব্বতোভাবে মানব-জীবনের প্রকৃত উপযোগী হইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একটী লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হিন্দুদিগের ভাব-প্রবণতা, বৌদ্ধদিগের ধ্যানশীলতা এবং খ্রীষ্টীয়দিগের কর্ত্তব্যপরায়ণতা এই প্রত্যেক বিষয়ই ধর্ম্মের এক একটী দিক মাত্র। কেবল মাত্র ব্রাহ্মসমাজই ধর্ম্মের এই ভিন্ন ভিন্ন অংশকে একত্রীভূত করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন"

২৮ ফাল্গুন রবিবার, প্রাতে উপাসনা। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই যে পরমেশ্বরকে আত্মার মধ্যে সম্ভোগ করিতে না পারিলে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাংসারিক বিষয় সকল অল্প ক্ষণের জন্য আনন্দ দেয় মাত্র।" বাবু কেদারনাথ রায় সায়ংকালীন উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

পূজার আয়োজন।

অন্ধকারের ভিতর জোনাকি যখন একাকী থাকে, তখন সে মনে করে যে তাহার কতই আলো; কিন্তু যখন পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হয় তখন তাহার সকল আলোক নিবিয়া যায় তখন সে নিজের ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে পারে! আমি যখন কেবল মাত্র নিজের দিকে চাই, তখনই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠি. মনে করি আমি কত বড় জ্ঞানী, কত বড় মহৎ লোক হইয়াছি, আমি যাহা বুঝি তাহাই অকাট্য, আমি নিজের জ্ঞানে যে পথে চলিতে চাই তাহাই ঠিক পথ কিন্তু এ অহঙ্কার অধিকক্ষণ থাকে না, সহজেই চূর্ণ হইয়া যায়! যখন দেখি যে আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা হইল না, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল, যখন দেখি যে আমি যে পথে চলিতে যাইতেছিলাম সে পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম না, তুমি বলপূর্ব্বক আমায় কোথায় টানিয়া আনিলে, তখনই আপনার ক্ষুদ্রত্ব, অসারত্ব বুঝিতে সক্ষম হই, তখন তোমার অসীম জ্ঞানের আলোকের মধ্যে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোক নিবিয়া যায়, তখন তোমার অসীম চরণে আমার অহঙ্কৃত মস্তক আপনাপনি অবনত হয় এবং আমার প্রাণ বলিয়া উঠে,…"হে অনন্ত দেবতা! আমি আবার কি, যে অহঙ্কার করিব?"

প্রভু! আমার জীবনের ভার যে আমার নিজের হাতে না দিয়া তুমি লইয়াছ, তাহাতে ভালই হইয়াছে। আমি নিজের মঙ্গল কিসে হয় তাহা বুঝিতে পারি না; আমার নিজের জ্ঞান ক্ষুদ্র বাতির আলোকের মত জীবনের অতি অল্প পথকে আলোকিত করে; জীবনের বর্ত্তমান সময় কেবলমাত্র আমার দৃষ্টিপথে পড়ে। যাহা অল্পমাত্রও দেখিতে পাই, যাহা কিছু ভাল বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহাও কার্য্যে সুসম্পন্ন করিবার শক্তি আমার কোথা? এই দুর্ব্বল অবস্থার মধ্যে যদি তুমি আমার হস্তে জীবনের ভার অর্পণ করিতে তবে আমার জীবন নিশ্চয় কখনই রক্ষা হইত না। কিন্তু তুমি আমার দুর্ব্বলতা, আমায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয় জান, তাই তুমি এ ভার নিজে বহন করিতেছ। তোমার অসীম জ্ঞানে আমার অনন্ত জীবনের পথে কি বিঘ্ন ও অভাব আছে তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া সে সব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছ। তোমার বিধানে আমি বেশ সুখে আছি, সকল প্রয়োজনীয় বস্তু হাতের কাছে পাইতেছি কিরূপে দিন কাটিয়া যাইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার প্রকৃত মঙ্গল কিসে হয়, তুমি যেমন জান এমন আর কেহই জানে না; ধন্য মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল ব্যবস্থা! কেবলমাত্র তোমার ক্রোড়েই জীব সুখে বাস করিতে পারে!

কতদিন তোমায় মা বলিয়া ডাকিলাম; কিন্তু আজও পর্য্যন্ত মা বলিবার উপযুক্ত হইলাম না। অগ্রে শিশু হইতে পারিলে তবে যে তোমায় মা বলিয়া ডাকা আমার পক্ষে শোভা পায়। শিশুর মত সরলতা আমার কই? কপট কুটিল লোকের মত ভিতরে এক ভাব, বাহিরে আর এক [illegible] আমার। আমি কেমন করিয়া তোমার সন্তান হইব? [illegible] শিশু যেমন মা মা করিয়া জননীর চরণে পড়িয়া থাকে, আমি [illegible] নিরহঙ্কার অভিমানশূন্য হইয়া কি তোমার অভয়চরণে আশ্রয় করিতে পারিয়াছি? মাকে ছাড়িয়া শিশু কখন [illegible] পারে না, মা যথায় যান শিশু তাঁহার আঁচল ধরিয়া [illegible] বেড়ায়, মা শতবার বকিলে, তাড়াইয়া দিলে, তবুও [illegible] তেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে না,—মার খাইয়াও মা মা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে: আমি কি তোমার তেমনি সন্তান হইয়াছি? মারিবে, ধারবে, দুঃখ দিবে, বিপদে ফেলিবে, আর আমি বলিব…মা মা আমি আর কোথায়ও যাইব না, আমি তোমারই কাছে থাকিব; তুমি যেখানে যাইবে আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইব, তুমি আমায় যে ভাবে রাখিবে আমি সেই ভাবে থাকিব। এরূপ শিশুভাব কি আমার জন্মিয়াছে? তাহা যদি না হইল, তবে কেবল মুখে মা মা বলিয়া কোন ফল নাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন তোমার সরল শিশু হইতে পারি!

মা বই শিশু আর কিছু জানে না। সে সংসারের সংবাদ বড় রাখে না। সে কেবল মাকে জানে এবং তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ জানে। সেই খানেই সে খেলা করিয়া বেড়ায়, যাহাকে দেখে তাহার নিকট কেবল মায়ের গল্প করে। আমার প্রকৃতি কি সেইরূপ হইয়াছে, আমি কি আর সব ভুলিয়া কেবল তোমাকে ও তোমার সহবাসকে সার জ্ঞান করিয়াছি? তোমার সহবাসরূপ প্রাঙ্গনে আমি ক্ষুদ্র শিশুর মত কি খেলিয়া বেড়াইতে শিখিয়াছি, যাহার সঙ্গে দেখা হয় তাহাকে কি তোমার কথা বলিতে পারিতেছি? কেহ শিশুকে মারিলে বা কোনও ক্লেশ দিলেসেত আর কোথায়ও যায় না, কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোলে মাথা লুকাইয়া আপনার দুঃখের কারণ খুলিয়া বলে। আমিত সেরূপ করিতে পারি না। যখন সংসারের কোন স্থান হইতে কোনও আঘাত প্রাপ্ত হই, যখন দুঃখযন্ত্রণা আসিয়া আক্রমণ করে,…তখন তাহাতে অভিভূত না হইয়া শিশুর মত সরলভাবে তোমার ক্রোড়ে লুকাইয়া অন্তরের বেদনা সকল কি তোমায় নিবেদন করিতে পারি? আবার শিশুর কেমন নির্ভয়ের ভাব দেখিতে পাই? সে মায়ের হাতে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সে জানে যে যতক্ষণ আমি মায়ের কোলে আছি, ততক্ষণ আমার কোনও ভয় নাই, কোন শত্রু আমার কিছুই করিতে পারিবে না। জীবনের যাহা কিছু আবশ্যক তাহার ও জন্য সে কিছুই ভাবে না, সে জানে যে তাহার খাইবার সময় হইলে মা আপনি ডাকিয়া তাঁহাকে খাইতে দিবেন। কিন্তু ইহার কত বিপরীত ভাব আমার মধ্যে! আমি দিবানিশি তোমার কোলে বসিয়া রহিয়াছি, অথচ প্রতিনিয়তই ভয় ভাবনায় অস্থির, কত শত্রুর আশঙ্কায় প্রাণ ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। তোমার কাছে থাকিলে কোনও শত্রু যে স্পর্শ করিতে পারে না তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আবার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কত

চিন্তান্বিত হই ; তুমি মা কাছে রহিয়াছ, যখন খাইবার সময় হইবে ডাকিয়া আমাকে খাইতে দিবে, যখন কোনও বস্তুর অভাব হইবে তুমি আপনি আসিয়া দিয়া যাইবে ইহা মনে করিয়া শিশুর মত তোমার উপর নির্ভর করিতে পারি না। যদি শিশুর মত সরলতা ও নির্ভরশীলতা আমার না থাকিল তবে কেবলমাত্র মুখে তোমায় মা বলিয়া ডাকিয়া কি ফল হইবে? তুমি দয়াকর, যেন আমি শিশুর মত সরল ও নির্ভরশীল হইতে পারি।

প্রেরিত পত্র

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

গত ১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে স্বাক্ষরিত চিঠির ৩টী প্রশ্নের মধ্যে গত ১লা চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া ৩য় প্রশ্নটীর উত্তর পরে প্রকাশ করিব এইরূপ প্রতিশ্রুত ছিলাম। অদ্য তাহা নিবেদন করিতেছি।

ভগবতী বাবুর ৩য় প্রশ্ন, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মনুষ্যের স্বাধীনতা বিষয়ক। বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে ধর্ম্মজগতে ইহাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন আর নাই, এই প্রশ্ন মিমাংসা করিতে না পারিয়া কেহ বা "জীব ব্রহ্ম এক" ভাবিয়া ঘোর অদ্বৈতবাদী হইয়া পাপ পুণ্য অস্বীকার করেন, কেহ বা জীবকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করিয়া ঘোর দ্বৈতবাদী হইয়াছেন। যাহাহউক আমি এসম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া যাহা কিছু আলোক পাইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

এবিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ঈশ্বর ও জীবাত্মা কি এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি? দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলি কেন? তৃতীয়তঃ জীবের স্বাধীনতা কি ও তাহা কি প্রকার স্বাধীনতা?--এই কয়েকটী বিষয় অগ্রে বুঝা আবশ্যক। কিন্তু এই সামান্য চিঠিতে উক্ত গুরুতর বিষয় গুলির ব্যাখ্যা বিষদরূপে করা অসম্ভব সুতরাং তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

আমরা সকলেই স্বীকার করি যে ঈশ্বর জ্ঞান প্রেম শক্তিপূর্ণ অনন্ত পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা, আর মানব ঐ জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাসম্ভূত পরিমিতাত্মা অর্থাৎ জীব। জ্ঞান প্রেম ও শক্তি বস্তু যাহা তাহা এক—তাহার পৃথক ও খণ্ড হইতে পারে না। কিন্তু মানবের মধ্যে যে জ্ঞান প্রেম ও শক্তি দৃষ্ট হইতেছে তাহা পৃথক কি খণ্ড? না, তাহা পৃথকও নহে খণ্ডও নহে, তাহা ঐ পূর্ণ জ্ঞান প্রেম শক্তির কণামাত্র। মূল বস্তুতে তাঁহার সহিত আমরা এক, কিন্তু পরিমাণে পৃথক। তিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন পূর্ণপুরুষ ; আর আমরা পরিমিত জ্ঞান, পরিমিত প্রেম ও পরিমিত শক্তিসম্পন্ন পরিমিত পুরুষ। সুতরাং একদিকে অর্থাৎ জ্ঞান প্রেম ও শক্তিতে মানবও ঈশ্বর উভয়ে একই বস্তু,আবার অন্যদিকে পরিমাণে পৃথক। এ বিষয়টী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কিছু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছি। যেমন শরীর ও শরীরের কোন অংশ। অঙ্গুলী শরীরের একটী অংশ কিন্তু শরীর হইতে পৃথক নহে। শরীর যে পদার্থে (রক্ত মাংস হাড় ইত্যাদি) নির্ম্মিত অঙ্গুলীও সেই পদার্থে নির্ম্মিত। তা বলিয়া শরীরকে অঙ্গুলী বলা যায় না আর অঙ্গুলীকেও শরীর বলা যাইতে পারে না, অথচ ইহারা পরস্পর ভিন্নও নহে। শরীর বলিলে দেহের সমস্ত অবয়বকে বুঝায়, আর অঙ্গুলী বলিলে দেহের এক অতি ক্ষুদ্রাংশকে বুঝায় সুতরাং "এক অর্থে অঙ্গুলী শরীর, আর এক অর্থে অঙ্গুলী শরীর নহে" এই যে ভেদাভেদ ভাব যেমন শরীর ও অঙ্গুলী সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছে, জীব ব্রহ্মের ভেদাভেদও ঠিক সেই প্রকার। অতএব বলা বাহুল্য যে ঈশ্বর ও জীব মূলত এক হইলেও পরিমাণে এক না থাকায় জীবের জীবত্ব ও ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব অক্ষুণ্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুতরাং "জীব ও ঈশ্বর এক" অথবা "জীব ও ঈশ্বর ইহারা পরস্পর পৃথক" এই দুই প্রকার ভ্রম হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ এতদুভয়ের মধ্যে যে দ্বৈতাদ্বৈত ভাব তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাময় হইয়া উক্তরূপে মানবকে সেই জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছার এক কণা দ্বারা আপন আদর্শে সৃজন করিয়া অনন্ত উন্নতির পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার সহিত আমাদের পিতা পুত্র সম্বন্ধ তিনি পিতা আর আমরা পুত্র ; এই যে জীব ব্রহ্মের একত্ব ও দ্বিত্ব ভাব দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে আমাদের দেশের বৈদান্তিকগণ এই একত্ব ভাবই বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু পৃথকত্ব ভাব দেখিতে পান নাই। সেই জন্য তাঁহারা ঘোর অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে "এক দিকে যেমন ঈশ্বর ও জীবেতে এক, আর একদিকে ঈশ্বর ও জীবেতে এক নয়,"—এই যে একত্ব ও দ্বিত্বভাব বা দ্বৈতাদ্বৈতভাব—যে স্থলে ব্রহ্মেতে ও জীবেতে এক হইয়াও পৃথক রহিয়াছে—সে ভাবের সন্ধিস্থল বা যোগ কোথায়? সেই সন্ধিস্থল কি প্রকাশ করা সম্ভব? না, তাহা বাস্তবিকই প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভব নয়। যে মহাত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানালোচনা ও সাধন দ্বারা সেই স্থানে গিয়াছেন বা আত্ম-জ্যোতিতে সেই স্থান দেখিতে পাইয়াছেন তিনিই এভাব পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবেন বাহিরে এইভাব প্রকাশ করিয়া বুঝাইতে গেলে কেবল এই মাত্র বলা যায় যে, যেমন অন্ধকার ও আলোকের ভাব। যখন অন্ধকার রাত্রী শেষ হইয়া ভোর হইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে অন্ধকার চলিয়া যাইয়া আলোক হয়, কিন্তু অন্ধকার ও আলোকের সন্ধিস্থল কোথায় তাহা কেহ রেখা কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইতে পারেন না অথচ আমরা জানি যে অন্ধকার ও আলোক দুইই আছে এবং ইহাদের সন্ধিস্থলও আছে; সেইরূপ এই জীব ব্রহ্মের সন্ধিস্থল বা যোগ কোথায় তাহা স্পষ্ট করিয়া রেখা কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, অথচ আমরা জানি যে ঈশ্বর ও জীব দুই আছে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যেমন এইরূপ ভাব দেখা যাইতেছে; জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তাহাই। এখন এই একত্ব ও দ্বিত্ব ভাবে কি প্রকাশ পাইতেছে? এই একত্ব ভাবেই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপীত্ব নিবন্ধন সর্ব্বজ্ঞতা, আর এই দ্বিত্ব ভাবই জীবের ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন উন্নতির ভিত্তি স্বাধীনতা প্রকাশ পাইতেছে।

এখন দেখা যাউক জীবের স্বাধীনতা কি এবং তাহার স্বাধীনতার সীমা কত দূর? আমরা সচরাচর সকলেই অনুভব করি যে যাহা আমাদের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আমাদের শক্তির অল্পতা। আমরা ইচ্ছা করি যে কোন একটী বৃহৎ কাজ করিব কিন্তু শক্তির অল্পতা বশতঃ তাহা করিতে পারি না ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে আমারা স্বাধীন নহি। আমরা স্বাধীন হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতাম। ফলতঃ আমরা পরিমিত জ্ঞান শক্তি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা স্বাধীন না হইয়া একপূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির অধিনে সর্ব্বদা রহিয়াছে। সুতরাং এ দিকে আমরা স্বাধীন নহি। কিন্তু ইহার আর একটী ক্ষুদ্র দিক আছে! তাহা এই যে আমাদের পরিমিত জ্ঞান, প্রেম, শক্তি থাকায় আমাদের বিচার শক্তি রহিয়াছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় প্রতিভাত হয় তাহাই আমরা জানিতে পারি, সেই জানা বিষয় হইতেই আমাদের বিচার শক্তি দ্বারায় ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া চলিয়া থাকি। এই যে প্রতিভাত বিষয় সমস্ত জানিয়া ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া চলা—ইহাই আমাদের স্বাধীনতা অর্থাৎ এই অর্থেই আমরা স্বাধীন। ইহ ব্যতীত আমাদের স্বাধীনতার অন্য কোন অর্থ নাই।

এতক্ষণে আমরা মূল প্রশ্নের মীমাংসার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এক দিকে পূর্ণ স্বরূপ সকল স্থানে ও সকল কালে থাকিয়া পূর্ণ জ্ঞান রূপে বর্ত্তমান আছেন; আর জীব সেই পূর্ণ স্বরূপেরই জ্ঞান কণা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছায় পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে; প্রকৃত পক্ষে তিনিই জীবের চালক। জীব তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে চলিতে চলিতে কেবল এক একবার এদিক ওদিক মুখ ফেরাইতে চেষ্টা করে, ইহাই তাহার স্বাধীনতা, সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, আমি যাহা অদ্য করিতেছি তিনি তাহা অনাদি কাল হইতে জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার জানিত পথের এক চুলও আমরা এদিক ওদিক করিতে পারি না। অন্য দিকে আমি তাঁহারই প্রদত্ত জ্ঞান, শক্তি ও বিবেচনার দ্বারা নিজকে চালিত করিয়া তাঁহারই সেই অনাদি কাল হইতে জানিত পথেই চলিতেছি। তিনি অনাদি কাল হইতে আমার জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি আমার নিজ জ্ঞান ও বিবেচনা দ্বারা স্বাধীন ভাবে চলিতেছি, ইহা মনে করিয়া অজ্ঞাত সারে তাঁহারই সেই নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিতেছি। সুতরাং ইহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার ও আমার স্বাধীনতার কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে না। আমি সেই জন্যই আমার পূর্ব্ব চিঠিতে বলিয়াছিলাম যে স্বাধীন অর্থে ঈশ্বরের অধীন। বলা বাহুল্য যে ভগবতী বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া কিছু কঠিন স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এখানে তিনি আরও অনেক প্রশ্ন উঠাইতে পারেন। যাহাই হউক তাঁহার যাহা প্রশ্ন ছিল কেবল তাহারই উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা হইতে অন্য প্রশ্ন উঠিলে ভবিষ্যতে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক, যে সাধারণে আপনাকে যে অর্থে স্বাধীন বলিয়া মনে করেন বাস্তবিক তাঁহারা সে অর্থে স্বাধীন নহেন। তাঁহাদের নিজকে সেরূপ স্বাধীন মনে করাই অত্যন্ত ভ্রম। তাঁহাদের এরূপ ভ্রম হইবার কারণ এই যে তাঁহারা যে সমস্ত কার্য্য করেন তাহা তাঁহারা নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা বিবেচনা করিয়া করেন। তাঁহারা এই বিবেচনা করিয়া করেন না যে, আমি যাহা করিতেছি তাহা ঈশ্বর অনাদি কাল [illegible] রাখিয়াছেন, পরন্তু তাঁহারা আপনাদের সামান্য [illegible] যাহা প্রতি ফলিত হয় তাহারই ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কা[illegible] সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া মনে [illegible]

পরিশেষে নিবেদন, ভগবতী বাবু ব্রাহ্ম সাধারণের প[illegible] বিশ্বাসী ইত্যাদি" তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, আমার নিকট উচিত কার্য্য হইয়াছে বুলিয়া [illegible] বাস্তবিক তাঁহার প্রশ্ন গুলির যে কিছু জটিল [illegible] সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রাহ্মেরা যে ইহার মীমাংসা না করিয়া কেবল অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করেন তাহা মনে করি না। বিশেষতঃ তিনি নিজকে ব্রাহ্ম বলিয়া চিঠিতে স্বীকার করিয়াছেন এরূপ স্থলে তিনি নিজেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় প্রশ্ন কয়টীর মীমাংসা সুযুক্তি দ্বারা ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ দিতে পারিতেন অথবা তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতে পারিতেন কিন্তু এইরূপ ভাবে তীব্র ভাষা প্রয়োগ করা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে; আশাকরি তাহা তিনি নিজেই বিবেচনা করিবেন ইতি।

নিবেদক
শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

সংবাদ।

নামকরণ;—গত ১৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বাবু অধরচন্দ্র বসুর প্রথমা কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনার কার্য্য করেন। বালিকার নাম মনিকা রাখা হইয়াছে।

উৎসব;—গত ১০ মার্চ্চ রবিবার শিবপুর প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হয়। তৎপরে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তিনিই সায়ংকালীন উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন।

নূতন সমাজ;—বাবু কালীপ্রসন্ন বসু লিখিয়াছেন যে ঢাকাজেলার অন্তর্গত তিল্লীগ্রামে সম্প্রতি একটী প্রার্থনা সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে তথায় উপাসনাদি হয়। প্রত্যেক বুধবার তদসংশ্লিষ্ট সঙ্গত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সমাজের বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ৭ জন।

ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব;—বিগত ১৫ই ফাল্গুন বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের ১২শ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা বিশ্বাস ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ও জীবন সঙ্কেত ইত্যাদি পুস্তক হইতে পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কুসুমকুমারী দত্ত প্রার্থনা করেন। এতদ্ব্যতীত আলোচনা এবং সঙ্গীত সংকীর্ত্তন হয়।

মফস্বলস্থ বন্ধুদিগের নিকট নিবেদন।

মফস্বলের ব্রাহ্ম বন্ধুগণের নিকট নিবেদন এই যে যখন কোন প্রচারক তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচার করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যের যথাযথ বিবরণ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের নামে প্রেরণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশের মর্ম্ম যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব লিখিতে চেষ্টা করিবেন। উৎসবের বিবরণ যাঁহারা পাঠান, তাঁহারা তাহা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিলে ভাল হয়। অল্প কথায় সমস্ত বিবরণ লিখিত হইবে, অথচ তাহার মধ্যে বক্তৃতা ও উপদেশের সারাংশও থাকিবে এই ভাবে পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীতে অধিক স্থান নাই, এজন্য আমরা সকল বিবরণ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিতে পারি না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

[illegible]নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২৮এ চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত